

লিঙ্গপুরাণ ।



কৃষ্ণদৈপায়ন মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস প্রণীত ।

ভট্টগম্ভী-নিবাসী

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি কর্তৃক

অনুবাদিত ।

কলিকাতা.

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দাসের স্ট্রীট, বঙ্গবাসী-সীম-মেসিন-প্রেস হইতে

শ্রীমুটবিহারী রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩১০ খ্রীঃ ।

ভূমিকা ।



অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে লিঙ্গপুরাণ একটি মহামূল্য রত্ন ।
 ঈশ্বরের গভীর তত্ত্ব, যোগসম্বন্ধে নানা কথা, ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি, দেবাদি-
 দেব মহাদেবের অপূর্বলীলা,—অদ্ভুত-নিগ্রহ, নৃসিংহবিজয় প্রভৃতি
 অনেক নতুন উপাখ্যান ইহাতে বর্ণিত । রচনার পারিপাট্য বা
 ভাষার কে * ৭, এ গ্রন্থে নাই, বরং অত্যন্ত দুর্ব্বল ভাব ও ভাষা,
 অনেকাংশে সন্দেহজনক ঋষিবার পক্ষে মহান অনুরায় হইয়া আছে ।
 তথাপি বলিব,—ইহা একটি “মহামূল্য রত্ন । আকর-গুপ্ত } স্মৃতি-
 কণৌব-স্পর্শ মহামণি সংস্কার না হইলেও—গর্ভমল দ্রবীকৃত না হইলেও
 বিজ্ঞ-সমাজের আদব লাভে বঞ্চিত হয় না ।

এই পুঁথিতে প্রায় ১১ হাজার শ্লোক । সম্পূর্ণ বিস্তৃত পুস্তক
 হুলাত । ইহার অনুবাদ অদ্যাবদি হয় নাই । এই অনুবাদই প্রথম । এ
 গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর গায়বাগীশ, রামময় বিদ্যাভূষণ,
 জগন্নাথ বিদ্যার্ণব, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হেমচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কমলকৃষ্ণ
 স্মৃতিভূষণ, নন্দগোপাল কাব্যতীর্থ, রঘুনন্দন গায়বাগীশ, কৃষ্ণপদ কাব্যতীর্থ
 এবং আমি । সকলের অনুবাদই আমি একপকার পরিদর্শন করিয়াছি ।
 এ অনুবাদে লোকের কিঞ্চিৎমান উপকার হইলেই আমার পরিশ্রম সফল
 হইবে । ইতি ।

শকাব্দাঃ ১৮১২ ।

অগ্রহাষণ ।



সম্পাদক
 শ্রীপঞ্চানন দেবশর্মা ।
 ভট্টপল্লী ।

লিঙ্গপুরাণের-সূচীপত্র ।

পূর্বভাগ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায় । স্তম্ভ ও নিমিষাবর্ণ্যাসী ঋষি গণের কথোপকথন ঋষিগণের লিঙ্গপুরাণ শ্রবণেচ্ছা এবং স্তম্ভের তাহা বলিতে উদ্যোগ	১
২য় অঃ । স্তম্ভকৃতক সংক্ষেপে লিঙ্গপুবাণপ্রতি- পাদ্য বর্ণনা	৩
৩য় অঃ । প্রকৃতি-সৃষ্টি ও ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি-কথন	৩
৪র্থ অঃ । যুগাদি-পরিমাণ কথন	৪
৫ম অঃ । ব্রহ্মকৃত বহিঃ পধ্যস্ত সৃষ্টি কথন	৫
৬ অঃ । বহিঃপিতৃক দ্রুত সৃষ্টি কথন	৬
৭ অঃ । শিব-প্রসাদে নিষ্কৃতি, মনু, ব্যাস, যোগাচাৰ্য এবং যোগাচাৰ্য-শিষ্যদিগের নাম- কীন্তন	৭
৮ অঃ । যোগমাগে শিবাবাবনবিবি, ঋগ্- সামন-গ্রন্থকথন	৮
৯ অঃ । যোগিগণের বিদ্বাদি কথন এবং অষ্টে খণ্ডলাভ কীন্তন	৯
১০ অঃ । শিবপ্রসাদ পাত্র কথন এবং লিঙ্গপূজা কথন	১০
১১ অঃ । সন্দোজাত এবং তদীয় শিষ্যদিগের উৎপত্তি	১১
১২ অঃ । বামদেব এবং তদীয় শিষ্যদিগের উৎপত্তি	১২
১৩ অঃ । তৎপুত্র ও গায়ত্রী-উৎপত্তি	১৩
৪ অঃ । অব্যোমোহাদি	১৪
১৫ অঃ । অব্যোমোহ-বিধি-কথন	১৫
১৬ অঃ । সূর্য্যনোৎপত্তি, পঞ্চব্রহ্মস্বক স্তোত্র এবং গায়ত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য-কথন	১৬
১৭ অঃ । সদা প্রভৃতির অদ্ভুতমাহাত্ম্য-বর্ণনা এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিবাদ-ভঙ্কনর্থ লিঙ্গাবির্ভাব- কথন	১৭
২ অঃ । বিষ্ণু-নাটিকমণ্ড ২ইতে ব্রহ্মা-উৎ- পত্তি এবং কল্প-দর্শন	২১
৩ অঃ । ব্রহ্ম-বিষ্ণু-ত শিব স্তব	২৮
২২ অঃ । মহেশ্বর-সকাশ বক্ষ বিষ্ণু বর্ণনা সর্প ও কুম্ভগণের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মা- প্রাণলাভ	৩০
২৩ অঃ । বক্ষার প্রাণসুবেবে শিবকৃতক সদা ভাংপত্তি কথন এবং গাংগা-মাহাত্ম্য বর্ণন	৩১
২৪ অঃ । ব্রহ্মা-নিকট শিবকৃতক যোগা- চাৰ্য্যাবতাবাদি কীন্তন	৩২
২৫ অঃ । ঋষিগণের প্রাণসুবেবে সংক্ষেপে স্তম্ভ কৃতক লিঙ্গপূজা-নিয়ম-কথন	৩৩
২৬ অঃ । সঙ্খ্যা-পঞ্চমস্কন্ধ-বিবি-কথন	৩৪
২৭ অঃ । লিঙ্গপূজন-বিধিকথন	৩৫
২৮ অঃ । মানস শিবপূজা- ৩৯ অঃ । দেবকাক-বনবাসী ঋষিগণের চার- কথনপ্রসঙ্গে চন্দ্রশনোপাখ্যানাদি	৩৬
৩০ অঃ । শিবাবাধন-প্রভাবে শেতব গ্রাস হইতে মুক্তি	৩৭
৩১ অঃ । বক্ষকথিত বিবি অনুসারে তপোনি বত ঋষিগণের শিবসাক্ষাৎকল্প	৩৮
৩২ অঃ । ঋষিগণকৃত শিবস্তব	৩৯
৩৩ অঃ । শিবকৃতক সেই স্তবেব এবং শিবগণের মাহাত্ম্য-কীন্তন	৪০
৩৪ অঃ । ঋষিগণের প্রাণসুবেবে স্তম্ভকৃতক শিবকথিত ভস্ম স্নানাদি কীন্তন	৪১
৩৫ অঃ । স্তুপভাঙিত-দধাচের শিবপ্রসাদে বজ্রা- স্থি লাভ এবং স্তুপের মন্তকে আশ্বাত	৪২
৩৬ অঃ । স্তুপকৃতক বিষ্ণুস্তব, দেবদ্বন্দ্বপরিবৃত বিষ্ণু-দধাচ-সকাশ পবাতব	৪৩
৩৭ অঃ । সনৎকুমারের প্রাণসুবেবে নন্দীর ঋষি জন্মবস্ত্রকথন	৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
১০ অঃ। কলিযুগে সত্যযুগারম্ভকল্প-মহাস্তবাধি- কীৰ্ত্তন	১৫
১১ অঃ। বঙ্গাব্দে দেবীপুণ্ড্র-কীর্ত্তন, বঙ্গা- ধর্ম্ম-মহেশ্বরের পরম বোধপাদক-কীর্ত্তন	১৬
১২ অঃ। শিবপ্রসাদে শিলাদক্ষবিন্দু-কীর্ত্তন	১৭
১৩ অঃ। নন্দীব মনুষ্যাকাব-প্রাপ্তি এবং শিবাত্মগ্রহণ	১৮
১৪ অঃ। শিবকর্তৃক নন্দীব গাণপত্য-নিষেধ এবং বিবাহকাণ্ড-সম্পাদন	১৯
১৫ অঃ। স্তবকর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গসমীপে শিবসমষ্টি রূপ বর্ণন এবং অবস্থান-কীর্ত্তন	২০
১৬ অঃ। পথিবী দ্বীপ এবং সাগরকখন প্রিয়ব্রত-পুণ্যার্থে পুণ্ড্রপতি-কীর্ত্তন	২১
১৭ অঃ। জম্বদ্বীপাত্মক নন্দন কখন এবং অগ্নিদেব-কীর্ত্তন	২২
১৮ অঃ। সুমেরু-পার্বত্য এবং পুণ্ড্রবাহি- কীর্ত্তন	২৩
১৯ অঃ। ভগবান পার্বত্য এবং বন পরম-কীর্ত্তি কীর্ত্তন	২৪
২০ অঃ। শিতাত্তপ্রভৃতি পরমতীর্থের বর্ণনা দেবগণের পবিত্র প্রাসাদ বর্ণন	২৫
২১ অঃ। শিবের উৎসর্গে প্রদত্ত ব্রাহ্মণ-কীর্ত্তন	২৬
২২ অঃ। ভগবান উৎসর্গ	২৭
২৩ অঃ। শঙ্করাদি কখন এবং উৎসর্গের বর্ণন	২৮
২৪ অঃ। সত্যযুগ-নিবর্তন এবং ব্রহ্মা- কীর্ত্তন	২৯
২৫ অঃ। সত্যযুগে মাসভেদে ব্রহ্মা-কীর্ত্তন	৩০
২৬ অঃ। চন্দ্রবাহি-বর্ণন	৩১
২৭ অঃ। বুধ প্রভৃতির রথ এবং গ্রহমণ্ডলের পরিমাপ-কীর্ত্তন	৩২
২৮ অঃ। শিবকর্তৃক সূর্য্যাদির গ্রহাদি-আবিপত্যে অভিষেক	৩৩
২৯ অঃ। ত্রিবিধ বহি এবং সূর্য্য সূর্য্যার কাণ্ডাঙ্ককখন	৩৪
৩০ অঃ। গ্রহপ্রভৃতি কখন	৩৫
৩১ অঃ। গ্রহ প্রভৃতির স্থানাভিমানে দেবগণের কথা	৩৬
৩২ অঃ। গ্রহ-চরিত্র	৩৭
৩৩ অঃ। বঙ্গ, দেবগণ এবং বসিষ্ঠাদি	৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৪ অঃ। বসিষ্ঠের পুনর্য্যোজ, পবিত্রযুগ- এবং ব্রাহ্মসংসার	৩৯
৩৫ অঃ। সত্যযুগ ও চন্দ্র-বর্ণন প্রসঙ্গে উৎসর্গপ্রভৃতি শিবসমস্ত্রনামস্তোত্র	৪০
৩৬ অঃ। ত্রিবিধ সত্যযুগ এবং যজ্ঞতিথ্যকর্তৃক চন্দ্র-বর্ণন	৪১
৩৭ অঃ। যজ্ঞতিথি	৪২
৩৮ অঃ। সূর্য্য পুণ্ড্র যজ্ঞ-কীর্ত্তন	৪৩
৩৯ অঃ। শ্রীমদ্ভগবত-কথা	৪৪
৪০ অঃ। শিব্যত্ম্যাদি-কখন	৪৫
৪১ অঃ। বিপুল-ব্রহ্মা অঃ। বিপুলব্রহ্মা-বর্ণন এবং দেবগণ অভিষেক	৪৬
৪২ অঃ। দেবগণের প্রতি ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র কবিত্তে উপদেশ	৪৭
৪৩ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩ বিবিধ শিব্যত্ম্যাদি-বর্ণন ৪ শিবালয় নিষ্পত্তি ও শিবকর্তৃক-পরি- মাপ	৪৮
৪৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১০ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১১ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১২ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১৩ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১৫ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১৬ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১৭ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১৮ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১৯ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ২০ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ২১ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ২২ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ২৩ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ২৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ২৫ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ২৬ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ২৭ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ২৮ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ২৯ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩০ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩১ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩২ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩৩ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩৫ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩৬ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩৭ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩৮ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৩৯ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৪০ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৪১ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৪২ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৪৩ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৪৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৪৫ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৪৬ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৪৭ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৪৮ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৪৯ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫০ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫১ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫২ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫৩ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫৫ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫৬ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫৭ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫৮ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৫৯ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬০ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬১ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬২ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬৩ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬৫ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬৬ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬৭ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬৮ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৬৯ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭০ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭১ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭২ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭৩ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭৫ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭৬ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭৭ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭৮ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৭৯ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮০ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮১ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮২ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮৩ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮৫ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮৬ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮৭ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮৮ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৮৯ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯০ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯১ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯২ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯৩ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯৫ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯৬ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯৭ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯৮ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ৯৯ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং ১০০ অঃ। ব্রহ্মা-বিশ্বপুত্র এবং	৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অঃ। বারাগসী-মাহাত্ম্য	১৫৮	৮ অঃ। বৌদ্ধমুক-চরিত	২০৯
অঃ। অন্ধকায়-বৃত্তান্ত	১৬৩	৯ অঃ। পশুনিরূপণ, শাপকথন এবং শিবের	
অঃ। বরাহকর্তৃক হিরণ্যাক্ষবধ এবং ভূম- গুল উদ্ধার	১৬৪	পশুপতি নাম হইবার কারণ-নির্দেশ	২১০
অঃ। নৃসিংহ-কর্তৃক হিরণ্যাক্ষিপু-বধ এবং জগৎ পীড়ন	১৬৫	১০ অঃ। শিবের আত্মক্রমে সর্বস্বাষ্ট	২১২
অঃ। নৃসিংহ ও বীরভদ্রের কথোপকথন. নৃসিংহপরাজয়	১৬৭	১১ অঃ। শিব-শিবাবিভূতিকথন এবং লিঙ্গ- পূজামাহাত্ম্য-কথন	২১৩
অঃ। জলজল-বৃত্তান্ত	১৭১	১২ অঃ। অষ্টমূর্তি-কথন	২১৪
অঃ। বিদ্যাকৃত শিব-মহাস্ত্রনাম স্তব, নয়ন- কমল প্রদানপূর্বক বিষ্ণুর শিবপূজা. শিবের মিকট হইতে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র লাভ	১৭২	১৩ অঃ। অষ্টমূর্তির পৃথক পৃথক নাম এবং স্বীপুত্রাদিকথন	২১৫
অঃ। দেবীর শিববামাঙ্গ-স্বরূপকথন. দক্ষ ও হিমালয় হইতে দেবীর উৎপত্তিকথন	১৭৭	১৪ অঃ। শিবের পঞ্চরঙ্গস্বরূপতা কীভূত	২১৬
অঃ। দক্ষসদ্য	১৭৮	১৫ অঃ। শিবস্বরূপনিরূপণ-সম্বন্ধে পশুপতি- মত	২১৭
অঃ। পার্বতীর তপস্যা ও মদন-ভঙ্গ্য	১৭৯	১৬ অঃ। শিবের নানাবিধ নামরূপ-কথন	২১৮
অঃ। দেবীর শঙ্কর-প্রসাদ লাভ	১৮০	১৭ অঃ। মণ্ডল রত্নমূর্তি হইতে বিশ্রামপতি	
অঃ। শিব-বিদ্যাগাদি	১৮২	১৮ অঃ। ব্রহ্মাদিকৃত শিবস্তব	
অঃ। বিশ্বনাথের সৃষ্টিব জগৎ দেবগণের শিবস্তব	১৮৩	১৯ অঃ। মণ্ডলে শিবপূজনবিধি	
অঃ। গণেশোৎপত্তি	১৮৬	২০ অঃ। মণ্ডলপূজাবিকারীদিগের শিবমন্ত্রণীক	
অঃ। শিবের নৃত্যরহস্য-প্রসঙ্গে কলৌর		বিধি	
উৎপত্তি	১৮৭	২১ অঃ। শিবপূজা-নিয়মাদি-কথন	
অঃ। ভক্ত উপমান্যর প্রতি শিবের অনুগ্রহ	১৮৮	২২ অঃ। সৌরনানাদি-নিকপণ	
অঃ। উপমান্য সকাশে শ্রীকৃষ্ণের শিবমন্ত্র		২৩ অঃ। মানস শিবপূজাদি	
নীতি	১৯০	২৪ অঃ। শিবপূজার বিশেষ-বিধি	
		২৫ অঃ। শিবকথিত অগ্নিকার্য	
		২৬ অঃ। অম্বোবপুজা	
		২৭ অঃ। জয়াভিব্যেক	
		২৮ অঃ। তুলানানবিধি	২৪৪
		২৯ অঃ। হিরণ্যাক্ষ-বিধি	২৪৫
		৩০ অঃ। তিলপক্কতদান-বিধি	২৪৭
		৩১ অঃ। স্নান তিলপক্কতদান-বিধি	২৪৮
		৩২ অঃ। সুবর্ণমন্দিরাদান-বিধি	২৪৮
		৩৩ অঃ। কল্পপাদপদান-বিধি	২৪৮
		৩৪ অঃ। গণেশদান-বিধি	২৪৮
		৩৫ অঃ। হেমধেনুদান-বিধি	২৪৮
		৩৬ অঃ। লক্ষ্মীদান-বিধি	২৪৯
		৩৭ অঃ। তিলপেক্তদান-বিধি	২৪৯
		৩৮ অঃ। গো-মহাস্ত্রদান-বিধি	২৪৯
		৩৯ অঃ। হিরণ্যাক্ষ-দানবিধি	২৫০
		৪০ অঃ। কল্যাণদান	২৫০
		৪১ অঃ। হিরণ্যাক্ষদান-বিধি	২৫০

উত্তর ভাগ।

৫৫। মার্কণ্ডেয় ও অম্বরীষের কথোপকথন, কৌশিক-বৃত্তান্ত	১৯২
৫৬। বিষ্ণু-মাহাত্ম্য	১৯৫
৫৭। নারদের গীত-বিদ্যালাভ	১৯৫
৫৮। বিষ্ণুভক্ত-লক্ষণ ও তদীয় মাহাত্ম্য- কথন	১৯৯
৫৯। অম্বরীষ-চরিত	২০০
৬০। অলক্ষী-বৃত্তান্ত	২০৫

বিষয়'	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৪ অঃ। শ্রেষ্ঠদান-কথন	২৫১	৫০ অঃ। শক্রনিগ্রহ প্রকার	২৫৭
৪৫ অঃ। জীবৎ-শ্রাদ্ধ	২৫১	৫১ অঃ। বজ্রবাহনিকা-বিদ্যা	২৫৭
৪৬ অঃ। ঋষিগণের দেবপ্রতিষ্ঠা-বিষয়ে প্রশ্ন ও দৈববাণী দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি উপদেশ	২৫৩	৫২ অঃ। সেই বিদ্যার প্রয়োগ-প্রণালী	২৫৮
৪৭ অঃ। লিঙ্গ-স্থাপন	২৫৩	৫৩ অঃ। মৃত্যুঞ্জয়-বিধি	২৫৮
৫১ অঃ। সূর্য্যাদি-দেবতা-স্থাপন-বিধি	২৫৫	৫৪ অঃ। ত্রিষস্ক মন্ত্র তারা শিবপূজন-বিধি	২৫৮
৫৯ অঃ। অষোরেণ-প্রতিষ্ঠাদি	২৫৫	৫৫ অঃ। যোগকথন এবং লিঙ্গপুরাণপাঠ-শ্রবণ এবং শ্রাবণ-কল	২৫৯

লিঙ্গপুরাণের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

লিঙ্গপুরাণ

পূর্বভাগ ।

প্রথম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মাদকপে সৃষ্টি-প্রতি-প্রাণসকারী
প্রকৃতিপুরুষের নিয়মক পবিত্রা শিবকে প্রণাম করি।
নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে
নমস্কারপূর্বক জয় মর্শ্বাঃ ঘোষণা পুরাণাদি ত্রৈ-
লিঙ্গ্যরূপে করিবে ।

শৈলেশ, সঙ্গমেধর, সর্গস্থিত হিরণ্য-গর্ভ, বারা-
ণসী, মহালয়, রোহি, গোশ্রেষ্ঠক, শ্রেষ্ঠ পাশুপত,
বিশ্বেশ্বর, কেশব, গোমায়কেশ্বর, হিরণ্য-গর্ভ, চন্দ্রনাথ,
ঈশান, ত্রিবিষ্টপ ও শুক্রেধর প্রভৃতি তীর্থ স্থানে
যথাবিধি শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া মহর্ষি নারদ নৈমিষা-
রণ্যে গমন করিলেন । ১—৩ । তৎকালে নৈমিষা-
রণ্যবাসী মুনিগণ নারদকে দেখিবামাত্র আনন্দিত
মনে পূজা করিয়া যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন ।
তিনিও মুনিবরকর্তৃক পূজিত হইয়া স্তম্ভমানে তাঁহাদিগের
প্রদত্ত উত্তমাসনে স্থখে উপবেশন করিয়া শিবলিঙ্গ-
মাহাত্ম্য-বিষয়ক মনোহর ভাবশালী উপাখ্যান বলিতে
লাগিলেন । ইত্যবসরে তথায় সর্বপুণ্যবন্তা বুদ্ধিমান
শ্রুত স্মরণ মুনিদিগকে প্রণাম করিতে উপস্থিত
হইলে, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ কৃষ্ণবৈষ্ণব-শিষ্যের
অভ্যর্থনা জন্ত যথাযোগ্য সনিনয় সন্তাষণ ও পূজা বিধান
করিলেন । ৪—৭ । অনন্তর তাঁহাদিগের পুরাণশ্রবণে
ইচ্ছা হইলে তপস্বী সকল অতি বিখ্যাত বিদ্বান্ রোম-
হর্ষণ শ্রুতকে শিবলিঙ্গ-মহাত্ম্যপূর্ণ পবিত্র পুরাণ-শাস্ত্র
জিজ্ঞাসা করিলেন । ৮ । ৯ । এই মহামতে শ্রুত !
আপনি পুরাণের জন্ত মহর্ষি বেদব্যাসকে উপাসনা
করিয়া তাঁহার নিকটে পুরাণ-শাস্ত্র অবগত হইয়াছেন ।

তৎ পৌরাণিকাজ্ঞান্য ! সেই জন্ত লিঙ্গ-মাহাত্ম্য-
পূর্ণ সর্গীয় পুরাণ-সংহিতা আপনাকে জিজ্ঞাসা
করিতেছি । বঙ্গার পুত্র, শ্রীমান মুনিবর নারদ
দেবাদিদেব পুরাণমাত্রা মহেশ্বরের তীর্থস্থানসকল পরি-
ভ্রমণপূর্বক লিঙ্গপূজা করিয়া এই স্থানে উপস্থিত
আছেন । আপনি, আমরা ও মহর্ষি নারদ সকলেই
শিবভক্ত ; অতএব আপনি মহর্ষি নারদের নিকটে
সকল যৎ পবিত্র পুরাণ বান । এইরূপে আপনি যাহা
জানিয়াছেন, তাহা সকলই সফল হইতে পারিবে ।
পৌরাণিকপ্রণয় পুণ্যায় শ্রুতকে এইরূপ বলিলে, তিনি
অত্রে বঙ্গার পুত্র নারদকে অনন্তর, নৈমিষবাসী মুনি-
গণকে অভিবাচন করিয়া, পুরাণবলিতে আবৃত্ত করিলেন
। ১০—১৬ । আমি লিঙ্গপুরাণ বলিব্যব জন্ত মহাশ্রমকে
নমস্কার করিয়া ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মুনিবর বেদব্যাসকে
স্বরণ করিতেছি । শঙ্ক-ব্রহ্ম ঈশাব শরীর, যিনি
সাক্ষ্য শব্দ-ত্রয়ে প্রকাশক বর্ণমালা যাহাব অঙ্গ,
যিনি অনেক রূপে স্থিতি কাবলেও খবাক্ত স্করণ, যিনি
অকাব উকাব ও মকাব স্করণ এবং যিনি সন্ধ্যা, স্থল,
পদাংগ, ওষ্ঠাবস্করণ, মন যাহাব মূখ, সামগান
যাহাব জিহবা, যদুর্দেব যাহাব স্তন্য প্রীবাদেশ,
অধর্মবেদ যাহার স্তন্য যিনি প্রকৃতিপুরুষের জুতীত,
জন্ম-মৃত্যুবর্জিত হইলেও তমোগুণযোগে কাল রুদ,
বজ্রগুণ-যোগে বঙ্গা, সঙ্কগুণ-যোগে সর্ষময় বিষ্ণু
নামে বিখ্যাত, যিনি নিরুপ অবস্থায় পবম বঙ্গ মহেশ্বর,
যিনি প্রকৃতি, পুণ্য, মত ও ৬, অহঙ্কার, মন, দেশপ্রিয়,
সংকটমাত্র ও পঙ্কভূত রূপে বিবাজমান হইলেও স্করণ

ইহাদিগের অতাত যজ্ঞবিশ্ব স্বরূপ, সেই মায়ার কারণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-লীলার জন্ত লিঙ্গরূপধারী সর্বময় মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলময় লিঙ্গপুরাণ বলিতে আরম্ভ করিতেছি । ১৭—২০ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্বকালে মহাত্মা ব্রহ্মঃ স্রষ্টানব্রহ্মরূপে আশ্রয় করিয়া শ্রেষ্ঠ লিঙ্গপুরাণ বর্ণনা করিয়াছিলেন । তৎকালে কোটিপরিমিত গ্রন্থ, ও তাহাদিগের শতকোটিরও অধিক শ্লোক-সংখ্যা ছিল । অনন্তর প্রত্যেক মনস্তরে ব্যাস সকল আবির্ভূত হইয়া দাপরের প্রারম্ভে ব্রহ্মাদি অষ্টাদশ পুরাণ বিস্তার করেন । তখন তাহার শ্লোক-সংখ্যা চারিলক্ষ হইল, তাহাদিগের মধ্যে লিঙ্গপুরাণ একাদশ । হে দ্বিজগণ ! ইহার শ্লোকসংখ্যা এগার হাজার । আমি সংক্ষেপেই শ্রবণ করিয়াছি, সুতরাং আপনাদিগকেও সংক্ষেপেই বলিব । মহর্ষি কৃষ্ণদেওয়ান, পুরাণসকল চারিলক্ষ শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া লিঙ্গপুরাণ এগার হাজার শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন । এই লিঙ্গ-পুরাণে প্রাধানিক-সৃষ্টি, প্রাকৃতিক-সৃষ্টি, বৈকুণ্ঠ-সৃষ্টি, অণ্ডের উৎপত্তি ও তাহার অষ্ট আবরণ, ইহা আমি ব্যাসের নিকট শ্রবণ করিয়াছি । ১—৩ । রাজাণ্ডপযোগে শিবের অণ্ড হইতে উৎপত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি, কালরুদ্রমূর্ত্তি ও তাঁহার তেয়য়াশিতে শয়ন ; প্রজাপতিগণের সৃষ্টি, পৃথিবীর উদ্ধার, ব্রহ্মার দিব্যরাত্র ও আয়ুর পরিমাণ, ব্রহ্মার যজ্ঞ তাঁহার যুগল, দেবতা, মানুষ, ঋষি, ধ্রুব ও পিতৃ-লোকের বর্ষপরিমাণ, পিতৃলোকের উৎপত্তি, অশ্রমি-দিগের ধর্ম, পুনরায় জগতের হ্রাস, শিবের শক্তিরূপে উৎপত্তি, ব্রহ্মার স্ত্রী-পুরুষ-ভাব, মিথুন-সংসর্গ-জনিত সৃষ্টি, রুদ্র উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে তাঁহার অষ্ট নামকরণ, ব্রহ্মা-বিষ্ণুর বিবাদ, পুনরায় লিঙ্গোৎপত্তি, শিলাদেব তপস্তা, দর্শন, অয়োনিজ পুত্রের প্রার্থনা ও তাহার হৃৎভক্তা, শিলাদেব ও ইন্দ্রের পরস্পর কথোপকথন, ব্রহ্মার পদ্ম হইতে উৎপত্তি, কলিযুগে গুরুশিষ্যের সিন্ধু শিবের আবির্ভাব, বাসগণের অবতার, কল ও মনস্তর সকল, পর্যায়ক্রমে নামভেদে কলসকলের কল্লভ প্রতিপাদন, বরাহব্রহ্ম বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি, মেঘ-বাহন-কল্লের বৃত্তান্ত, রুদ্রমাহাত্ম্য, ঋষিদিগের মধ্যে পুনরায় শিবলিঙ্গোৎপত্তি, শিবলিঙ্গের আরাধনা, লক্ষ্মণবিধি ও গুচি হইবার লক্ষণ, বারাগঙ্গা ও তীর্থ-সকলের মাহাত্ম্য বর্ণনা, পৃথিবীতে শিব ও বিষ্ণু-গৃহের

পরিমাণ, স্রগ ও পৃথিবীস্থ দেবগৃহের বর্ণনা, দ্বিতীয় মনস্তরে লক্ষের পুনরায় ভূমিতে পতন, লক্ষের প্রতি শাপ ও তাহার মোচন, কৈলাস পর্বতের বর্ণনা, পাস্তপত যোগ, চারিযুগের পরিমাণ ও সবিস্তর যুগ-ধর্ম, চারিযুগের সীদ্ধাংশ কাল-পরিমাণ, সন্ধ্যাকালে শিবের নৃত্যাদি-অনুষ্ঠান, শ্মশানে বাস, চন্দ্রকলার উৎপত্তি, শিবের বিবাহ, গণেশের জন্ম, কামাচারপ্রসঙ্গে অনুরাগ ও আনন্দাদি বৃত্তির ন্যাস, জগতের ত্রয়, সতীকর্তৃক শাপ প্রদান, শিবের ত্রিপুরাসুরবধ দ্বারা বিষ্ণু ও দেবতা-দিগকে রক্ষা, শিবের স্কন্ধ-পরিচয়, কার্তিকের জন্ম, সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহাদি সময়ে লিঙ্গস্থাপনের ফল, ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘ মূর্ত্তির বিবাদ, বিষ্ণু-দীর্ঘ-বিবাদ, দেবদেব মহাদেবের নন্দী নামে আবির্ভাব, পত্তিব্রতার উপাখ্যান পশুরক্ষ-বিষয়ক বিচার, গার্ভস্থোপযোগী ও মোক্ষ-বিষয়ক জ্ঞান, বসিষ্ঠভনয়ের জন্ম, মহাত্মা বসিষ্ঠ মূর্ত্তি-দিগের বংশবিস্তার, রাজাদিগের শক্তিনাশ, বিশ্বামিত্রের দৌরাত্ম্য, সুরভিনারী গাভীর বকন, বসিষ্ঠের পুত্রশোক অরুণ্যকীর বিলাপ, পুত্রবধুর প্রেরণ, গর্ভস্থের বাক্য, পরাশর ব্যাস ও স্কন্ধের অবতার, পরাশর-কর্তৃক ব্রাহ্মসদিগের বিনাশ-সম্পাদন, গুরু পুত্রস্তোর প্রসাদে পরাশরের দেবতা ও পরমার্থবিষয়ক জ্ঞান ও তাঁহার আদেশে পুরাণ-রচনা, ত্রিভুবনের পরিমাণ, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের গতি, জীবিত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ-বিধি, শ্রাদ্ধার্হ লোককীর্তন, সামান্য শ্রাদ্ধ ও নান্দী শ্রাদ্ধ-বিধি, অধ্যয়নের নিয়ম, পঞ্চ যজ্ঞের শক্তি ও তাহার বিধি, রজস্বলা স্ত্রীদিগের ব্যবহার, ব্যবহারানুসারে পুত্রের উৎকর্ষ, পর্যায়ক্রমে প্রতিবর্ষের মৈথুন-বিধি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির খাদ্যাখ্যান-বিধি, বিস্তৃত-রূপে প্রত্যেকের প্রায়শ্চিত্ত, নরকসকলের স্বরূপ-বর্ণনা, কামানুসারে দণ্ড, জন্মান্তরে স্রগবাসী নারকী পুরুষ দিগের চিহ্ন, অনেক প্রকার দান, ধর্ম-রাজপুরী বর্ণন, পঞ্চাঙ্গরক্ষণ, পঞ্চব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী, শিবমাহাত্ম্য, রূত্রাহর ও ইন্দ্রের যুদ্ধ, বিশ্বরূপ-বধ, খেত ও মৃত্যুর উপাখ্যান, খেতের জন্ত কালের কালপ্রাপ্তি, শিবের দ্বেষদারুবে প্রবেশ, হৃদশনোপাখ্যান, ক্রম-সন্ন্যাসের নিয়ম, শিবভক্তিও শ্রদ্ধার বশীভূত, এতদ্বিষয়ক ব্রহ্মার উপদেশ, মধু ও কৈটভাসুরকর্তৃক বিজ্ঞ ব্রহ্মার জ্ঞান অগচ্ছত হইলে তাঁহাকে পরম ভক্তজ্ঞানপ্রদানের জন্ত শিবের আবির্ভাব, বিষ্ণুর মন্ত্রাবতার, লীলানুসারে সকল অবস্থাতেই বিষ্ণুর আবির্ভাব, শিবপ্রসাদে বিষ্ণুর কৃপাবতার ও জিহ্বা মদনের প্রায়স্কর জন্ম, মহান-ধারকের ভক্ত বিষ্ণুর বন্দ্যাবতার, হলরাসের উৎপত্তি,

চণ্ডিকার পুনরায় জন্ম গ্রহণ, যতুবংশের উৎপত্তি, স্বয়ং শিবের যাদবকলে জন্ম, সর্বময় কুমরপথারী বিষ্ণুর প্রতি মণ্ডল ভোজরাজের দৌরাত্ম্য, বাণ্যাবস্থায় কুমের কৌড়া, পুত্রের জন্ত তাঁহার শিবপূজা, বিষ্ণুমূর্ত্তিধারী শিবের কপালে জলের উৎপত্তি, ভূভার ধরনের জন্ত বিষ্ণুর শিবাবধনা, বৈণ্য পৃথকভূক পৃথিবীর দোহনারস্ত, দেবায়ুর-যুদ্ধ-সময়ে বিষ্ণুকৃত্তক ভৃগুশাপপ্রাপ্তি, মাধবের কুমাবতরে দ্বারকায় অবস্থিতি, জগতের মঙ্গলার্থ হরিকৃত্তক তুর্কীসাপ্রদত্ত শাপপ্রাপ্তি, দুষ্টি ও অন্ধকর্ণের বিনাশাপ পিণ্ডারবাদীদিগের শাপ এরক ও তেজস্রাশ্রের উৎপত্তি, এরকপ্রলাভে পরম্পর বিনাদ দ্বারা দুষ্টিবংশ-ধ্বংস, লীলাভূমারে কুমকৃত্তক সবংশের সংহার, এরকপ্রলাভে সেক্ষান্তমারে গমন, সুবিস্তার ব্রহ্ম ও মোক্ষবিষয়ক বিজ্ঞান; ত্রিপুর, অন্ধক, অগ্নি, দক্ষ, গজাশূর, নগরপী যজ্ঞ, মদন, আদিদেব বংশ, দেবশত্রু রাক্ষসাদি এবং হলহল দেবতার প্রতি শিবকৃত্তক অবস্থা, জালদরের বী ও সুদর্শনচক্রের উৎপত্তি, বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রপ্রাপ্তি, সহস্র প্রকার চরিত্র-বর্ণন, একদ্রর চেষ্টা ও মতান্ত্রা বিংশ, ব্রহ্মা, ইন্দ্রের শক্তি-প্রকাশ, শিবলোক-বর্ণন, ভূমিতে রুদ্রলোক ও পাতালে চটিকেশ্বরের বর্ণনা, তপস্কার নিয়ম, ব্রাহ্মণদিগের শক্তি, সকল মূর্ত্তি অপেক্ষা শিবলিঙ্গ মূর্ত্তির আধাত্ব, এই সকল বিষয় আত্মপুর্নিক বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। যিনি এই সকল জানিয়া পূরণ-সংক্ষেপ কীর্তন করেন, তিনি সকলপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ১—৫৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় ।

১—৩ বলিলেন,—পণ্ডিতগণ নির্ভুল ব্রহ্মকে নিশ্চয় কারণ ও অব্যক্তকে লিঙ্গ বলিয়া থাকেন। মহাদেব সেই নির্ভর্যক, তাহা হইতে অব্যক্ত আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ প্রধান ও প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধ। হে দ্বিজ-গণ! গন্ধরূপ-রসশূন্য, শব্দ-স্পর্শাদিগুণ-বর্জিত, নির্ভুল, সত্য, সনাতন, পরমব্রহ্ম, শিবই অলিঙ্গ। তাহা হইতে গন্ধ, বর্ণ ও রসময়িত্র শব্দস্পর্শাদি-গুণভূষিত জগতের উৎপত্তিকারণ স্থূল, সূক্ষ্ম ও মহাভূতময় জগতের শরীরাঙ্গক লিঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছেন। পরম ব্রহ্মের মায়া দ্বারা সেই এক অব্যক্ত লিঙ্গ যত্ব বিংশতি প্রকারে বিস্তৃত হইয়াছেন; তাহা হইতে শিবরূপ প্রধান দেবত্রয় আবির্ভূত হন। প্রধান দেবত্রয়ের মধ্যে একজন

জগতের সৃষ্টিকর্তা, একজন পালক ও অপর ইহার সংহারক, এইরূপে জগৎ শিবময় হইল। অলিঙ্গ, লিঙ্গ, লিঙ্গালিঙ্গ; এই তিন প্রকার লইয়া জগৎ। ইহা যথার্থরূপে কথিত হইয়া স্বয়ং জগৎই ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইল। লোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বরকে আচার্য জগতের কারণ বলিয়া থাকে, বাস্তবিক সেই নির্ভুল ভক্তবান পরমেশ্বরই সকলের কারণ। বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে আত্মস্বরূপ অর্থাৎ বিশ্ব, প্রাজ্ঞ ও তৈজস বলিয়া থাকেন; পুরাণ সকলে এই রুদ্র মুনিবর, ব্রহ্মা এবং নিত্য জ্ঞানময় স্বভাবিক বিশুদ্ধ পরমাশ্রা তুরীয় বলিয়া বিখ্যাত। ১—১০। হে দ্বিজগণ! সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী সেই শৈবী মায়া প্রথমে পরমেশ্বর শিবকৃত্তক দৃষ্ট হইয়া সম্ভাব্য; ব্যক্ত-ভাবে আবির্ভূত হইলেন। অব্যক্ত প্রভৃতি স্থূল ভূতচয় যাহার অন্ত, সেই জগৎ তাহা হইতে প্রকাশিত হইল। সেই শৈবী প্রকৃতি বিশ্বপ্রসবিনী সনাতনী বলিয়া বিখ্যাত। বদ্ধজীব সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী আ-প্রজা-জননী নিজমূর্ত্তিস্বরূপ এক সনাতনী প্রকৃতি সেবা করিতে অনুসারিণী হন, বিরক্ত জীব তাঁ-ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করেন। পরমেশ্বরকৃত্তক স্ত্রীতা সেই প্রকৃতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী। ঈ-ইক্ষ্বাকবংশে সৃষ্টিকালে ত্রিগুণময়ী পুরুষাধিষ্ঠিতা প্র-হইতে প্রথম মহত্ত্ব আবির্ভূত হইলেন এবং পরমেশ্বরকৃত্তক দৃষ্ট ও স্বজনেচ্ছায় প্রেরিত হ-সনাতন অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া স্থূলভূত করিতে লাগিলেন। মহত্ত্বের সঙ্গ ও অধ্যবসায় সাধিক বুঝি। সেই মহত্ত্ব হইতে ত্রিগুণময় রক্ত-অধিক অহঙ্কারযুক্ত হইলেন এবং সেই রজোগুণ দ্বারা অধিকরূপে আরত হওয়ায় তমোগুণ প্রবল হইল। মহত্ত্বসম্বৃত তমোগুণাবিক অহঙ্কার হইতে ভূততমাত্র সৃষ্টি হইল। অহঙ্কার হইতে শব্দমাত্র ও তাহা হইতে নিত্য আকাশ প্রকাশিত। অনন্তর শব্দের কারণ অহঙ্কার শব্দযুক্ত আকাশময় হইল। এইরূপে তমাত্র হইতে পদ্যভূতের সৃষ্টি হইল। সে মহামুনে! আকাশ হইতে স্পর্শমাত্র, তাহা হইতে বায়ু, তাহা হইতে রূপমাত্র, তাহা হইতে অগ্নি, তাহা হইতে রস, রস হইতে কল্যাণময় বারি, তাহা হইতে গন্ধমাত্র, এবং তাহা হইতে পৃথিবী হইল। আকাশ স্পর্শমাত্রকে আরত করিল এবং ক্রিয়াস্বত্ব বায়ু রূপমাত্রকে আরত করিয়া বহিতে লাগিল। ১১—২২। সাক্ষ্য ও অগ্নিদেব রসমাত্র ও সর্ববসময় বায়ি গন্ধমাত্র আবরণ করিল। অতএব পৃথিবীর পাঁচ

গুণ, জলের চারি গুণ, অগ্নির তিন গুণ, বায়ুর দুই গুণ
অনন্ত আকাশের এক গুণ মাত্র। তমাত্র হইতে
পরস্পর পক্ষ ভুতের সৃষ্টি। বৈকারিক ও প্রাক-
তিক সৃষ্টি একসময়ে প্রবর্তিত হইলেও অহঙ্কারের
প্রাধাত্য বশতঃ এই পুরাণাদি এবং বচন এইরূপে
বর্ণিত হইয়াছে। জীবের পক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পক্ষ
কর্মেন্দ্রিয়। মন, শব্দ, প্রকৃতি সকলের পরিচালক
বলিয়া জ্ঞান ও কর্ম উভয় ইন্দ্রিয়স্বক। মহত্ত্ব-
আদি স্থল ভূতচয় এই অণু স্বজন করেন। ব্রহ্মা
জলবৃন্দের শ্রায় সেই অণু হইতে অবতীর্ণ হইলেন।
তিনি ভগবান রুদ্র, তিনি বিশ্বব্যাপী প্রভু বিশ্ব। সেই
অণুর মধ্যে সপ্তলোকে আছে,—এই জগৎ আছে।
সেই অণু দশগুণ জল দান। ১০ দশত। ১০৬ দান,
১০৭ দশগুণ দান দান। ১০ দশগুণ আকাশ
দান। ১০ দশগুণ আকাশ। ১০ দশগুণ আকাশ
এই দান দান। দান দান মন ১০ দান দান দান
দান দান এবং ১০৬ মহত্ত্ব দান দান দান দান
দান—১০। পণ্ডিতেরা সপ্ত এবং ১০ দশগুণ
আকাশকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন, কিন্তু এই লিঙ্গরূপে
কোটি কোটি-পরিমিত অণু নথিত আছে সেই
সকল অণুতেই চন্দ্রময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে
পরমব্রহ্ম নামে সমাপত্তিলা প্রকৃতি স্বজন বলিয়া
ছেন। ইহাতে পরস্পর ব্রহ্মাণ্ডের আদ্যন্ত লম্বা
বর্ণিত আছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র
মহেশ্বরই কর্তা। তিনি স্বজন-সময়ে রজোগুণময়-
প্রতিপালন-সময়ে সত্ত্বগুণময়, প্রলয়কালে তমো-
গুণময় হইয়া ক্রমে তিন প্রকার হইয়াছেন। যেরূপ
শিবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাক্ষময়; সেই হেতু
ব্রহ্মাধিপতি শিবময় দেবাদিদেব মহেশ্বরই প্রাণিদিগের
অষ্টা, প্রতিপালক ও সংহারক। এই ব্রহ্মাণ্ডে এই
সমস্ত লোক আছে ও ব্রহ্মরূপী শিবই ইহার কর্তা।
হে বিজগৎ। আমি ব্রহ্মায় পুরুষাধিষ্ঠিত মঙ্গলময়
অবদ্বিপুরুষ এই প্রাকৃতিক সৃষ্টি বলিলাম। ৩৩-৩৩৯

৩তীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায় ।

এক্ষণে ব্রহ্মরূপী শিবের প্রাকৃতিক সৃষ্টির যে কাল, তাহাই দিবস ও সেইরূপ প্রকার রাত্রি সংক্ষেপে জানিবে। সূর্যর, দিবসে সৃষ্টি ও রজনীতে প্রলয় করেন। বাস্তবিক ইহার পক্ষে দিবস ও রাত্রি নাই, ইহা কেবল সৃষ্টি ও প্রলয়ের ঔপচারিক সংজ্ঞামাত্র। বিকারময় বিশ্বদেবতা প্রজাপতি অগাধ মহানি প্রভৃতি

[illegible]

পূর্বভাগ ।

তপস্বিগণ! প্রথমে সত্য, অনন্তর ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ বিস্তৃত হইয়াছে। যে বিপ্রগণ! প্রথম সত্য যুগ দিব্যমানে কাৰ্ত্তিত হইয়াছে, এক্ষণে মাতৃযুগপরিমাণে সংবৎসর সকল দেখা যায়ইতেছে। চৌদশলক্ষ চল্লিশ হাজার বৎসর সত্যযুগের দশলক্ষ অশীতি হাজার বৎসর ত্রেতার, সাতলক্ষ বিশ হাজার কাল দ্বাপরের, তিনলক্ষ ষাট হাজার কাল কলি-যুগের পরিমাণ। এইরূপে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ-বাদে চতুষ্টয়-কাল একত্রিত করিলে ছত্রিশলক্ষ বৎসর হয়। সন্ধ্যাংশের সহিত চতুষ্টয় সময় তেতাশ্লিশ লক্ষ বিশ হাজার বৎসর পরিমাণ হয়। এইরূপ প্রকার সত্য-ত্রেতা-দিগের সহিত সপ্ত চতুর্বিংশ অর্থাৎ হইলেন মন্বন্তর বারবার মন্বন্তর-কাল-সংখ্যান-পরিমাণে কাৰ্ত্তিত হইতেছে। যে বিপ্রগণ! মাতৃযুগ-পরিমাণে ষোল কোটি সাতশটি লক্ষ বিশ হাজার কাল মন্বন্তরঃ সংখ্যা, ইহা নিশ্চয়পূৰ্ণ হইয়াছে। চতুষ্টয়ের সত্যপরিমাণ কাৰ্ত্তিত হইয়াছে। যে বিপ্রগণ! মহতঃ চতুষ্টয়ে এক কর হয়। ত্রাসা নিশ্চয়মানে লোক সৃষ্টি করেন। রাত্রি উপস্থিত হইলে আশিগণ বিনষ্ট হয়। অষ্টাবিংশটি কোটি বৈমানিকগণ ভ্রমণবিহীন হয়। তিন শত দিনবতি কোটি বৈমানিকগণ মন্বন্তর পর্য্যন্ত হয়। যে বিপ্রগণ! কল্প অর্থাৎ হইলেও সকল সময়েরই অঙ্গ-সম্প্রতি মহতঃ বৈমানিক অবশিষ্ট থাকেন। সেই কল্পাবদানিক বৈমানিকগণ ব্যতীত সকলের প্রণয় উপস্থিত হইলে মন্বন্তর মহানন্দ ত্যাগ করিয়া জন লোকে গমন করেন। দুই মহতঃ অষ্ট শত দ্বিযুগি কোটি সমুদ্রি লক্ষ বৎসর অঙ্গকালের কাল-সংখ্যা সম্পূর্ণ কল্প ও ত্রেতাদ্বয়সারে জানিবে। কল্প-সহস্রে ত্রক্ষার এক বর্ষ, আট হাজার ত্রক্ষ বর্ষে ত্রক্ষার এক যুগ, ত্রক্ষার সহস্রযুগে বিষ্ণুর এক দিন। বিষ্ণুর নয় হাজার দিনে কালস্বরূপ সকলের প্রভু মহাদেবের এক দিন হয়। যে মুনিবরগণ! ত্রৈলোক্য তপ ভব্য রত্ন ত্রুতু ঋতু বহ্নি হবোহ মাষিত শুভ্র উশিক কুশিক গান্ধার ধ্বজ যজ্ঞ মজ্জাগায় ময়ম বৈরাজ নিগাদ মুখা মেঘবাহন পঞ্চম চিত্রক আকৃতি জ্ঞান মন সুদর্শ বুৎহ থেতলোহিত রক্ত পীতবাস অসিত সর্পরূপক —অব্যক্ত-জগ্মা ত্রক্ষার এই সকল কল্প জানিবে। যে মুনিগণ! এইরূপ কোটি কোটি মহতঃ কল্প অর্থাৎ হইয়াছে, সেই পারমাণে কল্প সকল এখন রচিয়াছে, সেই কল্প ত্রক্ষার রাত্রি-দিন স্বরূপ। প্রলয় কালে প্রকৃতি-সমুদ্ভূত বিশ্ব সকল লয় প্রাপ্ত হয়। ২৫—৩০। শিবের আচ্ছা-

দুসারে সমস্ত বিকৃত পদার্থের সংহার হয়। বিকার সংস্কৃত হইলে এবং প্রকৃতি আশ্রিতে স্থিতি করিলে প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ে সাম্যাবস্থার অবস্থিতি করেন। যে বিপ্রগণ! ভগবত্বের বৈষম্য সৃষ্টি ও সাম্যাবস্থায় লয় হইয়া থাকে। সেই সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যেই একমাত্র কারণ। মহাদেব লীলাত্মক অধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে সংক্ষেপে এইরূপ প্রকার অসংখ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অসংখ্য কল্প, অসংখ্য ব্রহ্মা ও অসংখ্য বিষ্ণু; কিন্তু মহেশ্বর কেবল এক। তাহার লীলাত্মসারে প্রাকৃত পদার্থসকল প্রদান হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই দেবের সত্ত্ব, রজ ও তমোময় তিন প্রকার রুপ। সনাতন পুরাণসমূহ আদি মধ্য ও অন্ত নাহি। সক্ষার দুই সাক্ষারপারিত বৎসরই জীবন-কাল জানিবে। দিব্যসত্ত্ব বৎসবল রাবিকালে লয় প্রাপ্ত হয়। সেই প্রায়ের ভুলোক, ভুবলোক, সুবলোক, মহালোক সকলই নানি প্রাপ্ত হয়। চিত্ত উজ্জ্বল জনলোক, তপোলোক ও মত্যলোক নানি গায় না। ব্রাহ্মিকালে প্রদান হইলো; এবং স্বাবর-জন্ম সকল নষ্ট হইলো, বাক্সা অমব-মালো শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া, নারায়ণ ন্যাসে বিধাত হইলেন। বেদবিদ্বর ত্রক্ষা রাবিশেষে প্রকৃত হইয় চরাচর শূন্য দেখিয়া সজ্ঞন করিতে মনন করিলেন সনাতন বিধকপী সকলের প্রভু ব্রহ্মা, বরাহরূপ ধারকুলিক জগৎপ্রতিপাদক পুঙ্কর আয় দ্বাপ-করিলেন এবং নদা, নদ ও সমুদ্র সকল পুঙ্কর জা করিলেন। তিনি পৃথিব্যকে যজ্ঞ নিজেমতি-বর্জিত করিয়া, তাহাতে পুঙ্কবৎ বিকট পুরুত সবল সজ্ঞন করিলেন। অনন্তর, ভগবান ২৬ পুঙ্কর আয় ভুলোক প্রকৃতি চারিলোক সজ্ঞন করিয়া পুনরায় প্রাণী সজ্ঞন করিতে মনন করিলেন। ২১—৩৩

চতুর্থ অধ্যায় নমোঃ ।

পঞ্চম অধ্যায়

যে বিপ্রগণ! মনোজ্ঞা প্রকৃতিসমুদ্ভূত ত্রক্ষা যখন সজ্ঞন করিতে মনন করিলেন, তখন তাহার অনবধান-মূলক মোহ হইয়াছিল। ত্রক্ষার তম, মোহ, মহামোহ তানত্র ও অন্ধতাম্র এই পঞ্চপ্রকারের অদিবা আবির্ভূত হইল। প্রজাপতি ত্রক্ষার প্রথম সৃষ্টি অবিদ্যাগ্রস্ত বলিয়া ফলজনক না হওয়াতে, তাহা অপ্রধান বিবেচনা করিয়া তিনি অজ্ঞ সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন। বৃক্ষ সকল তাহা হইতে প্রথমে উৎপন্ন হইল। ব্যানপরাশয় মুনিবর ত্রক্ষার বর্ষ,

ਲਿਖਤ ਪੂਰਾ ।

সপ্ত-বজ্র-তাম্রাঙ্কণমব ত্রৈল প্রকাব হংব
ছিল। মহাত্মা ব্রহ্মা হইতে প্রথম পণ্ড প্রভৃতি,
অনন্তব সপ্তগুণাবলী দেবগণ ও মনুষ্যগণ উৎপন্ন
হইলেন এবং, চান্দ্রের প্রতি পবনেশ্বরের অনুগ্রহ
প্রকাশ পাইল। মহত্ত্বশক্তি ব্রহ্মার অহঙ্কার প্রথম
সৃষ্টি, দ্বিতীয় পঞ্চভূততমাদি সৃষ্টি, তৃতীয় ত্রৈলোক্য-সৃষ্টি,
চতুর্থ ব্রহ্মা প্রভৃতিব সৃষ্টি হইয়াছিল। সজীব পদার্থ-
সৃষ্টির মধ্যে উছাই প্রথম পঞ্চম ত্রৈলোক্যজাতি, সপ্ত
দেবতা, সপ্তম মানুষ্য, অষ্টম অনুগ্রহ, নবম মনুষ্য-
বাদিব সৃষ্টি হইল। এহ সর্বল প্রসূতি-সমুদ্ভূত বস
নকল বিকাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মুনীগণ। ব্রহ্মা
প্রথমে সনন্দ, সনক ও সনাভন সৃজন করিলেন
তাহাবা কাম্যসম্মান দারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন।
অনন্তব তিনি যোগবিদ্যাভ্যাসে মবারিচ, তুণ্ড, অঙ্গিবা,
পলস্ত্য, পলহ, গুহু, দক্ষ অত্রি ও বশিষ্টকে সৃজন
করিলেন। ১—১। বেদবি বাস্পবেশ্রে বসাব
এহ নথ পুত্র সভাবাদী ও স্কাব সপুণ গনিবে
অব্যক্তজন্ম ব্রহ্মার সদঙ্গ, বস ও তৎসমিহিত অব্য
সমেত দ্বাদশটী পুত্র। প্রথমে সনাভন ব্রহ্ম ও সন-
দুমাব সৃজন করিলেন প্রথমজাত দিব্যমা-
উদ্ধবেতা সভাবাদী, বসাব তৃতীয় সনজ ও বিশ্ব-
ব্যাপক। ২ মুনিববগণ। পুঙ্কোক্ত ত্রৈলোক্য মুন
দিগেব পদা সর্বল ও নস্তানোতর্পণ সংক্রমে
বলিতোক্ত ব্রহ্মা, স্বাবংব মন্ত ও বাস্তো শতকপাক
সৃজন করিলেন অযোনিসমুদ্ভূত পাবিজী বাস্তো
শতকপা মন্ত হইতে পুত্রদ্বয় ও কন্যাদ্বয়ঃ কবিলেন।
তাহাব মধ্যে শেষ্ঠ বামন চান্দ্রনপাদ জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়বত
কনিষ্ঠ, প্রবান খ্যাতি ব্রোদা ও প্রসূতি বনিয়া।
চিনামক প্রজাতি আত্মিক ও ভাবা দক্ষ
লোবাবা যোগিনী প্রসূতিকে বিবাহ করিলেন
দ্বিজা। আত্মিক দাম্ভাব নানা কন্যাব সতি ও যজ্ঞ-
নামক পুত্রবে ও প্রসূতিক দক্ষ হইতে চক্ষিগণ কন্য
এসব করিলেন, তাংদিগের নাম শক্কা, লক্ষ্মী, বতি,
পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, বিবা, ব্রিদ্ধি, লজ্জা, বসু, শান্তি,
বী, কান্তি, ব্যাতি, শান্তি, সমুতি, সৃতি, প্রাতি,
ক্ষমা, সন্নতি, অনগবা, উজ্জ্বা, দেবদক্ষাবত্রা, স্বাং, স্বাব
ও মংভাগ। মহাতপা দক্ষ হইয়াদিকে যথাক্রমে
ধম্মহস্তে প্রদান করিলেন। ১১—২২। পবমহুগভা
এক প্রভৃতি কাঁও অবধি শ্রেষ্ঠ কন্যাগণ প্রজাপতি
ধম্মকে পতি লাভ করিলেন। ধোমান ভূগু শান্তি শকপা
খ্যাতিক, মবারিচ সত্বতিক অঙ্গিবা মনি স্মৃতিক,
পাবিএস্মা পলস্ত্য প্রতিক, পলহ মনি ক্ষমকে, এত

সমাজকে, বোমান অত্রি অনস্ব্যাকে, মাননীয় ভগবান
বসিষ্ঠ পত্ননয়না উজ্জ্বকে, বিভাবসু পাহাকে ও পিঙ্গল
স্বধাকে বিবাহ করিলেন। মনঃপ্রসূত মঙ্গলময়ী
জগদ্ধননা দক্ষের কস্তায়মানা সতী বদকে পতি গাভ
কবিলেন। এই বিভবনে সকল ধী শাহাব অংশ
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একাদশ প্রকাব বদও
সেই মহেশ্বরের অংশোৎপন্ন। সেই সতী সমুদায়
স্ত্রীলিঙ্গস্বকপা, মহাদেবও সমস্তপুংলিঙ্গস্বকপ
ভগবান ব্রহ্মা দক্ষকে দেখিয়া এবং মুক্ততা সতীকে
অবলোকন কবিয়া বলেন, তোমাব ও আমার
মাতৃস্বকপা বিজগদ্ধাত্রী সতীকে পুত্রামা নবক হইতে
পরিবাণ কবিবে বলিয়া পুনীসন্তাষণে গ্রহণ কব।
এই সুন্দরী বিশ্বজননী তোমাব কস্তা হইব উপযুক্ত
অতএব হনি সনানামে তোমাবও তনয়। শিবেন।
এখন মুনিবব দক্ষ এবংপে আদিত্ত হইয়া বন্ধাব
নিয়োগান্নমানে সাক্ষ্য সতাবে তনয়াকণে গ্রহণশসক
নাদেব বদকে প্রদান কবেন। ১৩—৩৩। শ্রদ্ধা
প্রভতি বোধদশটী ধয়েণ পণী বলিয়াছি, অক্ষয়ে
ঋত্বকমে তাহাদিগের পণ সকল বলিতেছি, যে
দিক্কা, কাম দর্প, নিয়ম সন্তোষ, গোভ, ক্রীত
দণ্ড, সময় প্রভাশালী বোব, অগ্রমাদ, বিনব, ব্যবসায়
ক্লেম, হুখ ও যশ—এই সর্বব বাস্যব পুত্র। বাস্যব
নিবানামা পদকে দণ্ড ও সময় এবং বুদ্ধি হইতে
অগ্রমাদ ও বোব নামব কইপে হইয়াছে। মুক্তবাব
সকোক্ত স্ত্রী হইতে বস্ত্রব পোনেরটী পণ জন্মিয়াছে
চুস্তাণী খাতি, বিম্বন প্রিয়তম লক্ষ্য ও য্বেবব
জামাতা বাত ও বিবাতা নামক দুই পুত্র প্রসব
কবিলেন। মবীচিব পণী সম্ভতি পুণ্যমাস ও মাবীচ-
নামব পণী পুত্র ও তুষ্টি, দৃষ্টি, বসি ও অপচিত নামী
চারি কস্তা এসব কবিলেন। যে মুনিসংগণ।
জমা, পুণ্ড-সংসর্গে কর্মম ববীয়ান, সহিষ্ণু এই
তিন পুত্র এবং সুবর্ণবণী পৌববী নামী পথিবীসমা
শন কস্তা উৎপাদন কবিলেন। পুলস্ত্য, প্রীতিব
গতে দাওর্ণ ও বেদবাও এই দুই পুত্র এবং দুষধতী
নামে এক কস্তা উৎপাদন কবিলেন। ক্রতুপত্নী
কণ্যাগী সম্রতি, যষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব কবেন, তাহাবা
সকলে বীলখিলা নামে প্রসিদ্ধ। হে সূত্রতগণ।
অঙ্গিবামুনিব পত্নী স্মৃতি,—সিনীবালী, কুহ বাকা,
অনুমতি এই চারি কস্তা এবং পদ্যভাবনামক যশস্বী
অধিকে প্রসব করিলেন। অত্রিভাষ্য অনস্ব্যা যে
ছয়টী সন্তান প্রসব করেন। অধ্যো প্রতিদান্দ্রী একটী
মাত্র কস্তা, আর পাঁচটীই পুত্র। মুনি সত্যনেত্র।

ভবা, মূর্তি, মন্দচারা অপ এবং সোম এই পঞ্চপুত্র ।
কল্পা ভ্রমিত সর্ষকনিষ্ঠা । পুত্রবৎসলা স্থলোচনা
শ্রেষ্ঠা উজ্জ্বা, বসিষ্ঠ-সংসর্গে পুণ্ডরীকনয়ন বাসিষ্ঠগণের
জননী হইলেন । রজঃ, সুহোত্র, বাঙ্ক, সৰ্বন, অনব,
সুতপা এবং শুক্র মুনি-বসিষ্ঠের এই সপ্ত পুত্র ।
প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্মসত্ত্ব অনলাভিমানী রুদ্র-
রূপী বহির সংসর্গে স্বাহা জগতের হিতার্থ তিন পুত্র
উৎপাদন করিলেন । ৩৪—৫০ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

স্বত্ব করিলেন, সেই অগ্নি-পুত্রগণের নাম পবমান,
পাবক এবং শুচি, ইহারাও অগ্নি । অরুণি প্রভৃতি
স্বর্গসমুদ্র অগ্নি পবমান, বৈর্যতাগ্নি পাবক এবং
সৌরাগ্নি শুচি এই তিনজন দ্বাপুত্র । পুত্রপোত্র লইয়া
ইহাদিগের সংক্ষেপত সংখ্যা সপ্ত-সপ্ত অর্থাৎ একোন-
পঞ্চাশৎ । এই সমস্ত ব্যক্তি কথিত হইল । ইহঁরাই
যজ্ঞে প্রণীত হইয়া থাকেন । ইহঁরা সকলেই তপস্বী,
সকলেই ব্রতপরায়ণ, সকলেই প্রজাপতি এবং সকলেই
রুদ্ররূপী । ছুটচিত্ত-পিতৃগণ নিরগ্নি এবং সায়িক
দুইভাগে বিভক্ত । অগ্নিবান্ধ পিতৃগণ নিরগ্নি ;
বহিষদ পিতৃগণ সায়িক । স্বধা উক্ত পিতৃগণের
মানসকর্তা মেনাকে প্রসব করেন । লোক-বিখ্যাত
মেনা অগ্নিধাতুদিগের মানসতনয়া । মেনা,—মৈনাক ও
কৌশ এই দুই পুত্র, তদনুজা উমা এবং শিবমৌলি-
সঙ্গ-পাবনী হেমবতী গঙ্গার জননী । আর স্বধা
পিতৃগণের মানসী কন্যা যজ্ঞযাজিনা ধারিণীকে প্রসব
করিলেন । সেই কমললোচনা পরিতবাজ হুমেরুর
পত্নী । পিতৃগণ অমৃতপায়ী বলিয়া কীর্তিত । তাঁহা
দিগের বিস্তার এবং ঋষিগণের সমুদয় বংশ বিস্তৃত-
রূপে অবগণ করিবে । এই সকল কথা বলিবার জন্ত
পৃথক্ অধ্যায় তোমাদিগের নিকট পরে অবতারণা
করিব । দাক্ষায়ণী সতী শিবসহচরী হন । পরে
তিনি দক্ষকে নিন্দা করিয়া দেহভ্যাগপূর্বক পার্বতী-
রূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় শিবকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত
হন । হে মুনিবরগণ ! ব্রহ্মকর্তৃক প্রার্থিত নীল-
লোহিত, সেই সতীকে ধ্যান করিয়া হস্ত করত
কর্ণমধ্যে সর্বলোক-নামস্কৃত আশ্বত্থা অনেক রুদ্র
সৃজন করিলেন । ১—১২ । চতুর্দশ জুন সেই
সমস্ত রুদ্রগণে আচ্ছাদিত হইল । পিতামহ, নির্মল,

অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, হে ত্রিনেত্র
নীললোহিত মহাদেবগণ ! তোমাদিগকে নমস্কার ।
তোমরা সর্ষক, সর্ষত্রগ, ব্রহ্ম, দীর্ঘ, বামন । তোমরা
সৌম্য, দৃষ্টিগ, নিত্য, বুদ্ধ, নির্মল । তোমরা নিবন্ধ
(সুখ-দুঃখাদি বন্ধসহিষ্ণু), বীতরাগ, বিশ্বাত্মা এবং
শিবপুত্র । হেমাণ্ডসমুদ্র ভগবান ব্রহ্মা, রুদ্রগণকে
এইরূপ স্তব করিয়া ও রুদ্র শিবকে প্রদক্ষিণপূর্বক
কহিলেন, হে শঙ্কর মহাদেব ! অমর প্রজা সৃজন
করা উচিত হইতেছে না । প্রভো ! মৃত্যুযুক্ত প্রজা-
সৃষ্টি করুন । অনন্তর ভগবান মহাদেব, তাঁহাকে
বলিলেন, আমার নিয়ম সেরূপ নহে ; অতএব প্রভো !
তুমিই ইচ্ছামত জরামরণযুক্ত প্রজা সৃজন কর ।
চতুরানন, শঙ্করের আজ্ঞা পাইয়া জরামরণ-সংযুক্ত
সমুদয় চরাচর জগৎ সৃজন করিলেন । তখন শঙ্করও
রুদ্রগণের সহিত সৃষ্টি-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি-
লেন । এই জন্ত সেই স্বেচ্ছায়ত-দেহ নিকল আশ্ব-
সরূপী মহাত্মা শত্ৰু শঙ্কর স্বাত্মনামে অভিহিত হন ।
যেহেতু পরমাত্মা রুদ্র, রূপা করিয়া অনায়াসে সর্ষ-
ভূতের ‘শং’ সম্পাদন করেন ; এই জন্ত তিনি শঙ্কর-
যোগবদ্য দ্বারা বিরাজিদিগের ‘শং’ সম্পাদন করিয়
থাকেন । সংসার-বিরাজিদিগের বিমুক্তি ‘শং’ নামে
অভিহিত । সংসারদুঃখদর্শনে ক্রমোৎপন্ন বৈরাগ্য
বল পুরুষের বিষয়ভাগ হইয়া থাকে ; কিন্তু আবার
সংসারদুঃখদর্শনে বৈরাগ্য দূর হয় । বিচার ন
করিয় আশ্বানাস্ত্র-বিবেক-জ্ঞানের পরিত্যাগ অজ্ঞান-
বিভ্রান্তি এবং অপ্রশস্ত তদ্বিচার এবং সর্ষভ্যাগের
মিষ্টান পরমেষ্টী শিবের প্রসাদেই হইয়া থাকে ।
সমুদয় জীবগণেরই ধর্ম, জ্ঞান, ব্রৈরাগ্য এবং ত্রৈলোক্য
শঙ্করের প্রসাদেই পাওয়া যায় । সাক্ষাৎ নীললোহিত
পিণাকপাণিই শঙ্করপদবাচ্য : ১৩—২৫ । যাহারা
শঙ্করের আশ্রিত, তাহারা সকলেই মুক্ত হইবে,
সন্দেহ নাই । পাপিষ্ঠ হইলেও ভয়াবহ নরকে গমন
করে না । অতএব শঙ্করাশ্রিতগণ, শাস্ত পদ প্রাপ্ত
হন । নীললোহিত রুদ্র শিব শঙ্করের অনাশ্রিত
পাপিগণ, স্বীয় প্রভৃতি মায়ী পর্যন্ত অষ্টাবিংশতি-
কোটি নরকে পড়িয়া থাকে । শঙ্কর—সর্বভূতের
আশ্রয়, অব্যয়, জগত্তত্ত্ব পতি । তিনি পরমাত্মা,
পুরুষ, পুরুত, পুরুত্ব । শিব, তমোশুণ্যযোগে কালাগ্নি-
রুদ্রনামে, রজোশুণ্য যোগে হিরণ্যগর্ভনামে, সত্ত্বশুণ্য
যোগে সর্বত্রগ বিহুনামে এবং শুণ্যভাৱে ভাবে মহেশ্বর
নামে কীর্তিত । (ঋষিগণ বলিলেন) । হে মহামতে
জরামরণ-বর্জিত নানাবিধ নীললোহিত রুদ্রগণকে ”

স্বত! মানবগণ কোন কন্ম বা অকন্ম-ফলে নরকগামী হয়, তাহা জ্ঞানিতে আত্মাদিগের কৌতূহল হইয়াছে । ২৬—৩১ ।

৭ষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন, আমি আপনাদিগের নিকট অসিত-তেজা সর্দরদশী শিবশঙ্করের অতি গোপনীয় আদ্য প্রভাব সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিতেছি। পর বৈরাগ্যাবলম্বী করণা প্রভৃতি গুণযুক্ত প্রাণীরা যদি অষ্টসাধন-সম্পন্ন সর্দরতত্ত্ব স্বমিগণকে ও বিবিধ কন্মাহুতান-ফলে স্বর্গে বা নরকে গমন করিতেই হয়। তবে মহেশ্বরের প্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়; জ্ঞান হইতে যোগ-প্রবৃত্তি; যোগের দ্বারা মুক্তি; অতএব প্রসাদ হইতেই সমস্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণিণ বলিলেন, হে যোগাভিলাষী! যাদ মহেশ্বরের প্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তবে আপনাকে দেহী মহেশ্বরের পুরুষ শিবা মহেশ্বরের যোগ—কীৰ্ত্তন করিতে হইবে। চিত্তাশ্রুত প্রভু ভগবান শিব, যোগমার্গানুসারে কোনমতে কল্পে মনুষ্যগণের প্রতি প্রসাদ-সম্পন্ন হন। রোমহর্ষণ বলিলেন, পূর্নকালে, শৈলাদি-ঋষি, দেবগণ, ঋষিগণ এবং শিত-গণের সন্নিপাতে মনঃকুমাৰ এদ্বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। হে হুততপস! দ্বাপর-শেষে মহাদেব, ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্যাস অনেক। কলযুগে তিনি যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন, তাহাও অনেক। সেই সমস্ত যোগাচার্য্য-অবতারেই প্রভুর চার জন করিয়া শাস্তিগুণাবলম্বী শিষ্য থাকে। প্রশিষ্য বহুতর; ঈশ্বর শিষ্যপ্রশিষ্যাদির প্রতি যোগমার্গাবলম্বন প্রযুক্ত প্রসন্ন হন। যোগজ্ঞান প্রভুর অন্তঃকাম্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া এইরূপ উপদেশ পর-স্পরায় মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈষ্ণব পণ্ডিত যথাযোগ্য বিস্তৃত হইতেছে। কৃষ্ণিণ বলিলেন, কোন কল্পে কোন মনস্তরে দ্বাপরে দ্বাপরে কোন কোন ব্যাস হন? তাহা আমাদিগকে আপনার বলিতে হইবে। ১—১১। স্বত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! বরাহকল্পে বৈবস্বত মনস্তরের এক অস্ত্রান্ত মনস্তরের ও শিবাবতার ব্যাসগণের বিবরণ এক্ষণে কীৰ্ত্তন করিতেছি। তাঁহারা নানা কল্পেই বেদবিভাজক, পুরাণপ্রকাশক এবং জ্ঞান-প্রদর্শক। যথাক্রমে তাঁহাদিগের নাম কীৰ্ত্তন করিতেছি;—কতু (প্রভু) সত্য, ভার্গব, অঙ্গিরা, মৃত্যু, শত্রেতা, ধীমান

মুনিপুত্র বসিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, মুনিপুত্র ত্রিপুর, শততেজা স্বয়ং ধর্ম্মরূপী নারায়ণ, তরঙ্গ, ধীমান অরুণি, দেব, কৃতঞ্জয়, সত্যজয়, ভরদ্বাজ, কবিসত্তম গোতম, স্বয়ং বাচস্পা মুনি, পবিত্র ত্র্যম্বয়ণি, তৃণবিন্দু মুনি, রক্ষ, শক্তি, পদাশ্বর, জাতুকর্ষা এবং সাক্ষাৎ হবি কন্মদৈপায়ন মুনি—হে দ্বিজগণ! ইহারাই বেদব্যাচ। এতদেব কলিযুগে শিবের যোগেশ্বর্য্যবতার কথা শ্রবণ করুন;—এই যোগেশ্বর্য্যবতার অসংখ্য, সকল কল্পে সকল মনস্তরে কলিকালে হইয়া থাকে। ব্রহ্মাবতার বেদবাসীগণের মধ্যে সাহারা প্রধান, তাঁহাদিগের নাম কীৰ্ত্তন করিয়াছি। বরাহকল্পে বৈবস্বত মনস্তরে যে সকল অবতার, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি। অষ্ট মনস্তরেও এইরূপ অবতার আছে। ১২—২০। রোম-হর্ষণ কহিলেন, হে দ্বিজগণ! সর্দপ্রথম স্যায়ভূব মনস্তর; তৎপরবর্তী স্বারোচিষ মনস্তর উত্তম, তামস, রৈবত, চাহুল, বৈবস্বত, সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণক, পিশঙ্গ, পিশঙ্গাহ, শবল এবং বর্নক এই চতুর্দশ মনস্তর অকারাদি ঐক্য পূর্ব্বক চতুর্দশ পরাস্পক। হে দ্বিজোত্তমগণ! ইহাদিগের বন শ্বেত, পান্ডু, রক্ত, তাম্র, পাত, কাপিস, কন্য, শ্যাম, ধূম, সুপম, জয় পিঙ্গল, পিঙ্গল, ত্রিবর্ণ শিশিত চিত্রবর্ণ এবং কালধ্বজ বন এই চতুর্দশ প্রকার।

শ্বেত দি বর্ন সংক্ষেপে কীৰ্ত্তিত হইল। মনস্তরাধিপতি-গণ, পরাস্পক; তন্মধ্যে হরেশ্বরের বেদোক্ত মনস্তরাশ্রয় এবং কলবর্ন। ইনি সপ্তম মনস্তর। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালে এই মনস্তরের অতুর্ভূত সুদূর কলিযুগে যে সকল যোগাচার্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাদিগের নাম কীৰ্ত্তন করিতেছি। এক্ষণে বরাহ-কল্পে, সপ্তম মনস্তর, সমস্ত কল্প ও সমস্ত কালের যোগাচার্য্যদিগের শিষ্য প্রশিষ্যাদির বিষয় পর্য্য-লোচনাপূর্ব্বক যথাক্রমে এই মনস্তরের কলিকালীয় শিবাবতার যোগাচার্য্যদিগের ও তাঁহার শিষ্যাদির নাম কীৰ্ত্তন করিতেছি। হে মুনিমত্তমগণ! বৈবস্বত মনস্তরের প্রথম কলিতে শিবাবতার যোগাচার্য্যের নাম শ্বেত, তৎপরে যথাক্রমে হুতার মলন, সুহোত্র, কাঞ্চন, লোকাক্ষি, মহাতেজা জৈগীষ্য, ভগবান দশবাহন, পল্লব, মুনি, জ্ঞানী উগ্র, অত্রি, সুবালক (বালি), মারদেবদৈবকৃত ভগবান গোতম, বেদশীর্ষ, গোবর্ন, গুহাবান্দিত, শিবগুহ, জটামালী, অটহাস, দাক্ষ, লাক্ষ্মী, মহাকর্ষ মুনি, শূলী, দণ্ডধারী স্বয়ং মৃত্যুশ্বর, সহস্র, সোমশম্মা, জগদগুরু এবং নকুলীশ—হে হুততপস! সকল কল্পেই বৈবস্বত মন

পূর্বভাগ ।

স্তরে এই সকল মহাত্মা শিবাবতার যোগাচার্য্য । ইহাদিগের বিষয় কীৰ্ত্তিত হইল। ২১—৩৫। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ব্যাসগণও এইরূপ অর্থাৎ সকল করে বৈবপত মনস্তত্ত্বেরই উল্ল কথিগণ ব্যাস ! তবে তাঁহারা দ্বাপরে দ্বাপরে আবির্ভূত হন এই মাত্র । * প্রত্যেক যোগেশ্বরের চার জন করিয়া প্রধান শিষ্য খেত, খেতশিখণ্ডা, খেতাপ, খেতলোহিত (১) তুন্দুভি, শতরূপ, পটীক, কেতুমান (২), বিশোক, বিকেশ, বিপাশ, পাশনাশন (৩), অমুখ, হুমুখ, হুর্দম, তুরতিক্রম (৪), সনক, সনন্দ, প্রভু, সনাতন (৫), ঋতু, সনৎ-কুমার, সুবামা, বিরজা (৬) শঙ্খপাং, বৈরজ, মেন্দ, সারথত (৭), সুবাহন, সর্ষপ্রধান মুনি, মেঘবাহন, মহাদ্রুতি (৮)। কপিল, আত্মরি, মুনিবর পরশিখ, মহাগোপী বামল—ধর্ম্মাত্মা মংগতেজা এই চার জন (৯), পরাশর, গর্গ, ভগবি, অশ্বিনী (১০), বলবজ্জ, নিরামিত্র, কেতু-শৃঙ্গ, তপোধন (১১)। লক্ষ্মীদেব, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী (১২)। সর্ষক সমুদ্র, মাধা সর্ষ (১৩), কণ্ঠপবনীয় সুধামা, বসিষ্টবংশীয় বিব্রত, অত্রি দেবদাদ (১৪), শ্রবণ, অশ্বিষ্ট, বন্দি, কুশিলাত (১৫)। কৃষ্ণাচার, কুমেত কণ্ঠপ, উশনা (১৬)। চাবল, বৃহস্পতি, উত্তম, মহাগোপী বামল বামদেব (১৭), বাটশাখা, সুধাচার, যতীশ্বর (১৮), হিরণ্যনাভ, কৌশল্যা, লোগাধি, কুশুমি (১৯), অমুখ, সর্ষকী, কান্য কবক, কুশিকল্প, (২০)। ক্র, দল ভায়নি কেতুমান, গোপন (২১)। ভল্লী, মদুপিঙ্গ, খেতকক, তপোধনি (২২), উশিচ, বৃহদধ, দেবল, কবি (২৩)। শাশিহোত্র, অগ্নিবেশ, পুনরাপ, শতদ্রুত (২৪), ছপল, কুণ্ডকণ, কুন্ড, প্রবাহক (২৫), উল্লক, বিদ্যা, মন্ডক, আশ-লায়ন (২৬), অক্ষগাদ, কুমার উল্লক, বংস (২৭), এবং কুশিক, গর্ভ, মিত্র, কৌরব্য (২৮)। এই মহাত্মগণ, সকল করেই যোগাচার্য্যদিগের শিষ্য। ৩৬—৫১। ইহার সকলেই নির্মাল, ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞানযোগপ্রায়ণ, ভয়াবৃত্তদেহ এবং সিদ্ধ পাণ্ডপত। ইহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য শত শত সহস্র সহস্র। ইহার পাণ্ডপত যোগলাভ করিয়া বয়সী বয়সীকে লাভ করিয়াছেন। দেবতা হইতে পিশাচপর্য্যন্ত সকলেই পশুনাগে অভিহিত। সর্ষক, তঁহাদিগের পতি বলিয়া

পশুপতি নামে কীৰ্ত্তিত হন। হে দ্বিজগণ ! সেই পশুপতি কন, চরাচর বিভূতির জন্য যে যোগশাস্ত্র প্রবয়ন করিয়াছেন, তাহাই পাণ্ডপত যোগ।

মন্তুম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায় ।

শত কহিলেন, হে দ্বিজগণ ! মন্তুমিত্র জগতের হিতের জন্য শিবকল্পিত যোগজ্ঞান সকল তোমাদিগের নিকট সংক্ষেপে কহিব। যাহা বিতস্ত পরিমাণে গলার অধোদেশ ও নাভির উপরিভাগ, তাহাই উত্তম যোগ স্থান অর্থাৎ জংগদ আর নাভির অধস্থিত যোগ-স্থানকে মূল্যধার ভ্রমরের মধ্যস্থিত আবতন নামক যোগস্থান জানিবে। যাহা হইতে সর্ষকবিষয় জ্ঞানের জ্ঞান হয়, তাহাকেই জীবযোগ কহে ; সেই জীব-যোগ প্রমাণে সকল জ্ঞানের একত্রাই আছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! কসমাদি দেবদান ও যাহা বাপতে পারেন দেয়সমস্ত প্রদানতময় পদার্থ মন্তুমিত্রের ক্রমশঃ কহিয়া থাকে। যোগশাস্ত্র দ্বারা নিচিনাধ্য মাহেশ্বরাদি নিশািত হয়। সেই মাহেশ্বরদের কারণ মন্তুমিত্রদের কল জানিবে। প্রমাণতঃ তাহার প্রমাণে কল জ্ঞানে সাবগন অগাধ সংসারদগের মূল্যধার পার হইতে পারে। কল জ্ঞানে মদ বিবর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোপগুরুক পাপ বিনষ্ট হয়, কেননা যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোপ করিয়াছেন, তিনিই যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হে দ্বিজমন্তুমিত্র ! চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলিয়া জানিবে। সিদ্ধির নিমিত্ত এই স্থানে আটপ্রকার যোগের সাধন কথিত হইতেছে। প্রথমটী যম, দ্বিতীয়টী নিয়ম, তৃতীয় আসন, চতুর্থ প্রাণায়াম, পঞ্চম প্রত্যাহার, ষষ্ঠ শাধারণা, সপ্তম ধ্যান, অষ্টম সমাধি : এই আট প্রকার যোগের সাধন মনোনিগণ করুক উক্ত হইয়াছে। তপস্যার উপরত্নের নাম যম। হে সংসারমোক্ষগণ ! অহিংসাই যম-সাধনের প্রথম কারণ জানিবে। সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই কয়টি নিয়ম। যমই নিয়ম সাধনের মূল্যধার কারণ ; এই বিষয়ে কোন নাই। সর্ষকভূতের হিতের জন্য সকল বিষয়ে আত্মবৎ প্রবৃত্ত হওয়াই অহিংসা জানিবে। ইহা আত্মজ্ঞানের সিদ্ধিদান করিয়া থাকে। ১—১২। লোকে যেটী যথার্থ দেখিয়া ও শুনিয়া থাকে এবং যেটী সদৃশমিত ও যেটী যথার্থ নিজে অনুভব করিয়া থাকে, তদ্বিবয়ক পর-পাঁড়ানুভূত কখনকেও সত্য বলিয়া সাধুগণ কীৰ্ত্তন

* ইহাদিহ দ্বাপরে ব্যাস, করিতে যোগাচার্য্য হন। ব্যাসগণের অংশ যোগাচার্য্যগণ। একরূপ অর্থও অসম্ভব নহে।

করেন। অলীল বাকা কীর্তন করিবে না, পরদোষ জ্ঞানিলেও প্রকাশ করিবে না, ব্রাহ্মণের পক্ষে এই প্রকার ক্ষতি আছে, এটাও সত্য। আপংকাল উপস্থিত অর্থাৎ পোষ্যবর্ণ অধিক হইতে থাকিলেও বিচারপূর্ব্বক মন ও বাক্যদ্বারা ও পরদোষের অনাদানকে অন্তেষ্ট করি, ইহা সংক্ষেপে কহিলাম। মানসিক, বাচনিক, কায়িক ও ক্রিয়াস্বক মৈথুনের অনিচ্ছাই ব্রহ্মচর্য্য; এই ব্রহ্মচর্য্য যতি ও ব্রহ্মচারিগণের বিশেষতঃ অবিবাচিত ব্রহ্মচারিগণের এবং সদার গৃহস্থ-গণের কর্তব্য কার্য্য, এই স্থলে তোমাদের নিকট আমি বলিতেছি। স্বদারে যথাশাস্ত্র উপভোগাদি করিয়া পরদারে মানসিক, কায়িক ও ক্রিয়াস্বক মৈথুনের অপ্রতীহি ব্রহ্মচর্য্য—সাধুগণ, এইটাই সর্ব্বদা বরণ করিয়া থাকেন। মেধ্যা নারী সন্তোষ করিয়া মান করিবে। গৃহস্থব্যক্তি এই প্রকার করিলে যুক্তাস্থা অর্থাৎ যোগসংলগ্নমনা ও ব্রহ্মচারী হয়, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দ্বিজ, গুরু ও অগ্নিপুজনে হিংসাকার্য্য অহিংসা হইয়া থাকে, কেন না, যথাশাস্ত্র যথেষ্ট হিংসা হয়, তাহাকেই অহিংসা বলিয়া মনীষিগণ নির্দেশ করেন। বনিতাপুন্দ্র, সাধুগণের সর্ব্বদা পারিত্যজ্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন শবের সহিত সঙ্গত হইতে ইচ্ছা করেন না; সেইরূপ সাধুপুরুষ তাহা দিগের সহিত সঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবে না। যেমন বিষ্টা মূত্র পরিত্যাগ কাল উপস্থিত হইলে বহির্ভূমি গমনে ইচ্ছা হয়; রতিকাল উপস্থিত হইলে প্রাদা-য়েতেও সেই প্রকার মতি করিবে, পরস্পর প্রতি এক্রপ করা নিষিদ্ধ। ১৩—২২। নারী তপ্তাস্ত্রার সদৃশী, পুরুষ ঘৃতকুস্ত সদৃশ; সেই হেতুক নারীসংসর্গ দ্রবত পরিহার করিবে। বিচার করিয়া দেখিলে ভোগদ্বারা বিষয়ের রুপ্তি জন্মে না; সেই জন্ত মন, কৰ্ম্ম, ও রাজ্যদ্বারা বিরাগ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিবে কেন না, বিষয়ের উপভোগে কাম কখনও শাস্তিলাভ করিতে পারে না; বরং বদ্ধিত হইতে থাকে। যেমন বহিঃঘৃতদ্বারা উজ্জরোত্তর বদ্ধিত হইয়া থাকে, কখনও শাস্তিলাভ করিতে দেখা যায় না। সেই হেতুক মোক্ষের জন্ত যোগীর কাম সর্ব্বদা ত্যাগ করা উচিত; যেহেতু অধিরাগী মনুষ্য নানাযোনিন্দ্রে ভ্রমণ করে। হে ক্ষতিমুক্তিজ্ঞানবিদ্যুৎপ্রবর যোগিগণ! মানবেরা কর্তৃত্বা-ভিমান ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে, সহস্র বৎসর অগ্নিহোত্রাদি যাগ করিলেও নরকবারণ শতপুত্র জন্মিলেও বহুবিধ ফলসাধন ধনদান করিলেও মানবগণ, অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। ২৩—২৭।

সেই জন্ত সকল বিষয়ে বিরাগ করা উচিত। মন, বাক্যদেহ ও কৰ্ম্মদ্বারা রতি নিবৃত্তিকে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া মনীষিগণ, বরণ করিয়া থাকেন। সংক্ষেপে আট-প্রকার যোগসাধনের অন্তর্ভূত “যম” বলিলাম; এক্ষণে নিয়ম কাহাকে বলে, তাহা তোমাদের নিকট বলিতেছি যথা—শৌচ, যাগ, তপস্তা, সংপাত্রে যথাশাস্ত্র অর্পণ, বেদাধ্যয়ন, উপস্থানিগ্রহ, ব্রত, উপবাস, মৌন, স্নান, এই দশ প্রকার নিয়ম। অনীহা, শৌচ, তৃপ্তি, তপ, জপ, পদক স্তম্ভিকাঙ্গি আসন এই কয়টিও নিয়ম। বাহ ও আভ্যন্তর শৌচের সাধ্য আভ্যন্তর শৌচই প্রধান। বাহ শৌচে যুক্ত হইয়া আভ্যন্তর শৌচ আচরণ করিবে; আর ভয় স্নান, উদকস্নান, মস্তকস্নান এই কয়প্রকার স্নান শিবপূজকগণের করা উচিত। ২৮—৩২। অন্তঃশৌচবজ্জিত পুরুষ আমরণকাল মুক্তিকা লেপনপূর্ব্বক তীর্থজলে অবগাহন করিলেও মলিনবৎ প্রতীত হয়। হে দ্বিজসন্তমগণ! শৈবাল, ক্ষয়ক, মংগাদি প্রাণিগণ ও মংগোপজীবীগণ, ইহারা সকলে জলে বিচরণ করে বলিয়া কি বিশুদ্ধ হইতে পারে? সেই হেতু যথাবিধি আভ্যন্তর শৌচ নিরন্তর করিবে। বিশুদ্ধভাবে উত্তম বৈরাগ্য মুক্তিকাদ্বারা একবার দেহ বিলেপন করিয়া আত্মজ্ঞান-রূপ জলে স্নান করিলে মানব শুদ্ধ হয়; এই প্রকার আভ্যন্তর শৌচ কীর্তন করিলাম। আভ্যন্তর শুদ্ধ পুরুষেরই অভীষ্ট লাভ হয়, অন্তঃ পুরুষের সিদ্ধি কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় না; শ্রায়াগত রুপ্তি দ্বারা যে পুরুষ সন্তুষ্ট হয়, সেই সূত্রতই চিরসন্তোষসম্পন্ন। ৩৩—৩৭। ধনাদিলাভে সকলের সন্তোষ জন্মে বটে; কিন্তু সে সন্তোষ অচিরস্থায়ী, এজন্ত তাহা সন্তোষই নহে। চিরস্থায়ী সন্তোষকে সাধুগণ সন্তোষ-পদবাচ্য কহেন। অবিদ্যমান বিষয়ে চিন্তা না করাই অনীহা। প্রণব-জপই স্বাধ্যায় কথিত হইল; সেই প্রণব-জপ অর্থাৎ স্বাধ্যায় তিন প্রকার যথা—বাচ-নিক প্রণব-জপ অধম, উপাংশুজপ মুখ্য, মানস-জপ উত্তম হইতেও উত্তম, পাকাক্ষর কণ্ঠে উক্ত জপ-সবিস্তররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং মন বাক্য, দেহও কৰ্ম্মদ্বারা শিবের উপাসনাকে শিবপ্রাণিধান শিবজ্ঞান জানিবে। অচলা স্তব্রতিষ্ঠিত গুরুভক্তিই শিবজ্ঞান বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্রাবীকরণ করিলে নিগ্রহ হয়, সেই নিগ্রহই প্রত্যাহার। চিত্তের স্থানে বন্ধন অর্থাৎ পুরুষোক্ত হৃদয়াদি-স্থানে বিষয়জালের আকর্ষণই ধারণা এই ধারণা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ৩৮—৪২। ধ্যান ও বিচার দ্বারা ধারণার স্বস্থতা নিবন্ধন সমাধি হয়

তার মধ্যে বাহুজ্ঞানশূণ্য চিন্তের একপ্রাণই ধ্যান। অর্থদ্ব্যর্থ-চিন্তাভাস অর্থাৎ যে অবস্থায় চিন্তা-চৈতন্যই ভাসমান হয়; স্থূল, লিঙ্গ ও সূক্ষ্ম, এই ত্রিবিধ শরীরের লীনাবস্থায় অবস্থানকে সমাধি বলিয়া ও ধ্যান সমাধির কারণই প্রাণায়াম, ইহা জানিবে। প্রাণবায়ু স্বল্পেই হইতেই জন্মিয়া থাকে। যম, সেই প্রাণবায়ুর নিরোধক; সাধুগণ যমকে আবার তিনরূপে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা মন্দ মধ্যম ও উত্তম। প্রাণ ও অপানবায়ুর নিরোধের নাম প্রাণায়াম, সেই প্রাণায়ামের পরিমাণ দ্বাদশমাত্র। অর্থাৎ নিমেষ উন্মেষ-কালে প্রাণ ও অপানবায়ুর গতি দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ জানিবে। ৪৩—৪৬। প্রাণায়ামকালে নীচাবস্থায় দ্বাদশ অঙ্গুল উদ্ভাভাবস্থায় দ্বাদশ অঙ্গুল, মধ্যমাবস্থায় চতুর্দ্বিংশতি অঙ্গুলি-পরিমিত বায়ুর গতি হয়। কেবল মুখ্য অবস্থায় ষট্টিংশৎ অঙ্গুলি পরিমিত বায়ুর গতি হয়। যথাক্রমে ঐ কয় অবস্থায় প্রবেশ, কাম্পন, উত্থানজনক বায়ু হইয়া থাকে। আনন্দ ও যোগ এই উভয়ের লাভের জন্ত নিদ্রাভাস, দর্শন, রোমাস্ক, ভ্রমরসদৃশ গুণ্জনপূর্ণ, আসনবন্ধাদিকালে নিজের অঙ্গমোড়ন, কাম্পন, অর্থাৎ আনন্দের আন্দোলন, শ্বেদজনিত ভ্রমণ, ভ্রাস, সন্নিবৃদ্ধি—এই কয়টি যৎকালে হয়, তৎকালে অভ্যন্তর এবং হৃদোভন প্রাণায়াম কথিত হইয়াছে। যোগ অবলম্বন করিয়া যে ব্যক্তি প্রাণায়াম অভ্যাস করে, সেই ব্যক্তির কণন বাসন জন্মিবে না। এইরূপে অভ্যস্তমান প্রাণবায়ু, যোগিগণের মানসিক, কায়িক দোষ সকল দহন করে এবং সম্যকরূপে প্রাণায়াম অভ্যাসকারী সুবুদ্ধি যোগীর দেহ ও রক্ষা করিয়া থাকে। প্রাণায়াম দ্বারা স্বর্গীয় শাস্ত্যাদিগণ যথাক্রমে সিদ্ধ হয়। শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদ—হে দ্বিজগণ! শান্তি এই স্থলে এই চতুস্তয়ের আদীভূত কথিত হইয়াছে। স্বাভাবিক ও আগন্তুক পাপ সকলের শান্তি হয় বলিয়া শান্তির “শান্তি” নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথাশাস্ত্র বাক্যের সংঘমই প্রশান্তি। হে দ্বিজগণ! সর্বদা সর্বপ্রকারে প্রকাশের নাম দীপ্তি। সকল ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা বুদ্ধি ও প্রাণবায়ু সকলের প্রসন্নতা এবং মানসিক প্রসন্নতা শাস্ত্যাদি চতুস্তয়ের অন্তর্গত প্রসাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্শ, কৃকর, দেবকন্ত, ধনঞ্জয় এই প্রাণ-বায়ুর যে প্রসাদ, তাহারও “প্রসাদ” নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে বায়ু হইতে প্রাণ হইয়া থাকে, সেই বায়ুর নাম “প্রাণ” এবং আহারাধির অপনয়ন করে

বলিয়া “অপান” নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে বায়ু অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিশেষরূপে আনত করে এবং ব্যাধি প্রভৃতির প্রকোপক হয়; সেই বায়ুর নাম “ব্যান।” যে বায়ু, মর্দনস্থান সকলকে উত্তেজিত করে; তাহা উদান নামে প্রকীর্ণিত। যে বায়ু, যুগপৎগাত্রব্যাপক হয়, তাহার নাম সমান। যথাক্রমে এই পঞ্চবায়ু কথিত হইল। উদ্গারে নাগবায়ু উমীলনে কূর্শ নামক বায়ু। বিজৃম্বণ অর্থাৎ হাইতোলাবিধয়ে দেবদন্ত নামক বায়ু, মহাশন্দকারী ও সর্বব্যাপী ধনঞ্জয় বায়ু জানিবে। ৪৭—৬৬। যে পুরুষ, প্রাণায়াম দ্বারা পূর্ণোক্ত দশ বায়ুর সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, বিপ্রগণ! সেই পুরুষের শাস্ত্যাদি চতুস্তয়ের অন্তর্গত প্রসন্নতা তৃতীয় সংজ্ঞক অর্থাৎ মোক্ষ ফলোপযোগী হয়। বিশ্বর, মহৎপ্রজ্ঞা, মন, ব্রহ্মা, চৈতন্য, স্মরণ, স্মৃতি, সন্নিবৃদ্ধি, মতি, হে দ্বিজগণ! এই কয়টি মহত্তত্ত্বরূপা বুদ্ধির সংজ্ঞা। প্রাণায়াম দ্বারা এই বুদ্ধির প্রসাদ সিদ্ধ হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! হৃদবিশ্বরী-ভাবই বিশ্বর, যিনি সর্বভূতের অগ্রজ ও পরিমাণে শ্রেষ্ঠ; তিনিই মহৎ। যেটি প্রমাণের গুহ্যস্বরূপ; সেইটিই ব্রহ্মা, যেটি মনন-উপায় স্বরূপ; সেইটিই মন; হে ব্রহ্মবিদগুরুগণ! যাহাতে বৃহৎ ও বৃহৎব্যপ্ত আছে; তিনি ব্রহ্মা। যেটি ভোগের জন্ত স্কুলক কন্ঠে ব্যাপ্ত আছে, সেইটিই চিতি। লোকে যেটি স্মরণ করে, সেইটিই স্মৃতি। যাহা হইতে সকল লাভ করা যায়, সেইটিই সন্নিবৃদ্ধি। অনেক প্রকারে যেটি জ্ঞানাদি কণ্টক বিখ্যাত হয়, যিনি সকলভোগের অধিপতি, যিনি সকল বিষয়ক জ্ঞানবান; তিনিই ঈশ্বর যাহা হইতে মনন প্রমাণের বিষয়, বটে, হে মতিমৎ সাধুগণ! সেইটিই মতি, যেটি অর্থবোধক ও জ্ঞানের বিষয়, লোকে তাহাকে বুদ্ধি বলিয়া কহে। ৬৭—৭৪। প্রাণায়াম দ্বারা এই বুদ্ধির প্রসন্নতা সিদ্ধ হয়। সংযমী পুরুষ প্রাণায়াম আশ্রয় করত সকল দোষ দহন এবং ধারণ ও প্রত্যাহার দ্বারা পাতক দহন করেন। বিষয় বিবৎ মনে করিয়া ধ্যান দ্বারা অনীধর গুণ সকলকেও দহন করেন। হে যতিশ্রেষ্ঠগণ! সমাধি দ্বারা ব্রহ্মা বদ্ধিতা করিবে এবং অন্তর্কমে উত্তম স্থান লাভ করিয়া যোগের অন্তঃসকল অভ্যাস করিবে। আশ্রয়-বিৎ ব্যক্তি, যোগসিদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ স্বস্তিকাদি আসন সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করিবে; যে হেতুক গুরুর উপদেশ কালে যোগদর্শন কদাচ হয় না। ৭৫—৭৬। অধি সন্নিবৃদ্ধি বা জলে বা ভৃগুপংবাণ্ড স্থানে যোগদর্শন

করিবে না। জম্ব্যপাশ্র, শাশান, জীর্ণগোষ্ঠ, চতুষ্পাশ্র, শব্দবিশিষ্ট স্থান, ভয়পূর্ণ স্থান, চৈত্য বহীক-
ব্যাপ্ত স্থান, অশুভকর স্থান, চর্তুনাশ্রয় এবং মশকাদি
সমগিত স্থান এই সকল স্থানে এবং দেহ বাধা ও
দৌর্গমনিষ্ঠ-সম্ভব স্থানেও কদাচ যোগাঙ্গ অভ্যাস
করিবে না। সুগুপ্ত, শুভকর, পক্ষিতের গুহা, এই
সকল স্থানে যোগাঙ্গ অভ্যাস করিতে হয়। দেগুপ্ত
শিবক্ষেত্র বা সুগুপ্ত শিবউদ্যান বা বাধাশূন্য এবং
নিষ্কল বাধাপূর্ণ গৃহে জম্ব্যপাশ্রিত বিজনে, দর্পণ-মধ্য
সদৃশ অত্যন্ত নিম্নল প্রদেশে, চন্দ্রনক্ষত্রাদি প্রলিপ্ত,
বিচিত্রিত এবং উত্তম সঙ্গলগুণপূর্ণ নিষ্কল স্থানে
নানা হুগন্ধি কুণ্ডলমুগ্ধ, উপরি বিতান শোভিত স্থানে
এবং কুশপুষ্পাদিসমগিত স্থানে সম্যক্ প্রকারে
আসনস্থ হইয়া কোন অধির নিকট হইতে স্বয়ং
যোগাঙ্গ অভ্যাস করিবে। প্রথমে গুরু, তৎপরে ভব,
দেবী, গণেশ শিষ্য যোগীশ্বরগণকে প্রণিপাত করিয়া
যোগবিৎ পুরুষ সস্তিক, পদ্মাসন বা অঙ্গাসন অর্থাৎ
সিদ্ধাসন বদ্ধ করিয়া যোগযুক্ত হইবে ॥ ৭৯—৮৬ ॥
বীমান পুরুষ, সমজাত্য রা এক-জাত্য হইয়া এককালীন
চরণধর সম্বোধন করত এককালীন দৃঢ়রূপে আসন
বদ্ধ করিবে এবং মুখ সম্মুখ করত বাহু ইন্দ্রিয় বন্ধন
করিয়া বক্ষঃস্থল অগ্রে অবলম্বনপূর্বক তৎপরে
পাক্ষিকদ্বয় দ্বারা ব্রহ্মণ অর্থাৎ অগ্রকোষদ্বয় ও উপস্থ বন্ধন
করত কিঞ্চিৎ উন্নতিশীল হইয়া পক্ষীয় নাসিক-
কাগ্র দর্শন করত চতুর্দিক্ অবলোকন না করিয়া দন্ত-
সমষ্টি দ্বারা দন্তসমষ্টিতে স্পর্শ করিবে না। রাজ্যগুণ
দ্বারা অমোঘ্য আচ্ছাদন করিয়া সহগুণ দ্বারা রাজ্যগুণ
আচ্ছাদন করিবে। তৎপরে মন্ত্রগুণ হইয়া শিবধ্যান
অভ্যাস করিবে। পুণ্ডরীক কর্ণিকাগ্ন মন সমর্পণ
করিয়া মায়াভাত, সর্বোৎকর্ষসম্পন্ন অতএব দীপশিখা-
সদৃশ গুঁড়াক-পদবাচ্য পবন পুরুষকে ধ্যান করিবে।
৮৭—৯১। নাভির অধোভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমিত
স্থানে অর্থাৎ মূলাধারে বিদ্বান পুরুষ অহেকোন বা
পক্ষকোণ উত্তমকমল ধ্যান করিবে অথবা অল্পকমে
নিজের শক্ত্যুসারে আশ্রয় ত্রিকোণ। দৌমাত্রিকোণ
বা দৌমাত্রিকোণ পথ উক্ত মূলাধারে ধ্যান করিবে
কিংবা দৌর, দৌম্য এবং আশ্রয় এইরূপ
আলুফমিক ত্রিকোণ পদ্ধতি মূলাধারে ধ্যান করিবে
কিংবা আশ্রয় তৎপরে দৌর ও দৌমাত্রিকোণ
পথ এই অনুসারে ধ্যান করিবে। এইরূপে অগ্নির
অধোভাগে ধর্মাদি চতুর্দিক্ (ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য
ঐশ্বর্য এই চতুর্দিক্) কল্পনা করিবে। যথা-

ক্রমে মণ্ডলোপরি গুণত্রয়ের ভাবনা করিবে
সশক্তি (উদ্যম) পরিমণ্ডিত সমস্ত কুণ্ডলকে চিত্তা
করিবে। নাভিদেশে, গলে, কিংবা ভ্রমধ্যে বা ললাটে-
ফলকে বা মস্তকে যথাবিধি ব্রহ্মদেবের ধ্যান সম্যক্-
রূপে আচরণ করিবে ॥ ৯২—৯৬ ॥ যথাক্রমে দ্বিদল
বা বোড়শার প্রপঞ্চে দ্বাদশার, দশার যড়শ বা
চতুর্দশ শিবকে স্মরণ করিবে। কনককান্তি কমলায়
প্রণেশে বা তপ্তাঙ্গার মার্শ স্থানে বা অতি শুভ
প্রদেশে কিংবা দ্বাদশাদি গবৎ প্রভামণ্ডিত স্থানে
বা চন্দ্রবিদ্যুতলা নীতল প্রদেশে বা কোটি বিনা-
তের স্থায় উজ্জ্বলীকৃত প্রদেশে, অমিবণ অথবা
বিদ্যাবলয়স্থ স্থানে সমাহিত হইয়া পরমেশ্বকে চিত্তা
করিবে ॥ ৯৭—৯৯ ॥ কোটি বজ্র প্রভামণ্ডিত স্থানে
পদ্মরাগমণিকান্তিবৎ নীতল স্থানে, নীল ও লোহিত
বর্ণময় প্রদেশে যোগী পুরুষ, ধ্যান অভ্যাস করিবে।
হৃদয়ে মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে, নাভিপঞ্চে সদাশিবকে,
ললাটে চন্দ্রচূড়কে ধ্যান করিবে, ভ্রমধ্যে স্বয়ং শঙ্করের
ধ্যান, দ্বিবা ও শাশ্বত স্থানে শিবধ্যান করিবে। যিনি
কাহারও প্রকৃপ নন, বাহ্যকে কেহই নির্দেশ করিতে
পারে না, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর, মঙ্গলময় ও
নিগলন, বাহ্যকে কেহই তরুদ্বারা স্থাপন করিতে
পারে না; যে পুরুষ বিনাশ ও উৎপত্তি বর্জিত;
যিনি বৈবর্য, নির্দাম ও অন্তঃসম নিঃস্রবস প্রকৃপ,
যিনি অমৃত বাহার কোনকালে ক্ষরণ হয় না;
ও অদৃষ্টাবান জন্মপ্রদন করিত হয় না। যোগি-
শ্রব, বাহ্যকে মহানন্দ, পরানন্দ, যোগানন্দ, ও
অনাময় বলিয়া নির্দেশ করেন; যিনি হেয় উপাদেয়-
রহিত; যিনি শঙ্ক হইতেও সূক্ষ্মতর ও স্বয়ং বেদ্য;
বাহ্যকে কেহই জ্ঞানের বিষয় করিতে পারে না;
সেই জ্ঞানময় নিম্নল, নিম্নল, শাস্ত্র জ্ঞানরূপী পরম
ব্রহ্মস্বরূপ শিবকে হৃৎপঞ্চে বা মনে চিত্তা করিবে।
যিনি অতীশ্রিত, পরনতত্ত্ব ও পরাৎপর, সকল উপাধি-
বর্জিত, ধ্যানগম্য অদ্বিতীয়, রজস্তমোগুণের পরপারে
সংস্থিত, সেই মহাদেবকে মনে বা হৃৎপঞ্চে এই
প্রকার চিত্তা করিবে; নাভিস্থানে সর্বদেবময় পরম-
বিভূ শিবকে ধ্যান করিবে। ১০০—১০৮। দেহ
মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞানময় দেবদেব পরমবিভূ শঙ্করকে
কণ্ঠসমার্গ (প্রাণায়াম বিশেষ) দ্বারা আর
উদ্বাহত (দ্বাদশ মাত্রক কুণ্ডল) দ্বারা ধ্যান
করিবে। হে হৃৎতগণ! মধ্যম কণ্ঠস (চতুর্বিংশতি-
মাত্রক কুণ্ডল) দ্বারা উত্তম কণ্ঠস (ষট্টিংশতি-
মাত্রক কুণ্ডল) দ্বারা বিদ্বান পুরুষ, শিবধ্যান

গভাস করিবে। বীমান ব্যক্তি, সমাহিত হইয়া
শব্দে বী নাভিদেশে বত্রিশবার রেচন করিবে, হে
বিজ্ঞানভগবৎ । রেচক পুরক ত্যাগ করিয়া কেবল
কৃতক করত দেহমধ্যে সমরস দ্বারা সাক্ষাৎ ত্রক-
পুরুষ শিবকে মরন করিবে। শিবস্মরণ কালে বিদ্বান
পুরুষ, সমরসস্থিত হওয়ার পর একতা লাভ হইলে,
রসমহুবদে ত্রক্ষানন্দ তাহাই সমাধি আর যাহাতে
দ্বাদশ-মাত্রক প্রাণায়াম বর্তমান ও দ্বাদশ প্রকার ধ্যান
বিশিষ্ট ধ্যান যাহাতে আছে এবং যৎকালে দ্বাদশ
প্রকার ধ্যান উপস্থিত হয়, সেই চিত্ত মাপারনে সমাধি
মৌখিক গুণ করিয়াছেন অথবা হে বিপ্রগণ ! জ্ঞান-
গণের মনোবর্তন হইতে সমাধি ক্রিয়া থাকে। হে
বিজ্ঞান ! অতিশয় যত্নসহকারে নবীন অভ্যাস-
পুরুষের বহুকালে, পূর্বজন্মান্বিতা যোগীর অল্পকালে
সমাধি জন্মে; তাহাতেও বহুতর বিঘ্ন ঘটয়া থাকে;
কিছু যোগাভ্যাস করিতে করিতে কিংবা তৎকালে
গুরুর সমাগম হইলে সেই সকল বিঘ্ন নিনাশ প্রাপ্ত
হয়। ১০৯—১১৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

যত কহিলেন, প্রথম আলোচ্য, তৎপরে প্রমাদ-
দংশয়-পানে চিত্তের অনবস্থিতি, অশ্রদ্ধা, ভ্রান্তিদর্শন,
ভ্রান্তি, নিবিধ দুঃখ, তৎপরে দৌর্ঘটন, ও অযোগ্য
বিষয়ে চিত্তাকর্ষণ এই দশ প্রকার যোগিগণের যোগের
অন্তরায় জন্মিয়া থাকে। দেহ ও চিত্তের গুরুতানিধকন
অপ্রকৃতিই আলোচ্য। পাতুর বৈষম্য হেতুক কর্মজাত
ও দোষজাতই ব্যাধি, সাধন বস্তুর অচিন্তনকে সমাধি
প্রমাদ কহে। এই স্থানটিই বা এইটিই উত্তম স্থান
এইরূপ বিজ্ঞানই স্থান-সংশয়, যোগীর অপ্রতিষ্ঠাই
চিত্তের অনবস্থিতি। চিত্তের ভূমি (বিষয়) লব্ধ
হইলেও সংসার-নিবন্ধন ভাববহিতা সাধনবিষয়ী
প্রতিই অশ্রদ্ধা। চিন্তাসাধ্য, গুরু, জ্ঞান আচার ও শিবাদি
বিষয়-বিপর্যয় জ্ঞানকে ভ্রান্তি-দর্শন কহে। ১—৭।
অজ্ঞানবশতঃ দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধির নাম ভ্রান্তি।
আবাস্তবিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ
দুঃখ প্ৰাভাবিক। ইচ্ছার বিষয়বশতঃ চিত্তের সংক্ষেপ-
তাই দৌর্ঘটন; সেই দৌর্ঘটন পরম বৈরাগ্য দ্বারা
নিরোধ করিবে। যৎকালে বজ্র ও তমোগুণে মন
আবদ্ধ হয়, তৎকালে তাহারই নাম দুর্ঘটন হয়, সেই
দুর্ঘটন-সঞ্চারই দৌর্ঘটন, ইচ্ছার এই ব্যাপ্তি। ইচ্ছা-
যোগ্যযোগ্য নিবেচনা সীকার করিয়া নিচর বিদ্যায়

জন্তর বিষয় লোলভাই যোগতা (পূর্বে যাহার চিত্ত-
কর্ষণ নাম দেওয়া হইয়াছে) যোগিগণের এই কথ্য
মহৎ অন্তরায় খাতি হইল। ৮—১২। অত্যন্ত উৎসাহ-
যুক্ত পুরুষেরই অন্তরায় সমুদায় বিনষ্ট হয় এই বিষয়ে
কোন সংশয় নাই। অন্তরায় সকল প্রশস্ত হইলে, বিজ-
গণ “যোগী” এই পদবাচ্য হন। ব্যবহার কালে সিদ্ধ-
পুরুষ ও সমাধির অসিদ্ধি-হতক উপসর্গ সকল
প্রবর্তিত হয়; যথা হে বিপ্রগণ! প্রতিভাই প্রথমা
সিদ্ধি, দ্বিতীয়া শ্রবণা, তৃতীয়া বাস্তা, তুরীয়া দর্শনা,
পঞ্চমী আপাদা, ষষ্ঠীক বেদনা। পূর্বোক্ত ছয় রকম
সিদ্ধি তাপ হইলে অগ্নিমাধি সিদ্ধি সকল, মূনির
সিদ্ধিলাভ হন। প্রত্যেক পদার্থে প্রতিভারূপিত
প্রতিভাসিদ্ধি। যে বুদ্ধি কালভা পদার্থকে বোধ
করিয়া দেয় তাহাকেই বিবেচনাবুদ্ধি কহে। যজ্ঞ,
ব্যবহিত, অতীত, দূরবত্তা ও অনাগত এই সকল বিষয়ে
সর্বদা আত্মকৃতিক কালকে প্রতিভাবুদ্ধি কহে। হে
যোগিগণ! সকল শব্দের প্ৰাভাবিক শ্রবণই পূর্বোক্ত-
শ্রবণা কহে। হৃদয়, দীর্ঘ, সূতাতি স্বরের শ্রবণ হেতুক
যে হ্রস্ব প্রত্যক্ষ হয় সেইটিই বেদনা, স্বর্গীয়রূপের
প্ৰাভাবিক দর্শনই ইহ দর্শনা জানিবে। সেই স্বর্গীয়-
বাস্য প্ৰাভাবিক যে জ্ঞান জন্মে, সেইটিই আপাদ।
১৩—২৩। দিব্যগন্ধের তত্ত্বোক্তাবিষয়ী যে সমিৎ
অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞান তাহারই নাম বাস্তা। হে বিজ্ঞান!
সেই হেতুক যোগীরা এই জগতে আরম্ভলাক স্বদেশে,
বিশ্রাম জানিতে পারেন। হে বিজ্ঞান! উপসর্গিক
চতুষ্টয় গুণ সকল বক্ষ্যমাণ গুণসমূহে স্থিত হইয়া।
কিচ্ছিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মার উপসর্গিক দুঃখপ্রযোজক
সেই গুণ সকল সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিবে। হে
বিজ্ঞান! পিশাচ-ভবনে পার্থিবগুণ, রাক্ষস-নগরে
উদকময়, যক্ষ নগরে তৈজস, গন্ধর্ব্বপুরে বায়ুগুণ,
ইন্দ্রাণ্যে আকাশরূপ, চন্দ্রাণ্যে মানসগুণ, প্রজা-
পতি-ভবনে * অহঙ্কার; ব্রহ্মাণ্যে অনুত্তম
বোধ বর্তমান পার্থিবংশ অষ্ট প্রকার জলীয়
অংশ যোল প্রকার, তৈজসংশ চতুর্দশশক্তি প্রকার
বাৎসংশ দ্বাত্রিংশ প্রকার, আকাশংশ ষণ্ড খণ্ড চহা-
রিংশ প্রকার, কিন্তু মূল অংশ পঞ্চ ভূতাত্মক মাত্র।
গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটি প্রত্যেকে অষ্টধা
বিভক্ত করিয়া যতগুলি হইবে ততগুলি শতক্রতুর গুণ
জানিবে। হে বিজ্ঞান! অষ্টচত্বারিংশ, ষটপঞ্চাশৎ
ও চতুষ্টয় প্রকার ত্রাক্ষগুণ সাধু পুরুষ লাভ করিয়া

* এই স্থলে প্রজাপতি শব্দে দক্ষাদি পুনিতে হইবে *

থাকেন, অতঃপূর্ব ভুবনে ঔপসর্গিক গুণ বিচার করিয়া পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে যোগবিৎ সোণাবলম্বন করিয়া পরম মুখ লাভ করিতে পারেন। স্থলতা, হৃদয়তা, বালা, বান্ধক্য, যৌবন, নানাজাতি ভূত পার্থিববাংশপেরিত্যাগ করিয়া চারি দ্বারা দেহ ধারণ। পার্থিববাংশ সত্ত্ব হুগন্ধ ভোগ পার্থিববাংশের এই স্নাষ্ট-গুণই মহৎ ঐশ্বর্য্য। ২৪—৩১। মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইয়া ভূমিভাসবৎ জলেতেও বাস ইচ্ছা করিবে। শব্দ হওত সমুদ্রকেও সঙ্গ পান করিতে ইচ্ছা করিবে। দিব্য আতুর ব্যক্তি এই সকল ইচ্ছা করিবে না। এই জগতে যেখানে সে ব্যক্তি জল দর্শন ইচ্ছা করে, সেইখানে তাহার জল দর্শন হয়। ইচ্ছা পূর্ব্বক যে যে বস্তু ভোজনেন্দ্ৰা জন্মে, সেই সেই রসাস্বিত বস্তুই তাহার দেহবদ্ধক। তাণ্ড ব্যতিরেকে হস্তদ্বারা জলরাশি ধারণ, পার্থিববাংশ-সমবিত শরীরের অত্রণতা এই কয়টি জলময় উত্তম ঐশ্বর্য্য জানিবে। দেহ হইতে অগ্নি নির্মাণ, অগ্নির উত্তাপজনিত ভয়ত্যাগ, লোক দক্ষ হইলেও তাহাকে নিজের যৌগৈশ্বর্য্য দ্বারা তদ্ব্যবহার, জল মধ্যে অগ্নিস্থাপন করিয়া তাহার পরিবক্ষণ, হস্তে অগ্নি গ্রহণ স্মৃতিমাত্রে বস্তুর আগম, ভয়ানক জীবের পূর্ব্ববৎ নির্মাণ, বায়ু ও আকাশ হইতে রূপের নিষ্পত্তি। হে মনিপুস্কবগণ! এই চতুর্বিংশতাত্ত্বিক তৈজস গুণ জানিবে। মনোবাসিত্ত্ব জীবগণের অন্তরে বাস, স্বল্প দ্বারা পর্শ্যতাদি মহাতার বস্তুর উদ্বহন, আবশ্যক বিষয়ে লব্ধতা ও গুরুত্ব এবং হস্তদ্বারা বায়ু ধারণ, অস্থল্যগ্রহের আঘাতে সকল স্থানে ভূমির কম্পন, এই কয়টি বায়ুর ঐশ্বর্য্য। ৩২—৪১। ছায়াবিহীন হইয়া ইন্দ্রিয়-দর্শন, ইন্দ্রিয়গণের সহিত নিত্য আকাশ-গমন, দূরের শব্দ গ্রহণ, সকল শব্দে অবগাহন, তন্মাত্র লিঙ্গের গ্রহণ, সকল প্রাণির দর্শন, এই কয়টি ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা কাব্যবাহ সামর্থ্যের বিষয় উক্ত হইল। ইচ্ছানুরূপ লাভ, সকল স্থানে ইচ্ছানুরূপ বিনির্গম, অভিভব ও সকল গোপনীয় বস্তুর নিদর্শন, ইচ্ছানুরূপ নির্মাণ, বশিত্ব, প্রিয় বস্তুর দর্শন, সংসার-দর্শন, এই কয়টি মানসগুণ। ছেদন তাড়ন, বন্ধন, সংসার-পরিবর্তন, সর্ব্বভূতে প্রগমনতা, মৃত্যুকাল-জ্ঞয় এই কয়টি দক্ষাদি প্রজাপতি সম্বন্ধি উত্তম অহঙ্কারিক গুণ উক্ত হইল। অকারণ জগৎ সৃষ্টি, অঙ্গুগ্রহ, প্রলয়, অধিকার, লোক চরিত্রের প্রবর্তন, অসাদৃশ্য, পৃথক্ পৃথক্ নির্মাণ, সংসারের কর্তৃত্ব এই অনুত্তম ব্রাহ্মগুণ ব্যক্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের

মুখ্য কারণ বলিয়া বৈকল্যপদই প্রধান। ব্রহ্মাষ্ট প্রধানের গুণ জানিতে সমর্থ হন। অল্প কোন ব্যক্তির প্রধান গুণ জানিবার শক্তি নাই। তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট শৈব পদ আছে। বিষণ্ড সেই পদ অবগত নন। শুদ্ধ (মায়ামূহা) শিবায়ঃ অসংখ্য গুণ কে জানিতে পারে? ব্যবহারকালে এই সকল সিদ্ধিরূপ উপসর্গ কীর্তিত হইল। পরম বৈরাগ্য দ্বারা যত্নসহকারে উক্ত উপসর্গাদি নিরোধ করিবে। যে ব্যক্তি বিষয় ও ভয়ে নাশের আভিষ্য দ্বারা হইয়া গম্যকামপূর্ব্বক, সকল ত্যাগ করে, সেই পুরুষই বিরক্ত। ৪২—৭৩। পুরুষে যে বৈরাগ্য প্রাপ্ত আছে, তাহাকে গুণবৈরাগ্য কহে, বৈরাগ্যদ্বারা উপসর্গিক সিদ্ধি ত্যাগ করিবে। আরক্ষ ভুবনে ঔপসর্গিক (সমাধিকালীন পরম বিদ্য স্বরূপ ও ব্যবহার কালে পরম সিদ্ধিরূপ যে গুণ, তাহাকে ঔপসর্গিক ঐশ্বর্য্য কহে) ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিবে। নিরোধ করিয়া সকল ত্যাগ করিলে মহেশ্বর প্রসন্ন হন। ৭৪—৭৭। তিনি প্রসন্ন হইলে বা পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে বিমলা মুক্তি হয়। অথবা যে মনি ভাবানের অনুগ্রহের দ্বারা লীলার্থ ইন্দ্রিয় নিরোধ না করিয়া চেষ্টিত হইবেন, সেই পুরুষও এই প্রকার স্থখী অর্থাৎ মুক্ত হইবেন। ভগবান্নীলাচকারী সেই পুরুষ কোনস্থলে ভূমি পরিত্যাগ করিয়া আকাশে ত্রীমণ্ডেত ত্রীভা করিয়া থাকেন, কোনস্থলে বেদের দক্ষ অর্থ সংক্ষেপে উচ্চারণ করেন, কোনস্থলে বা বেদার্থ অবলম্বন করিয়া শ্লোক রচনা করেন, কোনস্থলে সহস্র সহস্র দণ্ডক অর্থাৎ ইন্দ্রমাক শ্লোক বন্ধন ও পদ্যক সস্তিকাদি অনেক বন্ধ রচনারূপ শ্লোক বন্ধন করেন। এবং দুগপক্ষিসমূহের শব্দ শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারেন অর্থাৎ কোন সময়ে বিরূপশব্দ করিলে কি প্রকার ফল হয় তাহার তাহা অবদিত নাই; অধিক আর কি বলিব, ব্রহ্মাদি স্বাবর পর্য্যন্ত তাহার হস্তস্থিত আমলকবৎ হয়, হে মনিশ্রেষ্ঠগণ! এবং সহস্র সহস্র বিজ্ঞান সকল সেই মহাত্মা মনির উৎপন্ন হয়, অভ্যাসসহকারে বিসুদ্ধ বিজ্ঞান তাহার স্থিয় হয়, যোগবিৎ পুরুষ, সকল তেজোরূপ নয়নগোচর করেন ও অনেক সহস্র দেবদেবী বিমানও নয়নগোচর করেন এবং সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণাদি দেবগণ, গাছ নক্ষত্র, তারাগণ, সহস্র ভুবন, পাতালভলম্বিত প্রাণিগণও দর্শন করেন। স্বস্থ অতএব নিরুদ্বিগ্ন, প্রসাদরূপ অমৃতপুর্ণ, সত্ত্বগুণরূপ পাত্রস্থিত আত্ম-জ্ঞানরূপ প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানতম নিহত করিয়া জীব,

পূর্বভাগ

পরমাত্ম সাংখ্যাকার কারয়া থাকেন। ঈশ্বর প্রসাদে ধর্ম, ঈশ্বর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অপবর্গ এই কয়টি জীবের হইয়া থাকে, এই বিষয়ে কোন বিচার করা উচিত নয়। শিবমাহাত্ম্য বিস্তারে বলিতে অধুত-বর্ণনও কেহই সম্মত হন না। যে মনীষরগণ! পাপ-পাতকযোগে যেন নিষ্ঠা চিরস্থায়িনী হইয়া থাকে। ৮৬—৮৭ ॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণেন, তে দ্বিজৈস্তমসণ। সংপুরুষ, জিতাত্মা, ধন্যজ্ঞ, সাধু, আচার্য্য শিবভক্ত, এই সকলের প্রতি মহেশ্বরের অতি প্রসন্ন হন। তে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দয়াবান তপস্বিগণ, সন্ন্যাসিগণ, বিরানী, ক্ষানী, বালী, গাইত্রী, দাতা, সত্যবাদী, অশ্রু, যোগযুক্ত, শ্রুতি-স্মৃতিবিদগ্ধ এবং শ্রোত স্মারকের অবিরোধি-মনঃস্বাধ্বগণের প্রতিও মহেশ্বরের প্রসন্ন হন। “সং” এই শব্দটী ব্রহ্মবাচক, জীবগণ, ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শব্দার্থকে লাভ করেন ও ব্রহ্মের সাধুজা, প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহারা “সং” এই নামে খ্যাত হন। যাহারা ইন্দ্রিয়-সাধ্য কন্মবিষয়ে ও পূর্ব অধ্যায়োক্ত অষ্টবিধ সাধনৈখ্য-বিষয়ে ক্রুদ্ধ বা সন্তোষনন; তাঁহারা ইতিজাত্মা নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহঁদের সামান্য দ্রব্য ও বিশেষ দ্রব্য যে হেতুক নিযুক্ত হন; সেই জন্ত দ্বিজাতি এই নাম ধারণ করিয়াছেন। বর্ণ ও আশ্রমধর্ম নিযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গি স্থখের কারণ শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত পন্থাবিশুদ্ধকেই ধর্ম্য কহে। আশ্রমজনের উপায় পরম বলিয়া গুরু হইতেও হিতকারী ব্রহ্মচারী সাধু। কিয়দ অর্থাৎ যোগযজ্ঞাদি হইতে যাহা নিষ্পন্ন হয়, সেই গৃহস্থ ও সাধুনামে কীর্তিত হন। অরণ্যে তপস্তার সাধন করেন বলিয়া বৈখানস ও (বিশেষ ব্রহ্মচারীর নাম) সাধু। যৎকৃত্য যোগ সাধিত হয় ও যিনি যতমান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমে বিশেষ যত্নবান, তিনি যতি ও সাধু, আর যাহারা আশ্রমধর্ম সাধন করেন, মনীষিগণ, তাঁহাদিগকেও সাধুনামে স্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ১—২০ ॥ এই স্থলে ধর্ম ও অধর্ম এই শব্দদ্বয় ত্রিগুণাত্মক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কুশল ও অকুশলকর্মই ধর্ম ও অধর্ম। ধারণ অর্থে ধর্ম শব্দই মহৎ। অধারণ ও অমহৎ অর্থে অধর্ম শব্দ প্রযুক্ত হয়। আচার্য্যগণ, এই দুই শব্দের মধ্যে ইষ্ট (অভিনামিত বস্তু)

প্রাপক ধর্ম আর অধর্মকে অনিষ্ট ফলজনক বলিয়া উপদেশ করেন। বৃদ্ধ, অসুন্দর, আগ্রবান, অদান্তিক, সম্যক বিনীত, সরল-শুভাব এতাদৃশ ব্যক্তিই আচার্য্য হইয়া থাকেন। যিনি স্বয়ং আচারবান ও যিনি লোকদিগকে সদাচারসম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন ও শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন তিনিই আচার্য্য। শ্রবণাধীন যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাই শ্রোত, যাহা স্মরণাধীন নিষ্পন্ন হয় তাহাই স্মৃত। যোগ যজ্ঞাদি শ্রোতবস্তু বর্ণাশ্রম বস্তুই স্মৃত বস্তু; এই অন্তরূপ বিষয় ত্রিজ্ঞাসিত হইয়া যে গোপন না করে, যে যে গোপন করে এবং যাহারা যথাদৃষ্ট কীর্তন করে, এই ত্রিবিধ ব্যক্তির কথা এই লিঙ্গপুরাণে কীর্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য মৌন, নিরাশ্রয়, অহিংসা, সর্স-প্রকাশ শাস্তি, এই কয়টি তপস্তা বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। যে ব্যক্তি সর্সভূতে আশ্রমের আচরণ করে ও হিতাহিতের জন্য ব্যবহার সকল অনেকবার প্রবর্তিত করে, তাহাকেই দয়া কহে। অত্যন্ত দৃষিত যে যে দ্রব্য শ্রায়-লব্ধ হয়, গুণবান পুরুষ সেই সেই দ্রব্য যথাক্রমে অর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে দাতার দান-লক্ষণ জ্ঞাত হইতে পারিবে। দান ত্রিবিধ, কনিষ্ট, জ্যেষ্ঠ, ও মহ্যম। করণব্যবহৃত সর্সভূতে সমভাগের নাম মহ্যমদান। শ্রুতিস্মৃতিনিষ্পাদিত বর্ণাশ্রমাত্মক ও শিষ্টাচারের অবিরোধী যে ধর্ম, সেইটাই সাধুধর্ম। যিনি মায়াময় ও কন্মফলশূন্য, তিনিই শিবাত্মা নামে খ্যাত। ১১—২৩। যিনি সকল সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যুক্ত যোগী। জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ভয়জন্য সমস্তই অনিত্য, এই বিবেচনা করিয়া চতুর্দিক হইতে প্রার্থনা বাক্য অর্থাৎ কেন বৃথা কষ্ট ভোগ করিতেছেন, বিষয় ভোগ করেন ইত্যাদি উপস্থিত হইলে যে পুরুষ বিষয়ে অমত্ত, সেই পুরুষই অশ্রু ও সংযমী। এই কন্ম-ভূমিতে আপনার জন্ত বা পারের জন্ত যার ইন্দ্রিয়গণ মিথ্যা অর্থাৎ অসংক্ষেপে প্রবর্তিত না হয়, সেইখানেই শমের লক্ষণ ঘাইবে। অনিষ্ট হইলেও যাহার চিন্ত বিব্রত না হয় আর ইষ্টলাভে যিনি অভিনন্দন না করেন পীড়িত, তাপ, বিষাদ এই কয়টি যাহার নাই; তাঁহার যথার্থ বৈরাগ্য। অকৃত কৃষ্ণের সহিত কৃতকৃষ্ণের যে হাসি, তাহাই সন্ন্যাস। ধর্ম ও অধর্মের পরিহারকে ন্যাস বলিয়া সাধুগণ কীর্তন করেন। অব্যক্ত (প্রধান) হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এই অচেতন বিকারে চেতন, জীব, অচেতন, জড়, এতৎস্বরের অন্তঃ জ্ঞান অর্থাৎ পরমায় বিজ্ঞান তাহাই স্মার্থ জ্ঞান। এই

প্রকার জ্ঞানযুক্ত ও ব্রহ্মযুক্ত ও পুরুষের প্রতি শব্দর
 প্রসঙ্গ হইয়া থাকেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে
 বিজ্ঞগণ! এইটী ধর্ম, কিন্তু অতিশয় গোপনীয়
 বিষয় যতগুলি আছে, আমি এখন তোমাদের নিকট
 তৎসমস্তই বলিব। পরমেশ্বর মহাদেবে সকল সময়ে
 ভক্তি করিবে; কেন না অভিযুক্ত পুরুষই মুক্তি-
 লাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্
 পরমেশ্বর বিবিধ অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীকরণ
 করিয়া অযোগ্য ভক্তের প্রতিও প্রসঙ্গ হন, ইহাতে
 কোন সংশয় নাই; আর জ্ঞান অধ্যাপনা, হোম,
 ধ্যান, ষজ্জ, তপ, শাস্ত্রশ্রবণ, দান, অধ্যয়ন এই
 সকল ভব-ভক্তির জন্তই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও
 কোন সংশয় নাই। হে মূনিবরশ্রেষ্ঠগণ! সহস্র
 চন্দ্রায়ণ ব্রত, শত প্রাজাপত্য, মাসসাধ্য অশ্রু উপ-
 বাস সকল দ্বারাও যে ভক্তি, তাহাও মুক্তির কারণ
 বলিয়া জানিবে। যাহারা শিবভক্তিপরায়ণ না হয়,
 তাহারা গিরি গুহাশয়, লোকে (স্বর্গকামোহমিষ্টোন্মেন
 ব্রজেত) ইত্যাদি ক্রতি-নিষ্পাদিত কর্ম-মার্গে আশ্র-
 ভোগের জন্ত পতিত হয় অর্থাৎ ভোগ লাভের আশায়
 নিমগ্ন হয়। শিবভক্ত জীব, দৃঢ় নিশ্চয়বশতঃ মুক্ত
 হয়। হে বিজ্ঞগণ! ভক্তদিগের দর্শনেই মনুষ্যদিগের
 বর্ষাদি লাভ তুল্য থাকে না; ইহাতে সংশয় নাই,
 ভক্তদিগের দর্শনের ত কথাই নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
 হুত্রৈশ্র এবং অশ্রু দেবগণের ও ভক্তি আশ্রয়
 স্থিতি লাভ হয় আর মূনিগণের দর্শনে বল ও সৌভাগ্য
 হয়। হে বিজ্ঞগণ! পূর্বকালে বারাণসীপুরীতে
 পিনাকী ভব, স্বপত্নী উমাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে
 মধুরবাক্যে এই সমস্ত কহিয়াছিলেন; আর রুদ্রাণী,
 অবিহ্বল আসনে সমাসীন। হইয়া পরমাস্বরূপী রুদ্রের
 সহিত বারাণসীপুরী লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন।
 ত্রীকেশরী কহিলেন;—হে মহাদেব! কি উপায়ে লোক
 তোমাকে বশ করিতে পারে; কি উপায়ে বা তুমি
 পুঙ্খনীয় হও, কি উপায়ে বা লোকে তোমার সাক্ষাৎ-
 কার করিতে পারে তপস্তা, বিদ্যা বা যোগ এই গুলি
 কি সাক্ষাৎকারিণ উপায় স্বরূপ? হে শ্রেষ্ঠ! তাহা
 আমাকে বলিতে আজ্ঞা হয়। হুত কহিলেন, বালেন্দু-
 তিরাক্ত শিব, পার্বতীর চলনশ্রবণে তাঁহাকে দর্শনপূর্বক
 বালেন্দু হিমালয়পর্বতে গিরিপত্নী মেনকাবতীর সহিত
 চিত্তবাক্যে দর্শন করিয়া বাস নিরাপার্থ পূর্বকবিত
 বাক্য স্বরূপ করিয়া হুত করত পুণ্ড্রশ্রবণনা দেবীকে
 কহিলেন। হে দেবি! হে বিলাসিনি! তোমার মাতা
 বাহা কহিয়াছেন, তাহা, কি বিস্ময় হইল? এই

সময়ে তুমি রমণীয়া পুরী লাভ করিয়াছ বলিয়া জিজ্ঞাসা
 করিতে যোগ্য হইতেছে। পরম ব্রহ্মরূপী আমাকে
 দর্শন করিতে অদ্য তুমি যেমন জিজ্ঞাসা করিলে সেই
 প্রকার পিতামহ ব্রহ্মাও পূর্বকালে আমাকে জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন। হে শ্রেষ্ঠ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা,
 শ্বেতকল্মে শ্বেত বর্ণ সদ্যোজাত পরম ব্রহ্মরূপী আমাকে
 দর্শন করিয়া, নীললোহিত কল্মে রক্তবর্ণ বামদেবরূপী
 আমাকে দর্শন করিয়া, পীতকল্মে পীতবর্ণ তৎপুরুষরূপী
 আমাকে দর্শন করিয়া, অশ্বোরকল্মে কৃষ্ণবর্ণ ঈশ্বর দর্শন
 করিয়া কহিলেন, হে বাম! হে সদ্যোজাত মহেশ্বর! হে
 অশ্বোর! তুমিই সেই পুরুষ। হে মহেশ্বর! দেবদেব!
 গায়ত্রী ও আমি তোমাকে দর্শন করিয়াছি, হে মহা-
 দেব! কি উপায়ে আপনি বশ ও ঘেয় হইবেন আপনি
 ভিন্ন আর কাহারও বলিবার যোগ্যতা নাই। হে শব্দর!
 কেবল আপনি উমাদেবীরই দর্শনীয় ও পূজনীয়।
 ভগবান্ কহিলেন, হে বারিজসম্ভব! আমি পূর্বেতেই
 বলিয়াছি, ঐহার ব্রহ্মা আছে, তিনিই আমাকে বশ
 করিতে পারেন। ভগবান্ বিষ্ণু, জলনিধিতে অবস্থান
 করিয়া আমার ধ্যান করেন, আর ব্রাহ্মণ, ক্রত্য় ও
 বৈশ্য এই তিন বর্ণ, পবিত্র সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্রদ্বারা
 পঞ্চস্বরূপী আমাকে পূজা করে। ২৪—৪৯। হে
 জগদগুরো! হে অগুরু! আমাতে তোমার ভক্তি
 আছে বলিয়া অদ্য তুমি আমাকে দর্শন করিলে।
 তিনিও আমাকে বলেন, পূর্বকালে আমিও তাঁহাকে
 ভাবার্থ ভাবদান করিয়াছি। হে দেবেশি! ব্রহ্মা-
 পূর্বক ঈশ্বররূপী আমাকে তিনি ছদ্মবেশে দর্শন করি-
 লেন; সেই হেতুক হে গিরিসুতে! ঐহার ব্রহ্মা
 আছে, তিনিই আমাকে বশ ও দর্শন করিতে যোগ্য
 হন। বিজ্ঞগণ ব্রহ্মাসহকারে সর্বদা লিঙ্গরূপী
 আমাকে পূজা করেন। ব্রহ্মাই পরম হৃদয় ধর্ম,
 ব্রহ্মাই জ্ঞান, তপ ও হবনীয় দ্রব্য; ব্রহ্মাই স্বর্গ ও
 মোক্ষ। আমি ব্রহ্মাসহকারে সদা দর্শনীয়
 হই। ৫০—৫৩ ॥

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

শৌনকাধি ঋষিগণ কহিলেন, ব্রহ্মা পুরাণ পুরুষো-
 তম মহাত্মা বামদেব মহেশ্বর আদ্যার ঈশান সদ্যো-
 জাতকে কি প্রকারে দর্শন করিলেন, তাহা আত্মজৈমিক
 বলিতে হইবে। হুত কহিলেন, শ্বেতকল্মে একমন্ত্রত্রিশ
 (উনত্রিশ) জানিবে। সেই ব্রহ্ম উত্তম ধ্যানবিশিষ্ট, ব্রহ্মা

হইতে শিষ্যবৃত্ত, ষ্ঠেতবর্ণ নেত্রপ্রাপ্ত, নথকরবরণ-সকল রক্তবর্ণ, একটি কুমার উৎপন্ন হইল। ত্রীমং বিশ্বমুখ ব্রহ্মা, সেই পুরুষকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মরূপী ঈশ্বর সদ্যোজাত শিশুকে চুপে কবিশাধ্যানযোগপর হইলেন। ধ্যানযোগে সেই সদ্যোজাত শিশুকে ঈশ্বর জানিতে পাবিয়া বন্দন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, তিনি ব্রহ্মা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইহার পার্শ্বে সুনন্দ, নন্দন বিশ্বনন্দন, উপনন্দন, এই সকল মহাশয় ষ্ঠেতবর্ণ তাঁহার শিষ্যরূপে প্রাহুত হইলেন; তাঁহারা সদ্যোজাতরূপী ব্রহ্ম সেবা করেন। তাঁহার অগ্রে ষ্ঠেতবর্ণ মহাতেজা ষ্ঠেতনামে মহামুনি উৎপন্ন হইলেন। সেই হেতুক ষ্ঠেত মুনিই হব। সেই সময় সেই শৌনকাদি ঋষিগণ পবন ভক্তি-সহকারে শাখত ব্রহ্মপদ ইচ্ছা করত সদ্যোজাত মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। যে দ্বিজগণ প্রাণাধার্য পর ও ব্রহ্মতৎপর-মানস হইয়া দেবদেব বিবেচনায় শরণাপন্ন হয়, তাহারা সকলে নিম্নলিখিতঃ করণ, পাশ নিম্নুক্ত ব্রহ্মভেজঃ সম্পন্ন হইয়া বিশ্বলোক অতিম-পূর্বক রজলোক গমন করেন ॥ ১—১১ ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

১২ত কহিলেন, রক্তকর্ণ ত্রিংশত্তম জানিবে। যে কল্পে মহাতেজা ব্রহ্মা, পুত্রকামনা করিলে রক্তভূষণ নামে মহাতেজা কুমার প্রাহুত হইল। ষাঁহার কণ্ঠে রক্তমালা, উত্তরীখ রক্তবস্ত্র, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ। অতিশয় প্রতাপশালী ব্রহ্মা, রক্তবাসা মহাত্মা কুমারকে দর্শন করিয়া পরম ধ্যান অগ্রহ করত তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞান করিলেন। জগৎরথের পরম সারথি ভগবান ব্রহ্মা সেই বামদেব কুমারকে প্রণাম করিয়া, ইনিই ব্রহ্ম, এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং পরমেশ্বর-বোধে মহা-দেবকে স্তব করিলেন। সর্ষস্বরূপ ও লোকহৃদয়বিং সেই পুরুষ, পিতামহ ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন। হে পিতামহ! যেহেতুক তুমি পুত্রকামনায় আমার ধ্যান এবং ব্রহ্মপূর্বক অর্থাৎ বামদেবার এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্তব করিয়াছিলে; সেই জন্য আমাকে দেখিতে পাইলেন। প্রতিকল্পে অতি বহুসংখ্যক ধ্যানবল লক্ষ্য করিয়া ঐসংখ্যাত অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত লোকাধার-ভূত ও নিগ্রাহানুগ্রহ-সমর্থ আমাকে জানিতে পারিলে। অনন্তর তাঁহার চারিটা কুমার উৎপন্ন হইল। তাঁহারা অতি বিদ্বৎ, ব্রহ্মসদৃশ

ভেজঃসম্পন্ন ও মহাত্মা। তাহাদিগের নাম বিরজা, বিবাক বিশোক ও বিশ্বভাবন ইহারা বীর ও অধ্যব-দায়ী ইহাদিগের পরিধেয় রক্তবস্ত্র, ইহাদিগের গলে বক্তমালা, গাত্রে রক্তচন্দন রক্তকুণ্ডল অলঙ্কার এবং বক্ত ভস্মের অমূল্যপন সুশোভিত। অনন্তর সহস্র বৎসরান্তে এই মহাত্মা ব্রহ্মা, অধ্যবসায়ী এবং বামদৈবিক মন্ত্রচিন্তাপরাধণ লোকের অনুরোধার্থ শিষ্টগণেব হিতকামনার্থ অখিল ধর্মের উপদেশ করিয়া ব্রহ্মার প্রীতিকর হইয়াছিলেন। তৎপরে তাহারা পুনরায় অব্যয়রূপ মহাদেবে প্রবেশ হইলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অগ্নি ষাঁহারা সমাধি অবলম্বনে বাম (সুন্দর) ঈশ্বর ধ্যান করত মহাদেব সাক্ষাৎকাব কবিবেন। ইহারা শিবভক্ত ও তৎ-পরাধার্য। নিম্নলিখিত, ব্রহ্মচরী ইহারা সকলে পাপ-নির্মুক্ত হইয়া পুনরাবৃতি-চূর্ণত রজলোকে গমন কবিবেন ॥ ১—১২ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

১৩ত কহিলেন,—একত্রিংশৎকল্প পাতবাসা এই নামে ধাত্য; যে কল্পে মহাভাগ ব্রহ্মা পীতবাসা হইয়া ছিলেন। ধ্যানশীল, পুত্রকামী পবনমুখী ব্রহ্মার পীত বস্ত্রবস্ত্র মহাতেজা কুমার জন্মিল। তাহার পাতবাসা অলঙ্কার; পীতমালা ও পীত উত্তরীখ বস্ত্রসুশোভিত। তিনি যুবাযুগ, সুবর্ণময় যজ্ঞো-পবীতধারী, পীতবর্ণ উল্লীমশালী ও মহাভূজ। ধ্যান-সম্মুক্ত ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন করিয়া লোকাধার ভূতবিভূ মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। সেইকালে ধ্যানগত ব্রহ্মা মহেশ্বরমুখনির্গতা বিশ্বরূপা, শ্রেষ্ঠা মাহেশ্বরী গোপদর্শন করিলেন। চতুষ্পাদা, চতুর্ভুজা, চতুর্হস্তা, চতুর্নেত্রা চতুঃশৃঙ্গী চতুর্দংষ্ট্রা, চতুর্মুখী এবং ষাঁত্রিংশত্তমযুক্তা বিশ্ববদনা ও ঈশ্বরী মহাতেজা সর্ষদেবনমস্কৃত মহাদেবী গোদর্শন করিয়া সর্ষদেব-নমস্কৃত মহাদেবীকে পুনরায় কহিলেন; মতি, স্মৃতি ও বুদ্ধি এই নামে আমি পুনঃপুনঃ গীষ্মান হই, হে মহাদেবি! এইখানে আগমন কর, মহাদেব এইরূপ কহিলেন, সেই মহাদেবী মহেশ্বরী কৃতজ্ঞ হইয়া আগমন করত তাহাকে কহিলেন,—“হে জগৎসত্তা! যোগ দ্বারা বিশ্ব আবৃত করিয়া সকল জগৎ বশে আনয়ন করন। অনন্তর, দেবদায়ী মহাদেব তাহাকে কহিলেন,—“হে দেবি! তুমি স্নানার্থ হইবে, অধিক আর কি বলিব, ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে

তুমি তাহাদিগের মোকরুণা হইবে।” অগং-গুরু শিব, পুত্রকামী ধ্যানশীল পরমেষ্টীকে সেই চতুষ্পাদা দান করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যানযোগে তাহাকে পরমেশ্বরী জ্ঞান করিলেন এবং অগংস্বামী মহাদেব হইতে চতুষ্পাদা মুহুরীরূপে প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অদ্বৈতব্রহ্ম হইয়া রৌদ্রী গায়ত্রীধ্যান করত বেদমন্ত্রব্যা জ্ঞানলা রুদ্রদৈবত্যা সর্বদেবনমস্কৃত্য, ইনিই সেই গায়ত্রী, এইরূপ তাহাকে জপ করিয়া ধ্যানযুক্তহৃদয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অতন্তর মহাদেব তাঁহাকে বহুশ্রুতি-দ্রব্যযোগ, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, সম্পত্তি ও বৈরাগ্য দান করিলেন। অনন্তর উহার পার্শ্বে দিব্যকুমারগণ প্রাহুর্ভূত হইলেন, ‘মন্তকে পীতভ উকীষ’ পীতবদন, পীতকেশপুঞ্জ। অনন্তর সেই কুমারেয়া বিমলভেজবী, যোগাস্ত্রা। তপস্জা-বিষয়ে আচ্ছাদনাতা ও ব্রাহ্মণগণের হিতার্থী এবং ধর্মবল ও যোগবল উপেত হইয়া মুনিগণ ও ব্রাহ্মণগণ সমীকটে বাস করত দীর্ঘমত্রি মুনিদিগকে মহাযোগ উপদেশ দিয়া হুৎ বৎসরান্তে পুনরায় মহেশ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। অথ বাহারা এই উপায়ে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন, তাহারা সকলে সংযতাস্ত্রা জিতেশ্রিয় হইয়া পাপভাগ হত নির্মল ব্রহ্মভেজঃসম্পন্ন ও জন্মমরণাদি রহিত ইয়া রুদ্র মহাদেবে প্রবিষ্ট হইবেন। ১—২১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়।

হুত কহিলেন, পীতবর্ণ সেই কল্প গত হইলে সয়ত্ ব্রহ্মার পুনরায় অগ্রকল্প প্রবৃত্ত হইল; সেই কল্পের নাম অসিত কল্প। দিব্যসহস্রবৎসর একাধিব হইলে ব্রহ্মা প্রজা স্বজন ইচ্ছাকরত দুর্ধিতাত্তঃকরণে চিন্তা করিলেন চিন্তনশীল পুত্র কালীধ্যানপরায়ণ পরমেষ্টীর একটি কৃষ্ণবর্ণ পুত্র হইল। মহাভেজা ব্রহ্মা কুমার দর্শন করিলেন। সেই কুমার কৃষ্ণবর্ণ, অতিথয় বীর্ঘবান, ভেজঃ, দীপ্যমান; তাহার পরিধেয় কৃষ্ণবর্ণ বসন, মন্তকে উকীষ কৃষ্ণবর্ণ; তিনি কৃষ্ণ যন্ত্রোপবীতধারী কৃষ্ণ মৌলিযুক্ত কৃষ্ণমালা ও কৃষ্ণচন্দনে অমূলিপু ৬ ব্রহ্মা এতাদৃশ পুত্রকে দর্শন করিয়া আত্মত কৃষ্ণ ও পিদলবর্ণ দেহবস্ত্রবর্ণের যৌর বিক্রম মাহাস্ত্রা অশোরের বন্দনা করিলেন; এবং প্রাণারামণ হইয়া মহেশ্বরের হৃদয়ে করত ধ্যানযুক্তচিত্তে তাহার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অশোরকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিলেন।

শোরবিক্রম অশোর ধ্যানশীল পরমেষ্টীকে দর্শন দিলেন অনন্তর ইহার পার্শ্বে কৃষ্ণমালামূলিপু কৃষ্ণবর্ণ চারিটা মহাস্ত্রা উৎপন্ন হইলেন; কৃষ্ণাঙ্গ, কৃষ্ণবস্ত্রবৃক্, কৃষ্ণবর্ণ শিখায়ুক্ত সেই কুমারচতুষ্টয় সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যোগধারা মহেশ্বরের উপাসনা করিয়া শিখাদিকে মহাযোগ প্রদান করিলেন; এবং পুনরায় যোগসম্পন্ন হইয়া মনোযোগধারা শিবে প্রবেশপূর্বক অমল নির্ভণ জগময় ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। অথ বাহারা এই প্রকার যোগধারা মহাদেব চিন্তা করিবেন, তাহারাও অব্যয় রুদ্রে গমন করিবেন। ১—১০ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হুত কহিলেন,—কৃষ্ণবর্ণ ভয়ানক সেই কল্প গত হইলে ব্রহ্মা বৃক্ষরূপী সেই দেবদেবেশ্বরের স্তব করিলেন। অনন্তর হর অমৃগহীত ও তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন। হে পরমেশ্বিন! আমি এই রূপ ধারাই সকল সংহার করিব; ইহা স্থির জানিবে। মহাভাগ! ভয়ঙ্কর ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক ও অজ্ঞ বিবিধ মহাপাতকও সংহার করিব। হে সুভূত! উপপাতকও এই প্রকার মৎকর্তৃক সংলুত হইবে। পিতামহ! অধিক আর কি বলিব, অতি ভয়ঙ্কর মানস বাচিক কায়িক প্রানস্রিক, সাংসর্গিক, জ্ঞানকৃত, স্বাভাবিক, আগন্তক যে সকল পাপ আছে, তাহাও বিনষ্ট হইবে। এবং মাতৃদেহ সমুৎপন্ন পাতক, পিতৃদেহস্থিত পাতক আর যা কিছু পাতকরাশি আছে, তাহাও সংহার করিব, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। লক্ষ অশোর মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মা ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিবে। হে প্রভো! বাচনিক পাপে লক্ষাঙ্ক জপ, বৎস! মানস পাপে তদঙ্ক জপ, অজ্ঞানজ্ঞানকৃত পাপে ইহার চতুর্ভুজ জপ, ক্রোধজ পাপে অষ্টগুণ উক্ত মন্ত্র জপ করিয়া পাপমুক্ত হয়। বীরহস্তা লক্ষ জপে বিমুক্ত হয়। ব্রহ্মা, কোটি জপ অভ্যাস করিবে মাতৃহা, নিযুত জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে; এবিষয়ে সংশয় নাই। গোষাভী, কৃতঘ্ন, ব্রীহস্তা, আর অজ্ঞ মহাপাপযুক্ত নরও অযুত অশোরমন্ত্র জপ করিলে পাপমুক্ত হইবে; এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। জ্ঞানপূর্বক অজ্ঞানপূর্বক সুরাপারী লক্ষ অশোর মন্ত্র জপ করিলে পাপশূন্য হইবে, ইহা স্থির জানিবে। বাকশীপানকারী লক্ষাঙ্ক জপ, অন্নাত ভোজী সহস্র জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ ইষ্ট জপ না

করে, উক্ত মন্ত্র সহস্র বার জপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত । যে দ্বিজ অহুত্বে ভোজন করে; সহস্র বার সেই মন্ত্র জপ করিলে তাহার শুদ্ধি হইবে । যে ব্যক্তি, দেবতা অভিধি বিশ্র ইহাদিগকে অন্ন দাতা না করে, সহস্র অশ্বোর মন্ত্র জপে তাহার শুদ্ধি হইবে । যে ব্রহ্মস্বের অপহর্তা ও যে সুবর্ণচোর (অশৌভিস্তিকা পরিমিত সুবর্ণকে সুবর্ণ কহে) তাহার পক্ষে মনে মনে সেই মন্ত্রের নিযুত জপই শুদ্ধির কারণ জানিবে । গুরুভগ্নগামী, মাতৃহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ইহারাও সেই মন্ত্র নিযুত বার জপ করিবে তাহা হইলে তাহাদের শুদ্ধি হইবে । পিতামহ ! যদ্যপি পানীৰ সম্পর্কে যে পাপ জন্মে, তাহাও তৎতুল্য রূপে কথিত হইয়াছে ; তথাপি অমৃত জপ মাদেই সে পাপ ধ্বংস হইবে । কান-পূর্বক সংসর্গধীন পাতকী হইলে মানস লক্ষজপ করিবে । যে ব্যক্তি, মনে মনে জপ না করিতে পারে ; সেই ব্যক্তি মানস চতুর্গুণ উপাংশু জপ বা অষ্টগুণ বাচনিক জপ করিবে । উপপাতক-গণের মহাপাতকীর অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে । মহাপাতক উপপাতক ভিন্ন পানীর তর্দক প্রায়শ্চিত্ত । এ বিষয়ে ব্রহ্মহত্যা, হরণান, সুবর্ণ চুরি, গুরুভগ্নগমন, এই সকল পাপ যদি ব্রাহ্মণ করে, তাহা হইলে সেই পাপকৃত ব্রাহ্মণ, রুদ্রদৈবতা গায়ত্রী পাঠ করিয়া কপিল গোর গোমূত্র গ্রহণ করিবে । গন্ধ দ্বারা দূরার্থাৎ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অস্পৃষ্ট ভূমি গোময় আহরণ করিবে ; পণ্ডিত ব্যক্তি তেজোহসি গুহ্র ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত কাপিল ঘৃত পান করিবে । আপ্যায়ন ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্লীর, দধি, দ্রোণ-হর্বাৎ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অভিনব কপিলাদধি, দেবতা তা সবিভূঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কুশোধক পান করিবে । কিম্বা অশ্বোর মন্ত্রদ্বারা সুবর্ণ পাত্রে একস্থ করিয়া শোভিত করিবে । কিম্বা তাম্র বা পদ্মপাত্র বা শুভ পালাশকলে সর্কট অর্থাৎ পক্ষগব্য সমবেত সর্ক-রসযুক্ত কাকল ক্ষেপণ করিয়া রতাদি দ্বারা হোম পূর্বক আশ্বোরাম মন্ত্র লক্ষ করিবে । দ্রত, চক, সমিধ তিল, ঘব ও ত্রীহি এই সকল দ্বারা পৃথক পৃথক সাতবার করিয়া হোম করিবে । এই সকল দ্রব্যের অলাভে কেবল দ্রুতদ্বারা অশ্বোর মন্ত্র আত্র উচ্চারণ করত হোম করিয়া পুনরায় দ্বান করিবে । অষ্ট দ্রোণ পরিমিত দ্রুতদ্বারা শিবকে ন্যূন করা ইয়া পক্ষগব্যে বিশোধন করিবে । অনন্তর স্বয়ং অহোরাত্র উপবাস-পূর্বক স্নাত হইয়া শিবাগ্রে কুর্ট অর্থাৎ বিন্দি নিহিত পক্ষগব্য পান করিবে । এবং বথাবিধি আচমন

করিয়া ব্রাহ্ম গায়ত্রী জপ করিবে । এই প্রকার করিলে কৃতদ্র, ব্রহ্মহা ইহারাও পাপমুক্ত হইবে । বীরহত্যা, গুরুহত্যা, মিত্র-বিশ্বাস-হত্যক, স্ত্রী, সুবর্ণ-স্ত্রী, নিগন্তর, গুরুভগ্নরত, মদ্যপ, বুঘলী সন্ত, পরদার বিধ্বংস, ব্রহ্মহ অপহর্তা, গোহাতী, মাতৃহা, পিতৃহা, দেবনাশকারী, লিঙ্গপ্রধ্বংসক, মিথ্যা এই প্রকার হইলে পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বনপূর্বক শুদ্ধ হইবে । ১—২১ । আর দ্বিজ যদি মানস বাচনিক ও কায়িক পাপ সহস্র সহস্র বার করে, তাহা হইলে উক্ত উপায় দ্বারা সদ্যোমুক্ত হইবে । আর জন্মান্তরে শত পাপ হইতেও মুক্ত হইবে । হে দ্বিজগণ ! অশ্বোরেশ প্রসঙ্গাধীন এই গোপনীয় বিষয় তোমা-দিগের নিকট প্রকাশ করিলাম । সেই জন্ত দ্বিজগণ পাপ-শুদ্ধির নিমিত্ত নিত্য এই মন্ত্রজপ করিবে ॥ ১—৩২ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

শত কহিলেন, হে মনিপুত্রবর্গ ! অনন্তর, ব্রাহ্মা অত্র এক পবনাত্মক কল্প আছে ; সেই কল্প বিধরণ এই নামে খ্যাত । প্রলয়কাল গত ও চরাচর সৃষ্ট হইলে পুত্র কামী ধ্যানশীল পরমেশ্বর পুত্ররূপে মহানাদ বিধরণ সঙ্কসতী অবতীর্ণা হইলেন । তিনি বিধরণ মাল্য ও অঙ্গুর ধারণ করিতেছিলেন । তিনি বিধ যজ্ঞোপবী-তিনী কাহার মস্তকে বিধরণ উৎসর্গ, তিনি বিধরণা-বিধমাতা । ভগবান পিতামহ, শুদ্ধক্ষটিক সদৃশ সর্বা-ভঙ্গ-ভূষিত বিধরণ পরমেশ্বরকে মানসিক ধ্যান করত বৃত্তান্ত হইয়া সর্বব্যাপী হৈছে প্রভুকে বন্দনা করিলেন । হে ঈশান ! তুমিই ব্রহ্ম ; অতএব তোমাকে নমস্কার । হে মহাদেব ! তোমাকে নমস্কার । হে পরমেশ্বর ! তুমি সর্ববিদ্যার অধিপতি, অতএব তোমাকে নমস্কার । হে বৃষভবাহন ! তুমি সর্বভূত-নিয়ন্তা তোমাকে নমস্কার । তুমিই ব্রাহ্ম অধিপতি, তুমিই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মরূপী । হে ব্রহ্মধিপতি ! হে সর্বাধিব ! তোমাকে নমস্কার এবং আপনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন । হে ওঁকারমূর্ত্তে ! দ্বেষ ! হে সদ্যোজাত ! তোমাকে নমস্কার করি ; আমি তোমার শরণাগত হইলাম । তুমি মরণ ও উৎপত্তি-বর্জিত ; এবং অদৃষ্টাধীন জন্ম কোন কালেই তোমার সম্ভব নাই । এই জন্ত তোমাকে নমস্কার করি । হে ভবোত্তর ! হে ঈশান ! হে মহাত্ম্যে ! আমাকে ভজনা কর । হে বামদেব ! তোমাকে নমস্কার ; তুমি

জ্যোত ও বরদ অতএব তোমাকে নমস্কার; তুমি রুদ্র, কাল, ও রক্ষক তোমাকে শত শত নমস্কার করি। হে কালবর্ষ! হে বর্ষিণী! তোমাকে মনোরম নমস্কার; তুমি নিত্য বনাদিগের বল ও মনোবশরূপ। হে বল-প্রমথন। তুমিই বলী ও ব্রহ্মরূপী; হে সর্বভূতের ঈশ্বর! হে ভূতদমন! তোমাকে নমস্কার করি। হে বাম-দেব! হে রাম! হে মহাস্থান! তোমাকে নমস্কার! হে জ্যোত! হে বরদ! তুমিই কালহস্তা; হে মহাস্থান! তোমাকে নমস্কার; এই স্তবদ্বারা কৃষ্ণধ্বজকে প্রণাম করিলেন। যে ব্যক্তি এই মন্ত্রাভূমে একবারও এই স্তব পাঠ করিবেন; সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন। ১—১৬। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মকালে ব্রাহ্মণ-দিগকে এই স্তব শোনাইবে, সেই ব্যক্তি পরমা গতি লাভ করিবে। ভগবান্ ঈশ, ধানগত প্রণত পিতামহকে এই প্রকার বলিলেন। তোমার স্তবে আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি কি ইচ্ছা কর? অনন্তর তিনি প্রণত হইয়া প্রীতমানসে, বিশুদ্ধ, প্রীত মহেশ্বরকে কহিলেন, যে, তোমার এই বিধরূপ ও প্রেয়সী ঈশ্বরী বিশ্ব গো দর্শন করিতেছি ইনি কে? ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। হে পরমেশ্বর! চতুষ্পদ চতুর্ভূষী চতুঃশৰী, চতুর্ভক্তা, চতুর্দন্তা, চতুস্তনী, চতুহস্তা, চতুর্ভেদা, এই সাক্ষ্য ভগবতী কি প্রকারেই বা ইনি বিধরূপা হন, ইহার নাম কি? গোত্রই বা কি? ইনি কাহার কোন-কর্মাদীন এবং কিরূপ শক্তিসম্পন্ন? কৃষ্ণধ্বজ তাঁহার বাক্যশ্রবণে, দেবশ্রেষ্ঠ আত্মসন্তব ব্রহ্মকে কহিলেন, সকল মন্ত্রের মধ্যে গোপনীয়, পাবন, পুষ্টিবর্জন, আদি সৃষ্টি কালীন এই পরম গুহ্যবিষয় শ্রবণ কর। বর্তমান এই কল্প বিধরূপ নামে অভিহিত। হে প্রভো! যে কল্পে তুমি এই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে দেব! আমার বায়াক্ষজাত বিকৃষ্টায়জ বিষ্ণুও তোমা হইতে শ্রেষ্ঠতর পদ লাভ করিয়াছেন। তথা হইতে এই কল্প ত্রয়ত্রিংশতম আনিবে। তোমার পূর্বে শত লক্ষ ব্রহ্মা অতীত হইয়াছে। হে মহামতে! সে বিষয় শ্রবণ কর। যে মাণ্ড্য গোত্র গোপাবলে মদীয় পুত্রের লাভ করিয়াছে এবং যে আনন্দ সারূপে বিশেষ অবস্থিতি করিতেছে; সেই ব্রহ্মরূপ আমদ আনিতে যোগ্য হইবে। ১৭—২৮। যোগ্য, সাংখ্য, অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান, তপা, (কল্পাদি) বিদ্যা, বিধি, ক্রিয়া, স্তুত (প্রিয়ভাষা) সজ, দয়া, ব্রহ্ম (বেদনকল) অহিংসা, সত্যতা, ক্ষমা, ধ্যান, ধ্যেয়, (ঈশ্বর সম্বন্ধান) দম (ইন্দ্রিয়

নিগ্রহ) শান্তি, বিদ্যা (আত্মজ্ঞান) অবিদ্যা (মায়া), মতি (বুদ্ধি) হ্রতি (ধৈর্য) কান্তি; নীতি, পৃথা (খ্যাতি) মেধা, লজ্জা, দৃষ্টি (দৃষ্টিজ্ঞান) সরস্বতী (বাণী) ভূষ্টি (সন্তোষ) পুষ্টি (বেদবিহিত কর্ম) প্রদাদ এই উত্তম গুণসকল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। হে ব্রহ্মন! এই বিধরূপা তোমার প্রসূতি, ইনিই ত্র্যত্রিংশ অক্ষররূপা অকারাদি বর্ণরূপা। ত্র্যত্রিংশ গুণা প্রকৃতিই মৎকর্তৃক উৎপাদিতা হইয়াছেন। হে প্রভো! ইনি ভগবৎ বিষ্ণুরও প্রসূতি বলিয়া অস্ত্র দেবতাগণেরও প্রসূতি জানিবে। সেই এই ভগবতী মৎপ্রসূতি (মৎসম্বন্ধান হেতু যাহা হইতে প্রজার উৎপত্তি হয়) ইনিই জগৎযোনি চতুর্ভূষী প্রধান, ইনিই গো এই নামে প্রতিষ্ঠিত। ২৯—৩০। ইনিই গৌরী, মায়া, বিদ্যা, রূপ, হৈমবতী তত্ত্বান্তিকগণ ইহাকে প্রধান ও প্রকৃতি এইরূপে ২ বহর করেন, তাহাকে অজা (নিত্যা) একা লোহিতা (রজোগুণ স্বরূপা) শুক্ল কৃষ্ণ (সত্ত্ব তমোগুণ স্বরূপা) সমানরূপা বিশ্ব-প্রজাপ্রসবিনী জানিবে। আমিই অজ আমাকে বিশ্ব-রূপা আর ইহাকে বিধরূপা গো জানিবে; ইনিই সেই গায়ত্রী। মহাদেব এই প্রকার বলিয়া সৃজন করিলেন। অনন্তর, দেবীর পার্শ্বগামী স্বরূপক কুমারগণ উৎপন্ন হইল। তাহারা কেহ জটী, কেহ মুণ্ডী, কেহবা শিখণ্ডী, কেহবা অঙ্গমুণ্ডী। অনন্তর তাহারা যথোক্ত যোগদ্বারা অতি তেজস্বী হইয়া মহাদেবের উপাসন-পূর্বক অখিল ধর্মোপদেশ দিয়া শিশু ও নিয়তাত্মা হইয়া স্বর্গীয় সহস্র বৎসরান্তে জগদীশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৩১—৩৯।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

হৃত কহিলেন,—এই প্রকার সংক্ষেপে সদ্যাদি জন্ম কথিত হইল। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ ও শ্রবণ করে ও ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করায় সে ব্যক্তি পরমেষ্টীর প্রসাদে-ব্রহ্মসাদ্য্য প্রাপ্ত হয়। শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, কিরূপে লিঙ্গ উৎপন্ন হইল; কিরূপে লিঙ্গে শরীরকে পূজা করিয়া থাকে। লিঙ্গ বা কে? লিঙ্গী বা কে? হে স্তুত! তুমি বলিতে সমর্থ, ইহা আমাদিগকে বল। রোমহর্ষণ কহিলেন,—দেব ও ঋষিগণ পিতামহ ব্রহ্মকে প্রণতিপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবান্! লিঙ্গ কিরূপে স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং লিঙ্গে মহেশ্বর রূপ কি হেতু পূজা হন ॥ ১—৪। পিতামহ এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিলেন,

লিঙ্গপ্রধান, লিঙ্গী পরমেশ্বর শিব, হে-মুরোত্তমগণ! আমার ঐ বিশ্বের রক্ষার্থ সমুদ্রে ছিলেন, মহাবিশ্বগণের সহিত বৈমানিক সর্গ অর্থাৎ দেবগণ জনলোকে গমন করিলে জনলোকে স্থিতি-কাল পূর্ণ হইলে, সেই লোক হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া চতুর্ভুজ সহস্রের পর দেববিগণ সত্যলোক প্রাপ্ত হন; তৎকালে আমার আধিপত্য না থাকায় অন্তকালে সকলই সমতা লাভ করিল এবং অনাবৃষ্টিবশতঃ সকল স্থাবর পদার্থ শুষ্ক হইল। আর পশু, মানুষ, বৃক্ষ, পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্বাদি, ইহারা সকলে যথাক্রমে মর্য্যাকিরণ দ্বারা দগ্ধ হইল। তৎকালে চতুর্দিক্ মহাবোর অন্ধকারময় জগৎ একার্ণব অর্থাৎ জলময় হইল; তাহাতে যোগাজ্ঞা নির্মূল পরমেশ্বর, নিরুপদ্রব হইয়া নিদ্রিত ছিলেন। তিনিই সহস্রশীর্ষা, বিখাশ্চা, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সর্ষঙ্গ ও দেবগণের উৎপত্তিবীজস্বরূপ। তিনি রজোগুণাবলম্বনে ব্রহ্মা, তমোগুণযোগে শঙ্কর, সত্ত্বগুণযোগে সর্গক বিষ্ণু; আর নির্গুণ সর্ব্বাত্ম্যস্বরূপ তিনিই মহেশ্বর। তিনি কালস্বরূপ, তিনিই কালনাভ ও সত্ত্বগুণপ্রধান; তিনি তমঃস্বরূপ এবং নির্গুণ। সেই মহাবাহু নারায়ণ সর্ব্বাত্ম্য এবং নিত্য ও অনিত্য-স্বরূপ ॥ ৫—১৩ ॥ সমুদ্রজলশায়ী পঙ্কজলোচন নারায়ণকে তথ্যভূত দর্শন করিয়া আনি সেই সর্ব্বময় পুরুষের মায়ায় মুগ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলাম তুমি কে? আমাকে বল, তাহাকে এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া হস্তদ্বারা সেই সনাতন পরম পুরুষকে উত্থাপন করিলাম। সেই কালে স্রষ্টা ও তীব্রহস্ত প্রহার দ্বারা তিনি প্রগুদ্ধ হইলেন। কমলবৎ নির্মূললোচন ও জিতেন্দ্রিয় ভগবান্ হরি, অনন্তশয্যা হইতে ক্ষণকাল গাত্ৰোত্থান করিয়া নিদ্রায় ক্লেদযুক্ত শরীরে অগ্রেস্থিত আমাকে দেখিলেন এবং সেই ভগবান্ উত্থিত হইয়া একবার মধুর হাস্য করত আমাকে বলিলেন, বৎস! পিতামহ! মহাহ্যুতে! স্নুখে আগমন করিয়াছ ত? তাঁহারসেই ঈষৎ হাস্যপূর্ণ বাক্য শুনিয়া রজোগুণে আবিষ্টবৈর হইয়া জনার্দন হরিকে আমি বলিলাম—হে অনব! যেমন গুরু শিষ্যকে কহিয়া থাকে, সেই প্রকার অন্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া সৃষ্টি-সংহার-কারণ আমাকে মোহবশতঃ বৎস! বৎস! কি জন্ত প্রয়োগ করিলে? আমি জগতের কর্ত্তা সাক্য প্রকৃতির প্রবর্ত্তক। আমি সনাতন অজ; আমি বিষ্ণু ও বিদ্যিকি এবং বিশ্বের কারণ; আমিই বিশ্বময়, আমিই বিদ্যাতা, আমিই ধাতা, পঙ্কজেক্ষণ; অতএব আমাকে এই প্রকারে উত্তর দিতে সক্ষম যোগ্য

হও। তিনিও আমাকে বলিলেন, আমিই জগতের কর্ত্তা, এইটি জ্ঞান কর। আমার অব্যয় অংশ হইতে তুমি অবতীর্ণ হইয়া এই বিশ্ব ভরণ ও হরণ করিতেছ। জগতের সামী অনাময় নারায়ণকে তুমি নিম্নীত হইয়াছ ॥ ১৪—২৩ ॥ তিনি পরম পুরুষ পরমাত্মা, পুরুষত ও পুরুষীত; তিনি বিষ্ণু, অচ্যুত ঈশান এবং তিনি বিশ্বপ্রভু ও দেবগণেরও কারণ। এই বিশ্বের তোমার কোন অপরাধ নাই, আমার মায়াবশে তুমি সমস্তই ভুলিয়াছ। হে চতুর্ভুজ! তুমি শ্রবণ কর, আমি সত্যই সর্ব্বদেবের ঈশ্বর। আমি কন্তা, আমিই জগতের নায়ক হর্ত্তা; আমার তুল্য বিড় নাহি; হে পিতামহ! আমিই পরমত্রক ও পরমতত্ত্ব আমিই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ; আমিই পরমাত্মা ও পরম বিড়। এই জগতে সকল চরাচর যা কিছু দেখিতেছ ও শুনিতেছ, হে চতুর্ভুজ! সেই সমস্ত সংস্করণ, এইটা তুমি জ্ঞাত হও। পূর্ব্বকালে আমি স্বয়ং চতুর্বিংশতি বাক্ত পদার্থ স্বজন করিয়াছি। নিত্য ক্রোধোত্ত্বাদি পরমাণু, তুমি এবং নানা ব্রহ্মাণ্ড আম. কর্ত্তক অবলালাক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে। আমি বুদ্ধিকে স্বজন করিয়াছি, সেই বুদ্ধিতে অহঙ্কার, উৎপন্ন হইয়াছে; সেই অহঙ্কার তিন প্রকার; সেই অহঙ্কার হইতে তমাত্রপঙ্কক মন এবং উৎপন্ন; পঙ্কভ্রমাত্র হইতে আকাশাদি পঙ্কভূত হইয়াছে। তিনি এই প্রকার কহিলে, আমিও সেই প্রকার কহিলে পর, প্রলয়কালীন সমুদ্রমধ্যে রজোগুণে আরক্তবৈর আমাদের দুইজনের রোমহর্ষণ এবং অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৪—৩২ ॥ ইহার মধ্যে আমাদের অগ্রে বিবাদশমন ও প্রবোধের জন্ত ভাস্কর লিঙ্গ উৎপন্ন হইল। সেই লিঙ্গের আভা সহস্র শিখা সমুজ্জ্বল প্রলয়কালগত অনন্ততুল্যা। তাহা সাদৃশ্যহীন কমলরূদ্ধিশূন্য আদিমধ্যান্তবর্জিত, বিশ্ববীজ, অনির্দেশ্য অব্যক্ত। ভগবান্ হরি, তাঁহার শিখা-সহস্রে মোহিত হইয়া মোহিত আমাকে কহিলেন, এই অগ্নির উৎপত্তি-বিষয়ে আমাদের পরীক্ষা করা উচিত। অল্পময় অনল-স্তম্ভের অধোভাগে আমি গমন করিব। তুমি বহুসংস্কারে উৎক্লেশ গমন করিতে সক্ষম যত্ববান্ হও। সেইকালে বিশ্বময় হরি এই প্রকার করিয়া বারীহরুণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে দেবগণ! আমিও শীঘ্র হংসহ প্রাপ্ত হইলাম। তৎকাল প্রভৃতি সকলে আমাকে হংস হংস বিরাট বলিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আমাকে হংস হংস বলিলে, সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিবে। দেবগণ!

শেষতঃ, বহিরঃ শ্রায়ঃ রক্তবর্ণ চক্ষুঃশ্রয়, চতুর্দিকে উত্তম পদ্মবৃত্ত, মন এবং বায়ুর শ্রায়ঃ বর্ণশালী হইয়া আমি উর্দ্ধে আগমন করিলাম। বিশ্বময় নারায়ণ,—নীলাঞ্জন সদৃশ, দশ যোজন বিস্তৃত শত যোজন আয়ত, মেরু-পর্বতের শ্রায়ঃ শরীরধারী গৌর তীক্ষ্ণাগ্র-দণ্ডাবিশিষ্ট প্রলয়কাপীন আদিভাতুল্য কাণ্ডিধারী, দীর্ঘনাশিকা-বিশিষ্ট মহাশলকারী হৃদ্যপাদ বিচিত্রাঙ্গ জয়দীপ দৃঢ় অনুপম রক্তবর্ণ বারাহরূপ ধারণ করিয়া পাতাঙ্গে গমন করিলেন, এবং সহস্রবর্ণ ব্যাপিয়া ত্রায়ুক্ত হইয়া বিষ্ণুও অধোগমন করিলেন। ৩০—৪০। শুরুরূপী ভগবান এই লিঙ্গের মূল অঙ্গ পরিমাণেও দেখিতে পাইলেন না। আমিও তাবৎ উর্দ্ধে গমন করিলে পর সর্বপ্রথমে সত্ত্ব তাঁহার অন্ত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার অন্ত না দেখিতে পাইয়া প্রাপ্ত হইলাম; এবং অহঙ্কার-বশতঃ অধোগমন করিলাম। দেবগণের উৎপত্তি বীজস্বরূপ সেই মহাকায় ভগবান বিষ্ণু সেই প্রকার প্রাপ্ত ও ভয়কম্পিতলাচনে সত্ত্ব উৎখিত হইলেন। সেই মহামনা বিষ্ণু আমার সহিত মিলিত হইয়া প্রণিপাতপূর্বক মায়াকর্তৃক মুক্ত ও সংবিধ-মানসে শত্বর অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। পশ্চাতে, পার্শ্বদেশে ও অগ্রভাগে পরমেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া আমার সহিত ইহা কি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! সেইকালে সেই স্থানে ওঁ ওঁ এই শব্দ শ্রবণ, সুব্যক্ত প্লুত স্বর উৎপন্ন হইয়াছিল। কি মহৎ শব্দ উৎপন্ন হইল? এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহাপুরুষ, আমার সহিত লিঙ্গের দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যভাগে অকার উকার ও মকার দর্শন করিলেন; তাহার অন্তে নাদ। সেই বর্ণত্রয়েই ওঙ্কার। অকারের বর্ণ স্বর্ধ্যমণ্ডলের শ্রায়ঃ, উকার অনল তুল্য; আর মকার চন্দ্রলগ্ন সদৃশ। তাহার উপরিভাগে সেই সময়ে শুদ্ধকটিকবৎ প্রভুকে দর্শন করিলেন ৪৪—৫০। তিনি তুয়াভীত, অমৃত অর্থাৎ নাশশূন্য নিম্নল অর্থাৎ ভাগশূন্য, বাহ্য হইতে তরণোপায় নির্গত হইয়াছে; তাঁহার হৃৎতে হৃৎসুখাদিরূপ ভিন্ন পদার্থ নির্গত হইয়াছে; যিনি অদ্বিতীয়; যিনি ভেদশূন্য ও অপরিচ্ছিন্ন; যিনি বাহ ও অভ্যন্তর স্বরূপ; যিনি বাহুজগতে ও অভ্যন্তর জগতে বর্তমান; যিনি আদি, মধ্য ও অন্তরহীত, যিনি আশঙ্কেরও কারণ; অকার উকার মকাররূপে বাহার ভিন্নমাত্রা, বাহার অর্ধেক অর্ধেকমাত্রা অর্থাৎ প্রধ্বন্যস্বরূপ; যিনি শব্দব্রহ্ম। ঐহু যজুঃ সাম এই তিন বেদ তাহার মাত্রারূপে অবস্থিত। মাধব, এই

প্রকার ভ্রাত হইয়া এই বেদ শব্দ হইতে বিশ্বময় পরমেশ্বরকে চিন্তা করিলেন, সেই সময়ে বেদনামা ধ্বনি উৎপন্ন হইলেন। ভগবান বিষ্ণু, বেদনামা পরমেশ্বর শিবকে জ্ঞাত হইলেন। বেদ কহিলেন, মনের সহিত বাকাও ঘাঁহাকে লাভ না করিয়া নিবর্ত হই, সেই রুদ্র চিন্তানীত; কেবল তিনি একাক্ষর অর্থাৎ প্রণবদ্বারা বাচ্য হন। তিনি সত্য-স্বরূপ আনন্দময়, তিনি পরম সত্য পরাংপর পরম ব্রহ্মস্বরূপ। অকারাখ্য ভগবান ব্রহ্মা কেবল একাক্ষর অকার দ্বারা বাচ্য হন, আর উকারাখ্য পরম কারণ হরি তিনিও একাক্ষর দ্বারা বাচ্য; ভগবান নীল-লোহিত সেই একাক্ষর বাচ্য, মকার দ্বারা অকারাখ্য পুরুষ। সৃষ্টিকর্তা, উকারাখ্য পুরুষ জগতের মোহক; মকারাখ্য পুরুষ সেই পুরুষদ্বয়ের নিত্য অনুগ্রহকারী হইয়া থাকেন। ৫৪—৬২। মকারাখ্য বিভূ বীজী, লোকে অকারকে বীজ কহে, উকারাখ্য প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর হরি যোনিম্বরূপ। নার্যবাচ্য মহেশ্বর যোনিবীজী এবং বীজস্বরূপ সেই বীজ শ্রেষ্ঠা-ক্রমে নিজ আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া অবস্থিত আছেন জগৎপ্রভু রুদ্রের লিঙ্গ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ অকারাখ্য বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই বীজ চতুর্দিকে উকার যোনিতে নিকিপ্ত হইয়া বর্জিত হইয়াছিল, আদি ও অক্ষর অর্থাৎ নিত্য এই সুবর্ণময় অণুপ্রভব পদার্থ সকল চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইল এবং অনেক বৎসর ব্যাপিয়া সেই দ্বিধ অণু জলমধ্যে ব্যবস্থিত ছিল। তাহার পর সহস্র বৎসরান্তে জলময় আভ্যাহৃত সেই অণুকে সাক্ষাৎ আদ্যাখ্য ঈশ্বর দ্বিধা করিয়া-ছিলেন। সেই অণুর সুবর্ণময় মজ্জলজনক যে কপাল উর্দ্ধে সংস্থিত ছিল; সেই কপাল হইতে স্বর্গ এবং অপর কপাল হইতে পঞ্চলক্ষণা পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অণ্ডোত্তর অকারাখ্য চতুর্দিক উৎপন্ন হইলেন। তিনিই সর্বলোকের ঈশ্বর। সেই প্রভুই ত্রিবিধ। যজুর্বেদের উপনিষত্ত্বাৎ এইরূপ ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্দেশ করিয়া দিলে ঋগেদ এবং সামবেদ যজুর্বেদের কথা শ্রবণে সাদরে তাহার অনুমোদন করিয়া বলিলেন হে হরে! হে ব্রহ্মন! এই কথাই ষটে। বেদবাক্য হইতে দেবেশকে জানিতে পারিয়া বৈদিক মন্ত্র দ্বারা আমরা মহোদয় মহেশ্বরের স্তুত করিলাম। নিরঞ্জন সেই মহাপুরুষ, আমাদের উত্তরের স্তুতবে সন্তুষ্ট হইয়া দিব্যশব্দময় রূপ ধারণ করত হাস্য করিতে করিতে সেই গিঙ্গে অবস্থান করিলেন। সেই পুরুষের

মন্তক অকর, ললাট দীর্ঘ অর্থাৎ আকার, দক্ষিণ নেত্র ইকার, ঋমলোচন ঙ্কার, তাহার দক্ষিণ কর্ণ উকার, বামকর্ণ ঞ্কার; সেই পরমেষ্ঠীর দক্ষিণ কপোল ঞ্কার; বাম কপোল ঞ্কার; তাহার উভয় নাসাপুট ঞ্কার; সেই বিভূর অধর ও কার, দন্তপংক্তি ঞ্কার; তাহার আনুঘর অনুঘর ও বিসর্গ। তাহার দক্ষিণ দিকৃৎ পঞ্চ হস্ত কাহি পঞ্চ অক্ষর; এবং বামভাগস্থ পঞ্চহস্ত চাধি পাঁচটা অক্ষর জানিবে। তাহি পঞ্চাক্ষর তাহার দক্ষিণ পাদ; তাহি পঞ্চাক্ষর তাহার বাম পাদ ॥ ৬৩—৭৮ ॥ পঞ্চাং তাহার উন্নয়, ফকার তাহার পার্শ্ব; বকার বামপার্শ্ব; ভকার স্বর। মকার শব্দর ক্ষয়, বকার হইতে সকারান্ত বর্ণ পরম যোগী মহাদেবের সপ্তধাতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। হকার তাহার আশ্রয়; ক্ষকার ক্রোধ জানিবে। ভগবান্ বিষ্ণু উমার সহিত ভগবান্ মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় উজ্জ্বল দিকে ওঁকারপ্রভব কলাপঞ্চকসংযুক্ত মন্ত্রকেও দর্শন করিলেন। পুনরায় তিনি, শুদ্ধক্ষাটিকসংকাস, মেধাকর সকল ধর্ম ও অর্থসাধক শুভ অষ্টত্রিংশৎ বর্ণায়ক সর্গ বিদ্যামন্ত্র হইলেন। গায়ত্রীর মধ্যে প্রধান, চতুর্বিংশতি অক্ষরযুক্ত চতুঃশূল অনুত্তম বশ্চকারক হরিতবর্ণ রুদ্রগায়ত্রী মন্ত্র, অভিচার ক্রিয়ায় অতিশয় প্রয়োজনীয় অষ্টকলামুক্ত, ত্রয়ত্রিংশদ্বিংশত রূপবর্ণ অর্থক বেদোক্ত অধার মন্ত্র। যাহাতে পঞ্চ-ত্রিংশৎ শুভ অক্ষর বিদ্যমান; যেটা অষ্টকলামুক্ত শান্তিকর ও উত্তম ষেতবর্ণ, সেইটা যজুর্বেদোক্ত সন্দোজাত মন্ত্র ॥ ৭৯—৮৬ ॥ যাহার আদিতে জগতী-চ্ছন্দে সন্নিবেশিত, যেটা বুদ্ধি ও সংহারের কারণ ও রক্তবর্ণ যাহাতে ত্রয়োদশকলা বর্তমান; সেই মন্ত্রই সামবেদপ্রভব বামদেব মন্ত্র। এই মন্ত্রপ্রবরের বড়ধিক ষষ্টিবর্ণ। ভগবান্ বিষ্ণু এই পঞ্চমন্ত্র লাভ করিয়া জপ করিলেন। অনন্তর যিনি ঋক্, যজু ও সামবেদ স্বরূপ; যিনি ঈশান; যাহার মুকুট “ঈশান” এই মন্ত্র-স্বরূপ; যাহার আশ্রয় তৎপুরুষ মন্ত্র, চতুঃষষ্টিকলাই কান্তি; যিনি পুরাতন পুরুষ, করুণহৃদয় ও হৃদয় যাহার গুহ্যস্থান হৃদয়; যাহার চরণ “সন্দোজাত” এই মন্ত্র; যিনি সদাশিব, মহাদেব ও মহাতোীগীশ্র-ভূষণ; যাহার চরণ ও বদন বিশ্বময়; ভগবান্ হরি সেই ব্রহ্মার অধিপতি ও সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারের কারণ মহাদেব, শঙ্করকে দর্শন করিয়া পুনরায় ইষ্টবাক্য দ্বারা বরদ সেই ঈশ্বরকে স্তব করিলেন ॥ ৮৭—৯২ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বিষ্ণু কহিলেন, হে রুদ্র! একাক্ষররূপী তোমাকে নমস্কার; হে আশ্রয়রূপিন! আকাররূপী তোমাকে নমস্কার; হে আদিত্য! বিদ্যাদেহ! উকাররূপী তোমাকে নমস্কার। হে শিব! তুমি পরমাত্মা ও মকার; তুমি সূর্য্য অগ্নি সৌমবর্ণ; তুমি যজমান। হে রুদ্র! তুমি অগ্নি ও রুদ্রাধিপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি শিব, শিবমন্ত্র, তুমি সন্দোজাত ও বেধা। হে বামদেব! তুমি অমৃত, বরদ, তুমি বাম, তোমাকে নমস্কার। হে অতিবেদ! হে সন্দোজাত! হে অধার! বেগরূপী তোমাকে নমস্কার। হে ঈশান! তুমি শাশান অর্থাৎ কালীক্ষেত্র; হে অতি-বেগ! তুমি বেগবান্। হে উজ্জলিঙ্গ! তুমি লিঙ্গী (বিচিত্ররূপী), হে জেয়! দেব তোমাকে নমস্কার। হে হেমলিঙ্গ! তুমি হেম, তুমি জল, কারণ ও জল, তুমি মঙ্গলময়; হে শিবলিঙ্গ! তুমি স্যোমরূপী বা সর্গব্যাপী; তুমি বায়ু ও বায়ুবৎ বেগশালী বায়ব্যাপী, তোমাকে নমস্কার। হে তেজোব্যাপিন! তুমি তেজ ও তেজোভর্তা, তোমাকে নমস্কার। হে জলভূত! তুমি জল ও জলব্যাপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি অস্তরীক, পৃথিবী ও পৃথিবীব্যাপী, তোমাকে নমস্কার। হে গণাধিপতে! তুমি শক্তি, স্পর্শ, তুমি রস পঞ্চ, তুমি শুভ্র হইতে শুভ্রতম; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে অনন্তপদার্থের আশ্রয়! তুমি অনন্ত ও বিরূপ অর্থাৎ গুরু। হে বারিগর্ভ! হে যোগিন! তুমি শাস্ত ও বরিষ্ঠ। হে জলমূর্ত্তে! ব্রহ্মা ও আমি এই উভয়ের মধ্যে তোমাকে প্রকাশমান দেখিতেছি। হে সংহার-মূর্ত্তে! হে ঈশ্বর! তুমি কর্তা এবং নিবৃত্তর সাধুদিগকে রক্ষা করিতেছ ও বধাসময়ে আপনাতে তাঁহাদিগকে আবার জীবন করিতেছ। হে অচেতন! লোকে তোমাকেই চিন্তা করিয়া থাকে এবং তুমি জীবগণের জন্ম মরণ ক্লেশ হরণ করিয়া থাকে। তুমি নীরূপ এবং সাধকের জগৎ রূপবান্ হইয়াছ। হে অনন্ত। হে অনন্তহাসিন। তোমাকে নমস্কার। ভাস্কর, সৌম অগ্নি ইহারা তোমা হইতে উৎপন্ন ও তোমার শরীর ভয়লিঙ্গ। হে হিমালয়বাহিন। হে শেত! ষেতবর্ণ তোমাকে নমস্কার। হে ষেতগোহিত! তুমি সূ-ষেতবর্ণ, তোমার বদন অতি সুন্দর; হে ষেতবন্ধ! হে মহান্ত। হে ষেতশিখ! তোমাকে নমস্কার। হে হর! হে শঙ্কর! তুমি বিশিষ্ট, তুমি দ্রুতি, হে বিরূপ! হে

শতরূপ ভূমি নিরন্তর ক্ষেত্ৰমান হইয়া লোকের অদৃষ্ট-
রূপে পরিণত হও, হে কপাঙ্গিন্ ! হে শিলাঙ্গিন্ !
ভূমি কখন সম্পত্তিরূপ হইয়া লোকদিগকে সুখী কর
বা কষ্টের শোকরূপে পরিণত হও । কিন্তু তোমার
শোক নাই । হে পাপনাশিন ! তোমার কর্ণ-রজ্জ্ব
নাই ; কিন্তু লোকের শিক্ষা ও দুঃখদমন জগৎ কখন
উক্ত কর্ণরজ্জ্বতে আবদ্ধ হও ; অতএব তোমাকে
নমস্কার ॥ ১—১৫ ॥ হে সুবক্ত ! তোমার অগ্রভাগ
অতি সুন্দর ! ভূমি উত্তম হোত্র ও হবিষ্য হে
সুত্রঙ্গ্য ! ভূমিই বিধান অর্থাৎ বিদ্যা থাকে ত
তোমাতেই আছে । তোমাকে কেহই দমন করিতে
পারে না ; কিন্তু আপনা আপনি দমন হও । হে
কঙ্কণীকৃত-পন্নগ ! ভূমি কক্ক অর্থাৎ কপট বিজ্ঞ-স্বরূপ ও
যম-স্বরূপ । হে সনাতন ! হে সনন্দ । হে সনৎকুমার !
তোমাকে নমস্কার । হে সনৎকুমার ! হে মহাশ্বন ! কিরা-
তাদিরূপে পশুপক্ষিমারণ করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম
নারদমারণ হইয়াছে । হে লোকাক্ষি ! ভূমি ত্রিধায়া
ও বিরজা তোমাকে নমস্কার ॥ ১৬—১৯ ॥ হে মেঘ-
বাহন ! ভূমি সারথ্য ও মেঘ স্বরূপ, অতএব তোমাকে
নমস্কার । ভূমি শম্বপাল ও শম্ব, ভূমি রজঃ ও তমঃ ।
হে শিব ! হে রুদ্র ! ভূমিই প্রধান, ভূমি বিবাহশূ-
ভক্তির বরদাতা, ভূমি বিবাহ ও সুবাহ, তোমাকে পুনঃ-
পুনঃ প্রণাম করি । হে সংহার-কারণ । ভূমি জীনের
সংসার অর্থাৎ জনন মরণাধি স্বরূপ । ভূমি চতুর্দ্বা-
য়াক ও ত্রিগুণায়াক তোমাকে নমস্কার । হে স্বমিন !
হে জগৎব্যাপক ! ভূমি আত্মা ও ঋষি । ভূমি
মোক্ককর্তা ও মোক্ক-স্বরূপ কিংবা ভূমিই মোক্ক । ভূমি
নারায়ণ অর্থাৎ নরগণেব আশ্রয় ও সর্বময় ! হে
আদিদেব ! হে হিরণ্যগর্ভ ! তোমাকে নমস্কার । হে
মহাদেব ! হে দেবেশ্বর ! ভূমি প্রজাপতি ও তাহা-
দিগের সমষ্টিকারণ, ভূমি অজ ॥ ২০—২৬ ॥ হে
সর্বজ্ঞ ! ভূমি ব্রহ্মা, ভূমি শরীর, সত্য ও শমন তোমাকে
নমস্কার । হে মহাশ্বন ! ভূমি চিত্তিধরূপ কিংবা
মাক্ষাৎ চিত্তি । হে স্মৃতিরূপ ! তোমাকে নমস্কার ।
হে জ্ঞানগম্য ! ভূমি জ্ঞান ও সন্নিদ । হে নীলকণ্ঠ !
শিবরূপী তোমাকে নমস্কার । হে স্থানো ! হে
অব্যক্ত ! তোমার অর্ধরূপী স্বরূপ ; ভূমি একাদশ
ইন্দ্রিয়ার নিভেলক । হে ভব ! ভূমি সোম, ভূমি সূর্য্য,
ভবহারী তোমাকে নমস্কার । হে শকর ! হে ঈশ্বর !
ভূমি শোকের বশস্বর ও নিজের ইচ্ছায় ক্রৌড়া কর ;
হে অবিকাপতে ! হে উমাপতে ! ভূমি হিরণ্যবাহ ও
হিরণ্যরেতা তোমাকে নমস্কার ॥ ২৭—৩৩ ॥ শিতিকণ্ঠ !

হে নীলকেশ ! ভূমি বিশ্বস্বরূপ ; হে কপাঙ্গিন্ !
সর্পগণ তোমার অঙ্গের ভূষণ, তোমাকে নমস্কার । হে
বৃষারুঢ় ! ভূমি সর্বহর্তা ও কর্তা, তোমাকে শত শত
নমস্কার । হে বিতো ! হে বীররমণ ! ভূমি অতিরাম,
হে রমানাথ ! তোমাকে নমস্কার । হে রাজাধিরাজ !
হে রাজগতি ! হে পালাশাক্ত ! তোমাকে নমস্কার ।
হে রক্ষাধিপতে ! তোমাকে নমস্কার । হে গোপতে !
তোমার-ভূষণ কেয়ুর ; হে শ্রীকণ্ঠ ! হে নাথ !
লিখুচপাণি তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি । হে
ভুবনেশ ! হে বেদশাস্ত্র ! তোমাকে নমস্কার । হে
রাজহংস ! ভূমি সারঙ্গ, তোমাকে নমস্কার । তোমার
অঙ্গদ ও হার কনকময় ; ভূমি সর্পোপবীতধারী ;
সর্পগণ তোমার কুণ্ডলালাসদৃশ হইয়াছে ; এবং ভূমি
তাহাদিগকে কটীসজ্জবৎ করিয়াছ । হে শিব ! বেদই
তোমার বাসস্থান, ভূমি জীবের আধানস্বরূপ কিংবা
বিশ্বের আধান । ব্রহ্মা কহিলেন ন,—হরি, আমার
সহিত একত্রে স্তব করিয়া বিরত হইলেন, এই স্তব
সকলের প্রধান এবং সকল পাপ নাশ করিয়া দেয় ।
যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করিবে, বা বেদপরাগ ব্রাহ্মণ-
দিগকে শ্রবণ করাইবে ; সেই ব্যক্তি পাপকণ্ঠে রত
হইলেও বক্ষালোকে গমন করিবে, সেই হেতু এই স্তব
প্রতিদিন ছপ ও পাঠ করিবে এবং উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে
শোনাইবে । সকল পাপক্ষালনের জন্তই এই স্তব
বিমুক্তকৃত্য উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৩—৫২ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

শত কহিলেন, অনন্তর মহাদেব কহিলেন, হে
সুরসন্তময় ! আমি প্রীত হইয়াছি, আমাকে উভয়ে
দর্শন কর ও ভয় পরিত্যাগ কর । পূর্বকালে আমার
পাত্র হইতে অতি বলবান তোমরা উভয়ে প্রসূত
হইয়াছ । আমার দক্ষিণ পার্শ্বে আমার হৃদয়জাত
বিশ্বাত্মা বিষ্ণু অবস্থিত । তোমাদের দুইজনের স্তবে
সম্যক সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা যা অভিলাষ করিয়াছ,
সেই বর দান করিতেছি । পরমেশ্বর, বিষ্ণুকে এই
প্রকার কহিয়া রূপানিধি সেই রুদ্র সুন্দর হস্তদ্বারা
রূপাপ্রকাশ করত স্পর্শ করিলেন । অনন্তর নারায়ণ
প্রহুটিচিহ্নে মহেশ্বরকে পণিপাত করিয়া লিঙ্গদেহশূ-
ন্য লিঙ্গস্থিত জগদ্ধাতাকে কহিলেন, যদি প্রীত হইয়া থাক
ও যদি আমাদিগকে বর দেয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে
তোমাতে আমাদের অব্যতিচারিণী ভক্তি যেন প্রতিদিন

হয়। হে দেবগণ! চন্দ্রভূষণ বিশ্বেশ্বর নিজের আশ্রয় অব্যভিচারিণী ব্রহ্মা দান করিলেন। তিনি আবার ব্রহ্মাবিশ্বকেও অব্যভিচারিণী ব্রহ্মা দান করিলেন। নারায়ণ স্বয়ং পুনরায় ক্রিতি-নিহিত জাহ্নু হইয়া বিশ্বেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেবশ! আমরাদিগের অতি আশ্চর্য্য বিবাহ উপস্থিত হইয়াছে; আমরাদিগের বিবাহ-শমনের নিমিত্ত আপনি এইখানে উপস্থিত আছেন। হর, তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় প্রণিপাত করিয়া অবস্থিত মন্তকে কৃতজ্ঞালি হরিকে ঈষৎহাস্য করত কহিলেন। ১—১০। হে! ধরণীপতে! তুমি প্রলয় স্থিতি ও স্বজনের কর্তা। বৎস! হে হরে! এই চরাচর বিশ্বপালন কর। হে বিষ্ণু! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ভব এই নামে আমি তিন প্রকার এবং স্বজন, পালন ও লয় এই ত্রিতয়-গুণবিশিষ্ট নিরুল পরমেশ্বর জানিবে। হে বিষ্ণু! মোহ পরিত্যাগ কর, এই পিতামহকে পালন কর। পান্নকজে পিতামহ ব্রহ্মা তোমার পুত্র হইবেন। তৎকালে তুমি আমায় দেখিতে পাইবে এবং পদ্ম-যোনীও আমাকে দেখিতে পাইবেন। ভগবান্ এই কথা কহিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন হইতে লিঙ্গের অর্চনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লিঙ্গ বেদী মহাবেদী; লিঙ্গ সাক্ষ্যং মহেশ্বর। লয় করেন বলিয়া লিঙ্গ নাম হইয়াছে, হে হরগণ! যে ব্রাহ্মণ, লিঙ্গ-সমিকটে লিঙ্গের আখ্যান নিত্য পাঠ করে; সে বিপ্র শিবতা লাভ করিবে, এই বিষয়ে বিচার করিবে না। ১১—১৭।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বিংশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন;—পান্নকজে পুরাকালে ব্রহ্মা কেমন করিয়া পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন? কি প্রকারেই বা পুরুষোত্তম বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া ভবকে দর্শন করিয়াছেন। হে সূত! সম্প্রতি এই সকল বিষয় বলিতে বিশেষ যত্ববান্ হও। সূত কহিলেন,—এই জগৎ অতি ভয়ঙ্কর ও অন্ধকারময় বিভাগশূন্য একাধার ছিল। হিনি পুরুষসাধ্য শ্রেষ্ঠ; ঐহাকে লোকে ধোনি বলিয়া থাকে; যিনি অষ্ট-পদ্ম-বিশালাক্ষ, ঐহা হইতে সর্বাঙ্গাঙ্গণ উদ্গীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই শম্ভু-চন্দ্র-গদাধর, জলধরকৃষ্ণ, পদ্মলোচন, কীরীটী, ত্রীপতি, হরি, তিনিই নারায়ণ, যোগেশ্বর ও

যোগবিৎ; সেই পুরুষ অনির্কচনীয় যোগ আশ্রয় করিয়া অন্ধকার সদৃশ কান্ডিমৎ সহজবোধবিশিষ্ট উত্তম মহামূল্য আসনারূত অনন্তের দ্বৈত একাধার জগতে একমাত্র প্রভু হরি সেই মহৎ পর্য্যবেক্ষণ শয়ান রুহিরা-ছেন। ১—৬। অক্লিষ্টকর্মা, জগৎকারণ, সেই অনন্তশূন্যায় শয়ান বিষ্ণু অবলীলাক্রমে ক্রৌড়া করিবার জন্ত নাভিদেশস্থিত একটি পুঙ্কর স্বজন করিলেন। সেই পদ্ম শতযোজন বিস্তারিত, তরুণ আদিত্যসদৃশ ও হীরকমণ্ডাল। হিরণ্যগর্ভ, জিতেন্দ্রিয় বিশালাক্ষ চতুর্ভুজ ব্রহ্মা, ক্রৌড়মান সেই পুঙ্করের সমীপে যদুচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত সৃগন্ধি দিব্যপদ্ম দ্বারা ক্রৌড়াপরায়ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া উত্তম বাক্য-বিত্যাসপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন। হে সৌম্য! আপনি কে? জলমধ্য আশ্রয় করত শয়ন করিতেছেন। অনন্তর অচ্যুত ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ময়ে লোচনধর বিস্ফারিত করত তাদৃশ পর্য্যবেক্ষণ হইতে গাত্ৰোত্থান ও প্রত্যুত্তর করিলেন। আমি জগন্নিবাস অতএব প্রতিজ্ঞে আমার এই আশ্রয় জানিবে এবং যা কিছু কর্তব্য কার্য্য করিয়া থাক, সেইটী মন্তকত আমিই স্বর্গ ও পৃথিবী এবং আমিই পৃথিবীর পরম স্থান। ভগবান্ বিষ্ণু, তাঁহাকে এই প্রকার কহিয়া পুনরায় কহিলেন, তুমি, কে? কোথা হইতেই বা আমরা শনিকটে আগমন করিলে পুনরায় কোথায় বা যাইবো এবং তোমার আশ্রয় বা কোথায়? বিশ্বমূর্ত্তি তুমি কে? মন্তকর্তৃক তোমার কি কর্তব্য সাধন হইবে? ভগবান্ হরি এই প্রকার কহিলে, পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন, শতুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে আমি জানিতে পারি নাই; আপনিও তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমাকে জানিতে পারেন নাই; আপনি যাদৃশ সৃষ্টি-কর্তা ও প্রজাপতি আমিও তাদৃশ সৃষ্টিকর্তা ও প্রজাপতি। ব্রহ্মার সবিষয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হে নাথ! “আমিই বিশ্বকারণ ও বৈকুণ্ঠ” এই প্রকার জ্ঞান আজ আমার উপস্থিত হইল। বিষ্ণু মহাবোধ অবলম্বন করিয়া স্রবম কোতুহলে ব্রহ্মার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাতেজা নারায়ণ, উদরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সপ্তসমুদ্র ও অষ্টকুলাচলসমেত এই সেই অষ্টাদশ দ্বীপ। চাতুর্ভূজসমাকুল, ব্রহ্মা হইতে ত্রণ পর্য্যন্ত সনাতন সপ্তলোক বর্তমান; কি আশ্চর্য্য! তপতাপ্রভাব, এই কথা পুনঃপুনঃ কহিয়া বিবিধ-লোক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহস্রবৎসর ভ্রমণ করিয়াও যখন অন্ত দেখিতে পাইলেন না; তখন ব্রহ্মস্বয় হইতে নির্গত হইয়া পদ্মশ্রেণী দ্বীপী

জগৎবিধাতা নারায়ণ পিতামহকে কহিলেন। ৭—২৪।
 পিতামহ! আমি ভগবান্, আমি আদি অন্ত ও মধ্য;
 আমি কাল, দিক্ ও আকাশ। হে অনব! তোমার
 উদ্ভবের অন্ত দেখিতে পাইলাম না, এই কথা
 কহিলে হরি পুনরায় পিতামহকে কহিলেন, আমিই
 ভগবান্। আমার শাশ্বত উদরে প্রবেশ করিয়া, হে
 হুরোত্তম! অক্ষুণ্ণ এই সকল বীপাদি তুমি দর্শন
 কর। অনন্তর আক্লাদযুক্ত বাণী শুনিয়া তাঁহার
 বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা
 ত্রীপতির উদরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার
 গর্ভস্থ সেই সকল লোক দর্শন করিলেন হরি, উদরে
 পর্ঘটন করিয়াও বাহার অন্ত দেখিতে পাইলেন না।
 বিষ্ণু পিতামহের গতি জ্ঞাত হইয়া সকল দ্বার
 নিরোধপূর্বক আমি হুখে প্রস্থ হইব, এই চিন্তা
 করিয়া নীভ্রই এইরূপ করিতে মন করিলেন। ১৫—২১।
 অনন্তর দ্বার সকল আচ্ছাদিত দর্শন করিয়া আশ্রয়
 হস্ত করত নাভিদেশস্থিত দ্বার লাভ করিলেন।
 পশ্চাৎ চতুরানন পদ্মহস্তাহুসারে দেখিলেন ও পুস্তর
 হইতে আশ্রয় উদ্ধার করিলেন। পদ্ম-গর্ভের ভ্রায়
 কান্তিমান ব্রহ্মা অরবিন্দ হইয়া বিরাজ করিতে
 লাগিলেন। তিনিই স্বয়ম্ভু ও জগৎ-যোনি। ইতিমধ্যে
 জলমধ্যে উভয়ের দহিত একে একে সংস্বর্ণ উপস্থিত
 হইলে অপরিচ্ছিন্ন শরীর, জীব প্রভৃ উত্তম সুবর্ণময়
 অম্বরধারী শূলপাণি মহাদেব যেখানে নাগভোগপতি
 হরি বর্তমান, তথায় গমন করিলেন। বিক্রম্কারী
 সেই পুরুষের পদধরের আক্রমণে পৃথুল তোরবিন্দু-
 রাশি পীড়িত হইয়া সত্তর আকাশে উদ্ভূত হইল এবং
 সেই সময় অত্যাধিক নীত বায়ুও বহন করিতে
 লাগিল। সেই আচর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া ব্রহ্মা
 বিস্মকে কহিলেন। ঈষৎ নীত ও ঈষৎ উষ্ণ জলবিন্দু
 আজি পদকে কেন অভিষেক কল্পিত করিতেছে,
 আমার এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ বলিয়া
 তাহা দূর কর, অন্ত কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ?
 পিতামহ মুখনিগত এবংবিধ বাক্য শুনিয়া অহু-
 তকৃত্ব ভগবান্ বলিলেন, হে পিতামহ! তুমি
 আমার নাভিদেশে উৎপন্ন হইয়া কি জন্ত এই স্থানে
 বাস করিতেছ, এই স্থানে কে-ই রহিয়াছে? তুমি
 অভিষেক প্রীতিকর বাক্য কহিয়াছ। আমিই ইহার
 কোপের প্রতি কারণ, এই মানসমধ্যে ধ্যান করিয়া
 প্রভাস্তর করিবে। অথ্য কি জন্ত ভগবান্ এই পুঙ্কে
 সস্ত্রমযুক্ত হইতেছেন, আমি কি কহিয়াছি। হে দেব!
 তুমি কি জন্ত আমাকে অহুত্তম প্রিয়বাক্য বলিতেছ,

পুরুষপ্রোথ! তাহা সত্য করিয়া বল। বেদনিধি প্রভু
 ব্রহ্মা এই প্রকার প্রশংসারী ও লোকবাত্তাহুগামী দিব্যে
 অশ্রুজঙ্ঘকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ত্বীয় ইচ্ছাক্রমে
 পূর্ব্বে তোমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আমিই সেই।
 হে প্রোথ! আপনি যেমন আমার উদরে সকল লোক
 দর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমিও তোমার
 উদরে সমস্ত দর্শন করিয়াছি। অনন্তর মৎসরভাবে
 আমাকে আপনি বশ করিতে ইচ্ছা করিয়া, সহস্র
 বৎসরান্তে উৎপন্ন, আমার চতুর্দিকের দ্বার সকল
 আপনি রুদ্ধ করিলেন। তার পর হে মহাভাগ! চিন্তা
 করিয়া স্বকীয় ভেজে আমি আপনার নাভিপ্রদেশ দ্বারা
 পদ্মহস্ত হইতে বিনিগত হইলাম। কোন প্রকারে
 মনের ব্যাঘাত না হউক, তোমাকে লক্ষ্য করিয়া এই
 গমন কেবল বিষ্ণু-কার্যের অমূলক জানিবে। অনন্তর
 আমার কি কর্তব্য আছে; আমিই বা কি করিব, তাহা
 বল। তৎপরে হিরণ্যকশিপু-বাতন সর্বব্যাপক হরি,
 ব্রহ্মার এতাদৃশ প্রীতিকর ও মঙ্গলজনক বাক্য শুনিয়া
 মাৎসর্যশূন্য বাক্য তাঁহাকে বলিলেন; ঈদৃশ কার্য মৎ-
 সর্ভক অধ্যবসিত হয় নাই, কেবল তোমাকে জানাইবার
 জন্ত ইচ্ছাক্রমে ক্রোড়া করণার্থ আমি দ্বার সকল রোধ
 করিয়াছি, আপনি ইহা। অন্ত প্রকার জ্ঞান করিবেন
 না; আপনি আমার মাত্ত ও পূজ্য। হে কল্যাণময়!
 আমি যে অপকার করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন,
 আপনাকে আমি ত্যাগ করিলাম, হে প্রোথ! তুমি
 পদ্ম হইতে অবতরণ কর। আপনি তেজোময় ও
 গুরু, অতএব আমি আপনাকে বহন করিতে সমর্থ
 হইব না। অনন্তর, ব্রহ্মা “হে প্রোথ! আমাকে
 পদ্ম হইতে অধঃস্থাপন কর, যাহা অভিলাষ তাহা বল”
 তাহাকে এইপ্রকার কহিলেন। হে শত্রুঘ্ন! তুমি
 আমার পুত্র হও এবং পরম আনন্দলাভ করিবে॥
 ৩০—৪০॥ হে ব্রহ্মন! তুমি মহাযোগী, পূজনীয়;
 হে প্রশংসনীয় এই হেতুক পদ্ম হইতে অবতরণ কর
 এবং আমাদিগকে সন্তোষবাক্য প্রয়োগ কর, অন্য
 প্রভৃতি তুমি সকলের স্বামী ও পদ্মবোনি এই নামে
 খ্যাত হইবে। হে ব্রহ্মন! তুমি আমার পুত্র;
 অতএব তুমি সন্তানলোকের অধিপতি; এইপ্রকার বিষ্ণু
 প্রার্থনা করিলে পর ভগবান্ ব্রহ্মা ইহাই হউক,
 এইরূপ বরদান করিয়া প্রীতহৃদয়ে ও গতমৎসর
 হওত অতি সমীপবর্তী বালার্কসদৃশ-কান্তিমান, বিস্তৃত-
 বদন ভবকে সমাগত দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন,
 অপ্রমেয় মহাবলন, বৎসী, দশবাহু, সর্ববর্শী,
 লোকপ্রভু, অতি ভৈরব গর্জনকারী এই পুরুষ কে?

বোধ হইতেছে, যেন সাক্ষাৎ জ্যোতিরাশি সকল দিক্ ও স্বর্গ আসিয়া এই দিকেই আগমন করিতেছে। ভগবান্ বিষ্ণু তৎকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন। ৪১—৬২ যাক্ষর মহৎ বেগ সহকারে পদতল-নিপাতে আকাশমণ্ডলে জল-ভরাবনত জলধর সকল উণিত হইয়াছে। পদ্মসম্ভব! তুমি বিশ্বসাধ্য অত্যন্ত স্থূলজলে সিন্ত হইবে। ব্রাহ্মজ-বায়ু দ্বারা কম্পমান মদীয় নাভিজাত স্বচ্ছ এই পদ্ম তোমার সহিত কলিত ও উত্তপ্ত হইবে। আপনি জনাদি অন্তরুৎ ও প্রভু আপনি ঈশ্বর এইখানেই উপস্থিত আছেন। আপনি ও আমি স্তোত্রদ্বারা মহাদেবের উপাসনা করিব। অনন্তর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া পদলোচনকে কহিলেন “ত্রিলোকপ্রভু আত্মাকে জান না এবং আমি ব্রহ্মা তাহাও জান না? এই শঙ্কর কে? ইনি আমাদের উভয়ের অতিরিক্ত। তাহার ক্রোধজনিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কহিতে লাগিলেন হে কল্যাণময়! আমার নিকট মহাত্মা শিবের নিন্দা করিও না; তিনি মহাযোগেন্দ্র, সাক্ষাৎ ধর্ম ও বরদাতা এবং এই জগতের হেতু; তিনি পুরাণপুরুষ ও অব্যয় তিনি সাক্ষাৎ কারণ অত্র সকল বীজ স্বরূপ উহার সাধ্য তিনি একমাত্র জ্যোতীরূপ পরে সেই বিতু শঙ্কর বালকীড়নবৎ সৃষ্টিস্থিতি ও লয়াশ্রক ক্রৌড়া করিয়া থাকেন। তিনিই প্রধান ও প্রকৃতি। তিনিই অব্যক্ত ও তম। যদি পুনরায় বল ইনি কে? তাহা হইলে ঐহাকে তুমি দর্শন করিলে তিনিই সেই পুরুষ জন্ম-মরণাদি দুঃখদর্শনে বিরক্ত যতিগণ কেবল তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন। এই পুরুষই বীসবান্ আপনি বীজ আমি যোনি ও সনাতন। বিধাতা ব্রহ্মা বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনি যোনি আমি বীজ মহেশ্বর বীজবান্ এই বিষয়ে আমার বড়ই সংশয় বোধ হইতেছে, আমার সংশয়চ্ছেদ করিতে তুমিই যোগ্য। লোকবিধাতা ব্রহ্মার বিবিধ প্রাতীর্ভব জানিতে পারিয়া ভগবান্ হরি, অত্যন্ত অসদৃশ প্রশ্নের উত্তর করিলেন। ইহা হইতে মহন্তর অত্র আর গোপনীয় নাই। মহন্তরের পরম ধাম জ্ঞানিগণের গম্য জানিবে। আত্মা হুই প্রকার নির্গুণ ও সগুণ, ইহার মধ্যে নিকল অর্থাৎ নির্গুণ আত্মা অব্যক্ত; সগুণ আত্মা মহেশ্বর। ৬৩—৭৭। তুমি অগম্য গহন ও মায়াবিধিচ্ছ মহেশ্বরের লিঙ্গোপম প্রথম বীজ পূর্বকালে তৎস্বরূপ বীজ আমার যোনিতে যুক্ত করিয়া কালপর্য্যয়ে সেই বীজ আমার যোনিতে হিরণ্ময় অণুরূপে অঙ্গিদ্ধাছিল। সেই অণু সহস্র

বৎসর ব্যাপিয়া জলমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সহস্র বৎসরান্তে সেই অণু বিধারিত হইল। এক ঋণ্ড কপালে স্বর্ণরূপে পরিণত হইল, অপর ঋণ্ড পৃথিবী হইল; সেই অণুর উর (গর্ভের আবরণ) অত্যন্ত কনকপর্কিত; ইহাকে স্নেহের পর্কিত কহে। অনন্তর সেই অণু হইতে উৎপাদ্যমান শরীর দেবদেব বিশ্বপ্রভু ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ জগতে তারা, ইন্দু, নক্ষত্র পর্য্যন্ত না দেখিলে পাইয়া আমি কে? এইরূপ চিন্তা করিলে, সেইকালে প্রিয়দর্শন যত্নশীল ও যতিগণের পূর্বে সমুৎপন্ন তোমার কুমারগণ উৎপন্ন হইল। সহস্র বৎসরান্তে পুনরায় তোমার সেই সকল আশ্রয়গণ এক কালে উৎপন্ন হইবে; তাঁহারা ভুবনবহনসমর্থ অনলবৎ তেজস্বী, পদ্মপত্রের স্থায় আয়ত-লোচন, প্রীতিভা-শালী, পরমাণুবৎ অপ্রত্যক্ষদর্শন জগতের স্থিতি, কারণ। তাঁহাদিগের নাম ক্রীমৎ সনৎকুমার ও ঋতু; ইহারা হুই জনে উজ্জ্বলতা। সনক, সনাতন, সনন্দন ইহারা তাপত্রয়বর্জিত বলিয়া কণ্ঠাদি করিলেন না। বাহ্যতে বহু ক্রেশ ও অঙ্গ সুখ আছে; সেই জরাসৌক-সমর্ষিত জীবন মরণ ও পুনঃপুনঃ উৎপত্তি আর স্বর্গে অন্নই সুখ নরকে বহুতর দুঃখ এবং সকল আগম ও অবশ্য ভবিষ্যতা এই সমস্ত জ্ঞাত হইয়া তোমার বাসস্থিত ঋতু ও সনৎকুমারকে দর্শনপূর্বক অতি হৃতজয়ী তোমার আশ্রয় সনকাদিত্রয় গুণত্রয় পরিহার পূর্বক আধ্যাত্মিক জ্ঞানে মতি প্রদানে উদ্যোগী, হইলেন। অনন্তর, সনকাদিত্রয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলে শঙ্করের মায়ায় তুমি বিমুঢ় হইবে। হে অনব! এইরূপ কল্পে প্রবৃত্ত হইলেই, তোমার সংজ্ঞা নষ্ট হইবে। প্রবৃত্তকল্পে অবশিষ্ট সূক্ষ্ম ও পার্থিব প্রাণিসকলের ত্রৈধরী মারা “জাগৃতি” এই নামে ধ্যাতা হইবে। যেমন এই স্নেহেরপর্কিত দেবগণের আশ্রয় বলিয়া, উল্লসিত হয়; তদ্রূপ দেবদেব মহেশ্বরের মাহাত্ম্যও জানিবে। ঈশ্বর সম্ভাব ও আমাকে অন্বিজেক্ষণ এইরূপে জ্ঞাত হইয়া জীবগণের বরদাতা ও প্রভু মহাত্ম জগদগুরু মহাদেবকে প্রণবযুক্ত বেগেচ্ছ মন্ত্রধারা নমস্কার করিয়া উঠিবে; নচেৎ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে ও আমাকে নিধাস দ্বারা দণ্ড করিবে। তাঁহার এই প্রকার মহাযোগ ও মহাবল জানিতে পারিয়া আমি উত্থান করত তোমাকে অগ্রে করিয়া অমরপ্রভু দেবকে স্তব করিব ॥ ৭৮—৯৭ ॥

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন, গরুড়ধ্বজ সেই মহাপুরুষ বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ডে অগ্রে করিয়া অতীত, ভবিষ্য ও বর্তমান চ্ছান্দস নাম্নারা এই স্তোত্র উদীরণ করিলেন । বিষ্ণু কহিলেন, হে ভগবন ! তোমাকে নমস্কার ; হে সুব্রত ! তোমার তেজ অনন্ত, হে ক্ষেত্রাধিপতে ! তুমি বীজী ও শূলধারী, অতএব তোমাকে নমস্কার ; হে স্কন্দরেভঃ ! তুমি হুরেন্দ্র, অর্চিনন্দ্র ও দণ্ডী অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, তুমি পূর্ক ও প্রথম, তোমাকে নমস্কার । হে সদ্যো-জাত ! তুমি মাগ্ন ও পূজ্য ; তোমাকে নমস্কার । তুমি গম্ভীর ও চেষ্টমান জীবের ঈশ্বর, গগন তোমার চারাপর, তুমি অগ্ন্যাদি জীবের প্রভু ; তোমাকে নমস্কার । তোমা হইতে বেদ ও স্মৃতি সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি কৰ্ম ও জ্ঞানের উৎপত্তিস্থান ; তুমি জীবের জনক ; অতএব তোমাকে নমস্কার । হে যোগপ্রভো ! তোমাকে নমস্কার, হে সাংখ্যপ্রভো ! তোমাকে নমস্কার । তুমি ক্রী নিবন্ধক্মিগণের অর্থাৎ সপ্তবিগণের প্রভু ; তুমি নক্ষত্র ও স্বর্ঘ্যাদি গ্রহেরও স্বামী ; অতএব তোমাকে নমস্কার । তোমা হইতে বৈদ্যুত, অশনি ও মেঘগণের গর্জন হইয়াছে । তুমি মহোদধি ও সপ্তদ্বীপের প্রভু, তুমি অগ্নি ও বর্ষারক প্রভু ; তোমাকে নমস্কার । তুমি নদী ও নদেরও প্রভু । তুমি মহৌষধি ও বৃক্ষগণেরও প্রভু তুমীকে নমস্কার, তুমি ধর্ম-রক্ষ ও ধর্ম । তুমি পরাক্র ও পরপ্রভু ; তুমি রস ও রত্নের আকর, তুমি ক্ষণ ও লবের জনক ; অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস ও ইন্দ্রদিগেরও প্রভু ; তোমা হইতে ঋতুগণ ও সংখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে ; তুমি পরাক্র ও অপরাধেরও প্রভু ; অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি পুরাণ প্রভু ও স্বজনের প্রভু । তুমি চতুর্দশ মনস্তর ও যোগের প্রভু । তোমা হইতে চতুর্বিধ অর্থাৎ জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ জীবের স্বজনেরও প্রভু । অনন্ত চক্ষুপী জ্যেষ্ঠকে নমস্কার ; তুমি কল্প, ধর্মশাস্ত্র ও বার্তা এই সকলেরও প্রভু ; অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি বিশ্বপ্রভু ও ব্রহ্মাধিপতি ; তোমাকে নমস্কার । তুমি বিশ্ব-প্রভু ও বিশ্বাধিপতি ; তুমি ব্রত-প্রভু ও ব্রতাধি-পতি ; তোমাকে নমস্কার । তুমি মন্ত্রাধিপতি ও মন্ত্র-প্রভু ; তুমি পিতৃগণের প্রভু ও পণ্ডিত ; অতএব তোমাকে নমস্কার । হে বাহুবল ! (যাহার বাক্যই বুল

অর্থাৎ ধর্ম তাঁহাকে বাহুবল কহে) তুমি পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; অতএব তোমাকে নমস্কার, হে পণ্ডিত ! তুমি গোপীধ, ইন্দ্রধ্বজ, তোমাকে নমস্কার, তুমি দৈত্যদানব ও রক্ষসগণের পতি ; তুমি গন্ধর্ব যক্ষগণের পতি অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি গরুড়, উগ্রগ, সর্পগণ ও পক্ষিগণের পতি ; অতএব তোমাকে নমস্কার ; হে গুহ্যধিপতে ! তোমাকে নমস্কার ; তুমি গোবর্ক, গোপ্তা অর্থাৎ রক্ষক ও শঙ্কুর্ক তোমাকে নমস্কার । হে অশ্রমেয় ! তুমি বরাহ ঋক্ষ ও বিরাজ, তোমাকে নমস্কার । হে গণপতে ! হে হুরপতে ! তোমাকে নমস্কার ; তুমি জলপতি ও ওজঃপতি, তুমি লক্ষ্মী-পতি, ত্রীপতি ও ভূপতি ; তোমাকে নমস্কার ; তুমি বলাবলসমূহ ও অকোভা কোভব ; তোমাকে নমস্কার ; যতগুলি দাঁতশৃঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে তুমি প্রধান শৃঙ্গ । তুমি বুধ ও কক্করী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি অতীত ভবিষ্য ও বর্তমান ; তুমি উত্তম তেজঃ ও বীর্ঘ, তুমি শুর অজিত, তুমি বরদ বরণ্য ও মহাস্বা পুরুষ তোমাকে নমস্কার । তুমি ভূত, ভব্য, মহৎ ও প্রভু ! তোমাকে নমস্কার । তুমি জন, তপঃ ও বরদ । তুমি মহৎ অণু ও সর্বব্যাপী । তুমি বন্ধ, মোক্ষ ; তুমি সর্গ, ও নরক ; তুমি ভব, দেব, ইচ্ছা ও যাজক ; অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি প্রত্নাদীর্ণ, দাঁপ্ত তত্ত্ব ও অতিগুণ, তুমি পাশ ও অন্ত্র ; তোমাকে নমস্কার । তুমি আভরণ, হৃত দেবোদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত দ্রব্য বিশেষ) তুমি উপহৃত (যজ্ঞের আদিতে যাহা হবনের বিষয় হয়, তাহাকে উপহৃত কহে) প্রহৃত (অতিশয় ভক্তিসংকারে যাহা দেবোদ্দেশ্যে দান করা হয় তাহাকে প্রহৃত কহে) ও প্রাণিত অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি ইষ্ট, পূর্ত (কূপ তড়াগাদি) ও অগ্নিষ্টোমযাগক্লং দ্বিজ স্বরূপ । তুমি সদস্ত্র, (বিধিদর্শক) দক্ষিণাবত্থ ; অতএব তোমাকে নমস্কার । তোমার হিংসা নাই, অতিশয় লোভ নাই ; তোমাতে পশুমজ্জোবধ বিদ্যা-মান । তুমি স্থলীল সংস্কার-সম্পন্ন । ১—৩০ । তুমি অতীত, ভবিষ্য ও বর্তমান ; তুমি সুবর্চা ও বীর্ঘ, তুমি শুর ও অজিত তুমি বরদ, বরণ্য ও মহাস্বা অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি ভূত, ভব্য, ভবৎ ; অতএব তোমাকে নমস্কার ! হে অতি তরুণ ! হে সুবর্ণরূপ ! হে বরদ ! তোমাকে নমস্কার । তুমি মহৎ ও নিদ্রিত ব্যক্তির পতি অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি জীবরূপে ইন্দ্রিয়রূপ বাহনের আখ্যান করিয়া থাক । তুমি বিবরূপ ও বিব । তুমি বিবসীর্ঘ (বিষ্মটক যা কিছু পদার্থ দৃশ্যমান হয়, তাহার

তোমার অগ্রভাগ) সকলই তোমার পানি (হস্ত) ও পাদ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্ধ ও অপ্রতিম (সাদৃশ্যশূন্য অর্থাৎ তোমার সাদৃশ্য কোন স্থানে নাই) তুমি হব্য, কব্য ও হব্যবাহ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি সিদ্ধ, সেব্য, ইষ্ট ও ইজ্যাপর অর্থাৎ যাগভেদ; তুমি স্থবীর, স্থবোর, অক্ষোভা-ক্ষোভক, তুমি উত্তম প্রজাসম্পন্ন উত্তম মেধাশালী ও দীপ্ত ভাস্কর স্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি শুদ্ধরুদ্ধ অর্থাৎ কেবল জ্ঞানময়, বিস্তৃত ও লোকের অভিমত; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম ও সর্করাকার লোকের দৃশ্য; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি বর্ধনকর্তা, জলনকর্তা; তুমি বায়ু ও শিশির তুমি বক্রকেশ ও প্রাণস্থলকস্থল; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি স্তব্ধ সদৃশ, তোমাকে পুনঃ-পুনঃ প্রণাম করি। হে বিরূপাক্ষ! তোমাকে নমস্কার! তুমি লিঙ্গ, পিঙ্গল ও মহোজা। হে সৌম্য-দর্শন! তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। তুমি পুষ্প, য়েত, রক্ত ও লোহিত বর্ণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি পিণ্ডিত, পিঙ্গল ও নিধকী; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি সবিশেষ ও নিবিশেষ; তুমি ইজ্য অর্থাৎ সর্করাদান-যোগ্য পূজ্য; হে উপজীত! তোমাকে নমস্কার ৩৪—৪৫। তুমি ক্ষেত্র, বৃদ্ধ ও বৎসল; তুমি সত্য ভূত ও সত্যাসত্য, অতএব তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। হে পদ্মবর্ণ! তোমাকে নমস্কার। তুমি সত্যস্ব মুক্তা; তুমি গৌর, শ্যাম, কক্ক ও লোহিত বর্ণ; তুমি মহানন্দাকালীন মেঘ সাদৃশ চারুদীপ্ত ও দীক্ষাবিশিষ্ট; হে কপদিন! তোমার হস্তদ্বয়ে কমল বিরাজমান, তুমি দ্বিগাঙ্গা; তোমাকে নমস্কার। তুমি সফল অপ্রমাণ অন্য় ও অমর; তুমি শাখত রূপ ও গন্ধ, তুমি অন্ধত, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি নিভ্রান্ত ও রক্ত, তুমি দুর্গম, তুমি মনোহর, তুমি ক্রোধ ও কপিল। ৪৬—৫০। হে বৎসপাণিন! তুমি রংহঃ অর্থাৎ বেগ তোমার শরীর তর্কহীন এবং অতর্কীয়। তুমি বালুকাপ্রচারবৎ, হৃদ্ব বা তাহা হইতে হৃদ্ব পদার্থ; এই জন্য তোমাকে সিকতা ও প্রবাহ কহে; তুমি প্রস্তরবৎ স্থিরতর বা তেজা হইতেও বিস্তৃত পদার্থ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি উত্তম মেধাবী কুলাল পৃথিবীপালক ও শশিধরধারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিচিত্ররঙ্গী বিচিত্র-বেশমান বিচিত্র-বর্ণ ও মেধা। তুমি সর্করা সম্ভট ও চৈকিভান; যোগিগণ তোমাতে কণ্ঠ সঙ্কল অর্পণ করেন;—এই জন্য তোমার নাম সিহিত হইয়াছে। তোমাতে

কমাপ্ত আছে বলিয়া তোমার নাম কম্পত, তুমি দান্ত বজ্রসংহনন; তুমি রাক্ষসকুলান্ধতা ও বিবহতা; তুমি শিতিকণ্ঠ ও উদ্ধমন্ত অর্থাৎ অভ্যন্তর কোপশূন্য তুমি সর্প স্বরূপ, তুমি রক্তাত, তুমি আয়ুধধারী, তুমি পরম-হর্বম, তোমাকে নমস্কার। তুমি অনাসয় সর্ববিন্যাস ও মহাকাল তুমি প্রণবস্বামী ও ভগনেত্রে অস্তক। তুমি স্তম্ভরূপীদিগকে বধ করিয়াছিলে বলিয়া তোমার নাম মগব্যাহ হইয়াছে। তুমি লক্ষ অর্থাৎ সকল কাণ্ডে তোমার নৈপুণ্য আছে ও লক্ষ যজ্ঞাস্তক; তুমি সকল ভূতের আশ্রয়-স্বরূপ ও দেবগণ হইতে তোমাতে আতিশয় আছে; তুমি ত্রিপুরহন্তা ও উত্তম শস্ত্রসম্পন্ন; তুমি উত্তম ধনুধান ও পরাভধারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি কোন কাণ্ডে অধ্যমার দ্বন্দ্ব ভঙ্গ করিয়াছিলে বলিয়া তোমার নাম পূবদন্ত-বিনাশন হইয়াছে; তুমি কান্দাতা, বরিষ্ঠ ও কামান্দনাশক। ৫১—৫৮। যুদ্ধকালে তোমার বদন অতি ভয়ঙ্কর, তুমি গজানন ধারণ; তুমি দৈত্য-হন্তাদিগেরও প্রভু; তুমি দৈত্যদিগের আক্রমণকর, তুমি হিময়, তীক্ষ্ণ ও আর্দ্রচর্যধারী এবং স্থাপানে নিত্য তোমার অনুরাগ আছে; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে প্রাণরক্ষক! তুমি মুণ্ডমালাধারী এবং শোকশূন্য বিবিধ প্রাণিবর্গ কর্তৃক পরিবৃত; হে নারীশরীর, তুমি দেবীর অভিযাত্রি প্রাভাজন; তোমাকে নমস্কার। তুমি ক্রুটি, মুণ্ডী, ও নাগযজ্ঞোপবীতধারী; তুমি নৃত্যশীল নৃত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণেরও প্রীতিকর তুমি যজ্ঞ, গীতাসক্ত ও মনোরমকর্তৃক গীয়মান; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিঘটকটক অর্থাৎ ভয়ঙ্কর সিংহরূপী, তুমি অগ্নিয়, ও প্রিয়; তুমি বিভীষণ, ভীষণ ও ভগ-প্রমথন, অতএব তোমাকে নমস্কার। ৫৯—৬৪। হে সিদ্ধগণপতে! হে মহাভাগ! তোমাকে নমস্কার। হে মৃত্যুটোবাস! তুমি ক্ষেপিত ও অক্ষোভিত। হে মুদিতাশ্বন! তোমাতে নর্দনকর্তৃক ও কুর্দনকর্তৃক আছে; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে বৃদ্ধ! তোমাতে নিধাসক্রিয়া ও গমনক্রিয়া বিদ্যমান। তুমি জগতের অধিষ্ঠাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধাতা; তুমি জুস্তন কর বলিয়া সকলে জুস্তন করে। তুমি কখন কোন জন্মে শিক্ষার্ত বা অধুষ্টের বলবতা স্থাপন জন্য রোদন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম একটা রুদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার নাম ঋবৎ, তোমাকে নমস্কার। হে বাহোদরধারীন্! তুমি কখন তাবুদ ভক্তজনের অভিলাষ পূরণার্থ ক্রৌড়া করিয়া থাক। কখন বা তুমি গতিবিশেষযুক্ত, এই জন্য তোমার ক্রৌড় ও বলগৎ এই দুই নাম হইয়াছে। অতএব তোমাকে

নমস্কার। হে উমাতদেহ! হে কিঙ্করীকায়! তুমি বিকটমুণ্ড এবং কৃত্য অতএব তোমাকে নমস্কার। হে বিকটবধ! তুমি ক্রুর অমৰ্ষণ, অপ্রমেয়, গোপ্তা, কীপ্ত ও নির্ভণ অতএব তোমাকে নমস্কার। হে চূড়া-মণিধর! তুমি হৃদয় ও হৃদয়প্রিয়, তুমি স্তোক ও তমু (হৃদয়) এবং হে গণাপ্রমিত! তোমাকে নমস্কার ৬৫—৭০। হে অগম্যগহন! তুমি শুভ ও শুভবোণা তোমাকে নমস্কার। এই লোকাধারভূতা পৃথিবী তোমার চরণধর, সজ্জনগণ ইহা সেবা করিয়া থাকেন। তোমার বক্ষঃস্থল তারাগণ-বিভূষিত আকাশ স্বরূপ। তাহাতে স্বাতি পথের জ্বাল হার বিরাজমান রহিয়াছে। হে বিভো তোমার উদয় যাবতীয় সিদ্ধিবোণের অধিষ্ঠানভূত; দশ দিক্ কেশুরাস্ত্রভূষিত ত্বনীয় হস্ত, নীলাঞ্জনচয়সদৃশ তোমার বিভূত দেহের বিশালতা, ক্রীমস্পন্দ হেমসূত্র-বিভূষিত ত্বনীয় কণ্ঠ ইহা শোভিত হয়। ৭১—৭৪। সূর্য্যো দীপ্তি, চন্দ্রে বপু, শৈলে স্বেদ্য, অনিলে বল, অগ্নিতে উষ্ণতা, জলে শৈত্য আকাশে শব্দ, এই সৰ্ব্বল গুণ, নাশশূন্য সেই পুরুষের আভ্যন্তরীণ কিঙ্কলংগ বলিয়া পণ্ডিতগণ জানিয়া থাকেন। হে মহাদেব! তুমি সাক্ষাৎ মহা-যোগী, জপ ও জপ্য তুমি পুরেশ্বর (জীব) শুহাবাসী খেচর, রজনার তপোনিধি, শুভগুরু, সাক্ষাৎ আনন্দ ও আনন্দবর্ধন হে ভূতভাবন! তুমি বিধাতা এ ধাতা, তুমি বোদ্ধাব ও বোধিত, তুমি নেতা, দুর্দ্ধব ও দুঃপ্ৰ-কম্পন তুমি বৃহদ্রথ, ভীমকর্মা ও বৃহৎকীর্তি; তুমি ধনজয় ষট্‌প্রিয় ও ধ্বজী। তুমি ছত্রী, পিনাকী ও ধ্বজিনীপতি; তুমি কবচী, পট্টিনী, খড়্গী, ধনুর্ধর ও পরশধারী তুমি অশ্বশর, অনব, শূর, দেবরাজ ও অরিমর্দন। ৭৫—৮১। হে ঈশ্বর! পূর্বকালে তোমার সাহায্য লাভ করিলে আমরা যুদ্ধস্থলে শত্রু-লিগকে নিহত করিয়াছি। তুমি বাড়াবানল রূপে সত্য সমুদ্রজল; তুমি তাহাকে পান করিয়াও তৃপ্ত হইতেছ না। হে দেবদেব! তুমি ক্রোধাকর ও প্রসন্নাত্মা তুমি ইচ্ছারূপে দাতা, ইচ্ছারূপে গমনশীল ও প্রীতি-কর। তুমি ব্রহ্মচারী, অগাধ ব্রহ্মণ্য ও শিষ্টপুজিত; তুমি দেবগণের অক্ষয় কোশস্বরূপ; কেননা তুমি যজ্ঞ-কলন করিয়াছ। হতপ্রাণ, তোমার শেষোক্ত হব্য বহন করিয়া থাকেন। মহাদেব! তুমি প্রীতি হইলে, আমরা প্রীত হই। ৮২—৮৭। তুমি ঈশ, অনাদি সকল লোকের ব্রহ্মকর্তা, ব্রহ্মরূপে সকলের কর্তৃত্ব তোমাতে আছে, তুমিই আদি স্বজন সাধ্যোক্ত যোগীরা দীপ্যমান ইহা, তোমাকে প্রকৃতি হইতে

পর আনিতে পারিয়া, অমৃতধরপী তোমাতাই প্রবেশ করে। ধ্যানশীল যোগীরা নিত্যসিদ্ধ তুমিকে জ্ঞাত হইয়া পুনরায় সেই সকল যোগ ত্যাগ করেন, অস্ত্র বাহারা বিলুপ্ত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়, তাহারাও স্বকর্মবশে দিব্য ভোগ লাভ করিয়া থাকে। তোমার তত্ত্ব অপ্রসংখ্য, তুমি অপার মহাত্মা; আমরা নিজ শক্তি অনুসারে যেরূপ তোমার মাহাত্ম্য বিদিত আছি, তাহা কীর্তিত হইল। তুমি আমাদের পক্ষে মঙ্গল-ময় হও; কিংবা তুমি যা, হও, তা-হও, তোমাকে নমস্কার। হৃত কহিলেন,—যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ব্রহ্ম-নারায়ণ স্তব কীর্তন করিবে বা শোনাইবে এবং যে বিধান ব্রাহ্মণ সমাহিত ইহা এই স্তব শুনিবে, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহারা সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। যে মর্ত্য পাপাচার হইয়াও শিব-সমীকটে এ স্তব প্রবণ করে বা জপ করে, সে পাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক গমন করিবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্ম, দেবকার্য্য, যজ্ঞ বা অবভূথাদিকর্ম্মে বা সাধুমাথে ইহা কীর্তন করিবে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মসামীপ্য লাভ করিবে। ৮৫—৯১।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

হৃত কহিলেন,—ভগবান্ শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে অত্যন্ত অবনত কর্শন করিয়া সত্য কীর্তন করাতো তিনি অতিশয় প্রকুলচিত্ত হইলেন এবং বিরূপাক্ষ দক্ষযজ্ঞ-বিনাশন, পিনাকী উমাপতি, তাহাদিগের স্তবে অতিশয় প্রীত হইলেন, অনন্তর ভগবান্ মহাদেব সর্বজ্ঞ হইলেও তাহাদিগের অমৃত বচন শুনিয়া ক্রৌড়া করণার্থ কহিতে লাগিলেন, তোমরা উভয়ে কে? দেখিতেছি তোমরা মহাত্মা ও পরম্পর হিতৈষী, কেনই বা এই ষোর মহাপ্রবে তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়াছ। তাঁহারা উভয়ে পরম্পরের মুখাবলোকনপূর্বক নিত্য বস্ত্র শিবকে কহিতে লাগিলেন, ভগবান্! তোমার অগোচর ত কিছুই নাই; বিভো! হে মহাময় রুদ্র! তুমি ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পক্ষে নির্মাণ করিয়াছ। তাহা-দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিনন্দন ও সম্মতিপ্রকাশ-পূর্বক ভগবান্ শিব মধুর বাক্য কহিতে লাগিলেন। হে হিরণ্যগর্ভ! হে কৃষ্ণ! তোমাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। নিত্য ও বিনাশশূন্য সংবিশ্লিষ্ট তোমা-দিগের এই ভক্তিতেই আমি প্রীত হইয়াছি। তোমরা উভয়ে মর্ত্যর জন্মের অতিশয় জ্ঞা; তোমাদিগকে

কি দান করিব ? অভিলষিত সর্বশ্রেষ্ঠ বর গ্রহণ ।
 অনন্তর মহাভাগ বিষ্ণু ভবকে কহিলেন, তবে যদি তু-
 তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে, হে দেব ! হে শঙ্কর !
 আমি সকলের কর্তা হই, ভক্তি তোমাতে মুপ্রতি-
 ষ্ঠিতা হউক । মহাদেব, বিষ্ণুকর্তৃক এইরূপ অভিহিত
 হইয়া কেশবকে আধামিত করত নিজ পদাম্বুজে
 ভক্তি প্রদান করিলেন । তুমি সকল লোকের
 কর্তা ও দেবতা, হে বৎস ! তোমার মঙ্গল হউক
 আমি গমন করিব । ভগবান বিষ্ণুকে এইরূপ কহিয়া
 অনুগ্রহ প্রকাশপূর্বক শুভজনক হস্তদ্বয় দ্বারা ব্রহ্মাকে
 স্পর্শ করিলেন ও তাঁহাকে ছষ্টাষ্টকরণে স্বয়ং কহিতে
 লাগিলেন । বৎস ! তুমি মৎসম ও আমার পরম
 ভক্ত, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই, তোমার মঙ্গল
 হউক ও তুমি সংজ্ঞা লাভ কর, আমি গমন করিব ।
 পরমেশ্বর এইরূপ কহিয়া সেই স্থান হইতে অন্তহিত
 হইলেন ॥ ১—১৫ ॥ সর্বদেবনামকৃত পরমেশ্বর গণ-
 নায়ক গমন করিলে, পিতামহ পদ্মোৎথিত গোবিন্দ
 হইতে চৈতন্ত লাভ করিলেন । অনন্তর সেই পিতামহ,
 প্রজা সৃজন ইচ্ছা করত উগ্র তপস্রা করিতে
 লাগিলেন, তিনি এইরূপ তপস্রা করিলেও কিছুই ফল
 দেখিতে পাইলেন না । অনন্তর, দীর্ঘকাল তপস্রা
 করাতে তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছিল । ক্রোধাবিষ্ট
 ব্রহ্মার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুবিদ্যুৎ পতিত হইতে
 লাগিল ; অনন্তর, সেই অশ্রুবিদ্যুৎ বাতপিত্তককাস্মক
 মহাবলবান, মহাভাগ স্বস্তিকচিহ্নালঙ্কৃত বিস্তৃত-
 কেশসমূহে ভূষিত, মহাবিশ্বদারী সর্পগণ প্রাচুর্য্যভূত
 হইল । সর্পগণকে অগ্রজাত দর্শন করিয়া ব্রহ্মা
 আত্মাকে নিন্দা করিলেন । অহো ! তপস্রার ফল
 যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে আমায় বিক !
 আমি কি হতভাগ্য ! প্রথমেই আমার জগন্নাশনী
 প্রজা জন্মিল । ক্রোধ ও অমর্ষ-জনিত তাহার মূর্ছা
 হইল । প্রজাপতি, মূর্ছার আধিক্যবশতঃ প্রাণ ত্যাগ
 করিলেন । অপ্রতিষেধী প্রজাপতির দেহ হইতে
 একাদশ রুদ্র, অতি করুণস্বরে রোদন-পরায়ণ হইয়া
 নিষ্ক্রান্ত হইল । তাঁহারা রোদন করিয়াছিলেন
 বলিয়া, তাঁহাদিগের রুদ্র এই নাম হইয়াছিল ; যাহারা
 রুদ্র ; তাঁহারাষ্ট প্রাণ ; যাহারা প্রাণ তাঁহারাষ্ট রুদ্র ।
 সাধুনীললোহিত শূলধারী, পুনরায় অত্যাগ্র, মহাবল-
 শালী স্নানোচ্চার-সম্পন্ন প্রজাপতিকে প্রাণদান করিলেন ।
 ভগবান ব্রহ্মা পুনরায় প্রাণলাভ করিয়া দেবদেব উমা-
 পত্যকে প্রণাম করত দণ্ডায়মান রহিয়া তাঁহাকে দর্শন
 করিলেন অনন্তর, সর্বলোকায়, বিশ্বরূপ দর্শনপূর্বক

গায়ত্রীধারা স্তব করিয়া বিশ্বায়ত করত মুহূর্ত্তে
 গাম করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বিভো ! তোমার
 সন্ধ্যোজাতাদি রূপত্ব কেমন করিয়া হইল । ১৬—২৮ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

হত কহিলেন, তাঁহার সেইবাক্য শ্রবণ করিয়া •
 ভগবান ভব, প্রবোধার্থ ঈষৎহাস্তপূর্বক ব্রহ্মাকে
 কহিলেন, যৎকালে খেতকম ছিল, সেইকালে কেবল
 আমিই ছিলাম, আমি তখন খেতাকীষধারী ; খেত-
 মাল্যযুক্ত, খেতাস্বরধর, শুভ্র, খেতাহি, খেতরোমা ও
 খেতরক্ত এই হেতুক খেতলোহিত নামে আমি
 বিখ্যাত ও খেতকম ও এইজন্ত খেতকম, এই নামে
 প্রসিদ্ধ । যৎপ্রস্থতা ব্রহ্মসঙ্গত গায়ত্রী, তিনিও
 তৎকালে খেতাক্ষ খেতবর্ণা খেতলোহিতা হইয়াছিলেন ।
 হে দেবেশ ! সেইজন্ত তুমি স্বীয় গুণ তপাবলে
 সন্ধ্যোজাতরূপী আমাকে জানিতে পারিলে । সন্ধ্যো-
 জাততত্ত্ব অতি গুহ্য । যে দ্বিজগণ, সেই সন্ধ্যোজাত
 বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন, তাঁহারা পুনরাবৃতিশূন্য
 মৎসমীপে গমন করিবেন । যৎকালে আমার
 লোহিত এই নাম ছিল, সেইকালে যৎকৃত বর্ণ
 দ্বারাই লোহিতকম এই নাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং
 সেইকালে লোহিতমাংসা লোহিতাহি, লোহিতকীর-
 জনিকা, লোহিতাকী, প্রশস্তন্তনা, গো গায়ত্রী
 নামে কীর্ত্তিতা হন । বর্ণের বিপর্য্যয় ও তাহার
 লৌহত্যানিবন্ধন এবং দেবসৌন্দর্য্যবশতঃ আমি বাম-
 দেবত্বলাভ করিয়াছি । হে মহাসম্ব ! তুমি সংযতাস্রা
 হইয়া স্বকীয়যোগবলে রূপান্তরে অবস্থিত আমাকে
 জ্ঞানের বিষয় করিয়াছ ; সেইহেতুক আমি ভূতলে
 বামদেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি । ১—১১ । যে
 দ্বিজাতিরা এই মর্ত্যভূমে বামদেবত্ব জ্ঞাত হইতে
 পারিবে, তাহারা পুনরাবৃতিবর্জিত রুদ্রলোকে গমন
 করিবে । যৎকালে আমি পুনরায় এই মর্ত্যভূমে
 যুগক্রমে পীতবর্ণ হই ; সেইকালে যৎকৃতলম্বধারা
 পীতকম হয় । তৎকমে যৎপ্রস্থতা গায়ত্রী দেবী,
 স্বীতাবধা, পীতলোহিতী, পীতবর্ণা হইয়াছিলেন ।
 হে মহাসম্ব ! সেইকমে বাগযুক্তদ্বয়ে যোগতৎপরমদা
 আমাকে জানিতে পারিয়াছ ও পুনরায় তৎপুরুষত্ব-
 রূপে আমি তোমাকর্তৃক জ্ঞাত হইয়াছি ; সেইজন্ত
 হে কনকাক্ষ ! আমি তৎপুরুষ লাভ করিয়াছি ।

১২—১৬। যাহারা রুদ্ররূপী আমাকেও রুদ্রদেবতা।
 বেষমাভা। গায়ত্রীকে তপোবলে জানিতে পারিবে,
 তাহারা নির্মল ও ব্রহ্মৈকত্ববৎ হইয়া পুনরায় তিষ্ঠিত
 রূপলোকে গমন করিবে। যখন আমি পুনরায়
 ভয়ানক রূপবর্ণ হইয়াছিলাম, মৎকৃতবর্ণ দ্বারা সেই
 কল্প রূপকল্প নামে কথিত হয়। হে ব্রহ্মন্! সেইকল্পে
 কালসঙ্কল, কালরূপী, ষোর-পরাক্রম, ষোররূপী এই-
 রূপে তুমি আমাকে জ্ঞানের বিষয় করিয়াছিলে।
 মৎপ্রসূতা গায়ত্রী রূপাঙ্গী, রূপলোহিতা, রূপরূপা
 হইয়াছিলেন। সেই হেতুক যাহারা ভূতলে ষোররূপী
 আমাকে জানিতে পারিবেন, তাহাদিগের সমীপে
 আমি শান্ত, অব্যয় ও অষোররূপী হইব। হে ব্রহ্মন্!
 যে কালে পুনরায় আমি বিধরূপ হইয়াছিলাম, সেই
 কালে তুমি আমাকে পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া
 জ্ঞাত হইয়াছিলে, লোকাধারভূতা গায়ত্রী বিধরূপা
 হইয়াছিলেন; তাহাতে যাহারা মর্ত্যলোকে আমাকে
 বিধরূপ বলিয়া জানিতে পারিবেন। তাহাদিগের
 নিকট আমি মঙ্গলময় হইয়া নিরন্তর থাকিব; যে
 হেতুক এই কল্প বিধরূপ নামে অভিহিত হয়। সে
 জন্ত সাবিত্রীদেবীই বিধরূপা নামে উদাহৃত হন।
 ১৭—২৫। তৎকালে আমার চারিটি পুত্র জন্মে,
 মৎকবিত্ত্ব সেই পুত্রগণ লোকসম্মত হইয়াছিল।
 তদ্বারা গায়ত্রীদেবী প্রজাগণের সর্ববর্ণরূপা হইবেন
 এবং বর্ণাধীন সর্বভক্ষা হইবেন; অর্থাৎ পাতক-
 সমুদ্যানশিনী যজ্ঞের উপযোগিনী হইবেন। তদ্বারা
 মোক্ষ, ধর্ম, অর্থ, কাম, এই চতুর্বিধ হইবে ও বেদ-
 বেদ্য চারি প্রকার হইবে। ভূতগ্রাম চতুর্বিধ প্রাণী,
 চতুর্বিধ আশ্রম, চতুর্বিধ ধর্মের পাদ চতুষ্টয় আমার
 চারি পুত্র। এই সচরাচর জগৎ চতুর্বিধে ব্যবস্থিত।
 এই জগৎ চারি প্রকারে অবস্থিত এবং চতুষ্পাদ
 হইবে। ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহর্গলোক, জনলোক,
 তপোলোক সত্যলোক তৎপরে বিশ্বলোক এই লোক
 অষ্টাঙ্করূপে অবস্থিত। তাহা ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ,
 ভূর্ভুবঃ, স্বর্ষমঃ, এই চারিটি পাদ স্বরূপ জানিবে।
 ভূলোক,—গায়ত্রীদেবীর প্রথম পাদ, তৎপরে দ্বিতীয়
 পাদ ভুবলোক, তৃতীয়পাদ স্বর্গলোক, চতুর্থপাদ মহর্গলোক,
 জনলোক পঞ্চম, তপোলোক ষষ্ঠ, বলিয়া কথিত হয়।
 সপ্তম মর্ত্যলোক অষ্টাধীন মরণশূন্য ব্যক্তিই এই
 লোক প্রাপ্ত হন। পুনরায় তিষ্ঠিত হইলেক বিশ্ব-
 লোক বলিয়া নির্ণীত হয় এবং স্বান-স্থান স্বাক কান্তিক
 তৎসংঘর্ষি স্বাককে স্বান স্থান কহে। ঐশ্বর্য স্থান
 (ঐশ্বর্য শাস্তি তৎসংঘর্ষি স্বান) সকল প্রকার সিদ্ধি-

যুক্ত। তাহা হইতে দূরবর্তী রুদ্রলোক জানিবে। সেই
 স্থান যোগিগণের শুভকর। নির্মল, ত্রিবিধকার, কাম,
 ক্রোধবর্জিত বিজগণ-ধ্যানতৎপর মানস ও যোগী
 হইলে উহা যেথিতে পাইবেন। চরম স্থান বিশ্বলোক।
 কৌমার স্থান অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্বান স্থান উত্তম ও
 শান্তিগুণবিশিষ্ট। ঐশ্বর্য স্থান ও শৈব স্থান ও পূর্বোক্ত
 গুণশালী সেই চতুষ্পদ। গায়ত্রী হইতে চতুষ্পদ পশুগণ
 এবং তাহাদিগের চারিটি পরোদরও হইবে। যেহেতুক
 মদীয় মুখগলিত মন্ত্রযুক্ত সোমই প্রাণভৃৎগণের
 জীবনদাতা; সেই জন্ত সেই পশুগণ সময়াস্তরে
 পীতস্তনা এই নামে স্মৃতা হইবেন। ২৬—৪০। সেই
 হেতুক সোমময় অমৃতই জীবনামক। জীবের
 সোমরূপতা হইবে। তাহারা চতুষ্পদ ও দুইদ্বৈ
 ধেতু হইবে। যখন দ্বিপদ গায়ত্রী ক্রিয়রূপা হইয়া
 দৃষ্টা হইবেন এবং লোকের উৎপত্তিজনিকা ও জননী
 হইবেন, তখনই সকল নরগণ দ্বিপদ দ্বিস্তন হইবে।
 ইনি অজ্ঞা হইয়া সকল জীবের আধারভূতা, সর্ববর্ণ
 স্বরূপা হইলে ইহাকে তুমি যখন দর্শন করিবে, তখনই
 আমি বিধরূপ হইব। যখন মহাতেজা অমোঘরেতা
 বিধরূপ হইবেন ও যখন ইহার হতাশন মুখবৃত্তি
 হইবে তখনই পশুরূপী হতাশন সর্বগত হইয়া
 মেঘ অর্থাৎ যজ্ঞার্থ হইবেন। যে বিজগণ তপোবলে
 ভাবিতাত্মা হইয়া ঈশিত্ব ও বশিত্ব অবলম্বনে সর্বগ
 ও সর্বস্থানে অবস্থিত আমাকে দর্শন করিবে, সেই
 বিজগণ রজস্তমোশুণ্ণরহিত হইয়া মাদৃশরীর
 পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় তিষ্ঠিত মৎসমীপে আগমন
 করিবে। হে বিজগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা রুদ্র কর্তৃক
 এইরূপ অতিহিত হইয়া প্রথতভাবে প্রণামপূর্বক
 পুনরায় তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্!
 যে পুরুষ এই রূপ গায়ত্রী দ্বারা সর্বময় ও বিধরূপ
 তোমাকে জানিতে পারিবে, হে ঈশ্বর। সেই গায়ত্রী পদ
 সেই পুরুষকে দান কর; অনন্তর মহেশ্বর তথাস্ত এই
 কথা বলিলেন। যে ব্যক্তি “গায়ত্রী বিধরূপা ও মহেশ্বর
 বিধরূপ” এইরূপ জ্ঞাত হইল সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মরূপ
 শিববচনাবধীন, ব্রহ্মসাহস্রা লাভ করেন। ৪১—৫১ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন, ব্রহ্মা রুদ্র পরিত্রাণিত সময় ভ্রমণ
 করিয়া পুনরায় তাহাকে কহিলেন, হে ভগবন্! হে
 দেবেশ! মহেশ্বর! উদাহরণ। হে লোকবন্দিত!

তোমাকে নমস্কার । হে বিধরূপ মহাভাগ ! বিজ্ঞাতি-
গণ এই মর্ত্যভূমে বাস করিয়া কোন সময়ে বা কোন
যুগসমুত্তিকালে লোকবন্দিত যে এই তোমার
অনন্তশরীর বিরাজমান সেই শরীর দর্শন করিবেন ।
কিংনামক উপোষে বা কিং-নামক ধ্যান ও যোগ-
বলে বিজ্ঞাতিরা তোমাকে দেখিতে সমর্থ হন ? হে
মহাদেব ! তোমাকে নমস্কার । তাঁহার সেই বাক্য
শ্রবণ করিয়া সমুখবর্তী তাঁহাকে দর্শনপূর্বক হস্ত
করত ক্ষুঃ যজ্ঞঃ সাম এই বেদত্রয়ের পরমযোনি
শরী, মহাদেব কহিতে লাগিলেন । মানবগণ ওপস্কা,
বৃন্ত অর্থাৎ সংস্কাভাব, দান-দুর্গফল দ্বারা আমার
দেখিতে সমর্থ হয় না, এবং তীর্থ যোগ বা সঙ্কল্প
বহুধাণ দ্বারাও আমার দেখিতে সমর্থ হয় না । বহুতর
বেদাধ্যয়ন বা বিস্তার করিলেও আমার দেখিতে
পায় না, কেবল এই জগতে ধ্যান আশ্রয় করিলে আমার
দেখিতে সমর্থ হয় । পিতামহ ! সপ্তম মন্ডলে বরাহ-
কল্প আমি কপেধর ও সর্কলোকপ্রকাশকরূপে
উৎপন্ন হইব এবং সেই কল্পে বৈবস্বত মনু তোমার
পৌত্র হইবেন । ১—৯ । হে ব্রহ্ম ! সেই কল্পে
দ্বাপর সমাপ্তিকালে লোকানুগ্রাহ্য ও ব্রাহ্মণ-হিতের
নিমিত্ত আমি উৎপন্ন হইব । দ্বাপরের প্রথম অবস্থায়
যৎকালে ব্যাস প্রভুরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ, সেই কালে
আমি ব্রাহ্মণের জন্ত যুগের অন্তিম কলির প্রথম
অবস্থায় উত্তম শিক্ষাপ্রযুক্ত ষেত নামে মহামুনি হইয়া
জন্ম গ্রহণ করিব । রমণীয় হিমালয়শিখরের অন্তর্গত
শ্রেষ্ঠ ছাগল পর্বতে আমার চারিটা শিষ্য শিষ্যবৃত্ত
হইবে, সেই শিষ্যচতুষ্টয়ের নাম যথা ষেত, ষেতশিষ্য,
ষেতান্ত ও ষেতশোহিত, তাঁহারা অতি মহাত্মা
ও বেদপারগ জানিবে ; অনন্তর তাঁহারা অতিশয়
ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মপথ দর্শন করিয়া
ধ্যান ও যোগপরাশর্য হইয়া মৎসরীপে গমন করিবেন ।
হে ব্রহ্ম ! অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপরে যৎকালে
সাক্যোনিমে প্রজাপতি প্রভু ব্যাস হইবেন, তৎকালে
লোকবিতার্ধ্য আমিও পুনরায় সূতার নামে জন্মিব ।
কলির সন্ধির স্থানে শিষ্যানুগ্রাহ ইচ্ছা করত দুঃখিত্তি,
শতরূপ, সটীক এবং কেতুমান, ইহার সকলে শিষ্য
নামে পরিকীর্তিত হইয়া তুতলে যোগ ও ধ্যান প্রাপ্ত
হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান দ্বাপন করত আমার সহচরী হইয়া
পুনরায় তাহারা রুজলোকে গমন করিবে । তৃতীয়
দ্বাপরে যৎকালে তর্গব বাস নামে বিখ্যাত হইবেন,
সেই কালে আমি দ্বর্কক নাম ধারণ করিব । সেই বৃন্দা
কালে আমি চারিটা শিষ্য হইবে ; তাহাদিগের নাম

বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ, পাশনাশন । সেই মহোদ্য
পুত্রগণও যোগোক্তিমার্গ দ্বারা পুনরায় ত্রিভুবন
বাসী হইবে । চতুর্থ দ্বাপরে অগ্নিরা যোগমর্য ব্যাস
নামে প্রসিদ্ধ, সেই সময় আমি সুহোত্রনামে উৎপন্ন
হইব । হে বিজ্ঞপ্রেষ্ঠগণ ! সেই সময়ে আমার পুত্র-
চতুষ্টয় জন্মিবে । তাহারা সাক্ষাৎ যোগস্বরূপ উপাধি
ও দৃঢ়ব্রত । তাহাদিগের নাম সুমুখ, হৃষীক, হৃদর ও
হুরতিক্রম । ইহার স্তম্ভ যোগমার্গ লাভ করিয়া
দক্ষকিষি হইবে এবং ইহার যোগযুক্ত ও অতি
ভেজস্বী হইয়া সেই স্তম্ভমার্গ অবলম্বন করিয়া
পুনরায় ত্রিভুবন রুজলোকে গমন করিবে । পঞ্চম
দ্বাপরে যখন সবিতা ব্যাস হইবেন, তখন আমি
মহাতপা কঙ্গ নাম ধারণ করিব । লোকানুগ্রাহ্য
যোগময় ও লোকের এক কলারূপে আমি পৃথম
উপায় স্বরূপ হইব । ১০—২৮ । আমার চারিটা
শিষ্য হইবে । তাহারা মহাভাগ যোগময় দৃঢ়ব্রত ও
শুদ্ধযোনি স্বরূপ । তাহাদিগের নাম সনক, সনন্দন,
সনাতন সনৎকুমার ইহার সকলেই নির্মূল ও নিরহ-
কৃত ; ইহারও পুনরায় ত্রিভুবন মৎসরীপে গমন
করিবে । দ্বাপর পরিবর্ত হইলে যখন ব্যাস যজ্ঞরূপে
অবতীর্ণ হইবেন, তখন আমি লোকাক্ষি নামে বিখ্যাত
হইব । সেই সময়ে যে সকল শিষ্য সমুৎপন্ন হইবে,
তাহারা যোগময় দৃঢ়ব্রত লোকপুজিত ও মহাভাগ ।
সুধামা, বিরজা, শঙ্খপাণ্ড ও রজ ; তাহারা এই নামে
প্রসিদ্ধ হইবে । ২৯—৩৩ । সেই সকল মহাত্মা শিষ্য
দক্ষকিষি হইয়া ধ্যান ও যোগ আশ্রয় করত পুনরায়
পুনরায় ত্রিভুবন মৎসরীপে গমন করিবে । সপ্তম
দ্বাপর পরিবর্ত হইলে যৎকালে শত্ৰুজিৎ ব্যাস নাম
ধারণ করেন, সেই সময়ে আমি সকল যোগিগণের
শ্রেষ্ঠ ও জৈনীব্য বিজ্ঞান নামে খ্যাত হইব । আমি
পূর্বজন্মে মহাভেদা বিভূশামা ছিলাম ইহাও
জানিবে । সেই যুগে আমার যে সকল পুত্র হইবে,
তাহাদিগের নাম সারস্বত, মেঘ, মেঘবাহন ও সুবাহন
এই নাম হইবে । তাহারাও যোগমার্গ দ্বারা ধ্যান
ও যোগপরাশর্য হইয়া নিরাময় রুজলোকে গমনী হইবে ।
অষ্টম দ্বাপর পরিবর্ত হইলে যখন বসিষ্ঠ ব্যাস হইবেন,
তখন আমি দধিবাসন নাম ধারণ করিব । সেই সময়ে
মদীয় পুত্রগণ যোগাত্মা ও দৃঢ়ব্রত হইয়া জন্ম-
গ্রহণ করিবে । তাহাদিগের সমান যোগী পৃথিবীতে
তৎকালে হইবে না । তাহারা কলি, আশুরি,
পঞ্চশিখ, বাহন, এই নাম ধারণ করিবে । মহাবৈদ্য,
দ্বারীদা ও মহোদ্য মদীয় পুত্রগণ যৎকালে মহাবৈদ্য-

যোগ লাভ করিয়া জ্ঞানী ও দক্ষকিষিণ হইয়া পুনরাবৃত্তি-
 ভূর্ণত মৎসমীপে গমন করিবে। নবম ষাণ্ড পরিবর্ত
 হইলে যে সময় সান্ন্যস্ত ব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হইবেন,
 সেই সময় আমি ঋষভ-নামা হইব। মহাতেজঃসম্পন্ন
 মহাত্মা পরাশর, গর্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা এই বেদপারগ
 ব্রাহ্মণগণ আমার পুত্ররূপে সেই সময় অবতীর্ণ হইবেন।
 শাপানুগ্রহ যোগবিদৃ মৎপুত্রেরা তপোবলে পরমাংকর্ষ
 লাভ করিয়া যোগোক্ত ধ্যানমার্গ অবলম্বনপূর্বক রুদ্র-
 লোকে গমন করিবে। দশম ষাণ্ড পরিবর্ত হইলে
 যখন “ত্রিগাং ব্রাহ্মণ” ব্যাস নাম ধারণ করিবেন,
 তখন আমি মুনিরূপে অবতীর্ণ হইব। ৩৪—৪৮।
 রমণীয় হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ ভৃগুতুল-
 পর্বতে দেবপুজিত ভৃগু-নামক শিখর প্রথিত আছে,
 সেই শিখর মন্ত্রপ জানিবে। সেই পর্বতে মৎপুত্রেরা
 কলাবদ্ধ, নিরামিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন এই নাম ধারণ
 করত যোগাত্মা, মহাত্মা, তপোযোগবিশিষ্ট হইয়া
 তপোবলে পাপরাশি বিনষ্ট করত রুদ্রলোকগামী
 হইবে। একাদশ ষাণ্ড উপস্থিত হইলে যখন ত্রিত্রত
 মুনি ব্যাস নামে খ্যাত, তখন আমি কলিযুগে গন্ধাধারে
 মহাতেজা উগ্রনামা হইব। আমার সেই নাম সকল-
 লোকমধ্যে বিখ্যাত আছে ও হইবে। সেইখানে
 লম্বোদর, লম্বাক, লম্বকেশ ও প্রলম্বক এই নামধারী
 মৎপুত্রগণ মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া রুদ্রলোকে
 গমন করিবে। ৪৯—৫৪। দ্বাদশ ষাণ্ড পরিবর্ত
 হইলে যখন মহাতেজা কবিশতম শততেজা স্ত্রীসমুনি-
 নামা হইবেন, তখন আমি এই কলিযুগে হৈতুকবলে
 সর্বলোকবিখ্যাত অত্রি নামে উৎপন্ন হইব। সেই
 বনে ভস্মাতুলিঙ্গ রুদ্রলোকপরায়ণ মৎপুত্রেরা উৎপন্ন
 হইবে। এবং সর্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য ও সর্ব এই
 নামে প্রসিদ্ধ হইয়া মাহেশ্বর যোগ লাভ করত রুদ্র-
 লোকে গতি লাভ করিবে। ৫৫—৫৮। পরিবর্তন
 ক্রমে ত্রয়োদশ ষাণ্ড প্রাপ্ত হইলে যখন ধর্ম্মনারায়ণ
 ব্যাস মুনি হইবেন, তখন আমি পুণ্ড্র বাসুখিল্য
 আশ্রমের অন্তর্গত গন্ধমাদল পর্বতে বাসিন্দা-নামক
 হইব। সেই পর্বতে আমার চারিটা পুত্র
 জন্মিবে; তাহারা ব্রহ্মা, কশ্চপ, বাসিষ্ঠ ও বিরজা
 এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করত উর্দ্ধরেতা ও মহাযোগ-
 বলে বলী হইয়া মাহেশ্বরযোগ অবলম্বনপূর্বক রুদ্র-
 লোকগামী হইবে। পঞ্চাশতক্রে চতুর্দশ ষাণ্ড উপস্থিত
 হইলে যৎকালে উদ্বকু ব্যাস-নামা হইয়া ভূতলে
 অবতীর্ণ হইবে, তখন আমি পুনরায় শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরস
 বংশে গোতম্যমা হইব। এবং অতি পবিত্রকর

সেই বন গোতম্য-নামক হইবে। ৫৯—৬৪। সেই
 কালে সেই অঙ্গিরস বংশে অত্রি, দেবদত্ত, ভ্রবণ,
 প্রবিষ্ঠক ইহারা পরম যোগী, মহাত্মা ও সকল প্রকার
 যোগে পারদর্শী হওত জন্মগ্রহণ করিবেন এবং মাহেশ্বর
 যোগ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিবেন। অনন্তর
 ক্রেমাগত পরিবর্তিত পঞ্চদশ ষাণ্ডের আগত হইলে
 যৎকালে ত্র্যক্ষরুণি ব্যাস-নামা হইবেন ॥ ৬৫—৬৭ ॥
 সেইকালে আমি বেদশিরা-নামক ব্রাহ্মণ হইব এবং
 সেই সময় বেদশির এই নামে পরমেশ্বরের মহাবীর্ঘ্য
 একটি অস্ত্র জন্মিবে। সরস্বতী নদীর অন্তর্গত উত্তম
 কোন পর্বতের সমীপবর্তী ও হিমালয় পর্বতের
 পশ্চাত্তবর্তী বেদশির্ঘ-নামা একটি পর্বতও জন্মিবে।
 সেইকালে কতকগুলি তপোধন আমার পুত্ররূপে ভূতল
 অলঙ্কৃত করিবেন; তাহাদিগের নাম কুণি, কুণিবাভ,
 কুশরীর ও কুণেত্রক। ইহারা সকলে মহাত্মা উর্দ্ধরেতা
 ও মাধ্যম যোগধরুণ; অন্তকাল উপস্থিত হইলে
 মাহেশ্বর যোগ অবলম্বন করিয়া রুদ্রলোকে গমন
 করিবেন। ষোড়শষাণ্ডের আগত হইলে যখন ব্যাস
 দেব নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, সেইকালে আমি ভক্ত ও
 সংযত পুরুষগণের ভক্তিপ্রদানার্থ গোবর্ধনাম ধারণ
 করিয়া অবতীর্ণ হইব; এবং সেই স্থান অতি পবিত্র
 গোবর্ধন নামক বন হইবে। সেই সময়েও সেই বনে
 আমার পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া পরম যোগী হইবেন।
 মৎপুত্রেরা কশ্চপ, উশনা, চাবন ও বৃহস্পতি এই
 নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ধ্যান ও যোগসমর্ষিত হওত
 যোগোক্ত মার্গ দ্বারা মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া
 রুদ্রকেই প্রাপ্ত হইবেন। ৬৮—৭৫। ক্রেমাগত পরি-
 বর্তিত সপ্তদশষাণ্ডের উপস্থিত হইলে যখন কৃতজ্ঞ
 ব্যাস-নামা হইবেন, তখন আমি হিমালয় পর্বতের
 অন্তর্গত মহাতুল্য মহালয় পর্বতে অবতীর্ণ হইয়া
 শুভাবাসী এই নাম ধারণ করিব। সেই মহালয়
 পর্বতে অতি পবিত্র ও সিদ্ধক্ষেত্র হইবে। সেই
 স্থানেও মৎপুত্রগণ জন্মিয়া যোগবিরৎ ও ব্রহ্মবাসী
 হইবে। এবং উত্থা, বামদেব, মহাযোগ ও মহাবল
 এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করত অহঙ্কারশূন্য,
 নির্মল ও মহাত্মা হইয়া মর্ত্যভূমে বাস করিবে।
 সেইকালে তাহাদের ধ্যানযুক্ত শত সহস্র শিষ্য
 হইবে। ৭৬—৮০। মৎপুত্রেরা চরম অবস্থায় যোগা-
 ভ্যাসে রত হইয়া হৃদয়ে মাহেশ্বরকে স্থাপনপূর্বক
 মহালয় পর্বতে মনিস্কিপ্ত পঞ্চকমল দর্শন করিয়া
 সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কলিযুগে সত্যাবস্থায় যে
 ঋষিগণেরা যোগে মনঃসংকল্পপূর্বক নির্মল ও ভক্তবৃত্তি

হইবে, তাহারা বিগতজ্বর হইয়া মহালয় পুণ্যক্ষেত্রে গমনপূর্বক • মাহেশ্বর পূজা করত, মংপ্রসাদে শিবলোকগামী হইবে। সংসার-বন্ধনোত্তীর্ণ জন্ত পূর্ব দশ পুরুষ ও অধঃ দশ পুরুষের সংসারনিরুত্তি করিয়া দেয় বটে, কিন্তু সিক্তক্ষেত্র মহালয় পর্বতে গমনকারী পুরুষেরা একবিংশতি পুরুষকে অর্থাৎ আত্মাকে ও প্রথম দশ পুরুষ ও অধঃ দশ পুরুষের সংসারনিরুত্তি করিয়া বিগতজ্বর হওত মংপ্রসাদে রুদ্রলোকে গমন করিবে। অনন্তর হে বিভো! অষ্টাদশ ঋপার পরিবর্ত হইলে, যৎকালে মহাঋগণ ত্রুতুগ্রহ-নামা হইবেন, তৎকালে আমি শিখণ্ডী নাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইব। দেবদানবপুঞ্জিত মহাপুণ্যজনক সিক্তক্ষেত্র রমণীয় হিমালয়শিখরের মধ্যবর্তী পর্বতও শিখণ্ডী নামে বিখ্যাত হইবে। যে স্থান সিক্তগণ-সেবিত, সে স্থান শিখণ্ডী নামক বন হইবে। সেই স্থানে মংপুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিয়া তপো-ধন হইবে এবং পরশ্রবা, ঋচীক, ধাবধ ও যতী-শ্বর নাম লাভ করিয়া তাহারা সকলে যোগাশ্রা মহাত্মা হওত বেদে পারদর্শিতা লাভ করিবে। চরমকালে মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে রুদ্রলোকগামী হইবে। অনন্তর ক্রমাগত পরিবর্তিত একোনবিংশ ঋপার আগত হইলে যখন ভরষাজ ব্যাস-নামা মহামুনি হইবেন, তখন আমি যেখানে রমণীয় হিমালয়-শিখরের মধ্যবর্তী জটায়ু-নামক পর্বত বিদ্যমান, সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া জটামালী নাম ধারণ করিব। সেই স্থানেও মহাতেজঃসম্পন্ন পুত্রগণ জন্মিবে, তাহা-সিগের হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, লোকাঙ্কি ও কুখুমি নাম হইবে। সেই পুত্রেরা সাক্ষাৎ ঈশ্বর; যোগ ও ধর্মস্বরূপ এবং উদ্ধারিত হইয়া মাহেশ্বর যোগ লাভ করত রুদ্রলোকের জন্ত অবস্থিত থাকিবে। অনন্তর বিংশতিতম ঋপার পরিবর্ত হইলে যৎকালে গৌতম-নামা ব্যাস মহামুনি হইবেন, তখন আমি অট্টহাস-নামা কোন পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিব। ১১—১৫। তৎকালীন পুরুষ সকল অট্টহাসপ্রিয় হইবে এবং সেইখানেই হিমালয় পর্বতের পশ্চাৎবর্তী অট্টহাস-নামক মহাগিরি বিদ্যমান। দেবদানব যক্ষরাজ ও সিক্তচারণগণ ঐ পর্বত সেবা করিয়া থাকে, সেই স্থানেও মংপুত্রেরা ওজস্বী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এবং যোগাশ্রা, মহাত্মা, ধ্যানশীল, নিয়তনিয়মী হইয়া জগতে হুমন্ত, বর্ষসী, কক্ক ও কুলিঙ্গরূপে এই নাম ধারণ করত-পট্টপাশে মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে রুদ্রলোক গমন করিবে। ক্রমাগত পরিবর্ত হইতে

থাকিলে যখন বচশ্রবা-নামা ব্যাস ঋষিসত্তম হইয়া বিখ্যাত হইবেন, তৎসময়ে আমি দারুণনামা হইব। সেই হেতুক সেই স্থান মঙ্গলকর পুণ্যজনক দারুণ-নামক বন হইবে। সেইস্থানেও জ্ঞাতি ওজস্বী আমার পুত্রগণ জন্মিবে। তাহারা প্লক, দার্তাঘনি, কেতুমান, ও গৌতম এই নাম ধারণ করিয়া নিয়মীও উদ্ধারিত হওত লৈলিক ব্রত আচরণপূর্বক রুদ্রলোকে প্রস্থান করিবে। ঋষিংশ ঋপার পরিবর্ত হইলে যখন শুভাঘনি ব্যাস হইবেন, তখন আমি বারাগনীতে অতি ভয়ঙ্কর লাক্সী নামা মহামুনি হইয়া অবতীর্ণ হইব। কলিকালে ইন্দ্রের সহিত দেবগণ লাক্সী স্বরূপ আমাকে দর্শন করিবেন, সেই সময়ে আমার পুত্রগণ উত্তম ধার্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তাহারা ভল্লবী, মধুপিক, কেতু, ও কুশ এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ধ্যানপরায়ণ হওত অন্তকালে রুদ্রলোকে যাইবে। ত্রয়োবিংশ ঋপার পরিবর্ত হইলে যৎকালে তৃণবিন্দু-নামা মুনি ব্যাস হইবেন, তৎকালে হে ব্রহ্মন! আমি মহাকায় ধার্মিক মুনিপুত্র খেত হইব। গিরিবরোত্তম হিমালয় পর্বতে কালকে জরাগ্রস্ত করিব, সেই হেতুক সেই পর্বত কালঞ্জর নামা হইবে। ১৬—১০১। সেইখানে তপস্বিগণ আমার শিষ্য হইবে, শিষ্যের নাম উশিক, বৃহদধ, দেবল ও কবি। তাহারা চরম সময়ে মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়া রুদ্রলোকগামী হইবে। হে বিভো! চতুষ্টিংশ যুগ পরিবর্ত হইলে যখন ঋক্ক ব্যাস নাম ধারণ করিবেন, তখন আমি কলিকালে দেববন্দিত নৈমিষক্ষেত্রে শূলী-নামা মহাযোগী হইব। সেইস্থানে তপোধনগণ আমার শিষ্য হইয়া শাণ্ডিল্যোত্র, অগ্নিবেশ, জীবনাশ ও শরষহু এই নাম ধারণ করিয়া বোধমার্গ দ্বারা রুদ্রলোকে গমন করিবে। গত পরিবর্তিত পঞ্চবিংশ যুগ উপস্থিত হইলে যৎকালে বাসিষ্ঠ শক্তি ব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, তখন আমি প্রভু দণ্ডি-মুণ্ডীশ্বর হইব। সেই সময় তপোধনগণ আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া ছাগল, কুন্তল, কুস্তাণ্ড, ও প্রবাহক এই নাম ধারণপূর্বক মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে মুক্তি লাভ করিবে। ষড়্বিংশ ঋপার পরিবর্ত হইলে যখন পরাশর ব্যাসরূপে, অবতীর্ণ হইবেন, তখন আমি যুগান্ত কলিকাকে ভট্টবট নগর প্রাপ্ত হইয়া সহিস্য নাম ধারণপূর্বক জন্মগ্রহণ করিব। ১১০—১১৬। সেইখানে আমার পুত্রেরা সুধার্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং উলুক, বিদ্রুত, শবু ও আশলগম এই নামে প্রসিদ্ধ হওত মাহেশ্বর যোগ আশ্রয় করিত।

রুদ্রলোকে গমন করিবে। অনুত্তর ক্রমাগত পরিবর্তন-
নীয় সপ্তবিংশ আপরবুগ আগত হইলে যখন ব্যাস
জ্যোত্বর্ণ-নামা উপাধন হইবেন; তখন আমি
সৌমিশ্র-নামক জিজ্ঞাস্তম হইব এবং প্রভাসতীর্থে
যোগাশ্রা বা সাক্ষাৎ যোগ এইরূপে বিখ্যাত হইয়া কাল
অতিবাহন করিব, সেইস্থানে উপাধনগণ আমার শিষ্য
হইবে। শিষ্যগণের নাম হইবে, অঙ্গপাদ, কুমার,
উলুপ ও বৎস এবং মহাত্মা সেই শিষ্যগণ, নির্মল ও
নির্মলাঙ্গকরণ হইয়া মাহেশ্বর যোগ অবলম্বনে
রুদ্রলোকে গমনের জন্ত সেইস্থান হইতে গমন করিবে।
ক্রমাগত পরিবর্তিত অষ্টাবিংশতি যুগ আগত হইলে
যখন শোকপিত্তামহ কিশা সাক্ষাৎ বিষ্ণুকণী পরাশর-
সুত ত্রীমান ব্যাস ঠৈপায়ন নামে ভূতলে অবতীর্ণ
হইবেন, তখন মদীয় ষষ্ঠাংশভূত পুরুষোত্তম রুক্ষ
বহুদেব হইতে যদুশ্রেষ্ঠ বাহুদেব উৎপন্ন হইবেন,
আমিও সেই সময় লোকবিষ্ময়ের জন্ত যোগমায়া ধাবা
ব্রহ্মচারী হইয়া শাশানে মৃত পবিত্রাত্ম অনাবকায়
দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণগণের হিতার্থ যোগমায়া অবলম্বনে
সেই গেহে প্রতিষ্ঠিত হইব এবং তে ব্রহ্মন। তোমার
সহিত দ্বিষ্য স্তমেকগুহা আশ্রয় করিয়া নকুলীশনাম
গ্রহণপূর্বক সেই স্থানে অবস্থান করিব। যে পর্যন্ত
পৃথিবী কুল ধারণ করিবেন, তদবধি “কায়াবতার” এই
নামক সিদ্ধক্ষেত্র সুবিখ্যাত হইবে। ১১৯—১৩০।
সেই স্থানেও তপস্বীর আমাব পুত্র হইয়া কুশিক,
গর্গ, মিত্র, কৌক্য এই নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এবং
তাহারা বেন্দপারগ ও উর্দ্ধবেরতা হইয়া পাপক্ষালন
করত মাহেশ্বর যোগ লাভপূর্বক পুনরাবৃত্তি চূর্ণত
রুদ্রলোকে গমন করিবে। তঁহারা সকলে পশুপাত-
মন্ত্রে, দীক্ষিত সিদ্ধ ও ভয়ানিশিষ্ট-দেহ, লিঙ্গার্চনে
প্রতিদিন রত, বাহ ও আভ্যন্তর-শৌচযুক্ত আমাতে
ভক্তি ও যোগ দ্বারা ধ্যাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইবে।
জ্ঞানমার্গপ্রকাশক পশুপাত যোগই মহৎ বারণ,
তাহাতে স্বরূপজ্ঞানসিদ্ধি ও সংসারবন্ধন ছেদন হয়।
যোগমার্গ অনেক প্রকার আছে ও জ্ঞানমার্গও অনেক
প্রকার, কিন্তু পঞ্চাঙ্গরী (নমঃ শিবায়) মন্ত্র ব্যতি-
রেণ কোন স্থলে কোন পুরুষ, সংসার-সিদ্ধি
লাভ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন যে
পুরুষ সর্বস্বদ্বিবিজিত এই তপ আচরণ করিবে,
তখন সে পুরুষ মুক্ত হইয়া পঞ্চলবৎ অবস্থান
করিবে। এইটী সকলেরই মত। যে পুরুষ
একাদিকাল সম্যকরূপে পশুপাতমন্ত্র আচরণ করিবে,
সাক্ষ্য বা পঞ্চরাত্র অনুসারে কার্য করিলে সে গতি

তাহার লাভ হয় না। অষ্টাবিংশতি যুগক্রমে মহাদি
রুক্ষ পর্যন্ত অবতার লক্ষণ তোমার নিকট আমি
বলিলাম। যখন রুক্ষঠৈপায়ন অবতীর্ণ হইবেন, তখন
ঋতসমূহের ধর্মলক্ষণ বিভাগ হইবে। ১৩১—১৪০।
সুত কহিলেন, মহাতেজা ভগবান শিতামহ মহাদেব-
কীর্তিত রুদ্রাবতার শ্রবণ করিয়া মহেশ্বরকে শ্রীপাত-
পূর্বক ইষ্ট বাক্যদ্বারা পুনঃপুনঃ তাঁহার স্তব করিয়া
তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, দেবতারা বিষ্ণুময়,
শ্রীনিমিত্তও বিষ্ণুময়। বিষ্ণুতুল্য অস্ত্র কোন গতি
বিধান হয় নাই। এই প্রকার বেধত্রয় কীর্জন করিয়া
ধাকেন, এই বিষয়ে সংশয় নাই। সেই দেবদেব
ভগবান বিষ্ণু কেনই বা তোমাব লিঙ্গার্চনে বত,
কেনই বা তোমার প্রণামপব হইলেন। সুত কহি-
লেন, শঙ্কর পরমোষ্ঠ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে যেন
চক্ষুষ্য দ্বাৰা স্নেহ আকর্ষণ কবত প্রঃ গৌববে
পরম প্রীত হইয়া তাহাকে নয়নগোচর দেখিয়া, পূজা
প্রকরণ কহিতে লাগিলেন, হে বিভো। সাক্ষাৎ
সুবোক্তম আপনি নারায়ণ ও শত্রু এবং মুনিবৃন্দ
ইহারা সকলে নিবস্তব বিধিপূর্বক লিঙ্গপূজা করিয়া
স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই জন্ত তাহারা সকলে
পূজা করিয়া থাকেন। মদীয় লিঙ্গার্চন ব্যতিরেকে নিষ্ঠ
অর্থাৎ নিশ্চল স্থান হয় না, সেই জন্ত জনার্দন ব্রহ্মা
সহকারে নিত্য পূজা করিয়া থাকেন, মহেশ্বৰ অন্তঃগ্রহ
প্রকাশপূর্বক এই প্রকাব ব্রহ্মাকে কহিয়া দেবেশকে
পুনঃপুনঃ দর্শনপূর্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।
সেই সময় ব্রহ্মা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কৃতাজ্জলি-
পূর্বক সমস্তু করিয়া অশেষ জগৎ সৃজন কবিত্তে
শঙ্করের অনুজ্ঞালাভ করিলেন ॥ ১৪১—১৫০ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, লিঙ্গরূপী মহেশ্বর কি উপায়ে
পুঞ্জনীয়? হে রোমহর্ষণ! সন্ততি আমাদিগের নিকট
তাহা বল। সুত কহিলেন, কৈলাস পর্বতে পার্শ্বতী
জিজ্ঞাসা করিলে, মহাদেব অঙ্কুশা দৈবীকৈ যথাক্রমে
লিঙ্গার্চন-বিধি কহিয়াছিলেন। সেই সময় পার্শ্বহিত
নন্দী সমস্ত শ্রবণ করিয়া, পূর্বকালে ব্রহ্মপুত্রের নিকট
তাহা প্রকাশ করিল। ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে লিঙ্গার্চন-
বিধি শ্রবণ, তাহা হইতে মহাতেজা ব্যাস, ঋতসমুদ্র
লিঙ্গপূজা শুনিয়াছিলেন, শৈলাচি তাঁহায় মুখ হইতে
বাহুশ দান-যোগউপচার শুনিয়াছেন, আমিও সেই

একর স্নানাদি ও অর্চনাবিধি জ্যোতিষের নিকট বলিষ। শৈলাদি কাঁহিলেন, ব্রাহ্মণগণের হিড়ের অস্ত্র সর্বপাপ-হর স্নানবিধি বলিষ, ইহা পূর্বকালে মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন। বক্ষ্যমাণবিধি দ্বারা স্নান, একবার শঙ্করপূজাপূর্বক ব্রহ্মকর্তৃ পান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে চতুর্ভুজ মহোত্তম! দেবদেব শঙ্ক ব্রাহ্মণাদির হিড়ের অস্ত্র ত্রিবিধ স্নান কহিয়াছেন, অগ্নে বায়ুপ স্নান অর্থাৎ জলস্নান করিয়া উত্তম আয়েয় স্নান অর্থাৎ ভষ্মদ্বারা স্নান করিবে, অনন্তর মন্ত্রস্নান করিয়া পরমেশ্বর শিবকে পূজা করিবে। তাবদুষ্ঠ ব্যক্তি জলস্নান করিয়া ভষ্মস্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না; অতএব তাবদুষ্ঠ হইয়া শৌচ (স্নান) করিবে, অগ্ন্যথা তাবদুষ্ঠ না থাকিলে স্নান বিফল হয়। ১—১০। সরিৎ, সরোবর, তড়াগ প্রভৃতি সকল জলাশয়ে প্রলয় পর্য্যন্ত স্নান করিলেও তাবদুষ্ঠ মহাশয় কদাচ শুদ্ধ হয় না, ইহাতে সংশয় নাই। যেহেতু স্বভাবতঃ মহাশয়-দিগের হৃদয়কমল অজ্ঞানরূপ অন্ধকাবে মুদিত থাকে, সেই অজ্ঞানমুদিত হৃদয়কমল যখন জ্ঞানতাহুকিরণে প্রবুদ্ধ হয়, তখনই শুচি বিবেচনা করিবে। ১১—১২। স্নানের অস্ত্র মৃত্তিকা, গোময়, ডিল, পুষ্প, ভষ্ম ও কুশ লইয়া ঐ সকল দ্রব্য তীরে রাখিয়া স্নানার্থ তীর্থে পদ প্রক্ষালনপূর্বক দেহ হইতে মল শুদ্ধি করিয়া আচমনান্তে সেই তীবহ মৃত্তিকা ও সেই সকল গোময়াদি দ্বারা স্নান করিবে। ১০—১৪। উদ্ধৃতাসি ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পুনরায় মৃত্তিকা গাত্রে লেপন করিয়া দেহ শোধন করিবে। স্নান করিয়া পবিত্র বসন পরিধানপূর্বক গন্ধ দ্বারা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে অন্তরাঙ্গগৃহীত কপিতা গোময় দ্বারা শরীর অহু-লেপন করিবে। ১৫—১৬। লেপনান্তে পুনঃ স্নান করিয়া সেই বস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক শুক্লবসন পরিধান করিয়া স্নান আচরণ করিবে। সর্বপাপ-বিশুদ্ধির অস্ত্র বরুণকে আবাহন করিয়া ধ্যানবজ্র দ্বারা মানসিক শিব-পূজাপূর্বক তিনবার আচমন করিবে। অনন্তর শিবস্মরণ করত তীর্থে অবগাহনাতে পুনর্বার আচমন করিয়া যথাবিধি তীর্থজলে মন্ত্র পাঠান্তে অবগাহনপূর্বক অষমর্ষণ ঋকৃ জপ করিবে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সেই জলে ভাস্ত, সোম, অগ্নিমণ্ডল স্মরণ করিবে। অনন্তর আচমন করিয়া সেই জল হইতে উত্তীর্ণ হইবে। পুষ্পবুদ্ধির অস্ত্র পুনরায় তীর্থমধ্যে প্রবেশ করিয়া পৌশল কু, জল-প্রক্ষালিত পালাশপর্ণপুষ্টিকুশ কুশ ও পুষ্পযুক্ত জল দ্বারা অভিষিক্ত হইবে। মন্ত্রবিৎ মহাশয় দ্বিজদ্বা

যো ক্ষত্র ইত্যাদি পাকমাত্রী মন্ত্র আর উত্তম সমং দিব্যগাণ্ড্য ও শান্তিধর্ম মন্ত্র (শমোকেবীতি) ও পঞ্চত্রয় পবিত্রক মন্ত্র (সম্যোজাতাদি মন্ত্র) দ্বারা এই সকল মন্ত্রের অধিদেবতা স্বকণ ও ঐবি স্মরণ করত, হে বিজগণ! এই একর জল দ্বারা স্বীয় মস্তকে অভি-বেদনান্তর জলস্নেহে পঞ্চবস্ত্র ত্রিনেত্র চৈশ্বর মহাদেবকে স্মরণ করিবে। ১৭—২৫। স্বশাখোক্ত বিধি দর্শন করিয়া আচমন করিবে, তারপর পবিত্রহস্ত ও শুচিদেহে যথাবিধানে হুখাসনাদিরূপে আসীন হইয়া দক্ষিণ কর দ্বারা জল অভ্যুক্ষণ করিয়া চক্রেবৎ ও আলম্রশূভ হইয়া জল প্রক্ষেপপূর্বক সঙ্কুশ জল তিন বার পান করিবে; হিংসাজনিত-পাপশাস্তির অস্ত্র প্রদক্ষিণ করিবে। হে বিজসত্তমগণ! সকল ব্রাহ্মণেব হিড়ের নিমিত্ত সংক্ষেপে স্নান ও আচমন কহিলাম। ২৬—২৯।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

নন্দী কহিল, অনন্তর মহেশ্বরী বেদমাতা গায়ত্রী দেবীকে গায়াত্র বরদে দেবী ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে। এবং ঐ দেবীকে পাণ্ড্য আচমনীয় অর্ঘ্য দান করিবে। অনন্তর সমাসীন (পদাসনস্থ) অথবা উথিত হইয়া কুন্তক, রেচকরূপ শ্রোণায়াম অষ্টাদিক সহস্র, অষ্টাদিক পঞ্চশত, অষ্টোত্তর শত এই কল্পত্রয়-মধ্যে এক কল্প আশ্রয় করিয়া প্রণবযুক্ত গায়ত্রী জপ করিবে। ১—৩। জপের পূর্বে হৃদ্যদেবকে অর্ঘ্য দান, অর্চনা ও নমস্কার করিবে, জপান্তে উত্তরে শিখরে দেবী ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গায়ত্রী দেবীকে উদ্ভাসন (বিসর্জন) করিবে। সূর্য্যার্থ্য দানের পর পূর্বদিকে অবলোকন করিয়া বেদমাতা গায়ত্রীকে বন্দনা (নমস্কার) করিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে ভাস্কর দেবের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। উত্তৃত্যং, চিত্রং এবং জাতবরণ মন্ত্র দ্বারা ভাস্কর দেবকে অভিষন্দন (উপাসনা) করিয়া প্রার্থনা করিবে, পুনর্বার যথাবিধি সূর্য্য ও ব্রহ্মকে অভিষন্দন (নমস্কার) করিয়া, ঋগেয় যজুর্বেদ ও সামবেদোক্ত সৌরহৃত জল দ্বারা বিভা-বহুকে ভিন্ধাশ্র প্রদক্ষিণ করিয়া উক্ত গায়ত্রী জপ করিবে। ৪—৭। পরে আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিষন্দনপূর্বক সূর্য্য, ব্রহ্মা ও বিভাবহু উদ্দেশে অভিষন্দন ও হোম করিয়া মুনি ও পিতৃদেবদিক

তর্পণার্থ সর্সানাবাহারামি এই মন্ত্র দ্বারা আবাহনপূর্বক প্রাজ্ঞ বা উদ্ভ্রাজ্ঞ হইয়া বক্ষ্যমান বিধানে যথার্থ-রূপে পিতৃদিগের স্বরূপ ধ্যান করিয়া আভিষন্দন-পূর্বক দেবাধিক্রমে তর্পণ করিবে। ৮—১০। দেব-তর্পণ পুস্তোত্যে দ্বারা, ঋষিদিগের কুশলক দ্বারা, পিতৃগণের তিলোদক দ্বারা তর্পণ করিবে, সর্বত্র গন্ধদ্রব্য হওয়া আবশ্যক। হে বিপ্রেত্র! দেবতর্পণে যজ্ঞোপবীতী ঋষি-তর্পণে নিবীতী (হারবৎ লম্বমান যজ্ঞসূত্রধারী) পিতৃতর্পণে প্রাচীনাবতী হইবে। ধীমান প্রোত্রিয় ব্যক্তি সর্সাসিদ্ধ নিমিত্ত অঙ্গুলীর অগ্রদ্বারা দেব-তর্পণ, ঋষিদের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা তর্পণ, পিতৃ-গণের দক্ষিণ অঙ্গুলী দ্বারা তর্পণ করিবে। হে মুনি-শাস্ত্র! এই প্রকার ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, এবং পিতৃযজ্ঞ, যজ্ঞকর্মপরাণ পুণ্যাদ্বা ব্যক্তির কর্তব্য। ১১—১৫। স্ব স্ব শাখার অধ্যয়নের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অগ্নিতে অন্নহোমের নাম দেবযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়, যথাবিধি সর্সভূতউদ্দেশ্যে অন্নদানকে ভূতযজ্ঞ কহে, এই অন্নদানে সকল মনুষ্যের ভূতি (ঐশ্বর্য) হয়। সর্সভূতবেদবিৎ সাদরে ব্রাহ্মণগণকে প্রণতিপূর্বক অন্নদান মনুষ্যযজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। পিতৃগণ-উদ্দেশ্যে যে অন্ন দান করা যায় তাহাকে পিতৃ-যজ্ঞ কহে, এই প্রকার পঞ্চমহাযজ্ঞ সকল অষ্টাঙ্গ সিক্তির জন্ত করিতে হয়। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মযজ্ঞপরাণ মনুষ্য ব্রহ্মলোককে ও মাগ্ন হন, ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রের সহিত সকল দেবগণ, ব্রহ্মা, ভগবান্ বিষ্ণু, শঙ্কর, বেদ সকল ও পিতৃগণ সকলেই সম্ভূত হন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মযজ্ঞবিদ ব্রাহ্মণ গ্রামের বহির্দেশে গমন করিয়া অর্থাৎ যে স্থান হইতে গৃহের ছদ (ছাদ) দৃষ্ট না হয়, এরূপ স্থানে গমন করিয়া পূর্বমুখ উত্তরমুখ অথবা ঈশানাভিমুখ হইয়া ব্রহ্মযজ্ঞের নিমিত্ত পবিত্র আচমন করিবে। বিপ্রগণ-ঋষিদের প্রীত্যর্থ- পুনঃপুনঃ হস্ত প্রকালন করত তিন-বার জলপান করিয়া যজুর্বেদের প্রীতির জন্ত মুখ দ্বারা মার্জ্জনপূর্বক জল দ্বারা হস্ত প্রকালনাতে, সামবেদের তৃপ্তির হেতু মন্তক স্পর্শনানন্তর অর্ধর্ব-বেদের প্রীতিসাধন জন্ত নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে। আঙ্গি-রসের তৃপ্তির জন্ত নাসিকাধ্বস্পর্শাভ্যে বারিধারা পুনঃপুনঃ হস্ত প্রকালনপূর্বক অঙ্গশাস্ত্র, ব্রহ্মাদি আষ্টাঙ্গ পুরাণ, উপপুরাণ, সৌরাদি মন্ত্র ও ইতিহাস সকল ও শৈবাদি মন্ত্রগণের তৃপ্তির জন্ত প্রোত্র-দ্বয় স্পর্শ। অনন্তর, হে কলজ ব্রাহ্মণগণ! কলবিদ-

মনুষ্য সকল কল্যাক্ষির সন্তোষার্থ ছন্দস্ব স্পর্শ করিবে। এইরূপ আচমন করিয়া দর্ভ পিঞ্জল (কুশ) আন্তরণ করিয়া পানিজলে দর্ভ গ্রহণপূর্বক হোমাস্থলীয় (গৃহীত হোমাস্থলীয়ক) ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত কুশবস্ত্র হইয়া ঈশানা-ভিমুখে সমাহিত চিত্তে স্ব স্ব সূত্রানুসারে ব্রহ্মাবদ্ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। দ্বিজোত্তম মুনি পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করিলে, শূকরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই হেতুক আপনাদি শুভাকাজক্ষী ব্যক্তি সর্স-প্রযত্নে পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবে। ১৬—৩২। ব্রহ্মযজ্ঞের অনন্তর অবগাহনস্থান করিয়া তীর্থজল গ্রহণপূর্বক বন্দী (জিতেন্দ্রিয়) হইয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। অনন্তর, গৃহবহির্দেশে জল দ্বারা হস্ত ও পাদ প্রকালনাতে দেহ-তৃপ্তির জন্ত অগ্নিহোত্রজ ভক্ষ্য প্রণব দ্বারা শোধন করিয়া ঐ ভক্ষ্যদ্বারা যথাবিধি স্নান করিবে। জ্যোতি হৃদ্য ইত্যাদি প্রাতঃকালে হৃদ্য-উদিত হইলে এবং সায়াংকালে জ্যোতিরগ্নি ইত্যাদি দ্বারা হোম করিবে। হৃদ্য অনুদয় কালে হোম, মৃধা (বিফল) হয়, এই হেতুক হৃদ্য স্থিতি কালে হোমস্থ ভক্ষ্য পবিত্র ও শুভ। ২৯—৩৬। হে সূত্রত ব্রাহ্মণগণ! যে হেতু উদিত হোমের সমান শুভ ও পবিত্র ভক্ষ্য নাই এবং অনুদিত হোমের ভক্ষ্য বৃথা (বিফল) হয়, ঈশান মন্ত্রদ্বারা শিরোদেশ, তৎপুরুষ মন্ত্রদ্বারা মুখ, আবোর মন্ত্রদ্বারা বক্ষ ও বাম মন্ত্রদ্বারা গুহ, সল্যো মন্ত্রদ্বারা পাদদ্বয়, প্রণবদ্বারা সর্সাস্ত্র অভিষেক করিবে। অনন্তর, ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ পাদ ও হস্ত প্রকালনাতে ভক্ষ্য ভোগ করিয়া কুশ গ্রহণপূর্বক দেবদেব মহা-দেবকে স্মরণ করত আপোহিষ্টাদি ঋক্ এবং ঋক্, যজুঃ ও সামসম্ভব, পবিত্র মন্ত্র দ্বারা মন্ত্র স্নান করিবে। ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত অন্য তোমাকে সংক্ষেপে স্নানবিধি বলিলাম। এই প্রকার যে ব্যক্তি একবার স্নান করিবে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৮—৪১ ॥

বহুবিশং অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন, আমি সংক্ষেপে লিঙ্গ-পূজা বিধি কহিতেছি শ্রবণ কর। বিস্তারপূর্বক বলিলে শতবর্ষও সমাপ্তি হয় না। এই প্রকার যথাবিধি স্নানান্তে পূজাহলে প্রবেশপূর্বক প্রাণা-সামদ্রয় করিয়া দেবদ্রব্যকে ধ্যান করিবে, পঞ্চ-বস্ত্র দণ্ডভূজ, শুভকটিকমণ্ডপ ত্তরবর্ণ সকলপ্রকার

দ্বন্দ্বকরে ভূষিত বিচিত্রবসন-পরিধান মহাদেবের
এইরূপ রূপ চিত্ত। করিয়া মহানাদি (বহুবীজাদি)
‘হারা শৈবীতম্ (শিবশরীর) স্বয়ং অবলম্বনপূর্বক
মহেশ্বরকে পূজা করিবে। এইরূপে দেহ-ভুক্ত করিয়া
মূলমন্ত্র ক্রমে শ্রাস করিবে। সর্বত্র প্রণবযোগে
ব্রহ্মমন্ত্র শ্রাস করা বিধেয়। পূজাবিষয়ে নমঃশিবায়
এই পরম শুভ। ঐ হুত্রে ছন্দ (বেদ) আর মন্ত্রগণ
হুম্বরূপে স্থিত করেন। হুম্ব বটবীজে শাখাপ্রশাখা-
শালী বটবৃক্ষের হুম্বরূপে অবস্থিতির দ্বায় অতি শোভন
মহৎ ও কারণ স্বরূপ পঞ্চাক্ষর হুম্বমন্ত্রে ব্রহ্ম স্বয়ং
হুম্ববৎ অবস্থিত আছেন। ১—৭। গন্ধচন্দনজল
দ্বারা পূজাহীন মার্জিত প্রকালন, প্রোক্ষণাদি দ্বারা পূজা
পাত্র শুদ্ধি করিবে। কালন ও প্রোক্ষণকর্মে প্রণব-
পাঠ বিহিত আছে। ধীমান্ বিপ্র, প্রোক্ষণীপাত্র,
অর্ঘ্যপাত্র, পাদ্যপাত্র ও আচমনীয়ার্থ কজিত পাত্র
অবশুষ্ঠন (নির্জল) করিয়া যথাবিধি রাখিবে। পরে
সে সকল পাত্র কুশ দ্বারা আচ্ছাদন ও জল দ্বারা
প্রোক্ষণ করিতে হয়। অনন্তর সকল পাঠে হুশীতল
জল দিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, প্রণব উচ্চারণপূর্বক
বক্ষ্যমাণ দ্রব্য সকল রাখিবে। উল্লী (বেগার মূল)
চন্দন পাদ্যপাত্রে, জায়ফল কক্কোল কর্পূর অনন্তমূল
ও মানচূর্ণ করিয়া আচমনীয় পাত্রে স্থাপন করিবে,
এইরূপ সকল পাত্রেতে দিয়া লেপনার্থ চন্দন
কর্পূর ও বিবিধ পুষ্প পাত্রান্তরে স্থাপন করিবে।
৮—১৪। কুশাগ্র, অক্ষত, ধব, ত্রীহি, তিল,
গব্যঘৃত সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ) ভস্ম এই সকল দ্রব্য
অর্ঘ্যপাত্রে রাখিবে। কুশ পুষ্প ধব ত্রীহি বহু-
মূল (অনন্তমূল) তমাল ও ভস্ম প্রণব দ্বারা প্রোক্ষণী
পাত্রে রাখিবে। পঞ্চাক্ষর রুদ্রগায়ত্রী বা বেদসং
কেবল প্রণব শ্রাস করিবে। অনন্তর প্রোক্ষণীপাত্রস্থ
জলদ্বারা প্রণব ও ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিয়া
সমুদায় পূজোপকরণ প্রোক্ষণ করিতে হয়। দেব-
দেবের দক্ষিণ পার্শ্বে দীপ্ত অগ্নির সমুদয় ত্রিনেত্র
ত্রিশংশের কালচন্দ্র-মুক্ত হরি চক্রে চতুর্ভুজ পুষ্পমালা-
ধর, সর্বাভরণভূষিত এইরূপ নন্দী আদিষ্ট আমাকে
অর্চনা করিবে। ১৫—২০। উত্তর পার্শ্বে আমার
পবিত্র স্রবশানায়ী ভার্যা ও মরুতের শুভা সত্রতা-
নায়ী পত্নী অম্বার (হুগার) পাদমণ্ডলতৎপর। এই
উভয়কে পূজা করিয়া পরমেষ্ঠী মহাদেবের গৃহমধ্যে
প্রবেশানন্তর দেবদেবের পঞ্চ মন্তকে ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্র
দ্বারা উজ্জ্বলভাবে পঞ্চ পুষ্পাজলি প্রদান করিয়া, পঞ্চ-
পুষ্প পূজা আদি বিবিধ উপচার দ্বারা পঞ্চকে পূজা

করিয়া কান্তিক, গণেশ ও দেবীপূজানন্তর নিজস্বক্তি
মন্তক হইতে নিদ্রালা অপসারণ করিবে। প্রণবাদি
নমোহস্তক সকল মন্ত্র জপান্তে প্রণবপাঠপূর্বক
পদ্মাসন কলনা করিবে। ২১—২৪। সেই পদ্মের
পূর্বদিকস্থ পত্র অক্ষর (অবিনাশী) সাক্ষাৎ অগ্নিমায়
দক্ষিণ পত্র, লম্বিমায় পশ্চিম পত্র, মহিমায় উত্তর
পত্র, প্রাণিময় বহি কোন প্রাক্যম নৈক্যত পত্র, ঈশি
বায়ুকোণে বশিষ্ঠ, ঈশান পত্র সর্বভক্ত, পদ্মকবিকা
চন্দ্রমণ্ডল, চন্দ্রের অধোদেশে হৃদয়মণ্ডল, হৃদয়ের অধঃ
সাক্ষাৎ অগ্নি। ধর্ম্মাদি (ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য)
বিদিকে (অধ্যাদি চার কোণে) ক্রমে অনন্তাদি
কলনা। পূর্বাদি দিক চতুর্ভুজে অব্যক্তাদি (অব্যক্ত,
মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও চিত্তরূপ) সোমের অস্তে
গুণত্রয় (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) তাহার উর্ধ্বে তিস্রাশ্রয়
(বিশ্ব, তৈজস, প্রাজঃ) তাহার অস্তে (উপরি)
শিবপীঠ (শিবাসন) ঐ পীঠে সন্ধ্যোজাত্য প্রণাম্যমি,
এই মন্ত্র দ্বারা পীঠোপরি স্থাপন, রুদ্রগায়ত্রী দ্বারা
সান্নিধ্যকরণ, অম্বার মন্ত্রপাঠে নিরোধ করিয়া,
ঈশান মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। পাদ্য, আচমনীয়
ও অর্ঘ্য বিভূকে প্রদান করিবে, গন্ধ ও চন্দনযুক্ত
জল দ্বারা যথাবিধি রুদ্রকে স্নান করাইবে। যথাবিধানে
পাত্রে পঞ্চগব্য রাখিয়া মন্ত্রপূর্বক শোধনান্তে তাহা
দ্বারা প্রণব পাঠপূর্বক যথাবিধি স্নান করাইবে।
আজ্য তথা ইন্দুরস আর পবিত্র অচ্ছাদ্য দ্রব্য দ্বারা
প্রণব পাঠপূর্বক মহাদেবকে অভিব্যক্ত করিবে, পবিত্র-
জলপূর্ণ তাম্রদ্বারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক জল মহেশ্বর-
মন্তকোপরি ক্ষেপণ করিবে। ২৫—৩৪। ঐ জল অগ্রে
সুত্র বস্ত্র দ্বারা সান্নিকগণ শোধন করিয়া লইবে। ঐ
জল কুশ, অপামার্গ, কর্পূর জাতি, কবরীর ও সুত্র পুষ্প
মল্লিকা, কমল, উৎপল, ও চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা
পূর্ণ করিবে, জলোপরি সন্ধ্যোজাত্যাদি মন্ত্র পাঠ করা
বিধিসিদ্ধ। তত্রপাত্র পদ্মপত্র ও পলাশপত্ররচিত
পাত্র, শম্ব, মৃদুয় ও শুভপাত্র সচুর্ভব ও সপুষ্প ঐ
সকল পাত্রদ্বারা মন্ত্রপূর্বক স্নানে বিহিত। তেমন্যকে
স্নানমন্ত্র কহিতেছি, ঐ সকল মন্ত্র সর্বার্থসিদ্ধিহেতু
হয়, শ্রবণ কর। ৩৫—৩৯। যে সকল মন্ত্র দ্বারা স্নান
করাইলে মনুষ্য মুক্ত হয়, যে মন্ত্রস্ত মানবগণ! পব-
মানমন্ত্র, তথা সমীচকমন্ত্র, রুদ্রমন্ত্র, নীলমন্ত্র, শুভত্ৰী-
মন্ত্র, রজনীমন্ত্র, শুভ তারুণ্য, চমক মন্ত্র; শিব শুভ
আখর, শান্তি, পুনঃ শান্তি, আরণ্য, বারুণ, জ্যেষ্ঠ
রোহিত্য, পৃথ্বী পুষ্করমন্ত্র, বরিত রুদ্র, বাণি, বাপুর্ষি
আবোদজ, সান্ব, বৃহস্পতি, বিষ্ণু ও বিষ্ণুপাক কপ

শতদ্বক, শিব পঞ্চব্রহ্ম, হৃত্র ও কেবল প্রথমে এই সকল মন্ত্র দ্বারা সকলপাপনাশ জন্ম দেবদেব শিবকে দান করাইবে; পরে বস্ত্র, ধূপ, অন্ন প্রভৃতি দান আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ফল, দীপ, ও অন্ন প্রভৃতি দিবে এবং সুগন্ধি জল ও পুণী আচমনীয় দান করিবে। ৪০—৪৭। মুকুট, শুভঙ্কর (রত্নালঙ্কার) ও অস্ত্রাঙ্গ ভূষণ প্রথমে পাঠে দিবে, মুখবাণাদি তাম্রলও দান করিবে। অনন্তর ক্ষটিক সন্দেশ, সুরবর্ণ, নিকল, অম্বিনী দেবগণের কারণস্বরূপ শিব সর্বলোকস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদি, ধর্মিণ্য অস্ত্রাঙ্গ দেবগণ বেদবিদগণ ও বেদান্তের অগোচর প্রতি এই কথা কহে। এক আদি, মধ্য, অন্ত-রহিত ভবদ্বয়ীয় ভেদ্য স্বরূপ শিবলিঙ্গস্থিত শিব বলিয়া কথিত হয়, উহাকে প্রথম দ্বারা শিবলিঙ্গের মস্তকে পূজা করিবে। স্তব, যথাবিধি জপ, নমস্কার ও প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর বিশেষার্থ্য দান করিয়া চরণযয়ে পুষ্পাঞ্জলি দানানন্তর প্রণিপাতান্তে বহুদ্বয়ে শিবকে আনয়ন করিবে, এইরূপ উত্তম সংক্ষেপে শিবলিঙ্গার্চনাবিধি কথিত হইল। অদ্য আমি তোমার নিকট আভ্যন্তরপূজাবিধি কহিতেছি। ৪৮—৫৪।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

শৈলাদি কহিলেন, হৃদয়ে অগ্নিমণ্ডল হৃদ্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল ক্রমে চিন্তা করিয়া তার উপর গুণত্রয় ও আত্মত্রয় ক্রমে স্থিত তত্ত্বগরি শুদ্ধ সম্পূর্ণাকৃতি অর্জনাদীরূপে মহাদেবকে ধ্যানবিৎ ব্যক্তি পূজা করিবে। সেই মহাদেবচিন্তকের চিন্তনীয় বিষয় বর্তমান ধর্মিও বহু প্রকার, তাহা হইলেও শিববিধিগী চিন্তাই শিব-চিন্তকের আবশ্যক, অজ্ঞা অর্থাৎ অভেদবুদ্ধি না হইলে শিববিধিগী চিন্তা উপপন্ন হয় না। সেই হেতুক ধ্যান, বজ্রমান ও প্রয়োজন এই কয়টিকে শিব-রূপে মনন করিবে। অজ্ঞা প্রভৃতির ইহ শরীরে কখনও শিবাব্যক ব্রহ্মরূপের বিষয় হয় না। পূর শব্দে বোধ, সেই বোধে যিনি শরীর, তিনিই পূরশব্দ-বাচ্য। বজ্রবাহ্য, ইষ্টদেবকে বজ্র (পূজা) করে যে, তাহারই বজ্রমান কহে, বজ্রমানই পূরশব্দ। যেরূপ মহাদেব, ধ্যানের নাম চিন্তন, কল নিবৃত্তি (মহাত্ত্ব), প্রথম পূরকোশি বহুদেব বহুদেব (লিঙ্গ) প্রভৃতি, শিব মন্ত্রিণী তত্ত্ব; তিনিই ব্রহ্ম ও প্রয়োজনাদি

তত্ত্বাব্যক পূরকোশি ও জীব। প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্ত্র, (শব্দতন্ত্র, রূপতন্ত্র, গন্ধ-তন্ত্র, রসতন্ত্র ও স্পর্শতন্ত্র), কল্পেস্ত্রি পঞ্চ (বাক, পাণি, পাশ, পায়ু ও উপস্থ) পঞ্চ বুদ্ধীস্ত্রি (কর্ণ, চক্ষু, রসনা, নাসিকা এবং হৃৎ) এবং মন পঞ্চভূত (ক্ষিত্তি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ) এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। শিব, মতুবিংশ স্বরূপ। এই মহেশ্বর ব্রহ্মারও কর্তা ও ভর্তা। এই শব্দ রুদ্র হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহাকেই বিশ্বাত্মিক বিশ্বের আত্মা বিশ্বরূপ বলিয়া লোকে মনন করিয়া থাকে। যে লক্ষণিতা-মাতা ব্যক্তিকে সম্ভান জন্মে না, সেইরূপ শিব ব্যক্তিত্ব জগতের উৎপাদক হয় নাই ॥ ১—১১ ॥ সনৎকুমার কহিলেন, যদি মহেশ্বর জগতের কর্তা, কারণিতা, এইরূপ প্রতিপন্ন হন এবং জীবগণের পরাধীনতাবশতঃ ও ঈশ্বরে নির্ভরতা ও বৈষম্যের বিরহপ্রবৃত্ত যদি বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থারূপে ও মহেশ্বরে যুক্তিত্যক্ত সম্ভাবনা হয়, তবে তিনি কেন শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য নিকল পরমেশ্বর ও পরমাত্মা কিংবা অনিকল ও অকর্ণব্য এইরূপ ব্যবহৃত হন এবং তাঁহাতে জগতের কর্তৃত্ব বা কীরূপ সম্ভবপর হয়? শৈলাদি কহিলেন, কাল সব করিতেছে, কালকে পরমেশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার কর্তৃত্ব নাই, সেই পরমেশ্বর শিব নিকল, এইটি নিকল মনই জানিতে পারেন ॥ ১২—১৪ ॥ কর্তা দ্বারাই তাহার জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেব-দেবের অষ্টমূর্তি (ক্ষিত্তাদি) স্বরূপই জগৎ, আকাশ-বিনা জগৎ হয় না, আকাশ তাঁহার মূর্তি এবং পৃথিবী-বায়ুতেজোবায়ি বিনা জগৎ সম্ভব হয় না এবং বজ্রমান বিনাও তাহা সম্ভব না। হৃদ্য-চন্দ্র বিনা লোক সম্ভূত হয় না, এই সকল পদার্থ প্রভু মহাদেবের শরীর। বিচার করিলে সেই রুদ্র দেবেরই এই চরাচর স্থূল-দেহ। হে বিশ্বাত্মমগণ! ধর্মিণ্য তাঁহার সেইটাই হৃদ্য শরীর কহেন, যে শরীর বাক্য ও মনের অগোচর, বিদ্যান পুরুষ, কেন ব্রহ্মানন্দে ভীত হন? সেই পিনাকী হইতে আনন্দ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার ভয় করা উচিত নহে। ১৫—২১। বা কিছুভাব পদার্থ আছে, তৎ-সমস্তই রুদ্রের বিহুতি এইরূপ বিবেচনা করিয়া তত্ত্বশি-মুনিগণ, সকলই রুদ্র অর্থাৎ রুদ্রময় এইরূপ কহিয়া থাকেন। এই সমুদ্র জগৎ ব্রহ্মরূপ। রুদ্র, সর্বদেব ও ঈশ্বর। মহাদেব, পুরুষ (জীবাত্মা) মহেশ্বর, পরমাত্মা ও নবময় এইরূপ নির্দিষ্ট হইল এবং কীরূপ চিন্তনই পূরক নির্দিষ্ট হইল। যে হৃত্রত

চতুর্থাংশের দ্বারা বিচারপূর্বক দর্শন করিলে সংসার (জননমরণাশ্রিত) ই সংসারহেতু, আর নিবৃত্তি (বিরাগ) ।

মোক্শের হেতু। চতুর্থাংশের দুই প্রকারে আছে ; তাহার মধ্যে কেহ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই চারিটিকে চতুর্থাংশের বলেন, কেহ বা ধ্যেয়, ধ্যান বজ্রমান ও প্রয়োজন এই চারিটিকেও চতুর্থাংশের বর্ণনা করেন। চতুর্থাংশের ব্রহ্মচিন্তক যোগিগণেরই আবশ্যক। চিন্তা বহুপ্রকার হইলেও কেবল তাহার বাসস্থান বুদ্ধি। পরমেশ্বরী ব্রহ্মা সেই রূপবিধিগণী চিন্তাকে স্থানিত, এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম চিন্তার রোদ্রী এই সংজ্ঞা হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। ইন্দ্রবিধিগণী যে চিন্তা, তাহাকে ত্রৈলোক্য চিন্তা কহে ; সৌরবিধিগণী চিন্তাকে সৌর্য ; নারায়ণ-বিধিগণী চিন্তাকে নারায়ণী চিন্তা কহে। সূর্য ও কলি-বিধিগণী চিন্তাকে পূর্ববৎ তত্ত্বাত্মক চিন্তা কহে। এই সকল চিন্তা কদাচ মুখ্য হইতে পারে না ; কেবল রূপবিধিগণী চিন্তাই মুখ্য। যে পুরুষ এই প্রকার বিচারপূর্বক “সেই আমি, আমি সেই” এইরূপ দ্বিধাভাবে মনকে সংস্থাপন করে, সেই পুরুষ ভক্ত ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপ চিন্তাই ব্রাহ্মী নামে অভিহিত হয়। হে সনৎকুমার ! প্রথম স্তম্ভ চরাচর জগৎ ব্রহ্মময় ও শিবের পূর্ণোক্ত অষ্টমূর্তিরূপ, এইরূপ চিন্তা করিবে। ২২—২৭। সূর্য পুরুষ, অভ্যন্তর (ব্রহ্ম) স্মরণ করত চরাচর বিভাগ ভাগ করিবে। ত্যাজ্য, গ্রাহ্য, অলভ্য, কৃত্য ও অকৃত্য এই কয়টা যাহার নাই তিনিই-তপ্ত ; তাঁহারই ব্রাহ্মী চিন্তা হইয়া থাকে ; অতঃপ্রকারে হয় না। ক্রমে আভ্যন্তর অভ্যর্চন কথিত হইল। আভ্যন্তরপূজকই পূজ্য। যে ব্রহ্ম-বাদিয়া বিরূপ ও বিকৃত তাহারাও নিন্দনীয় নহে। আভ্যন্তর-অর্চকদিগকে পরীক্ষা করিবে না। যদি কেহ বিজ্ঞাত হইয়া পরীক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিম্নক, এই শব্দে ব্যবহার করিব ও তাহারা দুঃখ-পীড়িত ও অন্নচেতা হইবে ; যেমন পূর্বকালে দারুণে মূনিগণ রূপনিন্দা করিয়া দুঃখপীড়িত হইয়াছেন অতঃপ্রবর্ণিতমুখ্য ব্রহ্মবাদিগণ বর্ণপ্রমীদিগের সেবা ও সমস্যা। ২৮—৩০।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উনবিংশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে বিভো ! পূর্বকালে তপশ্চিন্তারত দেবদারু-বনবাসী মূনিগণের সেই বৃন্দ কি কি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। উক্তরেতা দিগম্বর শগবান মহাদেববিকৃতরূপ ধারণ করিয়া কিরূপে দেবদারু-বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই বনে পরমাত্মরূপ রূপদেব সন্মুখে কি কি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, দেবদেবের সেই বনচরিত্র স্বার্থরূপ বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হয়। সূত কহিলেন, ঋতুভুক্তোত্তম ভগবান শিলাবনময় তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাধৈর্যকে স্বয়ং করত কিকিং বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শৈলাদি বলিলেন, সতীক, সপুত্র ও সামিক মূনিগণ মহাদেবের সন্তোষার্থ দেবদারু-বনে স্নান করত তপস্তা করিয়াছিলেন। মায়াবলে নিতান্ত সংশয়োদ্ভাবক, ধূর্জটি, পরমেশ্বর, নীললোহিত, জগন্নাথ, ভগবান রূপদেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দারু-বনবাসী-মূনিগণ শ্রদ্ধাসহকারে সকাম ধর্ম্যাচরণ করিতেছেন কি না, সকৌতুকে তাহা পরীক্ষা করিবার জ্ঞান এবং দেবদারু-বনস্থ সকামধর্ম্যাচারীগণের নিকাম-ধর্ম্যানুরাগ প্রতিষ্ঠার্থ ভগবান শঙ্কর বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ দিগম্বর, বিষম-লোচন, হৃন্দর, দ্বিহস্ত, কৃষ্ণাঙ্গ হইয়া দিব্য দারুণে প্রবেশ করিলেন। ১—৯। পরম হৃন্দরাকৃতি ভগবান মহাদেব হৃন্দর-হমিতসহকারে রমণীগণের কামোদীপক ত্রিলাস প্রদর্শন ও সঙ্গীত করিলেন। হৃন্দরাকৃতি অনঙ্গশত্রু মহাদেব নারীরূপ অবলোকন করিয়া তাহাদিগের ধর্ম-পরোনাস্তি কামোদীপন করিলেন। পতিব্রতা-কামিনী-গণও বনমধ্যে বিকৃতরূপধারী পুরুষরূপী মহাদেবকে দর্শন করিয়া সমাধারে তাঁহারই অনুগমন করিল। বনস্থ পণ্ডিত-চারিত্রিত এবং বৃক্ষবাটিকাবাসিনী রমণীগণ তাঁহার মুখারবিদ্যে হস্ত দর্শন করত গলিত-বস্ত্র ও পতিভাষণ হইয়া চেষ্টান্তর পরিত্যাগপূর্বক তাঁহারই অনুগমন করিল। কেহ কেহ স্বভাবতঃ বিলাস-শূন্য হইলেও তাঁহাকে অবলোকন করত কামমগ্নে স্থগিত-লোচন হইয়া ত্রিলাস গুণকটিক করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন কোন কামিনী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সগ্নিত বন্ধনে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদিগের বসন, অঙ্গ অঙ্গ স্নিগ্ধ ও কটিকৃৎ গলিত হইতে লাগিল। কোন কোন বিদ্রোহী ও বন তাঁহাকে বনমধ্যে অবলোকন করত মদ্যমগ্ন হইয়া

স্বীয় স্বীয় বিচিত্র বলয় ও বহুজন পরিভাগপূর্বক গমন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদিগের নব-বসন খলিত হইল। তখন গলিতবস্ত্রা দিগম্বরী কোন কামিনী তাঁহাকে দেখিয়াও জানিতে পারিল না। মদোন্মত্তা অস্ত্র অস্ত্র কামিনীগণও শাখামূলাভিত, সুপ্রসিক্ত পাশব অথবা বহুজন কিছুই জানিতে সমর্থ হন নাই। হে বিজয়সত্তম! তদনন্তর কেহ কেহ তাঁহার উদ্দেশে গান করিতে আরম্ভ করিল, কেহ নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ বা ধরাভলে শয়ন করিল। কেহ হস্তিনীর স্তায় গমন করিতে, কেহ বা কিছু বলিতে লাগিল। ১০—১৮। কোন কোন কামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া পরস্পরে অবলোকন ও আলিঙ্গন করিতে লাগিল এবং মহাদেবের পথ রোধ করিয়া নানা কৌশল প্রদর্শন করাইতে আরম্ভ করিল। কেহ বলেন আপনি কে? কেহ বা বলিল, এইখানে উপবেশন করুন, কোথায় যাইতেছেন, আমরা দিগের প্রতি প্রসন্ন হইব। রমণীগণ পুলকিতচিত্তে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল। দেবদেবের মায়াবলে পতিব্রতা কামিনীগণও বিগলিত-বস্ত্রা ও গলিত-কেশ। হইয়া পতিসন্নিহিতে বিপরীত ভাবে পতিত হইতে লাগিল। ক্লয়বিকৃতি-রহিত ভগবান মহাদেব সেই রমণীগণের আচরণ ও বাক্য দর্শন ও শ্রবণ করিয়া স্তম্ভাভূত কিছুই বলিলেন না। ব্রহ্মবিগণ তাদৃশাবস্থাপন্ন নারীগণ ও বিকৃতা-কায় শব্দরকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্তম্ভোদ্গরে আকাশস্থ তারকারাশির স্তায় শব্দরের অগম্যনে তাঁহাদের তপস্তা দূরীভূত হইল। কথিত আছে, মহাত্মা ব্রহ্মার বহুমন্ত্রলাকর ঘণ্টা ঋষিশাপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ভৃগুমুনির অভিসম্পাতে মহাবীৰ্যশালী বিষ্ণুও দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া চিরদুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হে ধর্মযজ্ঞ! পূর্বকালে গৌতম মুনির ক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্রেরও লিঙ্গ ছিন্ন ও ভূতলে পতিত হইয়াছিল। ঋষিগণের অভিসম্পাতে বহুদিগের মনুষ্যযোনি ও নহম্মরাজের সর্পস্ব প্রাপ্তির বিষয়ও কথিত আছে। ১৯—২৮। ব্রাহ্মণগণ সর্বদা নারায়ণপ্রীত অমৃত-ধার কীরোদ সমুদ্রকেও অপের করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ হুষ্টিার মনুষ্যদান বারান্দী নগরীতে অবি-মুক্তেশ্বর-সীমক দেবদেব ক্রমকলিক হুমাভিষিক্ত করত তাহার দেহাভিষ্ট অমৃততুল্য দুগ্ধ লইয়া পরম প্রদান সহকারে, মুনিগণ ও ব্রহ্মা দ্বারা অভিষেক করত কীরোদ

সমুদ্রকে পুনরায় আপনার বাসযোগ্য করিয়াছিলেন। ধর্ম, মহাত্মা যাণ্ডব্য কর্তৃক অভিশপ্ত হন। কৃষ্ণায়কে কৃষ্ণদৈত্যায়ন এবং হুর্কাসাদি ঋষিগণ শাপ প্রদান করেন। সাহুজ্য রাঘব মহাত্মা হুর্কাসার শাপগ্রস্ত হন। বিষ্ণুও হুর্কাসী ভৃগুমুনির পদাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন। ইহারা এবং দেবদেব উমাপতি বিরূপাক্ষ ভিন্ন অনেকেই ব্রাহ্মণের বশতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে শৈবমায়ামুক্ত মুনিগণ ভগবান্ শব্দরকে জানিতে না পারিয়া কঠোর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেবও অস্তমিত হইলেন। সেই হুর্কলচেতা মুনিগণও নিতান্ত উদ্ভিগচিত্তে প্রাতঃকালে দারুণ হইতে উৎকৃষ্ট আসনসীন মহাত্মা পিতামহ-সন্নিধানে গমন করিয়া দেবদেবের দারুণব্রাতীত কার্যসকল নিবেদন করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা, ঋণকাল মাত্র মুনিগণের দারুণব্রাতীত কার্যকলাপ শ্রবণ করত উত্তীর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞলিপূর্বক শব্দরকে প্রণাম করিলেন এবং অবিলম্বেই দারুণব্রাতীত মুনিগণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন;—হে মুনিগণ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমরা নিতান্ত ভাগ্যবিহীন, যেহেতুক তোমরা উৎকৃষ্ট নিধি প্রাপ্ত হইয়াও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে না, তোমাদিগের জীবন বৃথা। ১৯—৪১। সংসারধর্ম্মা-বলস্বী তোমরা দারুণে বিকৃতাকারধারী যে পুরুষকে দেখিয়াছ, তিনিই পরমেশ্বর; হে ব্রাহ্মণগণ! অতিথি বিরূপ, সুরূপ, মলিন বা মূর্খ, যাহাই হউক, গৃহস্থেরা কখন তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবেন না। পূর্বকালে পৃথিবীতে দ্বিজাগ্রগণ্য সুদর্শন মুনি অতিথিসেবার বলে কালমৃত্যুকেই জয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে অতিথিসেবা ব্যতীত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের উদ্ধার বা আত্মশোধনের আর উপায়ান্তর নাই। সুবিধ্যাত সুদর্শন মুনি গৃহস্থ হইয়াও মৃত্যু জয় করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, পতিব্রতা ভার্য্যাকে এইরূপ বলিয়া-ছিলেন; হে সুরতে! হে হুত্র! হে হুভগে! যতপূর্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর, তুমি কখনও গৃহাগত অতিথিদিগকে অবমানিত করিও না। সকল অতিথিই সাক্ষ্য মহাদেবস্বরূপ; অতএব আত্মা দান করিয়াও অতিথি সেবা করিবে। সেই পতিব্রতা কামিনী এইরূপ কথিত হইয়া সন্তপ্তা ও বিবশা হইলেন এবং ক্রন্দন করত কহিতে লাগিলেন;—হে প্রভো! আপনি কি বলিলেন। সুদর্শন তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, অতিথি স্বয়ং মহাদেব-স্বরূপ; অতএব আত্মা! সেই শিবতুল্য অতিথিকে সকল বস্তুই দান করা উচিত। তুমি সর্বদা সকল

অতিথিদিগকেই পূজা করিবে। সেই পতিব্রতা কামিনী এইরূপ কথিত হইয়া মালার জায় পতির আজ্ঞা মন্তকে গ্রহণ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর হে দ্বিজোত্তম! সাক্ষাৎ ধর্মদেবী তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা পরীক্ষায় নিমিত্ত দ্বিজোত্তমবেশে মূনির গৃহে আগমন করিলেন। নিষ্পাপ সুদর্শনভাষ্যা ব্রাহ্মণরূপী ধর্মদেবকে অবলোকন করিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন; এবং ধর্মদেব এইরূপে পূজিত হইয়া বলিলেন, হে ভদ্রে! তোমার বুদ্ধিমান পতি সুদর্শন কোথায়? ৪২—৫৪। হে আর্ঘ্যে! অদ্য আমি অশ্বাদির প্রার্থনা করিব না, আজ আমি তোমাকেই চাই। সেই পতিব্রতা কামিনী পূর্বোক্ত স্বামিবাক্য শ্রবণ করত লজ্জাবনত মুখে চক্ষুদ্বয় নির্মালিত করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ধর্মদেব, তাঁহাকে আরও কিছু বলিলেন, তিনিও পতির আজ্ঞামুসারে আত্মসমর্পণার্থ প্রস্তুত হইলেন। ইত্যবসরে তাঁহার স্বামী মহামুনি সুদর্শন, গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে ভদ্রে! কোথায় বাইলে, এই স্থানে এস। তখন অতিথি বলিলেন, হে মহাভাগ সুদর্শন! আমি তোমার ভাষ্যার সহিত সুরভাসকৃত আছি, এক্ষণে কর্তব্য কি তাহা বল। তার পরেই বলিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! সুরভাসকৃত হইল, আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। মহামুনি সুদর্শন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, —আপনি আমার ভাষ্যাকে যথেষ্ট ভোগ করুন, আমি চলিলাম। ধর্মদেব যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া সমুত্তীর্ণ দর্শন করাইলেন। অনন্তর মহাত্ম্যতি ধর্মদেব, বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি তোমার সুশোভনা ভাষ্যাকে ভোগ করিবার কল্পনাও করি নাই, ইহাতে কোন সন্দেহও নাই, কেবল শ্রদ্ধা পরীক্ষা করিবার জন্তই আগমন করিয়াছি। হে সুরভ! তুমি ধর্মবলে মৃত্যুকেও জয় করিলে। অহো! ইহাঁর তপস্কার কি অদ্ভুত বল! এই কথা দলিয়া ধর্মদেব গমন করিলেন। অতএব সকল অতিথিকেই সর্বদা পূজা করা উচিত। হে ভাগ্যবিহীন দ্বিজেন্দ্রগণ! আর বহু বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, তোমরা ভগবান শঙ্করেরই শরণাগত হও। বিজগণ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করত হৃৎষিত ও ব্যাকুলমন হইয়া অভিবন্দনপূর্বক বলিলেন। ৫৫—৬৬। হে মহাভাগ! আমরা জীবনের জন্ত কিছুই ভাবিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের বিকৃতাবস্থা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, অদিশিত মহাদেবকে নিন্দা

করিয়াছি এবং অজ্ঞানবশতঃ সর্বব্যাপী, পিনাকী নীল-লোহিত মহাদেবকেও অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার অবলোকনমাত্রই শাপ-শক্তি হৃৎষিত হইয়াছে। হে দেবেশ! ভীমাকার কর্ণদ্বীপ দেবদেবকে দর্শন করিতে যাদৃশ সম্যাসের আবশ্যক, ত্রৈলোক্যে সেই সম্যাস-ধর্মের বর্ণনা করুন। পিতামহ বলিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! প্রথমতঃ মূনি-ধর্ম অবলম্বন করিয়া পরম শ্রদ্ধা ও তৎপর্য্য গ্রহণপূর্বক বেদাধ্যয়ন করিবে। স্ত্রীনাশকাল বা দ্বাদশ বর্ষ অধ্যয়ন করিয়া সমাপ্তিমান করত দারগ্রহণ ও সুসন্তান উৎপাদন করিতে হইবে। অনুরূপ বৃত্তি বিধানানন্তর পুত্রগণকে বিভক্ত ও স্বয়ং মূনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, অরণ্যে প্রবেশপূর্বক অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা পরমাত্মাধ্বরূপ যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের অগ্নিতে পূজা করিবে। অনন্তর দ্বাদশ বর্ষ বা এক বর্ষ অথবা দ্বাদশপঞ্চ বা দ্বাদশদিন চন্দ্রমাত্র পান করত শাস্ত ও সংযত হইয়া, দেবগণের পূজা করিতে হইবে। এইরূপে পূজাদি সমাপন করিয়া, মন্ত্র পাঠপূর্বক যজ্ঞীয় পাত্রসকল অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত যজ্ঞপাত্র সলিলে নিক্ষেপ ও তৈজসাদি গুরুকে দান করিবে। অসন্তুচিত চিন্তে সমস্ত ধন ব্রাহ্মণদিগকে দান ও ভূমি-বিলুপ্তিমন্তকে গুরুকে প্রণাম করত যতি ও সংসারবিরাগী হইয়া, সম্যাসধর্ম অবলম্বন করিবে। ৬৭—৭৬। বিবেকী, শিখার সহিত কেশচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগপূর্বক ভূঃ পাহা বলিয়া পাঁচবার সলিলে আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর যতি, শৈবমুক্তি লাভ করিবার জন্ত অনশন বা জলমাত্র পান করিয়া এইরূপ ত্রত আচরণ করিবে। যতিধর্মাবলম্বী হইয়া পর্ণভক্ষণ, দুগ্ধ বা জল মাত্র পান অথবা ফল ভোজন করিয়া জীবন স্থাপন করত যদি মৃত্যু উপস্থিত না হয়, তবে এক বৎসর বা ছয় মাস কাল প্রস্থানাদি কষ্ট সহ করিতে হইবে। হে দৃঢ়তর মূনিগণ! এইরূপ ত্রত আচরণ করিয়া ভক্তিসুপ্ত নর, কর্মফলে শিবসামুদ্র বা অবিলম্বেই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রকৃত রুদ্রভক্তের ধ্যাননিয়মে পূর্বোক্ত ত্যাগাদি, নানাবিধ যজ্ঞ, দান, হোম, বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বেদপাঠের কোন আবশ্যকতা নাই। মহাত্মা বেংমুনি ভবভক্তিবলে মৃত্যুকে জয় করিয়া ছিলেন, অমোক্ষিগণও সেই পরমাত্মাধ্বরূপ মঙ্গলময় মহাদেবে ভক্তি বুদ্ধি হউক। ৭৭—৮০।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

শৈলাদি বলিলেন, তৎকালে ত্রুক্ষা ত্রুক্ষ্বিদিগকে এইরূপ কথা বলিলে, তাঁহারা পবিত্র ষেতমুনির কথা শ্রবণ করিলেন । পিতামহ বলিলেন ;—হে বিজগণ ! বুদ্ধতম ত্রীমান্ন ষেতনামা মহামুনি নমস্তে বুদ্ধমত্বে ইত্যাদি পবিত্র রুদ্রাধ্যায়োক্ত মন্ত্র দ্বারা সমাসক্ত মনে ভক্তিপূর্বক পূজা করত মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । হে বিপ্রেক্ষণ ! তার পর মহাতেজা যম ষেত মুনির মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন । গতায়ু, পুণ্যায়ু ষেতমুনি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ধ্যান করত মহাদেবের পূজা করিলে মৃত্যু আমার কি করিবে, এই মনে করিয়া যক্ষ্মী পুষ্টিবর্জন মহাদেবকে পূজা করিলেন । লোক-ভয়ঙ্কর যম, তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—এস, এস ; শিবপুত্রায় তোমার কোন ফল হইবে না । হে দ্বিজোত্তম ! আমি যাহাকে অধিকার করিয়াছি, ত্রুক্ষা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কেহই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন না । এ বিষয়ে আমিই প্রভু ; যাহাকে ঋণকাল মধ্যে যমালয়ে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি, তাহার রুদ্রাধনায় কি হইবে ? হে মুনে ! তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, এইজন্তই তোমাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি । ১—৯ । মুনিসত্তম, তাঁহার সেই ধর্ম্ম-মিশ্রিত ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া, হা রুদ্র ! হা মহাদেব ! এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন । ষেত-মুনি নিতান্ত ব্যাধুল হইয়া সজল ও সম্ভ্রান্ত-লোচনে কালদেবকে অবলোকনপূর্বক বলিলেন ;—যদি আমা-দিগের স্বামী মঙ্গলময় দেবদেব বুধধ্বজ রুদ্র এই লিঙ্গে বর্তমান থাকেন, তাহা হইলে কাল ! তুমি কি করিতে পার ? হে মহাবাহো ! মধিধ মহাস্থাও নিতান্ত শিবানুরাগীদিগের প্রতি তোমার সৌম্য চেষ্টাতে ফল হইবে না । পাশপারী ভয়ঙ্কর যম, ষেত মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করত ভয়ঙ্কর সিংহনাগ করিয়া গতায়ু মুনিকে বন্ধন করিয়া পুনঃপুনঃ বলিলেন ;—হে মিত্রার্থে ! যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্ত তোমাকে এখন বদ্ধ করিলাম ; দেবদেব রুদ্র তোমার কি করিলেন ? কোথায় শিব, কোথায় বা তোমার তাদৃশ ভক্তির ফল ? তোমার পূজা বা পূজার ফলই বা কোথায় ? আমি আমিই বা কোথায় ? হে ষেত !

যার কি গুণ আছে ? আমি তোমাকে বদ্ধ

করিলাম । হে ষেত ! যদি এই লিঙ্গস্থ মহাদেব রুদ্র, তোমাকে রক্ষার জন্ত কোন চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহাকে পূজা করিয়া কি হইবে ? তার পর যারারি সযাশিব ত্র্যম্বক মহাদেব, ত্রাক্ষণ-হননর্থ আগত যমকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার জন্ত সকলের বিষয় উৎপাদন করিয়া পার্বতী, নন্দী ও প্রমথাদিপ-গণের সহিত সত্ত্বর নির্গত হইলেন । বলবান যম মহাদেবকে দর্শন করিয়া ঋণকাল মধ্যেই ভয়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়া মুনিসন্নিধানে পতিত হইলেন । ১০—২১ । হে বিজসত্তমগণ ! উচ্চমতি ষেতমুনি মহাদেবের নিরীক্ষণ মাতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈশ্বরে নিনাদ করিলেন । প্রধানতম দেবগণেরা নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবিগণ অহ্লাদিত হইয়া মহাদেব ও মহাদেবী উমাকে প্রশংসা করিলেন । ষেচরণ মহাদেব ও ষেতমুনির মন্তকোপরি আকাশ হইতে সুশোভন ও সুশীতল পুষ্পবর্ষণ করিলেন । ষেতমুনি তখন অন্তর্যক মৃত দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন । শৈলাদি শিবানুরক্ত নন্দী, শঙ্কর মহাদেবকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, “চকলমতি যম মরিয়াছে, আপনি মুনির প্রতি প্রসন্ন হউন ।” তদনন্তর ভগবান মহাদেব ষেতমুনিকে অনুগ্রহ করিয়া এবং যমকে ঋণকাল মধ্যে মৃত দেখিয়া লিঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । অতএব হে বিজগণ ! মুক্তি ও সর্বস্বত্বপ্রদ মৃত্যুজয়কে ভক্তিপূর্বক পূজা করা কর্তব্য । আর বহুবাক্যে প্রয়োজন নাই, তোমরা সন্ন্যাসী হইয়া ভক্তিপূর্বক মহাদেবকে পূজা করিলেই শোকমুক্ত হইবে । ২২—২৯ । শৈলাদি বলিলেন, ত্রুক্ষা ত্রাক্ষণগণকে এইরূপ বলিলে তাঁহারা বলিলেন, হে দেব ! কিরূপে তপস্তা, যজ্ঞ বা ব্রত দ্বারা পিনাকী রুদ্র দেবদেব মহাদেবে ভক্তি এবং বিজগণ শিবভক্ত হইতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন । ত্রুক্ষা বলিলেন ;—হে মুনিসত্তমগণ ! দান, তপস্তা, বিদ্যা, যজ্ঞ, হোম, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, যোগশাস্ত্রালোচনা বা ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হয় না, কেবল চিত্ত-প্রসন্নতা দ্বারা ইহাও পরম কারুণিক মহাদেবে ভক্তি উৎপন্ন হয় । অনন্তর মহর্ষি সকল তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র ও তর্ক্যাগণের সহিত ত্রুক্ষাকে প্রশংসা করিলেন । অতএব পাণ্ডপাতীভক্তি ধর্ম্ম-অর্থ-কামাদি প্রশংসা করে এবং মুনিগণ সেই ভক্তিপ্রভাবে বিজয় লাভ ও সর্ববিধ মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হন । পূর্বকালে দধীচমুনি অমরত্বপণের সহিত বিহু হস্তিকে জয় করিয়া ঋণরাজকে পদাঘাত করিয়াছিলেন এবং বজ্রাঘাত প্রাপ্ত হন । আমিও মহাদেবের গুণ গান করিয়া মৃত্যুজয় হইয়াছি ।

মুনিবর খেত কালকবলিত হইয়া ও মহাদেবের অনুগ্রহে
আমার শ্রীময় মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।
৩০—৩৩ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, দেবদাকবনবাসী মুনিগণ,
মহাদেবের অনুগ্রহে কিরূপে তাঁহাকে আশ্রয়রূপে গ্রাপ্ত
হন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তদুত্তরান্ত বর্ণনা করুন ।
শৈলাদি বলিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবদাক-বনবাসী
তপঃপ্রভাবে পাবকপ্রভ সেই মহাভাগ মুনিগণকে
বলিলেন ;—এই মহেশ্বরই সর্বপ্রধান দেবতা, তাঁহা
অপেক্ষা পরম বস্তু আর কিছুই নাই । তিনি দেবতা,
ঋষি ও পিতৃগণের প্রভু এবং এই ভগবান্ মহেশ্বরই
কালরূপী হইয়া সহস্রযুগান্তে প্রলয়কালে সকল
শরীরীকে সংহার করেন । তিনিই একাকী স্বতেজ
দ্বারা সমস্ত প্রজা স্বজন করিতেছেন । ইনিই চক্রধারী,
ইনিই বজ্রধারী, ইনিই ত্রীবৎস-চিহ্ন ধারণ কবিতে-
ছেন । ইনি সত্যযুগে যোগী, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, স্বাপক-
যুগে কালান্বিত ও কলিযুগে একেতু বলিয়া বিখ্যাত ।
পণ্ডিতেবা কুরুদেবের এই সকল মূর্তি ধ্যান করিয়া
থাকেন । ১—৭ । গৌরীপটমধ্যে সংস্থাপিত চতুর্কোণ
অষ্টকোণ অথবা বর্জুলাকার স্তূপ ও স্নযোগ্য শৈব-
লিঙ্গের পূজা করিতে হইবে । তমোগুণময় অগ্নি,
বজ্রোক্তগুণময় ব্রহ্মা এবং সর্বপ্রকাশক সঙ্কল্পগুণময় বিষ্ণু
একমূর্তি মহাদেবের মূর্তান্তরমাত্র । গৌরীপটসংযুক্ত
লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম যে স্থানে অবস্থিত করেন, সেই স্থানে
জিতেন্দ্রোদ্য, জিতেন্দ্রিয়, বিশ্রাধিগণ, সর্বলক্ষণযুক্ত,
অন্যান্য অসুষ্ঠুপ্রমাণ, পরম সুন্দর, সুবর্জুল, শান্তসমুদ,
সমমধ্য, অষ্টকোণ, ষোড়শকোণ বা স্তূপ, মঙ্গলময়,
দিব্য, সর্বকল্যায়, প্রভু, সনাতন, দেবদেব, মহাদেবকে
বর্থাবিধি আরাধনা করেন । লিঙ্গধারণেদিকা লিঙ্গের
ষিষ্টগণ, সমান অথবা এক তৃতীয়াংশ, এবং হুল্লক্ষণ-
সংযুক্ত ও গোমুখাকৃতি হইবে । হে ত্রিজাতম-
ন্য ! বেনিকার চতুঃপার্শ্বে ধবপরিমিত পট্টিকা নির্মাণ
করিতে হইবে । তদনন্তর হে ত্রিজাতমগণ ! সুবর্ণ
রজত, প্রস্তর বা তাম্রময়—বর্জুল, চতুর্কোণ, ষষ্টকোণ,
অথবা ত্রিকোণ ত্রণশূন্য, ধেতুগণ, হুল্লক্ষণযুক্ত, পূজার্থ
লিঙ্গ চতুর্দিকে ত্রিংশ বিস্তৃত বেদিকামধ্যে বর্থাবিধি
প্রতিষ্ঠিত করিয়া বেদিকারূপে পরিচাল্য, সর্বাঙ্গ ব্রহ্ম-

ময়পুত কলশ স্থাপন করিবে । অনন্তর পঞ্চ মন্ত্রধারা
লিঙ্গ সেচন করিতে হইবে । ৭—১৮ । এইরূপে
যথাসাধ্য পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে । পুত্র ও
বন্ধুগণের সহিত কুতাঞ্জলি হইয়া একান্তমনে পূজা
করিলে শূলপাণিকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে ।
যাঁহাকে দর্শন করিলে অজ্ঞান ও অধর্ম এককালে
বিনষ্ট হয় এবং অকৃতপুণ্য-ব্যক্তির যাঁহাকে দর্শন
করিতে পায় না, অনন্তর তোমরা তাঁহাকে দর্শন
করিতে সমর্থ হইবে । তদনন্তর দেবদাকবনবাসী
ঋষিগণ পরমতেজস্বী ব্রহ্মাকে প্রাক্ষিপণ করিয়া দেবদাক-
বনে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে দেব-
দেবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন । ১৯—২২ ।
বিচিত্র স্বপ্নিল, পর্কতগুহা, শুভদ নির্জল নদীপুলিন
প্রভৃতি স্থানে, কেহ বা শৈবালমধ্যে উপবেশন করিয়া
কেহবা জলমধ্যে শয়ান, কেহবা দর্ভাসনে উপবিষ্ট,
কেহবা চরণাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া, কেহবা
দন্তচর্চিত্রিত দ্রব্যমাত্র, কেহবা প্রস্তরকুর্চিত্রিত দ্রব্য ভোজন
করিয়া বীরাসনে উপবেশন ও মুগবৃন্তি অবলম্বনপূর্বক
মহাবুদ্ধি মুনিগণ পূজা ও তপস্তা দ্বারা কাল যাপন
করিতে লাগিলেন । এইরূপে সংবৎসরকাল অতীত
এবং বসন্ত সমাগত হইলে, দেবদেব
পরমেশ্বর ভক্ত মুনিগণের পরিতোষার্থ প্রসন্ন
হইয়া অনুকম্পাপূর্বক সত্যযুগে, সিদ্ধিপ্রদ হিমালয়ের
একদেশস্থিত দেবদাকবনে উপস্থিত হইলেন । ভয় ও
ধূলিলিপ্তাঙ্গ, বিকৃতাকার, অগ্নিহস্ত, রক্তপিঙ্গল-
লোচন, গিগম্ব, মহাদেব,—কখন তত্ত্বকরূপে হস্ত,
কখন সবিশেষে গান, কখন শঙ্কারভাবে মৃত্যু, কখন বা
বারংবার বোদন করত আশ্রমগম্য পুনঃপুনঃ ভিক্ষা
ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ২৩—৩০ । তাদৃশী
মায়া বিস্তার করত দেবদেব দেবদাকবনে উপস্থিত
হইলেন । অনন্তর সঙ্গীক ও সপুত্র মহাভাগ মুনিগণ
পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া জল, বিবিধ মালা, ধূপ, গন্ধ ও
স্ততিবাচ্য দ্বারা যথোচিত পূজা করত বলিতে লাগিলেন,
—হে দেবদেবে ! আমরা অজ্ঞানপূর্বক বাধ্য, মন
ও কর্মধারা যে কোন অপরাধ করিয়াছি, আপনি
অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত ক্ষমা করুন । হে মহাদেব !
আপনার বিচিত্র, শুভ, সুকৌশল্য চরিত ব্রহ্মাদি দেব-
গণেরও অজ্ঞেয় । হে বিবেকর মহাদেব ! আপনার
গম্য-অগম্য পথ আমরা কিছুই জানি না ; আপনি
যাহাই হউন, আপনাকে নমস্কার ; মহাত্মা ব্যক্তির
দেবদেব মহাদেব আপনাকে জ্ঞান করে । ৩১—৩৬ ।
আপনি ভব, ভব্য, ভাবন ও উৎপত্তিকারণ এবং অনন্ত-

বল-বীৰ্য্যশালী ভূতপতি ; আপনাকে নমস্কার । আপনি সংহারকর্তা পিশুসর্ব, অব্যয়, নশ্বর, গন্ধা-সলিলাধারী, জগদাধার, শুভময়, ত্র্যম্বক, ত্রিনেত্র, ত্রিশূলধারী, সুখবিধাতা, অঘিষরূপ, পরমাত্মা, শঙ্কর, সুবধন, গণপতি, দণ্ডহস্ত, কালাস্তক, পাশধারী, বৈদিক মন্ত্রোক্ত প্রধান উপাস্তদেব, অনন্ত ; আপনাকে নমস্কার । হে দেব ! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, স্বাবর, জন্ম সকলই আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । আপনিই পালন ও ধ্বংস করিতেছেন । হে ভগবান ! আপনি প্রসন্ন হউন । ৩৭—৪২ । মনুষ্যগণ অজ্ঞান বা জ্ঞানপূৰ্ব্বক যে কোন কৰ্ম্ম করে, ভগবন ! আপনিই যোগমায়াবলে সে সকল কার্য্য করাইতেছেন । মুনিগণ হঠাতঃকরণে এইরূপে দেবদেবের স্তব করিয়া আমরা আপনার প্রকৃত মূর্তি দেখিতে ইচ্ছা করি, এইরূপ প্রার্থনা করিলেন । অনন্তর শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া স্বরূপ ধারণপূৰ্ব্বক তদদর্শনার্থ তাঁহাদিগকে দিয়া দৃষ্টি প্রদান করিলেন । দেবদাক্ষবনবাদী মুনিগণ, লব্ধদৃষ্টি দ্বারা ত্র্যম্বককে অবলোকন করিয়া পুনরায় ঈশানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৩—৪৬ ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষাতিংশ অধ্যায় ।

আপনি দিগম্বর, কৃতান্ত, ত্রিশূলী, স্কন্দ, কৈরাল, করালবান, গজাননমস্তকানন্দকারী, রুদ্র, যজ্ঞমানরূপী, সর্বদেবনামস্তুত, প্রণতাত্মা, নীলজটাজুটধারী, ত্রিকূট, নীলকূট, চিতাভয়াশোভিত-দেহ, দেব ! আপনাকে নমস্কার । তুমি দেবগণমধ্যে ব্রহ্মা, রুদ্রগণমধ্যে নীল-লোহিত, সর্বভূতের আত্মা, তুমিই সাক্ষ্যাত্ত পুরুষ, পৰ্ব্বতমধ্যে হুমেরু; নক্ষত্রগণমধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণ-মধ্যে বসিষ্ঠ, দেবগণমধ্যে ইন্দ্র ও বেদগণমধ্যে ঔদার ; তুমি সাক্ষীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ সামগান । হে পরমেশ্বর ! তুমি আশ্রয়-পশুসংঘে সিংহ, গ্রাম্য-পশুসংঘে গাভী, আপনি লোকপুঞ্জিত ভগবান । ১—৭ । আপনি সর্বত্র বর্তমান থাকিলেও যে যে রূপ অবলম্বন করিবেন, আমরা ত্র্যম্বোক্ত বাক্যানুসারে সেই রূপেতেই আপনাকে দেখিতে পাইব । কাম, ক্রোধ, লোভ, বিদ্বাদ, মদ, এই সকল বৃত্তিতে ইচ্ছা করি, হে পরমেশ্বর ! প্রসন্ন হইয়া আমাদেরকে বুঝাইয়া দেন । হে দেব ! আপনি সংঘতাত্মা ; মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে আপনি ললাটে হস্ত্যর্পণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করেন ।

জিজ্ঞাসাত্তে শঙ্করপ্রসাদে মুনিগণ । আপনারাই সমস্ত জানিতে পারিলেন) সেই অগ্নি ও অগ্নিশিখাধারা সমস্ত জগৎ বেষ্টিত হইল । সেই শৈবললাটোস্থিত অগ্নি হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দম্ব, উপদ্রব প্রভৃতি বিরূতায়ির উৎপত্তি হয় । আপনার ললাটোখ বহ্নিধারা মনুষ্য, চরাচর ভূতসমূহ ও অস্ত্রাত্ম সমস্ত প্রাণিগণ দম্ব হয় । হে হুমেশ্বর ! দহনকালে আপনিই আমাদের গিরিত্রাতা । ৮—১৩ । হে মহেশ্বর ! মহাভাগ প্রভো ! হে শুভদর্শিন ! আপনি লোকহিতের জন্ত সোমরূপে ভূতগণকে নীতল করেন । হ নাথ ! আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করিব ; সহস্রকোটি ভূত ও শতকোটি রূপেতেও আমরা আপনার অন্ত নির্ণয় করিতে পারি না ; হে দেব ! আপনাকে নমস্কার । ১৪—১৬ ।

ষাতিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

নন্দী কহিলেন, অনন্তর ভগবান মহেশ্বর, মুনি-দিগের স্তব শ্রবণ করিয়া সন্তোষ লাভপূৰ্ব্বক এই বাক্য বলিলেন ;—তোমাদিগের কীর্তিত এই স্তব যে পাঠ করিবে এবং শ্রবণ করিবে বা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করাইবে, সেই ব্রাহ্মণ, গাণপত্যপদ প্রাপ্ত হইবে । হে মুনিসন্তমগণ ! তোমরা মন্ত্রজ ; তোমাদিগের হিতার্থ পুণ্য-কথা বলিতেছি শ্রবণ কর । সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ আমার দেহজা প্রকৃতি দেবীস্বরূপ ; এবং হে বিশ্রগণ ! সমস্ত পুংলিঙ্গ আমার দেহসমুদ্ভব পুরুষ স্বরূপ । এই উভয় দ্বারাই আমি সৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহাতে সংশয় নাই । অতএব দিগম্বর সর্বোত্তম বালক ও উন্নতের গ্রায় চেষ্টাবান, মন্ত্রজ ব্রহ্মবাদী যতীদিগকে কদাচ নিন্দা করিবে না । যে ব্রাহ্মণেরা ভয়ানকাদিতকলেবর, ষাঁহার ভয়ানক পাপ দূরীভূত করিয়াছেন, ষাঁহার যথোক্তব্রতচারী, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যানপরায়ণ, শিবভক্ত উচ্ছ্রেতা হইয়া সংযত বাক্যমন-কায়দ্বারা মহাশেবের অর্চনা করেন, তাঁহারা চির কায়ের জন্ত রুদ্রলোকে গমন করেন । অতএব লিঙ্গরূপী মহাশেবের কৃষ্ণসংঘ শ্রেষ্ঠ ব্রত অথবা ভদ্রব্রতাবলী ভয়ানকাদিত-কলেবর মুণ্ডিতমস্তক ব্রহ্মচারিদিগকে নিন্দা বা লজ্জান করা বিধান ব্যক্তি-দিগের কর্তব্য নয় । ১—১১ । ষাঁহারাই ইহ বা পরলোকে আশ্বহিত প্রার্থনা করেন, তাঁহারা কদাচ

যেন শিবভক্তদিগের প্রতি হাঙ্গ বা অশ্রির বাক্য প্রয়োগ না করেন, কারণ যে দুর্ভূত তাঁহাদের নিম্না করে তাঁহারা প্রকারান্তরে শিবেরই নিম্না করিয়া থাকে। যিনি করেন না, তিনি মহাদেবকেই পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপে মহাদেব ভগ্নাচ্ছাদিতদেহ মহা-যোগীরূপ ধারণ করিয়া, লোকহিতার্থ যুগে যুগে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই ব্রত অবলম্বন করিলে, তোমা-দিগেরও মঙ্গল ও সিদ্ধি লাভ হইবে। মহাভয়-প্রাণাশ-হৃত্ত শিবোক্ত অনুপম পরম পদ বিদিত হইয়া, চিত্ত হইতে সংসারমুখ ও মোহ দূরীকৃত করত ঋষিগণ অবনত মস্তকে মহাদেবকে তৎকালে প্রণাম করিলেন। তৎপরে ঋষিগণ নন্দীবাচ্য শ্রবণে প্রীতি লাভ করিয়া, বিশুদ্ধ কুশ্পুমিশ্রিত স্নগন্ধি মহাকুস্ত-জলে মহেশ্বরকে স্নান করাইলেন এবং সুস্বরময় স্তোত্র ও ধ্বজার গান করিতে লাগিলেন। হরগৌরী-রূপী, সাংখ্যযোগ-প্রবর্তক, মেঘরূপী কৃষ্ণবাহনাক্রুত, গজচর্ম-পরিধান, কৃষ্ণসার-চক্ষোত্তরীয়, সর্প-মস্তোপবীতধারী মহাদেবকে নমস্কার। ১০—১৭। যিনি সুরচিত্ত বিচিত্র কুণ্ডল, উৎকৃষ্ট মালা ধারণ ও ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিতেছেন, অতি যশস্বী সেই শঙ্করকে নমস্কার। অনন্তর, মহেশ্বর প্রীত হইয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন; —হে হুত্রত ভগ্নিগণ! তার পর ভুগু, আমি তোম-দিগের তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমরা বর গ্রহণ কর। তারপর ভুগু অগ্নিরা, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, সুকেশ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরীচি, কশ্চপ, কথ, মহাতপা সমস্ত প্রভৃতি মুনিগণ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন, হে প্রভো! কিরূপে ভগ্নদ্বারা দেহ পবিত্র হয়, নগ্নত্ব কয় প্রকার, প্রতিপথগামিত্ব বা কাম্যকর্ম-সেবিত্বই বা কিরূপ, এই পূর্বোক্ত চতুস্তরমধ্যে কোনগুলি সেব্য বা অসেব্য, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তার পর ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল ঋষিগণকে অবলোকন করত বলিলেন ॥ ১৮—২৪ ॥

ত্রয়স্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্তিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, আজ আমি ভগ্নদ্বাদ্বি-মাহাত্ম্যকথার সায় অংশ তোমাদিগকে বলিব। সোমকারণ অগ্নি এবং নিত্য অগ্নিসংযুক্ত সোম, এই উভয়ই আমি। তারতবর্ষাশ্রয়ে উৎপন্ন কর্মকল অগ্নিই আনয়ন করিয়া থাকেন। অগ্নি-স্বাবরজসমা-

স্বক, উত্তম ও পবিত্র জগৎকে বারংবার দগ্ধ ও ভগ্নসাং করিয়াছেন। সোম ভগ্ন দ্বারা সামর্থ্যবদ্ধিত করিয়া, ভাঙগণকে উন্নীলিত করেন। যে ব্যক্তি অগ্নির উপাসনা করিয়া ভিলক সেবা করিবে, সে বর্জিত আমার ভগ্ন দ্বারা সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ভগ্ন তক্ষণ করিলে শোভা বৃদ্ধি হয়, শুভ তাবনা উপস্থিত হয় এবং সর্বপাপ ভগ্নীভূত হয়; এই জন্তই ইহার নাম ভগ্ন হইয়াছে। পিতৃগণ উন্নপারী, দেবগণ সোমসমুত, এই স্বাবরজসম সমস্ত জগৎ অগ্নি ও সোমাত্মক ॥ ১—৬ ॥ আমি অতি-তেজস্বী অগ্নি এবং সোমদেব অস্বিকাররূপ। অগ্নি স্বরূপ আমি এবং সোম এই উভয়ে সাক্ষাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি। হে মহাভাগ ঋষিগণ! এই জন্তই ভগ্ন আমার বীর্ঘ বলিয়া বিখ্যাত। আমি শরীর দ্বারা স্ববীর্ঘ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করি। তদবধি অন্তত লোক ও হৃদিকাগ্নি ভগ্ন দ্বারাই রক্ষিত হয়। ভগ্নলেপন দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা, জিত-ক্রোধ, জিতেশ্রিয় ব্যক্তিগণ আমার সমীপে চিরকালের জন্ত আগমন করেন। পান্ডুপত-ব্রত, যোগশাস্ত্র এবং সাংখ্যশাস্ত্র আমাকর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে সর্বোত্তম পান্ডুপতব্রত অগ্রে নির্মিত হইয়াছে। অনন্তর, আমি ব্রহ্মা দ্বারা অবশিষ্ট আশ্রমিগণকে সৃজন করাইয়াছি। লজ্জামোহ-ভয়াত্মক সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই আমি সৃজন করিয়াছি। দেবতা, মুনিগণ এবং এই জগতের সমস্ত লোকই নগ্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। বাহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বস্ত্রাচ্ছাদিত হইলেও নগ্ন এবং বাহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, তাঁহারা বস্ত্রশূণ্য হইলেও অনগ্ন। অতএব বস্ত্র নগ্নতা বা অনগ্নতার কারণ নয়। ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, যৈরাগ্য, মান এবং অবমানা তুল্য জ্ঞান, এই সকলই প্রকৃত ও উত্তম আবরণ। যে ব্যক্তি ভগ্ন দ্বারা পবিত্রাঙ্গ হইয়া মনে মনে মহাদেবের ধ্যান করেন, অথবা সহস্র অকার্য্য করিয়াও ভগ্ন দ্বারা আত্ম শরীর পূত করেন, তাহা হইলে অগ্নি যেমন তেজঃ দ্বারা বন দহন করে, তেমনি ভগ্নও তাঁহার সমস্ত অকার্য্য দগ্ধ করে। অতএব বস্ত্রপূর্ণ হইয়া যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যায় ভগ্নদ্বারা অর্থাৎ ভগ্ন-দ্বারা গাত্র পবিত্র করেন, তিনি গাণপত্যশব্দ প্রাপ্ত হন। বিবিধ বজ্র সম্পাদন ও উত্তম ব্রত গ্রহণপূর্বক বাহারা মহাদেবের লীলাবিগ্রহ তাবনা করত তাঁহার চিত্ত করেন, তাঁহারা বামমার্গে মোক্ষ লাভ করেন; আর বাহারা দক্ষিণ-মার্গে কাম্যকর্ম করেন, তাঁহারা অগ্নিমা, পরিশা, লবিমা, ইচ্ছাযাত্রাই অভিলষনসিদ্ধি, প্রাচুর্য, ঐচ্ছিক

বশিত এবং অমরত্ব প্রাপ্ত হন। ৭—২১। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকাম ব্রত অবলম্বনপূর্বক পরম ঐর্ষ্যা লাভ করিয়াছেন এবং তাহাদিগের ভেদানিতা সর্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে; অতএব মদ, মোহ, বিষরাগুরাগ, তমঃ ও রজোগোষ পরিত্যাগপূর্বক ভবঘরনা-নিবৃত্তিহেতু পাণ্ডপত্ৰ ব্রত অবলম্বন করিয়া সর্বদাই মহাদেবের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে। যে ব্যক্তি শুচি, ঋদ্ধাযুক্ত ও জিহ্বেশিয় হইয়া সৰ্বপাপনাশন এই শিববাক্য ধ্যান করত পাঠ করেন, সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করেন। বসিষ্ঠাদি ব্রহ্মবি-
গণ শৈববাক্য শ্রবণ করত ভস্ম-পাণ্ডুরাক্ত ও বিগত-
পুণ্য, হইয়া শৈবভক্ত্যেবালে কলাতকালস্থায়ী শিব-
লোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত অবস্থিতি করিলেন। অতএব সর্বদা মহাযোগীন্দ্র আশঙ্কায়, বিকৃত, মলিন হইলেও ভয়াদিক্ত ব্যক্তিদিকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না; বরং তাহাদিগকে পূজা করিবে। এক্ষণে বহুবাক্য-
ব্যয়ে প্রয়োজন নাই, ভবভক্ত হিজোত্তমদিককে শিবব্রত পূজা করিতে হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভবভক্ত মৃতব্রত বিশেষগণ মলিন হইলেও পুজনীয়। দ্বীচ মুনি কেবল রুদ্রশক্তি দ্বাৰা দেবদেব নারায়ণকে জয় করিয়াছিলেন। অতএব ভয়াদিক্তকলেবর জটিল, বা মুণ্ডিত মস্তক, নমঃ বহুরূপধারাদিগকে, কায়মনোবাক্যে সর্বদা শিববৎ পূজা করিবে। ২২—৩১।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, হে হুত্রত শৈলাদে। দ্বীচ মুনি কিরূপে দেবদেব জনার্দনকে সমরে জয় করিয়া কুপ্তরাজ্যকে পলাবাত করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা মহাতপ। মুনিবর মহাদেবের অহুগ্রহে বজ্রাছিন্নলাভ ও মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন, অহুগ্রহে করিয়া বনু। শৈলাদি বলিলেন, মুনিবর দ্বীচের মিত্র ব্রহ্মপুত্র, মহা-ব্রহ্মী, গোকপালক কুপ নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন। বহুকালেতে প্রসঙ্গক্রমে ক্ষত্রিয়—শ্রেষ্ঠ না, ব্রাহ্মণ—শ্রেষ্ঠ এই বিবর লইয়া তাহাদিগের বিবাহ উপস্থিত হইল। রাজা অষ্টলোকপালের শরীর ধারণ করেন, অতএব আমি ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিখতি, বরুণ বায়ু, সোম, কুবের; অধিক কি আমিই ঈশ্বর; সিংহদেহ আমাকে অবমাননা করা উচিত নয়। হে হুত্রত! যে চ্যাবনেয়! শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণদিগের

শ্রেষ্ঠদেবতা বিষ্ণুও আমি। অতএব আমাকে অবমাননা করা দূরে থাক, সৰ্ব্বপ্রকারে পূজা করাই উচিত। চ্যাবনজনয়, স্বগোবরাএ, মুনিসন্তম দ্বীচ কুপ্তরাজের তাদৃশ মত শ্রবণ করিয়া তাঁহার মস্তকে বামমুষ্টিদ্বারা আঘাত করিলেন এবং বলবান কুপ্তপুণ্ডিত বজ্রদ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন করিলেন। ১—২। পূর্বকালে কুপ-
নৃপতি ব্রহ্মার কুত হইতে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং অশ্রুবর্ধার ইন্দ্রপ্রেরিত হইয়া ইন্দ্র হইতে বজ্রদ্বারা করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণা-
পূর্বক নরদেহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর আবাস করত হন। এই জন্ত মহাবল-পরাক্রম, ইন্দ্রতুল্য বলবান ব্রাহ্মণ এবং পবিত্র কুপ্তরাজ্য দ্বিজেন্দ্র দ্বীচকে জয় করিয়াছিলেন। বিজাশ্রেষ্ঠ দ্বীচ বজ্রনিহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাগব মুনিকে যত্ন করিলেন। দেহিপ্রেরিত ব্রহ্মচার্যও যোগবলে আগমন করিয়া বজ্রভাঙিত দ্বীচের দেহ সজ্জিত করিলেন। ভাগব মুনি, দ্বীচের দেহ সজ্জিত করিয়া বলিলেন, হে মহাভাগ! দ্বীচ! হে বিপ্রর্ষে! ব্রহ্মাদিদেবগণ-পূজ্য, নিরঞ্জন দেবদেব উমাপত্যকে পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে তুমি অমরত্ব লাভ কর। আমিও তাঁহারই প্রসাদে এই মৃত-
সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিয়াছি। ১০—১৬। এই জগতে কোন স্থানেই শিবভক্তের মৃত্যুভয় নাই। ত্রিলোকের পিতা, সোম, অগ্নি, সূর্য এই ত্রিমণ্ডলের জনক, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি এই ত্রিগুণের—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনঃ এই ত্রিতত্ত্বের ও গার্হপত্য, আহবনীয়া, দক্ষিণাধি এই অমিত্রয়ের ঈশ্বর, সর্বত্র ত্রিভাঙত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ররূপ, যশস্বী, পুষ্টিবর্ধন মহাদেবকে আমরা পূজা করি। তিনি সর্বভূত, ত্রিগুণ, প্রকৃতি, সর্বকেন্দ্রিয়, দেবগণ, প্রমথ, সর্বস্থানেই বিদ্যমান আছেন। যশস্বী পরমেশ্বর পুষ্পস্ব গন্ধের জ্ঞায় হুস্ত। হে হিজোত্তম! পরমেশ্বরের পুষ্টিপ্রকৃতি তাহা হইতেই উৎপন্ন। হে হুত্রত! মহামুনে! মায়াভ্রম, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মুনিগণ, ইন্দ্র, দেবগণ, সকলেরই মহাদেব হইতে পুষ্টিবর্ধন হয়। আমরা, কর্ণ, তপস্তা, বোধাধ্যয়ন, যোগ ও ধ্যান দ্বারা, সনাতন রুদ্র-
দেবকে আরাধনা করি। পুরোক্ত সত্যব্রত আশ্রয় করিলে মহাদেব স্বয়ং মৃত্যুশাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন। কাঁড়ফড় ফল যেমন স্বর্ঘ্যভাগে পক হইয়া আপনি বহুমুক্ত হয়, শিবভক্তেরাও তদ্রূপ ভক্তি-
প্রভাবে স্বয়ং মুক্তিলাভ করেন। আমিও মৃতসঞ্জীবন-
মন্ত্র শব্দ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি জলমাত্র

পান করিয়া দিবারাত্র অণ, হোম ও মন্ত্র পাঠ করত লিঙ্গসমীপেস্থান করে, তাহার মৃত্যুতর থাকে না দ্বীচ মুনি তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া তপোমূর্ত্তানপূৰ্ণ মহাদেবকে আরাধনা করিয়া, বজ্রাধিত, অব্যত এবং অদীনতা লাভ করেন। মুনিসন্তম দ্বীচ এইরূপে বজ্রাধিত ও অস্ত্রের অব্যততা প্রাপ্ত হইয়া সুপরাধার মন্তকে পাদাঘাত করিলেন। ক্রূপ ভূপতিও তাঁহার বক্ষস্থলে বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। ১৭—২১। বজ্রময় শরীর পরমেশ্বরের প্রভাবে ক্রূপপ্রাপ্ত বজ্র দ্বীচ মুনির প্রাণনাশক হইল না। তখন সুপরাধা দ্বীচ মুনির অব্যত, অদীনতা, ও প্রভাব দর্শন করিয়া, পঙ্কজ, ইন্দ্রাঙ্ক মুকুন্দের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ৩০—৩৬।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

অনন্তর শ্রী-ভূমি-সমধিত, শ্রীমান, শচীচক্রগদাধর, কিরীটী, পদ্মহস্ত, সর্কালঙ্কারভূষিত, পীতাম্বর, দেব-দৈত্যগণবেষ্টিত গরুড়মুখ ভগবান পুরুষোত্তম, তাঁহার পুত্রায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিয়া দশন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা দেবদেব-জনাদিনকে অবলোকন করিয়া প্রণাম করত স্ততিবাক্যে গরুড়মুখের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ;—ভূমি সকলের আদি, তোমার আদি নাই, ভূমি প্রকৃতি, ভূমি জনার্দন। ভূমি পূরুষ, ভূমি জগতের নাথ, ভূমি বিষ্ণু, ভূমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি, পিতামহ ব্রহ্মাও ভূমি; হে জনার্দন! ভূমি আশা, প্রথম জ্যোতিঃ; হে শ্রীপতে! হে ভূপতে! হে প্রভো! ভূমিই পরম ধাম পরমাত্মা, তমোময় রক্ত তোমারই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন, তোমার অনুগ্রহেই জগৎকর্তা রজোময় পিতামহ এবং সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। হে কালমূর্ত্তে! হে হরে! হে বিষ্ণে! হে নারায়ণ! হে জগন্ময়! হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে মহেশ্বর! মহা অহঙ্কার এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, সর্বত্রই আপদি অধিষ্ঠিত আছেন। ১—১। হে মহাদেব! হে জগদ্ব্যপ! হে পিতামহ! হে জগদ্বৃন্দো! হে দেব-দেবেশ! আমি আপনার শরণাগত, প্রথম হউন। হে বৈষ্ণব! হে শৌর্য! হে বর্কষ! হে বাহুদেব! হে মহাত্মা! হে সর্কণ! হে মহাভাগ! হে মহাবল! হে পুরুষোত্তম! হে সর্কতানিকর! হে

মহাবিষ্ণে! হে সর্কবিষ্ণে! তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণে! শ্রীর-সমুদ্রের মধ্যে দ্বিবা প্রকৃতি এবং সহস্রকণসংযুক্ত তমোময়মূর্ত্তি অনন্ত তোমার আসন। হে দেবেশ! হে সুব্রত! ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সেই আসনের পাদস্বরূপ। সপ্ত পাতাল তোমার পাশস্বরূপ, ধরা তোমার জঘনদেশ, সপ্ত সমুদ্র তোমার বস্ত্র, দিক্ সকল তোমার মহাত্মা। হে বিতো! স্বর্গ তোমার নাভি, বায়ু তোমার নাসিকা। চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার চক্ষু, পুষ্করাগি মেঘসকল তোমার কেশ, নক্ষত্রাদি তোমার কণ্ঠভূষণ; আমি কিরূপে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইব? কিরূপেই বা পুরুষোত্তম আপনাকে পূজা করিব। ১০—১৭। হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার। আমি ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা করিলাম, যাহা শুনিলাম এবং আশঙ্কায় যে যশ কীর্জন করিলাম, হে ঈশ! যদি তাহাতে কোন দোষ থাকে, আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন। যে ব্যক্তি সর্কপাপ-প্রাধান সুপরিচিত বৈষ্ণবস্তোত্র ভক্তিপূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবে, অথবা ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইবে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। ১৮—২০। ক্রূপ ভূপতি দেবাদিসংস্কৃত অজয়ে নারায়ণকে পূজা ও স্ততি করিয়া ভক্তিপূর্বক অবলোকন ও অবনতমস্তকে প্রণাম করত নিবেদন করিলেন—হে ভগবন! দ্বীচ নামেতে বিখ্যাত ধর্মাত্মা, বিনীতস্বভাব এক জন ব্রাহ্মণ আমার পরম বন্ধু ছিলেন। হে বিষ্ণে! হে বিষ্ণে! হে জগৎপতে! সকলের অব্যত, শিবারণ্যতৎপর সেই দ্বীচ সভামধ্যে অবলোকনপূর্বক আমার মন্তকে বামপাশাঘাত করিলেন এবং সগর্বে বলিলেন, আমি কাহাকেও ভয় করি না। হে জগদীশ্বর! আমি তাঁহাকে ভয় করিতে ইচ্ছা করি। হে জনার্দন! বাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তাহা করুন। শৈলাদি বলিলেন, অনন্তর হরি দ্বীচির অব্যত এবং মহেশ্বরের অতুল প্রভাব ময়ণ করিয়া ক্রূপ ভূপতিকে বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! শিবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণদিগের আর কোন ভয় থাকে না। বিশেষতঃ নীচ ব্যক্তিগণ ও রজাশ্রয়ে কোন ভয় নাই, দ্বীচের কথা আর কি, বলিব ৭.২১—২৮। অতএব হে মহাভাগ ভূপতে! কোন মতেই তোমার বিজয়লাভের সম্ভাবনা নাই। শেবগণ এবং আমারও বিশ্রাণ হইবে, সেইজন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত। হে রাজেন্দ্র! নক্ষত্রস্তে ব্রাহ্মণশে আমার ও শেবগণের মৃত্যু ও উদ্ধার হইবে। অতএব হে রাজেন্দ্র! হে বিষ্ণে! দ্বীচবিজয়ের জন্য আমি সর্কতোভব

মহু করিব। শৈলাদি বলিলেন, নুপভূপতি বিম্বাবা-
 শ্রবণ করিয়া নারায়ণকে বলিলেন, আপনার বাহা
 ইচ্ছা তাহাই করুন। অনন্তর ভক্তবৎসল জগদগুরু
 ভগবান্ ত্রাস্রণের রূপ ধারণ করিয়া মহর্ষি দ্বীচের
 আশ্রমে গুমনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন; ত্রীভগবান্
 কহিলেন;—হে দ্বীচ! হে ব্রহ্মর্ষে! হে শিবসেবা-
 তৎপর সনাতন! আমি আপনার নিকটে একটি বর
 প্রার্থনা করি, আপনি আমাকে দেই বর দান করুন।
 দ্বীচ মুনি এইরূপে দেবদেব বিষ্ণু কর্তৃক যাচিত হইয়া
 কহিলেন;—হে জনার্দন! আমি আপনার সমস্ত
 অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছি, আপনি ত্রাস্রণরূপ
 ধারণ করিয়াছেন। হে জনার্দন! আমি রুদ্রদেবের
 অনুগ্রহে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকলই জানিতে
 পারিয়াছি, এক্ষণে ত্রাস্রণরূপ পরিত্যাগ করুন। হে
 মধুসূদন! নুপভূপতি আপনাকে আরাধনা করিয়াছে।
 হে ভগবন্! হে হরে! তোমার এই ভক্তবৎসলতা
 আমি জানি, আপনার এই ভক্তবৎসলতা সর্বতো-
 তাবে উপযুক্ত। হে বরদ! হে পরলোচন! যদি
 শিবারাধনতৎপর মাণ্ড্য ব্যক্তির কোন ভীতি থাকে,
 আপনি তাহা যত্নপূর্বক বলুন। ২৯—৩৯। হে
 জনার্দন! আমি মিথ্যা বলিতেছি না, এই জগতে
 দেব, দৈত্য, যিজ, কাহারও সমীপে আমি ভয় পাই
 না। নন্দী বলিলেন;—জনার্দন দ্বীচের বাক্য শ্রবণ
 করিয়া কণমাতে দ্বিজরূপ পরিত্যাগ ও স্বরূপ ধারণ-
 পূর্বক সহস্রাবদনে কহিলেন;—হে সূত্রত! তোমার
 কোন স্থানে ভয় নাই; তুমি শিবারাধনায় নিযুক্ত;
 সুতরাং তোমার কোন বিষয়েই অস্বস্ততা নাই। হে
 বিপ্রেন্দ্র! আমি তোমার নমস্কার করি, তুমি আমার
 আদেশানুসারে সভামধ্যে “আমি ভয় পাইতেছি,”
 এই কথাটি একবার নুপভূপতিকে বল। মহামুনি
 নারায়ণের এই সাক্ষাৎ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও সাক্ষাৎ
 পিপাকী, শঙ্কর শত্ৰু, দেবদেব মহাদেবের প্রত্যবে
 আমি কাহারকেও ভয় করি না, এই কথা বলিলেন।
 অনন্তর নারায়ণ মহামুনির বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া
 সত্যদেব দ্বীচকে লক্ষ্য করিবার ইচ্ছায় চক্রে উভোলল
 করিলেন। দ্বীচপ্রত্যবে হৃদশর্শনায় নুপ ভূপতির
 সমীপেই কুষ্ঠিত হইল। ৪০—৪৯। দ্বীচমুনি বিষ্ণু-
 চক্রে কুষ্ঠিত ভাবে দর্শন করিয়া ক্রবৎ হস্ত করত
 জগৎকাষণ বিধ্বংস কহিলেন, হে ভগবন্! হে
 বিধো! আপনি পূর্বকালে অভিব্যক্তসহকারে হৃদশর্শ-
 নামক হৃদাঙ্গ চক্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাদেবের
 এই ভক্তকে আমাকে আশ্রিত করিবে না। অতএব

ব্রহ্মাঙ্ক বা অস্ত্র কোন অস্ত্র দ্বারা আমাকে আশ্রিত
 করিতে চেষ্টা করুন। শৈলাদি বলিলেন, নারায়ণ
 তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ ও আপনার অস্ত্রকে নির্বাণ্য
 দর্শন করিয়া দ্বীচকে আশ্রিত করিবার জন্ত চতুর্দিক্
 হইতে সর্বপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
 মহাবল অমরগণ একমাত্র ত্রাস্রণের সহিত যুদ্ধ করিতে
 উদ্যত নারায়ণের সাহায্য করিতে লাগিলেন। বজ্র-
 ময়াদি, জিতেন্দ্রিয় দ্বীচ মুনি মহাদেবকে স্মরণ করত
 ক্রশমুষ্টি গ্রহণ ও দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া পরিত্যাগ
 করিলেন। দ্বীচপরিত্যক্ত ক্রশমুষ্টি প্রলয়ান্বিতমুণ-
 প্রত দিবা ত্রিশূলরূপ ধারণ করিল। দ্বীচ মুনি
 দ্বিতীয় প্রলয়ান্বিত শ্রায় ত্রিশূল দ্বারা দেবগণকে দহন
 করিতে উদ্যত হইলেন। হে মুনে! নারায়ণ ও
 ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন,
 সেই সমস্ত অস্ত্রই ত্রিশূলকে প্রণাম করিতে লাগিল।
 ৪৮—৫৫। হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর দেবগণ নির্বাণ্য
 হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু
 আশ্বিনদৃশ লক্ষ লক্ষ দিবা যোদ্ধাগণ আশ্বশরীর
 হইতে স্বজন করিলেন। মুনিবর সে সমস্তই সহসা
 ভ্রাম্যমাং করিলেন। অনন্তর হরি মুনির বিদায়-
 সাধনার্থ, বির্যটমুষ্টি ধারণ করিলেন। মুনিবর ভগবান
 দ্বীচ, নারায়ণের শরীর মধ্যে পৃথক পৃথক দেবগণ,
 কোটি কোটি রুদ্র ও প্রমথগণ, এবং কোটি কোটি
 ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিয়া বিবরূপ জগন্নাথ অনাদি,
 বিষ্ণু নারায়ণকে জলাভিষিক্ত করত সন্নিহয়ে
 বলিলেন;—হে মহাবাহো! বিচারপূর্বক প্রতিভা
 দ্বারা মায়া ত্যাগ করুন, হে মাধব! বিজ্ঞানসহস্র
 নিত্যন্ত হুর্কিঙ্কেয়। ৫৬—৬২। হে অনিন্দিত!
 আমি তোমাকে দিবা দৃষ্টি দান করিতেছি, তুমি
 আমার শরীর মধ্যে তোমার সহিত সমস্ত জগৎ,
 ব্রহ্মা, রুদ্র, এই সমস্তই অবলোকন কর। এই কথা
 বলিয়া দ্বীচমুনি আপনার শরীর মধ্যে সমস্ত জগৎ
 দর্শন করাইয়া, সর্বদেবজনক হরিকে কহিলেন;—হে
 প্রতো! হে বিধো! ঈদৃশ মায়া, মন্ত্রশক্তি, দ্রব্যশক্তি
 বা ধ্যানশক্তিতে কি হইবে? অতএব এইরূপ মায়া
 পরিত্যাগ করিয়া, যত্নপূর্বক যুদ্ধ করুন। দেবগণ
 তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং মহাস্বাস্ত্য দর্শন করিয়া,
 পুনরায় পলায়ন করিলেন এবং জগদগুরু ব্রহ্মা নিক্ষেপ্ত
 নারায়ণকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। দ্বীচ-
 পরাজিত ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া,
 মুনিকে প্রণাম করত গমন করিলেন। নুপরাজা হৃদ্যাতুর
 হইয়া, দ্বীচমুনিকে পূজা ও বন্দনা করত বিহ্বলান্ত-

করণে প্রার্থনা করিলেন;—হে দবীচ! হে সখে! আমি জ্ঞানপূর্বক যাহা বলিয়াছি, তাহা ক্রমা করুন। আপনি শিবভক্ত,—বিষ্ণু বা দেবগণ আপনার কি করিতে পারেন? হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! মধিষ্ণু কত্রিয়াধম দুর্জয়দ্বিগের শৈবভক্তি নিত্যন্ত দুর্লভ। ৬০—৭১। তাপসশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিস্তম দবীচ ক্ষুপরাজার বাক্য শুনিয়া, তাঁহাকে অতুগ্ৰহ করিলেন এবং “মুনীশ্রগণ, ইন্দ্র ও নারায়ণের সহিত দেবগণ প্রজাপতি মহাত্মা দক্ষের পবিত্র যজ্ঞেতে রুদ্রকেপানলে বিনষ্ট হউন” এই বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। ত্রিজোতম দবীচ মুনী এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিয়া ক্ষুপ রাজাকে অবলোকন করত বলিলেন;—হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মণেরা দেবগণ, নৃপতিগণ ও অস্ত্র অস্ত্র সকলেরই পূজনীয়; কারণ, ব্রহ্মণেরাই প্রকৃত বলবান এবং তাঁহারা ই নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। মহাগ্রাতি দবীচ এই কথা বলিয়া আপনার পর্ণকূটরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুপ রাজাও দবীচকে বন্দনা করিয়া সগৃহে গমন করিলেন। সেই স্থান স্থানেশ্বর নামে তীর্থ হইল। স্থানেশ্বরে গমন করিলে শিবসায়ুজ্য প্রাপ্তি হয়। ৭২—৭৭। হে মহামুনে! ক্ষুপ ও দবীচের বিবাদ এবং দবীচ ও মহাদেবের প্রভাব-বৃত্তান্ত তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি ক্ষুপ ও দবীচের দ্বিবিবাদবৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে, সে ব্যক্তি অপমৃত্যু জয় করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না এবং সে ব্যক্তি বিজয় লাভ করে। ৭৮—৮৮।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন;—আপনি কিরূপে উমাপতি মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি, অতুগ্ৰহ করিয়া বলুন। শৈলাদি বলিলেন;—হে মহামুনে! আমার অন্ধ পিতা শিলাদ পুত্রার্থী হইয়া বহুকাল হুহুংসর তপস্তা করিয়াছিলেন। বজ্রধ্বজ ইন্দ্র তাঁহার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া শিলাদকে বলিলেন, আমি তোমার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। হে মুনিসত্তম! তখনত্তর শিলাদ কৃতাকালি হইয়া অমরগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করত কহিলেন,

হে ভগবন! হে বরপ্রদ! হে দেবশক্র-নাশক ইন্দ্র! আমি অযোনিজ মৃত্যুরহিত একটা পুত্র পাইতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্র বলিলেন, হে বিশর্বে! আমি তোমাকে যোনিজ এবং মরণধর্মশীল একটা পুত্র দান করিব। অমর এবং অযোনিজ পুত্র দান করিব না। কারণ, মৃত্যুশূন্য পুত্র কোন মতে হইতে পারে না; ভগবান পিতামহও মৃত্যুহীন এবং অযোনিজ পুত্র তোমাকে দান করিবেন না, অস্ত্র লোকের ত কথ'ই নাই। সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মাও মৃত্যুশূন্য নয়। তিনিও অশুভ, ক্ষুতরাং যোনিসম্ভূত। মহেশ্বরাক্ষ ভবানীতনয়েরও পরাক্ষ-পরিমিত আয়ুঃ নির্দিষ্ট হইয়াছে। বহুকালের কোটি কোটি সহস্র দিন অতীত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ অম্বাপি বর্তমান রহিয়াছে। অতএব হে বিশ্রেন্দ্র! অযোনিসম্ভব মৃত্যুহীন পুত্রের আশা পরিত্যাগ করিয়া আশ্বসদৃশ পুত্র গ্রহণ কর। ১—১১। শৈলাদি বলিলেন, পুণ্যাত্মা লোকবিশ্ণু আমার পিতা শিলাদ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় মহেন্দ্রকে বলিলেন, হে ভগবন! ব্রহ্মার অণু-যোনিহ, পদ্মযোনিহ এবং মহেশ্বরাক্ষযোনিহ আমি শুনিয়াছি, হে মহেন্দ্র! হে মহাবাহো! আমি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র নারদের কাছে পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে নীত আমাঙ্গিকে বসুন; ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ এবং দক্ষের পুত্রী দাক্ষায়ণী; সুতরাং দাক্ষায়ণী ব্রহ্মার পৌত্রী; তবে ব্রহ্মা আবার ভবানীতনয় কিরূপে হইতে পারেন? ইন্দ্র বলিলেন, হে বিশ্র! তোমার এই সংশয় ত্রায়া ও প্রকৃত, এক্ষণে ইহার কারণ এবং তৎপুরুষকঙ্গে মহাদেবের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাদেব সমস্ত উৎপাদ দ্রব্য চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাকে সৃজন করেন। মেঘবাহন-কঙ্গে জগন্নাথ জনার্দন নারায়ণ মেঘরূপ ধারণ করিয় বহমান ও সমাদরপূর্বক দিব্য সহস্রবর্ষ দেবদেব মহাদেবকে বহন করেন। মহাদেব শঙ্কর হরির ভক্তি-ভাব লক্ষন করিয়া ব্রহ্মার সহিত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্ত তাঁহার উপর ভার অর্পণ করিলেন। ১২—১৯। এইজন্তই উক্ত কল্প মেঘবাহনকল্প নামে অভিহিত হইয়াছে। ঋকসেহোক্তব, অধুনা জনার্দন-সুত ব্রহ্মা তৎকালে মহাদেবকে অবলোকন ও প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, বিষ্ণু আপনার বামাসম্ভব এবং আমি দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন, তথাপি অচ্যুত আমার সহিত সমস্ত জগৎ সৃজন করিলেন। যদিও জগন্ময় বিষ্ণু মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগদগুরু দেবদেব আপ-

নাকে বহন করিয়াছেন ; কিন্তু হে প্রভো ! নারায়ণ অপেক্ষা আমি আপনায় অধিকতর ভক্ত, প্রেমময় হইয়া আমাকে আপনার সৰ্ব্বাভ্যুপািসিত প্রাণান করুন। এইরূপে কলকালমধ্যে মহাদেব হইতে সৰ্ব্বাঙ্গত লাভ করিয়া অনন্তর সত্ত্ব গমনপূৰ্বক স্তব, হৃদারণ অঙ্ককারময়, হেমরত্নপূর্ণ, দিবা মনোনির্মিত, চুর্কনের অপ্রাপ্য, সনকাদি-মুনিগণের অগোচর অমৃতময়, অম্বিতীয়, কীরণবালয়ে, অনন্তের শরীরোপরি শয়ান, যোগনিদ্রায় নিদ্রিত, পঙ্কজলোচন, জগদ্বার, শঙ্খচক্রগোপনধারী, চতুর্ভুজ, সৰ্ব্বাভরণালঙ্কৃত, চন্দ্র-মণ্ডলকৃতি, ত্রীবৎস-লক্ষ্যচিহ্নিত, প্রসন্নবদন, জনার্দন, লক্ষীর মুহুরকমলম্পর্শে রক্তিমচরণ, পরমাত্মা, সর্বপ্রভু, ভবোত্তরে জগতের ধ্বংস, রজোত্তরে সর্বলোকের সৃজন ও সন্তোষে সকলের পাঙ্গলকর্তা, সৰ্ব্বাত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বরকে দর্শন করিলেন। ব্রহ্মা ভগবান্ জনার্দনকে অবলোকন করিয়া বলিলেন ;—শিবের অনুগ্রহে পূর্বে আপনি যেমন গ্রাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও আপনাকে সেইরূপ গ্রাস করিতেছি। মহাবাহু কীরাদেশায়ী নারায়ণ প্রবুদ্ধ ও বিশ্বম্বারিত হইয়া পিতামহকে অবলোকন এবং ঈশ্বং হস্ত করিলেন। অনন্তর মহাত্মা পিতামহকর্তৃক গ্রস্ত হইয়া অণুভ্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২০—৩৪। তার পর ব্রহ্মা ভ্রম্যঘাঘা অচ্যুতকে সৃজন করিলেন। হরি ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া অবলোকন করত তাঁহার সন্নিকটে অবস্থিত করিলেন। ইতোমধ্যে সর্বদেবকারণ উভয়ের বরপ্রদ রুদ্র বিরূত-রূপ ধারণ করিয়া যেখানে বিধাতা। পরমেশ্বর প্রভু ব্রহ্মা এবং হরির প্রীতি অতুল অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইখানে আগমন করিলেন। অনন্তর দেবস্বয় সমবেত হইয়া সর্বদেব-কারণ কালাদি-সদৃশ প্রভু মহাদেবকে অবলোকন করিয়া উগ্র কপদী মহাদেবকে স্তব করত বহমানপূর্বক দূর হইতে বরপ্রদ শিবকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ জগদ্বাৎসব-পিতামহ এবং জনার্দনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া অস্তিত হইলেন। ৩৫—৪০।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

শৈলাদি বলিলেন,—দেব মহেশ্বর গমন করিলে পর ভগবান্ অজোত্তব জনার্দন মহাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পদ্মবোনি ব্রহ্মাকে কহিলেন,—পরমেশ জগদ্বাৎসব সর্বদেবী মহেশ্বর এই শঙ্কর আমাদিগের দুই জনের এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর এবং আশ্রয় ; হে ব্রহ্ম ! আমি মহাত্মা শঙ্করের বামাঙ্গজ এবং আপনি তাঁহার দক্ষিণাঙ্গসত্ত্বত ; ঋষিগণ বিচার করিয়া আমাকে প্রধান প্রকৃতি এবং অবাক্ত অজ আপনাকে প্রধান পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঋষিগণ অবিনশ্বর সর্বজগৎপ্রভু মহাদেবকে এইরূপ আমাদিগের কারণ বলিয়া থাকেন। পদ্মবোনি ব্রহ্মাও সেই জনার্দনের বাক্য শুনিয়া মহাদেবকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। অনন্তর জনার্দন বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলপ্রাণিত ভূমি গ্রহণপূর্বক পূর্ববৎ স্থাপন করিলেন। পৃথিবীকে সমত্তল করিয়া নদী নদ সমুদ্র এই সমস্তকে পূর্ববৎ স্থাপন করিলেন। ১—৮। ভূধারাকৃতি জনার্দন পৃথিবীতে সমস্ত পর্বত স্থাপন করিয়া পৃথিব্যাতি লোকচতুষ্টয় পূর্ববৎ করনা করিলেন। মতিভাস্বর নারায়ণ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া বৃকাদি, পশু, দেব ও মনুষ্যগণ সৃজন করিলেন। তখন মহাবুদ্ধি প্রভু বিষ্ণু অনুগ্রহসর্গ এবং কৌমারসর্গ করিলেন। সেই দেব কৌমারসর্গরন্তে—সনন্দ, সনক এবং সাধুশ্রেষ্ঠ সনাতনকে সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার কাম্যসন্ন্যাস-প্রযুক্ত পরম পদ লাভ করিয়াছেন। ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি, বসিষ্ঠ, সঙ্কল্প, ধর্ম এবং অংঘ্যকে যোগবিদ্যাবলে সৃজন করিলেন। প্রকৃতি-সত্ত্বত ব্রহ্মদামধারী বিষ্ণু হইতে এই ষাট প্রজাপতির উৎপত্তি। সনাতন, বিষ্ণু, ঋতু এবং সনৎকুমারকে ইহাদিগের পৃষ্ঠে সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মদামধারী দিব্যতির কুমার ঋষিষয় উদ্ধরেতা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি সম্পন্ন এবং ব্রহ্মভূত। হে শিলাদ ! বিশ্বপ্রভা পদ্মনাভ বিষ্ণু, এইরূপে মুখাদি সৃষ্টি করিয়া নিখিল যুগলম্ব ব্যবহা করিলেন। ৯—১৬।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শৈলাদি কহিলেন—মদীয় পিতা মহামুনি-শিলাদ শঙ্কোপদিষ্ট এতাদৃশ বাক্যপ্রবণে আরও শুভ্রবাসিত হইয়া পুন্ডরায় কৃতাঙ্গলিঙ্গপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,

হে সর্কলেশনময় ! সর্কল ভগবান সহস্রাক্ষ । হে জগন্নাথ শতীপতে শত্রু ! মহেশ্বর পদ্মবোনি কিরণ যুগধর্ম করেন, সম্ভ্রতি সেই বিষয় সকল এই প্রণত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করুন । শৈলাদি বলিলেন, সেই মহাত্মা শিলাধের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভগবান শত্রু বধাদৃষ্ট যুগধর্ম বিস্তার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১—৩ । প্রথম সত্যযুগ, দ্বিতীয় ত্রেতা তৃতীয় ঝাপর ও চতুর্থ কলিযুগ জানিবে, এই কৃতাদি যুগ চতুর্বিধ সংক্ষেপে কথিত আছে । সত্যযুগ সন্তোষময়, ত্রেতা রজোময়, ঝাপর রজোপ্তময় ও তমোপ্তময় এবং কলি মাত্র তমোময় । ইহাই চারিযুগের যুগবৃত্তি । সত্য যুগে ঈশ্বরদ্যানই প্রধান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ প্রধান, ঝাপরে, ভজন এবং কলিযুগে মাত্র দানই প্রধান । দিব্য চারিসহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ, তাহার সন্ধ্যা পরিমাণ দিব্য বৎসরের চারিশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণও সেইরূপ চারিশত বৎসর । হে শিলা ! সত্যযুগে এই ভারতভূমে প্রজাগণের মনুষ্যমানে চারি-সহস্র বৎসর পরমায়ু । ঐ রুতযুগে সন্ধ্যাংশ গত হইলেও সমস্ত যুগধর্মের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে । সর্কোত্তম ত্রেতাযুগের পরিমাণ সত্যযুগের চারিভাগের একভাগ নান (অর্থাৎ দিব্যপরিমাণ তিন সহস্র বৎসর) ঝাপরের সত্য যুগের অর্দ্ধ পরিমাণ (অর্থাৎ দুই সহস্র বৎসর) এবং কলির পরিমাণ তাহার অর্দ্ধ, (অর্থাৎ এক সহস্র বৎসর) এবং ঐ ত্রেতাাদি যুগের যথাক্রমে সন্ধ্যাপরিমাণ ঐ রূপ দিব্য পরিমাণে তিনশত বৎসর ; দুই শত বৎসর ও এক শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণ যুগে যুগেও ঐ রূপ যথাক্রমে জানিবে । ঐ ত্রেতা, ঝাপর, কলির সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ সহিত যথাক্রমে পরিমাণ দিব্যমানে তিন হাজার ছয় শত বৎসর, দুই হাজার চারি শত বৎসর ও একহাজার দুইশত বৎসর পরিমাণ । ৫—১২ আদি সত্যযুগে সনাতন ধর্ম চতুঃপাদ ছিল, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ ঝাপরে দ্বিপাদ ও কলিতে মাত্র একপাদ, তাহাও ক্রমে হ্রাস পাইয়া কেবল সন্ধ্যাক্রমেই পরে অবশিষ্টান করিয়া থাকে । সত্যযুগে ক্রীপূর্ববের উৎপত্তি, জীবনোপায়ে নানাবিধ মনুষ্যাদি রূসের প্রাভূর্তাব অর্থাৎ সত্যযুগে প্রজায়া যখন যে রূস লাভে ইচ্ছা করিত, তখন তাহাই পাইত এবং ঐ সত্যযুগে প্রজাগণের নিয়ত তৃপ্তি, নিয়ত, আনন্দ ও প্রজাগণ সন্ধ্যাসরদাই ভোগী থাকিত । সেই প্রজাগণের উত্তমতা অধমতা ইত্যাদি ইন্দ্রবিশেষ ছিল না । সকলের সমান আয়ুঃ সুলভ্য রূপ ও

সকলেই অবিনশ্বর ভাবে সুখে ছিল । তাহাদিগের সর্কলাই তৃপ্তি থাকিত, কখনও লীড়োকাধিষদজ্ঞ ক্রেশ হইত না, কাহারও ঘেব ছিল না, এবং পরিভ্রম কাহাকে বলে, তাহাও জানিত না । গৃহ তাহাদিগের আশ্রয় ছিল না, নিরন্তর পর্কতে পর্কতে সমুদ্রে সমুদ্রেই বাস করিয়া বেড়াইত । শোকের লেশও ছিল না, কেবল তাহারা সন্তোষ ছিল । নির্জনে নির্জনে থাকিত, এবং ঐ কৃতযুগে প্রজাগণ নিকাম কর্মের অনুষ্ঠান করিত নিতাই প্রমুগ্ধমনা থাকিত ; অতএব ঐ সত্যযুগে স্বর্গ-নরকনিধান পুণ্যপাপকার্যে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না । বর্ণাশ্রমের তখন ব্যবস্থা ছিল না । সাক্ষ্য ছিল না । কালক্রমে ত্রেতাযুগে রসোদাস (অর্থাৎ ইচ্ছা 'হুসারে রস প্রাভূর্তাব) বিনষ্ট হয়, যখন তাদৃশ সিদ্ধি বিনষ্ট হইল, তখন অস্ত্র একসিদ্ধি উৎপন্ন হয় । তখন জলের স্ফুটতা বিনষ্ট হইয়া মেঘ উৎপন্ন হয় । সেই স্তনয়িত্রু মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতে লাগিল । সেই বৃষ্টির সহিত পৃথিবীর সংযোগ হইয়া-মাত্র গৃহনামক বৃক্ষ প্রাভূর্তিত হয়, প্রজাগণের সেই সকল বৃক্ষ হইতে উপভোগাদি বৃত্তি নির্বাহ হইতে লাগিল । সেই ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে প্রজাগণ সেই সকল বৃক্ষ হইতে জীবনোপায় নির্বাহ করিতে লাগিল । পরে কালের মহীয়সী শক্তিবলে প্রজাগণের বুদ্ধিবিপর্যয় উপস্থিত হইয়া অকস্মাৎ রাগমোহময় ভাব উৎপন্ন হয় । কালপ্রভাবে তাহাদিগের বুদ্ধি-বিপর্যয় হওয়াতে তখন সেই সকল গৃহ-নামক বৃক্ষ বিনষ্ট হইল । সেই বৃক্ষ সকল বিনষ্ট হইলে মৈথু-মোহব প্রজাগণ সত্যপরায়ণ নইয়া সেই সিদ্ধি চিন্তা করিতে লাগিল, পরে প্রজাগণের আবার সেই সকল গৃহসংজ্ঞক বৃক্ষ আবির্ভূত হইল । ১৩—২৬ । সেই বৃক্ষ সকল প্রজাগণের বসন ভূষণ ফল প্রভৃতি প্রসব করিতে লাগিল, ও সেই সকল বৃক্ষ হইতেই প্রজাগণের বর্ণ গন্ধরাসাধিত মহাবীর্ঘ্য প্রভিপাত্রপূর্ণ অমাক্ষিক মধু উৎপন্ন হইতে লাগিল ; সেই মধুতেই তাহাদিগের সুখ আয়ুঃ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । সেই সিদ্ধিবলে তাহারা স্তম্ভপুষ্ঠ ও জরাশূন্ত হইল । পরে আবার কালক্রমে তাহারা লোভাবৃত্ত হইয়া সেই সকল বৃক্ষ হইতে বন্ধুর্কক মধু গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল । তাহাদিগের তাহাতে লোভকৃত ব্যবহারে সেই সকল কলুবৃক্ষ মধুর সহিত বিনষ্ট হইতে লাগিল । কালক্বেমে সেই সিদ্ধি অমমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, পরে কিছুদিন গত হইলে ঐ ত্রেতাতে লীড়োকাধি-বন্দ্যতা উৎপন্ন হইল । তখন প্রজাগণ # লীড-

বর্ষা-আতপাদিষদ-পীড়িত হইয়া সাতিশয় দুঃখ পাইতে লাগিল। এইরূপ দুঃখ পাইয়া প্রজাগণ তখন আবরণ ও গৃহাদি নির্মাণ করিয়া সেই শীতোষ্ণাদিষদের প্রতিরোধ করিত। তাহারা পূর্বে যেচ্ছাচারী হইয়া গৃহাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিত না, কেবল ইচ্ছানুযায়ী যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিত। এখন তাহারা যথাযোগ্য গৃহাদি নির্মাণ করিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে শীতোষ্ণাদিষদের প্রতিরোধ করিয়া মধুর সহিত কল্পবৃক্ষসকল বিনষ্ট হওয়াতে তাহারা স্ব স্ব রুতির উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তখন তাহারা তৃণাদিষদাদিতে পীড়িত হইয়া কেবল বিবাদ করিয়াই ব্যাকুল হইতে লাগিল। পরে আবার তাহাদিগের সিদ্ধি প্রকাশ পাইল। তখন তাহাদিগের ইচ্ছাক্রমে কৃষাদি রুতির উপযোগী অভিযন্ত রুতি হইতে লাগিল। সেই রুতিজল নিম্নগামী হইল, ও সেই সকল রুতিজলই শ্রোতবিন্যাসে পরিণত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় রুতিতে প্রজাগণের এই প্রকার নদী সকল উৎপন্ন হইল। আর সেই রুতি-জলের যে যে বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, জলও ভূমির সংযোগে সেই জলবিন্দু হইতে চতুর্দশ প্রকার ত্রীহি প্রভৃতি গ্রাম্যাবস্থা ওষধি বিনা বপনে অল্প কৰ্ণেই উৎপন্ন হইল। এবং বাহাদিগের ঋতুভেদে ফল-পুষ্প জন্মায়, সেই সকল বৃক্ষ গুল্য প্রভৃতিও উৎপন্ন হইল। এই প্রকার ওষধি ও বৃক্ষজাতি প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে প্রজাগণ তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। ২৭—৪১। অবশ্যস্তাবী অর্থ কে নিরাস করিতে পারে? সে কারণে ও যুগের প্রভাবে প্রজাগণ আবার রাগক্ষেহাভিভূত হইল। তখন তাহারা নদী, কেত, পর্কতাগি হইতে বৃক্ষ, গুল্য, ওষধি প্রভৃতি বলপূর্বক যথেষ্ট গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে অভ্যাচারে ঐ সকল চতুর্দশ প্রকার ওষধি প্রভৃতি বিনষ্ট হইতে লাগিল। পিতামহ বিষ্ণু, সেই সকল ওষধি প্রভৃতি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে মনে করিয়া পথ-নামক ভূপতিরূপ ধারণ করিয়া সকল ভূতের হিত-নিমিত্ত প্রথর-সহকারে পৃথিবীকে দোহন করিলেন। সেই অবধি ওষধি সকল সর্বত্র ফলদ্বারাই কথিত হইয়া থাকে ও সেই অবধি প্রজাগণের কৃষিবর্তাই জীবিকারূপে পরিণত হইল। কৃষিকার্য্য বার্তারূতি বলিয়া কথিত হয়।—ত্রেতাযুগের অপগমসময়ে প্রজাগণের সেই কৃষি ব্যতিরিক্ত অল্প কিছু জীবিকা ছিল না। সেই সময় জল, হস্ত সাহায্যেই উৎপন্ন হইতে লাগিল; কোনও খনিজাদির অপেক্ষা রহিল

না। যুগের প্রভাবে সেই সময় আবার প্রজাগণ বলপূর্বক পরস্পরের পুত্র-দার-ধনাদি গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রভু পরমোনি, সে সকল অবপত হইয়া, মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত প্রজাগণকে হুংহইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় কত্রিয়গণকে স্বজন করিলেন ও স্বীয় সামর্থ্যে বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত স্ব স্ব ধর্মের রুতি ব্যবস্থা করিলেন। ঐ ত্রেতাযুগে ক্রমে যজ্ঞপ্রবর্তি আরম্ভ হইল এবং সেই সময় মুমুক্শুগণ পশুযজ্ঞ অবলম্বন করিতেন না। সর্দর্শী বিষ্ণু তখন স্বীয় প্রভাবে যজ্ঞ করিলেন, সেই ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণগণ পশুযজ্ঞকারী অপেক্ষা মোক্ষের নিমিত্ত অহিংসা অবলম্বন করিয়া মাত্র, পুরোডাশাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠায়গণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঝাপেরও ঐরূপ বুদ্ধিবিপর্যয় হয়; সেই সময় ঐ মনুষ্যগণের কায়িক, মানসিক ও বাচনিক কষ্টে জীবিকা নির্বাহ হইতে লাগিল। ৪২—৫০। সেই সময় সকল প্রাণীর কায়িক ক্লেশ হইতে লাগিল বলিয়া ক্রমে লোভ, বেতন গ্রহণের নিমিত্ত সেবা অর্থ্যাং দাতব্য, বাণিজ্য, বিবাদ, স্বার্থ বস্ততে চিন্তের কলুষতাবশতঃ সন্দেহ, বেদশাখা-বিভাগ, ধর্মসম্বন্ধবর্ণাশ্রমের ধ্বংস, কাম, রেষ, লোভ, মদ, রাগ প্রভৃতি প্রবর্তিত হইতে লাগিল। ঝাপের আদিকালে ব্যাসকর্তৃক বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়। ত্রেতা পর্য্যন্ত একবেদেই ঋগাদি চতুষ্পাদ বিশিষ্ট করিয়া বিহিত হয়। তখন তাহাই অদ্বীত হইত। পরে সেই এক বেদ ঝাপরাদি কালে আয়ুর ক্ষয় হওয়াতে বিভক্ত হয়। ৫৪—৫৭। তাহার পর সমান ভাগে বিভক্ত সেই সেই বেদের সংহিতা সকল আবার ঋষিপুত্রগণ স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে অল্প প্রকারে মন্ত্র-ব্রাহ্মণ বিভাগে ও স্বরবর্ণ-বিপর্যয়ে বিভাগ করেন এবং বেদের ব্রাহ্মণভাগ কল্পহৃত, মীমাংসা, শ্রায়হৃত, এসকলও ঋষিগণের রচিত। সে সকল মতের কতিপয় ঋষি বিরোধী হন, আর কতিপয় ঋষি তাহার সপক্ষ থাকেন। ইতিহাস-পুরাণও আবার কল্পভেদে বিভিন্ন হয়। ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, ভবিষ্য, নারায়ণ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, বামন, কৃষ্ণ, মৎস্য, গারুড়, ঙ্গল, ব্রহ্মাণ্ড, এই সকল সেই পুরাণের ভেদ কথিত আছে; সেই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে এই লিঙ্গ-পুরাণ একাদশ। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপত্যন, সম্বর্ত, কাভ্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, শিখি, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বলিষ্ঠ, ইত্যাদি সহস্র ঋষিগণ সেই ভেদের

প্রণেতা। ঝাপরয়ুগে অনারুটি অকালমৃত্যু ব্যাধি প্রভৃতি উপদ্রব হওয়াতে বাহ্যনঃকর্মজ দুঃখ হয়, সেই দুঃখে নির্বেদ, ও সেই নির্বেদে দুঃখ-যোচনের বিচারণা জন্মে এবং তাদৃশ বিচার হইতে বৈরাগ্য ও পরে সেই বৈরাগ্য হইতে দোষবর্জিত উৎপন্ন হয়, শেষে সেই দোষবর্জন ও দুঃখে জ্ঞান জন্মে। কিন্তু সত্য-ত্রেতার স্বাভাবিকই জ্ঞানে প্রবৃত্তি ছিল। হে মুনিবর! এই রজোগুণ-তমোগুণময়ী প্রবৃত্তি ঝাপরের জানিবেন, আর আদ্য সত্যযুগে সর্বত্রই ধর্ম ছিল, (অর্থাৎ তখন স্বভাবতই ধর্মজ্ঞান ছিল,) পরে ত্রেতার সেই ধর্ম বিধানাদিতে প্রবর্তিত হয়। আর ঝাপরে সেই ধর্ম পীড়িত ও চালিত হইয়া শেষে কলিযুগে নাশ পাইয়া থাকে। ৫৮—৭০।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

ইন্দ্র বলিলেন, কলিযুগে মনুষ্যেরা তমোগুণে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া মায়া ও অহ্মযাতে অভিভূত হইবে এবং তপস্বিগণের বধে নিয়ত রত থাকিবে; কলিকালে প্রমাদ, সতত রোগ, ক্ষুধা, ভয়, ঘোর অনারুটি ভয়, ও দেশের বিপর্যয় ঘটবে। কলিকালে শাস্ত্রের আর প্রমাণ থাকিবে না, মনুষ্যেরা নিয়ত অধর্মপরায়ণ হইবে এবং সকলে অধার্মিক, অনাচার, মহাক্রোধী ও নীচচেতা হইবে। কলিকালোৎপন্ন নির্দমিত প্রজাগণ দুর্ভিক্ষি ও দুর্ভিক্ষার্থী আশ্রয় করিবে এবং দুর্ভাচার ও দুর্ভাগমসম্পন্ন হইয়া নিয়ত অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিবে, লোভী হইবে। ঐ কলিযুগে ব্রাহ্মণের কর্মদোষেই প্রজাদিগের ভয় জন্মিবে এবং সে সময় ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবেন এবং যাজন-কর্ম্যও পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ ক্রমশঃ উৎসাদ প্রাপ্ত হইবে। শূদ্রগণের ব্রাহ্মণের সহিত মস্ত্রোপদেশ-যোগে সম্বন্ধ জন্মিবে; এবং একত্র শয়ন-ভোজনাদিতেও ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রগণের সম্বন্ধ থাকিবে। নৃপতিগণ প্রায়ই শূদ্র হইবেন এবং তাঁহারা নিয়ত ব্রাহ্মণের পীড়া দিবেন। কলিকালে এই ভারত ভূমিতে প্রজাতে ভ্রূণহত্যা বীরহত্যা প্রভৃতি দোষ জন্মিবে; এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের আচার ও ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের আচার অবলম্বন করিবেন। চৌরেরা রাজার প্রতি অবলম্বন করিবে, আর রাজারা চৌরচার অবলম্বন করিবেন। পতিব্রতের ভাগ কম হইবে। আর

যাতিচারিণীর অংশ রুজি বে। মনুষ্য আর বর্ণা-ভ্রমের নিয়মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না। ঐ কলিকালে পৃথিবী অন্ধহলা হইবেন, কোন কোন স্থলে বা বহুস্থলে জন্মিবে। রাজারা আর রক্ষক থাকিবেন না, কেবল হরণ করিতেই রত থাকিবেন। শূদ্র সকল জ্ঞানী হইবে, ও ব্রাহ্মণগণ নিয়ত তাহাদিগকে বন্দনা করিবেন; রাজা অক্ষত্রিয় হইবেন এবং বিপ্রগণ শূদ্রোপজীবী হইবেন। উচ্চাসনোপবিষ্ট অঙ্গবুদ্ধি শূদ্রগণ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াও উচ্চাসন হইতে চলিত হইবে না; স্বল্পবুদ্ধি শূদ্রগণ দ্বিজেশ্রমণকে নিয়ত তাড়না করিবে। ব্রাহ্মণগণ নীচ ব্যক্তির দ্বারা শূদ্রের কর্ণের নিকটে মুখ রাখিয়া আপন মুখের নিকটে হাত রাখিয়া বিনীতভাবে সেই শূদ্রের সহিত কথোপকথন করিবেন। কালের প্রভাবে ঐ কলিকালে রাজা ব্রাহ্মণের মধ্যস্থলে উচ্চাসনারূঢ় শূদ্রকে জানিতে পারিয়াও লুপ্ত করিবেন না। যাহাদিগের অঙ্গ শাস্ত্রজ্ঞান এবং অঙ্গ সামর্থ্য ও ভাগ্য, তাহারা, সুগন্ধি পুষ্পে ও অস্ত্রাস্ত্র ভূত মঙ্গল দ্রব্য দ্বারা শূদ্রগণকে পূজা করিবে। গর্ভিত শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে কটাক্ষে অবলোকন করিবে না। ১—১৬। ঐ কলিকালে শূদ্রোপজীবী ব্রাহ্মণগণ বাহনাক্রূঢ় শূদ্রগণকে বেটন করিয়া সেবায় তৎপর থাকিবে, ও নানাবিধ স্তম্ভিতে স্তম্ভ করিবে। ঐ কলিতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ তপোযজ্ঞ-ফলের বিক্রেতা হইবেন এবং কলিতে অনেকানেক সম্রাটবিশেষধারীও দেখা যাইবে। কলিতে পুরুষের ভাগ অঙ্গ হইবে, আর স্ত্রীর ভাগ অধিক হইবে। ব্রাহ্মণগণ বেদাদি বিদ্যা ও শ্রোত্ময়াভিদি কর্মের নিন্দা করিবেন। ঐ কলিকালে দেবদেব, শঙ্কর নীললোহিত মহাদেব ধর্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিকৃতাকৃতি অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন-বিভিন্ন-লিঙ্গ-স্বরূপ হইয়া প্রকাশ পাইবেন। যে বিশ্রগণ সেই বিকৃতাকৃতি শঙ্করকে যে কোনরূপেও পূজা করিবেন, তাঁহারা কলিযোগনিচয় জয় করিয়া পরম শিবপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ঐ কলিযুগে ঝাপন সকল প্রবল হইবে, গো-গণ কেবল ক্ষয় পাইতে থাকিবে এবং সাধুলোকের বিলাশই হইতে থাকিবে। ঐ কলিতে আশ্রম-চতুষ্টয়ের শৈথিল্য হইবে; মহোদক স্তম্ভদানমূল ধর্ম প্রচলিত হইবে। নৃপতিগণ প্রজারক্ষণে অবহেলা করিবেন, কেবল করগ্রহণেই তৎপর হইবেন। ঐ কলিতে সকলে স্ব স্ব রক্ষণে তৎপর থাকিবেন, জনপদে কেহকি অন্ন ও কষ্টা বিক্রয় হইতে থাকিবে, চতুর্দশে বৈশ্য-বিক্রয় হইবে, স্ত্রীগণ বৈশ্যবৃত্তি আচরণে পক্ষপাতি

হইবে এবং আশ্রয়্য রূপে হইবে অর্থাৎ কখন কখন উত্তমরূপে রূপে হইবে। ঐ কলিকালে সকলেই বার্ষিক (অর্থাৎ হুদধোর) হইবে; কুৎসিত স্বভাবে ও আচরণে নিয়ত আসক্ত থাকিবে এবং বৈদিক মার্গ-পরিচায়্য করিয়া কেবল দার্শনিকগণের সাহিত্য পরিবৃত্ত থাকিবে, পরম্পরে বহুযাজন হইবে, সর্বাঙ্গের ক্ষুদ্রব্যাক্য প্রয়োগ করিবে, ক্ষুদ্রতা পরিচায়্য করিয়া কেবল অশ্রুতে অভিভূত হইবে এবং ঐ যুগে কেহ প্রত্যাপকর্তা থাকিবে না। কেবল সকলে নিম্নক ও পণ্ডিত হইবে। বহুমতী আর ধনধান্যপরিপূর্ণা না হইয়া বীর অবধনীয় পরিচায়্য করিবেন ও পতিবিরীনা হইবেন। দেশে দেশে নগরে নগরে কেবল জনশূন্য স্থান হইবে। পৃথিবী অন্ধকলা ও অন্ধকলা হইবেন। বাহারা রক্ষক, তাহারা রক্ষাব্যবস্থাপন করিবে না। ঐ যুগের শেষে পৃথিবীতে পুরুষগণ অশাসন হইয়া পড়িবে, কেবল পরবিশ্ব-হরণ, পরস্রী-ধরণ, সাহস-প্রিয়তা প্রভৃতি অবলম্বন করিবে। সকলেই কামাভিত্যুতচেতা, অধম ও হুয়ায়া হইবে। কাহারও আর উদ্যোগ থাকিবে না, সকলেই রোগী, বেগুনাসমবিত্ত ও নির্লজ্জ হইবে এবং তাহাদের আয়ুর পরিমাণ ষোড়শ বৎসর হইবে। শূদ্রগণ মৃগিত-মস্তক ও শুভ্রদন্ত হইয়া রুদ্রাক্ষ কুম্ভসারচর্য্য ও কাষায় বসন ধারণে যতিবেশ অবলম্বন করত ধর্ম্মাচরণ করিবে। ১৭—৩৬। ঐ কলিকালে সকলে শত্রুর হইবে, ও বস্ত্র দোখলেই তাহার গ্রহণে অভিলষী হইবে। চৌরেন্দ্রা চৌরগণের পঞ্চাঙ্গ সম্পত্তি অপহরণ করিবে। আর হরণকারীর দ্রব্যও অপরে হরণ করিবে। যখন যোগ্য কর্ম্ম সকল বিলুপ্ত হইবে ও লোক সকল নিষ্ক্রিয় হইবে, তখন কীট, মুষিক ও সর্প মানবগণকে হিংসা করিতে থাকিবে। ঐ সময়ে কি হুভিক্ষ, কি মঙ্গল, কি আরোগ্য, কি সামর্থ্য সকলই হ্রাস হইবে। তখন প্রজাপতি কুখ্যায় ও ভয়ে কাতর হইয়া আপন দেশ হইতে কৌশিকী নদীতে গমন করিবে। ৩৫—৩৭। কলিতে হুঃখাভিভূত মহুঃগণের একশত বৎসর পঞ্চাঙ্গ পরমায় ও ঐ কলিতে সমগ্র বেদ প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবে লুপ্ত হইবে না। বহু কেষর অর্থে পীড়িত হইয়া উৎসাদ প্রাপ্ত হইবে। ঐ যুগে মানবেরা কাষায়-বসন-পরিধানাদিতে যতিবেশধারী হইয়াও মূর্থ এবং অধিক সংখ্যকই কাপালী, আর কেহ কেহ বা মেঘবিরীনা ও কেহ কেহ বা শাস্ত্রবিরীনা হইবে। বেবে ক্ষত্রিয়িক বার্ষিক প্রভিদের পরীণদী, ঐ কলিযুগ উপস্থিত হইলোই সেই সকল উপপন্ন হইবে। সেই

সময় শূদ্রগণ ধর্ম্মার্থবেত্তা হইয়া বেদাধ্যয়নও রত থাকিবে; এবং ঐ শূদ্রেরাই রাজা হইয়া অবধে-বস্ত্র করিবে। তখন প্রজাগণ স্ত্রী বালক গো প্রভৃতি হনন করিয়া পুণ্ড্র, পরম্পরে পরম্পরের হত্যা করিয়া পরম্পরে উপদ্রব করিতে থাকিবে। কলিতে প্রজাগণের অর্ধাংশে অভিনিবেশ থাকিবে বলিয়া প্রভূত হুঃখ অন্ন আয়, মেহের উৎসাদ, নিয়ত রোগ, এই সকল অমোঘের কাণ্ড হইবে। তখন প্রজারা ব্রহ্মহত্যা করিতে থাকিবে; অতএব কলিকালে সকলেরই রূপ, বল, আয়ুঃ প্রভৃতি সকল বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু ঐ কলিতে মানবেরা অল্প কালেই সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। ঐ কলিকাল আগত হইলে যে ব্রাহ্মণ-প্রেষ্টগণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত থাকিবে ও বাহারা অশ্রু পরিচায়্য করিয়া ক্রতিস্মৃতিকথিত ধর্ম্ম আচরণ করিবে, তাহারাই ধর্ম্ম। কারণ ত্রেতা যুগে একবর্ষে ধর্ম্ম উপার্জন করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, ঐ যুগে তাহা এক মাসে পাওয়া যায় এবং কলিতে এক দিন নিয়মিত ক্রেশ করিয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফল পাওয়া যাইবে। ইহাই কলি যুগের অবস্থা; এক্ষণে সন্ধ্যাংশের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রতি যুগে যুগস্বভাব সিদ্ধি সকল তিন পাদ করিয়া ক্ষয় হইয়া আইসে, আর যুগসন্ধ্যায় ঐ যুগসিদ্ধি মাত্র এক পাদে অবশিষ্ট থাকে এবং সন্ধ্যাংশে সেই সন্ধ্যাসিদ্ধির এক পাদ মাত্র প্রতীতি থাকে। ৩৮—৪৯। কলি যুগের অন্তে যখন এইরূপ সন্ধ্যাংশ কাল উপস্থিত হইবে, তখন স্বায়ম্ভুব মনন্তরে যিনি প্রমিতি নামে জয়গ্রহণ করেন, তিনি অসামু ভুতগণের নিধননিমিত্ত শাস্তা হইয়া সোমশর্ম্ম-নামক ব্রাহ্মণবংশে জয়গ্রহণ করিবেন। তিনি পূর্ণ বিংশতি বৎসর পৃথিবীতে ইত্যন্তঃ বিচরণ করিয়া রথ-বাজি-কুঞ্জরসম্বিত সৈন্ত সংগ্রহ করিবেন। পরে গৃহীতাত্ত ব্রাহ্মণগণ ও সেই সকল সৈন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সহস্র সহস্র সৈন্তগণকে নিহত করিবেন এবং শূদ্র ব্রাহ্মণগণকে ও সকল অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ নহে, তাহাদিগকেও নিহত করিবেন। আর বাহারা বর্ষবিপর্য্যয়ে জয়িয়াছে দেখিবেন, তাহাদিগকে ও তাহাদিগের অনুজীবিরূপকে বিনাশ করিয়া চতুর্দিকে বীর আজ্ঞা প্রচারিত করিয়া, সৈন্তগণের বিনাশ সাধন করিবেন। পরে সকল ভুতগণের অধিক্ত হইয়া, পৃথিবী পরিচরণ করিবেন। যিনি পূর্বজন্মে প্রমিতি নামে ছিলেন, তিনি বিষ্ণু ও মানবের অংশ কলিযুগ পূর্ণ হইলে, সোমশর্ম্মনামক ব্রাহ্মণগণের জন্ম গ্রহণ

করিবেন। তিনি এইরূপে বিংশতি বৎসর পর্য্যটন করিয়া, শত সহস্র প্রাণীর বিনাশ সাধন করিবেন এবং পরস্পর মিশ্রিতভূত আকস্মিক কোণ উৎপাদনে সকল শূদ্র প্রভৃতি অশাস্তিকগণকে সহ্য করত পৃথিবীকে বীজশেষ করিয়া গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে সামুদ্রিক অবস্থান করিবেন। তাহার পর কিছু দিন গত হইলে, অমাত্য ও নৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া সহস্র সহস্র স্বেচ্ছ ও রাজগণকে উৎসাদিত করিবেন। এইরূপে কোনও স্থলে প্রজা অন্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, যখন সন্ধ্যাংশ উপস্থিত হইবে, তখন সেই অবশিষ্ট প্রজাগণ উচ্ছিন্ন ও লোভাবিষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাস জমাইয়া পরস্পরের হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে। যুগের প্রভাববলে পৃথিবী অরাজক হইলে চতুর্দিকে সংশয় উপস্থিত হইবে; তখন অবশিষ্ট প্রজাগণ পরস্পরে ভয়ান্ত হইয়া, স্বীয় পত্নী গৃহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করত নির্দয় হৃদয়ে আপন প্রাণে পর্য্যন্ত আত্মা পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। সে সময় শ্রোত-মার্গাদি ধর্ম্য বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তখন পরস্পরে নিহত হইতে থাকিবে ও আপন মর্যাদাবাহীন হইবে। তাহাদিগের মেহ বা লজ্জা কিছুই থাকিবে না, ধর্ম্য বিনষ্ট হইলে তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িবে ও এতাদৃশ ভ্রম হইবে যে, পর্ব্বকিংশতি-অঙ্গুলি-পরিমিত তাহাদের আকার হইবে এবং স্বীয় পুত্রদ্বারাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরত বিবাদের ব্যাকুল-স্ত্রিয় হইবে। তখন অনারুণি হইতে থাকিবে; তাহাতে তাহারা সাত্বিক পীড়িত হইয়া স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করত স্বীয় জনপদ ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছদেশে গমন করিবে এবং সরিং সাগর কূপ পর্ব্বত প্রভৃতি আশ্রয় করিবে। মধু মাংস ফল মূল্যাদিতে জীবিকা নির্বাহ করিবে; চারখণ্ড কুম্ভসারচর্ম্ম প্রভৃতি পরিধান করিবে; এইরূপে নিষ্ক্রম, নিম্পরিগ্রহ ও বর্ণাশ্রমপরিভ্রষ্ট হইয়া ঘোরসকটাপন্ন হইবে এবং সেই অন্ধশেষ প্রজাগণ দারুণ কষ্ট পাইতে থাকিবে; জরাব্যাদি-মুখাদিতে নিরত ক্লেশ পাইতে থাকিবে; অবশেষে দুঃখে নির্বিক্রম হইয়া নির্বেদধনতঃ বিচার করিতে থাকিবে; পরে বিচার করিয়া সকলের সমান অবস্থা জানিতে পারিবে; সেই সাম্যাবস্থাজ্ঞানে তাহাদিগের জ্ঞানোদয় হইবে; সেই জ্ঞানেতেই ধর্ম্ম তাহাদিগের প্রবৃত্তি হইবে; তখন সেই অবশিষ্ট প্রজাগণ-সুখশান্তিকার ও শান্তিমানসধনতঃ শমাদলনী হইবে। পরে ঐ কলিযুগে সেই প্রজাগণের হৃদয়

মত্ত ব্যক্তির দ্বারা অহোরাত্রে নিরন্তর চিন্তের মোহ জমাইয়া নিরুত হইবে। পরে ভারী অর্ধের গৌরবে সত্যযুগ পুনরায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই সত্যযুগ পুনরায় প্রবৃত্ত হইলে, কলিযুগের অবশিষ্ট প্রজাগণ সত্যযুগের লোক হইবে। তখন এই ভারতভূমে সপ্তসিদ্ধি অনুষ্টুভাবে থাকিবেন, তাঁহারা সপ্তসিদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া সেই সত্যযুগে বিচরণ করিতে থাকিবেন। এবং ঐ সত্যযুগে বীজভূত যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র থাকিবেন, তাঁহারা সেই সকল কলিযুগজাত ব্যক্তির সহিত সমান হইবেন। সপ্তসিদ্ধি ও অস্ত্রে ও তাহাদিগকে বর্ণাশ্রমচারবৃত্ত শ্রোত-মার্গ এই দুই প্রকার ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন। এইরূপে সপ্তসিদ্ধি শ্রোত-মার্গ-কর্ম্মের ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিলে, তখন সেই প্রজাগণ অনুরক্তমান হইবে ও তাহাতে প্রজাসকল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ৫০—৭৯। ঐ কলিযুগের শেষে ধর্ম্মব্যবস্থাপকগণ গৃহভাবে অবস্থান করিবেন, কেননা এক এক মনুষ্যের অধিকার সময় পর্য্যন্ত সেই মুনিগণ অবস্থিত থাকেন। যেরূপ দাব্যিতে ভূণ সকল দক্ষ হইলে পরে পৃথিবীতে বৃষ্টি পতিত হইলে সেই সকল দক্ষ ভূণমূল হইতে আবার ভূণ সকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ঐরূপে কলি-যুগজাত মনুষ্যসকল বিনষ্ট হইলে আবার সত্যযুগে প্রজাগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না মনুষ্য বিনষ্ট হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ পরস্পর একযুগের পর অপরযুগ এই অব্যবহেদে যুগসম্মান চলিতে থাকে। স্বপ্ন, আয়, বল, রূপ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এ সকল যুগে যুগে ভিনপাদ করিয়া ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যুগে ও সন্ধ্যাংশের মধ্যে ধর্ম্মসিদ্ধি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই প্রতীসিদ্ধি নামে কথিত হইয়া থাকে, ঐ নিয়মানুসারেই যথাক্রমে যুগ-চতুষ্টয়ের সাধন হইয়া থাকে। এই যুগচতুষ্টয়ের সহস্র বার পুনঃপুনঃ আবর্তন হইলে ব্রহ্মার এক দিবা; এবং ঐ প্রকার পুনরায় যুগচতুষ্টয়ের সহস্র শুণ পুনঃপুনঃ আবৃত্তি হইলে ব্রহ্মার একরাত্রি হয়। যে পর্য্যন্ত না যুগক্ষয় হয়, সে পর্য্যন্ত ভূতগণের কুটিলতা ও আলস্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাই সকল যুগের লক্ষণ। ঐ যুগচতুষ্টয়ের এক সপ্ততি-বার ক্রমে প্রত্যাবর্তন হইলে এক এক মনুষ্য হইয়া থাকে। এক যুগচতুষ্টয়ে যে সময়ে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা অস্ত যুগচতুষ্টয়ে ও সেইরূপ সেই সময়ে যথাক্রমে উৎপন্ন হইবে। প্রাতি হৃদিতে পর্ব্বকিংশতি ভূতের বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, অস্ত হৃদিতে

সেইরূপ ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহার কিছু ন্যূনতা বা আধিক্য হয় না, এবং কল্প ও পূর্বমত স্বলক্ষণ, যুগ ও যুগলক্ষণের সহিত উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর সকল মনস্তত্ত্বেরও ঐ প্রকার লক্ষণ জানিবেন। যেমন যুগস্বভাববশতঃ যুগের পরিবর্তন, চিরকাল হইতেছে, সেই প্রকার এই জীবলোকও ক্ষয়োন্ময় দ্বারা নিয়ত গমনাগমন করিতেছে। ৮০—৯৩। এই সংক্ষেপে সকল মনস্তত্ত্বের অতীত ও অনাগত যুগসমূহের লক্ষণ কথিত হইল। যেরূপ এক মনস্তত্ত্বের দ্বারা সকল মনস্তত্ত্ব কথিত হইল, সেইরূপ এক কল্পের দ্বারা সকল কল্পও কথিত হইল। দ্বাভাৱা ঐ বিষয়ে জ্ঞানী, তাঁহারা অনাগত কল্পাদিতে ঐরূপ অনুমান করিয়া লইবেন। সকল ভূত ভবিষ্যৎ মনস্তত্ত্বের আধিত্যাদি অষ্টবিধ ভেদগণ, মনস্তত্ত্বাধিপতিগণ, এবং ঋষি ও মনুগণ সকলেই পূর্বের দ্বারা তুল্যাভিমানে হইবেন, ও সকলেরই-পূর্বের দ্বারা নাম-রূপাদি থাকিবে, এবং সকলেই পূর্বমত তুল্যপ্রয়োজন হইবেন। এইরূপ বর্ণিত-বিভাগ ও যুগস্বভাবও পূর্বের দ্বারা থাকিবে, ভগবান্ প্রভুই এ সকলের বিধাতা, জানিবেন। হে মুনিবর! প্রথম ক্রমে বর্ণিত-বিভাগ, যুগ, যুগসিদ্ধি, যুগপরিমাণ, প্রভৃতি কথিত হইল। এক্ষণে পদ্মযোনি ব্রহ্মার দেবীপুত্রের ক্রমে হইল, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৯৪—১০০।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্র বলিলেন, ভগবান্ পিতামহ সহস্রযুগপরিমিত নিশাকালে বিনষ্ট প্রজাগণকে প্রত্যত হইলে পুনরায় সৃজন করিলেন। এইরূপ বিপরীত কাল বধন গত হইল, তখন পৃথিবী জলে, জল বহ্নিতে, বহ্নি বায়ুতে ও সমীরণ আকাশে, সকলে স্ব স্ব গন্ধাদি-গুণসমযুক্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন। আর দশ ইন্দ্রিয় মন ও তমাত্র সকল অহঙ্কারে লীন হইল, অভিমান মহন্তত্বে লীন হইল এবং মহন্তত্বও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইল, আন প্রকৃতি স্বীয় গুণের সহিত পুরুষ শিবে লয় পাইলেন। ১—৫। পরে সেই পুরুষ শিব হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভগবান্ সেই সময় মলিনপুত্রগণ সৃজন করিলেন। কিন্তু প্রাথমিকের জগতে প্রজাবৃদ্ধি হইল না; তখন ব্রহ্মা সেই পুরুষ শিবের পুত্ররূপে সৃষ্টি করিলেন।

উদ্দেশ্যে দুষ্কর তপস্বী করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শিব, ব্রহ্মার তাদৃশ তপস্বী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা জ্ঞাত হইয়া সেই ব্রহ্মার ললাটমধ্য হইতে নির্গত হইলেন ও “তোমার আমি পুত্র” এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-পুরুষরূপে অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ ধারণ করিলেন। তাহার পর জগদগুরু দেবদেব ব্রহ্মাদি সকলকে দক্ষ করিলেন। পরে সেই অর্দ্ধাক্ষরূপা কল্যাণী পরমেশ্বরীকে জগতের বৃদ্ধির নিমিত্ত যোগমার্গে ভোগ করিলেন। অনন্তর বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বর সেই দেবীতে হরি, ব্রহ্মা ও পান্ডুপত অস্ত্র সৃজন করিলেন। ৬—১২। সেইহেতু ব্রহ্মা ও হরি মহাদেবীর অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্মার অণুযোনিভূত, পদ্ম-যোনিভূত ও মহেশ্বরাদ্যোনিভূত ইত্যাদি সকল পুরাতন ইতিহাস কথিত হইল এবং যে পর্যন্ত ব্রহ্মার পরাক্ষ অতীত না হয়, সে পর্যন্ত যে তাঁহার ঐশ্বর্য থাকিবে, তাহাও সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মার তমঃসম্ভূত বৈরাগ্য পরে সংক্ষেপে বলিতেছি। ভগবান্ নারায়ণও স্বীয়তত্ত্ব চুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই স্বীয় অংশ হইতেই এই চরাচর সকলকে সৃজন করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মাকে সৃজন করেন, ও পিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রকে সৃজন করেন, আবার কলান্তরে রুদ্রও হরিকে ও ব্রহ্মাকে সৃজন করেন, এবং কলান্তরে হরিও ব্রহ্মাকে সৃজন করেন, ব্রহ্মা আবার নারায়ণকে সৃজন করেন, আবার ভগবান্ ভবও ব্রহ্মাকে সৃজন করেন। প্রলয়কালে ভগবান্ ব্রহ্মা এই সংসার হুঃখময়, এইরূপ চিন্তা করিয়া সৃষ্টি পরিত্যাগ করত আত্মাতে মনোনিবেশ করিয়া প্রাণবায়ুর সঞ্চারণে পাষাণের দ্বারা নিশ্চল হইয়া দশসহস্র বৎসর সমাধি হইলেন। তখন তাঁহার হৃদয়স্থিত অধোমুখ মুশোভন পদ্ম পুরুষ দ্বারা বায়ুপরিপূর্ণ হওয়াতে প্রফুল্লিত হইল ও তাঁহার উল্লঙ্ঘিত বদন কুস্তক দ্বারা নিরোষিত হইল, পরে ধ্যান করিয়া সেই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ঈশ্বরকে নিশ্চলভাবে স্থাপিত করিলেন। সেই সংঘমী ধম বিভূত্বায়া মহনীয় ব্রহ্মা মুখালতন্তর শতভাগের এক ভাগের দ্বারা স্বয়ং পীতবর্ণ বহ্নিশিখামধ্যবর্তী ‘ও’ এই শব্দ সম্বন্ধীয় অর্দ্ধমাত্রারূপ হইতে ও পরনাদপ্রতিপাদ্য পূজনীয় অব্যয় ঈশ্বরকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ধম পুষ্পাদি উপচারে পূজা করিলেন। সেই অংশজাত-রুদ্র, হৃৎকমলস্থ ব্রহ্মার নিরোগে তাঁহার ললাট ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। শিবের হৃদয়োত্তর পুরুষ রুদ্র প্রকৃতিসংঘর্ষে লীন হইলেন ও বহ্নির স্রুগম্বোগে লোহিতবর্ণ হইলেন, সেই ব্রহ্মা সেই কালক্রান্ত

পুরুষ নীল এবং লোহিতবর্ণ বলিয়া নীললোহিত নামে কীর্তিত হয়েন। সেই দেব ভগবান্ বিহু কাল ব্রহ্মা দ্বারা সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন; বিদ্যা দ্বেষকে এইরূপ প্রীতমনা দেখিয়া ভগবান্ বিদ্যায় পিতামহ নামাঙ্কিত কীর্তনে স্তব করিলেন। পিতামহ বলিলেন,—হে ভগবান্ রুদ্র ভাস্কর! অমিতভোজা! আপনাকে নমস্কার করি। হে আকাশমূর্ত্তে ভব! হে অশ্বময়! আপনি রসনিলয়, আপনাকে নমস্কার করি। হে ক্ষিতিকপিন্! শৰ্ক! আপনি সৰ্বদা গন্ধবিশিষ্ট, আপনাকে নমস্কার করি। হে ঘোম-মূর্ত্তে ঈশ! আপনি স্পর্শগুণ ধারণ করেন, আপনাকে সদা নমস্কার করি। ১৩—৩০। হে পাবক-রূপিন্! পশুপতে! আপনি অতিভোজা, আপনাকে নমস্কার করি। হে ঘোমমূর্ত্তে! হে ভীম! আপনার শব্দমাত্র গুণ। হে সোমরূপিন্! মহাদেব! আপনি অমৃতময়, আপনাকে আমার অসংখ্য নমস্কার। হে যজমানরূপিন্ উগ্র! আপনি কর্ণফলভোক্তা জীব-রূপী; আপনাকে সৰ্বদা নমস্কার করি। যে এই রুদ্র-উদ্দেশে ব্রহ্মাকর্তৃক উক্ত স্তব সমাহিতচিত্তে পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, অথবা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়, সে এক বর্ষের মধ্যে অষ্টমূর্ত্তির সাযুজ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। পিতামহ এইরূপ মহাদেবকে স্তব করিয়া তাঁহাকে অবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভগবান্ মহাদেব অষ্টমূর্ত্তিতে চতুর্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্র প্রকাশ পাইলেন। পৃথিবী, বায়ু, পুরুষ, জল ও সর্বব্যাপী গগন সেই অবধিই সৰ্ব্বত্র বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই অবধিই ভগবান্ ঈশ্বর অষ্টমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হন। ঐ অষ্টমূর্ত্তিরই প্রসাদে ভগবান্ বিদ্যাকে পুস্করীয়া সকল সৃজন করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা সমস্ত সৃজন করিয়া পুস্করীয়া কল্পান্তরে সহস্র হুগ পর্য্যন্ত সকল চরাচর প্রব্রুজ থাকিলে, পরে প্রজাগণের সৃজনবাসনায় উগ্র তপস্তা করিলেন। এতাদৃশ ঘোর তপস্তা করিয়াও তাঁহার কিছুই ফল হইল না। পরে এইরূপে দীর্ঘকাল হুং পাণ্ডাতে তাঁহার ক্রোধ জ্বলিল। সেই ক্রোধ-বিশিষ্ট ব্রহ্মার নেত্রযুগল হইতে অক্ষবিন্দু পতিত হইল। সেই সকল অক্ষবিন্দু হইতে ভূত-প্রোত উৎপন্ন হইল। প্রথমেই সেই সকল ভূত-প্রোত নিশাচরগণকে জ্বাতিতে দেখিয়া তখন অজ ব্রহ্মা আত্মাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন; এবং ক্রোধাবিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরে সেই প্রভু ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাণ-

ময় রুদ্র বালাকসদৃশ আকারে অকমারীশ্বররূপে আবির্ভূত হইলেন। তাহার পর আত্মাকে একাদশ রুদ্রা-কারে বিভক্ত করিলেন ও অন্ধভাগ হইতে উমাটিকে বিভক্ত করিলেন। সেই দেবীও সে সময় লক্ষ্মী, দুর্গা, শ্রেষ্ঠা সরস্বতী, বামা, রৌদ্রী, মহামায়া, বাহুরিজনমনা বৈষ্ণবী, কলা, বিকিরিণী, কমলবাসিনী, বলবিকিরিণী ও বলপ্রীমখিনীকে সৃজন করিলেন এবং সর্বভূত-দমন-কারিণী, মনোমাদিনী ও অস্ত্রাস্ত্র সহস্র নারীগণ সৃজন করিলেন। পরে সেই সকল রুদ্র ও সেই সকল নারী-গণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া ভগবান্ ত্রিভুবনবের সেই মৃত সৰ্ব্বাত্মা পরমেষ্ঠী দেব ব্রহ্মার অগ্রে গমন করিয়া অবস্থিত রহিলেন। তাহার পরে ভগবান্ ব্রহ্মপুত্র মহেশ্বর সঞ্চয় হইয়া সেই মৃত ব্রহ্মাকে পুনর্বার উজ্জী-বিত করিলেন। অনন্তর আত্মা ব্রহ্মার প্রাণ প্রদান করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মাকে প্রত্যগত-জীবন দেখিয়া ভগবান্ দেশে প্রচ্ছটিচিতে তাঁহাকে পরমবাক্য বলিলেন;—হে জগদগুরো! হে মহাভাগ বিরিকো! আমিই এখানে আপনার প্রাণ স্থাপন করিয়াছিলাম, অতএব ভীত হইবেন না, উখিত হউন। প্রত্য-গত-জীবন ব্রহ্মা দেবদেবের তাদৃশ স্বপ্নপ্রায় মনো-গত বাক্য শ্রবণে প্রসন্নচিত্তে প্রফুল্লকমলসদৃশ নেত্রে মহেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলেন। এইরূপে অনুরেক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মা উখিত হইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে স্নিগ্ধ-বস্তীর বচনে বলিলেন, হে মহাজগ! দেবেশ! আপনি আমার চিত্তের মাতিশয় সন্তোষ প্রদান করিতেছেন, অতএব এই একাদশাঙ্গক অষ্টমূর্ত্তি আপনি কে? পরিচয় প্রদান করুন। ইন্দ্র বলিলেন;—ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে হুরারিণিপু মহেশ্বর হুং-স্পর্শ কর দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন;—আমাকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞাত হউন এবং এই দেবীকে অজা মায়া বলিয়া ও এই একাদশ জনকে রুদ্র বলিয়া অবগত হউন, আপনাই রক্ষার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। দেবদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করত কৃতজ্ঞলিপুটে হর্ষগদগদবচনে বলিলেন, হে ভগবন দেবেশ! আমি অতিশয় হুংধাকুলিত হইয়াছি, অতএব হে শঙ্কর! আমাকে এই সুসংসার হইতে মোচন করুন। ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে “মুক্তও আবার মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন” এই বিবেচনা করিয়া হাসিতে হাসিতে দেবী ও সেই সকল রুদ্রগণের সহিত অস্তিত হইলেন। ইন্দ্র কহিলেন;—অতএব হে শিলাদ! এই ত্রিলোকে যত্নহীন অবোনিজ পুরুষ হৃদয় আকর্ষন;

যে হেতু এহেন পরজাত অধোনিজ মৃত্যুহীন ত্রাণও মৃত্যুশূন্য হইলেন। কিন্তু যদি দেবের রক্ত প্রদান হয়; তাহা হইলে অধোনিজ মৃত্যুহীন পুত্র হ্রস্ব হইবে না। আমি কিংবা বিষ্ণু কিংবা মহাশক্তি ত্রাণ কেহই অধোনিজ মৃত্যুহীন পুত্রদানে সমর্থ হইবেন না। শৈলাদি বলিলেন; দয়ালু হুরপতি ইন্দ্র এই কথা বলিয়া বিশেষ পিতাকে অনুগৃহীত করত ঐরাবতারোহণে দেবগণ-পরিবৃত হইয়া গমন করিলেন ১১—৬৪ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন;—সেই বরপ্রদ সহস্রাক্ষ গমন করিলে পর শিলাশন মহাদেবকে আরধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর সেই ষিঞ্জিশিলাদের নিরন্তর তপস্তাতে তৎপরতা থাকায় দিব্য সহস্র বৎসর এককণের ছায় গত হইল। এরূপ একা-গ্রত্যয় তপস্তা করিলেন যে, তাঁহার শরীর বয়ীকে আয়ত হইল। তাঁহার শরীর আর দেখা যাইল না, কেবল কীটগণ উপরে লক্ষিত হইতে লাগিল; ও অস্ত্রাশ্র বজ্রমুখ হৃদীমুখ রক্তকীটে তাহার শরীর নির্মাণ ও রুধিরশুষ্ক করিয়া ফেলিল, তথাপি তিনি লক্ষ্য না করিয়া ভিত্তির ছায় নিশ্চল ভাবে অবস্থিত রহিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ শেষে অস্থিশেষ হইলেন, ভগবান শঙ্কর তাহা জানিতে পারিলেন, পরে তিনি স্বয়ং সেই ষিঞ্জিকে স্পর্শ করিলেন। সেই দেবের স্পর্শ লাভ করিয়াই সেই ষিঞ্জিশাঙ্গুল শিলাধ পরিভ্রম পরিভ্রাণ করিলেন। ষিঞ্জের এতাদৃশ তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবদেব, উমা ও গণের সহিত আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, হে ষিঞ্জবর! তুমি যে শঙ্করের উদ্দেশ্যে তপস্তা করিতেছে, সেই শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়াছেন; হে মহাবর! তোমার এই তপস্তায় আর কি ঐরোজন সাধিত হইবে? আমি তোমায় সর্বজ্ঞ সর্বশাস্ত্রাধিশারদ পুত্র প্রদান করিতেছি। পরে শিলাশ্র-ঈমাঙ্গী চন্দ্রচূড়কে প্রণাম করিয়া নানাবিধ স্তব করত হর্ষদৃষ্টিতে বচনে বলিলেন;—হে ভগবন! ত্রিপুরার্দিন শঙ্কর আমি অধোনিজ মৃত্যুহীন এক পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি। ১—১১ স্বত বলিলেন, অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত পূর্বে ত্রাণা কর্তৃক আরাধিত যেন পরমেশ্বর একদে

শিলাশ্র এইরূপ আরাধনায় সাত্তিশর প্রীত হইয়া বলিলেন, হে তপোধন ষিঞ্জোত্তম! পূর্বেও আমি ত্রাণা এবং হুরোত্তমগণ ও মুনিগণ কর্তৃক অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত তপস্তায় আরাধিত হইয়াছি, অতএব হে মুনে! আমিই তোমার “নন্দী” নামে অধোনিজ পুত্র হইব, তাহাতে তুমি আমার ও জগতের পর্যাপ্ত পিতা হইবে। এই কথা বলিয়া সেই প্রণত ভাবে অবস্থিত মুনিকে উমাসকী চন্দ্রশেখর সন্তুষ্ট হইয়া সদয়চিত্তে নিরীক্ষণ করত সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। এইরূপে যজ্ঞবিস্তম আমার পিতা লব্ধপুত্র হইয়া যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশের পূর্বে সেই শঙ্কর আজ্ঞাবলে আমি প্রলয়ান্বিত হইয়া উৎপন্ন হইলাম। ১০—১৫। সেই সময় পুষ্করাবর্তকাদি মেঘগণ ঝুটি করিতে লাগিলেন। খেচর ও কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল এবং সিদ্ধসাধ্যগণ ও উপেন্দ্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন বালা-বহাপন্ন হইয়াও আমি কাল-স্বর্ঘ্যসদৃশ জটামুকুটধারী, ত্রিনয়ন, চতুর্ভুজ, শূল-টঙ্ক-গদাধর, বজ্রী, হীরক-বর্ম্মাবৃত, হীরককুণ্ডলধারী, মেঘগস্তীরনিলাদ, ইন্দ্রের পর্যাপ্ত আরাধ্য হইয়া আবির্ভূত হইলাম আমাকে দেখিয়া ত্রাণাদি হুরেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ স্তব করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তুমুল নাচ হইতে লাগিল। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ঋষিগণ ঋক্ যজুঃ-সামসমুদ্র মাহেশ্বরমন্ত্রে স্তব করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ১৬—২০। ত্রাণা, হরি, রুদ্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, মহাতেজাঃ ভাস্কর, পবন, অনল, ঈশান, নির্ধতি, যক্ষ, যম, বরুণ, এবং বিশ্ব-দেবগণ, মহাবল রুদ্র ও বহুগণ আর সাক্ষাৎ অধিকা লক্ষী, সাক্ষাৎ শচী, জ্যোষ্ঠা, দেবী সরস্বতী, অম্বিতা, দিতি, প্রজ্ঞা, লজ্জা, হৃতি, ললা, ভদ্রা, সুরভি, হৃদীলা, সুমনা প্রভৃতি দেবগণ ও বুবেন্দ্র, মহাতেজাঃ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাস্ত্র প্রভৃতি সকলে আমাকে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করত স্তব করিতে লাগিলেন। পুণ্যাস্ত্রা পিতা শিলাশ্র আমাকে তাদৃশ অতুতাকার-সম্পন্ন দেখিয়া প্রীতিভরে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। শিলাধ কহিলেন, হে ভগবন! অব্যয় দেবদেবেশ ত্রাণক! আপনি আমার পুত্র হইয়াছেন, অতএব আপনি যে হেতু জগতেরও ত্রাণ, সুতরাং আমাকেও যে হৃৎপ হইতে পরিগ্রাণ করিবেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই, হে সর্বগ পুত্র! তুমি যে হেতু জগতের রক্ষক, তখন আমারও পিতা। হে অধোনিজ জগদ্রোহন! হে পিতামহ! জগৎপিতা: জগৎসুহরো মহেশান!

হে পুত্র ! তোমাকে আমার অসংখ্য নমস্কার ।
হে পরমেশ্বর ! মহাভাগ বৎস ! আমাকে রক্ষা
কর । হে পুত্র ! যেহেতু তোমাকর্তৃক আমি
আনন্দিত হইয়াছি, অতএব হে হুরেশ্বর ! তুমি
নন্দী নামে কীর্তিত হইবে । অতএব আনন্দদাতা
জগদীশ্বর নন্দীনামধারী তোমাকে নমস্কার করি । হে
নন্দিন্ ! তুমি প্রসন্ন হও । আজ আমার পিতা, মাতা,
পিতামহ, ঐপিতামহগণ রুদ্ধলোকে গমন করিলেন ।
যেহেতু মহেশ্বর আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।
হে জগৎপ্রভো নন্দিন্ ! আর আমারও ইহলোকে
জন্ম সার্থক হইল । যে হেতু আমার রক্ষার নিমিত্ত
ভগবান্ মদীয় হৃৎকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । হে
নন্দীশ্বর ! তোমাকে নমস্কার করি । হে হুরেশ্বর !
তোমাকে নমস্কার করি । হে জগদ্বন্দুরো ! মহাদেব !
হে পুত্র ! আমাকে রক্ষা কর । হে নন্দীশ্বররূপিন !
শিব ! হে সুরাসুরন্তব্য ! আমি ! আপনাকে পুত্র
জ্ঞান করিয়া যাহা যাহা কহিলাম, তাহা সদয় হইয়া
কমা করুন । যে আমার এই পুত্রস্বপ্ন গুটি করে,
বা ভাষণ করে, অথবা ভক্তিপূর্বকও যদি কাহাকে
শ্রবণ করায়, সে আমার সহিত আনন্দ ভোগ করিতে
থাকে । সুত্রে শিলাদ বালক পুত্রকে এইরূপে স্তব
করিয়া বহমানপুরুষের নমস্কার করত মুনিগণকে
অবলোকন করিয়া বলিলেন,—হে মুনিগণ ! আমি
কি মহাভাগ্যবান্ তাহা অবলোকন করুন, যেহেতু
অব্যয় প্রভু মহেশ্বর আমার পুত্র নন্দীরূপে যজ্ঞাক্ষনে
অবতীর্ণ হইলেন । আজ আমার সমান ইহলোকে কি
দেব, কি দানব ; কোন পুরুষ আছে ? যেহেতু
এহেন নন্দী আজ আমার হিড়ের নিমিত্ত যজ্ঞভূমিতে
জন্ম গ্রহণ করিলেন । ২১—৩৮ ।

ষিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—মিথন ব্যক্তি ধৈর্য মন ধন
লাভ করিয়া আনন্দে সত্তর গৃহগমন করে সেইরূপ
পিতাও আমাকে লাভ করিয়া দেখেন মহেশ্বরকে
প্রণাম করত আমার সহিত আপন উটকে লীজ
গমন করিলেন । বর্ধন আমি পিতার উটকে উপস্থিত
হইলাম, তখন দৈবদেহ পরিত্যাগ করত মানুষ-
দেহ প্রাপ্ত করিলাম এবং তখন অনির্জনস্বরূপ
দৈবব্রহ্মার আমার দৈবীমুদ্রি লোপ পাইল । পরে

পুজনীয় পিতা আমার মনুষ্য-শরীর অবলোকনে সাতিশ্বর
হুঃখার্ভ হইয়া আত্মীয়জনপরিবেষ্টিত হইয়া রোদন
করিতে লাগিলেন । অনন্তর পুত্রবৎসল শালদ্বারক-
পুত্র সর্কবিৎ পিতা, আমার জাতকম্বাদি সম্পন্ন
করিলেন এবং যথাসময়ে অর্থাৎ আমার সাত বৎসর
বয়স পূর্ণ হইলে আমাকে ঋষেয়, যজুর্বেদ ও সাম-
বেদের সাক্ষোপাঙ্গ শাখা সহস্র এবং আয়ুর্বেদ,
ধর্মুর্বেদ, গর্ভকর্ষণাশ্র, অখলক্ষণ, হস্তচয়িত ও
নরলক্ষণ প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিলেন ।
তাহার পর একদিন মহাত্মা যোগবলারিত মিত্রবরুণ
নামে মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয়, বিতু পরমেশ্বরের আজ্ঞায় আমাকে
দেখিবার নিমিত্ত পিতার আশ্রমে আগত হইলেন ।
উপস্থিত সেই মহাত্মদ্বয় মুহূর্ত্ত আমাকে নিরীক্ষণ
করত পিতাকে বলিলেন ;—হে তাত ! হুঃখের কথা
আর কি বলিব ; এই সর্কশাস্ত্রার্থপরায়ণ নন্দী অজ্ঞায় ;
আশ্রমের বিষয় যে, এহেন সর্কশাস্ত্রার্থপরায়ণ জনমও
আর এক বরের অধিক জীবিত থাকিবেন না । তাঁহারা
এইরূপ নিদারণ মর্শ্বস্পৃক্ কথা বলিলে, পুত্রবৎসল
শিলাদ হুঃখে সাতিশ্বর কাড়র হইয়া, সন্তাপে রুদ্ধকণ্ঠ
হইয়া, পুত্রকে আলিঙ্গন করত হা পুত্র ! হা পুত্র !
বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রোদন করিতে
করিতে, অহো ! বিধাতা নৈববিধির কি বল ? এইরূপ
খেদ ক্লুরিতে করিতে ভুডলে পতিত হইলেন । তাঁহার
এতাদৃশ আর্ভদ্বয় এষণে আশ্রমমিষাসিগণ শোকে
বিস্মল হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন, এবং মঙ্গল
রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্
উমাপতি ত্রিশ্বকের স্তব করিতে লাগিলেন, এবং
ত্রিশ্বকমন্ত্রেই সর্কদ্রব্যসমর্ষিত অমৃতসংখ্যক দুর্কা
মধুসিক্ত করিয়া হোম করিতে লাগিলেন । পরে পিতা
ও পিতামহ বিলাপ করিতে করিতে বিগতচেতন্ত ও
নিচেতন্ত হইয়া মৃতবৎ পতিত হইলেন । তাহা দেখিয়া
আমি “পাছে তাঁহাদিগের মৃত্যু হয়” ; এই ভয়ে ও
আপন মৃত্যুভয়ে সেই মৃতবৎ পতিত পিতা-পিতা-
মহকে ভুডলে মস্তক নত করিয়া নমস্কার ও প্রদক্ষিণ
করিতে লাগিলাম ; এবং হৃদয়পদ্ম-বিধরে ত্রিশ্বকপালক
ত্রিশ্বক দশভূজ পক-বক্তৃ সদাশিষ্যকে ধ্যান করিয়া
রুদ্রাধ্যায় জপ করিতে লাগিলাম । পরে পরমেশ্বর
সোমাক-বিক্রমণ উমাসঙ্গী মহাদেব পূর্ণাসরিভের
তীরে অবস্থিত আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন ;—
হে বৎস মহাবাহো নন্দিন্ ! তোমার আশার মৃত্যুভয়
কোথায় ? ঐ ত্রিশ্বককে আমিই প্রেরণ করিয়াছি
জানিবে ; আমাতে জ্যোত্রে কিছুই ভেদ-নাষ্ট, ইহা

নিঃসন্দেহ । বৎস ! তোমার এই দেহ বস্তুতঃ
লৌকিক নহে, পূর্বে দেব-দানব-গন্ধর্ব-লিঙ্গ-মুনিগণ-
পুঞ্জিত হইয়া তোমার দৈবিক দেহ, তাহা তোমার পিতা
কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে । সংসারের এই স্বভাব যে, সুখ-
দুঃখ গুলনপূনঃ যাতায়াত করিতেছে । ১—২২ ।
বিবেকী মানবের সৰ্ব্বথাই ক্রী-সঙ্গম পরিত্যাগ করা
উচিত । সৰ্বদেব মহেশ্বর এই কথা বলিয়া হুকোমল
করকমলযুগলে আমাকে স্পর্শ করিলেন । পরে সেই
প্রীতাত্মা জরাগুস্ত্র নিত্য দুঃখবিবর্জিত অক্ষয় অব্যয়
পিতা ও মহাজ্ঞান স্বরূপ হুরেশ্বর বৃষভধ্বজ গণপতি-
গণ ও দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, তুমি গণপতি
হইবে ও আমার প্রিয়, আমার ছায় বীৰ্যবান, আমার
ছায় পরাক্রমী, ও মহাযোগ-বলাধিত হইবে ; এবং
সদাসৰ্বদা তুমি আমার পার্শ্বগত হও, এরূপ আমার
অভিলাষ জানিবে । গণবাহারী ভগবান মহাতেজঃ
বৃষধ্বজ এই কথা বলিয়া আপনার কমলময়ী মালা
উন্মোচন করিয়া আমার গলে প্রদান করিলেন ।
সেই কর্তৃস্থিত মালার প্রভাবে আমার তখন তিন
নেত্র, দশ ভুজ হইল । তখন আমি দ্বিতীয়
শব্দরের ছায় প্রকাশ পাইতে লাগিলাম । পরে
আমাকে পরমেশ্বর বৃষধ্বজ হস্ত দ্বারা স্পর্শ
করিয়া বলিলেন, আজ তোমার কি উত্তম বর প্রদান
করিব, বল ? পরে স্বীয় জটাস্থিত বারি গ্রহণ করিয়া
“এই জল নদীরূপে প্রবাহিত হউক” এই বলিয়া
পরিত্যাগ করিলেন । পরে সেই জল, মিথ্যাতোয়া,
পদ্ম-উৎপল-বন-বিরাজিতা শুভ্রজলপরিপূর্ণ নদীরূপে
প্রবৃত্তা হইল । সেই পরম শোভমানা মণ্ডোদরী
নদীকে বলিলেন, যেহেতু তুমি এই জটাজলে উৎপন্না
হইয়াছ, অতএব জটোদকা নামে পুণ্যা সরিষরা
হইবে । মালবগণ তোমাতে স্নান করিলেই সৰ্ব্বপাপ
হইতে বিনিমুক্ত হইবে । তাহার পর প্রভু মহাদেব
শিলাদতনয়কে দেবীর সম্মুখে “তোমার এই পুত্র” এই
বলিয়া দেবীর পাদকমলে পতিত করাইলেন ; পরে দেবী
আজ্ঞার মস্তক চূষন করত হস্ত বারা আমার গাত্র স্পর্শ
করিলেন । পরে দেব-দেবকে নিরীক্ষণ করিয়া, পুত্র-
দেহে আপন স্তন হইতে ত্রিশ্রোতঃস্রাবের নিঃসৃত
শব্দে ছায় বেতস্বৰ্ণ চক্রে আমাকে অভিষিক্ত করিলেন ।
দেবীর সেই শুভ্রচক্রে স্রোতঃস্রাব স্রোতঃধীরূপে
পরিপত হইল । সেই নদীকে দেবদেব ত্রিশ্রোতঃ
বলিয়া কীর্তন করেন । সু্য সেই নদীকে দেখিয়া
পদ্ম হর্ষাবিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিল । সেই
শব্দে বৃষভ-সমুদ্রা বলিয়া অস্ত্র এক নদী উৎপন্ন

হইল । দেবদেব সেই নদীর নাম “বৃষধ্বনি” রাখিলেন ।
তৎপরে দেব বৃষধ্বজ মহেশ্বর আপন বিশ্বকর্মান্বিত
সৰ্ব্বরসময় সৌবর্ণ-চিত্র মুকুট আমার মস্তকে বদন
করিয়া দিলেন ও বৈদূৰ্ঘ্যবিভূষিত দিব্য স্তম্ভর কুণ্ডলাবয়
আমার কর্ণে পরিধান করাইলেন । ২৩—৪৩ । দেবদেব
কর্তৃক তাদৃশ অভ্যাজিত আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া
প্রভাকর হৃদ্য মেঘের সহিত মেঘজলে আমাকে
অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন । দিবাকর এইরূপ
অভিষেক করিলে সেই জল সুবর্ণ হইতে বেগে
নিঃসৃত হইয়া নদীরূপে প্রবৃত্ত হইল । সেই নদী
সুবর্ণনিঃসৃত বলিয়া দেবদেব তাহার স্বর্ণোদকা নাম
রাখিলেন । আর পুণ্যা দ্বিতীয়া নদী জাম্বনদময়
মুকুট হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রবাহিতা হইল ; সেই
হেতু ঐ নদী জাম্বনদী বলিয়া কীর্তিতা হয় । যে এই
পকনদে আপনমন করিয়া ঐ জপা ঈশ্বরকে পূজা করে,
সে যে শিবসাম্য লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন
সন্দেহ নাই । ৪৪—৪৮ । অনন্তর সৰ্বভূতপতি
মহাদেব ভক্ত অজ্ঞা দেবী গিরিসুতাকে বলিলেন, হে
দেবি ! এক্ষণে এই ভূতপতি গণেশ্বরকে অভিষেক
করি এবং উহাকে গণেশ বলিয়া সম্ভাষণ করি ; হে
অব্যয় ! ইহাতে তোমার মত কি ? দেবের এতাদৃশ
বাক্য শ্রবণে ভবানী প্রফুল্লবলনা হইয়া ঈশং হাসিতে
হাসিতে ভূতপতি ভবকে বলিলেন,—এই শৈলশিখি
যখন আমার তনয়, স্ততরাং হে ভবানীপতে ! এই
তনয়কে সৰ্বলোকাধিপত্য ও গণেশ্বরত্ব প্রদান করা
আপনার উচিত হইতেছে । পরে সৰ্বলোকেশ্বরের
বৃষধ্বজ দেবদেব ভগবান সৰ্ব গণপতিকে স্মরণ
করিলেন । ৪৯—৫২ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুঃষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

শৈলাদি বলিলেন, রুদ্রদেবের স্মরণমাত্রেই সহস্র-
ভুজ গণেশ্বরগণ তথায় আগমন করিলেন । তাঁহাদের
হস্তে সহস্র সহস্র হুতীক অস্ত্র, বদনমণ্ডলে উজ্জ্বল
নন্দনব্রজে সুশোভিত । দেবগণ, নিরন্তর তাঁহাদের স্তব
করিয়া থাকেন । তাঁহাদের কোটি কালামির ছায় ভীষণ-
মূর্তি,—শিরোদেশে জটাতার বিলম্বিত ও বদনমণ্ডল
বিকট দশনসমূহে ভীষণ । সেই নির্ঘলজ্যোতি নিত্যরূপ
প্রভূভূক্তিশালী গণেশ্বরসমূহ বীর বীর প্রভাবলে
কোটিগর্ভের কুল্য অসংখ্য । তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল

হইয়া আগমন করত ক্ষণে ক্ষণে নৃত্যগীত ও ক্ষণে ক্ষণে চকলভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাঁহার মুখে প্রভূত বাদ্যবাদন করিতে লাগিলেন । কেহ রঞ্জে, কেহ গঞ্জে, কেহ অঞ্জে, কেহ সিংহে, কেহ মক্টি-বাহনে ও কেহ কেহ রত্নখচিত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করত ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, ঢাক, গোমুখ, পটহ, পুঙ্কর ও অন্যান্য বিবিধ বাদিত্র-বাদন করিতে লাগিলেন । ভেরী, মৃদঙ্গ, ডিঙিম, মর্দল, বেণু, বাণা, দুর্দর, কচ্ছপ প্রভৃতি বাদ্য সকল হুতালে তলঘাতবশতঃ তুমল নিনাদে সভাস্থল প্রতিধ্বনিত করিল । তৎপরে সেই মহাবল পরাক্রান্ত সকল দেবগণের ঈশ্বররূপ গণেশ্বরসমূহ, দেবগণের সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রুদ্রদেব ও দেবীকে প্রণাম করত বলিলেন, ভগবন্ রুমধ্বজ ! আপনি কি জন্ত আমাদের কি মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন ; ত্রাসক ! আমাদের কি কোন সাগরে গমন করিতে হইবে ? কিংবা অমৃতচব্বগের সহিত দেবরাজকে বিনাশ করিব ? কিংবা মৃত্যুভয় বা পদ্মযোনিকে পশুর ভ্রায় বিনাশ করিতে হইবে ? অথবা আমরা ক্রোধজ্ঞের দেবগণসহ ইন্দ্রকে, বায়ুর সহিত বিষ্ণুকে, কিংবা দানবকুলসহ দৈত্যদিগকে দৃঢ় ভাবে বন্ধন করিয়া আপনার সমক্ষে আনয়ন করিব ? দেব ! আপনার আজ্ঞাক্রমে আমরা অন্য কাহার ঘোরবিপদ সম্পাদন করিব, কাহার বা অন্য অভিলষিত সমৃদ্ধি পাইবার হুদিন হইবে ; গণেশ্বরকুল অতি সদর্পে এইরূপ বলিলে, ভগবান্ তাহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, বৎসগণ ! তোমরা জগতের হিতকারক, তোমরা যে জন্ত আহত হইয়াছ তাহা ভরণ করিয়া হৃদয় শঙ্কা পরিত্যাগ করত স্থির হও ; সকলের ঈশ্বরের ঈশ্বর স্বরূপ এই নন্দীশ্বর আমার পুত্র, তোমাদের সেনাপতি-পদের অতি উপযুক্ত লোক ; অতএব আমার আজ্ঞাক্রমে এই যোগপরায়ণ নন্দীশ্বরকে তোমরা সেনাপতিপদে অভিষেক কর, এই আমার অভিলাষ । ভগবান্ এই কথা বলিলে গণেশ্বরগণ “তাহাই হইবে,” এই বলিয়া সেই বাক্যে অনুমোদন করত উপায়ন সমস্ত সাদরে ভগবান্কে অর্পণ করিলেন । তৎপরে হুবর্ণখচিত হুমৈরসমৃদ্ধ মনোহর আসন প্রদান করিয়া, পরে মুক্তাদামজড়িত মনোহর বহরত্নস্তম্বযুক্ত মণ্ডপ নির্মাণ করিলেন । তাহাতে সারি সারি ক্ষুদ্র ষটিকা-সমূহ বিদ্যোজ্বলিত হইতে লাগিল ; সেই মণ্ডপের চারিদিক রত্নময়রূপাভূত । এইরূপ মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে তাঁহার আশ্রয় বিস্তার করত

তাহার সম্মুখে নীলবর্ণ হীরকোদ্ভাসিত পাশপীঠ স্থাপন করিলেন এবং পাশপীঠের নিমিত্ত তাহার উভয় পার্শ্বে উত্তমসলিলপূর্ণ দুইটা কলস স্থাপনপূর্বক তাহার মুখ মনোহর পদ্মযুগলে আবরণ করিলেন । তাহার পরে গণাধিপগণ তীর্থজলপূর্ণ সুবর্ণ রজত, তাম্র ও মৃত্তিকানিশ্চিত কলসসমূহ, মনোহর বস্ত্রযুগল এবং অষ্টাশ্র দেবভোগ্য গন্ধদ্রব্য সকল আহার্য করত সাদরে তথায় সংস্থাপন করিলেন এবং কেয়ুর, কুণ্ডল, মুকুট, হার, শতশলাকায়ুক্ত ছত্র, তালবৃত্ত, ব্রহ্মাশ্রমস্ত উপরি ও অধোভাগে হুবর্ণ-মণ্ডিত শঙ্খ, ব্যঞ্জন, চন্দ্রের ভ্রায় স্তরুবর্ণ হেমদণ্ড চামর, ত্রৈলোক্য ও হুপ্রতীক-নামক ঐষ্ট গজদ্বয়, বিষ্ণুচক্রবিনিশ্চিত কাঞ্চনময় মুকুট, মনোহর হনির্মাল কুণ্ডলযুগল, বস্ত্র, প্রেষ্ঠ ধনু, হুবর্ণ-পুত্র । কেয়ুরযুগল ও অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্যজাত গণাধিপ-সমূহ সম্মুখে আহার্য করত তথায় আনয়ন করিলেন । ১—৩০ । তৎপরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, ব্রহ্মা ও দেবগণসহ ব্রহ্মার মানসপুত্র নয় জন সকলেই সেই দেবসভায় আগমন করিলেন । তাঁহার সকলে সেই দেব-সমিতিতে উপস্থিত হইলে, ভগবান্ ভূতভাবন কর্তব্যকার্যের সমাধানের নিমিত্ত পিতামহ কমলমোক্ষকে আলেশ করিলেন । মহামুভাব ব্রহ্মা ভগবানের নিয়োগবশতঃ সাবধানে অভিব্যক্তকিয়া সমাধান করিলেন । শিবের আদেশক্রমে প্রথমতঃ ব্রহ্মা অর্চনা করিয়া অভিব্যক্ত করিলেন, তৎপরে বিষ্ণু, ইন্দ্র ● লোকপালগণ ক্রমাগতঃ নিয়মানুসারে এই গণেশ্র নন্দীশ্বরের অভিব্যক্তকিয়া মমাপন করিলেন । ৩১—৩৪ । তাহার পর ব্রহ্মাপ্রমুখ ঋষিগণও মনোহর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের স্তবপাঠ শেষ হইলে, জগৎপতি বিষ্ণু শিরোদেশে অঞ্জলি নিবদ্ধ করিয়া অতি যত্নের সহিত স্তব করিতে লাগিলেন এবং বক্রাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া পুনঃপুনঃ জয়শব্দোচ্চারণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে ক্রমে গণাধিপগণ ও হুরগণও অভিব্যক্ত করত স্তব পাঠ করিলেন । এইরূপে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ এই নন্দীশ্বরকে স্তব ও অভিব্যক্ত করিলেন । এই নন্দী পিতামহের অনুমতিক্রমে মরুস্তনয়া দেবী হৃদশাক্তে পরিণয় করিয়া তাহাতে যৌতুকস্বরূপ চন্দ্রের ভ্রায় সুবিমল ছত্র, চামরধারিণী বহু পরিচারিকা, উত্তম সিংহাসন, সমস্ত লাভ করিলেন । দেবী মহালক্ষ্মী মুকুটাদি হৃদমোহন ভূষণে বিভূষিত করিলেন, তৎপরে নন্দী দেবীর কর্ণপত হার, রুমেশ্র, বেতহস্তী, সিংহ, সিংহদ্বয়

চন্দ্রবিশ্বতুলা শুভ্র ছত্র প্রভৃতি সকল গ্রহণ করিলেন। শিবানুগ্রহে আমার সদৃশ বিভূ অঙ্গ্যাপি কোথাও উৎপন্ন হয় নাই; তৎপরে শস্ত্র, বান্ধবের সহিত আর্মিকে ও পার্শ্বাতীকে লইয়া বুবে আরোহণ করত গমন করিলেন। হে বিজগণ! সেই গমনকালে নন্দী ও দেবগণসহ দেবী ও ভূতভাবনকে দর্শন করিয়া মুনি, দেবর্ষি ও সিদ্ধগণ, পশুপতির আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তখন আমি প্রভু গিরিজাপতির আদম্বকব হইয়া তাহাদের প্রতি প্রভুর আশ্রয় প্রচার করিলাম। সেই মধুবিগণ মুনিশ্রেষ্ঠ নন্দীধরসমীপে পশুপতির আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তৎপরি অত্যন্ত শিবভক্ত হইলেন। এইরূপ ভক্তের ঐশ্বর্যবর্দ্ধক বলিয়া সকলেই শিবকে অর্চনা করিলে শঙ্করের নমস্কারবিহীন ব্যক্তি ব্যতীত তাহার নাম উচ্চারণ করিলেও বশত্রস্কহত্যা তুল্য মহাপাপে বলিপ্ত হইয়া থাকে; সেইহেতু নমস্কার প্রভৃতি কার্য অবশ্য করিবে। প্রথমতঃ নমস্কার করিবে, তৎপরে শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে ॥ ৩৫—৪৯ ॥

চতুঃস্কন্ধত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে হুত! আপনি শঙ্করের সন্মুখ বিষয় অতি ক্ষুণ্ণভাবে বর্ণন করিলেন; এক্ষণে সর্বাঙ্গী রুদ্রদেবের ভাব এবং স্বরূপ বর্ণনা করুন। হুত বলিলেন, ঋষিগণ! ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, অপোলোক, সভালোক, পাস্তাল, কোটি নরক, সমুদ্র, তারকাসমূহ, চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি গ্রহ, গ্রহ, সপ্তবিগণ ও অগ্ন্যস্ত্র স্বর্গলোকবাসী দেবগণ, ইহার সকলেই এই রুদ্রদেবের প্রসাদে অবস্থান করিতেছেন। ইনিই এইরূপ সমস্ত সৃজন করিয়াছেন এবং এ সমস্তই ইহার স্বরূপ। ইনি সমস্তের সমষ্টি-স্বরূপ। ইনি সর্বাঙ্গভাবী, সর্বকাল মননময় ও নিয়ত বিদ্যমান। ১—৪। মৃতগণ তাহার মায়ার মুগ্ধ হইয়া সেই সর্বাঙ্গভাবী মহাত্মা মধেবরকে জ্ঞানিতে পারে না। এই ত্রিভুবন, সেই রুদ্রদেবের শরীর স্বরূপ; নির্ণয় অজ্ঞান আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জগত্বরের নির্ণয় বর্ণন করিতেছি। যেক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়াছি; এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডকণ্ঠে ব্রহ্মজ্বরের স্বরূপ বলিতেছি। পৃথিবী, অতীন্দ্রীক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, অপোলোক সভালোক প্রভৃতি সপ্তলোকই অন্তঃসমুদ্র। হে বিজগণ!

এই সপ্তলোকের অধোদেশে মহাতল প্রভৃতি সপ্ততল ক্রমে তাহার অধোভাগে নরকতর বিদ্যমান আছে। মহাতল ও হেমতল নানাবিধ রত্নে বিভূষিত এবং শঙ্কর-ভবনের বিচিত্র প্রাসাদশ্রেণীতে সুশোভিত। সেই অটালিকাভ্যন্তরে অনন্ত মুচুকুশ নিয়ত বিরাজ করিতেছেন। তাহাতে স্বর্গরূপ পাতালবাসী বলি তথায় অবস্থান করেন। হে বিজগণ! কথিত আছে, নন্দাতল শিলাময়, ভগাতল সিকতাময়, হুতল পীতবর্ণ, নিতল বিক্রমের স্রাব প্রভাশালী, অতল শুভ্র এবং রুদ্রবর্ণ তল। পৃথিবীর বিস্তার যেরূপ, সপ্ত পাতালের সেইরূপ বিস্তার। সমীপস্থিত শ্রেণ্যসমবিত আকাশের আয়তন সহস্রযোজন, দশসহস্র যোজন, লক্ষ যোজন ও সপ্ত-সহস্রযোজন, মহাতলাদি তলাতল পর্যন্ত চারি পাতালের সমীপবর্তী মেঘযুক্ত আকাশের বহাভ্রমে পরিমাণ বিভ্রাঙ্গিত্রয়ের সমীপস্থ আকাশের অক্ষয়তন ত্রিংশ-সহস্রযোজন। ৫—১৫। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! রসাতল সুবর্ণনাগ ও বাহুকি নাগেব দ্বারা বিখ্যাত এবং অগ্ন্যস্ত্র নাগগণও তথায় অবস্থান করে। বিরোচন হিরণ্যাক্ষ নরকপ্রভৃতি অসুরগণ নিরন্তর তলাতলে বিরাজ করে বলিয়া তলাতল অতি বিখ্যাত এবং বহুশোভাসম্পন্ন। কালনেমি, বৈনায়ক ও অগ্ন্যস্ত্র অসুর প্রভৃতি হুতলে নিয়ত বিরাজ করে; সেই হুতল অতি শোভাশালী। এইরূপ বিভ্রাৎ তারক ও অগ্নিমুখাদি দানবগণ সর্বকাল অবস্থান করে এবং মহাস্তকাপি নাগগণ ও অসুরবর প্রহ্লাদ নিয়ত বাস করিয়া থাকেন; বিভ্রাৎ কুবল্যেবের অধিষ্ঠিত স্থান বলিয়া বিখ্যাত, তল বীরশ্রেষ্ঠ মহাকুস্ত, হরগ্রীব, শঙ্কর ও নমুচি প্রভৃতি অগ্ন্যস্ত্র নানারূপ বীরের অধিষ্ঠিত স্থান এবং অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন। সেই সমস্ত তলেই গণেশগণসহ পুত্র নন্দীধর ও পত্নী জগদম্বার সহিত মহেশ্বর নিত্য অবস্থান করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তলসমূহের উর্দ্ধভাগে ক্রমে সপ্তভুবন ও সপ্ত পৃথিবী বিদ্যমান আছে। সে বিষয় আপনাদের নিকট বর্ণন করিতেছি। ১৬—২৩।

চত্বাঃ ২-৭ অধ্যায় সমাপ্ত।

৬ টি গার্বংশ অধ্যায়।

হুত বলিলেন, হে ঋষিগণ! পৃথিবী সপ্তদ্বীপা ও নদী পর্বতসমূহ। তাহা চারিদিকে সপ্তসাগরে বেষ্টিত; ঐশ্বর্যবান নাম বধা;—জম্ব, প্রক, শাসন,

কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর; এই বীপ, স্কল ক্রমাগত্রে
পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান আছে। সেই সমস্ত
বীপেই শঙ্কর স্বীয়গণের সহিত নানারূপ বেশ ধারণ
করিয়া, নিয়ত বিব্রাজ করেন। লবণ-সমুদ্র, ইন্দ্রস-
সমুদ্র, হুরা-সমুদ্র, ঘৃত-সমুদ্র দধি-সমুদ্র, জল-সমুদ্র,—
এই সমস্তসমুদ্র। সমুদ্রসমূহে গিরিজাকান্ত স্বীয় গণের
সহিত জলরূপ ধারণ করত উদ্ভিন্নমালারূপে বাহুধারা
ক্রৌড়া করেন। ১—৫। স্কীরসমুদ্রের অমৃতরাশির
জায় ত্রীহরি শিবচিত্তায় মগ্ন হইয়া স্কীরসগরে
যোগনিদ্রায় শয়ন রহিয়াছেন। যখন সেই ভগবান্
পরম কারুণিক হরি প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন, তখন
এই অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ হয় এবং যে সময়ে
তিনি শয়ন করেন, সেই সময়ে ভ্রম্য চরাচর হুণ্ড
হইয়া থাকে। তিনি এই অখিল জগৎ স্বজন করিয়া-
ছেন এবং তিনিই শিবব্রহ্মে ধারণ, রক্ষা ও সংস্থার
করিয়া থাকেন। ৬—৮। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সুবেণ
প্রভৃতি বিখ্যাত হরিতত্ত্বপরায়ণ ব্যক্তিগণ সেই
শাক্তচক্রধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে নিয়ত পূজাদি
করেন। তাঁহারা ভগবান্ অনিরুদ্ধকে ধ্যান করত
আত্মতত্ত্ব হইয়া নাগায়ণতুল্য ও নিখিল সমৃদ্ধিশালী
হইয়াছেন। এইরূপে ভগবান্ সনক, সনন্দ, সনাভন,
বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ, সিদ্ধগণ, ও মিত্রাবরণ,
সেই বিশ্বশ্রুতা হরিকে পূজাদি করিয়া থাকেন। সপ্ত-
বীপে সমুদ্র পর্য্যন্ত আয়ত নানাগুণ-গন্ধরযুক্ত গিরি-
সমূহ বিদ্যমান আছে। কালের গৌরবশতঃ বহুতর
ধরাপতি সকল বর্তমান ছিলেন। অতীত বর্তমান
ও অনাগত মনস্তর প্রভৃতি সমস্ত মনস্তরেই তাঁহারা
ভগবান্ শঙ্করসমীপে সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া সকল বিষয়ে
পারদর্শী হইয়াছেন। ৯—১৪। সেই ধরাপতিদিগের
বিষয় পরে তোমাদিগকে বলিব, অধুনা স্বায়ম্ভুব মহুর
অধিকৃত কালের রাজগণের বিষয় বর্ণন করিতেছি;
স্বায়ম্ভুব মহুর পৌত্র প্রিয়ব্রতাস্বজগণ, দশ ভ্রাতা,
সকলেই তুল্যাত্মানী ও মহাবলপরাক্রান্ত এবং
সকলেই তুল্যপ্রয়োজন। তাঁহাদের নাম ষাণ্—
আম্রোধ, আদিবাহ, মেধা, মেধাতিথি, বপুমান,
জ্যোতিমান, হ্যুতিমান, হব্য, সবন, পুত্র। প্রিয়ব্রত
এই পুত্রগণকে সপ্তবীপের অধীশ্বর করিলেন।
তাহার মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত আম্রোধকে জম্বুবীপে,
মেধাতিথিকে প্রজবীপে বপুমানকে শামলিবীপে,
জ্যোতিমানকে কুশবীপে, হ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চবীপে,
হব্যকে শাকবীপে ও সবকে পুষ্করবীপে, অতিবেক
করত অধীশ্বর করিলেন। পুষ্করবীপে সর্বশক্তি হইতে পুত্র

জমগ্রহণ করে। তাহার এক জনের নাম মহাবীর, অপর
জনের নাম ধাতকি। মহাবীরের নামানুসারে মহাবীর-
বর্ষ ও ধাতকির নামানুসারে ধাতকীও হইয়াছে।
শাকবীপাধিপতি হব্যের পুত্র, জলদ, কুমার, সুকুমার,
মণীচক, কুমোত্তর, মোদাকী ও মহাক্রম এই সপ্ত
পুত্র। তাহার মধ্যে প্রথম জলদের নামানুসারে
জলদবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। এইরূপ দ্বিতীয় কুমারের
নামে কৌমার বর্ষ; তৃতীয় সুকুমারের নামে সুকু-
মারবর্ষ, চতুর্থ মণীচকের নামানুসারে মণীচকবর্ষ,
পঞ্চম কুমোত্তরের নামানুসারে কুমোত্তরবর্ষ, ষষ্ঠ
মোদাকীর নামানুসারে মোদকবর্ষ, সপ্তম মহাক্রমের
নামানুসারে মহাক্রমবর্ষ প্রসিদ্ধ হইল। পৃথিবী-
তলে হব্যরাজার এই সপ্ত পুত্রের নামে সপ্তদী বর্ষ
হইয়াছে। ১৫—২৯। ক্রৌঞ্চবীপাধিপতি হ্যুতিমানের
কুশল, মহুগ, উক, পীবর, অন্ধকারক, মুনি, হুশুভি
এই সাত পুত্র। ক্রৌঞ্চবীপের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব
নামে প্রসিদ্ধ দেশ আছে। তাহার মধ্যে কুশলের
নামে কুশল, মহুগের নামানুসারে মনোহুগ, উকের
নামানুসারে উক, পীবরের নামানুসারে পীবর, অন্ধ-
কারকের নামানুসারে অন্ধকারক, মুনির নামে মুনি, ও
হুশুভির নামে হুশুভি দেশ প্রসিদ্ধ হইল। ক্রৌঞ্চবীপে
এই সমস্ত জনপদ রাজা হ্যুতিমানের পুত্রগণের
নামে খ্যাত হইল। কুশবীপে জ্যোতিমান রাজার
সাত পুত্র—উত্তিহ, বেণুমান, কৈরথ, লবণ, হ্রতি,
প্রভাকর, কপিল, তাহার মধ্যে প্রথম উত্তিহের নামে
উত্তিহবর্ষ, দ্বিতীয় পুত্র বেণুর নামে বেণুবর্ষ, তৃতীয়
কৈরথের নামে কৈরথবর্ষ, চতুর্থ পুত্র লবণের নামে
লবণবর্ষ, পঞ্চম হ্রতিমানের নামে হ্রতিমবর্ষ, ষষ্ঠ
প্রভাকরের নামে প্রভাকরবর্ষ ও সপ্তম কপিলের নামে
কপিলবর্ষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ৩০—৩৭। এইরূপ
শামলিবীপের অধীশ্বর বপুমানের সাত পুত্র। তাহার
প্রথম বেত, দ্বিতীয় হরিত, তৃতীয় জীমূত, চতুর্থ
রোহিত, পঞ্চম বৈজ্যত, ষষ্ঠ মানস, সপ্তম সুপ্রভ।
বেতের নামে বেত, হরিতের নামে হরিত, জীমূতের
নামানুসারে জীমূত; রোহিতের নামানুসারে রোহিত
বৈজ্যতের নামে বৈজ্যত, মানসের নামানুসারে মানস
ও সুপ্রভের নামে সুপ্রভ দেশ প্রসিদ্ধ হইল। জম্বুবীপ
হইতে প্রজবীপের মধ্যগত সমস্ত বিষয় বর্ণনা করি-
তেছি। ২৮—৪০। মেধাতিথির সাতটা পুত্র।
তাঁহারা সকলেই প্রজবীপের আধিপতি। তাহাদের
মধ্যে ৫ টি শাস্ত্রতর। তাহাদের নামেই শাস্ত্রবর্ষ
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রবর্ষ হইতে শিখির,

সুখোদয়, আনন্দ, শিব, কেমক, এবং মেধাতিথি এই পুত্রগণের নামে সপ্তবর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহারাই স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে এই সকল বর্ষের সংস্থাপন করিয়া তাহাতে বর্ণাশ্রমাচারী প্রজাগণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রজাবীপ হইতে শাকবীপ পর্যন্ত পঞ্চ বীপেই বর্ণাশ্রম বিভাগ বর্তমান আছে। চৈত্রি জ্যৈষ্ঠমগণ। সেই বীপসমূহে স্থখ, পলমাদি, সৌর্যকণ, বল, ও ধন্য সকলই সর্প সাধারণের প্রতি সমান এবং তথায় রুদ্রার্চনতৎপর অস্ত্রাশ্রয় প্রজাগণও উদ্ভূত হইল। তাহারাই সকলেই প্রজাপতি ও রুদ্রদেবের ভাবরূপ অমৃত-পানে গন্ত। ৪১—৪৯।

মণ্ডিতচারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সুত বলিলেন, হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! রাজকুলতিলক শ্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ পুত্র আদীশকে জম্বুবীপের অধীশ্বর-পদে অভিষেক করিলেন। আদীশ অত্যন্ত শিবভক্তি-পরায়ণ; সর্বদা তপস্তারত ও তরুণবয়স্ক। তিনি সর্বদা শিবপূজা করিয়া থাকেন। তাহার শরীরলাবণ্য অতীব কমলীয় এবং তিনি অতি বুদ্ধিমান। সেই মহাশয় প্রজাপতি সদৃশ নয়টি পুত্র। সকলেই মহেশ্বরের পূজায় রত ও শিবপরায়ণ। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম নাভি, তাহার অঙ্গুরের নাম কম্পুরুষ, তৃতীয় হরিবর্ষ, চতুর্থ ইলাবৃত, পঞ্চম রম্য, ষষ্ঠ হিরয়ান, সপ্তম কুরু, অষ্টম ভদ্রাশ্ব, নবম কেতুমাল। ইহাদের প্রত্যেকের দেশের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। আদীশ, শ্রিয় তমস নাভিকে হেমনামক দক্ষিণ বর্ষ প্রদান করিলেন। আদীশরাজ, এইরূপে কম্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ, হরিকে নৈষধবর্ষ, ইলাবৃতকে মেরুমুক্তবর্ষ, রম্যকে নীলাচলাগ্নিত বর্ষ, হিরয়ানকে নীলাচলাগ্নিত বর্ষের উত্তরস্থিত খেতবর্ষ, কুরুকে শৃঙ্গবর্ষ, ভদ্রাশ্বকে মাল্যবান বর্ষ ও কেতুমালকে গজমাল্য বর্ষ প্রদান করিলেন। আদীশ এইরূপ বর্ষসকল পৃথকরূপে ভাগ করিয়া পুত্রগণকে তাহার প্রত্যেক বর্ষে যথাক্রমে অভিষেক করিলেন; এবং তিনি স্বয়ং তপস্তার রত হইলেন। তৎপরে ডিগ্গি তপস্তা দ্বারা বিভাবিত ও বাধ্যমানিত হইয়া পরে শিবদ্যানপরায়ণ হইলেন। মলময় কম্পুরুষাদি অষ্টবর্ষ, অতি স্থখের স্থান। জম্বুবীপে অপরিসংখ্য স্থানান্তর হয়; এবং সকল কার্যই স্বতাবসিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই বর্ষসমূহে কোনরূপ বিপদও ঘটে, কি অসুস্থতা, বর্ষান্ত, উত্তম অবন

ও মধ্যম ভাব প্রভৃতি কিছুই উৎপন্ন হয় না এবং সেই অষ্ট ক্ষেত্রেই চূর্ণব্যবহার নাই। স্বাবস্থ অথবা জন্ম ধারণে জীব হউক না কেন, বাহ্যিকের রুদ্রক্ষেত্রে মৃত্যু হইবে, তাহারাই সকলেই ভূতনাথের প্রাসঙ্গিক ভক্ত-রূপে পরিণত হইবে। রুদ্রদেব তাহাদের হিতের নিমিত্তই এই অষ্টক্ষেত্র নির্মাণ করিয়াছেন। সেই স্থানে মহাদেব স্বয়ং রুদ্রক্ষেত্রমুখ-প্রাসঙ্গিক ভক্তগণের সমীপে সন্মতি অবস্থান করেন। অষ্টক্ষেত্রনিবাসী মানবগণ ভূতভাবন মহাদেবকে সর্পদ। জন্ম-পটে দর্শন করিয়া অমূল্য স্থখ ভোগ করত অস্ত্রে স্বর্গীয় গতি লাভ করেন। ১—১৮। হে বিজ্ঞগণ! এই হিমলাস্তিত প্রদেশে নাভির বিষয় বর্ণনা করিতেছি অবগত হও। মহামতি নাভি, সৌর্যপত্নী মনসদেবীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন; তাহার নাম ঋষভ। তিনি ক্ষত্রিয়কুলের পুঞ্জিত। সেই ঋষভের পুত্র ভরত। পুত্রবৎসল ঋষভ পুত্রের উপর সমস্ত রাজ্যভাব অর্পণ করিয়া, ভীষণ বিষধরসদৃশ ইন্দ্রিয়সকল জয় করত স্বীয় ভানবলে বৈরাগ্যাশ্রমে প্রব্রুত হইলেন; এবং সর্বপ্রকারেই পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে স্বীয় আশ্রিতে সংস্থাপন করিয়া জটীতির ধারণ করত নিরাহারে সন্দেহ পরিত্যাগপূর্বক অচ্ছান শূন্য হইয়া শিবসম্বন্ধীয় পরম পদলাভ করিলেন। ঋষভ হিম-গিরির দক্ষিণ বর্ষ ভরতকে প্রদান করিয়াছেন; এজন্ত পশ্চিভাগ সেই ভরতধিকৃত বর্ষের নাম ভরতবর্ষ। বলিয়া সম্যকরূপে অবগত আছেন। কালক্রমে ভরতরাজের স্মৃতি নামে এক পুত্র হইল। ভরত তাহার প্রতি সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া এবং স্বীয় রাজ্যলক্ষ্মী পুত্রে সমর্পণ করিয়া বনগমন করিলেন। ১৯—২৫।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সুত বলিলেন,—এই বীপের মধ্যে মেরুনামক মহাগিরি আছে। সেই পর্বত নানারূপ রত্নময় শৃঙ্গে সুশোভিত। তাহার দৈর্ঘ্য চতুরশীতিসহস্র যোজন অধোভাগ ষোড়শ গুণ বিস্তৃত; শরীরের শ্রায় তাহার আকারবশত অগ্রভাগ ত্রিংশভাগ বিস্তৃত; শরীরের ত্রিংশ ভিত্তার, এই পর্বত এতদূর বিশাল যে, ইহার অগ্রভাগ সূর্য্যমণ্ডল পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। মহাদেবের সুবিলম্ব অংশে ইহা হেমময় সিরিরূপে পরিণত হইয়াছে। দুই পুত্রের ভায় এই পর্বত

অতি মনোহর এবং সকল দেবতার আবাস-
স্থান। দেবকুল এই পর্বতশ্রেষ্ঠে ক্রীড়া করেন এবং
ইহাতে অনেক আশ্চর্য বিষয় বর্তমান আছে। এই
মহাগিরির আশ্রয় লক্ষ যোজন। ক্রিষ্ণিতলে ইহার
যোড়শ দহশ যোজন প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তে বিজ-
শ্রেষ্ঠগণ! পশুভগণ সেই শৃঙ্গবর মেরু শেষ ও
উপরিভাগের মূল্যায়ন ও বিস্তার যে বর্ণন করিয়াছেন,
তাহাতে বলিষাছেন যে, মল হইতে, দীর্ঘের পরিমাণ
অপেক্ষা বিস্তার দ্বিগুণ। গিরির পূর্বভাগ পদ্মবাগ
মণিব আভাসম্পন্ন, দক্ষিণ ভাগ হেমবর গ্রাঘ উজ্জ্বল
জাতায়ুক্ত, পশ্চিম ভাগ নীলবর্ণ, উত্তর বিক্রমের গ্রাঘ
শোভাশালী। সেই পর্বতের পূর্বভাগে অমরাবতী
বিরাজিত। তাহাতে বহুপ্রাসাদশ্রেণী শোভা পাইতেছে।
তাহা মণিময় জালে আৱত এবং দেবগণ নিরন্তর
তথায় বিরাজ করেন। সেই অমরাবতীর নানাকপে
বিবচিত পুরষার সকল তেজ ও রং দ্বারা বিভূষিত ও
মণিবিনির্মিত তোষণ সকল সুবর্ণসমূহে বিমণ্ডিত
হইয়া অতি মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে।
মণিময় ভূষণে বিভূষিত ও স্তনভরে অবনমিত সহস্র
নহস্র বর্মণীরং ও অপরাঙ্গসমূহে সেই অমরাবতী
পরিব্যাপ্ত এবং তাহাদের মধুবালাপ-জনিম্ন মনোহর
নাকারে অমরাবতীর মধুবতা আরও অধিক হইয়াছে।
অমরাবতীর দীর্ঘিক। সকল অতি বিচিত্র। বিকচপথ-
নিচয় ও হেমবিনির্মিত সোপানশ্রেণীতে তাহার
অতি মনোহর শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। হেমময়
লুপ্তক নীলগোপল ও অস্ত্রাশ্র উৎপলশ্রেণী বিবাজিত
ভূগণ, নদী ও নদসমূহ সেই অমরাবতীতে বিদ্যা-
মান আছে। সেই মনোহর পুরীতে এই পর্বত
অতিশয় শোভাশালী হইয়াছে। পর্বতের উপরি-
ভাগে অগ্নিকোণে অমরাবতীসম ভেজস্বিনী নামে
এক মনোহর শোভায়ুক্ত পুরী আছে। তাহা পাবকের
নিকট। দক্ষিণে যমের আবাসস্থান বৈবস্বতী-
নামক পুরী। তাহা সুবর্ণময় ভবনসমূহে পরিবৃত।
ঐরূপ লৈলুৎকোণে কৃষ্ণবর্ণ মুদ্রবতী নামক পুরী;
বায়ুকোণে মনোহারিণী গন্ধবতী নামে পুরী; উত্তরে
মহোদগ্না; ঐশাঙ্ককোণে যশোবতী। দিগন্তস্থিত এই
সকল পুরী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অস্ত্রাশ্র দেবগণের
আবাসস্থান। এই পুরী সকল সমস্ত ভোগের আকর
এবং মনোহর বহুবিধ দীর্ঘিকাসমূহে শোভাসম্পন্ন
ও পুষ্যময়। তাহাতে কত যক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, শ্রেষ্ঠ
এনি ও অস্ত্রাশ্র বিবিধ আকারবিশিষ্ট ভূতসমূহ নিরন্তর
বিরাজ করে। ১—২০। যে বিশেষজ্ঞগণ! সেই

পর্বতের উপরিভাগে বামদিকে শুদ্ধ ক্ষুদ্রিকের গ্রাঘ
অবদ্যত অতি নিস্তীর্ণ। বিমান বর্তমান আছে। তাহার
উপরিভাগে সোম-স্বাধ্যায়িলোচন মহাত্মজ শঙ্কর
মণিময় সিংহাসনে পার্শ্বতী ও কার্ত্তিকের সহিত
বিবাজ করেন। শঙ্করের বিমান হইতে অক্ষবিস্তীর্ণ
বিমানে শ্রীহারি অবস্থান করেন। পর্বতের উপরি-
ভাগে দক্ষিণে ব্রহ্মার পদ্মরাগমণিময় সপ্ততল ভবন।
এই পর্বতে ইন্দ্রের অতি রমণীয় পুরী। তাহাব
চারিদিকে যম, সোম, বরুণ, নিম্বতি, পাবক, বায়ু ও
কন্দ্রের আশ্রয় সকল বিদ্যমান আছে। দেবগণের
সেই সমস্ত সপ্ততল-প্রাসাদসমূহ এবং ঈশ্বরক্ষেত্রে
দেবপূজা প্রভৃতি সংকাধ্য নিযত প্রতিষ্ঠিত। এই
পর্বতে সিদ্ধেশ্বরগণ ও শিষ্যবর্গের সহিত শৈলাদি,
সিদ্ধগণের সহিত সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সহস্র
সহস্র দেবগণ নিযত অবস্থান করেন। ইহাব কোন
স্থান যোগভূমি ও কোন স্থান ভোগভূমি। তাহাতে
শুভ্র হৃদয় গ্রাঘ প্রভাশালী সপ্তমণ্ডল প্রাসাদ-
যুক্ত এক ভবন বিবাজিত রহিয়াছে। সেটা শৈলাদি
আবাসস্থান। তাহাতেই গণেশ্বরকুল অবস্থান করেন
এবং কাংকর, গণেশ গণসমূহ, সুখশা সুনত্র
মাংগল ও মদন প্রভৃতি দেবগণও সেই ভবনেই
অবস্থান করেন। জগুনামে নদী সেই ভবনের
মুখদেশে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণ-
পার্শ্বে জম্বুদ্বীপ শোভা পাইতেছে। রক্ষের অগ্রভাগ
অতি উচ্চ ও বিস্তীর্ণ। সেই বৃক্ষ সকল কালেই
ফলপ্রদ। মেঘর চারিদিকে অতি বিস্তীর্ণ ইলাবৃত্তবর্ধ।
তাঁহাতে ভোগিগণ কেহ জম্বু-ফলাহাবে, কেহ অমৃত
ভোজন করিয়া সুবর্ণের গ্রাঘ বর্ণ ধারণ করত কিংবা
নানাকপ বা ধারণপূর্বক নিযত অবস্থান করে। যে
বিশ্রগণ। মেরু পাদাশ্রিত অতি মনোহর এই মধ্যম
দ্বীপ। ইহাতে নববর্ধ নদী-নদ-গিরি সমুদয় বিদ্যমান
আছে। জম্বুদ্বীপ ও নববর্ধের সমস্ত বিস্তার ও মণ্ডল
যোজনপরিমাণে যথার্থকপ বর্ণন করিবে। ২১—৩৫।
অষ্টাচহারিংশ অধ্যায় এমাগু।

উনপঞ্চাশ অধ্যায়।

সুত বলিলেন, যে বিশ্রগণ! সেই দ্বীপ লক্ষ-
যোজন বিস্তীর্ণ। তাহার অন্তঃদ্বীপ সকল চারি সহস্র
যোজন। তাহাতে সমুদ্রভূতা ধরাও পঞ্চাশ কোটি
যোজন বিস্তীর্ণ। পৃথিবীতে সপ্তদ্বীপ ও পঞ্চাশ কোটি
পর্বত বিদ্যমান আছে। তাহাতে যে দেবদানব

পর্বত আছে,—তাহার উত্তরে নীলাচল, তাহার উত্তরে খেত পর্বত, তাহার উত্তরে শঙ্গী, তাহার উত্তরে তিন্দি বর্ষপর্বত। মেরুর পূর্বদিকে অষ্টর ও মেঘকূট নামে পর্বত বিদ্যমান আছে, দক্ষিণে নিষধ পর্বত এবং তাহার দক্ষিণে হেমকূট নামে গিরি ও তাহার দক্ষিণে হিমালয়; মেরুর পশ্চিমে মাল্যবান ও গন্ধমাদন, এই দুই পর্বত বিদ্যমান আছে। এই পর্বত-সমূহে সিদ্ধচারণপন নিয়ত অবস্থান কবিয়া থাকেন। ইহাদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরে দূরত্ব নব সহস্রযোজন এই হৈমবতবর্ষ, ইহাই ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইয়াছে। হেমকূটের পর কিল্পুরুবর্ষ। হেমকূট হইতে নৈষধপর্বত পর্যন্ত হরিবর্ষ। হরিবর্ষের পর হইতে মেরু পর্যন্ত ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃত হইতে নীলাচল পর্যন্ত রম্যক বর্ষ। রম্যক হইতে খেত পর্যন্ত হিরণ্যবর্ষ হিরণ্য বর্ষের পর শঙ্গী নামক পর্বত তাহার পর কুরু বর্ষ, তাহার দক্ষিণোত্তরে ধনুরাকারে অবস্থিত দুইটা বর্ষ আছে। তাহাতে দীর্ঘ চারি বর্ষ। তাহার মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ। মেরুর পূর্ব ও পশ্চিমে দুই বর্ষ, তাহাও দীর্ঘ নহে। নিষধ পর্বতের উত্তরস্থিত প্রদেশ বেদ্যাক্ষ। বেদ্যাক্ষের দক্ষিণে তিন বর্ষ। উত্তরে তিন বর্ষ। ইহার মধ্যে মেরু-মধ্যস্থিত ইলাবৃত বর্ষ, এবং নীলাচলের দক্ষিণে নিষধের উত্তরে মাল্যবান নামে মহাপর্বত বিদ্যমান আছে। তাহার উপরি-ভাগ দুইসহস্রযোজন বিস্তৃত। তাহার জায়াম চতুস্ত্রিংশ সহস্রযোজন। তাহার পশ্চিমদিকে গন্ধমাদন নামে এক পর্বত আছে, সেই পর্বত আয়ামে মাল্যবানের ছায় বিস্তৃত। জম্ববীপের চারিদিক সমান বিস্তারবশতঃ এই ছয়টা বর্ষ পর্বত পুরোভাগে আয়ত হইয়া পশ্চিম ও পূর্ব সমুদ্রে অবনত হইয়াছে। ১—১৭। হিমালয় পর্বত হিমযুক্ত, হেমকূট ও হেমবিশিষ্ট নিষধ বালাভপের ছায় প্রদীপ্ত এবং তিরণ্য-বিশিষ্ট। ধেরু নামক পর্বত রত্নময় সাত্ততে সুশোভিত ও চারিবারে বিচিত্র দৃশ্য। তাহার বিস্তৃতি উর্দ্ধদিকে, আরু প্রগোল এবং তাহার বিশালতা চারিদিকে বিস্তারিত। নীলাচল বৈদ্য-মণিময়, খেত পর্বত শুক্লবর্ণ এবং হিরণ্য পর্বতের বর্ণ ময়ূর-পিচ্ছের ছায়। শঙ্গী পর্বত সুবর্ণময় শৃঙ্গরয়ে সুশোভিত। এই সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম; এক্ষণে শ্রেষ্ঠ গিরি-সমূহের কথা বলিতেছি, প্রথম কৈ। মন্দর ও হেমকূট এই দুই পর্বত পূর্ব দিকে বিদ্যমান আছে। কৈলাস, গন্ধমাদন ও হেমবান পর্বত,—ইহারা পূর্ব-পশ্চিমে আয়ত ও সমুদ্র পর্যন্ত প্রবিষ্ট। নিষধ ও

পারিপাত্র,—এই দুই পর্বত পশ্চিম দিককে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই পর্বতদ্বয়ের বক্রপ পূর্বভাগ, সেইরূপ দক্ষিণ ভাগ। ১৮—২৩। ত্রিশূল ও জাকধি,—এই দুই পর্বত উত্তরদিকে বিদ্যমান আছে। ইহারা পূর্বদিকে আয়ত ও সমুদ্র পর্যন্ত প্রবিষ্ট। মনোবিগণ এই পর্বতসমূহকে সীমা-পর্বত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। হে বিপ্রকুলোত্তমগণ! মেরু-নামক কনকপর্বত অতি উচ্চ। ইহার চারিটা প্রত্যন্ত পর্বত, চারিদিকে চারিটা শ্রেষ্ঠ পর্বতরূপে বিখ্যাত। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী তাহাদের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতেছে। তাহাদের আয়াম দশ সহস্র যোজন। সেই চারিটি পর্বতের মধ্যে পূর্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে সুপার্ব। এই সমস্ত পর্বতের উপরিভাগে কেতুর ছায় চারিটা বৃক্ষ আছে। তাহার মধ্যে মন্দর পর্বতের শৃঙ্গে কেতুর রাজা স্বরূপ কদম্ব বৃক্ষ আছে। তাহার সুবিস্তৃত শাখায় চারিদিকে বিলম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে। এইরূপ দক্ষিণদিকস্থ গন্ধমাদন পর্বতের উপরিস্থিত শৃঙ্গে পবিত্র ফলশালী জম্ব-বৃক্ষ আছে। তাহা মনোহর মালাজালে সুশোভিত ও দেবগণ সেই বৃক্ষ-শ্রেষ্ঠের বহু সন্মান করিয়া থাকেন। সেই জম্ব-বৃক্ষ কেতুস্বরূপ ও লোকপ্রসিদ্ধ। পশ্চিমদিকস্থ বিপুলাচলের শিখরদেশে এক মহাঅগ্নি বৃক্ষ আছে। উত্তরদিকস্থিত সুপার্ব পর্বতের শৃঙ্গে বিপুল শাখাপল্লবায়ুক্ত উদ্ভব বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষ বহুবোজন বিস্তৃত। হে বিপ্রগণ। ত্রিমাসেই সেই শৈলচতুস্তয়ের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি। সেই শৈলচতুস্তরে সর্বকালরমণীয় ও অমাহুষিক ভাব সম্পন্ন দেবতাদিগের ক্রীড়ার একমাত্র স্থান মনোহর চারিটা বন আছে। সেই বনচতুস্তয়ের মধ্যে পূর্বে চৈত্রেয়, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরে শিবের বন। এইরূপ পূর্বের মিত্রেয়, দক্ষিণে যন্তেয়, পশ্চিমে বর্ধেয় ও উত্তরে আমকেশ্বর। হে মুনিস্রেষ্টগণ! যেখানে মুনীগণ ক্রীড়া করেন, সেই পার্বত্য কাননে চারিটা সরোবর আছে। পূর্বে অরুণোদয় সরোবর, দক্ষিণে মানস সরোবর, পশ্চিমে সিতোদ-নামক সরোবর ও উত্তরে মহাভদ্র নামক সরোবর। দক্ষিণে শাখের ক্ষেত্র, পশ্চিমে বিশাখের ক্ষেত্র, উত্তরে মৈগমেয়ের ক্ষেত্র এবং পূর্বে কুমারের ক্ষেত্র। অরুণোদ-নামক সরোবরের পূর্বদিকে কল্যাপ্রসিদ্ধ যে শৈলেশ্বরপ বিদ্যমান আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপরূপে বর্ণনা করিতেছি,

বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে সক্ষম হইব না। তাহাদের নাম দিতান্ত, কুরগু, কুবর, বিকর, মণিশৈল, বৃক্ষবান, মহানীল, রুচক, সর্বিন্দু, দহর, বেহুমান, সমেশ, নিবধ, দেবপর্কত। এই সমস্ত শ্রেষ্ঠপর্কত ও শ্রদ্ধাজ্ঞান গিরি-সমূহও ক্রমাগত বিদ্যমান আছে। ইহারা মন্দর পর্কতের পূর্বভাগে সিদ্ধগণের আবাসস্থান বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সেই সেই গিরীশ্রুতসমূহে, বনে, গুহায়, রুদ্রক্ষেত্র এবং ক্ষেত্র আছে। মানসসরোবরের দক্ষিণে অনেক মহাচল আছে। তাহাদের সকলের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, তাহাদের নাম শৈল, বিশিরা, শিখর একশঙ্গ, মহাশূল, গজশৈল, পিশাচক, পঞ্চশৈল, কৈলাস ও হিমালয়। এই সমস্ত পর্কত অতি উচ্চ ও দেবতাদিগের আবাস-স্থান। ইহার প্রত্যেক পর্কতে বন ও গুহাতে সুরশ্রেষ্ঠগণ বিচিত্র রুদ্রক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়াছেন। দক্ষিণদিকের কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এক্ষণে পশ্চিমদিকের কথা বলিতেছি। ২৪—৩৯ ॥ সিতোন্ম সরোবরের পশ্চিমে সুরপ, মহাবল, কুমুদ, মধুমান, অঞ্জন, মুকুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডু, সহস্রশিখর, পারিজাত, শৈলেশ্র, ত্রীশঙ্গ। এই সমস্ত পর্কত দেবতাদিগের আবাসস্থান অতি উচ্চ এবং রুদ্র-ক্ষেত্রযুক্ত। মহাভদ্র সরোবরের উত্তরে যে সমস্ত পর্কত আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, অবগত হও। তাহাদের নাম;—শঙ্খকুট, মহাশৈল, বৃষত, হংসপর্কত, নাগ, কপিল, ইন্দ্রশৈল, সাহুমান, নীল, কটকশঙ্গ, শতশঙ্গ, পুষ্পকোম, প্রশৈল, বিরজ, বরাহপর্কত, ময়ূরপর্কত, জারুধি, শৈলেশ্র, ইহার উত্তরদিকে বর্তমান রহিয়াছে। এই সমস্ত স্বর্গীয় শৈলসমূহ দেবদেব ভূতলাথের অসংখ্য সপ্ততল ভবনে শোভা পাইতেছে। এই সমস্ত পর্কতের অভ্যন্তরে দ্রোণী সরোবর ও বন প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। তাহাতে শিবপারায়ণ দেবগণ, মূনিগণ ও সিদ্ধগণ পিতামহের অমৃতগ্রহে সতীক অবস্থান করেন। এইরূপে বিদ্ববনে লক্ষী প্রভৃতি দেবীগণ, অর্জুনবৃক্ষবনে কশ্চপ প্রভৃতি, তালবনে ইন্দ্র বামন এবং প্রধান সর্পগণ উদ্রুহবনে কর্দম এবং অস্ত্রাজ্ঞ মহাআগণ অবস্থান করেন এবং পুণ্যময় আশ্রমবনে বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ, নিধুবনে নাগসমূহ ও সিদ্ধগণ অবস্থান করেন। সেইরূপ কিংবদন্তিবনে হৃদ্য ও রুদ্রগণ, বীজপুত্রবনে বৃক্ষশ্রুতি, কৌশল্যবনে বিষ্ণু প্রভৃতি মহাত্মান এবং হুলপয়বনে ও স্তম্ভোদ্যবনে নাগরাজ অনন্ত অবস্থান করেন। অনন্তলবণ জন্মের কালরূপ এবং জিদিই পাতালে অবস্থান করেন। তিনি বিশ্বগুরু বিষ্ণুমূর্তি ও

সাক্ষাৎ বলরামের স্বরূপ। দেবশ্রেষ্ঠ গ্রীহরি তাঁহাকে শয়নরূপে কলনা করিয়াছিলেন এবং তিনি বিভূর কক্ষণ স্বরূপ। পনসরুকের বলে শুক্র ও দানবগণ, বিশাখকুবনে কিম্বরবর্গের সহিত উরগগণ অবস্থান করেন এবং মনোহরবনে বৃক্ষগণ সর্বকোটি সমবিত; তাহাতে নন্দীশঙ্ক গণসমূহের স্তবে সন্তোষসহকারে অবস্থান করেন। সত্যলকহলীমধ্যে সাক্ষাৎ সরস্বতীদেবী অবস্থান করেন। এইরূপ সংক্ষেপে বনসমূহে বনবাসীদিগের বিষয় উক্ত হইল; কিন্তু এ সমস্ত বিষয় অসংখ্য; বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে সক্ষম নহি। ১৮—৬৯।

উনপঞ্চাশ অব্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রুত বলিলেন, হে বিজ্ঞানসত্তমগণ! দিতান্ত পর্কতের শিখরদেশে পারিজাতবনে দেবরাজ ইন্দ্র অবস্থান করেন। তাহার পূর্বদিকে অতি বিস্তৃত কুমুদ নামে পর্কত আছে। তাহাতে দানবদিগের আটটা পুর আছে। হে বিজ্ঞকুলাবতঃসগণ! ঐরূপ পুণ্যময় সুবর্ণকোটারে মহাত্মা নীলক প্রভৃতি রাক্ষসগণের অষ্ট-ষাটসংখ্যক পুর বিদ্যমান আছে। শৈলশ্রেষ্ঠ মহানীল পর্কতে অশ্বমুখ কিম্বরগণের পঞ্চদশ ভবন আছে, এবং মহাশৈল বেহুমৌধ পর্কতে বিদ্যাধরগণের তিনটা পুর আছে। বৈকুণ্ঠে গরুড়, করঞ্জ নীললোহিত বিরাজ করেন এবং বহুধারে বহুদিগের নিবাস কল্পিত আছে। গিরিশ্রেষ্ঠ রত্নধারে সিদ্ধায়তনযুক্ত পবিত্র সপ্তার্ধগণের সপ্ত স্থান নিরূপিত হইয়াছে এবং নগশ্রেষ্ঠ এক গুপ্তে প্রজাপতির আয়তন। গজশৈলে ভূগা প্রভৃতি দেবীগণের আয়তন। সুমেধ পর্কতে বহুগণের নিবাস এবং আকিত্যগণ, রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাদের নিবাস। অশীতিসংখ্যক সুরপুত্রী হৈমবক্ক পর্কতে নিদ্রিত আছে। ১—৮। ঐরূপ স্থানীপর্কতে রাক্ষসদিগের পঞ্চকোটিশত-সংখ্যক ভবন ও পঞ্চকোটে পঞ্চকোটি পুর নিরূপিত হইয়াছে। শতশঙ্গপর্কতে অতি ভেজস্বী বৃক্ষদিগের একশত ভবন কল্পিত আছে। হে বিশেষশ্রেষ্ঠগণ! তাম্রাত পর্কতে কাজ্জবৈদ্যদিগের আবাস; বিশাখে শুভের আবাস; প্লেতোগে হুপর্ণের আবাস; পিশাচক পর্কতে কুবেরের আবাস; হরিকুটে গ্রীহরির আবাস, কুমুদ পর্কতে কিম্বরদিগের আবাস, অঞ্জনপর্কতে চারণদিগের আবাস; কৃষ্ণপর্কতে গজদিগের আবাস এবং পাণ্ডুপর্কতে বিবেক অশ্বভেদগুরু বিদ্যাধরদিগের সপ্তপুত্র নিরূপিত আছে। হে বিজ্ঞানসত্তমগণ! ঐরূপ সহস্র-শিখর পর্কতে উগ্রকক্ষা দেবতা-

নিগের বাসস্থান নৃপ-সহস্রপুর পরিকল্পিত হইয়াছে । পুষ্পকেতু মুকুটপর্কিতে পদ্মগদিগের আবাস স্থান । শৈলশ্রেষ্ঠ তঙ্ককপর্কিতে বৈবস্বত সোম্যবায়ু ও নাগাধিপ প্রভৃতির চারিটি আয়তন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহাত্মা গুরু, কুবের, সোম ও অগ্ন্যত্র মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠ আয়তন সকল বিদ্যমান আছে । তাহার সীমা-পূর্ব্বত ত্রীকর্প পর্কিতে গুহাবাসী শঙ্কর উমার সহিত বাস করেন । সর্কদেবেশ্বরের ত্রীকর্পে আদিপত্য । তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকাশক ; তাহাতে সংশয় মাত্র নাই । শিবসাহায্যে অনন্ত ও দশ-প্রভৃতি সকলেই এই অণ্ডের প্রতিপালক ; এই ব্রহ্মাণ্ডে নির্য্যাসগণ চক্রবর্তী । মর্যাদা পর্কিতে ত্রীবর্গ-নিষ্ঠিত ; সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন । কালায়ি হইতে শিব পর্য্যন্ত এই চোচর বিশ্ব সমস্তই ত্রীকর্পে অধিষ্ঠিত ; সুতরাং সবিস্তারে বলিব কিরূপ ৭।৯—২১ ।

পদাংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একাদশোঃ অধ্যায় ।

২ত বলিলেম, হেমকট গিরির মধ্যে এক মহাকট-মামক পর্কত আছে । তাহা হৈমবৈদ্য-মণি-মণিক্য ও নীল মণিয়ারা ও অগ্ন্যত্র শ্রেষ্ঠমণি দ্বারা নির্মলভাবে বিমিশ্রিত ও শত সহস্র শাখায়ুক্ত এবং বৃক্ষদিকল দ্বারা বিভূষিত ও চম্পক অশোক পুদ্গল বকুল প্রভৃতি দ্বারা বিমণ্ডিত । সেই পর্কতে পারিজাত বৃক্ষ যারি সারি শোভা পাইতেছে এবং কত কত পক্ষিগণ তাহার শিখরদেশে বৃক্ষশাখায় হুবে অবস্থান করে । সেই পর্কতশ্রেষ্ঠ বহুচিত্রে চিত্রিত এবং তাহাতে বিচিত্র কুসুম সকল বিকসিত হইয়া মনোহর গন্ধে আমোদিত করে । তাহার নিতরদেশে স্তরে স্তরে পুষ্পসকল বিলম্বিত রহিয়াছে এবং বহুপ্রাণী তথায় অবস্থান করে । তাহাতে পানীয় সকল বিমল ও সুবাহু এবং বহুপ্রাণ বিদ্যমান আছে । সেই পর্কতপ্রদেশ নির্ব্বয় দ্বারা ও চারিদিকে কুসুমমালা আবৃত । পুষ্প লব্ধ এবং ভবংসলিলা দীপ্যদ্বারা সেই পর্কত অলঙ্কৃত হইয়াছে । সেই পর্কতে অতি দ্বিধবর্ণ অতি-বিশিষ্টমূল, অনেক শাখাপ্রাখাদিযুক্ত বৃক্ষ দ্বারা মনোহর শোভাসম্পন্ন হৈমলোকাচারে দর্শনোজল বিস্তৃত বহুপ্রাণায়ুক্ত ভূতবন নামে এক রমণীয় বন আছে । তাহা নিখিল ভূতবনের অবাসস্থান । তাহাতে মহামণি-বিভূষিত ভগবান শঙ্করের অতি উজ্জ্বল এক

আয়তন আছে । তাহা হেমময় প্রাকারে বেষ্টিত এবং মণিময় তোরণে সুশোভিত তাহার পুরদ্বার সকল বিচিত্র ক্ষটিক দ্বারা সুন্দররূপে গঠিত । তাহাতে বিমল আন্তর্য্যযুক্ত মণিময় সিংহাসন সুশোভিত আছে । ক্ষিতিতল চারিদিকে শিবাধিষ্ঠিত । অন্নান-মালাধচিত নানাবর্ণের গৃহ সকল তাহাতে শোভা পাইতেছে । কত কত ক্ষটিকময়স্তম্বযুক্ত সুবিচিত্র মণ্ডপসমূহ সেই বনভূমির মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে । সেই ভূতবনমাধ্যস্থিত হরভবনে ইন্দ্র ও উপেন্দ্রপুজিত সর্কভূতেশ্বরগণ ; বরাহ, গজ, সিংহ, শাদ্দল, হস্তী, গৃধ, উল্লুক, মৃগ, উষ্ট্র, অজ প্রভৃতি জন্তুগণ তথায় ইতস্ততঃ বিচরণ করত সুখকৌড়ায় নিয়ত আসক্ত । সেই ভূতগণের মুখ বরাহ, গজ, সিংহ, শাদ্দল, ভল্লুক, করত, গৃধ, মৃগ, উষ্ট্র, এবং ছাগলের দ্বায় । শঙ্করভবনে গিব্বটসদৃশ প্রথমগণ নিয়ত বিরাজ করিয়া থাকে । প্রথমগণের কেহ ভয়ঙ্কর, কেহ হরিত, কেহ রোমশ, কেহ বা মহাবাহু ও নানা আকৃতিযুক্ত ও নানাবর্ণ । বহুসংস্থানে অবস্থিত প্রদীপ্ত-বদন, ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর দ্বায় প্রতিভাশালী অগ্নিমাধিগুণযুক্ত নন্দীশ্বর প্রভৃতি দ্বৈবগণ তাহাতে নিত্য অবস্থান করেন । সেই ভবনে দেবগণ, বাজ, শংখ, ষটী, ডিগুম প্রভৃতি বাসনপূর্ব্বক নিত্য ভূত-পতি পূজা করিয়া থাকেন ; এবং সেই পূজাসময়ে কত ললিত সঙ্গীত ও বহু আমোদ হইয়া থাকে । এইরূপে সিদ্ধার্থ, লেব, গজকর্ক, প্রমথ, ব্রহ্মা ও উপেন্দ্র প্রভৃতি অগ্ন্যত্র দেবগণ শঙ্করকে যথানিয়মে পূজা করিলেন । যে পর্কতে শঙ্খ-বর্টস মনোহর শিখর বিভক্ত হইয়াছে, সেই কৈলাস যক্ষরাজ কুবের ও অগ্ন্যত্র কোটি কোটি যক্ষের আবাসস্থান । তাহাতেও দেবদেব মহাদেবের এক মহৎ আয়তন আছে । সেই আয়তনে শঙ্কর স্বীয় গণের সহিত সর্কদা অবস্থান করেন । তাহাতে বিপুল সলিলপূর্ণা মন্দাকিনী সর্কদা প্রবাহিতা । তাহার সোপানপ্রাণী সুবর্ণ ও মণিময় । সেই মন্দাকিনী গন্ধ ও স্পর্শভোগযুক্ত নীলবৈদ্য-পত্র-বিশিষ্ট সুবর্ণময় বিকসিতপত্র এবং গন্ধযুক্ত মহোৎপল কুমুদমণ্ড ও মহাপত্র অভ্যন্ত শোভাসম্পন্ন । বক্ষ ও গজকর্ক-বলিভাগ এবং অপ্সরোগণের দ্বানাবগাহনে তাহার সলিলরাশি সন্ধ্যাকাল পবিত্র হইয়া থাকে এবং দেব দানব বক্ষ গজকর্ক ও কিয়দশের স্পর্শেও সেই মন্দাকিনী সর্কলা পবিত্রময় । তাহার উত্তর পার্শ্বে বৈদ্যমণিবিমিশ্রিত শঙ্করের মঙ্গলময় আয়তন । তাহাতে অসংখ্য শঙ্কর সন্ধ্যাকাল অবস্থান করেন । হে বিজয়গণ !

কনকনন্দার পূর্ব-দক্ষিণ তীরে যুগপক্ষি-সমাকুল এক বন আছে। তাহাতে ষ্টিজকুল নিয়ত বাস করেন। সেই বনমধ্যস্থিত পর্বত সদৃশ গৃহাভ্যন্তরে ভূতনাথ অস্থিকা ও গণের সহিত ক্রীড়া করেন। নন্দার পশ্চিম-তীরে কিঞ্চিৎ দক্ষিণভাগে বহুবিধ প্রাসাদযুক্ত রুদ্রপুরী নামে এক পুরী আছে। শঙ্কর আপনাকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া উমার সহিত ও স্বীয় গণের সহিত তাহাতে ক্রীড়া করেন। এক্ষণ্ত সেই স্থান শিবালয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে মুনিস্বেষ্টগণ! প্রতিরীপে পর্বতে বনে নদী, নদ, তড়াগ প্রভৃতির তীরে ও অগ্নিসমুহের সন্ধিস্থানে ঐরূপ শঙ্করের শত সহস্র আবতন আছে। ১—১৩।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! বহুজলপূর্ণা সরোবর-সমুদ্র তা অসংখ্য নদীর কথা পূর্বে বলিয়াছি। উত্তরমুখ হইতে প্রাহৃত্ত নদীসকল উত্তরবাহিনী বা পশ্চিমবাহিনী হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষেই এইরূপ নিয়ম। আকাশ সমুদ্রের নাম সোম বলিয়া কথিত আছে। সেই সমুদ্র সর্বভূতের আধার ও দেবগণের অমৃতাকার। সেই সোম নামক সমুদ্র হইতে পুণ্য-সলিলা আকাশগামিনী নদী উদ্ভূতা হইয়াছেন। তিনি সপ্তম অনিল পথে প্রবাহিত হইতেছেন। তাঁহার জলরাশি অমৃতস্বরূপ। সেই নদী জ্যোতিঃ-সমুহের অমৃতবর্তন করিয়া থাকেন। জ্যোতিঃসমুহও তাহাকে সেবা করেন। সেই নদী আকাশ ও কোটি কোটি তারকারাজি দ্বারা অলঙ্কৃত চন্দ্ৰের স্থায় অহরহঃ তাহারও পরিবর্তন হইয়া থাকে। সেই নদী চতুর্দিশীতি সহস্র যোজন বিস্তৃত। তাহার মধ্যস্থলে ত্রীকৈক্য ক্রীড়াস্থান মহামেঘ বিদ্যমান আছে। তাহাতে সমাসীন হইয়া, শঙ্কর সকল গণ ও উমার সহিত চিরকাল ক্রীড়া করেন। এক্ষণ্ত তাহার সলিল অতি পবিত্র। সেই পুণ্যসলিলা নদী, মেরু গিরিকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রবাহিত। নদী এরূপ বেগবাহিনী যে, অনিলের প্রতিকূলবেগে তাহার সলিল বিভিন্ন-রূপে প্রবাহিত হইয়া, মেরুর অন্তর-কূটচতুষ্টিয়ে পতিত হইয়াছে এবং দেবদেব শঙ্করের নিরোপাভ্যুসারে, সেই নদী, চারিদিকে বিভিন্নরূপে সর্বত্র পর্বত 'অভিঙ্গম করিয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। কথিত

আছে যে, এই নদী হইতে শত সহস্র নদী বিহগত হইয়া সকল দ্বীপ, সমস্ত পর্বত ও সকল বর্ষে প্রবাহিত হইতেছে। যে গঙ্গা আকাশ হইতে বিনির্গতা পৃথিবী-প্রবাহিতা হইতেছেন সেই গঙ্গা এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র নদীও তাহা হইতে বিহগতা। কেতুমূল পর্বতে মনুষ্য সকল কুরুবর্ণ ও সকলে পনসভোজী এবং স্ত্রীগণ উৎপলবর্ণা। সকলেরই আয়ুসংখ্যা অমৃত বর্ষ। ভাদ্রাশে পুরুবর্ণ স্ত্রীবর্ণ ও স্ত্রীগণ চন্দ্রকিরণের স্থায় অতি নিখলবর্ণা। সকলেই কাশামভোজী নিশাক ও রত্নপ্রিয়। তাহাদের আয়ুসংখ্যা দশ সহস্র বৎসর ও তাহারা শিবভক্ত এবং দেখিতে হিরণ্ময় পুতলিকার স্থায়, তাহাদের চিত্ত সর্বদা ঈশ্বরে অর্পিত। রমণক পর্বতে জীবগণ সকলেই গুগ্ৰোধ-ফলভোজী। তাহাদের আয়ুসংখ্যা দশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বৎসর। তাহারা সকলেই স্ত্রুবর্ণ ও শিবদ্যানপরায়ণ। হিরণ্ময়বায় মানব সকল হিরণ্ময়-বনে সর্বদা অবস্থান করিয়া থাকে। তাহারা মহাভাগ্য-শালী, তাহাদিগের পরমায়ু একাদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বর্ষ। তাহারা সকলেই অগ্ন্যভোজী হিরণ্ময় পুতলিকার স্থায়। ঈশ্বরে সর্বদা তাহারা চিত্ত অর্পণ করিয়া থাকে। ১—১৮। কুরুবর্ষে কুরুগণ, স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া পতিত হইয়াছে। তাহারা সকলেই মৈথুনজাত। কীর সদৃশ তাহাদের অবয়ব ও কীর ভোজন তাহাদের জীবনোপায়। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত; অতএব তাহারা চক্রবাক-সংখ্য। তাহারা রোগশূন্য, শোক-বিহীন ও নিত্য সুখ-নিরত। তাহাদের পরমায়ু ত্রয়োদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বৎসর। তাহারা অগ্ন স্ত্রীপরায়ণ নহে, কেবল স্বীয় স্ত্রীতে নিয়ত আসক্ত। মহাবল-পরাক্রান্ত স্বর্গবাসী সেই কুরুগণের সহমরণ হইয়া থাকে। তাহারা সর্বদা হস্ত, সর্বদা প্রবুদ্ধ ও অমৃতভোজনে রত। তাহাদের যৌবন চিরস্থায়ী। তাহারা শ্রামাঙ্গ ও সর্বভূষণে বিভূষিত এবং চন্দ্ৰের স্থায় কমলীয়। প্রভুত্বীয়ে কুরুবংশই অতি শোভাশালী। তাহাতে চন্দ্রমৌলি শত্ৰু চন্দ্রপ্রভ নামে এক আয়তন আছে। ১৯—২৪। তারতবর্ষে মানবগণ পুণ্যবান্ এবং সকলের কর্মজনিত আয়ু। তাহার সংখ্যা শত বৎসর বলিয়া কথিত আছে। তাহারা নানাকর্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্রবেহী। তাঁহারা নানাকর্ণ দেবার্দ্ধনে রত ও নানাকর্ণ ফলভোজী। তাহারা ঐহ-জ্ঞানার্হসম্পন্ন চূর্ণল ও অমৃতভোগনিরত। প্রভুত্বীয়ের দীর্ঘকর্ণগণের মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্রবীণে, কেহ কেহ

কাসরক বীপে, কেহ কেহ তাম্রবীপে, কেহ কেহ গভস্তিমদেশে, কেহ কেহ নাগবীপে, কেহ কেহ সৌম্যবীপে, কেহ গাকর্ষবীপে ও কেহ বারুণ-বীপে গমন করিয়াছে। 'এই ভারতবর্ষে কেহ কেহ রোহি, কেহ কেহ পুলিন্দ, কেহ কেহ বা নানা জাতি-সমূহ। পূর্বদিকে কিরাট, তাহার সমীপে পুণ্ড্রিক দিকে যবন এবং মধ্যদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চার বর্ণ, বজ্র, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি নিজ নিজ কার্যে রত। তাহাদের পরস্পরের সংব্যবহার বর্ণ ও আশ্রমের নিজ নিজ শ্রমার্থকামবিষয়ক সংকল্প ও অভিমান এই ভারতবর্ষেই প্রচলিত। এই ভারত-বর্ষেই স্বর্ণ ও অপবর্ণের নিমিত্ত মাহুবীগণের প্রযুক্তি, তাহাদের প্রতিই যুগধর্ম ব্যবস্থিত, অন্ততঃ সেরূপ নহে। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! কিম্পুরুষ বর্ষে মানবদিগের আয়ুর সংখ্যা লক্ষ সহস্র বৎসর। তাহাদের মধ্যে পুরুষের বর্ণ সুবর্ণের ছায়, স্ত্রীগণ অপসরা সদৃশী মনোহারিণী। রোগ শোক ইত্যাদি তাহাদিগকে কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ও স্বীয় দারার সহিত প্লব কল ভঞ্জন করিয়া থাকে। ২৫—৩৪

হরিবর্ষে মানবগণ মহারজতের ছায় শুভ। দেবলোব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বলিয়া সকলেই দেবতার আকারবিশিষ্ট। তাহারা সর্বেশ্বর শঙ্করকে যজ্ঞ করে এবং মধুর ইন্দুরস পান করিয়া থাকে। তাক্ষ-দিগকে কখনও জরায় অভিভূত হইতে হয় না। সেই হরিবর্ষে মানবগণ লক্ষসহস্র বৎসর জীবিত থাকে পূর্বকথিত মধ্যম ইলাবৃত বর্ষে শিবাকর মানবগণের সজ্ঞপ্ত করেন না এবং জরাও তাহাদিগকে অভিভূত করেন না। তাহাতে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রগণ কখনও প্রকাশিত হয় না। ইলাবৃত বর্ষে মানবগণের পদের ছায় কাঙ্ক্ষি, পদের ছায় মুখ, পদপত্র-সদৃশ চক্ষু, শরীর পদপত্রের ছায় সুগন্ধি তাহারা জম্বুকলের রস ভঞ্জন করে। তাহার হিরপ্রভৃতি ও সর্বদা সঙ্গলবৃত্ত। তাহাতে দেব-লোকগত অজরামরণও জয়গ্রহণ করিয়া থাকেন এই ইলাবৃত বর্ষে নরশ্রেষ্ঠগণ ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং তাহারা জম্বুকলের রস পাণ করেন। তাহাদিগকে জরা, মৃত্যু, দুশ্চা ও ক্রান্তি কিছুতেই বাধা দিতে সক্ষম হয় না। এই বর্ষে জম্বুক নামক সুবর্ণ দেবতাগণের ভূষণ। সেই জাম্বুক জতি এদীপ্ত ও ইন্দ্রগোপের ছায় তাহার প্রতিভা ৩৫—৪৩। এইরূপে আমি মনববাহুবর্তী বর্ণ, ছায় ও ভোজ্যাদির বিষয় বিস্তার না করিয়া লক্ষ্যকল

বর্ণন করিলাম। হেমকূট পর্বতে গন্ধর্ব ও অপসরাগণ অবস্থান করে। নিম্ন পর্বতে অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ বাস করে। বৈদ্যময় নীল পর্বতে মহাবল-পরাক্রান্ত ত্রয়শিখংসংখ্যক ঘাঙ্জিক সুরগণ, সিদ্ধগণ ও সুবিমলজ্ঞান ব্রহ্মবিগ্ণ বাস করিয়া থাকেন; এবং ঐতে পর্বতে দৈত্য ও দানবগণ বাস করে। এইরূপ শৃঙ্গিবান পর্বত পিতৃগণের আবাসস্থান, হিমালয় পর্বত যক্ষগণের ও ভূতেশ্বরের আবাস স্থান। মহাদেব—হরি, ব্রহ্মা, উমা, নন্দী ও গণের সহিত সকল পর্বত, বর্ষ ও বনে অবস্থান করেন। নীল, ঐতে ও ত্রিশূল পর্বতে ভগবান নীললোহিত সিদ্ধগণ, দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত বিশেষরূপে নিত্য অবস্থান করেন। নীল পর্বত বৈদ্যময়, ঐতে পর্বত শুক্রবর্ণ, ত্রিশূল পর্বত সুবর্ণময়। এই পর্বতভাজনকল জম্বুবীপে অবস্থিতি। ৪৪—৫১।

বিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপ্রকাশ অধ্যায়।

হুত বলিলেন, প্লব প্রভৃতি সপ্তবীপে প্রতিদিকে ঋজু ও আয়ত বর্ষপর্বত সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। প্লববীপে সপ্তটী মহাচল আছে, তাহার বিষয় বর্ণনা করিতেছি;—এই প্লববীপে প্রথম গোমেদক নামক পর্বত, দ্বিতীয় চান্দ্রপর্বত, তৃতীয় নারদপর্বত, চতুর্থ হৃদ্বিগিরি, পঞ্চম সোমগিরি, ষষ্ঠ সূমনা নামক পর্বত ইহার নামান্তর বৈভব; সপ্তম বৈভাজ। এই সাতটী পর্বত প্লববীপে বর্তমান, ইহা কথিত আছে। এইরূপ শাশলি বীপেও সাতটী পর্বত আছে। তাহাদের বিষয় অল্পক্ৰমে বর্ণনা করিতেছি;—পর্বতের নাম,—কুমুদ, উত্তম, বলাহক, দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ ও ককুদ্বান। কুশবীপেও সপ্তবীপ ও সপ্তকূল পর্বত আছে, তাহাদের নামমাত্র সজ্ঞেকরূপে বর্ণনা করিতেছি;—পর্বতগণের নাম, প্রথম বিক্রম, দ্বিতীয় হেমপর্বত, তৃতীয় দ্র্যামিন চতুর্থ পুণ্ড্রিক, পঞ্চম ক্রুশেশ্বর, ষষ্ঠ হরিগিরি, সপ্তম মহাদেবের নিকটেন মন্দর পর্বত। সেই পর্বত-ভূমিতে প্রবাহিত সলিলরাশির নাম মন্দা। সেই পর্বত মন্দা নামে সলিলরাশি ধারণ করিয়াছে বলিয়া এই পর্বতের নাম 'মন্দর' হইয়াছে। এই পর্বতে বিখ্যাত ভগবান যক্ষরাজ উমা ও নন্দীর সহিত উত্তম হৈমগুহে বাস করেন। পূর্বে মন্দরপর্বত মহেশ্বরকে তপস্তা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিল। একদা মহাশয়ের পরিভ্যাগ না করিয়াও পদ্যমণ ছাত্ত করিয়াছে। মন্দরগিরি

মহাদেবঃ, উমার সহিত তথায় বাস করিতে প্রার্থনা করিয়াছিল। সেই জন্ত শব্দর, উমা, নন্দী ও প্রমথাদিগণের সহিত সমাগত হইয়া সেই মন্দির পর্বতে বাস করেন; কপাচও পরিত্যাগ করেন না। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি সপ্ত পর্বত আছে। তাহাদের নাম প্রথম—ক্রৌঞ্চ, বামনক, কারক, অঙ্ককারক, দিব্যবত, বিবিন্দপর্বত, পুণ্ডরীক পর্বত, হৃৎপৃষ্ঠস্থান পর্বত, এই রত্নময় পর্বত সকল ক্রৌঞ্চ দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত। ১—১৬। এইরূপ শাকদ্বীপেও সাতটা পর্বত আছে। তাহাদের বিষয় তোমরা অবগত হও; উদয় পর্বত, রৈবত, শ্যামক, বাজত, শূশোভন, আন্বিকের, সর্কৌষধিযুক্ত রম্য পর্বত, বায়ব উৎপত্তিস্থান কেসরী পর্বত; শাকদ্বীপে এই সপ্ত। পুন্ডর দ্বীপে এক পর্বত আছে,—তাহার নাম মহাশিল। বিচিত্র মণিময় কুটে সমুচ্ছিত শিলাজালে সেই পর্বত অতিশয় শোভাসম্পন্ন। মহাশিল পর্বত উচ্চদিকে পঞ্চাশং সহস্র যোজন উচ্চ এবং অধোদিকে চতুঃস্রিংশং সহস্রযোজন। এই দ্বীপের অর্দ্ধভাগে মানসোত্তর নামক পর্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পর্বত বেলাভূমির সমীপে অবস্থিত হইয়া নবোদিত চন্দ্রের ছায় শোভা পাইতেছে। তাহার উচ্চ পঞ্চাশং সহস্র যোজন। সেই রূপই পার্শ্বে মণ্ডলাকারে বিস্তীর্ণ। তাৎপরে মাস নামক পর্বত। সন্নিবেশের বিভিন্নতা-বশতঃ এক মহা সাহু দুইভাগে বিভক্ত হই-
 বাছে। সেই দ্বীপে মানস পর্বতের মণ্ডলসমীপে পবিত্র রত্নতময় দুইটি জনপদ আছে। মানস পর্বতের বহিঃভাগে মহাবীত বর্ষ। তাহার মধ্যে একটি স্থানের নাম ধাতুকীর্ণও বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুন্ডর দ্বীপ বহু উদকসমুদ্র সমুদ্রসমূহে পরিবৃত্ত এবং চারিদিকে অতি বিস্তীর্ণ ও অতি মনোহর। এইরূপে দ্বীপসমূহ সাত সাতটা পর্বতে পরিবৃত্ত। দ্বীপের অন্তর্য যে সমুদ্র, সেইটা সপ্তম সমুদ্র বলিয়া কথিত। উদকসমুদ্র পুন্ডর দ্বীপকে চারিদিকে বেটন করিয়া অবস্থিত। তাহার পরে মহৎ জনপদ বর্তমান আছে। তাহার ভূমি কাঞ্চনময় ও হিষ্টগুণ। তাহা এক শিলাসদৃশ অখণ্ড। তাহার পরে এক পর্বত আছে। তাহার পরিধি সীমাধরূপ সেই পর্বত এক অংশে প্রকাশিত ও অল্প অংশে অপ্রকাশিত। তাহার নাম লোকালোক বলিয়া খ্যাত। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে পর্যন্ত সেই লোকালোক পর্বতের বিস্তৃতির সীমা, সেই অবধি পৃথিবীরও সীমা। এই পর্বতের উচ্চতা

দশ সহস্র যোজন, সেই পরিমাণে ইহার বিস্তৃতি। সেই লোকালোক গিরির স্বক্লিপ অর্দ্ধভাগ রবি-রশ্মি-জলে প্রকাশিত থাকে এবং পরের অর্দ্ধভাগ নিত্য তমোরাশিতে আবৃত থাকে। এই জন্ত পর্বতের নাম লোকালোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ সংক্ষেপে সমস্ত বর্ণন করিলাম। হে মুনিসত্তমগণ! এক্ষণে হৃদ্য হইতে পৃথিবীর বৃত্তান্ত এবং প্রবলোক হইতে স্বর্গের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। আবহ। প্রভৃতি বায়ুর সপ্তনামি নিবন্ধিত আছে। তন্মধ্যে প্রথমচ-ক্রমে আবহ, প্রবহ, অনুবহ, সংবহ, বিবহ, তাহার উচ্চ এবং পরাবহ তাহার উচ্চ পরিবহ। হে বিজ্ঞগণ! এই বায়ুর অধিকৃত স্থানে ক্রমাধয়ে বলাহকগণ, হৃদ্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও রাশিগণ, গ্রহসমূহ, সপ্তবিমণ্ডল, এবং প্রবলোক প্রভৃতি এক একটা করিয়া প্রত্যেকে অবস্থান করে। মহীর পৃষ্ঠ হইতে পঞ্চদশ যোজন উচ্চ প্রবলোক, উচ্চ পঞ্চদশ নিযুত যোজন ভূমিতল হইতে এক নিযুত যোজন উচ্চ হৃদ্য মণ্ডল, তাহার উপরি-ভাগে ভাস্করের ঘোড়শ সহস্র রথ বিদ্যমান আছে। ভূতল হইতে চতুঃশত সহস্র যোজন উপরিভাগে মেয়, প্রবলোক হইতে কোটি যোজন উপরে মহলোক। হে দ্বিজগণ! এইরূপ মহলোক হইতে দুই কোটি যোজন উচ্চ জনলোক। জনলোক হইতে চারিকোটি যোজন উচ্চ তপালোক। প্রাজাপত্য লোক হইতে ছয়লক্ষ যোজন পরিমিত্যগ করিয়া ব্রহ্মলোক। হে দ্বিজগণ! এই ছয়লোক ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে পৃণ্যময় বলিয়া কথিত আছে। সপ্ততলের অধোভাগে কোটি নরক বিদ্যমান আছে; এবং ঘোরাদি মায়া পর্যন্ত অষ্টাবিংশতি সংখ্যক নরকও তথায় বিদ্যমান আছে। পাপিগণ স্ব স্ব কন্ধানুসারে সেই নরকসমূহ ভোগ করিয়া থাকে। রৌরবাঙ্গি নরকও তথায় বিদ্যমান আছে। তাহাদের প্রত্যেকের কথা বলা আছে। তাহার মধ্যে পাঁচটা নরকের কথা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে অণ্ডের বিষয় ও তাহার আচরণের বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে। এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ-সর্গ প্রসঙ্গক্রমে বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি। প্রকৃতি সর্বগামী বলিয়া কথিত। ঈদৃশ অণ্ড সহস্রকোটি। উচ্চভাগ অধোভাগ ও পার্শ্ব, সর্বত্রই অবস্থিত। এই সমস্ত অণ্ডমধ্যে চতুর্দশ ভুবন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এক মহেশ্বর সকল অণ্ডের হেতু অণ্ডে, অণ্ডের বহিঃভাগে এবং অণ্ডের আবরণসমূহে তন্ময়পূর্ণ। তাহাতে অষ্টমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পরমাশ্রা স্কুরূপ

দেহহীন শব্দেরও দেহ অনন্ত অষ্টমূর্তি। গৃহ শব্দের গৃহিণী প্রকৃতি দেবী; পুত্র মহাদাদি; তাঁহার কিস্কর, দেহাভিমানী পশু সকল। যিনি আদ্য ও অন্তহীন, অনন্ত, পুরুষপ্রধান প্রভৃতি সপ্ত প্রধান মূর্তি, তিনিই অষ্টঔষধিশিষ্ট মহেশ্বর, তাঁহারই আচ্ছাদলে এই জগতে ধরা, ধরাধর, বারিধর সমুদ্র সকল, জ্যোতির্গণ, শত্রু প্রভৃতি দেবগণ স্বর্গবাসিগণ ও স্বাবর জঙ্গমসমূহ সফলেই স্ব স্ব নিয়োগ প্রতিপালনে উৎপন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৭—৫৪। একদা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লক্ষ্মণবিহীন যক্ষরূপী ঈশ্বরকে দর্শন করত “এ কিরূপ ?” এই প্রকার সন্দ্বিদ্ধান্ত হইয়া, নিশ্চয়ের নিমিত্ত পাবক প্রভৃতি সকলেই যক্ষ সমীপে গমন করিলেন তথায় গমন করিয়া, তাঁহার্য্য ক্রীণশক্তি হইলেন। এজন্ত বক্ষি এই যক্ষের সমক্ষে তুল পধ্যস্ত দত্ত করিতেও সক্ষম হইলেন না এবং বায়ুও ভণ্ণচালনে সক্ষম হইলেন না। সেইরূপ অজ্ঞাত দেবগণও স্বীয় স্বীয় প্রভাব-বিহীন হইলেন। তখন সর্বসমুদ্রের কারণভূত স্বয়ং ব্রহ্মরিপু ইন্দ্র হুরেন্দ্রবর্গের সহিত হুরেশ্বর যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন; “মহাত্মন! আপনাকে কুতুহলী দেখিতেছি, আপনি কে? এইকথা জিজ্ঞাসা করিলামাত্র যক্ষ অদৃশ্য হইলেন। তখনই প্রসন্নবদন হৈমবতী অম্বিকা বহুবিশ মনোহর আভরণে বিভূষিতা হইয়া তথায় আবির্ভূতা হইলেন, তাঁহার দর্শন পাইবামাত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, সেই মনোহর শোভাশালিনী হৈমবতী উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে জগদম্ব! এ কিরূপ ভাব? যে যক্ষ-দেহ পূর্বে দেখিয়াছি, সেই মহাত্মা কে?” অম্বিকা বলিলেন, “যক্ষ এই স্থানে অদৃশ্য হইয়াছেন” দেবগণ তাহা শ্রবণ করত, সেই শোহিত গুরু কৃপা অজ্ঞাতা উমাকে প্রণাম করিয়া বহু সন্মান করিলেন। তখন হুয়াসুরদিগের প্রবৃত্তিস্বরূপা উমা দেবগণকৃত বহুসন্মানে সন্মানিতা হইয়া বলিলেন, হে দেবগণ! আমি পূর্বে পুরুষের প্রকৃতি হইয়া যক্ষের আচ্ছাদ-বস্তিনী ছিলাম, হে বিজগণ! এই জন্তই তাহার নিঃস্বপিত্ত সকল অণু সেই অজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; অজও অণু হইতে উৎপন্ন এবং এই অখিল জগৎও অণু হইতে উৎপন্ন। জ্যোতির্গণ-বিশিষ্ট লোক সকলও অজাত্মক। ৫৫—৬২।

ত্রিগুণাংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

হৃত বলিলেন, হে বিজগণ! প্রহরারের প্রসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাগণের ক্ষেত্রসকল অবলোকন করিয়া অণু মধ্যে জ্যোতির্গণ প্রচার সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর;—যেহু পূর্বে মানস পর্বতের উপরি-ভাগে মাহেন্দ্রী নামে একপুরী আছে এবং দক্ষিণে ভানুপুত্র বরুণের বারুণী নামে পুরী আছে। সৌম্যো সৌমের বিপ্লু নামে পুরী বিদ্যমান আছে। তাহাতে বিশেষবতা সকল অবস্থান করেন। অমরাবতী, সংঘমনী, সুখা ও বিভা নামে চারিটী পুরী আছে। লোকপালের উপরিভাগে সকল স্থানে দক্ষিণায়নে দক্ষিণাদিগত সূর্যের যে গতি, তাহা বর্ণন করিতেছি অবগত হও। দক্ষিণায়নের উপক্রমে সূর্যদেব প্রাক্ষিপ্ত ইয়র জায় ধাবিত হইয়া জ্যোতিঃশত্রু সমস্ত গ্রহণ করত গমন করেন। যে সময়ে সূর্যদেব শব্দের পুরাতান্তরগত হন, তখন সকলেই সৌর উদয় লক্ষ্য করিয়া থাকে। সেই সূর্যই সুখাতে নিশান্তরগত হইয়া দৃষ্ট হন, এবং বিভাতে তাঁহার অন্ত হয়। এই বারিতন্ত্রর সূর্য অমরাবতীতে দৃষ্ট হয় এবং সংঘমনী, সুখা ও বিভাকে প্রাপ্ত হইয়া বেরুপ ভাবে অবস্থান করেন, তাহা আমি বলিলাম। এইরূপ সূর্যদেব যে সময়ে পুঙ্কর মধ্যে গমন করিয়া থাকেন; তখন অপরাহ্নে অগ্নিকোণে, পূর্বাহ্নে নৈঋত কোণে, শেষ রাত্রিতে বায়ুকোণে এবং পূর্ব রাত্রি ঈশান কোণে অবস্থান করেন। সকল দিকে এইরূপ তাঁহার গতি। সূর্যদেব মূর্ত্তমাত্র কাল মেদিনীতে ত্রিংশ ভাগ গমন করেন। মূর্ত্ত সময়ের প্রতি যোজনের এই সংখ্যা অবগত হও। সেই পূর্ণ সংখ্যা একত্রিশ লক্ষ যোজন এবং কাহারও মতে সহস্রাধিক পঞ্চাশ লক্ষ যোজন। এইটী ভাস্করের নৌহৃতিক গতি। এই গতিবোধে সূর্যদেব দক্ষিণ কাষ্ঠাভিমুখে গমন করেন এবং দিনের শেষ ভাগে সৌম্যদিকে অবস্থান করেন এবং দক্ষিণায়নে পুঙ্কর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। মানসপর্বতের উত্তর দ্বিত পর্বতে সূর্যদেব অনীতি অধিক পূর্ণ শতমণ্ডল অতি তেজে পল্লভ্রমণ করেন। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে বাহ ও অত্যন্তরের বিষয় বলিলাম। সূর্যদেব প্রাতঃ সেই মণ্ডলসমূহে বিচরণ করেন। কুলালচক্রের প্রান্তভাগ বেরুপ সীত্রে বিবৃণিত হয়, সেই দক্ষিণায়নের উপক্রমে সূর্যদেবও অতি বিস্তীর্ণ ভূমি অন্নকাল মধ্যে করিয়া থাকেন। দক্ষিণায়নে সূর্য বাহশ মূর্ত্তে

পৃথিবীচক্র ভ্রমণ করেন, এবং একদিনে সার্কি জয়েন্স নক্ষত্রে নক্ষত্রণ করেন ও অষ্টাদশ মূহুর্তে রাত্রিতে সমস্ত নক্ষত্রে বিচরণ করেন। কুলালচক্রের সম্ভাষণ যেরূপ মন্দ মন্দ সঙ্গারিত হয়, সেইরূপ উত্তরায়ণ সূর্যদেবও মন্দগতিতে সঞ্চরণ করেন; সেই জন্ত বহুকালে অল্প ভূমি অতিক্রম করিয়া থাকেন। তাহুর রথে আকিভাগ ও মনিগণ অবস্থান করেন। সহস্রাংগু তাঁহার অগ্রভাগ, পৃষ্ঠভাগ ও অধোভাগ গন্ধর্ব্ব, অপরা, গ্রামণী, সর্প ও রাজস প্রভৃতি বারা প্রদীপ্ত করেন। তিনি উর্দ্ধদিকে কর পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোহর ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় সভাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাসময়ে মনিগণ-পরিত্যক্ত সলিল দ্বারা সমাগত নিশাচরদিগকে পুনঃ পুনঃ নিনাদ করত ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচরণ করেন এবং তিনি অষ্টাদশ মূহুর্তে উত্তরায়ণে পশ্চিমদিকে গমন করেন। তাহাতে একদিন হয়। তাহুর রাত্রিকালে মন্দ গতিতে সার্কি জয়েন্স নক্ষত্রে বাদশ মূহুর্তে পরিভ্রমণ করেন, এবং দিবাতে অষ্টাদশ মূহুর্তে নক্ষত্রে সকলে পরিভ্রমণ করেন। চক্রের নাভিদেশে যেরূপ মৃদু দর্শিত হয়, এবং চক্রমধ্যস্থিত মৃৎপিণ্ড যেরূপ মন্দ মন্দ বিদূর্ণিত হয়, সেইরূপ ঐব পরিভ্রমণ করে। পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, উভয় কাষ্ঠার মধ্যে সূর্যদেব মণ্ডলসমূহকে ত্রিশং মূহুর্তে যে একবার পরিভ্রমণ করেন, তাহাই অহোরাত্র। কুলালচক্রের নাভিদেশে যেরূপ মৃদুগতিতে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ সকল গ্রহের অগ্রবর্তী ধ্রু ও গ্রহগণের সহিত পরিভ্রমণ করে। সপ্তাৰ্ঘমণ্ডল ও জ্যোতির্গণও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। সূর্যদেব সমীরণ ও ঐবসহ মিলিত হইয়া কিরণের দ্বারা ভোররাশিকে গ্রহণ করত অবস্থান করেন। শিহুর অনুগ্রহবশতঃ ঐজ্ঞানপাদ নক্ষত্র ঐবত প্রাপ্ত হইয়াছে। সূর্যদেব সলিলরাশি পান করেন। ক্রমে তাহা চন্দ্রে সংক্রান্ত হয়, এবং চন্দ্রে হইতে ক্রমে সেই সলিল মেঘে সংক্রান্ত হয়। সেই মেঘনিচয় বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া পৃথিবীতলে বর্ষণ করে। সূর্যদেব জগৎ প্রদীপ্ত করেন, একজন্ত তাঁহার নাম ভাস্কর। ভোররাশির কোনরূপে নাশ হয় না। প্রদীপ্তিগণের হিডের নিমিত্ত, শব্দর হৃদয়ের এইরূপ গতি বিধান করিয়াছেন। ভূর্ভবঃ বঃ জল অম্ব ও অমৃত প্রভৃতিও জগতের হিডের নিমিত্ত শব্দর বিধান করিয়াছেন। জল, জগতের প্রাণধরূপ এবং ভূত-সমূহ ও ভূকনের স্বরূপ; অম্ব কি সমস্ত জগতের স্বরূপ, সলিলের আধিপত্য ভগবান্ শিব স্বয়ং ব্যবহৃত আছেন; এবং কথিতও আছে যে, অপের অধিপতি

স্বয়ং শব্দ। এই সমস্ত জগৎ শিবাস্বক, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ভগবান্ ত্রীহরির নারায়ণ্য অপের দ্বারাই কম্পিত হইয়াছে। বিষ্ণু জগতের আলয় স্বরূপ, কিন্তু অণু সেই জগৎআলয় বিষ্ণুস আলয়। ১—৩৭। চরাচর সমস্ত ভস্মীভূত হইলে পৃথিবীর ধূমরূপে বেগুলি বায়ুদ্বারা চাক্ষিত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমন করে, সেইগুলি অগ্নি এবং বায়ুর সাহায্যক্রমে অভ্ররূপে পরিণত হয়, এই জন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তির্য্য ঐম্ব, অগ্নি ও বায়ুর সংযোগই অভ্র বলিয়াছেন। বারিসমূহ বর্ষণ করে বলিয়া অভ্র নাম হইয়াছে। সেই অভ্রের অধিপতি ইন্দ্র। বিজ্ঞগণের বজ্রধ্বমোত্ত অভ্র অতি হিতকারী, দাবায়ির ধূমসত্ত্ব অভ্র অতি সমাহার হিতকর, এবং মৃদুভ্রমোৎপন্ন অভ্র অতি অন্তঃভোগ্যপাদক। ঐরূপ অভিচারায়ি-সমুদৃত ধূমরাশি হইতে উৎপন্ন অভ্রসমূহও ভূতবর্গের বিনাশের নিমিত্ত হয়। হে বিজ্ঞগণ! এইরূপ ধূমবিশেষে জগতের হিত ও অহিত হইয়া থাকে। একজন্ত মানবুল অভিচারায়ি-সমুদৃত ধূমরাশি বহুপূর্ব্বক আচ্ছাদন করবে। যদি কোন বিজ্ঞ অভিচারসম্বন্ধীয় ধূম আচ্ছাদন না করিয়া উদ্দেশ্য সকলের জন্ত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই ক্রিয়া লোকের বিনাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে মুনিস্রেষ্ঠগণ! মেঘসমূহ সলিলরাশির আধার। জগতের হিডের নিমিত্ত পবনের আচ্ছাদন-সীরে ছয়মাস পর্য্যন্ত সলিলসমূহ বর্ষণ করে। এই জগতে সেই মেঘসমূহের গর্জনে বায়ব বৈদ্যুত ও পাবকোভব, এই তিন রূপ হয় এবং ইহার হিমেত-পুষ্টিও হইয়া থাকে। বাহা হইতে সলিলরাশিভ্রষ্ট না হয়, সেই অভ্র; সেই সলিলসমূহের মেহন অর্থাৎ সিঞ্চন হয় বাহা হইতে, তাহাই মেঘ; তাহা তিন প্রকার কাষ্ঠাবাহু, বৈরিক্য এবং পক্ষসমুদৃত। অগ্নিসমূহের কাষ্ঠসহসংযোগ হইলে অগ্নি হইতে যে ধূমরাশি উৎপন্ন হয়; সেই ধূমসত্ত্ব মেঘ কাষ্ঠাবাহু। বিরিকির উজ্জ্বলবায়ুতে বাহার উৎপত্তি হয় সেই বৈরিক্য এবং ইন্দ্র পক্ষতসমূহের যে পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পক্ষসত্ত্ব বাহুস্বয়। মেঘ সকলের নাম জীমূত, তাহারা আবহ বায়ুর দ্বারা অবস্থান করে। বিরিকো-জ্ঞাসজাত মেঘ সকল এবহ বায়ুর অধিকৃত দ্বানে অবস্থান করে এবং পক্ষজাত পুন্দর প্রভৃতি মেঘ, নিশেবে জল বর্ষণ করে; কিন্তু সেই মেঘসমূহ বৃখন গভীর গর্জনে দিকৃদিগন্তর কম্পিত করে, উধন-সেই সেই কার্য্যে অল্প জল বর্ষণ করে এবং বহু সময় স্রীতল

সমীরণ প্রবাহিত হয়। ৩৮—৫০। জীবক নামক মেঘ অতি ক্ষীণ এবং বিজ্ঞানের ধ্বনিশূন্য। ধরাপৃষ্ঠ হইতে ইতস্ততঃ কেবল গর্জনমাত্রেই তাহার চক্রিচ্ছাৰ্থতা। জীমূত সকল পর্বতের উপরিভাগে ধরা হইতে অর্ধ ক্রোশ দূরেই অবস্থান করে। মেঘসমূহ ধরাপৃষ্ঠ হইতে বোজনমাত্র উর্দ্ধে হইলে পৃথিবীজলে বহু তোরণাশি প্রদান করে। সেই মেঘ বিদ্যুদ্গুণ-যুক্ত। এই সমস্ত মেঘের বৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিলাম। পক্ষজ ও কল্লজ মেঘ পর্বতে বর্ষণ করে। তাহার জগতের নাশের নিমিত্ত রাতিকালে বর্ষণ করিয়া থাকে। পক্ষজ ও পুন্ডর প্রভৃতি মেঘ যে সময়ে জল বর্ষণ করে, তখন সমস্ত জগৎ জলরাশিতে পরিপূর্ণ হয়, তাহাতে স্রবৎ বিহীন শয়ন করেন। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! আয়েয়, খাসজ, পক্ষজ, জলদসমূহের ধ্বংস নাম আপ্যায়ন, এবং বৃষ্টিসকল পৌণ্ড্র। তাহার বিজ্ঞানসমূহ লীত শস্ত প্রদান করে। মেঘসমূহের পুণ্ড্রদেশে পতিত লীকরসমূহ অতি লীতল। গন্ধাজলসমূহ লীকরের নাম গন্ধ। পর্বতসমূহ, নদীসমূহ, দিগ্গজ ও মেঘ-সমূহের পৃথক্ যে জলরাশি পলাবহ বায়ু দ্বারা সমাকুলিত করে, সেই জল নগসমূহে গমন করিয়া থাকে। পলাবহ বায়ুকে অধিকা গুরুকে আনয়ন করে। অপর বৃষ্টির শেষভাগ মেনকাপতি হিমালয়কে অতিক্রম করিয়া বস্তু সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত গমন করে। বৃষ্টিসমূহের কথা বিধারূপে বর্ণন করিলাম; শস্ত্রধ্বয়ের কথা বুদ্ধিক্রমে সংক্ষেপে বলিতেছি;—বৃষ্টিসমূহের স্বজনকর্তা মহাজ্ঞা; তাম্র। তিনি বিবের ভ্রষ্টা এবং সাক্ষাৎ শিব। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তিনি ভেজঃ-স্বরূপ; বলস্বরূপ; যশঃ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, মূত্র, আত্মা, মনু, বিদিক্, দিক্, সভ্য, ঋত, বায়ু, অম্বর, খচর, লোকপাল, হরি, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, সাক্ষাৎ মহেশ্বর প্রকৃতির স্বরূপ। তাহার সহস্র কিরণ, এবং অষ্ট হস্ত। তিনি অর্দনারীষপু সাক্ষাৎ ত্রিলোচন স্বরূপ। হে বিজ্ঞগণ! ইহারই প্রসঙ্গে বৃষ্টিসমূহ বিভিন্নরূপে পরিণত হয়। রবি সহস্র সহস্র গুণরাশি পরিভাগ করিয়া নিমিত্ত কিরণ দ্বারা জলরাশি গ্রহণ করেন। ইহার বিচারক্রমে জলের বৃদ্ধি কি নাশ নাই। বায়ু প্রবাহ সহ মিলিত হইয়া বৃষ্টিকে বিদ্যায় করে এবং সূর্য্য গ্রহ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলে এবং প্রবাহ সহ মিলিত হইয়া চারদিকের প্রবেশ করে। ৫১—৬৮।

চতুঃপাশ্ব অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপাশ্ব অধ্যায়।

সুত বলিলেন, হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণ ও অন্তর্ভুক্তের রথের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি এবং যেক্রমে সূর্য্য গমন করে, তাহাও বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর;—সূর্য্যের রথ ব্রহ্মা কার্য্যবশতঃ নির্মাণ করিয়াছেন। এই রথ এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত অবরোধ দ্বারা গঠিত হইয়াছে। ইহা তিনটা নাভি ও পঞ্চ-অরমুখ-চক্রবিশিষ্ট এবং সূর্য্যনির্মিত। ইহাতে সমস্ত দেবগণ ও ভাস্কর স্বয়ং বাস করেন। সেই রথের বিস্তার নবদশ বোজন। রথের উপস্থ হইতে ঈশানও রথের বিস্তার হইতে দ্বিগুণ দীর্ঘ হইলেও তাহা পরিমিতরূপে সংযুক্ত। সেই দণ্ড পরস্পর অসংলগ্নিত অস্থিত, সেই অস্থিসমূহ সপ্তচ্ছন্দে সুশিক্ষিত এবং চক্রের পক্ষদেশে নিবদ্ধ। রথের প্রবেশ অক্ষ অর্পিত আছে। তাহাতে অশ্বের সহিত চক্র এবং অক্ষের সহিত প্রব নিয়ত বিঘূর্ণিত হয়। অক্ষ প্রবেশ ভিন্ন এক চক্রের সহিত যুক্ত হইয়া ভ্রমিত হয়। প্রব বাতরশ্মি বিশিষ্ট হইয়া জ্যোতিসমূহ প্রেরণ করে। রথের অস্থবন্ধায় যুগ ও অক্ষের অগ্রভাগে নিবদ্ধ আছে। সেই যুগাঙ্কনিবদ্ধ রশ্মি প্রবের সহিত বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে। ভ্রমণশীল খেচর ও রথের মণ্ডলসমূহ বিদ্যমান আছে, যুগ এবং অক্ষের অগ্র-ভাগদ্বয় রথের দক্ষিণ ভাগে বিদ্যমান। প্রবের সহিত রজ্জ দ্বারা প্রগৃহীত চক্রবিরহিত অস্থবন্ধ সেই ভ্রমণ-পরায়ণ প্রবের অনুগমন করে। সেই উভয় রশ্মি ও তাহার অনুগমন করে। সেই বাতোশ্মি স্তম্ভনেরও যুগাঙ্ক কোটি বিদ্যমান আছে। রথের কীলে নিবদ্ধ-রজ্জ হইয়া রথ সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকে। উত্তরাংশে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণশীল রথের রশ্মিদ্বয় বন্ধিত হয়। দক্ষিণাংশে প্রবাহ সহ মিলিত হইয়া মণ্ডলসমূহকে আকর্ষণ করে। অনন্তর রথের অভ্যন্তরস্থ সূর্য্যমণ্ডল-সমূহ ভ্রমণ করেন এবং সেই সূর্য্য প্রবাহযুক্ত রশ্মিদ্বয় দ্বারা কাঠধ্বরের অভ্যন্তরগত অশীতিশত সংখ্যক মণ্ডল পরিভ্রমণ করেন। সেইরূপ বহির্ভাগস্থিত সূর্য্যমণ্ডল-সকল পরিভ্রমণ করেন এবং বেগের সহিত উর্দ্ধদিকে বেষ্টন করিয়া মণ্ডলসমূহে গমন করিয়া থাকেন। ১—১৫। হে বিজ্ঞগণ! দেবকুল সেই দেবশ্রেষ্ঠ ভাস্করকে নিয়ত পূজা করিয়া থাকেন। দেবগণ, আদিত্যগণ, মুনিসমূহ, গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরাগণ, প্রামদী সর্প ও রাক্ষসসমূহের সহিত সূর্য্যরথ হইয়া থাকেন। ইহারাই হই হই দাস করিয়া সূর্য্যে অবস্থান করে।

মুনিগণ, তেজ দ্বারা ভাস্করের সহিত বিশেষ আপ্যায়িত করেন এবং গ্রথিত বাক্যাবলি দ্বারা রবিকে স্তব করিয়া থাকেন। গন্ধর্বকুল নৃত্য ও গীত দ্বারা তাঁহাকে উপাসনা করেন। গ্রামণী, বক্ষ ও ভূতসমূহ তাঁহার রক্ষা সংগ্রহ করিয়া থাকে। সর্পগণ, সূর্য্যকে বহন করে এবং রাক্ষসকুল তাঁহার অনুগমন করে। বাল-খিলা প্রভৃতি রবিকে উদয়, হইতে নিবারণ করিয়া অন্তর্মিত করেন। ইহারা সকলেই দুই দুই মাস সূর্য্যে অবস্থান করেন। ১৬—২১। হে মুনিগণ! মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভ, মভভ, ইষ, উর্জ, সহ, সহজ, তপ ও তপত্র, এই দ্বাদশ মাস মানবদিগের বর্ষ। তাহাতে বাসস্তিক, গ্রেয়, বার্ষিক, শারদ, হিম, শৈশির এই ছয় ঋতু বর্তমান আছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ! ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পুষা, পর্ষাভ, অংস্ত, তপ, হৃষ্টা, বিষ্ণু, পুলস্ত্য, পুলহ, অত্রি, বসিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ধীমশ্বর, তৃণ্ড, ভরদ্বাজনয় গৌতম, কশ্যপ, ক্রতু, জমদগ্নি, কৌশিক, বাহুকি, কঙ্কণী, কর এবং তক্ষক নাগ, এলাপত্র নাগ, শম্বপাল, অজ্ঞাত নাগ ও ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপন্ন, ককটিক, কবল, অশ্বতর, তুষ্কর, নারদ এবং হাহা, হুহু, বিশ্বাবহু, উগ্রসেন, হুরুচি, পরাবহু, চিত্রসেন, মহাতেজা উর্গায় প্রভৃতি গন্ধর্বগণ ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্তা, সাক্ষাদেবীস্বরূপা কৃতহলা, শুভাননা, শুভাশ্রোণী, পুঞ্জিকবলী, মেনকা, সহজত্রা, প্রমোচা, শুচিমিতা, অম্লোচা, দ্বতা, বিখাচী, উর্জলী, পূর্নচিহ্নি, সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা তিলোত্তমা, রস্তা, অস্তোজবন্দনা, রথকং গ্রামণী, রথোজা, রথচিত্র, সুবাহা, রথখন, বরুণ, সুবেণ সেন-জিৎ, তাঁক্য, অরিস্তনেমি, ক্ষতজিৎ, সত্যজিৎ, রক, হেতি, প্রহেতি, পৌরুষেয় বধ, সর্প, ব্যাঘ্র, চাপ, বাত, বিদ্যুৎ, আদর, ত্রকোপেত, রকেন্দ্র যজ্ঞোপেত, এই সমস্ত দেবগণ ক্রমে সূর্য্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন, স্থানান্তিমিত্ত এই সমস্ত দেবতা দ্বাদশ সপ্তকগণ; ধাতা অবধি বিষ্ণু পর্য্যন্ত দেবতা দ্বাদশগণ বলিয়া কথিত। তাঁহারা পরম দেবতা ভাস্করকে স্তবে আপ্যায়িত করেন। হে মুনিসত্তমগণ! পুলস্ত্য প্রভৃতি কৌশিক পর্য্যন্ত মুনিগণ দ্বাদশ স্তব দ্বারা যথাক্রমে ভাস্করকে স্তব করিয়া থাকেন এবং বাহুকি প্রভৃতি নাগগণ অশ্বতর প্রভৃতিক ও তুষ্কর প্রভৃতি সূর্য্য-বর্তা পর্য্যন্ত সপ্তকেই মহাদেবকে যথাক্রমে বহন করে এবং দ্বাদশ গন্ধর্বসমূহ তাঁহাকে মনোহর সঙ্গীত দ্বারা উপাসনা করেন। কৃতহলা প্রভৃতি অপরাগণ ভগবান ভাস্করকে মনোহর নৃত্যদ্বারা উপাসনা করিয়া থাকে।

গ্রামণীরথকং অবধি সত্যজিৎ পর্য্যন্ত দ্বিষাৎপুরুষণ দ্বাদশাঙ্গ ক্রমে সূর্য্যদেবের রক্ষা সংগ্রহ করেন। রকোহেতি আদি যজ্ঞোপেত পর্য্যন্ত আত্মযুক্ত এই দ্বাদশ রাক্ষস তাঁহার অনুগমন করে। ধাতা, অর্য্যমা, পুলস্ত্য, পুলহ, প্রজাপতি উরুগ, বাহুকি, কঙ্কণী, তুষ্কর, নারদ, গান-পরায়ণ গন্ধর্বগণ, কৃতহলা ও পুঞ্জিকবলী অপসরা, গ্রামণী রথকং, রথোজা এবং রকোহেতি, প্রহেতি, রাক্ষসগণ ইহারা মধু ও মাধব ঋতুর গণ এবং ইহারা এই গ্রীষ্ম কালের দুই মাস সূর্য্যে বাস করে। মিত্র, বরুণ, অত্রি ও বসিষ্ঠমুনি, তক্ষকনাগ, মেনকা ও সহজত্রা অপসরা, হা হা হু হু গন্ধর্বগণ, রথচিত্র ও সুবাহা নাম গ্রামণীগণ এবং পৌরুষেয় ও বধনামক, রাক্ষসগণ শুচি ও শুক্র এই দুই মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যে বাস করে। এইরূপ অজ্ঞাত দেবভাগণও সূর্য্যে বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্র বিবস্বান অঙ্গিরা তৃণ্ড এলাপত্র ও শম্বপাল সর্পগণ বিশ্বাবহু উগ্রসেন বরুণ রথখন, প্রমোচা ও অম্লোচা অপসরাগণ রাক্ষসসমূহ সর্প ও ব্যাঘ্র, ইহারা নভ নভভ মাসের গণ এবং এই দুইমাসকাল ইহারা সূর্য্যে বাস করেন। পর্ষাভ পুষা ভরদ্বাজ গৌতম ধনঞ্জয় ইরাবান হুরুচি, পরাবহু, অপসরা, শ্রেষ্ঠ, দ্বতাচী ও বিখাচী, সেনজিৎ সুবেণ এই সেনানী গ্রামণীগণ আপ ও বাত এই রাক্ষসগণ, ইহারা উর্জ ও ইষ এই হৈমন্তিক দুইমাস দ্বিষাক্ষের বাস করিয়া থাকেন। ২২—২৮। অংস্ত, তপ, কশ্যপ, ক্রতু, ভূজদ, মহাপন্ন ও ককটিক প্রভৃতি নাগগণ, চৈত্রসেন ও উর্গায় গন্ধর্বগণ, উর্জলী ও পূর্নচিহ্নি অপসরাগণ তাঁক্য ও অরিস্তনেমি প্রভৃতি সেনানী ও গ্রামণীগণ বিদ্যুৎ ও দিবা এই দুইজন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, ইহারা সকলেই সহ ও সহজ এই দুই মাস সূর্য্যে অবস্থান করে। এই শিশির ঋতুর দুই মাস ইহারা সূর্য্যে বাস করে। হৃষ্টা, বিষ্ণু, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, কাডবেয়, কাশন ও অশ্বতর নাগগণ, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্তা গন্ধর্বগণ, অপসরাশ্রেষ্ঠা তিলোত্তমা ও রস্তা, গ্রামণী, রথজিৎ ও সত্যজিৎ, ত্রকোপেত ও যজ্ঞোপেত রাক্ষসগণ ইহারা দুই দুই মাস অর্ধে মাস বাস করে। ইহারা স্থানান্তিমিত্ত দ্বাদশ সপ্তকগণ, ইহারা তেজ দ্বারা সূর্য্যকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন মুনিগণগ্রথিত বাক্যাবলি দ্বারা ভগবান ভাস্করের স্তব করেন এবং গন্ধর্বকুলও সেই প্রাণাশালী সূর্য্যকে নৃত্য গীত দ্বারা উপাসনা করেন। গ্রামণী বক্ষ ও তৃণ্ড দ্বাদশ সূর্য্যদেবের রক্ষাসমূহ সংগ্রহ করেন। সর্পগণ সূর্য্যকে বহন করে, রাক্ষসকুল তাঁহার অনুগমন

করে। বাধাধিয়া প্রভৃতি উদয় হইতে সর্ঘ্যকে নিবারণ করিয়া অন্তর্মিত করেন। এই সমস্ত দেবতার যেরূপ ভেজ, যেকদ তপস্জা, যেরূপ যোগ, যেরূপ মন্ত্র, যেরূপ ধর্ম ও বল, সর্ঘ্য ইষ্টাদিগের তেজোযুক্ত হইয়া, তদ্রূপ তপ্ত প্রদান করেন। ইষ্টারা সকলেই দুই দুই মাস দিবাকর বাস করেন। পশিগণ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পক্ষি ও অপসরাগণ, গ্রামীনসমূহ, যক্ষ ও রাক্ষসসমূহ, ইষ্টারা তাপ প্রদান করেন, বর্ষণ করেন, দীপ্তি করেন, বাত সঞ্চালিত করেন এবং সজ্জন করেন। ইষ্টারা ভূত-বর্গের অশুভ কার্য্য সকলও নাশ করিয়া থাকেন এবং দুই মানবগণের শ্রুত নাশ করেন; হুপ্রচার ব্যক্তি-সমূহের দুষ্কৃতিও বিনাশ করিয়া থাকেন এবং ইষ্টারা কাম্য দিব্য বিমানে সর্ঘ্যসহ অবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করত বর্ষণ এবং তাপ প্রদান করেন ও আচ্ছাদ জমাইয়া থাকেন। তাঁহারা ভূতবর্গকে বিনাশজনক কার্য্য হইতে রক্ষা করেন। অতীত ও অনাগত স্থানাভিমানী এই সমস্ত দেবগণের মনস্তরসমূহে স্থান কজিত আছে এবং সম্প্রতি তাঁহারা বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা সকলেই সর্ঘ্যে অবস্থান করেন, চতুর্দশ বর্ষে ও মনস্তর-সমূহে ইষ্টারা চতুর্দশ ও সপ্তকগণ। ৫৯—৭৮। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যেরূপ হইরাছে এবং যেরূপ স্তম্ভিবাছি, তাহা কিয়ংপরিমাণে বিস্তাররূপে, কিয়ংপরিমাণে সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। এই সমস্ত দেবতা দুই দুই মাস ক্রমান্বয়ে সর্ঘ্যে অবস্থান করেন, ইষ্টারা ব্রহ্মদশ সপ্তকগণ ও স্থানাভিমানী সর্ঘ্যদেব হরিরণ সপ্ত অখ-বিশিষ্ট একচক্রে রথ দিবারাত্রি সপ্তসমূহ ও সপ্ত-দ্বীপা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। ৭৯—৮২।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

স্তু বলিলেন,—হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! চল, পথানু-যন্তী নকত্রমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেন। তাহার রথের তিনটি চক্রে ও উক্ত পার্শ্বে অশ্ব। সেই অশ্বদ্বয় ক্ষমকর্ষ, মনের জ্ঞায় গতিশীল, পরস্পর অসংখ্যিষ্ট এবং বৃদ্ধিকায়। সেই রথ, শত-অরবুস্ত। চন্দ্রদেব ও পিতৃগণ সেই সেই রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন। তিনি অল্পময় স্তরুচিহ্নে গতিমান। তিনি স্তর-পক্ষের আদিত সর্ঘ্য হইতে ক্রমে পাকরূপে সঞ্চারিত হয় এবং বিদ্যাক্রমে তাঁহার অভ্যন্তর পূর্ণ হয়। ক্রমক্রমে দেবগণকর্তৃক চন্দ্রকে তাহার আপ্যায়িত করেন এবং তিনি দুহুদ্রারানিধারা পঞ্চদশ দিন পূর্ণ্যন্ত

চন্দ্রকে পান করেন। তৎপরে সেই রথিয়ারাই পুনর্বার ভাগ ভাগরূপে পূরণ করেন। এইরূপে চন্দ্রের অঙ্গ সর্ঘ্যদ্বারা আপ্যায়িত হয়। চল, পৌর্ণমাসীতে সম্পূর্ণ-মণ্ডল ও শুক্লবর্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপে চল দিন দিন পূর্ণ হয়, তৎপরে কৃষ্ণপক্ষের ত্রিতীয়া অবধি চন্দ্রতুলী পর্য্যন্ত, দেবগণ চন্দ্রের অল্পময় স্তরায়ুত পান করেন। সর্ঘ্যভেজ দ্বারা অর্ধমাসে চন্দ্রে অমৃত সঞ্চিত হয়, সেই অমৃতরাশি পান করিবার নিমিত্ত পিতৃগণ ও পশিগণসহ পৌর্ণমাসীতে একত্রিতি চন্দ্রকে উপাসনা করেন। কৃষ্ণপক্ষের আদিত সর্ঘ্যভিমুখ, চন্দ্রের অভ্যন্তরে পীয়মান কলা সকল ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। ত্রয়সিংশং শত, ত্রয়সিংশং ও ত্রয়-সিংশং সহস্র সংখ্যক দেবতা চন্দ্রকে পান করেন। দিন দিন ক্রমে এইরূপে চন্দ্ররথি পান করিলে অর্ধমাস পান করিয়া অমাবস্যাতে গমন করিয়া থাকেন। তৎপরে কলামাত্র অবশিষ্ট পঞ্চদশ ভাগ থাকিলে পিতৃগণ অমাবস্যা ও নিশাকরকে উপাসনা করেন এবং তাঁহারা অপরাহ্নে অশ্বশুরূপে চন্দ্রকে উপাসনা করিয়া দিকলা পরিমিত কাল চন্দ্রে অবশিষ্ট কলাকে পান করেন। অমাবস্যাতে গতিসমূহ হইতে স্তরায়ুত নিঃসৃত হয়। দেবগণ মাসমাত্র কাল অভ্যন্তর তপ্তলাভ করিয়া অমৃত পান করত গমন করেন। পূর্ণিমাতে পিতৃগণকর্তৃক পীয়মান চন্দ্রের কলা, যে পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় তাহার পঞ্চ-দশ ভাগ, অমাবস্যাতে অবশিষ্ট থাকে। তাহার পর সেই কলার ক্রমে অভ্যন্তর পূর্ণ হয়, পক্ষের আদিত প্রতীপদে চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, নিশাকরের পঞ্চ-বৃদ্ধির কারণ সর্ঘ্য। ১—১৮।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

স্তু বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সোমপুত্রের রথ অষ্টঅববুস্ত, সেই রথ বারি এবং তেজোময়, তাহার অশ্বসমূহ পিতৃবর্ষ এবং কাময় রথ দৈত্যচাচার্য্য স্ত্রের দশটি স্তন অধঃপরিশোভিত এবং সোমভ্রমের অষ্টাশ-যুক্ত রথ, তাহা হেমনির্ম্মিত, বৃহস্পতির রথ হেমময় অষ্টঅববুস্ত, শনৈশ্বরের রথ অয়সনির্ম্মিত এবং অতি হৃদয়, তাম্রারি স্বর্ভাসুর রথও অষ্টঅববুস্ত। শতরশ্মিসহ প্রগ্রহ, সকল প্রব-নিবদ্ধ হইরাছে; এইরূপ রথের প্রবেশ দ্বারা বিদ্যুর্জিত হইয়া রথিসমূহ বৈরূপে হয়, যতগুলি তারা আছে ততগুলি রথি, সেই রথিসমূহ প্রব-নিবদ্ধ হইয়া বিদ্যুর্জিত হয়, এবং এককণ্ডে বিদ্যুর্জিত করে, শতচক্রে

চালিত হইয়া অলাভজের জায় গমন করে, যে বায়ু জ্যোতিঃসমূহ বহন করিয়া থাকে, তাহার নাম গ্রহ বায়ু। নক্ষত্র স্বর্ষ্য প্রভৃতি সকলেই গ্রহ ও তারাগণ সহ উন্মুখ ও অভিমুখ হইয়া চক্রাকারে আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই গ্রহগণ সহ নক্ষত্র স্বর্ষ্য প্রভৃতি দেবসমূহ, ক্রবসহ মিলিত হইয়া, ক্রমিক প্রদক্ষিণ করিয়া ঈশ্বরের দর্শনাভিলাষে মেধীভূত ক্রব-সমীপে গমন করেন। সবিতার বিকল্প (বাস) নব সহস্র যোজন। তাহার মণ্ডলের বিস্তার ইহা হইতে ত্রিগুণ। স্বর্ঘ্যের হইতে চন্দ্রের ত্রিগুণ বিকল্প। ইহার উভয়ের সমতুল্য রাহ বিস্তৃত; রাহ মণ্ডলারূপে পৃথিবীর ছায়া ধারণ করিয়া অধোদেশ হইতে রাতের দুহং ভ্রমণের তৃতীয় স্থান কল্পিত আছে। বিকল্প মণ্ডল ও যোজন সংখ্যাত চন্দ্রস্বর্ঘ্যের ষোড়শ-ভাগ বৃহস্পতি ভাগবি হইতে একপাদ হীন, এবং তাহা হইতে একপাদ হীন, বক্র ও মৌরি, মণ্ডল এবং বিস্তারে বুধ, তাহা হইতেও একপাদ হীন, তারা নক্ষত্র প্রভৃতি বপুদ্বান দ্বারা দ্বাহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই বুধের সমতুল্য। তত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন, নক্ষত্রসমূহ প্রায় সকলেই চন্দ্রের সহিত যুক্ত, তারা নক্ষত্রসমূহ পরস্পর হীন, পঞ্চাশত চত্বারিংশ যোজন তাহাদের বিকল্প, সকলের উপরিভাগে নিষ্ঠুর তারকা-মণ্ডল, তাহা যোজনষয় মাত্র, এই মণ্ডল হইতে ক্ষুদ্রমণ্ডল নাই। তাহার অধোভাগে দূরসর্পী মৌরি, অঙ্গিরা, বক্র, মণ্ডসকারী এই তিনটি গ্রহ আছে, তাহার অধোভাগে স্বর্ঘ্য, সোম, ভাগবি, এই চারিটি গ্রহ বিদ্যমান আছে। ইহারা অতি নীচুগামী। যতগুলি নক্ষত্র, ততগুলি তারকা। ক্রব হইতে নক্ষত্রমার্গে ইহাদের অবস্থিতি; সপ্তাংশ স্বর্ঘ্যের নীচ ও উচ্চ ক্রমে ইহারা অবস্থান করে। চন্দ্র, পর্কে উত্তরায়ণ মার্গস্থিত হইলে, উচ্চতাবশতঃ নীচ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহার গতি-মাত্রা অপরিস্কৃত থাকে এবং দক্ষিণায়ন মার্গস্থ হইলে নীচ পৃথিবীকে আশ্রয় করেন। যে সময়ে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে স্বর্ঘ্য ভূমিরেখাবৃত হয়, তখন যথাকালে নীচ্র অন্তর্মিত হইয়া থাকেন; সেইজন্য অমাবস্যাতে নিশাকর উত্তরমার্গে অবস্থান করেন; দক্ষিণমার্গে সামান্যরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষরূপে নহে। জ্যোতিঃসমূহের গতিবোধে স্বর্ঘ্যের ভ্রমণাশিতে আবৃত হইয়া থাকেন। চন্দ্র স্বর্ঘ্য দ্বিগুণ সমানকালে অন্তর্মিত ও সমানকালে উদিত হইয়া থাকেন। উত্তরমার্গে সীমা প্রদেশ হইতে অভ্যন্তরেই উদয় ও অন্তর্মিত হইয়া

থাকেন। তাঁহারা পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে জ্যোতিঃচন্দ্রের অনুবর্তী হন, এবং রশ্মিমান স্বর্ঘ্য যে সময়ে দক্ষিণায়ন মার্গস্থ হইয়া সঞ্চারিত হন, তখন গ্রহণের অধোদেশ প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তাহার উচ্চভাগে চন্দ্রমণ্ডল বিস্তারিত করিয়া সঞ্চার করেন; তাহার উপরিভাগে নক্ষত্রমণ্ডল বিস্তার করে। নক্ষত্র হইতে উর্দ্ধে বুধ, বুধ হইতে উর্দ্ধে ভাগবি, তাহা হইতে উর্দ্ধে বক্র; তাহার উর্দ্ধে বৃহস্পতি, তাহার উর্দ্ধে শনি, তাহার উর্দ্ধে সপ্তবিমণ্ডল, তাহার উর্দ্ধে ক্রব, বিনহস্ত যোজন কিংবা শত যোজন দূর হইতে তাহাকে পরম বিম্বলোক জ্ঞান করিয়া মানবগণ পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। গ্রহ নক্ষত্র তারা ক্রমাগত অবস্থানের বিষয় বর্ণন করিলাম, গ্রহগণ ও চন্দ্র স্বর্ঘ্য ইহারা দিব্য তেজোরশ্মি দ্বারা যুক্ত, ইহারা অহনিশি গতিশীল ও নিত্য নক্ষত্রে মিলিত হন, গ্রহ নক্ষত্র ও স্বর্ঘ্য ইহারা নীচ উচ্চ ও সরল ভাবে সংস্থিত, প্রকৃতিগণ সমাগম ও ভেদে দর্শন করিয়া থাকে, ছয় ঋতুতে তাহাদিগের পাঁচ প্রকার সমাগম হয়। তাহারা পরস্পর সংস্থিত ও পরস্পরের সহিত যোগ আছে, কিন্তু তাহাদের যোগ অসঙ্কররূপে। হে বিজগৎ! ভাস্করপ্রভৃতি গ্রহ সমূহের গতি ধারণ নিয়ন্ত্রিত তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। রুদ্র যেরূপ গুহকে অভিষেক করিয়াছেন, সেইরূপ ব্রহ্মা, গ্রহগণের আধিপত্যে স্বর্ঘ্যকে অভিষেক করিয়াছেন, সেই ক্ষুদ্র পশুভাগ আদিত্য ও গ্রহপীড়াত্তে এবং কাথ্যার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত, অমিতে গ্রহার্চন করিবে। ১—৩৯।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ধর্মিণ বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রজাপতি ব্রহ্মা দেব লৈতা প্রভৃতি সকলকে কি জ্ঞান আধিপত্যে অভিষেক করিয়াছেন, সপ্তাতি তাহা বর্ণন করুন। হৃত বলিলেন, হে ধর্মিণ! প্রজাপতি ব্রহ্মা গ্রহগণের আধিপত্যে দিবাকরকে, নক্ষত্র ও গুহের আধিপত্যে চন্দ্রকে, জলের আধিপত্যে বরুণকে, ধনের আধিপত্যে কুবেরকে, আদিভ্যের আধিপত্যে বিষ্ণুকে, বহুর আধিপত্যে পাবককে, প্রজাপতির আধিপত্যে ঈশ্বকে, সরভের আধিপত্যে শত্রুকে, দৈত্য ও দানবগণের আধিপত্যে প্রজ্ঞানকে, পিতৃগণের আধিপত্যে বরুণকে, রাজসংঘের আধিপত্যে নিরুদ্বিক, পশুগণের (ভূতগণের) আধিপত্যে রজকে, নন্দী-

সমুদ্রের আধিপত্যে গণপতিক, বীরগণের আধিপত্যে শিখাচন্দ্রের ভয়ঙ্কর বীরভক্তকে, মাতৃগণের আধিপত্যে সর্পদেব-নন্দকৃত চামুণ্ডাকে ও রুদ্রগণের আধিপত্যে দেবেশ্বরনীললোহিতকে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং বিশ্বসমুদ্রের আধিপত্যে গণপতিক, ত্রীপনের আধিপত্যে উমা দেবীকে, বাক্যের আধিপত্যে সয়-পতীকে, মায়াবীদিগের আধিপত্যে বিষ্ণুকে, জগতের আধিপত্যে বীর আত্মাকে, গিরিসমুদ্রের আধিপত্যে জাহ্নবীকে, সকল সমুদ্রের আধিপত্যে পদ্মোনিধিকে, বৃক্ষগণের আধিপত্যে অশ্বথ বৃক্ষকে এবং গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর ও কিন্নরগণের আধিপত্যে চিত্ররথকে অভিষেক করিয়াছেন। এইরূপ উগ্রবীর্য বাহুবলিকের নাগগণের আধিপতি, তক্ষককে সর্পের আধিপতি, ঐরাবতকে দিগম্বজ সমুদ্রের আধিপতি, মৃগপংক পক্ষীগণের আধিপতি, উচ্চৈশ্রবকে অশ্বগণের আধিপতি, সিংহকে মৃগগণের আধিপতি, বৃষভকে গোয় আধিপতি, শরভকে মৃগাধিপতি সমুদ্রের আধিপতি, কান্তিককে সেনাপতিগণের আধিপতি, ও নকুলীশকে ঋতি ও স্মৃতি সমুদ্রের আধিপতি-পদে অভিষেক করিয়াছেন এবং হুশর্মা, শম্ভুপ, কেতুমণ্ড ও হেমরোমাকে দিকের দিকসমুদ্রের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছে। পৃথিবীর আধিপত্যে মহেশ্বরকে এবং চতুর্ভুক্তিতে শঙ্করকে অভিষেক করিয়া-ছেন, প্রজাপতি ভগবান শতুর অমুগ্রহে যথাক্রমে পূর্বে অভিষেক করিয়াছেন। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! যাহা-দিগকে বিশ্বদোনি ব্রহ্মা অভিষেক করিয়াছে, তাঁহাদের কথা বিস্তাররূপে বর্ণন করিলাম। ১—১৭।

অষ্টপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উনষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন; মুনিগণ এই প্রকার অভিষেক-উপাখ্যায় প্রবেশ করিয়া আবার সংশয়িতচিত্ত হইয়া পুনরায় সূতকে উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাহ্যিষ্ঠেষ্ঠ সূত! আপনি এই যাহা বলিলেন, ইহা বিস্তার করিয়া কীৰ্ত্তন করুন ও পূর্ব্বহচিত্র জ্যোতির্গণের নির্ণয় ও বিস্তাররূপে বর্ণনা করিয়া আমাদিগের সংশয় অপসারণ করুন। ঋষিগণের এতাবশ্য বাক্য শ্রবণে সূত সর্বাভিযুক্তিতে তাঁহাদিগের সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত পরম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বিশ্ব মহাপ্রাজ্ঞ শঙ্করকে ব্যাসাদি যাহা বলিয়াছেন, সেই সূর্য, চন্দ্রের গতি ও যে প্রকারে সূর্য চন্দ্রাদি এই দেবগণের গৃহ হইয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ

করুন। এক্ষণে বিশ্ব ভৌতিক ও পার্থিব এই তিন প্রকার অগ্নির ত্রিবিধ উৎপত্তি বর্ণনা করিতেছি, তাহা সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। অব্যক্তজন্মা প্রকার রজনী প্রভাতপ্রায় হইলে, এই ব্রহ্মাণ্ড নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় অব্যক্তভাবে ছিল। বিশেষতঃ এই চতুর্ভাগে বিভক্ত লোক বিনাশপ্রাপ্ত হইলে তখন সর্ব-লোকার্থ প্রকাশক ভগবান স্বয়ম্ভু জগৎ সৃজন করিবার নিমিত্ত খন্দ্যোতের স্রাব বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ পৃথিবী জল আশ্রয় করিয়া অগ্নি সৃজন করিলেন। পরে সেই পৃথিবী জল সংহার করিয়া লোক প্রকাশের নিমিত্ত সেই অগ্নিকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন। ইহলোকে যাহা পবন বলিয়া ও জ্ঞাত আছে, তাহা পার্থিব বহি, আর যে এই সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইনি শুচিবহি, আর বৈদ্যুত বহি জলীয় বলিয়া কথিত হয়, তাহাদের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। বৈদ্যুতায়ি জঠরায়ি ও সৌরায়ি এই তিন অগ্নি বারিগর্ভ অর্থাৎ ইহাদিগের অভ্যন্তরে জল আছে, সেই হেতুই সূর্য্য জল পান করিয়া কিরণে দীপ্তি পাইয়া থাকেন। আর তলজ বৈদ্যুতায়ি জলেই থাকে ঐ অগ্নি ও জলে নির্কাপিত হয় না। মানবগণের কৃষ্ণিহ পার্থিবায়ি অর্থাৎ বাহ্যকে জঠর বলা যায় সে পাবক ও জলে নির্কাপিত হয়। যখন অর্চিহ্মান পবন নিশ্চ্যুত হয় এবং যাহা মণ্ডলাকার ও শুক্লবর্ণ ধারণ করে ও উগ্রশূণ্ড হয়, তাহাকেই জঠরায়ি বলিয়া থাকেন। ১—১০। সূর্য্য অন্ত গমন করিলে পরে রাত্রিতে সেই সৌরীপ্রভা অগ্নিতে প্রবেশ করে। তাহাতেই অগ্নি রাত্রিতে দূর হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। পরে আবার যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন সেই অগ্নির উষ্ণতা সূর্য্যতে পুনর্বার প্রবেশ করিয়া থাকে। ঐ অগ্নি পার্থিবায়ির প্রবেশেই তাপ দিয়া থাকেন। ঐ সৌর ও আশ্রয় ভেজের প্রকাশ ও উজ্জ্বল স্বরূপ। ঐ সৌর আশ্রয় ভেজ পরস্পর পরস্পরে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরেরই তৃপ্তি (অর্থাৎ উজ্জ্বলতা) বর্দ্ধন করে। ঐ সূর্য্যায়ি কখনও উত্তর ভূমিভাগ ও কখনও দক্ষিণ ভূমিভাগ হইতে উদিত হন। আবার জলে প্রবেশ করেন; সেই হেতু দিবাতে জলে রাত্রি প্রবেশ করে বলিয়া, জল তাম্র বর্ণ হয়। আবার সূর্য্য অন্ত বাইলে, ঐ দিবা জলে প্রবেশ করে বলিয়া রাত্রিতে জল শুক্লবর্ণ দেখা গিয়া থাকে। এই ক্রমানুসারে দক্ষিণ ভূমি ভাগে উল্লসিত হইয়া থাকে এবং নিয়তই দিবা ও রাত্রি জলে প্রবেশ করিতেছে। ঐ সূর্য্য নিয়ত কিরণমালায় জল

শোষণ করিয়া তাপ দিয়া থাকেন। ঐ পার্শ্বাঙ্গিমিশ্রিত দিব্য সূর্য্যায়ি শুচি বলিয়া কথিত হয়। ঐ সূর্য্য গোলাকার কুন্ত সদৃশ, উনিই চতুর্দিকে সহস্র কিরণে নদী, সমুদ্র, কূপ, মেঘ, দীর্ঘিকা, ও কৃত্রিম সরিষের জল, অর্থাৎ কি স্থাবর কি জঙ্গম সমস্ত জলই শোষণ করেন। সেই সূর্য্যের সহস্ররশ্মির কিয়দংশ সৌরপ্রদ, কিয়দংশ উষ্ণতাপ্রদ, ও কিয়দংশ বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে বিচিত্রমূর্ত্তি চারশত কিরণ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তাহাদের কতকগুলির নাম ভজন, কতকগুলির নাম মাল্য, কতকগুলির নাম কেতন, ও কতকগুলির নাম পতন এবং সকলের নাম অমৃত। আর তিনশত, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম রেশা, কতকগুলির নাম মেঘ, কতকগুলির নাম বাৎস্র, কতকগুলির নাম হ্রাদিনী, ঐ তিনশত রশ্মির সমগ্রের নাম চন্দ্রভা, ইহারা সীতজনক। এবং অবশিষ্ট তিনশত রশ্মি উষ্ণতা জন্মাইয়া থাকেন। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নাম পীতভা, কতকগুলির নাম শুক্র, কতকগুলির ককুভ ও অবশিষ্ট গুলির নাম বিখভূত। ইহাদিগের সকলের নাম শুক্র। সেই সূর্য্যরূপী দেবদেবী সেই সকল রশ্মির দ্বারা মনুষ্য পিতৃলোক ও দেবভাগকে পোষণ করিতেছেন। মনুষ্যগণকে ওষধির দ্বারা স্বধা অর্থাৎ প্রাজ্ঞাদিতে পিতৃভাজ্য দ্বারা পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। আর দেবগণের অমৃতের দ্বারা তৃপ্তি করিতেছেন। ঐ সূর্য্য বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তিন শত রশ্মিতে তাপ প্রদান করেন এবং বর্ষা ও শরৎকালে চারশত রশ্মিতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন; ও হেমন্ত ও সীতকালে তিনশত রশ্মি দ্বারা হিমবর্ষণ করেন। ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, পুষা, মিত্র বরুণ, অর্য্যমা, অংশু, বিবস্বান্ বৃষ্টা পর্জন্ত, বিষ্ণু, ইহারা মাষাদি মাসানুসারে প্রতিমাসে এক একজন সূর্য্যরূপী হইয়া কার্য্য করেন। তাহার ক্রম যথা—মাঘ মাসে বরুণ, ফাল্গুন মাসে সূর্য্য, চৈত্র মাসে অংশু, বৈশাখ মাসে ধাতা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ় মাসে অর্য্যমা, শ্রাবণ মাসে বিবস্বান্, ভাদ্র মাসে ভগ, আশ্বিন মাসে পর্জন্ত, কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টা, অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র ও পৌষ মাসে বিষ্ণু তাপ প্রদান করেন। বরুণ যখন তাপ প্রদান করেন, তখন তাহার পক্ষ সহস্র রশ্মি হয়, পুষা ষট্ সহস্র রশ্মিতে তাপ প্রদান করেন এবং অংশু সপ্ত-সহস্র রশ্মিতে, ধাতা অষ্ট সহস্র রশ্মিতে, ইন্দ্র নব সহস্র রশ্মিতে, বিবস্বান্ দশ সহস্র, ভগ একাদশ সহস্র, মিত্র সপ্ত সপ্তস্র, বৃষ্টা অষ্ট সহস্র, অর্য্যমা দশ সহস্র পর্জন্ত নব সহস্র ও বিষ্ণু ষট্ সহস্র

সংখ্যক রশ্মিতে প্রদান করিয়া থাকেন। সূর্য্য বসন্ত কালে কপিল বর্ণ হয়েন, এবং গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের সূর্য্যের জ্বায় বর্ণ, বর্ষাকালে শ্বেত বর্ণ, শরৎকালে হেমন্তে তাম্রবর্ণ ও সীতকালে সূর্য্য তাম্রবর্ণ হয়েন; ইহাই সূর্য্যের বর্ণ কথিত আছে। ঐ সূর্য্য ওষধিতে বলদানু করেন এবং স্বধা দ্বারা পিতৃলোকের অমৃতের দ্বারা দেবগণেরও বল দিয়া থাকেন। আদিতেই ঐ সকল লোকের প্রয়োজনসাধক জলসীতোষ্ণাদিপ্রদ রশ্মি সহস্র এইরূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই শুক্রবর্ণ সূর্য্যমণ্ডলই নক্ষত্র গ্রহ চন্দ্র ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা। চন্দ্রগ্রহ, নক্ষত্র ইহারা সকলে সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। নক্ষত্রাদিপতি চন্দ্র ভগবান্ শিবের বামনেত্র আর স্বয়ং ভাস্কর ভগবানের দক্ষিণনেত্র। ঐ ভাস্কর ভগবান্ শূলীয়ই নয়ন বলিয়া ইহলোকে সকলের প্রদান করিয়া থাকেন। ১৪—৪৫।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন;—এই সূর্য্য চন্দ্রাদির অস্ত মঙ্গলাদি পাঁচটা গ্রহ ঈশ্বর এবং কামচারী। ঐ সূর্য্যই অদি বলিয়া কথিত হন। চন্দ্রই জল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। আর শেষ গ্রহের বাহা সম্যকরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করণ। পতিভেদা হরসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কেই মঙ্গলগ্রহ বলিয়া বর্ণন করেন এবং দেব নারায়ণকেই বুধ বলিয়া থাকেন। আর সর্বলোক-প্রভু স্বয়ং যমই মঙ্গলগামী মহাগ্রহ শটনশ্চর, আর প্রজাপতি-সুভদ্রাই দেবাহরগুরু দ্রুতিমান্ মহাগ্রহ শুক্র ও বৃহস্পতি বলিয়া কথিত হন। এই অখিল ত্রিলোকের যে আদিত্যই মূল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ আদিত্য হইতেই এই দেবাহরমাতৃবসন্তুল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ, অগ্নিসকল, দেবভাগণ ও লিখিত দ্রুতিমান্গণের বাহা দ্রুতি সার্বলৌকিক ভেজ, সেই সকল সর্বলোকেশ্বর প্রাপতি সূর্য্যরূপী মহাদেবেরই স্বরূপ। এজন্যেই সূর্য্যই ত্রিলোকেশ্বর ও তিনিই পরমদেবতা এবং মূল কারণ। তাঁহা হইতে সর্বল উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই সকল লীন হইয়া থাকে। পূর্বে ঐ সূর্য্য হইতেই ভাব ও অভাব নিঃসৃত হয়। ঐ রবিকে কেহ জানিতে পারে না এবং উনিই কীন্তিমান্ ও উনিই সুপ্রভ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ আদিত্য হইতেই সকল জ্ঞান, মুহূর্ত্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সংবৎসর, ঋতু, ঋণ

প্রভৃতি কাল, উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। যে কাল ব্যতিরিক্ত কোনও নিয়ম হয় না; স্বীকা করি কি আক্ষিক, কি ক্রম কি ক্রতু বিভাগ কিছুই হয় না; যে কাল ব্যতিরিক্ত কি পুষ্প, কি ফলমূল, কিছুই হয় না; সেই কালসংখ্যা ঐ আদিত্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ জগতে জগতাপন রুদ্ররূপী ভাস্করবিহনে শস্তপরিপাক কোথায়? এবং কি তৃণৌষধিগণ, কি সর্গে মর্ত্যে ব্যবহার বা জন্তুগণের উৎতি বিনাশ, কিছুই ঐ রুদ্ররূপী ভাস্কর ব্যতিরিক্ত হয় না। ঐ স্বাধাশাস্ত্রা ভাস্কর প্রজাপতি। উনিই কাল এবং উনিই অগ্নি। তিনিই এই চরাচর ত্রিভুবনে তাপ প্রাণন করিতেছেন; এবং তিনিই সর্বলোকে বিখ্যাত। তিনিই তেজোরশি, ও তিনিই এই জগতের সমস্ত আর সেই প্রভাবশালীই উত্তম পাথাবলম্বনে রানি দিবা বিভাগ করত এই জগতে উর্দ্ধ ও অধঃপার্শ্ব সর্বত্রই সকল সময়ে তাপ প্রদান করিতেছেন। যেমন এক দেনীপ্যমান গৃহমধ্যস্থিত দীপ গৃহের উর্দ্ধ ও অধঃপার্শ্বে স্থিত অন্ধকার বিনাশ করে, সেইরূপ সহস্রকিরণ জগৎ-প্রভু গ্রহরাজ সূর্য্য ও স্থায় কিরণে ঐ সকল জগৎ প্রকাশমান করিতেছে। পূর্বে যে ঐ ভাস্করের সহস্ররশ্মির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গ্রহযোনি সপ্ত রশ্মি শ্রেষ্ঠ। সূর্য্য, হরিকেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বব্যচা, সন্নদ্ধ, সর্বাবহু, স্বরাট, এই সাতটী তাহাদিগের নাম। উহার মধ্যে সূর্য্য নামক সূর্য্যরশ্মি দক্ষিণ রশ্মি চন্দ্রকে দ্যুতিমান করে এবং ঐ সূর্য্য রশ্মি উর্দ্ধ অধঃ পার্শ্বে দীপিত করিয়া থাকে; হরিকেশ নামক রশ্মি নক্ষত্রগণকে প্রকাশমান করে; দক্ষিণ দিকৃস্থ বিশ্বকর্মা নামে রশ্মি বুধ গ্রহকে দীপ্তিমান করিয়া থাকে; পশ্চাতে স্থিত বিশ্বব্যচা নামক রশ্মি শুক্রকে প্রকাশমান করিয়া থাকে। সন্নদ্ধ নামে পঞ্চম রশ্মি মঙ্গল গ্রহকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে। সর্বাবহু নামক ষষ্ঠরশ্মি বৃহস্পতিক প্রকাশিত করে এবং সপ্তম স্বরাট নামে রশ্মি শনিকে দীপ্তিমান করিয়া থাকে। এইপ্রকারে সূর্য্যেরই প্রভাবে নক্ষত্র, গ্রহ, তারকগণ আকাশে দ্যুতিমান হইয়া লোকের নয়নগোচর হয় এবং এই অখিল বিশ্বও সেই সূর্য্যেরই প্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন ও পাইয়া থাকেন। সেই নক্ষত্রগণ কমপ্রাপ্ত হয় নাই বলিয়াই নক্ষত্র নাম ধারণ করিয়াছে। ১—২৯ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এই সমস্ত ক্ষেত্রকেই সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়। এই ভারতবর্ষে পুণ্যাচরণফলে এই সকল ক্ষেত্র লাভ করা যায়। আবার পুণ্যক্রম হইলে গ্রহাশ্রিত এই তারা-নক্ষত্ররূপী পুণ্যবান্দিগকে সূর্য্য গ্রহণ করেন। নিস্তারক বলিয়া এবং শুক্রবর্ণ বলিয়া ইহারা তারকনামে অভিহিত। দিব্য, পার্শ্ব এবং নৈশ সকল প্রকার ভেজ এবং অন্ধকার আদান (অভিভব) করেন বলিয়া সূর্য্যের নাম আদিত্য। সূর্য্যাতুর অর্থ প্রসব এবং ক্ষরণ। তেজঃপ্রসব এবং জলক্ষরণপ্রযুক্ত সূর্য্যের নাম সবিতা। চন্দ্র শব্দের প্রকৃতি চন্দ্র ধাতুর আচ্ছাদনার্থেই বহুল প্রয়োগ শুক্র, অমৃতত্ব এবং সীতত্বও চন্দ্র ধাতুর অর্থ বটে। আকাশ-স্থিত শুভ্র চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল দিব্য ভাস্কর, শুক্রবর্ণ এবং বর্জুল কুসুম্রুতি, তন্মধ্যে একটা জলময়, একটি তেজোময়। চন্দ্রমণ্ডল নিবিড় জলময় আর শুক্র সূর্য্যমণ্ডল নিবিড় তেজোময়। সকল দেবতাগণ, সমুদয় মনুষ্যেরই নক্ষত্র গ্রহচক্র এবং সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া এই সকল স্থানে বাস করেন। গৃহই গ্রহ। দেবগণের গৃহ বলিয়াই সূর্য্যাদি গ্রহ নামে অভিহিত। সূর্য্যদেব সূর্য্যস্থানে থাকেন। চন্দ্রদেব চন্দ্রস্থানে অবস্থিত। প্রতাপসম্পন্ন ষোড়শ কিরণ শুক্রাচার্য্য শুক্রস্থানে বর্তমান। সুরশুদ্ধ বৃহস্পতি এই বৃহস্পতি স্থানে বাস করেন। মঙ্গলদেব মঙ্গল স্থানে অধিষ্ঠিত। সূর্য্যপুত্র দেব শনৈশ্চর শনি স্থানে অবস্থিত। বুধ বুধস্থানে ও রাহু রাহুস্থানে বর্তমান। নক্ষত্র-শ্রেণীগণ নক্ষত্রস্থানে বাস করেন। এই সকল জ্যোতির্ই পুণ্যাআদিগের গৃহ। কজের প্রথম হইতে প্রযুক্ত এই ব্রহ্মনির্দ্ভিত সমুদয় স্থানেই দেবগণ প্রলয় পর্যন্ত বাস করেন। ১—১০। যে সকল মনুষ্যেরই সমস্ত দেবস্থানে তন্ত্ৰ স্থানাভিমাত্রী দেবগণ অবস্থান করেন। দেবগণ, তন্ত্ৰস্থানাভিমাত্রী জাতী ও বর্তমান দেবগণের সহিত এই সকল স্থানে অবস্থান করেন। এই বৈবশ্বত মনুষ্যের বিমানকারী গ্রহগণ এবং অধিত্যপুত্র বিশ্বান সূর্য্য দ্যুতিমান স্বর্গপুত্র বশু, —চন্দ্রদেব। অমৃতবান্দিগক ভার্গব শুক্রদেব। সুরাচার্য্য মহাতেজা অগ্নিরপুত্র এবার বৃহস্পতি। মনোহরাক্রতি ঋষিপুত্র বুধ। বিশ্ববশুপুত্র সংজাগর্তসমুদ্র বিরূপ শনি এবার শনৈশ্চর। স্বিকলীনারী পত্নী পত্নীওপন্ন রুদ্রপুত্র অগ্নি এই বুধা মঙ্গল। দাক্ষারিণীগণ এক নক্ষত্রমাত্রী। দ্যুত-সন্তাপন অমৃত সিংহিকাপুত্র, এবার রাহু। চন্দ্র, নক্ষত্র,

গ্রহ-এবং সূর্যের অভিমানিনী দেবতার বিষয় কথিত হইল। এই সমস্ত স্থান এবং স্থানাভিমানে দেবতা-গণের কথা বলা হইয়াছে। সতস্রাং শু বিবসান অগ্নিময় সৌর স্থানের অধিকারী। চন্দ্রস্থান জলময় এবং শুক্র-স্থান ষোড়শরশ্মিযুক্ত শুক্রবর্ণ এবং জলময়। মঙ্গলস্থান রক্তবর্ণ ও নবরশ্মিযুক্ত। বৃহস্পতিস্থান ষোড়শরশ্মি-সম্পন্ন হরিজাবর্ণ এবং বৃহৎ। শনৈশ্চরগৃহ অষ্টরশ্মিময় ও কৃষ্ণবর্ণ। সূর্য্যাস্তর গৃহ তৃত্যস্তাপক অন্ধকারময়। ১৪—২৫। পৃথিবী গণ এবং নক্ষত্রগণ একরশ্মিসম্পন্ন। সেই সমস্ত সূর্য্যতাদিগেব আশ্রয়স্থানে তাহাদিগের বর্ণানুসারে শুক্রবর্ণ, নিবিড় জলময় এবং কন্মারস্তেই নিশ্চিত। সূর্য্যরশ্মিসংযোগে সেই গৃহ সকল সুপ্রকাশ। নব সহস্রযোজন সূর্য্যের বিস্তৃত। তদীয় মণ্ডলের পরিমাণ পূর্বাংগে। তিন গুণ। চন্দ্রের বিস্তার সূর্য্য-বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ। রাহু তাহাদিগের তুল্য পরিমাণ হইয়া অশোভনে আগমন করে। রাহুমণ্ডল, আদিত্য হইতে নির্গত হইয়া পূর্ণিমাদিবসে চন্দ্রসদীপে গমন করে। আবার চন্দ্র হইতে নিষ্কান্ত হইয়া ভ্রমবস্ত্রাদিনে সূর্য্যের সমীপে গমন করে। সর্গে ভাহ্নকে অর্থাৎ সূর্য্যকে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া উক্ত রাহুর নাম সূর্য্যভানু। শুক্রের বিস্তৃত এবং মণ্ডল চন্দ্রের বিস্তৃত এবং মণ্ডলের ষোড়শভাগের এক ভাগ পরিমাণ। বৃহস্পতির মণ্ডল-বিস্তৃত শুক্র-বিস্তৃত অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ কম। মঙ্গল এবং শনির মণ্ডলাদি বৃহস্পতির মণ্ডলাদি অপেক্ষা পাদোদ। বিস্তারে ও মণ্ডলে বুধ, তদুপেক্ষা পাদহীন। তারা-নক্ষত্ররূপী আর যে সকল মূর্ত্তিমান জ্যোতি আছে, তৎসমস্তই বিস্তারে এবং মণ্ডলে বুধের তুল্য। তস্মচ্ছ ব্যক্তি প্রায় সকল নক্ষত্র-কেই চন্দ্রসংবাধ বলিয়া জানিবে। তারা নক্ষত্রবৃন্দ পরস্পরে ত্রিশত, ত্রিশত, চতুঃশত এবং পঞ্চাশত যোজন পর্য্যন্ত; ইহার উপরে দূরসর্পী তিন গ্রহ—শনি, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল। এই সকল গ্রহ মন্দ্যকারী। ইষ্টাঙ্গিগের গতি পূর্বে যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। নিয়মিত নক্ষত্রে গ্রহগণের উৎপত্তি। হে মুনিবরগণ! গ্রহগণের মধ্যে প্রথম গ্রহ আদিত্য পুত্র বিবসান, বিশাখা নক্ষত্রে উৎপন্ন। দ্ব্যুতিমান ধর্ম্মপুত্র বহু লীডরশ্মি নিশাকর চন্দ্রদেব, রক্তিকা নক্ষত্রে সজ্জত। তারাগ্রহ প্রধান ষোড়শাং শুক্রপুত্র শুক্র, সূর্য্যের গরেই পৃথালক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জগদগুরু বাসশাং আদিত্য বৃহস্পতিগ্রহ, পূর্ব্বকন্তনি নক্ষত্রে উৎপন্ন। প্রজাপতিপুত্র নবকিরণ মঙ্গলগ্রহ, পূর্বাংগা-

নক্ষত্রে উৎপন্ন। সপ্তার্চি সূর্য্যপুত্র শনি, রেবতী নক্ষত্রে উৎপন্ন। পঞ্চকিরণ সৌর্য্য বুধগ্রহ, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাত। মৃত্যুপুত্র প্রজাকরকর সর্ব্বনাশক তমোময় শিখী মহাগ্রহ কেতু, অশ্লেষা নক্ষত্রে উৎপন্ন। জ্যার দাক্ষিণীগণ, নিজ নিজ নামের নক্ষত্রে জন্মিয়াছেন। তমোবীর্ঘময় কৃষ্ণ-মণ্ডল চন্দ্র-সূর্য্য-মন্দক রাহুগ্রহ ভরণী নক্ষত্রে উদ্ভূত। এই ভাগবাদি তারাগ্রহগণ নিজ নিজ জন্মনক্ষতোৎপন্ন রোগে বিগুণ হইয়া থাকেন। তখন সেই বিগুণ গ্রহের উপাসনা করিলে সেই দোষ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। আদিত্য সমস্ত গ্রহের আদি। শুক্র তার। গুরুগণের আদি। ধূমবান কেতু, কেতুগণের আদি। চতুর্দিকে বিভক্ত গ্রহ-গণের আদি এবং নক্ষত্রগণের আদি ধনিষ্ঠা। অগ্নির আদি উত্তরাশ্রাণ। পঞ্চবিধ বৎসরের মধ্যে সংবৎসর আদি * শিখির ঋতু ঋতুগণের আদি। মাঘ মাস মাসের আদি। পক্ষের মধ্যে প্রথম শুক্র পক্ষ। তিথির মধ্যে প্রতিপদ প্রথম। অহোরাত্র-বিভাগের মধ্যে দিবসই প্রথম। মুহূর্ত্তগণের মধ্যে রৌদ্রমুহূর্ত্তই প্রথম। গতিবিশেষবলে, সূর্য্য চন্দ্রবৎ ভ্রমণ করেন। প্রভু ঈশ্বর সূর্য্য, তদ্বারাই কালব্যবহারের নিয়ামক। তিনি স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরাযুজ, অণুজ এই চতুর্বিধ ভূতগ্রামের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। ভগবান্ রুদ্র, তুঁহারও প্রবর্ত্তক। মহাদেব, লোকব্যবহারের নিমিত্ত, জ্যোতিঃশক্তির এইরূপ সন্নিবেশ এবং অর্থ নির্ণয় বিধান করিয়াছেন। ভগবান্ রুদ্র, কন্মারস্তে বুদ্ধিপূর্ব্বক এই সমস্ত প্রবর্ত্তিত করেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় সকলের আশ্রয় এবং সর্বাভিমানে। প্রকৃতি একরূপা, কিন্তু তাহার পরিণাম অদ্ভুত নানাবিধ। প্রকৃতি পরিণামের বথার্থরূপে সংখ্যা করিতে কেহই পারে না। মাংস-নেত্র পণ্ডিত মহাব্য, গ্রহাদির গমনাগমন, শাস্ত্রাব্য, অনুমান এবং দূরবীক্ষণাদি-সাধ্য-সম্ভ্রাত প্রত্যক্ষ-কলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক নিপুণ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তথ্যে প্রজ্ঞা করিবেন। হে মুনিবরগণ! জ্যোতিঃশক্ত প্রমাণ-বিষয়ে চন্দ্রশাস্ত্র, জল, লেখ্য এবং গণিত এই পাঁচটী হেতু। ৬—৩৩।

একষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

* সংবৎসর, পরিবৎসর, ইলা বৎসর, উদা বৎসর, অমুবৎসর। এই পঞ্চবিধ বৎসর।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন, হুবুদ্ধিশ্রেষ্ট ঋষ, বিশ্বর প্রসাদে কিছুণে গ্রহগণের নিয়ন্তা হইয়াছেন, তাহা এক্ষণে আমাদিগকে বলুন। স্তব বলিলেন, হে বিজগণ! আমি পূর্বে নীনাশাক্ষবিশারদ মার্কণ্ডেয়কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে শুশ্রূষ্য বৃত্তিতে তাহা কীর্তন করেন। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন, পূর্বে শস্ত্র-ধারিগণের অগ্রগণ্য, সার্কভৌম মহাতেজা উত্তানপাদ রাজা পৃথিবী পালন করিতেন। সুনীতি ও সুরূচি নামে তাঁহার দুই মহিষী ছিলেন। মহাযশা মহামতি কুলপ্রাধী মহাপ্রাজ্ঞ ঋষ, প্রধানা মহিষী সুনীতির গর্ভে উৎপন্ন হন। তিনি সপ্তম বর্ষ বয়সে একদিন পিতার ক্রোড়ে উপবেশন করেন। হে বিপ্রশ্রেষ্টগণ! তখন সেইরূপ গৌরবশালিনী বিমাতা সুরূচি, ঋষকে ক্রোড়ে হইতে তাড়াইয়া দিয়া হস্তান্তঃকরণে নিজ পুত্রকে তথায় উপবেশন করাইলেন। হুবুদ্ধি ঋষ, পিতার ক্রোড়ে বসিতে না পাওয়ায় হুঃখিতাত্তঃকরণে মাতার নিকটে আসিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। ঋজননী সুনীতি, অতিশয় হুঃখান্বিতা হইয়া রোদ্যমান পুত্রকে বলিলেন, বাছা! সুরূচি, পতির প্রিয়তমা মহিষী; তাহার পুত্রও তাঁহার প্রিয়তম। আমি অভাগিনী; আমার গর্ভে তোমার জন্ম, অতএব তুমিও অভাগা; কেন আর মিছামিছি বারংবার রোদন করত শোক প্রকাশ করিতেছ। বাছারে! তুমি হুঃখিতচিত্ত হইলে আমার শোকের সীমা থাকে না। পুত্র রে! এখন তুমি সুরূচিতে নিজশক্তিবলে, ঋবস্থান লাভ করিতে যত্নবান হও। জননী এই কথা বলিলে, ঋষ, বনগমন করিলেন। অনন্তর তিনি, বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া বথাবিধি প্রণাম করত কৃতজ্ঞলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন! বলিয়া দিন, কি উপায়ে সর্বোপরি স্থান লাভ হয়। হে মুনিসত্তম! আমি এক্ষণে পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলাম—বিমাতা সুরূচি, আমাকে তাড়াইয়া দেন, আমার পিতা মহারাজও তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। ব্রহ্মন! এই কারণে আমি ভীত ও হুঃখিত হইয়া জননী সুনীতির নিকট গমন করিলে, তিনি আমাকে বলিলেন; পুত্র! শোক করিও না। নিজ কর্মফলে সর্বোত্তম স্থানলাভে যত্ন কর। হে মহামুনে! আমি তাঁহার কথা ভাবিয়া আপনার আশ্রম—এই ভবনে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছি। ব্রহ্মন! অন্ধ্য আপনার দাক্ষিণ্যকার লাভ করিলাম। ঋভো আপনার

প্রসাদেই আমি অদ্ভুত উত্তম স্থান লাভ করিব। ১—১৬। ঋষ এই কথা বলিলে, মুনিবর বিশ্বামিত্র হাস্য করত বলিলেন, রাজনন্দন! তখন, সর্বজ্ঞ মহাদেব শিবের বামাস্তসমুত্ত, ক্রেশনাশক জগদীশ্বর কেশবের আরাধনা করিলে উত্তম স্থান লাভ করিতে পারিবে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! সংঘতেন্দ্রিয় ঋষ জপহোমতৎপর হইয়া সনাতন বিশ্বকে ধ্যান করত সর্বপাপ-বিনাশন, ইষ্টসিদ্ধিকর পরম পবিত্র অতিনির্মল বিশুদ্ধ “ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়” এই উৎকৃষ্ট মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নিত্য জপ কর। মহাযশা ঋষ মুনি-কর্তৃক এইরূপ উপদিশ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক হস্তান্তঃকরণে সনিয়েম পূর্বমুখ হইয়া উক্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। ঋষ, এক বৎসর আলম্ভশূন্য এবং শাকমূলফলাহারী হইয়া অবিরত ঐ মন্ত্র জপ করিলেন। মহাত্মা ঋষের বুদ্ধিমোহোৎপাদনার্থ, বেতাল, ঘোরতর রাক্ষস এবং সিংহাদি ভীষণ প্রবল জন্তুসকল, তাঁহার নিকটে বিচরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি বাসুদেবনামজ্ঞাপে একাগ্রচিত্ত হওয়াতে কিছুই জানিতে পারেন নাই। এক পিশাচী, মাতা সুনীতির রূপধারণপূর্বক তাঁহার নিকট আসিয়া অতিশয় হুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিল এবং তুমি আমার এক মাত্র পুত্র; কি জন্ত ক্রেশভোগ করিতেছ; আমি অনাথা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্তা অবলম্বন করিয়াছ? সুনীতি-রূপধারিণী পিশাচী এইরূপ নানা কথা বলিতে লাগিল;—কিন্তু মহাতপা ঋষ, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া হস্তান্তঃকরণে হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন; কিছু দিন পরে আর কোনরূপ বিষ় রহিল না। অনন্তর কৃষ্ণ-জলধর কান্তি মহাঋষিগণ কর্তৃক স্তুতমান রিপুত্বন ভগবান বিশ্ব, সর্বদেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া গরুড়ারোহণে ঋষ-সমীপে সমাগত হইলেন। মহাহুতি ঋষ, সেই জগদীশ্বর হৃদীকেশকে সমাগত দেখিয়া “ইনি কে?” এইরূপ চিন্তা করত অনিমেষ নয়নে একাগ্রভাবে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে বাসুদেব নাম জপ করিতে লাগিলেন। তখন, গোবিন্দ, পাঞ্চজন্ম শঙ্খের প্রান্তভাগ দ্বারা ঋষের মুখ স্পর্শ করিলেন। ১৭—৩১। ঋষ, ইহাতে পরম জ্ঞান লাভ করিয়া সর্বলোকেশ্বর পুরুষোত্তম হরিকে কৃতজ্ঞলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর। দেবদেবেশ! প্রসন্ন হউন। হে সর্বাত্মন! বেদেও আপনার স্বরূপ নিরূপণ নাই। হে কেশব! আমি আপনার শরণাগত। যখন পরমাত্মরূপী আপনাকে আমিহে মনকাদি মহাঋষিগণ

অসক্ত, তখন আমি জনিব কিরণে ?—হে জগদীশ্বর ! আপনাকে নমস্কার। বিষ্ণু হস্ত করিয়া এককে বলিলেন, বৎস। এস; তোমার নাম ঋষ; তুমি ঋষদ্বান লাভ করিয়া জ্যোতিষ্কত্বের অগ্রগণ্য হইবে। তুমি জননীর সহিত সেই জ্যোতিঃদ্বান লাভ করিবে। আমার এই ঋষদ্বান, নিত্য পরম সুশোভন। দেবদেব শঙ্করকে তপস্তায় আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে এইদ্বান প্রাপ্ত হই। যে জ্ঞানী ব্যক্তি 'ঐ' নামে ভগবতে বাহুদেবকে এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার ঋষলোক প্রাপ্তি হয়। (মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন) অনন্তর, দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ সকলে বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে ঋষ ও ঋষজননীকে সেই স্থানে নিবেশিত করিলেন। এইরূপে মহাতেজা ঋষ, দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রপ্রভাবে তুল্লভ জ্যোতির্লোক লাভ করেন। (সূত কহিলেন) ঋষ যেরূপে মহাসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা এই আমি তোমাদিগের নিকট কহিলাম। যে মানব, বাহুদেবকে প্রণাম করে, সে ঋষসালোক্য এবং ঋষের জ্ঞায় চিরস্থায়িত্ব লাভে সমর্থ হয়। ৩২—৪২।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—সূত। আজ আমরাদিগের নিকট দেব, দানব, গন্ধর্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের সর্বোৎকৃষ্ট উৎপত্তি-বিবরণ যথাক্রমে কীর্তন করুন। সূত বলিলেন, কথিত আছে পূর্বে প্রজাপতিগণ, সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শদ্বারা সৃষ্টি করিতেন, প্রাচৈতস দক্ষ হইতেই মিথুন-সংসর্গ-সমুৎপত্ত সৃষ্টি। দক্ষ যখন, পূর্বনিয়মামুসারে দেবগণ, ঋষিগণ এবং পন্নগণের সৃষ্টি করিতে থাকিলেও প্রজাবৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি মৈথুনযোগে নিজ ভাৰ্য্যা হৃতির (প্রস্থতি) গর্ভে পঞ্চ-সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। নারদ, সেই সকল দক্ষ-নন্দন মহাভাগ হর্ষাশ্রগণকে বিবিধ প্রজা সৃজন অভিলাষে সমাগত দেখিয়া বলিলেন; অহে মুনিস্ব-গণ! লিঙ্গশরীরের বিস্তার আদি-অন্ত সম্পূর্ণভাবে জানিবার পর তোমরা বিশেষরূপে সৃষ্টি করিও। হর্ষাশ্রগণ, নারদের কথা শুনিয়া চতুর্দিকে গমন করিলেন। যেরূপ নদীগণ, সমুদ্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহারাও অধ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। হর্ষাশ্রগণ, এইরূপে নিরুদ্দেশ হইলে, প্রভু দক্ষ প্রজাপতি, হৃতির গর্ভে পুনরায় সহস্রপুত্র উৎপাদন করিলেন। শবলাশ্র নামে ব্যাত হৃদয়ের জায়

ভেজঃসম্পন্ন সেই বিশ্রগণ, সৃষ্টির জন্ত সমবেত হইলে, নারদ, আবার তাঁহাদিগকে বলিলেন, লিঙ্গ-শরীরের সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং ভ্রাতৃগণের অঙ্কুসজ্ঞান করিয়া আসিয়া বিশেষরূপে সৃষ্টি করিবে। শবলাশ্র-গণও সেই পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রাতৃগণের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। ১—১০। তাঁহারাও এইরূপে নিরুদ্দেশ হইলে প্রজাপতি প্রাচৈতস দক্ষ, বৈরগীর গর্ভে ষষ্টি কণ্ডা উৎপাদন করিলেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মকে দশ, কণ্ডপকে ত্রয়োদশ, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি, অরিস্ট-নেমিকে চার, বহুপুত্রকে দুই, জ্ঞানী কৃশাশ্রকে দুই এবং অগ্নিরাশকে দুই কণ্ডা প্রদান করেন। প্রথমে প্রজাবিস্তার বাহাদিগের দ্বারা হইয়াছে, সেই দেব-মাতা দক্ষভ্রাতৃগণের সনিস্তারে নাম শ্রবণ করুন। মরুত্বতী, বহু, যামী, লম্বা, ভানু, অরুত্বতী, সঙ্কল্প, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা এবং বিশ্বা ইহারা ধর্ম্মের পত্নীবাণিয়া আখ্যাত; ইহাদিগের পুত্রের কথা আপনাদিগকে বলিতেছি। বিশ্বার গর্ভোত্তব বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা সাধ্যগণকে প্রসব করেন। মরুত্বতীর গর্ভে মরুত্বান-গণ, বহু হইতে বহুগণ, ভানু হইতে দ্বাদশ সূর্য, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তাধিতাতা দেবগণ এবং লম্বা হইতে ষোষাধিতাতা দেবগণের উৎপত্তি। নাগবীথির অধিতাত্রী দেবতা, যামি হইতে উৎপন্ন; অরুত্বতীর গর্ভে পৃথিবীবাসী সকল জাতীর চরাচর প্রাণীর উৎপত্তি। সঙ্কল্পার গর্ভে সঙ্কল্পের জন্ম। বহুসৃষ্টির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল দেবগণ, সর্ব-দিব্যাসী জ্যোতিষ্মান এবং সর্বভূতহিতৈষী, তাঁহারা বহুদ্ব্যমে ব্যাত। আপ, ঋষ, সোম, ধর, অনিল, জমল, প্রভাব এবং প্রভাস ইহারা অষ্টবহু নামে কীর্তিত অজ, একপাণ্ড অহিত্র, বিরূপাক্ষ, ভৈরব, হর, বহুরূপ দেবশ্রেষ্ঠ ত্র্যম্বক, সাক্ষি, জয়ন্ত এবং অজের পিনাকী এই একাদশ জন গণাধিপতি রুদ্র নামে আখ্যাত। কণ্ডপ ভাৰ্য্যাদিগের পুত্র পৌত্রের কথা বলিতেছি। অদিতি, দিতি, অরিস্টা, হ্রস্বা, মূনি, হ্রয়তি, বিনতা, তাত্রা, ক্রোধবশা, ইলা, কদ্র, দ্বিবা, এবং দম্ব এই ত্রয়োদশ জন কণ্ডপপত্নী। আপনাদিগের নিকট ইহাদের পুত্র সকলের নাম কীর্তন করিতেছি। অদিতির দ্বাদশ পুত্র যে দেবগণ চাক্ষুষ মনুষ্যেরে তুষিত নামে অভিহিত হন, বৈবস্বত মনুষ্যেরে তাঁহারা ই দ্বাদশ আদিত্য। ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, তুষ্টা, মিত্র, বরুণ, অধ্যমা, বিশ্বান, দ্বিভা, পুবা, অত্মজান এবং বিষ্ণু এই দ্বাদশ জন অদিতি-নন্দনই সহস্রকিরণ সূর্য। (অদিতির পুত্র বলিয়া ইহাদিগের নাম আদিত্য)। দিতি কণ্ডপের ঋগৈস

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যাকশিপু নামে দুই পুত্র লাভ করেন। ইহা আমার স্তনিয়। ১১—১৭। দমু, কশ্যপ হইতে বলদর্পিত শত পুত্র লাভ করেন। হে বিজশ্রেষ্ঠ-গণ! সেই শত পুত্রের মধ্যে প্রধান বিপ্রচিহ্নিত। হে বিজপুত্রবগণ! কশ্যপপত্নী ভাস্মা, শুকী, শ্বেনী, ভাসী, হুগ্রীবী, গুহ্মিকা এবং শুচিনাদী ছয় কন্যা প্রসব করেন। শুকী—শুক ও উলকগণকে প্রসব করিয়া সারে প্রসব করেন। শ্বেনী শ্বেনগণকে, ভাসী কুরঙ্গ-বৃক্ষকে, গুহ্মী গৃধ, কপোত কপোতজাতিব বিহঙ্গম-গণকে, শুচি হংস, সারস, কারণ্ডব ও পানকোড়ি-কিগকে এবং হুগ্রীবী, ছাগ, অৰ, মেঘ, উল্ল ও গর্দভ-গণকে প্রসব করেন। কল্যাণী, বিনতা, গরুড়, অক্ষণ এবং সকলোকভয়করী কন্যা সৌমিনীকে প্রসব করেন। হুরসার গর্ভে সহস্র সর্পের উৎপত্তি। হুস্ততা কদ্র, সহস্রসহস্র-কীর্ণ সর্পের জননী হন। তন্মধ্যে অমন্ত, বাহুকি, ককোটক, শঙ্খ, ঐরাবত, কদল, ধনঞ্জয়, মহানীল, পদ্ম, অখতর, তক্ষক, এলাপত্র, মহাপল, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, শঙ্খপাল, মহাশঙ্খ, পুষ্প-বৃদ্ধ, শুভানন, শঙ্খলোমা, নভম, বামন, ফণিত, কপিল, চুর্ণধ্ব এবং পতঙ্গল এই ষড়্বিংশতি অত্যন্তম কাহ্নবের সর্গ ই প্রধান। কোধবশা, মাঘাবী রাক্ষস-গণ এবং কদম্বগণকে প্রসব করেন। রমণীপ্রধান হুরতি কশ্যপসংসর্গে গো মহিগ উৎপাদন করেন। ইহা আমাদিগের ক্ষতপূর্ব। মূনি মূনিবৃন্দ ও অপসারণগণকে এবং অরিশ্তী বহুবৎ গন্ধর্ব কিম্বদন্তগণকে প্রসব করেন। ইলা, তৃণ, বৃক্ষ, লতা, এবং গুহ্ম সমস্তই উৎপাদন করেন। ত্রিবার গর্ভে কোটি কোটি যক্ষ ব্রাহ্মস উৎপন্ন হয়। এই কশ্যপভবগণের কথা সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহাদিগের পুত্র-পৌত্রাদির বংশ বহুতর। মহাস্মা কশ্যপ, এইরূপে প্রজা সৃষ্টি করিলে, হাবর-জন্মান্বক সমুদ্র প্রজাই প্রতীক্ষিত হইল। তখন প্রজাপতি, সেই সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে স্ব স্ব জাতীর প্রধানদিগকে তজ্জাতির আশিপদ্যে অভিষিক্ত করেন। বৈবস্বত মহুকে মনুস্যগণের অধিপতি করেন। পূর্বে ব্রহ্মা বারুড়ব মনুত্বেরে বাহাদিকগকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন, এখনও সপ্তদ্বীপবতী পর্বত-শালিনী এই সমুদ্র বহুমতীকে তাহার ধর্মোপদেশ-কুসারে পালন করিতেছেন। ব্রহ্মা, বারুড়বমনুত্বেরে বাহাদিকগকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন, অন্য মনুত্বেরেও তাহার অভিষিক্ত হন এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ বা মনুও হন। লক্ষ্মীমনুত্বেরে অতীত মনুত্বেরে পার্শ্ব-বেলাও অভিষিক্ত হন, ক্ষত্রিয়ও অভিষিক্ত হন।

এক এক মনুত্বেরে অতীত অনাগত সকল প্রকার রাজাই অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। কশ্যপ, প্রজাবৃদ্ধির জন্ত এই সকল সমস্ত উৎপাদন করিয়া গোত্র করিবার অভিলাষে আমার গোত্রকর পুত্র হউক চিন্তা করত পুনরায় তপস্বী করিতে লাগিলেন। ২৮—৪৫। মহাস্মা কশ্যপ, এইরূপ চিন্তা করিলে, তাহার ব্রহ্মভেজ-প্রভাবে বৎসর এবং অসিত নামে মহাতেজা দুই পুত্র প্রাচুর্য হইলেন, তাহার উভয়েই ব্রহ্মবাদী। বৎসর হইতে নৈঋত এবং হুমহাংশ রৈভ্যের উৎপত্তি। রৈভা হইতে রৈভ্যবংশের উৎপত্তি। নৈঋতের কথা আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি। চাবনকজার গর্ভে হুমেশ্বর জন্ম। চাবনকজা, নৈঋতের ভাধ্য। এবং কুণ্ডপাণি-ঋষিগণের জননী। কশ্যপ-পুত্র অসিতের ঔরসে একপর্ণার গর্ভে শাণ্ডিল্য, শ্রেষ্ঠ ত্রিষ্টি হুমহাতপা শ্রীমান্বেল উৎপন্ন হন। শাণ্ডিল্য নৈঋত এবং রৈভা—কশ্যপের এই তিন ধারা। পুত্রস্ত্যের সমস্ত নয়টি রাক্ষস, আপনাদিগের নিকট তাহা কীর্তন করিতেছি। বৈবস্বত মনুর একাদশ চতুর্দশ অতিক্রান্ত; দ্বাদশ চতুর্দশের অর্ধ অবশিষ্ট; * ঋপার যুগ প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই সময়ে মনুপুত্র নর-ঋত্বের দম নামে এক পুত্র ছিলেন, তাহার পুত্র তৃণবিলু। তৃণবিলু ত্রেতাযুগের তৃতীয়াংশে রাজা হন। তৃণবিলুর অনুপম রূপবতী ইলবিলানাদী এক কন্যা জন্মে। সেই রাজষি নিজ কন্যা পুলস্ত্যকে প্রদান করেন। পুলস্ত্যের ঔরসে ইলাবিলার গর্ভে বিপ্রবা ঋষির উৎপত্তি। বিপ্রবার, নামান্তর ঐলবিল। বিপ্রবার চারপত্নী। সকলেই পুলস্ত্য বংশের বৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। দেববর্গিনী-নাদী কল্যাণী রূহস্পতি-তনয়া তাহার এক পত্নী। মাল্যবান রাক্ষসের কন্যা পুষ্পোৎকটা ও বলাকা এবং মালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী তাহার অপরাপর পত্নী। ইহাদিগের সমস্তান সমস্তির কথা শ্রবণ করুন। বিপ্রবার সংসর্গে দেববর্গিনী, কুবেরকে উৎপাদন করেন; ইনি দ্ব্যেষ্ঠ পুত্র। কৈকসী, রাক্ষসরাজ রাবণ, কুন্তকর্ণ, চূর্ণধ্বা এবং হুবুদ্ধি বিভী-ষকে প্রসব করেন। হে বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুষ্পোৎকট বিপ্রবার সংসর্গে মহোদর, মহাপার্ষ ধর এবং কন্যা কুন্তালসীকে উৎপাদন করেন। এখন বলাকার সমস্তানের কথা শ্রবণ করুন। ত্রিশিরা, দূষণ,

* এক এক চতুর্দশের পরিমাণ দৈব-বাণিশ মনুত্ব বৎসর। ঋষিগণ অর্ধ ছয় সহস্র বৎসর। ছয় সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ অর্জিত হয়।

বিদ্যাক্ষিপ্ত রাক্ষস এবং কণ্ডা মালিকা—বলাকার সন্তান। নয় জন পৌলস্ত্য, ক্রুরকর্মা রাক্ষস। আর বিভীষণ অতি বিদগ্ধ-বৃত্তাব এবং ধর্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। সুশ্রাং বিভীষণ এই নয়জনের মধ্যে নহেন, সুবেত নহেনই। সকল, মৃগ, ব্যাঘ্র, দ্বন্দ্বী পশু, ভূত, পিশাচ, সর্প, শূকর, হস্তী, বানর, কিয়র এবং অস্ত্রান্ত্র কিন্নরগণ পুলহের সন্তান। ৪৬—৬৭।

বেবস্বত মনস্তরে তেহু নিঃসন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অত্রির দশ পত্নী, সকলেই স্থন্দরী ও পতিব্রতা। হে বিশেষ্রগণ। য়তাতী অপসার গর্ভে রাজাষি ভদ্রাধের ভদ্রা, অজদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, তামরসা এবং বরকৌড়া নামে দশ কন্যা উৎপন্ন হন। প্রভাকর অত্রি ইহাদিগের স্বামী। ইহারা অত্রিবংশের প্রসবিত্রী। স্বর্ঘ্য রাহর আক্রমণে আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছিলেন। তাহাতে ত্রিলোক অন্ধকারাভিভূত হইবার উপক্রম হইলে, অত্রিই জগতে প্রভা প্রবর্তিত করেন। অর্থাৎ অত্রি স্বর্ঘ্যকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বলেন, “স্বর্ঘ্য! তোমার মঙ্গল হউক।” ভূতলে পতনোন্মুখ বিভু স্বর্ঘ্য ব্রহ্মার বচনপ্রভাবে আর আকাশ হইতে বিচ্যুত হইলেন না। এইজন্ত মহাবিরা প্রভু অত্রিকে প্রভাকর বলিয়াছিলেন। তপোদান অত্রি, ভদ্রার গর্ভে যশস্বী চন্দ্রকে উৎপাদন করেন। অস্ত্রান্ত্র পত্নীর গর্ভে অস্ত্র পুত্র সকল উৎপাদন করেন। সেই সমস্ত বেদপরায়ণ ঋষিগণ, স্বস্ত্যাত্রেয় নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে আত্রেয় প্রধান জ্যেষ্ঠ দত্ত এবং কনিষ্ঠ দুর্কাসা এই দুই জনই বিখ্যাতকীর্তি এবং মহাতেজা। ব্রহ্ম-বাদিনী আমলা তাঁহাদিগের কনিষ্ঠা ভগিনী। অত্রির দুই গোত্রের মধ্যে শ্রাব, প্রত্নস, ববন্ত এবং গহ্বর এই চার জন ভূমণ্ডলে প্রবিত। মহাশ্বা আত্রেয়-দিগের এই চার প্রকার ভেদ। কশ্যপ, নারদ এবং শান্তিগুণাবলম্বী পুরুতও ব্রাহ্মার মানস পুত্র। এক্ষণে অরুণভীকৃত হস্তির বিষয় প্রণিধান করুন। নারদ, বসিষ্টকে নিজ কন্যা অরুণভী দান করেন। পরে মহাতেজা নারদ দক্ষের শাপে উদ্ধরতা হন। পূর্বকালে, ভারকাম্য নামে খোরভর দেবাসুর সংগ্রাম হইলে, সমুদ্র শৌক, লোকপালগণের সহিত অনাসুষ্টি-পীড়িত এবং উগ্রভাবাপন্ন হইয়াছিল। তখন, ধীমান বসিষ্ট, অশ্বাশ্বলে এই প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বর করিয়া অশ্বাশ্বলে, অরুজল, কলমূল ও ওষধি স্থাপন করত অশ্বাশ্বা এবং ঐশ্বর দ্বারা অনাসুষ্টি-পীড়িত প্রজাগণকে জীবন রক্ষা করেন। ৬৮—৮২।

বসিষ্ট, অরুণভীর গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শক্তি। অদৃশ্যভীর ঔরসে পরাশরের জন্ম। রুধির নামে রাক্ষস শক্তিকে ভক্ষণ করিবার পর পরাশর ভূমিত হন। কালী (মংস্তগন্ধা) পরাশরের সংসর্গে প্রভু কৃষ্ণদৈবায়নকে উৎপাদন করেন। দৈবায়ন, অরুণীর গর্ভে শুককে এবং গীষরীর গর্ভে উপ-মন্যাকে উৎপাদন করেন। তুরিগ্রবা, প্রভু, শঙ্কু, কৃষ্ণ এবং পৌর এই পাঁচ জন শুক-পুত্র জানিবে। যশস্তিনী ব্রতপরায়ণা যোগমাতা শুকের কন্যা। ইনি অমুরের পত্নী এবং ব্রহ্মকণ্ডের জননী। খেত, কৃষ্ণ, গৌর, শ্রাম, ধূম, অরুণ নীল এবং বাদরিক ইহারা সকলে পরাশর-বংশোৎপন্ন। মহাশ্বা পরাশরদিগের এই আট প্রকার ভেদ। ইহার পর ইন্দ্রপ্রমিতির বংশধৃত্যন্ত প্রবণ করুন। য়তাতী অপসার গর্ভে বসিষ্টের ঔরসে কপি-জ্ঞলের উৎপত্তি। এই কপিজ্ঞল, ত্রিমূর্তি এবং ইন্দ্র-প্রমিতি নামে অভিহিত হন। পৃথুকতার গর্ভে ইন্দ্র-প্রমিতির ঔরসে ভদ্রের জন্ম। ভদ্রের পুত্র বহু বহুর পুত্র উপমহু; উপমহুসন্তান বহুতর। মিত্রা-বরুণ পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবার পর বসিষ্টের কৌণ্ডিন্য নামে বিখ্যাত কতকগুলি পুত্র হয়। তাহারা এবং পূর্বোক্ত পরাশরসমুদ্র ও ইন্দ্রপ্রমিতিসমুদ্রগণ সকলেই বাসিষ্ঠ নামে বিখ্যাত এবং সমানপ্রবর। মহাশ্বা বাসিষ্ঠদিগের এই দশ প্রকার ভেদ। ভূমণ্ডলে বিখ্যাত রক্ষাকর্ত্ত মহাভাগ এই সকল ব্রাহ্মার মানসপুত্রগণ এবং ইহাদিগের বংশের বিবরণ কীর্তিত হইল এই দেববি-কুলসমুদ্র ঋষিগণ, ত্রিলোকরক্ষণে সমর্থ, ইহাদিগের আবার পুত্র পৌত্র শত সহস্র। ত্রিলোক, স্বর্ঘ্যকিরণের জায় ইহাদিগের দ্বারাও পরিব্যাপ্ত। ৮৩—৯০।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে বাণিপ্রবর হুত। শক্তি এবং শক্তির অনুচরগণ, রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত হইলেন কিরূপে? তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। পূর্বকালে, রুধির নামে রাক্ষস, শক্তি প্রভৃতির প্রতি শাপ থাকতে, সাহসে বসিষ্টদেবন শক্তিকে ভক্ষণ করে বিবামিত্রপ্রেরিত রুধির, বসিষ্ট-দেবমান ভূপতি কথাব-পানে আঘাত হইয়া শক্তি প্রভৃতিকে জোজন করে। শক্তি-মৎপ্রধান ব্রহ্মজ শক্তি জাতধর্মের সহিত রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া বসিষ্ট বাহুবল-বান পুত্র। হা পুত্র! বলিয়া ক্রন্দন করত দুঃখিতাত্তঃ-

করণে অরুণ্ধ্যীসহ ভূতলে পতিত হইলেন। শক্তিম্যান বসিষ্ঠ, বংশ নষ্ট হইল উনিয়া এবং শক্তি প্রভৃতি শত পুত্রকে স্মরণ হওয়াতে মরিতেই কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি সর্বজ্ঞ, আত্মবিশ্ব এবং মনসী হইয়াও শক্তি ব্যতীত আমি আর জীবন ধারণ করিব না, এই নিশ্চয় করিয়া হুঃখিত চিত্তে সাক্ষনয়নে পত্নীর সহিত পর্বত-মস্তকে আরোহণপূর্বক তথা হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। পৃথিবী বিচিত্রকণ্ঠী, গজেশ্বর-মন্দপামিনী রমণী মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক পর্বতশিখর হইতে নিপতিত সেই সভার্য্য ঋষিকে ধারণ করিলেন, এবং সেই রোদন-পরায়ণ ঋষিকে করকমল-যুগলে ধারণ করিয়া তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন। তখন, শক্তিপত্নী স্নুধা অদৃশ্যতী ভয়বিহ্বলা এবং রোদন-পরায়ণা হইয়া বসন্তাবসর মহামুনি বসিষ্ঠকে বলিলেন, হে প্রভো! বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! আমার গর্ভোদ্ভব নিজ পৌত্র লেখিবার জন্ত আপনি এই আপনার শুভ বেষ্টন করুন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনার এই হৃশোভন বেষ্টন ত্যাগ করা উচিত হইতেছে না। যেহেতু, শক্তির ঔরসজাত সর্বার্থসাধক পুত্র, আমার গর্ভস্থ আছে। ১—২২। কমলনয়না ধর্মজ্ঞা অদৃশ্যতী, দুই হাতে ঋগ্বেদকে উত্থাপনপূর্বক প্রণাম করিয়া কলহারা নয়ন মার্জনা করিয়া দিলেন। নিজে অত্যন্ত হুঃখিতা হইলেও হুঃখিত ঋগ্বেদ এবং হুঃখিতা ঋগ্বেদ কণ্যাগী অরুণ্ধ্যীকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন। বসিষ্ঠ, পুত্রবধূর কথা শুনিয়া চৈতন্য লাভের পর অরুণ্ধ্যীকে অবলম্বনপূর্বক ভূতল হইতে গাত্রোথান করিলেন। এদিকে অদৃশ্যতী নিজ হুঃখাবেগে ভূতলে পতিত হইলেন। অরুণ্ধ্যী, সেই অক্ষপূর্ণনয়না অদৃশ্যতীকে দুই হস্তদ্বারা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল মুনিশার্দল বসিষ্ঠও সেই ভাব্যার সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিষ্ণুশক্তি-কমলে অবস্থিত ব্রহ্মার ভ্রাতৃ অদৃশ্যতীর গর্ভাশ্রয়স্থিত বালক, বেদধনি করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ঠবান বসিষ্ঠ, আদরপূর্বক সেই বেদমন্ত্র প্রবণ বালককে “এ বেদমন্ত্র কে উচ্চারণ করিল?” এই চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হইলেন। তখন সর্গায়া, করুণাময় পুণ্ডরীকাক হরি গগনাজমে আবির্ভূত হইয়া সমগ্রভাবে বসিষ্ঠকে বলিলেন, “বৎস! ও বৎস! পুত্রবৎসল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ! অদ্য তোমার পৌত্রের মুখকমল হইতে এই বেদমন্ত্র নির্গত হইয়াছে। সুনে! শক্তি-ভোমার এই পৌত্র আমার তুল্য শক্তিম্যান হইবে। অতএব হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! শোক পরিত্যাগ

করিয়া সাধরে গাত্রোথান কর। এই গর্ভস্থ বালক, রুদ্রভক্ত ও রুদ্রপূজাপরায়ণ হইয়া রুদ্রদেবের প্রভাবে তোমার বংশ উদ্ধার করিবে।” করুণাময় ভগবান্ পুরুষোত্তম, মুনিবর বিপ্র বসিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন, মহাতেজা বসিষ্ঠ, কমললোচন নারায়ণকে নতমস্তকে প্রণাম করিয়া অদৃশ্যতীর গর্ভস্পর্শ করিলেন। হে বিজগণ! কিন্তু কিয়ৎক্ষণগরেই আবার হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া হুঃখাবেগে ভূতলে পতিত হইলেন এবং রোরুদ্য-মানা অরুণ্ধ্যী প্রীতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজ পুত্রকে স্মরণ করত হুঃখাবেগে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—“পুত্র! একবার এস; অহে শক্তি! এই কুলরক্ষণ তোমার পুত্র অবলোকন করিয়া তোমার জননীর সহিত আমি তোমার নিকট গমন করিব সন্দেহ নাই।” হত বলিলেন,—বিপ্র বসিষ্ঠ, অরুণ্ধ্যীকে আলিঙ্গন করত এইরূপ বিলাপ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন কণ্যাগী অদৃশ্যতী হুঃখিত চিত্তে ভ্রাতৃর আশ্রয়-স্থল স্বীয় গর্ভে করাধাত করত বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। তাহাতে মহামতি বসিষ্ঠ এবং অরুণ্ধ্যী ভীতিবিহ্বল হইয়া বালিকা পুত্রবধূকে উত্থাপনপূর্বক যথাক্রমে বলিতে লাগিলেন, বিচারশূন্য! আর্ঘ্যো! নিজ দুর্লভ গর্ভস্থলে করকমল আধাত করিয়া সমস্ত বসিষ্ঠবংশ নির্মূল করিতে কেন উদ্যত হইয়াছ বল। ১৩—৩১। মুনিবর বসিষ্ঠ শক্তির ঔরসজাত সন্তান তোমার গর্ভস্থ জানিয়া এবং সেই মহাবী পুত্রের মুখনির্গত বেদমন্ত্রধনিরূপ অমৃত পান করিয়াই নিজ শরীর রক্ষার্থ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, অতএব নিজ শরীর রক্ষা কর। হত বলিলেন, বসিষ্ঠ এবং অরুণ্ধ্যী পুত্রবধূকে এইরূপ বলিয়া তুফীভার অবলম্বন করিলেন। অরুণ্ধ্যী শোক-কাজরা ও বিহ্বলা হইয়া বসিষ্ঠের সমুখে পুত্র-বধূকে বলিলেন, হে সূত্রে! এই গর্ভস্থ বালকের, মুনিবর বসিষ্ঠের এবং জীবন আমার এখন তোমার উপরে নির্ভর করিতেছে। অতএব জীবন রক্ষা কর, বেষ্টন ধারণ কর; অতুচিত কার্য্য করিও না। অদৃশ্যতী বলিলেন, মুনিবর! আপনি যখন আমার জন্ত নিজ মঙ্গলকর বেষ্টন রক্ষা করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন, তখন আমিও আমার এই অন্তত বেষ্টন কষ্টে প্রতিপালন করিব। আমি যে নিত্যন্ত অজ্ঞানিনী, তাহাতে কোন সংশয় নাই; যেহেতু আমি পতিবিরহ-ব্রজা ভোগ করিতেছি। মুনিবর! আমি যে, হুঃখে বৎস হইতেছি। সুনে! আমি যত আত্মব্যাপার দর্শন

করিলাম। প্রভো! আমি আপনার পুত্রবৎ হইয়া কি না হুঃখভাগিনী হইলাম! হে অগদগুরো! ত্রুণপুত্র! ত্রুণ! আমাকে হুঃখ হইতে পরিচাণ করুন। যাহাই হউক, ইহলোকে বিধবা স্ত্রীর বড়ই হীনাবস্থা; হে আর্ধ্যশ্রেষ্ঠ! বিধবা নারী পরিভূতাই হইয়া থাকে। আমাকে সে কষ্ট হইতে রক্ষা করুন পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র, এবং ষষ্ঠের ইহার। স্ত্রীলোকের প্রকৃত পক্ষে বন্ধু নহেন। ভর্তাই স্ত্রীজাতির বন্ধু এবং একমাত্র গতি। পণ্ডিতগণ যে বলেন, ভাৰ্য্যা স্বামীর অর্ধাঙ্গ, আমার পক্ষে তাহাও মিথ্যা হইল; কেননা শক্তি পরলোকে গিয়াছেন, আর আমি জীবিতাবস্থায় বর্তমান। মুনিপুত্রব! ওঃ! আমার মন কি কঠিন। আমার সকল উৎসবের আধার সেই প্রাণভূলা পতিকে কি না ছাড়িয়া রহিয়াছি। বিসিষ্ট! যেমন অশ্বখ সদৃশ বৃহৎ পাদপ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত লতা মূলহীন হইলেও, সত্তর মরে না, সেইরূপ পতি-সম্বতা রমণীগণও বহুক্রেমণেও ম্লান হয় না; কিন্তু আমি স্বামী হারাইয়া দীনভাবে অবস্থান করিতেছি। বীমান আশ্রমী বিসিষ্ট, পুত্রবধুর কথা শুনিয়া আশ্রমগমনে রুতনিচ্ছয় হইলেন। অরুক্ষতীরও সে বিষয়ে অভিমতি হইল। ভগবান্ পুণ্যাত্মা বিসিষ্ট অতি কষ্টে ভাৰ্য্যা অরুক্ষতী এবং অদৃশ্যস্তীর সহিত চিন্তাকুলিতচিত্তে ক্লমধ্যে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ৩২—৪৪। হে মুনিবরগণ! পতিব্রতা শক্তিপত্নী বিসিষ্টবংশরক্ষার্থ বহুক্রেমণে গর্ভ রক্ষণ করিতে লাগিলেন অনন্তর অরুক্ষতী যেমন শক্তিমান্ শক্তিকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ শক্তপত্নীও দশমাস পূর্ণ হইলে হুঃখিত তনয় প্রসব করিলেন। অগিতি যেমন বিয়ুকে, স্বাহা যেমন কার্তিকেয়কে এবং অরুণি যেমন অগ্নিকে প্রসব করেন, সেইরূপ শক্তিপত্নীও সাক্ষাৎ পরাশর ঋষিকে প্রসব করিলেন। যেই শক্তির পুত্র ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, অমনি পুণ্যাত্মা শক্তি ভাতৃগণের সহিত হুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃলোকের সমতা প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনি-পুত্রবগণ! তখন সেই বিসিষ্টপুত্র পিতৃলোকে অবস্থিত হইয়া আদিভাগ্যপরিবৃত ভাষ্মরের স্তায় ভাতৃগণসমভি-ব্যাহারে শোভা পাইতে লাগিলেন। হে বিশ্ববরগণ! পরাশর ভূমিষ্ঠ হইলে, পিতৃগিতামহ প্রণিতামহগণ সকলেই মৃত্যুগীত করিয়াছিলেন। ভূতলে ত্রুণবাদি মুনিগণ এবং স্বর্গে দেবগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। পুত্রবাদি দেবগণ যুধবর্ষণ এবং দেবগণ পুশ্বরষ্টি করিলেন। গৃধ্রাণি পক্ষিগণ রাক্ষসদিগের নদরে নদরে ছুটত সিংহকার করিতে লাগিল। অশ্বিনবাদী

মুনিগণ, আনন্দপরম্পরা অকৃত্রিম করিলেন। সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী পরাশর, ব্রহ্মাণ্ড হইতে ত্রুক্ষার স্তায়, জলজ্জল হইতে দিবাকরের স্তায়, অদৃশ্যস্তী-গর্ভ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। হে দ্বিজগণ! তখন অদৃশ্য-স্তীর পুত্রমুখ দর্শন ও মৃত পতির স্মরণ হুঃখভাবে যুগপৎ সুখহুঃখ হইল। অরুক্ষতী ও বিসিষ্টেরও যুগপৎ সুখ হুঃখ হইল। বালিকা অদৃশ্যস্তী, নিজ তনয় মহাত্ম্য পরাশরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিহ্বলভাবে রোদন করিলেন এবং ধ্বংসকণ্ঠী হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মুহাসিনী অদৃশ্যস্তী, মহামতি পরাশর জন্মিবামাত্র তাঁহাকে মেঘদানবগণপূজিত অনব বলিয়া জানিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা প্রভো! বিসিষ্টনন্দন! এই পুত্র দর্শনাভিলাষিণী ম্লানমুখী ভাৰ্য্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? তোমার ঔষমজাত অনব পুত্রকে অবলোকন কর। যেমন মহাদেব সহাস্তবদনে নিজপ্রামথগণসমভ্যাহারে কার্তি-কেয়কে অবলোকন করিয়াছিলেন, শক্রে! সেই-রূপ তুমিও ভাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া এই নিজ তনয়কে অবলোকন কর। অনন্তর মুনিবর বিসিষ্ট পুত্রবধুর সেই বিলাপ শ্রবণে হুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “রোদন করিও না”। ৪৫—৫৯। হরিঃশাবক-নয়না বিসিষ্ট-কুলবৎ বালিকা অদৃশ্যস্তী, বিসিষ্টের আজ্ঞাক্রমে শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক বালকের লালন-পালন করিতে লাগিলেন। একদা শক্তিনন্দন পরাশর অশ্রুপূর্ণনয়না, শোকাক্তা সাধ্বী জননীকে মঙ্গলাভিরণ-রহিতা দেখিয়া বলিলেন, হে অনব! জননি! তোমার এই দেহ মঙ্গলাভিরণ-শূন্য বলিয়া চন্দ্রমণ্ডলরহিত রজনীর স্তায় শোভাহীন হইয়াছে। মঙ্গলাভিরণ ধারণ না করিবার কারণ কি? অহা তাহা বলিতে হইবে। আবার বলিলেন, অহা! মা! অশোভনে! তুমি বিধবার স্তায় মঙ্গলাভিরণ ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছ কেন; বলিতে হইবে। অদৃশ্যস্তী পুত্রের কথা শুনিয়াও ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন ভগবান্ শক্তিনন্দন, অদৃশ্যস্তীকে আবার বলিলেন, মা! আমার মহাভোজা পিতা কোথায়? বল, সীত বল। অদৃশ্যস্তী পুত্রের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া রোদন করত বলিলেন, “তোমার পিতাকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিয়াছে” বলিয়াই ভূতলে নিপতিত হইলেন। পৌত্রের কথা শুনিয়া ভগ্নাবু বিসিষ্ট এবং অরুক্ষতী রোদন করত ভূতলে নিপতিত হইলেন। মুনিবর বিসিষ্টের আজ্ঞাবাদী মুনিপুত্রবগণও অনতিদূর রহিলেন না।

ধীমান্ পরাশর "তোমার পিতাকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিয়াছে" এই কথা মাতার মুখে শুনিয়া অক্ষপূর্ণনয়নে বলিলেন, মাতা! আমি দেবদেব মহাদেবের অর্চনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে জগৎকাল মধ্যে এই সচরাচর ত্রৈলোক্য দক্ষ করিব। আমি স্বয়ং পিতাকে দর্শন করিব এবং সকলকে দর্শন করাইব, এই আমার নিশ্চয়। তখন অদৃশ্যভী, সেই শ্রবণমুখকর কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে ঈগং হস্ত করত পুত্রের দিকে চাহিয়া তাঁহার এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় বুঝিয়া বলিলেন, পুত্র! পুত্র! মহাদেবের পূজা কর ॥ ৬০—৭০ ॥

রূপানিধি ধীমান্ মুনিপুত্র ভগবান্ বসিষ্ঠ, পৌত্র শক্রিনন্দনের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া বলিলেন, হে সুব্রত! মুনিশ্রেষ্ঠ! পৌত্র এই সঙ্কল্প তোমার উপযুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু লোকক্লয় করা তোমার উচিত নহে। শক্রিনন্দন! শুন, রাক্ষসেরাই অপরাধী; রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য সর্বোত্তম শিবের অর্চনা কর। ত্রৈলোক্য ত তোমার নিকট অপরাধী নহে। অনন্তর মহামতি শক্রিনন্দন, বসিষ্ঠের আদেশে রাক্ষস বিনাশে রুতনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর, তিনি অদৃশ্যভী, বসিষ্ঠ এবং অরুণকটীকে প্রণাম করিয়া বসিষ্ঠসমীপে অস্থায়ী পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্মাণপূর্বক, শিবহস্ত, শুভ ত্র্যমকমন্ত্রধারা তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর শক্রিনন্দন পরাশর, হরিত রুদ্র, শ্যামসঙ্কল্প, নীলরুদ্র, শোভনরুদ্র, বাম্যৈ ও পবমান সূক্ত এবং ঈশানা দি পঞ্চমন্ত্র, হোতৃমন্ত্র, লিঙ্গসূক্ত আর অধ্বর্ষ-শিরোমন্ত্র জপ করিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজাস্তে অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক বলিলেন, ভগবন্! রুদ্র! শঙ্কর! রুধির রাক্ষস, আমার মহাভেজা পিতাকে পিতৃব্যগণের সহিত ভক্ষণ করিয়াছে; ভগবন্! আমি আমার পিতাকে পিতৃব্যগণের সহিত দেখিতে ইচ্ছা করি। লিঙ্গের নিকট এই কথা বারংবার বিজ্ঞাপন করত ভূতলে নিপতিত হইয়া, হা রুদ্র! হা রুদ্র! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শঙ্কর, রুদ্র, তাঁহাকে দেখিয়া ক্বেবীক বলিলেন, মহাতাপে! হর্গে! অক্ষপূর্ণ-নয়নে, আমার অঙ্গুরণে ও আরাধনে সতত তৎপর একটা বালক দর্শন কর। সর্বজ্ঞ-প্রসঙ্গিতা মহাদেবী পরাশরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, চাম-সমুদ্র নয়নজলে তাঁহার সর্বাঙ্গ সিক্ত, নয়নবুগল পরিপূর্ণ; তিনি লিঙ্গপূজা কার্যে একান্ত আসক্ত এবং "হর! রুদ্র এইরূপ কথাই তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে। তখন ধীমান্, অঙ্গভেদে বঙ্গলবিধাতা স্বামী ঈশানকে বহিঃস্থে, শরৎকালে! ৫:৩০ হইল; এই বাতংকর

সকল অভিলার পূর্ণ করল। ভাৰ্য্যা আৰ্য্যা উমার কথা শুনিয়া হলাহলাশন পরমেশ্বর শঙ্কর, তাঁহাকে বলিলেন, কুলনীল-কমললোচন এই দ্বিজবালককে আমি রক্ষা করিব। ইহাকে আমি দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিডেছি; এই বালক আমার রূপ দর্শনে সক্ষম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, একাদশরুদ্র এবং ইন্দ্রাদিদেবগণপরিবৃত্ত পরমেশ্বর ভগবান্ নীললোহিত এই কথা বলিয়া সেই ধীমান্ মুনিবালককে আপনার রূপ প্রদর্শন করিলেন। পরাশরও মহাদেব দর্শনে আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়ন ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া সাধরে তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইলেন। ৭১—৮৯।

অনন্তর ভবানীর এবং মহাত্মা নন্দীর পদযুগলে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মা দি দেবগণের নিকট বলিলেন, আজ আমার জীবন সফল হইল। আজ স্বয়ং শশিকলাশিখর মহাদেব যখন আমাকে রক্ষা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন, তখন এজগতে কি দেবতা, কি দানব আমার তুল্য কে আছে? অনন্তর, শক্রিনন্দন পরাশর, তথায় জগৎমধ্যে পিতাকে পিতৃব্যগণ সমভিযাবাহারে আকাশ-মণ্ডলে অবস্থিত দেখিলেন। তিনি পিতাকে সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ ভাষর সর্বত্রগামী বিমানে তীব্র ভ্রাতৃগণসহ অবস্থিত দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন গগনাধিবৃন্দ-পরিবৃত্ত সভার্য্য দেবদেব বৃষধ্বজ, পুত্রদর্শন-তৎপর বসিষ্ঠ-নন্দন শক্তিকে বলিলেন, বিশেষ! শক্রে! আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচন বালক পুত্র, পত্নী অদৃশ্যভী, পিতা বসিষ্ঠ এবং মাতা দেবতাসদৃশী মহাভাগা কল্যাণী অরুণকটীকে অবলোকন কর। হে মহামতে! মাতা-পিতা উভয়কে প্রণাম কর। তখন শক্তিমান্ শক্তি, দেবদেব মহাদেব, এবং উমাকে প্রণাম করিয়া জগদীশ্বর শিবের আদেশে শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠকে এবং পতিদেবতা কল্যাণী মহাভাগা মাতাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর বলিতে লাগিলেন, বৎস! অ বৎস! বিশ্রেষ্ট মহাহ্যতি পরাশর! হে তাত! হে মহাত্মন! তুমি গর্ভে থাকিতে আমি রক্ষিত হইয়াছি। হে বৎস পরাশর! হে বালক! আজ যে তোমার মুখ দেখিলাম, ইহা আমার অনিচ্ছাদি-ঐশ্বর্য্যলাভসদৃশ। বৎস! মহামতে! মহাভাগা অদৃশ্যভী মহাভাগা অরুণকটী এবং আমার পিতা বসিষ্ঠকে সর্বদা রক্ষা করিবে। বৎস! আমার সমুদয় বংশ তুমি উদ্ধার করিলে। স্নানীবিগ্ন সবাই বলিয়া থাকেন, পুত্রধারা ইহপরলোক জয় করা যায়। লোকভাবন প্রভু ঈশানের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি ভ্রাতৃগণের সহিত ঈশ্বর শঙ্করকে বন্দনা করিয়া গমন করিব। ঐতিহাসিক শক্তি, পুত্রকে

এইরূপ উপদেশ প্রদান, মহেশ্বরকে প্রণাম এবং মূনি সমাজে ভাষ্য্যাকৈ অবলোকন করিয়া পিতৃলোকে গমন করিলেন। শক্তিনন্দন পিতা গমন করিলেন দেখিয়া অর্চনাপূর্বক শশিভূষণ শিবকে স্তম্ভর বাক্যে স্তব করিলেন। অনন্তর শরহর অন্ধকন্দন মহানব, তুষ্ট হইয়া শক্তিনন্দন পরাশরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। জগদ্ব্যাস সহিত মহেশ্বর অন্তর্হিত হইলে, মন্ত্রজ্ঞ পরাশর মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া মন্ত্র-প্রভাবে রাক্ষসবংশ দমন করিতে লাগিলেন। ১০—১০৭। তখন ধম্মজ্ঞ বসিষ্ঠ, মূনিগণ-পরিবৃত্ত হইয়া হইয়া পৌত্রকে বলিলেন, বৎস! অত্যন্ত ক্রোধ করা কর্তব্য নহে; ক্রোধ পরিত্যাগ কর। রাক্ষস-গণের অপরাধ নাই; তোমার পিতার অতৃপ্তেই তাহা ছিল। ক্রোধ, মৃদুগণেরই হইয়া থাকে, জ্ঞানী-দিগের হয় না। তাত! কে কাহাকে মারিতে পারে? মৃত্যু তা আপনায় রূত কর্মেরই ফল ভোগ করিয়া থাকে। বৎস! ক্রোধ—মৃত্যুগণের অতি কেশসঞ্চিত যশ ও তপস্তা ফল বিলুপ্ত করে। নিরপরাধ অক্ষম-রাক্ষসদিগকে আর দণ্ড করিয়া কাজ নাই। তোমার এই রাক্ষসযজ্ঞের বিরাম হউক, কেন না, ক্রমাই সামু-গণের সার বস্তু। বসিষ্ঠ-বাক্যের অলঙ্কারীয়াতাপ্রযুক্ত মূনিপুত্র শক্তিনন্দন, তাঁহার আদেশমাত্রেই তৎক্ষণাৎ রাক্ষসযজ্ঞ শেষ করিলেন। তাহাতে মুনিসত্তম ভগবান বসিষ্ঠ, বড়ই প্রীত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মপুত্র মুনিসর পুলস্ত্য, সেই যজ্ঞস্থলে সমাগত হইয়া বসিষ্ঠপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ ও আসনে উপবেশনপূর্বক প্রণত হইয়া অবস্থিত পরাশরকে বলিলেন, বৎস! অত্যন্ত বৈরহলেও তুমি যে গুরুবাক্যে ক্রমা অবলম্বন করিয়াছ, এই ফলে তোমার সমস্ত শ্রমের অভিজ্ঞতা জন্মিবে। তুমি যে ব্রহ্ম হইয়াও আমার সন্ততিবিচ্ছেদ করিলে না—এজন্ত হে মহাভাগ! তোমাকে অস্ত্র এক প্রধান বর প্রদান করিতেছি। বৎস! তুমি পুরাণ-সংহিতা কর্তা হইবে। তুমি দেবতাদিগের গঢ় তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিবে। বৎস! আমার প্রসাদে তোমার কর্মের প্রযুক্তি ও নিবৃত্তি উত্তর মার্গেই অসন্দিক্ষ নির্বুল জ্ঞান হইবে। অনন্তর বলভাবর ভগবান বসিষ্ঠ বলিলেন, পুলস্ত্য বাহা বলিলেন, এতৎসমস্তই সকল হইবে। অনন্তর, পুলস্ত্য এবং জ্ঞানী বসিষ্ঠের প্রসাদে পরাশর ছয় অংশে বিভক্ত সর্বার্থসাধক নিখিলজ্ঞানের আধারভূত বিষ্ণুপূরণ রচনা করেন। এই বিষ্ণুপূরণ বহুসংখ্যে প্রোক্তাঙ্কক। নিখিল-বোধার্থ-পূর্ণ পুরাণের মধ্যে চতুর্থ এবং সংহিতা সকলের

মধ্যে স্থানোত্তম। হে মূনিপুত্রবংশ! এই আশ্রমি তোমাদিগের নিকটে সংক্ষেপে বসিষ্ঠ সন্ততিগণের উৎপত্তি এবং শক্তিনন্দন পরাশরের প্রভাববিবরণ কীর্তন করিলাম। ১০৮—১২৬।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন, হে বংশজ্ঞপ্রধান রোমহর্ষণ! তোমাকে আমাদের নিকটে সংক্ষেপে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ কীর্তন করিতে হইবে। স্তব বলিলেন, হে দ্বিজগণ! অদ্বিত কণ্ঠ্যসংসর্গে পুত্র আদিত্যকে প্রসব করেন। সেই আদিত্যের তিন ভাষ্য্য ছিল। রাজসী ছিলেন সংজ্ঞা; প্রভা ও ছায়া আর দুইটা ভাষ্য্য। ইহাদিগের পুত্রগণের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, বৃষ্টভঙ্গ্য রাজসীসংজ্ঞা, সূর্য্যসংসর্গে অতুংকষ্ট বৈবশ্বত মনু, যম, যমুনা এবং রেবতকে উৎপাদন করেন। প্রভা, আদিত্য-সহবাসে প্রভাতের জননী হইলেন। ছায়া সংজ্ঞাকল্পিত নিজছায়া মূর্তি। হে দ্বিজগণ! ছায়া আদিত্যসংসর্গে সাবর্ণিমহু, শনি, তপতী এবং বিষ্টিকে যথাক্রমে উৎপাদন করেন। ছায়া নিজভ্রমর সাবর্ণিমহু প্রভি অধিক ঘেহ প্রকাশ করিতেন। বৈবশ্বত মনু, ইহা সছ করিতেন। কিন্তু যম একদা ক্রোধে ঈর্ষীর হইয়া ছায়াকে দক্ষিণ পদাঘাত করেন। ছায়া যমকর্তৃক তাড়িতা হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। তাঁহার শাপে যমের সেই উৎকৃষ্ট চরণ ধানি, কেদারভূক্ত, পুষ্কোণিতপূর্ণ এবং ক্রিমিসমূহে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন যম গোচর্য্য তীর্থে গমনপূর্বক কলাহারী, জলাহারী এবং বায়ুভোজী হইয়া অযুত অযুত বৎসর মহালগ্নেবের আরাধনা করিলেন। যম, শিবের প্রসাদে উৎকৃষ্ট লোকপালত্ব ও পিতৃগণের আধিপত্য লাভ করেন; এবং সেই দেবদেব শূলপাণির প্রভাবে শাপমুক্ত হন। পূর্বকালে, অনিন্দিতা বৃষ্ট-ভঙ্গ্য সংজ্ঞা, সূর্য্যভোজ সহ করিতে না পারিয়া ছায়া নামে আপনার ছায়ামূর্তি নির্মাণ করেন। তাহাকেই সূর্য্যভোজের রাধিয়া সেই সূর্য্যভোজ, আপনি বড়বাক্ষধারণ পূর্বক তপস্তা করিতে লাগিলেন। (ছায়া এইরূপে সূর্য্যপত্নী হন)। ছায়াপতি প্রকৃত সূর্য্য, কালক্রমে বহুবয়ে ছায়াকে ছায়া বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বিশেষ অনুসন্ধানপূর্বক বড়বা-
ক্সিণী সংজ্ঞাকে অবরূপে উপাস্ত হন। তখন বড়বাক্ষধারণ বৃষ্ট-ভঙ্গ্য সংজ্ঞা, সূর্য্যসংসর্গে দেবদেবের

বৈষ্ণ-প্রধান অধিনীকুমারদ্বয়কে উৎপাদন করেন। পরে সংজ্ঞা-পিতা মহাত্মা হস্তী স্বর্ধ্যকে চাঁচিয়া তাঁহার কিকিং তেজ ছাস করিয়াছেন। ভগবান হস্তী, প্রধান দিবা অস্ত্র ভাষণ বিকুচক্র, স্বর্ধ্যমণ্ডল হইতে অর্থাৎ কোলনিচ্যুত স্বর্ধ্যতেজহারা নিষ্কাশ করেন। ভগবান কক্ষ, সুদর্শন নামে খ্যাত কালামি-সন্নিভ সেই শুভ চক্রে রুদ্রপ্রসাদে লাভ করেন। বৈবস্বত মমুর আত্মসদৃশ নয়টী পুত্র উৎপন্ন হন। ইক্ষাকু, নভগ, ধৃষ্ণু, শর্বাতি, নরিয়্যাত্ত, সুবুদ্ধিমান নাভাগ, দিষ্ট, করুষ এবং পুষ্প এই নয় জন মহাপুত্র। ইলা, মমুর প্রধানা জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইলা পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। হে মুনিবরগণ! মিত্রাবরুণের প্রসাদে পুরুষত্ব-প্রাপ্তির পর ইলার নাম হয় সুহ্মায়। ১—২০। সেই মহাপুত্র ক্রীমান সুহ্মায়, এক শরবণে গিয়া শিববাক্যপ্রভাবে পুনরায় জ্ঞাত লাভ করেন। তাঁহার এই জ্ঞাত প্রাপ্তিই চন্দ্রবংশ-বিস্তারের কারণ। ইক্ষাকুর অর্থমেধপ্রভাবে, ইলা কিস্পুরুষ হন। অর্থাৎ ইলা একমাস স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ থাকিবেন, এই নিয়ম হওয়াতে তাঁহার নিশ্চিত পুরুষত্ব লাভ হয়। ইলা একমাস অন্তর যখন পুরুষ হইতেন, তখন তাঁহার নাম হইত সুহ্মায়। তিনি এক মাস বীরপুরুষ হইতেন, আবার এক মাস স্ত্রীলোক হইতেন। ইলা একদা সোমপুত্র বৃষের গৃহে গমন করেন। বৃষ, অবকাশ পাইয়া তাঁহাকে মৈথুনে রত করেন। তৎপরে সেই চন্দ্র-নন্দন বৃষের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরুষবার জন্ম হয়। তিনি চন্দ্রবংশীয় ক্রতিষ্ঠানের পূর্বপুরুষ, বুদ্ধিমান, প্রতাপশালী এবং শিবভক্ত। হে তপোধনগণ! ইক্ষাকুর বংশ বর্ণনা পরে করিব। হে বিজসন্তমগণ! সেই সুহ্মায়ের উৎকল 'গয়' এবং বিনতায় নামে তিন পুত্র হন। উৎকল উৎকলের, পশ্চিম রাজ্য বিনতাথের এবং পরম শোভনা গয়াপুরী গয়ের অধিকারভুক্ত। সেই গয়াতে দেবগণের সম্পূর্ণ অধিষ্ঠান এবং পিতৃগণের সতত অবস্থান। জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষাকুর জ্যেষ্ঠভাগোচিত মধ্যদেশ প্রাপ্ত হন। স্ত্রীভাব-প্রযুক্ত সুহ্মায় প্রধান ভাগ প্রাপ্ত হন নাই। বসিষ্ঠের বাক্যানুসারে প্রতিষ্ঠান নগরে মহাজ্যতি মহাত্মা ধর্মরাজ সুহ্মায়ের অধিকার হইল। ত্রীপুরুষলক্ষ্যবিশিত মহাভাগ অব্যবশ্য। মহাপুত্র সুহ্মায়, সেই রাজ্য পাইয়া তাহা পুরুষরাজ্যে প্রদান করেন। ইক্ষাকু হইতে বিকুন্ধির উৎপত্তি। ইক্ষাকুর এক শত পুত্রের মধ্যে ধর্মবিন্দন বীর বিকুন্ধিই জ্যেষ্ঠ। বিকুন্ধির পঞ্চদশ পুত্র; উৎকলে জ্যেষ্ঠ ককুৎস্থ। ককুৎস্থের পুত্র

সুযোধন। ২১—৩২। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সুযোধনের পুত্র পৃথু; পৃথুর পুত্র রাজা বিধক। বিধকের পুত্র বুদ্ধিমান আর্দ্রক। যুবনাথ আর্দ্রকের পুত্র। মহাতেজা শ্রাবস্তি যুবনাথের পুত্র। হে বিজবরগণ! শ্রাবস্তিই গোড়দেশে শ্রাবস্তী নগরী নিষ্কাশ করেন। শ্রাবস্তির পুত্র বংশক। বংশক হইতে বৃহদথের উৎপত্তি। কুবলাথ বৃহদথের পুত্র। মহাবল ধৃকু অম্বরকে বিনাশ করাতে কুবলাথের ধৃকুমার সংজ্ঞা হয়। ধৃকুমারের—দৃঢ়াথ, চণ্ডাথ এবং কপিলাথ, এই তিন পুত্র দ্রৈলোক্য-বিখ্যাত। ২৩—৩৬। দৃঢ়াথের পুত্র প্রোমাদ। হর্ঘ্যথ প্রোমাদের পুত্র। হর্ঘ্যথের পুত্র নিকুন্ত। সংহতাথ নিকুন্তের পুত্র। সংহতাথের দুই পুত্র কুশাথ এবং রণাথ। রণাথের পুত্র যুবনাথ। মাক্ষাতা যুবনাথের পুত্র। পুরুকুৎস, বীর্ঘাবান অম্বরীষ এবং পুণ্যাত্মা মচুকুন্ড এই তিন পুত্রই ত্রিভুবন বিখ্যাত শেষ যুবনাথ অম্বরীষের পুত্র, যুবনাথের পুত্র হক্কিত। এই হরিতকবংশীয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়া হারিতনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহারা অগ্নিরোবংশের পক্ষাশ্রিত এবং ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। মহাযশা। তদনন্তর, পুরুকুৎসের ঔরসে নন্দদার গর্ভে উৎপন্ন। তদনন্তর পুত্র সন্ততি। সন্ততির এক পুত্র বিষ্ণুবন্দ। এই বিষ্ণুবন্দ হইতে বিষ্ণুবন্দ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি। এই সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিরোবংশের পক্ষাশ্রিত এবং ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। সন্ততি অনরণ্য নামে আর পুত্র উৎপাদন করেন। হে বিজগণ! রাবণ ত্রিলোকবিজয়ের সময় এই অনরণ্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করেন। অনরণ্যের পুত্র বৃহদথ। হর্ঘ্যথ বৃহদথের পুত্র। হর্ঘ্যথের ঔরসে দৃষতীর গর্ভে বহুম্ননা রাজার উৎপত্তি। শিবচিন্তাপরায়ণ ত্রিধবা বহুম্ননার পুত্র। ৩৭—৪৫। সেই শিবভক্ত প্রতাপসম্পন্ন রাজা, ব্রহ্মনন্দন তণ্ডীর শিষ্য হইয়া তাঁহার আদেশে সহস্র অর্থমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল-প্রাপ্তিপুংসের গণাধিপত্য প্রাপ্ত হন। ধর্মাত্মা রাজা সুধমার তদৃশ ধন ছিল না। তিনি একদা কিরূপে অর্থমেধ যজ্ঞ করি? এই চিন্তায় আকুল আছেন, ইত্যবসরে; ব্রহ্মপুত্র তণ্ডীনাথক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। হে বিজসন্তমগণ! রাজা সেই তণ্ডীর নিকট হইতে ব্রহ্মকথিত শিবের সহস্র নাম প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ছিটোত্তম তণ্ডী, এই সহস্র নাম দ্বারা মহেৎসবের স্তব করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর, রাজা ত্রিধবা, তণ্ডীর নিকট সহস্র নাম লাভ করিয়া, তণ্ডীকথিত সেই সহস্র নাম জপকালে গাণপত্য প্রাপ্ত হন। ৪৬—৫০। অধিগণ বলিলেন, ব্রহ্মনন্দন

ভণ্ডী, নিধিল বোদার্থপূর্ণ যে শিবের সহস্র নাম কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, হে হুত্রত ! হুত ! এই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে সেই সহস্র নাম ভোমাকে বলিলে হইবে । হুত বলিলেন, হে হুত্রতপণ ! সৰ্বভূতের আত্মস্বরূপ অসিত্তেজা শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম শ্রবণ কর । হে মুনিশ্রেষ্ঠপণ ! ইহা পাঠ করিলে গাণপত্য লাভ হয় । শিবের সহস্র নাম স্তোত্র যথা হির, স্থাপ, প্রভু, ভাসু, প্রবর, বরদ, বর, সৰ্বাশ্বা, সৰ্ববিখ্যাত, সৰ্বকর, ভব, জটা, দণ্ডী, শিখণ্ডী, সৰ্বগ, সৰ্বভাষন, হরি, হিরণ্যাক্ষ, সৰ্বভূতহর, প্ররুতি, নিরুতি, শাভাশ্বা, শাখত, ক্রব, শাশানবাসী, ভগবান, খচর, গোচর, অর্দন, অভিষা, মহাকর্ষা, তপস্বী, ভূতধারণ, উদ্বাহন, প্রচ্ছন্ন, সৰ্বলোক, প্রজাগতি, মহারূপ, মহাকাশ, শবরূপ, মহাশা, মহাশ্বা, সৰ্বভূত, বিরূপ, বামন, নর, লোকপাল, অন্তহিতাশ্বা, প্রসাদ, ভয়দ, বিভু, পবিত্র, মহান, নিয়ত, নিয়তাশ্রয়, স্বয়ম্ভু, সৰ্বকর্ষা, আদি, আদিকর, নিধি, সহস্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোম, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, স্বর্ঘ্য, শনি, কেতু, গ্রহ, মঙ্গল, গ্রহপতি, বৃহস্পতি, মত (বৃষ), রাজা (শুক্র), রাজ্যোদয় (রাহ), কৰ্ত্তা, মৃগবাণীপর্ণ, বন, মহাতপা, দীর্ঘতপা, অদ্রুশ, ধনসাধক, সংবৎসর, রুত, মন্ত্র, প্রাণায়াম, পরম্পর, যোগী, যোগ, মহাবীজ, মহারৈতা, মহাবল, স্ববর্গরৈতা, সৰ্বজ্ঞ, হুবীজ, বৃষবাহন, দশ-বাহ, অনিমিষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিষ্ণুরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলবীর, বলাগ্রণী, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিক্কাশা, কামা, ময়বিৎ, পরম, মন্ত্র (শুশ্রু সংভাষণী), সৰ্বভাবের, হর, কুমণ্ডলধর, ধৰী, বাণহস্ত, কপালবান, শরী, শতদ্রী, খড়গী, পরিণী, আয়ুরী, মহান (মহত্ত্বস্বরূপ), অজ, মৃগরূপ, তেজঃ, তেজস্কর, বিধি, উকীষী, সুবক্ত, উদ্বাহ, বিনত, দীর্ঘ, হরিকেশ, হুতীর্থ, ক্রম, শূগল-রূপ, সৰ্বার্থ, মুণ্ড, সৰ্বভূতস্কর, সিংহ শাদিলরূপ, গজকায়ী, কপদী, উজ্জ্বলতা, উজ্জ্বলদী, উজ্জ্বলী, নভঃ, তল, ত্রিভুজী, চীরবাসা, রুদ্র, সেবা, পতি, বিভু, আহোরাত্র, নক্ত, ত্রিগমস্ত্র, স্বর্চ, গজহা, দৈতাহা, কাল, লোকধাতা, গুণাকর, সিংহশাদিলরূপাণামর্দ-চক্ষুরধর, কালযোগী, মহানাদ, সৰ্ববাস, চতুপথ, নিশাচর, প্রেতচারী, সৰ্বদশী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, সৰ্বসার, অমৃতধর, নৃত্যপ্রিয়, নিভানৃত্য, নর্ত্তন, সৰ্বসাবক, সর্কার্মুক, মহাবাহ, মহাধার, মহা-তপা, মহাশর, মহাপাশ, নিত্য, সিরিবর, অমৃত, সহস্র-ইন্দ্র, বিজয়, ব্যবসায়, অনিন্দিত, অমরধন, অমরধন্য, বজ্রহা, কাশ্যশন, দক্ষহা, পরিচারী, প্রহস, মধ্যম,

তেজঃ, অপহারী, বলবান, বিদিত, অভূদিত, বহু, গজীশ্বর, ধোষ, যোগাশ্বা, বজ্রহা, কামনা, অশন, গজীশ্বর, গজীশ্বর, গজীশ্বর-বলবাহন, ত্র্যগ্রোধরূপ, ত্র্যগ্রোধ, বিষ্ণুরূপ, বিষ্ণু, ত্র্যগ্রোধ, ত্র্যগ্রোধ, অশাশ্ব, হর্ঘ্য, সহায়, কর্ষ, কালবিৎ, বিষ্ণু, প্রসাদিত, বজ্র, সমুদ্র, বড়বামুখ, হতাশন সহায়, প্রশান্তাশ্বী, হতাশন, উগ্রতেজা, জয়, বিজয়, কালবিৎ, জ্যোতিষাময়ন, সিদ্ধি, সন্ধি, বিগ্রহ, খড়গী, শঙ্খী, জটা, জ্ঞানী, খচর, চ্যুর, বলী, বৈদ্য, পণবী, কাল, কালকর্ষ, কটকট, নক্ষত্রবিগ্রহ, ভাব, নিভাব, সৰ্বভো-মুখ, বিমোচন, শরণ, হিরণ্যকচোক্ত, মেখলা, আকটিকরূপ, জলাচার, স্তত, বীণী, পণবী, তালী, নালী, কলিকট, সৰ্বভূতানিনাদী, সৰ্বব্যাপী, অপরগ্রহ, ব্যালরূপী, বিলাবাসী, গুহাবাসী, তরঙ্গবিৎ, বৃক্ষ, ত্রীমালকর্ষা, সৰ্ববন্ধবিমোচন, বন্ধন, হুরেন্দ্রবৃদ্ধে-শঙ্করিনাশন, সখা, প্রহাস, দুর্কাপ, সৰ্বসাধুনিধেবিত, প্রক্ষল, আবির্ভাব, তুল্য, যজ্ঞবিভাগবিৎ, সৰ্ববাস, সৰ্বচারী, হুর্বাশা, বাণব, মত, হৈম, হৈমকর, বজ্র, সৰ্বধারী, ধরোত্তম, আকাশ, নির্ঝিরূপ, বিবাসা, উরগ, খগ, ভিক্র, ভিক্ররূপী, যৌদ্ধরূপ, সুরূপবান, বহুরৈতা, স্বর্চবী, বহুবৈগ, মহাবশ, মনবৈগ, নিশা, চার, সৰ্ব-লোকভূতপ্রদ, সৰ্ববাসী, ত্রয়ীবাসী, উপদেশকর, অধর, মুনি, আশ্বা, মুনি (বকবৃক্ষস্বরূপ), লোক, সভাগ্য, সহস্রভূক, পক্ষী, পক্ষরূপ, অতিদীপ্ত, নিশাকর, সমীর, দক্ষিণাকার, অর্থ, অর্থকর, বশ, বাহুদেব, দেব, বাহুদেব, বামন, সিদ্ধিযোগাপহারী, সিদ্ধ, সৰ্বার্থ-সাধক, অক্ষর, সুরূপ, বৃষণ, মূহ, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ, বষ্টিভাগ, পবাংপতি, চক্রহস্ত, বিষ্ণুভী, মূল-স্তম্ভন, ঋতু, ঋতুকর, তাল, মধু, মধুকর, বর, বান-স্পত্য, বাজসন, নিত্য, আশ্রমপূজিত, ব্রহ্মচারী লোকচারী, সৰ্বচারী, হুচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, নিশাচারী, অনেকদৃক, নিমিত্ত, নিমিত্ত, নন্দি, নন্দিকর, হর, নন্দীশ্বর, হৃদনন্দী, নন্দন, বিঘ্নদান, জগহারী, নিয়ন্তা, কাল, লোকপিতামহ, চতুর্ভূত, মহালিঙ্গ, চাক্লিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, কাশাধ্যক্ষ, যুগাবৎ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, অধ্যাক্ষা, অমৃতগত, বল, ইতিহাস, কল্প, দমন, জগদীশ্বর, নম্র, দম্বকর, দাতা, বংশ, বংশকর, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, মহাকর্ত্তা, অধ্যাক্ষ, অক্ষর, পরম, ব্রহ্ম, বলবান, (রূপবান), সুর, (সুরবর্ষ) নিত্য, অনীল, শুদ্ধাশ্বা, শুদ্ধ, মান, পতি, হবি, প্রাদাশ, বল (কৈলাসাদিশালপতি) দর্প, (অহরমোহক), কপণ, হব্য, ইন্দ্রজিৎ, কোকিল, হুত্রকার, বিধান, পরমর্দন, মহামেঘ, নিবাসী, মহা-

বোম, বশীকর, (সংস্কৃত) লম্বিজাল, মহাজাল, পরিব্রাজক, রবি, বিষ্ণু, শঙ্কর, নিত্য, বর্জ্য, ব্রহ্ম-
লেন্স, নীল, অক্ষয়, শোভন, নরবিগ্রহ, শক্তি, পশ্চিমবাহ, ভোগ্য, ভোগকর, লঘু, উৎসব, মহাজ, মহাপ্রভ, প্রতাপবান, কুরুবর্ণ, সুবর্ণ, ইন্দ্রিয়, সর্ববর্গিক, মহাপাদ, মহাহস্ত, মহাকায়, দ্বিহাশা, মহামুদ্রা, মহামাত্র, মহামিত্র, নগালয়, মহাস্কন্ধ, মহাকর্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহ্রু, মহানাস, মহাকণ্ঠ, মহাগ্রীব, ঋশীনবান, (কালীপতি) মহাবল, মহাতেজা, অন্তরাষ্ট্রা, মৃগালয়, লম্বিতেষ্ঠ, নিষ্ঠ, মহাশয়, পরোনিধি, মহানন্দ, মহানন্দ্র, মহাজিহ্বা, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, মহাজট, অমপত্র, প্রসাদ (অমরবাহী), প্রত্যয়, গীতসাধক, প্রবেশন, অমরেন, আদিক, মহামুনি, বৃষক, বৃষকেতু, অনল, বায়বাহন, মণ্ডলী, মেরুবাস, দেববাহন, অখরীশীর্ষ, সামঞ্জ, ঋকসংগ্রহীতক্ৰেণ, যজুঃপাদভুক্ত, গুহ, প্রকাশোজাঃ, অমোঘপ্রসাদ, অন্তর্ভাব, স্বর্শন, উপহার, প্রিয়, সর্ব, কনক, কাঞ্চনস্থিত, নাতি, নন্দিকর, (যজ্ঞকল) সম্বন্ধিকর্তা) হস্তা, পুরু, স্থপতি, স্থিত, সর্বশাস্ত্র, (সর্বশাস্ত্রপ্রবর্তক) ধন, আদ্য, যজ্ঞ, যজ্ঞা, সমাহিত, নগ, নীল, কবি, কাল, মকর, কালপুজিত, সগণ, গণাকর, ভূতভাবন, সারথি, ভয়শায়ী, ভয়গোপ্তা, ভয়ভূতভয়, গণ আগম, বিলোপ, মহাত্মা, সর্বপুজিত, শুক্ল, স্ত্রীরূপ-সম্পন্ন, শুচি, ভূতনিবেষিত, আশ্রমস্থ, বিশ্বকর্মা, পতি, বিরাট, বিশালশাখ, তাম্রোষ্ঠ; অন্ত্রজাল, সুনিশ্চিত, কপিল, কলশ, মূল আয়ুধ, রোমশ, গন্ধর্ব, স্তুতি, তাক্রী, অবিজ্ঞেয়, সুশারদ, পরম্বাযুধ, দেব, অর্থকারী, সুবান্ধ, তুষবীণ, মহাকোপ, উচ্চরৈতা, জলেশ্বর, উগ্রবংশকর, বংশ, বংশবাদী, অনিলিত, সর্বাঙ্গরূপী, মায়াবী, সুহৃদ, (সাদুগুণের আশ্রয়) অনিল বল, (বলরামস্বরূপ) বন্ধন, বন্ধনকর্তা, সুবন্ধন ক্রিমোজ, রাঙ্গসর, কামারি, মহানন্দ্র, মহায়ুধ, লম্বিত, লম্বিজিহ্বা, লম্বহস্ত, বরপ্রভ, বাহ, অনিলিত, সর্ব-
কর, অকোপন, অমরেশ, মহাধোর, বিধেব, হুরারিহ অহির্ষ, নির্ঝতি, চেকিতান, হলী, অজৈকপা-
কপালী, শঙ্কর, মহাগিনি, ধবস্ত্রি, বৃষকেতু, সূর্য্য, বৈভব, ধাতা, বিষ্ণু, শক্র, মিত্র, বৃষ্টা, ধন, ধ্রু, প্রোজন, পর্বত, বায়ু, অর্ঘ্যমা, সবিতা, রবি, ধৃতি, বিদিত, ব্রহ্মজ্ঞা, ভূতভাবন, নীর, জীর্ঘ, জীম, সর্বকর্তা, শুকোষধ, পদপত্র, চন্দ্রবক্ত, নভ, অনল, বলবান, উপশাস্ত্র, পুরাণ, পৃথকৃতম, কুরুকর্তা, কুরবাসী, তরু, আশ্বা, মহোষধ, সর্বশয়, সর্বচারী,

প্রাণেশ, প্রাণিনাংপতি, দেবদেব, সুখোংসিত, সং, অসং, সর্বরূপিণী, কৈলাসস্থ, শুভাবাসী, হিমবৃ-
গিরিসংগ্রহ, কুলহারী, কুলকর্তা, বহুবক্ত, বহুপ্রজ, পেশ, বন্ধকী (মায়) বৃক (মায়াজ্ঞানক) নকুল, অদ্রিক, হুগ্রীব, মহাজার, অলোল, মহোষধি, সিদ্ধান্তকারী, সিদ্ধার্থ, ছন্দঃ ব্যাকরণোক্ত, সিংহনাদ, সিংহনন্দ্র, সিংহান্ত, সিংহবাহন, প্রভাবাশ্বা, অগংকাল, কাল, কলী, তরু, তরু, সারঙ্গ, ভূতচক্রাক্ত, কেতুমালী, সুবেধক, ভূতালয়, ভূতপতি, অহোরাত্র (স্ব্যত্রাতা), অমল, মল, বহুভং সর্বভূতাত্মা, নিশ্চল, সুবিহু, বৃধ, সর্বভূতানামমুহুং, নিশ্চল (অমল), চলিৎ, বৃধ, অমোঘ, সংযম, হৃষ্ট, ভোজন, প্রাণধারণ, ধৃতিমান, মতিমান ত্র্যাক্ত, সূর্য্য, যুধাপতি, গোপাল, গোপতি, গ্রাম, গোচর্ম্বন, হর হিরণ্যবাহ, শুভবাস, প্রবেশন, যহমান, মহাকাম, চিত্তকাম, জিতেশ্বর, গাক্ষার, হুরাপ, তপকর্ম্মরত, হিত, মহাভূত, ভূতবৃত, অপরাঃ, গণসেবিত, মহাকেতু, ধরাধাতা, নৈকতানরত, শর, আবেদনীয়, আবেদ্য, সর্বগ, সুখাবহ, তারণ, চরণ, ধাতা, পরিধা (পৃথিবী) পরিপূজিত, সংযোগী, বন্ধন, বৃদ্ধ, গণিক, গণাধিপ, নিত্য, ধাতা, সহায়, দেবাহরপতি, পতিযুক্ত, যুক্তবাহ, সুদেব, সুপর্বণ, আঘাট, সুধার, স্বক্কদ, হরিত, হর, বপুঃ, আবর্তমান, অশ্র, বপুশ্রেষ্ঠ, মহাবপুঃ, শিরঃ, বিমর্ষণ, সর্বলক্ষ্যলক্ষণভূষিত, অক্ষয়, ব্রহ্মগীত, সর্বভোগী, বহাবল, সাদ্য, মহাস্য, তাঁর্ঘদেব, মহাশা, নিজ্জীব, জীবন, মজ, সুভগ, বহুকর্ষণ, বহুভূত, ব্রহ্মজ, মার্গবিনিপাতবিং, মূল, বিশাল, অমৃত, ব্যক্তব্যক্ত, তপোনিধি, আরোহণ, অধিরোহ, শীলধারী, মহাতপাঃ, মহাকণ্ঠ, মহাবোগী, যুগ, যুগকর, হরি, যুগরূপ, মহারূপ, বহন, গহন, নগ, জায়, নির্বাণ, অপাদ, পণ্ডিত, অচলোপম, বহমাল, মহামাল, শিপিষিষ্ট, হুলোল, বিস্তার, লবণ, কূপ, কুহুমার্দি, ফলোদয়, ঋষভ, বৃষভ, ভঙ্গ, মণিবিশ্বজ্যোতিষ, ইন্দ্র, বিদগ, সুমুখ, শূর, সর্বায়ুধ, সহ, নিবেদন, সুখাত, স্বর্গধার, মহাধর, শিরাস, বিদগ, সর্বলক্ষণলক্ষণবিং, গন্ধমালী, ভগবান, অনন্ত, সর্বলক্ষণ, সন্তান, বহল, বাহ, সকল, সর্ববপন, কদ্বাহী, কপালী, উচ্চমংহনন, সুবা, ব্রহ্মজ্ঞহৃদিত্যাত, লোক (স্বর্ঘ্যাক্ষরূপ), সর্বপ্রভ, মুহু, মুক্ত, বিক্রপ; বিকৃত, দত্তী, কুণ্ড, বিকূর্ণ (কদ্বাহী), বার্য্যক, ককুত, বস্ত্রী, কীটভেল, সহপ্রপাঃ, সহপ্রমুখ, দেবেশ, সর্ববৈষম্য, শুক্ল, মহপ্রবাহ, সর্বাক, শরণ্য, সর্বলোককৃত, পবিত্র, ত্রিমুখ, মজ, কনিষ্ঠ, কুরুশিখল,

ব্রহ্মলুপ্তবিনির্দ্ভাতা, শতদ্রু, শতপাশব্রহ্ম, কলা, কাষ্ঠা, লব, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, অহন, ক্ষণ, বিধিকল্পপ্রদ, বীজ, লিঙ্গ, আত্ম, নির্বুধ, সদসং, ব্যক্ত, অব্যক্ত, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গধার, মোক্ষধার, প্রজাধার, ত্রিবিষ্টপ, নির্দীপ, হৃদয় (মনোগ্রাহ), ব্রহ্মলোক, পরাগতি, দেবাসুরবিনির্দ্ভাতা, দেবাসুরপরায়ণ, দেবাসুরগুণ, দেব দেবাসুরনমস্কৃত, দেবাসুরমহামানি, দেবাসুরগণাশ্রয়, দেবাসুরগণাধাক, দেবাসুরগণাগ্রণী, দেবাধিদেব, দেবমি, দেবাসুরবরপ্রদ, দেবাসুরবর, বিষ্ণু, দেবাসুরমহেশ্বর, সর্কদেবময়, অচিন্ত্য, দেবাস্ত্রা, স্বর্গভব, উদ্ভাত, বিক্রম, বৈদ্য, বরদ, বরজ, অমর, ইজা, হস্তী, ব্যাস, দেবসিংহ মহর্ষত, বিবুধা, সুর, শ্রেষ্ঠ, স্বর্গদেব, উত্তম, সংযুক্ত, শোভন, বস্ত্রা, আশানাংপ্রভব, অব্যয়, গুরু, কান্ত, নিজ, সর্গ, পমিত্র, সর্কবাহন, শূদ্রী, শৃঙ্গপ্রিয়, বজ্র, রাজরাজ, নিরাময়, অভিরাম, হৃশরণ, নিরাম, সর্কসাধন ললাটাক, বিশ্বদেহ, হরিণ, ব্রহ্মবর্চস, স্বাবরাণ্যপতি, নিয়ন্তেন্দ্রিয়, বর্তন, সিদ্ধার্থ, সর্কভূতার্থ, অচিন্ত্য, সত্য, শুচিত্রত, ব্রতধিপ, পরব্রহ্ম, মৃত্তানাংপরমাগতি, বিমুক্ত, মুক্তকেশ, শ্রীমান, শ্রীবদন, এবং জগৎ। আমি ব্রহ্মার নিকট অনুমতি পাইয়া প্রধান নাম শিব নামের সহিত এই সহস্র নাম স্তোত্র দ্বারা যজ্ঞের ভক্তবৎসল ভগবান প্রভু শিবকে ভক্তিসঙ্গকারে স্তব করিলাম। মহাযশা ব্রহ্মলোকাবিখ্যাত রাজা ত্রিধবা, প্রভু তত্ত্বের প্রদানে তাঁহার নিকট হইতে শিবস্তব লাভ ও শিবের স্তব করিয়া সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভপূর্বক গণাধিপত্য প্রাপ্ত হন। ৫১—১৭১। হে বিজয়গণ! যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, শ্রবণ করে কিংবা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়, সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাভী, হুরাপায়ী, স্বর্গচোর, বিমাতৃগামী, শরণাগতভাভী, মিত্রভাভী, বিশ্বাসভাতক, মাতৃভাভী, পিতৃভাভী, যজ্ঞ-লীক্ষিতভাতক এবং ভ্রূণহত্যাকারী ব্যক্তিও ত্রিসন্ধ্যা শিবালয়ে এই সহস্র নাম জপ ও ত্রিসন্ধ্যা শিবপূজা করিলে; সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ১৭২—১৭৫।

পঞ্চবষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

স্তুত বলিলেন, ত্রিধবা তত্ত্বের প্রদানে শিবের অশ্বমেধ-লাভপূর্বক বিশেষ যত্নসাধা, সহস্র অশ্বমেধকল লাভ করিয়া সমাধন গাণপত্য প্রাপ্ত ও সর্কদেব-নমস্কৃত হইলেন। ব্রহ্মারাজ্য। ত্রিধবার পুত্র।

জ্যোত্বের সত্যব্রত নামে মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। সত্যব্রত পাবিগ্রহণমন্ত্র সমাপ্ত হইতে না হইতে অমিতোজা নামক বিদর্ভাধিপতিক বধ করিয়া, পরিশ্র-মানা তদীয় ভাৰ্য্যাকে হরণ করেন। রাজা ত্র্যম্বাক, সেই অশ্বমেধপুত্রকে পরিত্যাগ করেন। হে বিজয়গণ! সত্যব্রত পিতৃভক্ত হইয়া, পিতাকে বলিলেন; আমি যাই কোথায়? পিতা তাঁহাকে চাণ্ডালজাতির সহিত থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে বলিলেন। বীমান বীর সত্যব্রত, পিতৃব্যকো চাণ্ডাল-পত্নীর নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পিতা ত্র্যম্বাক বন গমন করিলেন। বীর্ষবান পুণ্যাস্ত্রা রাজা সত্যব্রত বসিষ্ঠকেপে ত্রিসন্ধুনামে বিখ্যাত হন। মহা-তেজা বিশ্বামিত্র মুনি, ত্রিমাছুকে বরপ্রদানপূর্বক পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞ করান। বিজ্ঞ বিশ্বামিত্র, দেবগণ ও বসিষ্ঠের সমক্ষেই তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গারূঢ় করেন। কেকয়বংশসম্ভূতা সত্যব্রতা নামী তদীয় মহিষীর গর্ভে, নিম্পাপ হরিশ্চন্দ্রের উৎপত্তি। বীর্ষবান রোহিত, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র। রোহিতের পুত্র হরিত। ধৃজ্জ হরিতের পুত্র। ধৃজ্জ দুই পুত্র বিজয় এবং স্তুতেজঃ সর্কদেশস্থিত কল্লিঙ্গদেশের জেতা বলিয়া, তাঁহার নাম হয় বিজয়। পরম ধার্মিক রাজা রুচক বিজয়ের পুত্র। রুচকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহ। পরম ধার্মিক রাজা সগর, বাহুর পুত্র। সগরের চাই ভাৰ্য্যা প্রভা এবং ভানুমতী। তাঁহার পুত্রভিলাবে অযিতুল্য ঔর্ধ্ব-কথিক আরাধনা করেন। ঔর্ধ্ব সমুদ্র হইয়া তাঁহা-দিগকে যথাভিলষিত উৎকৃষ্ট বর প্রদান করেন। ঐ দুই মহিষীর মধ্যে একজন ঘটি হাজার পুত্র এবং এক জন বংশধর এক পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভা বহুপুত্র এবং ভানুমতী একপুত্র প্রার্থনা করেন। ভানুমতীর পুত্র হইলে তাঁহার নাম হইল অসমজ্ঞা। অনন্তর প্রভা ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করিলেন। এই প্রভাপুত্রগণ, পৃথিবী ধনন করিতে করিতে কপিলকুপী নারায়ণের হস্তারোহণ বন্ধ হন। ১—১৮। অসমজ্ঞার পুত্র বিখ্যাত অশ্বমেন। অশ্বমেনের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই ভগীরথই ভগ্নতা করিয়া গঙ্গা আনয়ন করেন। এই জন্ম গঙ্গার নাম ভগীরথী। ভগীরথের পুত্র ঋত। শিবভক্ত প্রভাপবান নাভাগ, ঋতের পুত্র। নাভাগের পুত্র অশ্বরীষ, অশ্বরীষের পুত্র সিদ্ধধীপ। পৃথিবী নাভাগ এবং অশ্বরীষের *

* নাভাগপুত্র এবং অশ্বরীষপুত্র সিদ্ধধীপের এইরূপ অর্থও একটু কষ্ট স্বীকার করিলে করা যায়।

ভূজবলপালিতা হইয়া সম্পূর্ণরূপে ত্রিতাপবিস্কৃত হইয়াছিলেন। সিদ্ধবীপের পুত্র বীর্ঘবান্ অমৃতায়। মহাবিশ্বাধীমান্ ঋতুপর্ণ, অমৃতায়র পুত্র। এই বলবান্ রাজা ঋতুপর্ণ, নলের সখা এবং দিব্য অক্ষত্রীড়ায় অভিভক্ত ছিলেন। পুরাণে দুইজন নল প্রসিদ্ধ। দুইজনেই দৃঢ়ব্রত, এক নল বীরসেনের পুত্র। এক নল ইক্ষাকুবংশীয়। নরপতি সার্কভোম ঋতুপর্ণের পুত্র। ইন্দ্রতুলা রাজা হৃদাস সার্কভোমের পুত্র। সৌদাস নামে রাজা হৃদাসের পুত্র। এই সৌদাস কণ্ঠাবপাদ এবং মিত্রসহ নামে বিখ্যাত। মহাতেজা বসিষ্ঠ, কণ্ঠাবপাদের ক্ষেত্রে ইক্ষাকুবংশবর্জন অশ্বককে উৎপাদন করেন। উত্তরায় গর্ভে অশ্বকের মূলক নামে পুত্র হয়। সেই রাজা পরশুরামভয়ে স্নীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হন। বনমধ্যে গিয়া রক্ষা পাইবার আশ্রয় সূতরাং রমণীগণ, তাঁহার উৎকৃষ্ট কবচরূপ হইয়াছিল। এই পর্ষাদে তাঁহার নামও হয়, নারীকবচ। ১৯—২০। ধর্ম্মাস্ত্রা রাজা শতরথ, মূলকের পুত্র। বলবান্ রাজা ইলবিল শতধ হইতে উৎপন্ন। প্রতাপবান্ ত্রীমান বৃদ্ধশাখা ইলবিলেরই পুত্র। তৎপুত্র বিশ্বসহ। বিশ্বসহের ঔরসে পিতৃকন্ডা দিলীপকে উৎপাদন করেন। এই দিলীপ খটোঙ্গ নামে বিখ্যাত। খটোঙ্গ স্বর্গ হইতে ভূতলে আসিবার পর এক মুহূর্ত্ত জীবন আছে জানিয়া সত্য ও জ্ঞানপ্রভাবে লোকত্রয় এবং অগ্নিত্রয় জয় করেন। খটোঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহ। দীর্ঘবাহ হইতে রঘুর উৎপত্তি। রঘুর পুত্র অজ্ঞ ত্রীমান বীর্ঘবান্ রাজা দশরথ অজ্ঞের পুত্র। দশরথের ঔরসে ধর্ম্মজ্ঞ লোকবিখ্যাত ইক্ষাকু বংশবর্জন বীর রাম, ভরত, লক্ষ্মণ এবং মহাবল শত্রুঘ্ন উৎপন্ন হন। মহাতেজা মহাবীর রাম, তন্মধ্যে সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাম যুদ্ধে রাবণকে বধ এবং বহুতর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া দশসহস্র বৎসর রাজা করেন। রামের এক পুত্র কুশনামে বিখ্যাত। হুমহাভাগ, ধীমান্, মহাবীর লব, তাঁহার আর এক পুত্র। কুশ হইতে অতি উৎপত্তি। অতিথির পুত্র নিষধ। নল নিষধের ঔরসে উৎপন্ন। নলের পুত্র নভা। নভার পুত্র পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীকের পুত্র কেমথবা। প্রতাপবান্ বীর শেবানীক তাঁহার পুত্র। শেবানীকের পুত্র অধীনয়। তাঁহার পুত্র সহস্রাধ। সহস্রাধের পুত্র শুভ এবং চন্দ্রালোক। চন্দ্রালোকের পুত্র তারা। চন্দ্রালোকের পুত্র চন্দ্রসিঁড়ের পুত্র। চন্দ্রসিঁড়ের পুত্র অরুণ। অরুণের পুত্র তাদ্রুচন্দ্রের পুত্র। তাদ্রুচন্দ্রের

আর পুত্র বৃহৎল। এই মহাতেজা বৃহৎল ভারতযুদ্ধে হুভদ্রানন্দন অভিমতাকর্তৃক নিহত হন। ইক্ষাকু-বংশীয়গণ প্রায় সকলেই রাজা। তন্মধ্যে ইহার বংশ প্রধান। প্রাগ্জ্যোতিষ্য ইহাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইল। ৩০—৪৩। ইহার সকলেই পাণ্ডপত জ্ঞান লাভপূর্ব্বক মহেশ্বরের আর্চনা, যথাযজ্ঞান যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কোন কোন মহাত্মা আশ্রমযোগী হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। নৃগ, ব্রহ্মশাপে ককলাসযোনি লাভ করেন। ধৃষ্টকেতু, বীর্ঘবান্ যমবাল এবং যুগধৃষ্ট, ধৃষ্টের পরম ধার্ম্মিক এই তিন পুত্র। ধর্মাতির পুত্রের নাম আনর্ভ, কন্ডার নাম হুকা। প্রতাপশালী রোচমান আনর্ভের পুত্র। রোচমানের পুত্র রেব, রেবের পুত্র বৈরত। রেবের অপর পুত্রের নাম কক্লী। এই কক্লী একশত রেব পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। * কক্লীকন্ডা রেবতী বলরামের পত্নী বলিয়া বিখ্যাত। মহাবল জিতাস্ত্রা নরিয়ন্তের পুত্র। ময়ুর অপর পুত্র নাভাগের ঔরসে প্রতাপবান্ বিধুভক্ত অশ্বরীয় জন্মগ্রহণ করেন। সর্ক-ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ ত্রীমান ঋত অশ্বরীয়ের পুত্র। ঋতের পুত্র কৃত, সুধর্ম্মা এবং পৃথিত। কক্লীর পুত্রগণ কারুণ্যনামে প্রসিদ্ধ। কারুণ্যগণ সকলেই প্রখ্যাতকীর্ত্তি। মনুপুত্র পৃথিত, (পৃথ) গুরু চবান ঋ বর গে-হত্যা করাতে পাতকী হইয়া, তাঁহার শাপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন, ইহা ঋত আছি। দিষ্টের পুত্র নাভাগ। নাভাগের পুত্র ভলন্দন। পরাক্রমসম্পন্ন রাজা অজবাহন ভলন্দনের পুত্র। এই সমস্ত ইক্ষাকুর পুত্র পৌত্রাদির এবং অজ্ঞা মহাবাহু মনু-পুত্রগণের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলাম। এক্ষণে পুরুষবার বংশ বর্ণনা করিতেছি। হৃত বলিলেন, হে ঋজগণ! রুদ্রভক্ত প্রতাপশালী ইলাপুত্র ত্রীমান পুরুষবা প্রতিষ্ঠান পুরীর অধিপতি এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যমুনার উত্তরতীর মনিসেবিত পুণ্ড্রতম প্রয়াগক্ষেত্রে নিষ্কটকে রাজ্য করেন। ৪৪—৫৬। তাঁহার সাতপুত্র। সকলেই গন্ধর্ব্ব-লোক-বিখ্যাত মহাবল মহাতেজা শিবভক্ত এবং বিখ্যাত-কীর্ত্তি। আয়, মায়, অমায়, বীর্ঘবান্ বিবায়, ঋতায়, শতায় এবং দিব্য পুরুষবার এই সপ্তপুত্র উর্কশীগর্ভোৎপন্ন। আয়র পাঁচ পুত্র। সকলেই মহাতেজা ও বীর। এই রাজগণ স্বর্ভাযুজনার প্রভার গর্ভে উৎপন্ন। ধর্ম্মজ্ঞ লোকবিখ্যাত নব্বই তাঁহাদিগের

* অপর—অভিন্ন অর্থাৎ বেচেন পুত্র রেবত এবং কক্লী এক ব্যক্তি। ইহা অব্যক্ত।

শ্রোষ্ঠ। নম্রবেশ ইন্দ্রভূজা ভেজসী মহাবল ছয় পুত্র
পিতৃকৃত্তা বিরজার পর্বে উৎপন্ন হন। যতি, যযাতি,
সংযাতি, আযাতি, অন্ধক এবং বিযাতি এই ছয় পুত্র;
সকলেই বিশ্বাতকীর্তি। তন্মধ্যে যতিই শ্রোষ্ঠ, যযাতি
যত্তির কনিষ্ঠ। সর্ক শ্রোষ্ঠ প্রভু যতি মোক্ষার্থী হইয়া
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট পাঁচজনের মধ্যে মহা-
বলপন্নাক্রান্ত যযাতিই শ্রোষ্ঠ। তিনি শুক্রকৃত্তা দেব-
যানিকে এবং অম্বররাজ রথপক্ষীর চুহিতা শর্মিষ্ঠাকে
ভাৰ্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। দেবযানী যত্ন ও তুর্লভ্যকে
প্রসব করেন। তাঁহার। দুই সহোদরে শুভকর্মা
বিদ্যাশিখারদ এবং প্রশংসাভাজন হন। রথপক্ষীতনয়া
শর্মিষ্ঠা, ক্রম্বা, অম্ব এবং পুরুকে প্রসব করেন।
প্রত্যপনান্ন বিশেষতঃ শুক্র, যযাতিকর্তৃক তেজিত হইয়া
প্ৰীতিসহকারে অত্যন্ত বেগসম্পন্ন অশ্বযুক্ত পরম ভাস্বর
কাঞ্চনময় হৃদয় দ্বিয রথ এবং অক্ষয় তুল তাঁহাকে
প্রদান করেন। যযাতি তাহাতে আরোহণ করিয়াই
শুক্রকৃত্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শিবভক্ত, পুণ্যাত্মা,
ধর্ম্মনিষ্ঠ, সমদর্শী, যুদ্ধে দেবদানবমামুষ্যগণের দুর্দর্শ,
যজ্ঞশীল, জিতক্রোধ, সর্কভূতে দয়াসম্পন্ন যযাতি
সেই প্রদান রথে আরোহণ করিয়া ছয় মাসের
মধ্যে সমস্ত পৃথিবী জয় করেন। সেই উত্তম রথ
রাজশ্রেষ্ঠ কুরুপৌত্র জনমেজয় পর্য্যন্ত সকল কোরব-
দিগেরই ভোগ্য ছিল। (পরে পাণ্ডবেরা তাহা
পুনঃপ্রাপ্ত হন কিন্তু) পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের
অধিকারকালে ধীমান্ন গর্গের শাপে সেই রথ পুরু-
বংশীয় রাজগণের পক্ষে একেবারে বিনষ্ট হয়। *

* পূর্বশ্লোকে যে জনমেজয়ের নাম করা গেল।

তিনি কুরুর পৌত্র। পরের বর্ণনার জন্য বাইবে,
ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া এই রথ পুরুবংশীয় চেনিরাজ বহুকে
প্রদান করেন। হুতরাং তখনও পুরুবংশীয়দিগের
অধিকার এই রথে ছিল। বহুর উত্তরাধিকারী
জরাসন্ধকে জয় করিয়া—ভীমসেন এই রথ লাভ
করেন এবং ইহা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের
সময়ে বা তাঁহার পরে তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে উক্ত রথ
আবার বোধ হয় পাণ্ডবদিগের অধিকারে আইসে।
নতুবা পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের তাহা হইল কিরূপে ?
জনমেজয়ের সময়ে সে রথ একেবারে অদৃশ্য হয়।
পুরুবংশীয়দিগের আর তাহাতে কখন অধিকার হয়
নাই। কুরুপৌত্র জনমেজয়ের পিতাও পরীক্ষিৎ
যটে, কিন্তু সে জনমেজয়ের ব্রহ্মবধ-বৃত্তান্ত আর কোল
হাসে পাওয়া যায় নাই। তবে এই বিবরণই তাহার

রাজা জনমেজয়, গর্গের বাসকপুত্র অক্রমকে হত্যা
করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাতকগ্রস্ত হন। রাজর্ষি জনমেজয়
কৃষির-গন্ধযুক্ত হইয়া ইত্যন্ততঃ ধাবমান হইলেন।
পৌরজানপদগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি
কোন স্থানেই স্থলভা করিতে পারিলেন না।
অনন্তর তিনি দুঃখসন্তপ্ত হইয়া কোনখানেই কোন
উপায় প্রাপ্ত হইলেন না। তখন ব্যথিত হইয়া শরণ্য
শৌনক ঋষির শরণাপন্ন হইলেন। হে ঋজোত্তমগণ!
ইন্দ্রেতি নামে বিখ্যাত উদারবুদ্ধি মুনি, (শৌনকের
আদেশে) পাপক্ষয়ের জন্ত রাজা জনমেজয়কে অধর্ম্মে
বজ্র করান। ৫৭—৭৬। যজ্ঞে অবতৃণ্ণমানের পর
মহাযশা জনমেজয় রুধিরগন্ধযুক্ত এবং নিষ্পাপ হন।
ইতিমধ্যে সেই শুভরথ স্বর্গে চলিয়া যায়। এই রথ
পূর্বে একবার কুরুবংশ হইতে ভ্রষ্ট হয়। তখন ইন্দ্র
প্ৰীত হইয়া চেনিরাজ বহুকে ঐ রথ প্রদান করেন।
চেনিরাজ বহু হইতে বহুদ্রথ উহা প্রাপ্ত হন। তৎপরে
কুরুসম্পন্ন ভীম, বহুদ্রথ-পুত্র জরাসন্ধকে নিহত করিয়া
সেই উত্তম রথ প্ৰীতিসহকারে বাহুদ্রথকে প্রদান
করেন। হুত কহিলেন, হে ঋজবরণ! নম্রপুত্র
প্রভু যযাতি, কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকর্তৃক উপকৃত হওয়াতে
তাঁহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রাজা যযাতি
কনিষ্ঠপুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত
হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্গই তাঁহাকে এই
কথা কহিলেন, প্রভো। শুভ্রদৌহিত্য দেবযানির
পুত্র, শ্রোষ্ঠ যত্নকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ পুরু রাজ্য
পাইবেন কিরূপে? তাই আমরা আপনাকে নিবেদন
করিতেছি, মর্দ্ব পালন করন। ৭৭—৮০।

যট্ঠযটিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রকাশ; এরূপ বলিয়া লইলে শ্রীকৃষ্ণের পর পাণ্ডব-
দিগের সে রথে অধিকার হইয়াছিল ইহা না বলিলেই
চলে। কেননা “পুরুবংশীয় সেই পরীক্ষিৎ-পুত্র
জনমেজয়ের অধিকারকালে গর্গশাপে রথ বিনষ্ট হয়,
পরে তাহা চেনিরাজ বহু ইন্দ্রের প্রদানে লাভ করেন”
এইরূপ তাৎপৰ্য্য সঙ্গত হইতে পারে। পূর্বশ্লোকে
“কৌরব জনমেজয়” এই স্থানে “পৌরব জনমেজয়”
এইরূপ অনেকের সম্মত। এই পার্থের অর্থ “পুরুপুত্র
জনমেজয়” ভাষ্যভেদের মতে কুরুর পুত্র পরীক্ষিৎ,
পরীক্ষিৎ নহে এবং উক্ত পরীক্ষিৎ নিঃসন্তান। জন-
মেজয় কুরুর পৌত্র নহে। পুরুপুত্র জনমেজয় সর্ক-
বাদিসিদ্ধ। কিন্তু পুরাণের মতে এই পরীক্ষিৎও কুরুর
পুত্র; সেই পরীক্ষিৎের পুত্রের নাম জনমেজয় যটে।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

যথাতি বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণগণ ! আমি যে বস্ত্র বহুকে কোন মতেই রাজ্য প্রদান করিব না, সকলই আমার কথা তাহা শ্রবণ করুন। জ্যেষ্ঠপুত্র বহু, আমার আদেশ প্রতিপালন করে নাই। পিতার প্রতিকূলাচারী পুত্র সাধুসমাজে নিমিত। মাতা-পিতার আত্মাকারী পুত্রই সাধুগণের প্রশংসাপাত্র। যে মাতা-পিতার প্রতি পুত্রোপযুক্ত ব্যবহার কবে, সেই পুত্র। বহু, তুর্কহু, ক্রত্যা, অন্য সকলেই আমার অত্যন্ত অবমাননা করিয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু, আমার কথা রাখিয়াছে, আমাকে বিশেষ মাত্ত করিয়াছে। সে আমার জরা গ্রহণ করিয়াছে। দেববানীর জন্ত শুক্র আমাকে “জরাগ্রস্ত হও” বলিয়া শাপ দেন। পবে অনেক অনুলয়-বিনয়ে তিনি জরা যাহাতে অগরে সঞ্চারিত করিতে পারেন, এইরূপ করিয়া দেন। কাব্য উশান স্বয়ং শুক্র বর প্রদান করেন, যে পুত্র তোমার অচরিত করিবে, সেই রাজ্যাধিকারী হইবে। অতএব আপনারাও পুরুর রাজ্যাভিষেকে অনুমতি প্রদান করুন। প্রজাগণ বলিলেন, যে পুত্র শুণবান সতত পিতামহের হিত-কারী, সে কনিষ্ঠ হইলেও প্রভু এবং সকল মঙ্গলের আশীষ। আপনার আত্মাকারী পুত্র এই পুরুই শুক্রের বর-প্রভাবে রাজ্যাধিকারী। ইহার অত্যাচারণ করা কাহারও সাধ্য নহে। হত কহিলেন, জা-পদগণ তুষ্ট হইয়া এইরূপ কহিলে, নহবপুত্র যথাতি, স্বীয় রাজ্যে পুত্র পুরুকে অভিষিক্ত করিলেন। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে তুর্কহুকে নিযুক্ত করিলেন; এবং মহারাজ যথাতি জ্যেষ্ঠ পুত্র বহুকে দক্ষিণ দিকের শাসনে আদেশ করিয়া পশ্চিম ও উত্তর দিকের আধিপত্যে ক্রত্যা এবং অনুলকে নিযুক্ত করিলেন। এই প্রকারে যথাতি রাজা স্বীয় ভূজবীর্ঘ্যে উপাধিক্ত অবনীমণ্ডল পুরু, দেববানী পুত্রবর এবং শরীতার অপর উত্তর পুত্রকে এই তিন ভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন। নিজায়ত্ত রাজ্যলক্ষী পুত্রগণের প্রতি সংস্থাপন করিয়া যথাতি-ভিষয় আনন্দিত হইয়া অজ্ঞাত কার্যের ভার বহুবর্ণে নিঃক্ষেপ করত অসির্কচনীয়া শ্রীতিলাভ করিলেন। মহারাজ যথাতি এই অবকাশে কতগুলি পুরাতনী গাথা গান করিয়াছিলেন। মহুযাগ যে গাথা পাঠ করিলে কচ্ছপ সেরূপ কচরগণদি অত্র সকল সম্বরণ করে, সেই প্রকার কাম সকল প্রত্যাহরণ করিতে পারে; এবং তাহা দ্বারা মহুযাগের ঐহিক

হয়; অজ্ঞ কোটি কোটি কর্ম করিলেও ত্রীলাভ হয় না—কাম বিষয়োগভোগ দ্বারা প্রশান্ত হয় না। কিন্তু হবি দ্বারা অগ্নিবেদের দ্বায় কাম উপভোগ দ্বারা অধিক-রূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ত্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু এবং কামিনী প্রভৃতি যত পদার্থ আছে, সেই সকল বস্ত্র একজনেরও আশা পূর্ণ করিতে পারে না। সাধু ব্যক্তি এই বিবেচনায় শম অবলম্বন করিবেন। যখন সকল ভূতেই মন, বাক্য এবং কর্ম দ্বারা পাপভয় বর্জন করা যায়, তখন ব্রহ্মসম্পত্তি লাভ হয়। যখন পর হইতে ভীত না হওয়া যায় এবং পরের ভয়জনক না হওয়া যায়, যখন পরের দ্বৈধ কিংবা নিন্দা না করা যায়, তখন ব্রহ্মসম্পত্তি লাভ হয়। দুর্হৃতিগণ যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, জীব ব্যক্তিরও যাহা ক্রীণ হয় না, সেই প্রতিদিন-বর্দ্ধনশীল ভূতাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়াছে, সেই হুখী। মহুযাগ যখন জরায়ুক্ত হয়, তখন তাহার জরাবশতঃ কেশ শুক্ল, দন্ত ভয় এবং নয়ন ও শ্রবণ অন্ধ ও বধির হয়। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয়, তখনও তাহার ভূতায় কোন অংশে নানতা হয় না। কিন্তু মহুযাগের সেই জরার প্রতি স্বভাবই একমাত্র কারণ, অস্ত্র কেহই নয়। মহুযা জরাগ্রস্ত হইলেও তাহার জীবনাশা এবং ধনাশা জীব হয় না। কামক্রীড়া-জনিত কিংবা স্বর্গাদি-বাসজন্ত যে হুখ অভিশয় আদর-ণীয় হয়, সেই হুখ-আশা পরিত্যাগ-জনিত হুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও সমতুল নহে। রাজর্ষি এইরূপ সারগত বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভাষ্যায় সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মা রাজা তথায় অনশনাদি উপায় দ্বারা ভৃগুভৃগু-নামক স্থানে তপস্যা-সাধন করত পত্নীর সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। দেব এবং ঋষিগণ কর্তৃক সংকৃত তাঁহার পাঁচ জন পুণ্যাত্মা পুত্র হৃদ্য-কিরণের দ্বায় এই পৃথিবীমণ্ডল আচ্ছাদন করেন। মহুযাগ পথিত্র যথাতিচরিত্র শ্রবণ কিংবা পাঠ করিলে ধন, পুত্র, আয়, কীর্তি প্রভৃতি লাভ করত অস্ত্রে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে পূজিত হন। ১—২৮।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

হত বলিলেন, যথাতি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাতেজা বহুর বংশাবলি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। বহুর দেবতন্ত্রলক্ষণ পাঁচটা লক্ষণ—মহজজিৎ, ক্রোড়-

নীল, অজক এবং লঘু নামে বিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সংহজজিতের পুত্র শতজিৎ রাজা হয়। শতজিতের হৈহয়, হয় এবং বেগুয় নামে কীর্তিমান তিন পুত্র হয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্যনামে বিখ্যাত। তাঁহার পুত্র ধর্ম্যনত্র। ধর্ম্যনত্রের সঞ্জয় নামে কীর্তিমান পুত্র হয়। সঞ্জয়ের ধার্মিকবর মহিষান নামে এক পুত্র হয়। মহিষানের পুত্র প্রতাপশালী ভদ্রশ্রেণ্য নামে প্রসিদ্ধ। ভদ্রশ্রেণ্য রাজার দুর্দম নামে নরপতি পুত্ররূপে বিখ্যাত। দুর্দমের বুদ্ধিমান ধনক নামে পুত্র। ধনকের লোকবিখ্যাত কৃত-বীর্ষ্য, কৃতব্রাহ্মি, কৃতব্রাহ্মী এবং কৃতোজা নামে চারিটা পুত্র। তাহার মধ্যে প্রথম কৃতবীর্ষ্যের ঔরসে কার্ত-বীর্ষ্যের জন্ম হয়। তিনি স্বকীয় সহস্রসংখ্যক বাহর বলে সমাগরা পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। পরে ক্ষত্রিয়কুলান্তক নারায়ণের অংশধরুণী পরশুরাম তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। তাঁহার একশত পুত্র হইয়াছিল। তাহার মধ্যে পাঁচজন মহাবল, অস্ত্রবিদ্যায় সুপণ্ডিত, বলবান, শুর, ধার্মিক এবং মনসী। তাঁহার শুর, শুরসেন, ধৃষ্ট, রুধ এবং জয়ধ্বজ নামে বিখ্যাত হইয়া অবন্তীর আধিপত্য লাভ করেন। ১—১২। জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামে এক মহাবল পুত্র হয়। তাহার ঔরসে উৎপন্ন একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাবল বীতিহোত্র রাজ্যাভিষিক্ত হন। সেই পৃথকর্ষা নরপতির রূপ প্রভৃতি কতকগুলি পুত্র হয়। তাহার মধ্যে বংশধর রুষের মধু নামে এক পুত্র হয়। মধুর একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে বুদ্ধিবংশধর বুদ্ধির পুত্রগণ বুদ্ধি নামে বিখ্যাত, মধুবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মাধব এবং পূর্বপুরুষ যহু এই নিমিত্ত যাদব নামে বিখ্যাত হন। মহাত্মা হৈহয়-বংশীয়েরা পাঁচভাগে বিভক্ত। বীতিহোত্র, হর্যাক, ভোজ, অবন্তি প্রথম; শুরসেন, দ্বিতীয়; তালজঙ্ঘ, তৃতীয়; শুর, শুরসেন, রুষ এবং রুধ চতুর্থ; জয়ধ্বজ পঞ্চম—এই হৈহয়কুলপ্রদীপ নৃপতিগণ পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শুরসেন প্রভৃতি সেই মহাত্মাগণের শুর-শুরবীর এবং শুরসেনাদির পৃথগদেশে আধিপত্য ছিল। বীতিহোত্রের নর্ত্ত নামে বিখ্যাত এক পুত্র হয়। বিপক্ষবলবিনালী সার্বকনামা দুর্জয় নামে কুক্ষের পুত্র। হে নরপতে! ক্রৌঞ্চনীয় পৌরুষশালী নৃপতিগণের বংশ বর্ণন করিতেছি প্রবণ কর। যে বংশে বুদ্ধিকুলধুরধর বিষ্ণু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। ক্রৌঞ্চর বুদ্ধিবান নামে মহাবলবী এক পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র স্বাতীর কুশল নামে এক পুত্র

হয়। অনন্তর মহাবল কুশল রাজা পুত্র-কামনায় নানাপ্রকার দক্ষিণা দানপূর্বক আরক্ত নানাপ্রকার-যজ্ঞের ফলে সকল কন্যা তৎপন্ন চিত্রবৎ নামে এক পুত্র লাভ করিলেন। অনন্তর চিত্রবৎের ঔরসে উৎপন্ন বীরবর শশবিন্দু-নামক রাজা বিপুল দক্ষিণা প্রদান-পূর্বক সর্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মহাবল-বীক্ষশালী শশবিন্দু রাজা সেই মহাযজ্ঞের ফলে অবন্তী-মণ্ডলের একাধিপত্য এবং শতাধিক একসহস্র পুত্র লাভ করেন। তাঁহার সেই পুত্রসমূহের প্রধান লোক-বিখ্যাত সর্দগুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র অনন্তকের যজ্ঞ নামে এক পুত্র হয়। যজ্ঞের তনয় ধৃতি। ধার্মিক-প্রবর ধৃতিপুত্র উশন। এই মহামণ্ডলের অধীশ্বর হইয়া এক শত অর্থমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। সিতেমু নামে বিখ্যাত উশনার পুত্র পৃথিবীধর হন। কুলবর্দ্ধন মরুস্ত নাম। সিতেমু-পুত্রের বীরবর কশল-বহিষ নামে এক তনয় উৎপন্ন হয়। কশলবহির বিদ্যাশালী রুদ্ধ-কবচ নামে এক পুত্র হয়। সেই রুদ্ধকবচ যুদ্ধমণ্ডলে ধনুস্বান কবচধারী বীরগণকে নিশিত বাণ দ্বারা হনন করত প্রভূত লক্ষ্যসংকল্প করিয়াছিলেন। ধার্মিকবর সেই নরপতি অর্থমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া তাহার দক্ষিণাস্বরূপ ঋত্বিক্রমকে পৃথিবী প্রদান করত পরবীর্ঘহস্তা পরাবৃতি নামে এক অপত্য লাভ করেন। পরাবৃতির রুদ্ধেশু, পৃথু, রুদ্ধ, জ্যাম্বষ, পরিষ এবং হরি নামে পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হয়। মহারাজা পরিষ এবং হরি-নামক পুত্রদ্বয়কে বিদেহদেশের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। রুদ্ধেশু পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করিয়া ভ্রাতা পৃথু রুদ্ধের সাহায্যে রাজ্য পালনকরিতে লাগিলেন। মহারাজ পরাবৃতি পুত্রগণের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া আনন্দিতচিত্তে প্রত্যাগ্যা আশ্রয় করিলেন। জ্যাম্বষ আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। শান্তমুর্ত্তি নৃপতি-তনয় একাকী ব্রাহ্মণগণকর্তৃক প্রবেশিত হইয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন। সহায়রহিত সেই রাজা একদিন ভাণ্ডার সহিত ধ্বজবিশিষ্ট রথে আরোহণপূর্বক দেশান্তরে যাত্রা করিয়া নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে মহাব্যগ্ৰহ ঋক্ষবান পর্বতে গমন করিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। ১৩—১৬। জ্যাম্বষের সচরিত্রা শৈব্যানামী পতিপরায়া পত্নী ছিলেন। সৌভাগ্যশালিনী শৈব্য্য কঠোর তপস্তা-বলে বৃদ্ধকালে বিদর্ভ নামে এক তনয় প্রসব করেন। বিদর্ভ অলক-কর্তৃক নিজ জন্মের পূর্বে আনীত রাজ-কস্তার পর্বে ক্রোধ এবং কৌশিক নামে দুইটা সন্তান উৎপাদন করেন। বিদর্ভরাজের পুত্রধর বীর এবং

যুদ্ধে নিপুণ। তাহাদের কনিষ্ঠ রোমপাণ্ডের বক্র নামে এক সন্তান জন্মে। বক্রর সপ্তমি নামে এক পরম ধার্মিক এবং বিদ্বান পুত্র হয়। তাহার পুত্র কোর্দিকের চৈদ্যাম্বর নামে একটি ভ্রমর হয়। বিদর্ভের আর একটি বংশশাখা প্রবর্তক ত্রুব নামে যে অপত্য উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই ত্রুবের কুন্তি নামে এক আত্মজ জন্মে, কুন্তির পুত্র বৃত্ত হইতে প্রতাপবান রণযুদ্ধের জন্ম হয়। পরসৈন্তহস্তা নিধতি রণযুদ্ধের ভ্রমর। প্রচণ্ড-শত্রুবল-বিশাশক দশাই নিধতির পুত্র। দশাই-ভ্রমর ব্যাণ্ডের জীমূত নামে এক পুত্র হয়। জীমূত-পুত্র পুত্র বিরুতির ভীমরথ নামে পুত্র জন্মে। ভীমরথের দানধর্ম সত্য সংস্কার-বিশিষ্ট নবরথ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। নবরথ-ভ্রমর দৃঢ়রথের পুত্র শকুনি। সেই শকুনি হইতে করন্তের জন্ম। করন্তের পুত্র দেবরাত। মহাযশা দেবরাত্তি দেবরাতের পুত্র। যিনি দেবসদৃশ এবং দেবকত্র নামে প্রসিদ্ধ। দেবকত্রের মধু নামে শ্রীশালী মহাযশা সন্তান উৎপন্ন হয়। তিনিই মধু-বংশের প্রবর্তক। তাঁহার কুরুবংশক নামে পুত্র হয়। কুরুবংশকের পুত্র অস্তর ঔরসে পুরুবংশে পুরুভানের জন্ম হয়। বিদর্ভকৃত্য ভদ্রাশতীর গর্ভে অংশ নামে পুরুভানের পুত্র হয়। অংশ ইক্ষ্বাকুবংশীয় কস্তার পাণ্ডিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে সন্তানামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সন্ত হইতে সর্বগুণালঙ্কৃত সাক্ত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যাম্বের সৈশ-পরম্পরা বিস্তাররূপে বর্ণন করিলাম। জ্যাম্ব-মূপতির বংশ-বর্ণন যে ব্যক্তি শ্রবণ কিংবা পাঠ করে, সে জীর্ষজীবী হইয়া রাজ্য-স্বাধীন অচ্যুতব করত অস্তে স্বর্গধামে গমন করে। ৩৭—৫১।

অষ্টবাষ্টিয়ম অধ্যায় সমাপ্ত।

উনসপ্ততিতম অধ্যায়।

স্তুত বলিলেন;—সত্যশীল সাক্ত রাজার শোভা-শাস্ত্র, তত্ত্ব, দেবানুগ্রহ, অক্ষর এবং বৃষ্টি এই চারিটা পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির পুত্র-চতুর্ভুজের বৃত্তান্ত বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ভ্রমরের ঔরসে সজ্জয়ীর গর্ভে অমৃত্যু শতায় বলবান এবং হর্ষকৃত্য নামক চারিটা পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহা দেখিয়া দেবানুগ্রহ রাজা “আমার সকল গুণসম্পন্ন পুত্র হউক এই বাসনায় রাত্তির তপস্বী করেন। তপস্বী

বলে তাঁহার পুণ্যলোক বক্রনামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। অমৃত্যুশক্তি পুণ্যভান পুণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন;—যে প্রকার দূর হইতে কর্তব্য শ্রবণ করিয়াছি, সেইপ্রকার সাক্ষাতেও দর্শন করিতেছি বক্র মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান এবং দেবানুগ্রহ দেবগণের ভূত্যা; যত্নসহস্র আশ্রিত পঞ্চাশটি পুরুষ দেবানুগ্রহ এবং বক্র পুণ্যবলে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মহারাজ বক্র দানশীল, বজ্রা, বীর, বেদজ্ঞ, স্থিরপ্রজিহ্বা, বলবান, মহাতেজা এবং সাক্তগণের মধ্যে মহারথ ছিলেন। তাঁহার বংশে দেবতা সদৃশ ভোজগণ উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। বৃষ্টির গাঙ্কারী ও মাত্রী নামে দুই ভাণ্ডা। গাঙ্কারী হুমিত্র এবং মিত্রনন্দন-নামক পুত্রদ্বয়ের জননী ও দেবমীড় মাত্রীর গর্ভে জন্মেন। দেবমীড়র অনমিত্র ও শিনি নামে দুই পুত্র হয়। অনমিত্র-ভ্রমর নিরুদ্রর প্রদেন এবং সত্রাজিৎ নামে দুই পুত্র জন্মে। সত্রাজিৎয়ের প্রাণসদৃশ প্রিয়সখা সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া স্তম্ভক নামক মণি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ-সহোদর প্রদেন পৃথিবীতে যত প্রকার মণি আছে তাহার শিরোমণি-সদৃশ সেই মণি লইয়া একদিন মগদায় গমন করিয়া মগরাজ কতৃক মণির সহিত বিনিপাতিত হন। বৃষ্টির কনিষ্ঠ ভ্রমর শিনির যুত্র নামে এক পুত্র হয়। ১—১৫। সত্যবাদী সত্যশীল সত্যক যুদ্ধের পুত্র। সত্যকের পুত্র শিনির নপ্তা, সাত্যকি ও যুয়ধান। যুয়ধানপুত্র অসঙ্গ। অসঙ্গের পুত্র কুণির যুগন্ধর নামে একপুত্র উৎপন্ন হয়। ইহার শৈশবে বলিয়া বিখ্যাত। মাত্রী-পুত্রের যুদ্ধে পরাভূত বার্ষি শক্ক নামে বিখ্যাত হইয়া জগতের হিতসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাস্ত্রা মহারাজাধিরাজ শক্ক যে স্থানে অধিষ্ঠান করেন, সে স্থানে ব্যাধি এবং অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব থাকে না। কান্দীরাজ গান্ধিনী-নাদী নিজ কন্যা শক্ককে সম্প্রদান করিলেন। সেই কন্যা বহুবৎসর মাতার গর্ভে অধিষ্ঠান করিতেন। পরে তাঁহাকে হইতে না দেখিয়া পিতা কান্দীরাজ বলিয়াছিলেন গর্ভে যেই অধিষ্ঠান কর, শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হও, কি নিমিত্ত দীর্ঘকাল গর্ভমধ্যে নিবাস করিতেছ? তখন গান্ধিনী গর্ভ হইতেই পিতাকে বলিলেন, হে পিতা! তিম বৎসরকাল প্রতিদিন যদি এক একটি করিয়া ব্রাহ্মণকে গো প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি গর্ভ হইতে বহির্গত হইব। কান্দীরাজ কস্তার অভিলাষ পূরণার্থ তাঁহাই অকীচক্য করিলেন। গান্ধিনীর গর্ভে শক্কের ঔরসে দাতা বীর বজ্রা বেদজ্ঞ বহির্গত হইয়া

ত্রিপুরা জয়গ্ৰহণ করেন। অজয় শৈবকতা রত্নকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার গর্ভে উপমহা মাকুষ্য জন্মেজয় গিরিরাজ উপেক্ষা অরিমর্দন শত্রু ধর্মভূষ হুত্তরমা গোবিনবর আবাহ এবং প্রতিবাহ এই পুত্র সকল উৎপন্ন হয়; এক অজয়ের স্ত্রী উগ্রসেন-কন্যা স্থারা এবং বরাহনার গর্ভে কুলনন্দন দেবসদৃশ বেদবান্ এবং উপদেব নামে দুই পুত্র জন্মে। হুমিত্রের মহাবিশা চিত্রক নামে পুত্র হয়। চিত্রকের বিপৃথু পৃথু অর্ধগ্রীব যজ্ঞ যজ্ঞাক গবেক্ষণ অরিষ্টনেমি অর্ধধর্ম ধর্মভূষ হুত্তমি যজ্ঞভূমি এই কয়টি পুত্র এবং প্রতিষ্ঠা প্রবণ এই দুইটি কন্যা জন্মে। অজকের ঔরসে কাণ্ড-কস্তুর গর্ভে কুরুর ভজমান শুচি এবং কবলবাহি নামে চারিটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ১৬—৩২। কুরুরপুত্র বৃষ্টির শূর নামে এক পুত্র হয়। শূরপুত্র কপোতরোমার বিলোমক নামে এক পুত্র হয়। এক গান-বিষয়ে তুম্বকসদৃশ বিধান নল নামে বিলোমকের পুত্র হয়। চন্দ্রনানকহুস্তি, এই হুস্তর নামেও তিনি বিখ্যাত। তাঁহার অভিজিৎ নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহার পুত্র বহু নরপতি পুত্রকাণায় অর্ধমেঘ বজ্র আচরণ করেন। সেই অভিরাত্র যজ্ঞের মধ্য হইতে বিধান সর্বজ্ঞ দাতা যজ্ঞ। বহু নামে এক পুত্র হয়। অভিজিৎপুত্র বহুর আত্মক এবং আত্মকী নামে কীর্ত্তমান দুই পুত্র জন্মে। আত্মকের ঔরসে কাণ্ডতনয় গর্ভে দেবক এবং উগ্র-সেন এই দুইটি পুত্র হয়। দেবকের দেবসদৃশ দেববান উপদেব, হুদেব এবং দেবরক্ষিত এই কএকটি পুত্র জন্মে। ইহাদের সাতটি ভগ্নী বহুদেব বিবাহ করেন; তাঁহাদের নাম যুধ-দেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, ত্রিদেবাশা, অভিদেবা, সহদেবা এবং দেবকী। তাঁহাদের মধ্যে হুমধ্যমা দেবকীই জ্যেষ্ঠা। উগ্রসেনের নয় পুত্র। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কংস। তাহাদের ক্রমশঃ শত সহস্র পুত্র হইল। বীমান দেবকের কন্যা দেবকীকে বহুদেব বিবাহ করেন। পতিব্রতা দেবকী, দেবগণেরও পূজ্যা এবং বন্দনীয় ছিলেন। পুরুবংশীয় বাহ্লিক-রাজার কন্যা দেবগণেরও পূজ্যা। বহুদেবের অপার পত্নী রোহিণী, বলবান্ হল্যধ্ব বলরামকে প্রসব-করিয়াছিলেন। কংসভয়ে ভীত দেবকীর আত্মা বলদেব আশ্রয় করিয়াছিলেন। রোহিণীর গর্ভে বলদেব জন্মগ্রহণ করিলে এবং পাণ্ডা কংস দেবকীর অভিযয় হুস্তর পুত্র ছয়টিকে হস্তন করিলে বহুদেব ত্রিহরি জন্মবিধান করিলেন। ৩৩—৫৬। তিনিই পরমাত্মা দেবদেব অনর্দন। রক্ততর্ক ভগবান্ অনন্ত। ভগবান্ বাহুদেব হুত্তরমি শাপজলে মনুষ্য সেহ ধারণ

করিয়া দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। উমাদেহ-সম্ভূতা কৌশিকী যোগনিদ্রা মহাদেবের আভ্যাস যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্বদেব-নমস্কতা সাক্ষাৎ প্রকৃতি ধর্মমোক্ষফলদাতা ত্রীকুঙ্কই বয়ং পুরুষ। বৃদ্ধিমান্ বহুদেব, কংসভয়ে চতুর্ভুজ বিশালনয়ন ত্রীবংসলাহন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মবিশিষ্ট জনার্দনকৃপী সেই পুত্রটীর পালনের নিমিত্ত গোপরাজ নন্দের হস্তে নিক্ষেপ করত যশোদার কন্যা গ্রহণ করিলেন জগতের কর্ত্তা ভগবান্ দেবদেব মহাভজ। মহাদেবের ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া বরপ্রদ পরমেশ্বর বলদেবের সহিত নন্দভবনে নিবাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, যজ্ঞবল্লীশরণের কল্যাণ এবং দৈত্যভারে পীড়িতা ভূমির ভার হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া দেবকীর গর্ভ পবিত্র করত আমাদের ক্রেশ হরণ করিলেন। ৪৭—৫৬। বহুদেব মহারাজ দেবকীর গর্ভে হুলক্ষণসম্পন্ন এক কন্যা হইয়াছে এই কথা বলিলেন। “হে হুস্তত কংস! এই দেবকীর অষ্টমগর্ভসম্ভূত সন্তান নিশ্চয় তোমাকে হনন করিবেন। এই পুরাতন বাক্য কংসের স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হইলে, তিনি সেই কন্যাকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন। কন্যারূপিণী ভগবতী দেবী অষ্টভুজা হইয়া আকাশ-মণ্ডলে উত্থানপূর্বক মেঘের শ্রায় গভীর ধরে বলিতে লাগিলেন;—“রে মূর্খ! নিজ দেহ রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। তোব অন্তকারী অনন্তরূপী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে কংস! নিজ দেহ রক্ষার নিমিত্ত বতই চেষ্টা কর, কিন্তু তোমার মৃত্যু উপস্থিত। মূর্খ! তোমার কি-দুর্ভাগ্য! তোমার অন্তক উপস্থিত” দেবকীর অষ্টমতনয় কংসকে হনন করিবেন, এই প্রকার শুনিয়া কংস তাহার প্রতিকার-বাসনায় যে যত্ন অবলম্বন করিলেন, হরির মহিমায় তাহ। ব্যথা হইল। হে মুনিবরণ! যোগমায়া যোগবলে কংসকে বিমোহিত করিলেন। পরে কালে অক্লিষ্টকর্ম্মা কংসারি ত্রীকুঙ্ক-কংস এবং অজ্ঞাত দেবপ্রতিবিম্বী অহুরগণকে হনন করিলেন। বৃদ্ধশত্রু বিশাল প্রহ্লাদাদি ত্রীকুঙ্কের অনেক পুত্র। কৃষ্ণপুত্র সকলগুণে কৃষ্ণের সদৃশ। এই সকল পুত্রের মধ্যে চারুদেবকাদি কৃষ্ণবীতনয়গণই বলবান্ বিখ্যাত এবং শত্রুঘাতী। ত্রীকুঙ্কের শতাধিক বোঁড়শ সহস্র রমণী। তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণবীতই জ্যেষ্ঠা এবং প্রধান। অক্লিষ্টকর্ম্মা ত্রীকুঙ্ক পুত্রকামনায় বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্বক বাতশব্দস্বর মহাদেবের পূজা করেন। অনন্তর মহাদেবরূপার চারুদেব, হুচাক, যশোদার, চারুকে, চারুপ্রভা, চারুশা, প্রহ্লাদ এবং সাক্ষ এই

পুত্র করটাকে লাভ করেন। ৫৭—৬১। ধীমান
 ত্রীকৃষ্ণের অজ্ঞা পত্নী জাম্ববতী বীরবর সপত্নীতনয়
 রত্নস্নীতনয়গণকে সকল বিষয়ে পণ্ডিত দর্শন করিয়া
 ত্রীকৃষ্ণকে বলিলেন;—হে পুণ্ডরীকাক! আমার
 প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনাকে ইন্দ্রসদৃশ গুণবান এবং
 বিখ্যাত পুত্র প্রদান করিতে হইবে। আনন্দিত
 অপোনিধি ত্রীকৃষ্ণ, জগন্নাথ হইলেও জাম্ববতীর সেই
 বাক্য শ্রবণ করিয়া তপস্তা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর
 শম্ভু-চক্রে-গদা-পদ্মধারী নারায়ণস্বরূপ ত্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্র-
 পাদমুনির উৎকৃষ্ট তপোবনে গমন করত অঙ্গিরা
 মুনিকে প্রণামপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে দিব্য
 পাণ্ডপত যোগ লাভ করিলেন। তপবান ত্রীকৃষ্ণ
 শাশ্রু এবং কেশাদি গুণন করত রতসিন্ধুতে মৌলী-
 মেধলা ধারণপূর্বক দৌকিত হইয়া দুষ্কর তপস্তা
 আরম্ভ করিলেন। নিরাবলম্বভাবে পদাঙ্গুষ্ঠমাতে
 পৃথিবী অবলম্বনপূর্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া, কেবল ফল,
 জল ও বায়ুমাত্র দ্বারা তিস্তী যজ করিলেন। তদনন্তর
 মহাদেব, মহাত্মা ত্রীকৃষ্ণের তপস্তায় তুষ্ট হইয়া,
 জাম্ববতীর সাম্বনামক পুত্র এবং অজ্ঞাত বর প্রদান
 করিলেন। জাম্ববতী সেই গুণবান পুত্র পাইয়া,
 দেবমাতা অদिति আদিত্যকে পাইয়া যে প্রকার প্রীতি
 লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আনন্দযুক্ত হইলেন।
 হে মুনিশাঙ্গলগণ! ত্রীকৃষ্ণ মহাদেব কর্তৃক অভিশপ্ত
 বাণরাজার সহস্র হস্ত ছেদন করিলেন। ৬২অনন্তর
 প্রতাপশালী কৃষ্ণ বলদেবের সাহায্যে দৈত্যকুল নির্মূল
 করিলেন এবং চুষ্ট ক্ষিতিপতিগণের দণ্ড বিধান
 করিলেন। ত্রীকৃষ্ণ দেববাংশসম্বৃত দৈত্যরাজ নরককে
 হনন করিলেন। ত্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে মর্ষাস্ত্রা বায়ু
 এবং নারদের অনুগ্রহে অভুলবিক্রম একশত বোড়শ-
 সহস্র নিজের উপভোগ্য কস্তাসমূহ গ্রহণ করিলেন।
 অচ্যুত, বিপ্রশাপচ্ছলে যদুকুল ধ্বংস করিয়া, প্রভাস-
 তীর্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭০—৮৩। ধরা-
 ক্লেশহারী ত্রীকৃষ্ণ সেই ভাবে একশত বৎসর স্বারকায়
 অভিযাহিত করত বিখ্যামিত্র কব বৃদ্ধিমান নারদ
 পিণ্ডুরকি এবং দুর্ভাসার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত
 কুমারের অস্ত্রচ্ছলে মনুয্যদেহ ত্যাগপূর্বক তাহাকে
 উদ্ধার করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। অষ্টাষ্টকের
 শাপে ত্রীকৃষ্ণের অভিশ্রয়ানুসারে চৌরগণ তাঁহার
 ক্রীড়ামূহ হরণ করিল। বলাদেবও নিজ দেহ ত্যাগ-
 পূর্বক অনন্তরূপ ধারণ করিলেন। ত্রীকৃষ্ণের রত্নস্নী
 প্রভৃতি বহির্বিবুদল তাঁহার সহিতই দেহ ত্যাগকরি-
 লেন। হে বিষ্ণুগণ! রেবতীও অমিপ্রবেশপূর্বক

বিজ্ঞবর বলদেবের অনুগমন করিলেন। হে হ্রতবৃন্দ!
 মহাবল পার্শ্ব, ত্রীকৃষ্ণ বলদেব এবং অজ্ঞাত বাহুবগণের
 দেহ সংস্কার করত সে সময় কোন দ্রব্য উপস্থিত না
 থাকায় কন্দমূল ও ফলাদি দ্বারা তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি
 সম্পাদন করিয়া, যুধিষ্ঠিরাদি ভাতৃগণের সহিত স্বর্গা-
 রোহণ করিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা ত্রীকৃষ্ণ এই প্রকার
 স্বেচ্ছাক্রমে প্রাহুর্ভূত হইয়া বিলীন হইলেন, এ বিষয়
 সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। স্বিজগণ! সোমবংশীয়
 রাজগণের নিম্নলি চরিত্র বর্ণন করিলাম। ইহা যে
 ব্যক্তি ষয়ং পাঠ করে, কিংবা শ্রবণ করে, অথবা শ্রাদ্ধ
 দ্বারা পাঠ করায়, সে নিশ্চয়ই বিধুলোকে গমন করে
 ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৮৪—৯৪।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে হ্রত! আপনি আদিসর্গ-
 বিষয়ের হ্রদ্যন করিয়াছেন; কিন্তু প্রকাশ করেন নাই;
 এক্ষণে হে হ্রত! তদ্বিষয় হ্রবিস্তার বর্ণন করুন।
 হ্রত বলিলেন, হে মুনিসত্তমগণ! পরমাত্মস্বরূপ মহেশ্বর
 মহাদেব প্রকৃতি ও পুরুষের পরে অবস্থিত। সেই
 ঈশ্বর হইতে পরম কারণ অব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে।
 তত্ত্বদর্শী তাহাকেই প্রধান বা প্রকৃতি বলিয়া থাকেন।
 প্রথমতঃ গন্ধ বর্ণ রস শব্দ স্পর্শবিহীন, অজর,
 নিত্য, অক্ষয়, আধারভূত আত্মাতেই অবস্থিত, জগতের
 আদি, মহাভূত, পরাংপর, সনাতন, সর্বাভূতশরীর,
 ঈশ্বরাজ্ঞা-প্রেরিত, আদ্যন্ত বা জয়রহিত, হৃদয়, সত্ত্ব-
 রজ-স্তম্বোত্তময়, উৎপত্তি ও বিনাশহেতু, অপ্রকাশিত,
 অবিক্লেয়, ব্রহ্মরূপা প্রকৃতি বর্তমান ছিলেন।
 মহাদেবের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মের আত্মদ্বারা সমস্ত
 পরিব্যাপ্ত ছিল। সমগুণাত্মক অবিভক্ত তমোময়
 সেই অবস্থাতে ক্ষেত্রজ পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতির
 স্বজনকালে, গুণব্যক্তিহেতু প্রকাশমান মহান
 (মহত্ত্ব) প্রাহুর্ভূত হয়। অদৃশ এবং সর্বব্যাপী
 প্রকৃতি-সমাবৃত, সর্বগুণপ্রধান মহত্ত্ব প্রথমতঃ কেবল
 সত্যমাত্র প্রকাশক ছিল। সমুৎপন্ন, হৃদয়, ক্ষেত্রজ
 পুরুষাধিষ্ঠিত, অধিতীয় কারণ মহানই মন নামে
 অভিহিত। মহান স্বজনেচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হইয়া
 লোকতত্ত্বার্থ কারণ ধর্ম্মাদির সৃষ্টি করেন। ১—১১।
 মতি ব্রহ্ম; বুদ্ধি পুরুষ; ধ্যাতি ঈশ্বর; প্রজ্ঞা জ্ঞান;
 তাঁহাকেই মন, মহান, মতি, ব্রহ্ম, পুরুষ, বুদ্ধি, ধ্যাতি,
 ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি, স্মৃতি জ্ঞান, বিশ্বপতি, ইত্যাদি

বলিয়া থাকে। তিনি সর্বভূতের চেষ্টাকল বিদিত হন। এই জ্ঞান স্বভাবতঃ সর্বত্র বিস্তৃত; সুতরাং মন বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সর্বভূতের অগ্রজ, মহৎ পরিমাণ ও বিশেষগুণসংযুক্ত, এই জ্ঞানই মহান্ এই নামে অভিহিত প্রমাজ্ঞান ধারণ ও বিভাগ কল্পনা করেন এবং ভোগ-সম্বন্ধ হেতু পুরুষরূপে বিদিত হন, এই জ্ঞান তিনি মতি নামে অভিহিত। সর্বাত্মক-হেতুক ভাবসমূহের বৃহত্ত্ব ও বর্ধনত্বনিবন্ধন ভাবসমূহকে ধারণ করিতেছেন, এই জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে অভিহিত। যেহেতু তিনি সমস্ত দেবগণকে অনুগ্রহ দ্বারা পরিপূর্ণ করেন এবং সকলে তাহার নিকট উত্তমভাবে প্রাপ্ত হন, সেই জ্ঞান তাঁহাকে পূঃ এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহাতেই পুরুষ সকল ভাব এবং হিত বিদিত হন এবং তিনিই সকলকে বোধিত করেন, এই জ্ঞানই বুদ্ধি নামে অভিহিত। তাহা হইতে খ্যাতি ও প্রতাপভোগ প্রবৃত্ত হয়, সেই হেতু এবং ভোগের জ্ঞানাদারত্ব হেতু খ্যাতি নামে অভিহিত। তাহার জ্ঞানাদি গুণরাশি সর্বত্রই বিখ্যাত, এই জ্ঞানই মহতের আর একটি নাম খ্যাতি। মহত্ত্ব সাক্ষাৎ সমস্তই অবগত আছেন, এই জ্ঞানই ঈশ্বর নামে অভিহিত। যেহেতু তিনি জ্ঞানের অনুচর; অতএব প্রজ্ঞা নামে অভিহিত। যে কারণ তিনি ভোগের নিমিত্ত জ্ঞানাদিরূপ বহুকর্মফল চয়ন করেন, সেজন্ত তিনি চিতি নামে অভিহিত। তিনি বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত কার্য স্মরণ করেন, সেই জ্ঞান স্মৃতি নামে অভিহিত। ১২—২৩। বাহা হইতে সমস্ত জ্ঞান লাভ এবং উত্তম মাহাত্ম্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং লাভ ও জ্ঞানোদয়-হেতুক তাঁহার আর একটি নাম সংবিৎ। তিনি সর্বত্র, তাঁহাতেও সমস্ত বর্তমান, সেই জ্ঞান হে মুনিসত্তমগণ! তাঁহাকে সংবিৎ নামে অভিহিত করে। জ্ঞানাদার ভগবান্ সর্বজ্ঞতা হেতু জ্ঞান এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ভববন্ধনাদি-জয়হেতু পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। তত্ত্বাবজ্ঞ দেবাস্তিত্ব-চিন্তকগণ আশ্চর্য এবং সর্বোত্তম তত্ত্বকে ক্রমবাচক শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। মহান্ স্বজনেচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হইয়া সৃষ্টি করেন। সজ্জন ও অধ্যবসায় এই দুইটি তাঁহার বৃত্তি। অনন্তর রজ দ্বারা উদ্বিক্ত ত্রিগুণ হইতে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। সেই ভূতাদি সর্গ বহির্ভাগে মহত্ত্ব দ্বারা সমাবৃত্ত তমঃপ্রধান অহঙ্কার মইতে পঞ্চতন্ত্রের সৃজক হয়, এই জ্ঞান পঞ্চতন্ত্রে তমোময়। ২৪—৩০। ভূতাদি তামস অহঙ্কার গুণবৈবধ্য প্রাপ্ত হইয়া শব্দ-তন্ত্রে স্বজন

করে। সেই শব্দ-তন্ত্রে হইতে শব্দগুণসম্পন্ন অবকাশশব্দ আকাশের উৎপত্তি। শব্দ-তন্ত্রে আকাশ-সহযোগে স্পর্শ-তন্ত্রকে আবরণ করেন, সেই স্পর্শ তন্ত্রে শব্দ-স্পর্শগুণাবৃত্ত বায়ুর উৎপত্তি। স্পর্শ-তন্ত্রে ও বায়ু রূপতন্ত্রকে আবরণ করিলে, সেই রূপতন্ত্রে হইতে জ্যোতির উৎপত্তি। শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ—জ্যোতির এই তিন গুণ। জ্যোতি বিমুক্ত হইয়া রস-তন্ত্রে আবরণ করিলে তাহা হইতে সর্বরসাত্মক জলের উৎপত্তি। রসতন্ত্রে ও জলবিমুক্ত হইয়া গন্ধ-তন্ত্রকে আবরণ করিলে কঠিন পৃথিবীর তাহা হইতে উৎপত্তি হয়। এই পৃথিবীর অসাধারণ গুণ ধর্ম। সেই সেই স্বভাব ভূতে স্বভাব শব্দাদি অবস্থিত বলিয়া তাহার নাম তন্ত্র। বিশেষ সূচনা না থাকিতে তাহাদিগকে অবিশেষ বলা যায়। তাহার শান্ত, ঘোর এবং মৃদু নহে, এই জ্ঞান তাহাদিগকে অবিশেষ বলা যায়। এইরূপে ভূততন্ত্রের সৃষ্টি। সত্ত্বপ্রধান সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যুগপৎ বৈকারিক সৃষ্টির প্রবৃত্তি। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সাধক এই দশেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দশজন দেবতা নিজ গুণে জ্ঞান কর্ম উভয়াশ্রিত মন, ইহাই সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় শব্দাদি বিষয় গ্রহণোপযোগী জ্ঞান-সাধন ইন্দ্রিয়। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত এবং বাহু, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই গমন, ত্যাগ, আনন্দ, শিথিল এবং বাক্যরূপ পঞ্চ কর্মের সাধন। ৩১—৪২। শব্দতন্ত্রে আকাশ, স্পর্শ-তন্ত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে বায়ু, শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণযুক্ত। শব্দ ও স্পর্শতন্ত্রে রূপতন্ত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে অগ্নির শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণ। শব্দ-স্পর্শরূপতন্ত্রে, রসতন্ত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই চার গুণ। উক্ত চার তন্ত্রে গন্ধতন্ত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে এই পৃথিবী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চগুণযুক্ত। স্থূলভূতের মধ্যে পৃথিবীই প্রশস্ত। এই পঞ্চভূত শান্ত, ঘোর এবং মৃদু, এইজন্ত ইহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। পরস্পর-সাহায্যে এই ভূতগণ পরস্পর ধারণ করিয়া আছেন। এই পৃথিবীর শেষভাগ লোকালোক পর্বতে আবৃত। বাহার্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহারাই বিশেষ উত্তরোত্তরসূত ভূতগণ পূর্ব পূর্ব সম্বন্ধ বলিয়া সেই সকল গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তলে গন্ধ পাইয়া কেহ কেহ গন্ধকে জলের গুণ বলেন, বস্তুর তাহা নহে। পঞ্চ পৃথিবীরই গুণ। যেমন পার্থিব বস্তু বিভিন্ন বায়ু হইতে পঞ্চ পাণ্ডুর বাইলে পঞ্চ বায়ুর গুণ নহে,

তদ্রূপ। মহাদি এই সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতিই শ্রেষ্ঠ ইহাদিগের পরস্পর-আশ্রয়ে পুরুষের অধিষ্ঠানে ও প্রকৃতির অনুগ্রহে মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত তত্ত্ব সকল অঙ্ক উৎপাদন করে। এককালে উৎপন্ন জল-বুদ্বলের জ্ঞান সেই মহৎ অণু জলোপরি বিশেষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বাহিরে দশগুণ জলে অণু, দশগুণ তেজে জল, দশগুণ বায়ুতে তেজ এবং দশগুণ আকাশে নায়ু আবৃত ছিল। আকাশে বায়ু, ভূতাদিতে আকাশ, মহতে ভূতাদি ও অব্যক্তে মহান আবৃত ছিল। হে সূত্রভাগ! অণুকপালে শরীর, জলে ভব, অগ্নিমধ্যে ভগবান্ রুদ্র ও বায়ুতে উগ্র বিরাজমান ছিলেন। তখন অবনীমধ্যে ভীম, অহঙ্কারে মহেশ্বর, বুদ্ধিতে ভগবান্ ঈশ ও সর্বত্র পরমেশ্বর ছিলেন। এই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে অণু আবৃত ছিল এবং অষ্ট প্রকৃতি পরস্পরকে আবৃত করিয়াছিল। ইহারাই সংহার-কালে পরস্পরকে গ্রাস করিয়া থাকে। এইরূপে পরস্পরে উৎপন্ন হইয়া আধারাধের ভাবে পরস্পরকে ধারণ করে। ইহার সফলেই বিকৃতি। মহেশ্বরই মূল; অব্যক্ত হইতে অণুর উৎপত্তি; সেই অণু হইতে সূর্য্যদমপ্রভাশালী পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাতে ইচ্ছায় কার্য্যকারণ শক্তি নিহিত ছিল। তিনি প্রথম শরীর ধারণ করেন বলিয়া পুরুষ নামে অভিহিত হন। তাঁহার বাম অঙ্গ হইতে পরমেশ্বর-পুরুষের ইচ্ছায় লক্ষ্মীদেবীর সহিত সর্কর্ষের পূজা বিষ্ণু এবং হৃদয় অঙ্গ হইতে সরস্বতী দেবীর সহিত জগদগুরু ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। সেই অণু মধ্যে এই সপ্তলোক, সমুদয় জগৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, লোক-লোক, পর্ব্বত ও অপর বাহ্যিক সমস্তই সমপিত ছিল। হে বিজ্ঞগণ! সৃষ্টিবিষয়ে আমি যে কালসংখ্যা বলিলাম, তাহাই পরমেশ্বরের দিন-পরিমাণ। রাত্রি-পরিমাণ উক্ত দিনপরিমাণের সমান বলিয়া জানিবে। তাঁহার দিনকেই সৃষ্টি ও রাত্রিকেই প্রলয় কহে, নতুবা তাঁহার দিন ও রাত্রি আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না। লোকের হিতেচ্ছায় এইরূপ সংজ্ঞা দিয়া থাকে যাত্রা, ঐশ্বর্য্য, বিবর, পঞ্চমহাভূত, সর্কর্ষীব, বুদ্ধি ও কলপ এই সমস্ত মহেশ্বরের দ্বিবেস বর্ত্তমান থাকিবা তদন্তে রাত্রিতে লয়। প্রাপ্ত হয় এবং পুন-রায় রাত্রিঅবসানে বিশ্বের উৎপত্তি হয়। তখন প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে সমভাবে সম, রজ ও তমোগুণ-ক হইয়া প্রকৃতিতে মহৎ প্রকৃতি তত্ত্ব সংহার-ইন্দ্রক নিহিত। কল্পিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার লিঙ্গের সপ্তসর্গে ওত-প্রোত ভাবে অবস্থিতি করেন।

গুণের সম অবস্থা লয় ও বৈষম্য অবস্থা সৃষ্টি করিয়া থাকে। ব্রহ্মণ তিলাভ্যন্তরে তৈল অথবা দুগ্ধমধ্যে ঘৃত থাকে, তদ্রূপ সম, রজঃ ও তমোগুণে জগৎ অনুস্থত আছে ১৪০—১৪১। প্রকৃতির আদিভূত সেই পরমেশ্বর সমগ্র রজনী উপাসনা করিয়া দিনান্তে সৃষ্টি-প্রযুক্তি করেন। তিনি পরম যোগবলে প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবেশপূর্ব্বক ইহাদিগকে জোড়িত করেন। সেই জগদীশ্বর মহেশ্বর হইতে সর্কর্ষী, শরীরী সনাতন, অজ্ঞেয়স্বরূপ, তিন দেবতা উৎপন্ন হইয়া-ছিলেন। ইহারাই তিন দেবতা; ইহারাই তিনগুণ; ইহারাই তিন লোক; ইহারাই তিন অগ্নি। ইহার পরস্পরায়রজ, পরস্পর্য্যাপ্রিত, পরস্পরবর্ত্তী ও পরস্পর ধারণকারী। ইহার পরস্পরে মিথুন, পরস্পরে পরস্পরের উপজীবী; ইহাদিগের পরস্পরের ক্ষণকাল বিয়োগ নাই—ইহার পরস্পরকে ত্যাগ করেন না। ঈশ্বর পরমদেব, বিষ্ণু মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা রজঃ-গুণসম্পন্ন; ইহার সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। পুরুষকে পর ও প্রকৃতিকে পরা বলিয়া থাকে। সেই প্রকৃতি মহেশ্বরের অধিষ্ঠানে সৃষ্টিপ্রবৃত্তা হয়, তৎপরে মহান তাহার অনুসরণ করিয়া চিরস্থির বলিয়া স্থয়ং বিষয় ভজনা করেন। প্রকৃতির গুণবৈষম্যে সৃষ্টিকাল উপস্থিত হয়। ঈশ্ববাধিষ্ঠিত, সদসদাশ্রয় সেই মহান হইতে অনুপমতেজঃসম্পন্ন, অজ্ঞেয়স্বরূপ, প্রকাশক, দীপ্তিশালী, কার্য্যকারণে শক্তিমান্ রুদ্র প্রথমে আবির্ভূত হন। তিনি প্রথমে শরীর ধারণ করেন, স্তবরাং তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া থাকে। তাঁহা হইতে কার্য্যকারণে শক্তিমান্, চতুর্ভুজ, প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইলেন। একমাত্র মহেশ্বর এইরূপে তিন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার তিনজনই সম্পূর্ণ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য সমবিত। তাঁহার মনে বাহা বাহা করিতেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হইত। ব্রহ্মা চতুর্ভুজ, কাল অন্তক ও পুরুষ, সহস্রমূর্ত্তী স্বয়ম্ভুর এই তিন অবস্থা। ব্রহ্মমূর্ত্তিতে সৃষ্টি, কালমূর্ত্তিতে সংহার ও পুরুষ-মূর্ত্তিতে ওদাসিদ্ধ, প্রজাপতি এই তিন কার্য্য। ব্রহ্মা পদগর্ভজনি, রুদ্র কালানলভূত্যা ও পুরুষ পুণ্ডরীকশোভন, ইহাই পরমাস্বরূপ। সেই মহেশ্বর কখন এক, কখন দ্বিধা, কখন ত্রিধা, কখন বা বহুধা শরীর বিভক্ত করেন। তিনি নিজ লীলাবশে নানা আকার, নানা ক্রিয়া, নানা রূপ ও নানা নাম ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি তিন প্রকারে অবস্থান করেন বলিয়া ত্রিগুণ নামে অভিহিত হন। চতুর্ভূত বিজ্ঞ হন বলিয়া চতুর্ভূত ও বলিয়া থাকে। তিনি

বিষয় সকল প্রাপ্ত হন, গ্রহণ করেন ও ভাগ করেন এবং তাঁহারও অস্তিত্ব সন্ধান বর্তমান হুতরাং তাহাকে আত্মা কহে। তিনি সর্কান্তরামী বলিয়া ধর্ম, সকলের স্বামী বলিয়া প্রভু, সর্কান্তরামী বলিয়া ধাতুর্ধর্ম-সারে বিশ্ব, ঐশ্বর্য আছে বলিয়া ভগবান ও নির্মল বলিয়া শিব নামে অভিহিত হন। তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরম, রক্ষা করেন বলিয়া ঐ, সকল জানেন বলিয়া সর্কান্ত ও সর্কান্তরামী বলিয়া সর্ক। সেই পরমেশ্বরই আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বয়ং সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। সকলের আদি বলিয়া তাঁহাকে আদিদেব, জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া অজ, প্রজাবর্গকে রক্ষা করেন বলিয়া প্রজাপতি, দেবগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া মহাদেব, সর্কান্তরামী ও কাহারও অধীন নহেন বলিয়া ঈশ্বর, বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্মা এবং আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভূত বলে। তাঁহার ক্ষেত্রজ্ঞান আছে, এই জ্ঞান তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনি একমাত্র, এই জ্ঞান কেবল; তিনি পুরীতে শয়ন করেন, এই জ্ঞান পুরুষ; তাঁহার আদি নাই ও তিনি সকলের আদি, এই জ্ঞান স্বয়ং, তিনি যাজ্ঞ, এই জ্ঞান যজ্ঞ, এবং অতীতদর্শী, এই জ্ঞান কবি নামে আখ্যাত হন। ক্রেমণীয় বলিয়া তাঁহাকে ক্রেমণ বলে; পালন করেন বলিয়া পালক; কপিল বর্ণ বলিয়া আলিতা; অগ্রে জাত বলিয়া অগ্নি এবং হিরণ্যয়ের গর্ত ও হিরণ্যের গর্তজ বলিয়া তাঁহাকে হিরণ্য-গর্ত বলে। ৭৫—১০৬। বিশ্বাস্য স্বয়ংভূত কতকাল গত হইয়াছে, তাহা শত শত-বর্ষও নিরূপণ করা যায়তে পারে না। ব্রহ্মার গত-কাল-সংখ্যা পার্শ্ব, অবশিষ্ট কালও তাহাই ধরিয়া লও, তাহার অস্তে প্রলয় হইয়া থাকে। কোটিসহস্র সৃষ্টিকল্প অতীত হইয়াছে এবং পরে কোটি কোটি সহস্র সৃষ্টিকল্প হইবে। হে ষিষ্যগণ! সম্প্রতি যে কল্প ঘাইতেছে, উহাকে বারাহ কল্প বলে; তদ্বিষয়ে শ্রবণ কর; ইহাই যাবতীয় কল্পের প্রথম। এই কল্পে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি চতুর্দশ মনু যে গত হইয়াছেন, বর্তমান আছেন অথবা হইবেন, তাঁহারা এই সপ্তরীপা সম্পর্কিত পৃথিবীকে প্রজা ও ধর্মের সহিত পূর্ণ সহস্রযুগ পরিপালন করিবেন; তদ্বিষয়ে বিস্তৃতরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। এই এক মনুস্তর ও কল্পের বর্ণনায় অপর সমস্ত মনুস্তর ও কল্প বর্ণনা লাইবে। জানবানু ব্যক্তি অতীত কল্পের জ্ঞান ভবিষ্যৎ কল্প-বিষয়ে উৎকর্ষ ও অজ্ঞ-সহকারে উৎকর্ষ করিবে। পৃথিবী চলনশীল হইলে, চতুর্দিকে কেবল মধ্য জলরাশি ছিল। নক্ষত্র ছিল

না, হুতরাং কোন বস্তুরই উপলব্ধি হইত না। বর্ধন স্থাবর জন্ম নষ্ট হইয়া, একাধিক হইয়া গেল, তখন সহস্রক সহস্রমুদ্রা, সহস্রপাং, রজতবর্ণ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর পুরুষরূপে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। তৎকালে নারায়ণসংস্কৃত ব্রহ্মা জলোপরি নিদ্রিত ছিলেন। সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ তিনি জাগরিত হইয়া শূন্য লোক দেখিলেন। এই নারায়ণ-শব্দে এইরূপ ব্যুৎপত্তি কথিত আছে;—যথা ‘নর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, নার শব্দের অর্থ জল, সেই জল তাঁহার শয়নস্থান বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলে।’ প্রলয়কালে চারি-সহস্র যুগ উপাসনা করিয়া, তিনি রাত্রি অবসানে সৃষ্টির প্রজ্ঞা ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মা তৎকালে বায়ুমূর্তি ধারণ করিয়া বর্ষাকালীন রাত্রে খণ্ডোভের জায় জলোপরি বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অনুমানপট্ট সেই ভগবান নারায়ণ সেই সলিলমধ্যে পৃথিবী মগ্ন আছে জানিতে পারিয়া, পূর্ব পূর্ব কল্পের আদি কালের জায় ভূমি উদ্ধার করিবার জন্ত, মূর্তি ধারণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তৎপরে মহাত্মা সেই ভগবান নারায়ণ পৃথিবী চতুর্দিকে জলে আশ্রয়িত দেখিয়া দিব্যমূর্তির চিন্তা করিলেন, আমি কি মূর্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিব; এই চিন্তা করিবারাত্র তিনি জলক্ৰীড়ারূপে সর্ক-ভূতের অঙ্গ, শব্দময়, ব্রহ্মসংস্কৃত বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক পৃথিবী উদ্ধারের জন্ত রসাত্তরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই প্রজাপতি সত্তর উপস্থিত হইয়া সলিলাচ্ছন্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ও নদীর জল নদীতে প্রবেশ করিল। এইরূপে ভগবান লোক-হিতার্থ রসাতলমগ্ন পৃথিবীকে দণ্ডাধারা উদ্ধার করিলেন। পরে পৃথিবীধর ভগবান পৃথিবীকে স্বস্থানে আনয়নপূর্বক পূর্ববৎ মোচন করিলে, ইবী গুরুতর বলিয়া ভাসমান থাকিল না দেখিয়া ধারণ করিয়া রহিলেন। তখন পৃথিবী সেই জলরাশির উপরে বৃহৎ নৌকার জায় প্রতীয়মান হইল। তৎপরে ভগবান কমললোচন জগৎ স্থাপন করিবার ইচ্ছায় সেই পৃথিবীকে উৎক্লিষ্ট করিয়া প্রবিকৃত করিতে মানস করিলেন। তিনি পৃথিবীকে সমাস করিয়া তাহাতে পর্কত সংঘ করিলেন। তৎকালে অতি বিস্তৃত পর্কত সকল পূর্বসৃষ্ট-সংবর্তক অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শীর্ণ বিকীর্ণ অবস্থায় সেই একাধিক ধাক্কায় শৈত্যবশতঃ সেই বায়ুতে সংহত হইয়া সর্কান্তই অচলভাবে ছিল। তাহাতেই উহা-দিককে অচল বলে; পর্ক আছে বলিয়া পর্কত; নির্দিষ্ট

লিয়া গিরি ও শরান বলিয়া উহাদ্বিগকে শিলোচ্চয় বলে। পরে কোটি কোটি পর্বত ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত হইলে বিশ্বস্তা কল্পাদিকালে সমুদ্র, ভূমি, সপ্তদীপ, পর্বত ও ভূরাদি চারিলোক বিভাগ করিয়া লোক কল্পনা করিলেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা বিবিধ প্রজাবর্গের ইচ্ছায় পূর্ব পূর্ব কল্পের মত প্রজা সৃষ্টি করিলেন। বুদ্ধিপূর্বক সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিবার কালে তিনি তমোময় হইলেন। তমঃ, মোহ, মহামোহ, অন্ধতামিস্র ও অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি অভিমানী হইয়া ধ্যান করিল সৃষ্টি অমোঘ্যাপ্ত, বীজাকুরের স্তায় বাহিরে আবৃত অন্তরে অপ্রকাশ, শুদ্ধ নিঃসংজ্ঞ ও পঞ্চপ্রকারে অবস্থিত হইল। যেহেতু তাহাদিগের বুদ্ধি, হৃৎ ও ইন্দ্রিয় সকল আবৃত ছিল; অতএব তাহারা আবৃত আশ্রা হওয়াতে নগ নামে কীর্তিত হয়। ইহাই 'মুখ্য সৃষ্টি'। ব্রহ্মা উক্ত রূপ সৃষ্টি কার্যের অনুপযোগী দেখিয়া অপ্রসন্নচিত্ত হইলেন। তখন অস্ত্র সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিলেন। ধ্যান করিবামাত্র তিথ্যকুশ্রোতা হইল। যেহেতু বক্রভাবে তাহা প্রবৃত্ত হইয়াছিল; অতএব তাহা তিথ্যকুশ্রোতা নামে কথিত হয়। উৎপথগামী পশুপক্ষ্যাদি উক্ত নামে বিখ্যাত। তিনি অস্ত্রসৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিবামাত্র সাত্বিক উর্দ্ধশ্রোতার সৃষ্টি হইল। উহা তৃতীয় সৃষ্টি এবং উর্দ্ধে অবস্থিত হইল। উর্দ্ধে প্রবৃত্ত বলিয়া উহাকে উর্দ্ধশ্রোতা বলিয়া থাকে। ঐ উর্দ্ধশ্রোতা হইতে উৎপন্নীণ মুখ, প্রীতিময়, অন্তরে ও বাহিরে আবৃত এবং প্রকাশিত। উহার সত্ত্বগুণে সৃষ্ট বলিয়া সত্ত্বোদ্ভব ও স্বদীপগম্যত্বক তুষ্টাস্বা নামে অভিহিত হয়। ইহাই দেবসৃষ্টি। এইরূপে উর্দ্ধশ্রোতা দেবগণ দৃষ্ট হইলে বরদাতা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া অপর সৃষ্টির জন্ত চিন্তা করিলেন। ১০৭—১৫১। তৎপরে সত্য-ধ্যান-পরায়ণ ভগবান্ ঈশ্বর ধ্যান করিবামাত্র কার্যোপযোগী অর্ধাকুশ্রোতা প্রাদুর্ভূত হইল। অর্ধাকু অর্থাৎ অধোভাগে নিবৃত্ত হইল বলিয়া অর্ধাকুশ্রোতা নামে তাহারা খ্যাত হইল। তাহারা প্রকাশসমুদয়, সৌখ্যগুণে সংপূর্ণ, অধিক রঞ্জোন্মুখিত অতএব হৃৎ-বহল, পুনঃপুনঃ আবৃত্তিশীল এবং বাহিরে ও অন্তরে আবৃত সূক্ষ্ম নামে প্রসিদ্ধ হইল। উহার তরুকাদি লক্ষণভেদে আটভাগে বিভক্ত, সিদ্ধাস্বা ও পঙ্ককের সহ একধর্মাক্রান্ত। ইহাই 'তৈজস সৃষ্টি' অর্ধাকু শ্রোতা নামে কীর্তিত। পঞ্চম সৃষ্টি অনুরূহ সৃষ্টি, বিপদ্য, শক্তি, সিন্ধি ও তৃষ্টিভেদে উহা চারিভাগে

বিভক্ত। স্থাবরে বিপদ্য, তিথ্যকুশ্রোত্রে শক্তি, মনুষ্যে সিন্ধি এবং ঋষি-দেবগণে উক্ত সমুদয়ই বর্তমান আছে। ইহাই প্রাকৃত সৃষ্টি, নবম বৈকৃতসৃষ্টি, ভূতাদি ভূতের ষষ্ঠ সৃষ্টি, এবং বর্তমান অতীত জ্ঞানপ্রযুক্ত সপ্তম সৃষ্টি কথিত হয়। সেই ভূতাদিগণ, পরিগ্রাহী, সংবিভাগরত স্বাদন ও অনীল। ঐ ভূতাদিতে বিপদ্য আছে, শক্তি নাই। মনঃসৃষ্টি ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি। তন্মাত্র সৃষ্টি দ্বিতীয়, উহাকে ভূত-সৃষ্টি কহে। ইন্দ্রিয়-সৃষ্টি তৃতীয়, উহাকে বৈকৃত সৃষ্টি বলে। এইরূপে বুদ্ধিপূর্বক এই প্রাকৃত সৃষ্টি হইয়াছিল। চতুর্থ মুখ্য সৃষ্টি, উহাই স্থাবরসৃষ্টি। তৎপরে সপ্তম অর্ধাকু-শ্রোতা মানব-সৃষ্টি, অষ্টম অনুরূহ-সৃষ্টি; উহা সাত্বিক ও তামসিক, ইহাদিগের পাঁচটি বৈকৃত ও তিনটি প্রাকৃত সৃষ্টি। নবম কোমার-সৃষ্টি, উহা প্রাকৃত ও বৈকৃত। উহাদিগের মধ্যে প্রাকৃত সৃষ্টি তিনটি অবুদ্ধিপূর্বক ও অস্ত্র ছয়টি বুদ্ধিপূর্বক। বিস্তৃত-রূপে অনুরূহ-সৃষ্টি বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা সর্বভূতে চারিপ্রকারে বিদ্যমান আছে। এই এই প্রাকৃত ও বৈকৃত নয়টি সৃষ্টি স্বীয় স্বীয় কারণে পরস্পরে অনুরক্ত, পণ্ডিতেরা কহেন। ব্রহ্মা অগ্রে ঋতু সনৎ-কুমার সনক সনন্দ ও সনাতন এই কয়জন আশ্রিতুল্য মানস পুত্রের সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে ঋতু ও সনৎ-কুমার এই দুই জন উর্দ্ধরেতা ও সকলের প্রথমোৎপন্ন সূতরাং অগ্রজ। ইহারা প্রাচীন ও লোকসাক্ষী। অষ্টমকল্প অতীত হইলে বারাহ কল্প ভূর্লোকে তেজের সংক্ষেপ করিয়া আছেন। ইহারা উভয়ে মুমুকু, অতএব আশ্রায় আশ্রা আরোপিত করিয়া প্রজাধর্ম ও কামনা পরিত্যাগপূর্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন এতন্মধ্যে সনৎকুমার যেমন অবস্থায় উৎপন্ন, সেইরূপে বর্তমান বলিয়া ঐ নামে খ্যাত। উক্ত ঋতু প্রভৃতি মানস পুত্রগণ ভূত-সৃষ্টিতে অপ্রবৃত্ত, জ্ঞানী ও যোগমার্গে রত হইয়া প্রজা-সৃষ্টি না করিয়া লয়প্রাপ্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা কার্যসাধক জল অগ্নি পৃথিবী বায়ু অন্তরীক স্বর্গ সমুদ্র নদী শৈল বনস্পতি ওষধি বৃক্ষ লতা লব কাঠা কল মুহূর্ত সন্ধি রাত্রি অহঃ পক্ষ মাস অঘন ও বৎসরের সৃষ্টি করিলেন। ইহারা স্থানাভি-মানী ও স্থান নামে বিখ্যাত। ইহারা প্রলয় পর্যন্ত এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে। এক্ষণে দেব ও ঋষির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মরীচি ভূত অগ্নিরা প্লবস্ত্য প্লবহ ক্রতু দক্ষ অত্রি ও বসিষ্ঠ এই নয় জন মানস পুত্রের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই নয়জন মানস পুত্রই পুরুষে ব্রহ্মা

নামে প্রসিদ্ধ। ভগবান্ পদ্মবানি ব্রহ্মস্বরূপী ব্রহ্মবাদী সেই নয় জন মানসপুত্রের পূর্ব-মত স্থান কল্পনা করিয়া সকল ও মুখাবহ ধর্ম স্থজন করিলেন। সর্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্যবসায় হইতে ধর্ম ও সকল সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল হইতে ব্রহ্মার রুচি নামে মানসপুত্র জন্মগ্রহণ করিল। দক্ষ প্রাণ হইতে, মরীচি চক্ষু হইতে, ভৃগু হৃদয় হইতে, অঙ্গিরা মস্তক হইতে, অত্রি শ্রবণ হইতে, পুলস্ত্য উদান দেশ হইতে, পুলহ ব্যানদেশ হইতে বসিষ্ঠ, সমান দেশ হইতে ও ক্রতু তাঁহার অপানদেশ হইতে উৎপন্ন হইল। ইহারা ব্রহ্মার একাদশ দিবা পুত্র বলিয়া খ্যাত। প্রথমোৎপন্ন ধর্ম প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্মার পুত্র। পূর্বোক্ত ভৃগু প্রভৃতি নয় জন ব্রহ্মবাদী, গৃহস্থ ও ধর্ম প্রবর্তক। ঋতু ও সনৎকুমার, ইহারা উর্দ্ধরেতা, প্রথমোৎপন্ন বলিয়া সকলের অগ্রজ, প্রাচীন ও লোকসাক্ষী। ইহারা অষ্টম বর্ষ অতীত হইলে তেজের সংক্ষেপ করিয়া আছেন। ইহারা উভয়েই যোগী, সুতরাং আত্মায় আত্মা আরোপিত করিয়া প্রজা, ধর্ম ও কাম পরিত্যাগ-পূর্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন। সনৎকুমার উৎপন্ন অবস্থায় আছেন বলিয়া ঐ কুমার নামে খ্যাত। পরে ধ্যান করিবামাত্র মানসী প্রজা উৎপন্ন হইল। তাঁহার গাত্র হইতে কার্য ও কারণসহকারে ক্ষেত্রজ সৃষ্টি হইল। অনন্তর ভগবান্ মহাব্য, পিতৃ-পুত্র, বেদ, অহুর ও এই জলরাশি সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় আত্মযোগ করিলেন। উহা করিবামাত্র ভূমোমাত্র সমুৎপন্ন সৃষ্টি হইল। তাঁহার জন্মদেশ হইতে প্রথমে অহুর নামে পুত্র জন্মিল। অহু অর্থাৎ প্রাণ হইতে জন্ম বলিয়া উহার অহুর নামে বিখ্যাত। পরে তিনি যে শরীরে সুর-গণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন। উহা পরিত্যাগ করিবামাত্র সৌভরী রাত্রি উদ্ভূত হইল। প্রজাগণ ঐ রাত্রিকালে তমসাবৃত হওয়ায় সিংহগত হইয়া থাকে। ১৫২—২০১। তদনন্তর ব্রহ্মা রজঃ-রূপিণী অস্ত্র এক তনু ধারণপূর্বক মনে যে সকল পুত্রের সৃষ্টি করিলেন, রজঃপ্রিয় সেই পুত্রসকল মানসপুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। মনসী ব্রহ্মা সেই শরীরেই গৃহস্থ-পুত্র সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর, প্রজাপতি অহুর সৃষ্টিকরিয়া সঙ্কলনলা অব্যক্তা অস্ত্রা তনু আশ্রয় করিলেন। সনৎকুমার সেই তনুর পূজা করিলেন। তদনন্তর তাঁহার সেই শরীরে যোগ নিয়োগ করাতে মন প্রসন্ন হইল। তাঁহার মুখ হইতে দেবশীল দেবভাষণ উৎপন্ন হন। প্রজাগণ দেবতা-

নামে বিখ্যাত; যেহেতু সেই প্রজাপতি হইতে ক্রৌড়া-পরায়ণরূপে তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তই দেবতা নামে প্রসিদ্ধ। দেবজ্ঞা তাঁহা-দিগকে সৃষ্টি করিয়া, অস্ত্র এক শরীর আশ্রয় করিলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত সেই শরীর দিনরূপে পরিণত হইল; অতএব দেবগণ ধর্মকর দিনের উপাসনা করেন। তদনন্তর প্রজাপতি শুদ্ধ সত্ত্বরূপ অপর একটা শরীর অবলম্বন করিলেন। স্বয়ং জনকস্বয়ং হইয়া ধ্যান-পরায়ণ প্রজাপতি যে পুত্রগণের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে তাঁহার উভয় পার্শ্ব হইতে উৎপন্ন সেই সন্তানগণ পিতৃ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। প্রজাপতি যে শরীর অবলম্বন করিয়া পিতৃগণকে সৃষ্টি করিলেন, তৎকর্ণাৎ পরিত্যক্ত সেই শরীর সন্ধ্যারূপে প্রকটিত হইল। দেবভাগ্যের দিন এবং অহুরকুলের রাত্রি উভয়ের অন্তর্গত পিতৃগণের সন্ধ্যাই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী। অতএব দেব, অহুর, ঋষিকুল এবং মানব-গণ আনন্দিত হইয়া দিন ও রাত্রির মধ্যগত সন্ধ্যা-রূপা তনুর উপাসনা করেন, উক্ত প্রজা সৃষ্টি করত স্বকীয় সেই শরীর পরিত্যাগ করিলে তাহাই জ্যোৎস্না-রূপে পরিণত হইল। সেই জ্যোৎস্নার উদয়ে প্রজাবৃন্দ আনন্দিত হয়। মহাত্মা ব্রহ্মা এই সকল শরীর পরিত্যাগ করিবামাত্র উক্তরূপে রাত্রি দিন সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নারূপে পরিগণিত হইল। জ্যোৎস্না, সন্ধ্যা এবং দিন-স্বরূপিণী তনু সন্ধ্যাক্ষিক। রাত্রিরূপা তনু মাত্র তমঃ-স্বভাব। তাহাই নিশা বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রজাপতি আনন্দিতচিত্তে দিব্যরূপ তনু-ছুরা মুখ হইতে ষাংদেবের সৃষ্টি সাধন করেন, দিবসে বলবান্ তাঁহারা দিবা বলিয়া বিখ্যাত। লোকপ্রভু জন্ম হইতে যে শরীর দ্বারা অহুরগণের সৃষ্টি করেন, প্রাণ হইতে রাত্রিকালে জাত অহুরগণ সেই নিমিত্ত নিশি বলিয়া বিখ্যাত। অতীত এবং ভবিষ্যৎ মনস্তত্ত্বও দেব, অহুর, মানব ও পিতৃগণ ব্রহ্মার উক্ত স্থান সকল হইতে উৎপন্ন হন। জ্যোৎস্না, রাত্রি, দিন এবং সন্ধ্যা এই চারিটি; বাহা অন্তরূপে ভাসমান হয়; পণ্ডিতগণ তাহাকেই অস্ত্র (জল) বলুন। ১০২—২২১। তা বাতু দীপ্তি অর্থে উক্ত হয়; প্রজাপতি জল সৃষ্টি করিয়া দেব, মানব, মানব এবং পিতৃগণ ও অস্ত্রান্ত নানাপ্রকার সৃষ্টি করত সে তনু ত্যাগকরিলেন। তদনন্তর, অস্ত্র শরীর অবলম্বনপূর্বক জ্যোৎস্না সৃষ্টি করিলেন। তারপর প্রজাপতি তমঃ এবং রজঃপ্রায় শরীর অবলম্বন পূর্বক অন্ধকারে মুখাকুল অস্ত্র যে সকল প্রজা সৃষ্টি

করিলেন; তাহার। সৃষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া জলপানে উদ্যত হইলেন এবং এই জল রক্ষা করিব, এই কথা বলিতে ক্ষুধাবিষ্ট নিশাচরগণ বাক্স বলিয়া বিখ্যাত। ঐ প্রকারে ত্রকা কর্তৃক সৃষ্ট ঐ প্রজাগণ পরস্পর জুট হইয়া জলপান করিব বলিল, সেই গুঢ় কথার। গুহকগণ যক্ষনাঙ্কে বিখ্যাত হয়, রক্ষণাতু পালনার্থে অভিহিত হয়। এই প্রকার যক্ষণাতু ভক্ষণার্থে নিরুক্ত হয়। ধীমান প্রজাপতির সে সকল প্রজা দর্শন করিয়া কেশশীর্ণ হইল এবং তাহার।ও টুকিঁ উখানপূর্বক নীর্ণভূত হইয়া প্রজাপতিকে রোধ করে, তাহাদের মন্তক কেশহীন। বক্রগামী ব্যালগণ বাল বলিয়া প্রসিদ্ধ ও হীনত্বপ্রযুক্ত অহি নামেও বিখ্যাত। পতঙ্গপ্রযুক্ত পনগ এবং অপসর্পণ হেতু সর্প। প্রজাপতির ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হুদারূপ অগ্নিগর্ভ বিষ সর্পগণে প্রবিষ্ট হইল। তদনন্তর ত্রকা সর্পসমূহ সৃষ্টি করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন; তাহার। ক্রোধান্বিত কপিধবর্ণ উগ্র পিশিতাশন ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভূতত্বপ্রযুক্ত ভূত এবং পিশিত ভোজন করাতে পিশাচ। ২২২—২৩০। প্রসন্নভাবে গান করিতে করিতে ত্রকা যে সকল প্রজা সৃষ্টি করেন তাহার। গন্ধর্ব্ব নামে বিখ্যাত। ধ্বতি (খেদাতু) পানার্থে পাঠিত হয়, বাক্য পানপূর্বক যাহাদের জন্ম হইল, তাহার। গন্ধর্ব্ব বলিয়া বিখ্যাত। ষ্ঠেকশ্রষ্টা এই প্রকার আটপ্রকার দেবযোনি সৃষ্টি করিলেন। স্বভাবানুসারে পক্ষী দ্বারা পক্ষিসকল সৃষ্টি করিলেন। দেবশ্রষ্টা এইরূপে পশুকুল সৃষ্টি করিয়া পক্ষিসমূহ সৃষ্টি করিলেন। ত্রকা মূখ হইতে অজ এবং বন্ধঃস্থল হইতে মেঘ সৃষ্টি করিলেন। ত্রকা, উদর এবং পার্শ্ব হইতে গো, অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দভ, গবয়, মৃগ উষ্ট্র, অশ্বতর, কাঁকড়া এবং অন্ত্রাজ জাতির সৃষ্টি করেন। তাহার। যোম-বিবর হইতে কল, মূল ও ওষধি প্রভৃতির জন্ম হয়। লোকপ্রভু এই প্রকারে পশু, ওষধি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া বস্ত্রে নিয়োগ করিলেন। গো, অজ, পুরুষ, মেঘ, অশ্বতর এবং গর্দভ ইহারা গ্রাম্য বলিয়া অভিহিত। বজ্র সকলের বিভাগ শ্রবণ কর। ১ম ঋশব (স্ব্যাস্ত্রি) ২য় দ্বিখর, ৩য় হস্তী, ৪র্থ বাসর, ৫ম পক্ষী, ৬ষ্ঠ জলজ পশু, ৭ম সর্পীক (সর্পাদি) মহিষ পশু (গোসদৃশ জলকিশেধ) সিংহ, প্রবল, শরভ (অগ্নিপদ যুগ্মকিশেধ) বৃক (ব্যাঘ্র কিশেধ) ৭ম প্রকৃত সিংহ ইহারাও বজ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১০৭—১০৯। তদনন্তর তদনন্তর ত্রকা সৃষ্টির প্রথমে

প্রথম মুখ হইতে গান্ধারী, অশ্বৈদ ও ত্রিবং ছন্দান্বক রথন্তর, সাম এবং যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোম নিদ্রাণ করিলেন। পরে দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্বেদ, ত্রিষ্টুপ, ছন্দ পঞ্চকর্ষণসম্বন্ধ্যক স্তোম এবং বৃহৎসাম ও উকৃৎ ছন্দ স্বজন করিলেন। তদনন্তর পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ অগণ্ডীক্ষন্দ ও সপ্তদশ স্তোম বৈরূপ ও অতিরাত্র-নামক মন্ত্র স্বজন করিলেন। তাহার পর উত্তর মুখ হইতে অধ্বর্কবেদ, অমৃষ্টপছন্দ এক-বিংশতি সম্বন্ধ্যক আস্তোধ্যান্য মন্ত্র স্বজন করিলেন। ক্রমে বিদ্যা-বজ্রমেধ লোহিতবর্ণ ইন্দ্রধনু এবং তেজঃপদার্থ সকল স্বজন করিলেন। পরে সেই প্রজাসৃষ্টিকারী প্রজাপতি ত্রকার। গাত্র হইতে নানাবিধ ভূতসমূহ উৎপন্ন হইল। প্রথমে দেবতা, অদ্রব, মনুষ্য ও পিঙ্গণ এই চতুর্বিধ স্বজন করিয়া তিনি যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপরা মনুষ্য, কিন্নর, ক্লাক্স, পক্ষী, পশু, মৃগ এবং উবগ প্রভৃতি স্থাবর ও জলমা-ন্বক ভূতসকল সৃষ্টি করিলে যে সকল এই নিত্য ও অনিত্য স্থাবর জন্ম ভূতসমূহ সৃষ্টির পূর্বে যে যে কর্মপরায়ণ ছিল, পুনর্বার সৃষ্ট হইয়াও সেই সেই হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রুর, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ও সত্য অসত্য-স্বরূপ কর্ম প্রাপ্ত হইল। ভূতগণ সেই সেই কর্ম-কর্তৃক উদ্ভাবিত হওয়াতে তাহা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে অতিক্রমি হয়। ইন্দ্রিয়ার্থ মূর্ত্তি পঞ্চ মহাভূত ক্রিত্যদি সৃষ্ট হইলে, বিশ্বশ্রুতি স্বয়ং ভূতগণের স্বস্বকর্মে নিয়োগ করিলেন। এ বিষয়ে কোন মনুষ্য কর্ম-সম্বন্ধে পুণ্যকারণকে কেহবা দৈবকে মানেন। ভূত-চিত্তকগণ স্বভাকে স্বীকার করেন, দৈব ও পৌরুষকর্ম স্বভাব বশতই ফলবান হয়। কর্ম্যমার্গবর্তী জীবগণ, সংসার বৈচিত্র্যে প্রীতি পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কারণকে কারণ বলেন; আর সমদর্শী সাত্ত্বিক পুরুষগণ একমাত্র কারণ বলিয়া থাকেন। নিত্য মহেশ্বর প্রথমে বেদশাস্ত্র হইতে উৎপন্ন ঋষিদিগের নাম কল্পনা করিলেন এবং রাত্রেবসানে তাহাদিগকে বেদবিহিতরুতি-বিধান করিয়া দিলেন। অব্যক্তজন্ম ত্রকার। মানসী সিদ্ধি আশ্রয় করিয়া যে সকল স্থাবর জন্ম সৃষ্ট হইল রাত্রেবসানে তাহ। সৃষ্ট হইতে লাগিল। ২৪০—২৬০। স্বপ্ন দেখি-লেন, এই নিদ্রামান সৃষ্ট প্রজাসকল আর বুদ্ধি পাইজেছে না, তখন কেবল তমসাক্রম হইয়া শোকে কাতর হইলেন। অনন্তর, তিনি—বিশ্বগামী বুদ্ধি বিধান করিলেন। পরে দেখিলেন, সত্ত্ব ও রজঃ ভাগ করিয়া আশ্রয়িত নিরাক্ষর তমোমাত্র বর্তমান রহিয়াছে। অন্ধ-পতি ত্রকা সেই দুঃখে কাতর হইয়া জমোদ্রা দূরীভূত

করিলেন। তমঃ অপনয়ন করিবার পর সৰ্ব ও নরঃ আসিয়া তাঁহাকে আবৃত করিল। সেই তমঃ বিধবং-সিত হইয়া মিথুনরূপে উৎপন্ন হইল। তমঃ হইতে অধর্ম এবং শোক হইতে হিংসা উদ্ভূত হইল। অনন্তর সেই ভয়ঙ্কর মিথুন উৎপন্ন হইলে ভগবান্ গভাসু হইলেন। তখন প্রীতি ইহাঁকে আশ্রয় করিল। অনন্তর, ব্রহ্মা তমামর স্বীয় তনু নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সেই নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী উৎপন্ন করিলেন। ঐ নারী শতরূপা হইল। প্রভু ইচ্ছাবশতঃ ঐ নারীকে ভূতজনয়িত্রীরূপে নির্দেশ করিলে, সে স্বকীয় প্রভাব-বলে পৃথিবী ও আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিল। ব্রহ্মার সেই পূর্বতন তনু আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, যাহা স্রষ্টার শরীরাকৃতি হইতে শতরূপা হইয়াছে, সেই দেবী দশলক্ষবৎসর ছুর তপস্তা করিয়া এক প্রবল যশঃশালী পুরুষকে সান্নিধ্যরূপে প্রাপ্ত হইলেন। সেই পুরুষ পূর্বে স্বয়ম্ভূত মনু ছিলেন। একসপ্ততি যুগে এক যবন্তর হয়। ঐ পুরুষ সেই অযোনিসম্ভব শতরূপাকে পত্নী-স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া রতিক্রিয়া করেন। তজ্জন্ত তাঁহার নাম রতি হইল। আদি পুরুষ ব্রহ্মা কহাদিতে সৃষ্টিনিহিত-চিন্ত হইয়া বিরাট পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। সেই বিরাট হইতেও শতরূপা এক বৈরাজ মনু হইল। সেই বৈরাজ পুরুষ মনু প্রজা স্বজন করিলেন। সেই বীর বৈরাজ পুরুষ হইতে শতরূপা প্রিয়ব্রত ও উত্তান-পান নামক ত্রিলোকবিখ্যাত দুই পুত্র এবং সৌভাগ-বতী দুই কন্যা উৎপাদন করিলেন। সেই কন্যা হইতে এই সকল প্রজা উদ্ভূত হয়। উহার এক জনের নাম আকতি, দ্বিতীয়ার নাম প্রসূতি। স্বয়ম্ভূ-তনয় মনু দক্ষকে প্রসূতি প্রদান করিলেন এবং রুচি-নামক প্রজাপতিকে আকৃতি প্রদান করিলেন। বস্তু ও দক্ষিণা-নামক দুই যমজ মিথুন রুচিকর্তৃক আকৃতিগর্ভে উৎপাদিত হইল। ২৬১—২৭৯। দক্ষিণাতে যজ্ঞের স্বাক্ষর পুত্র জন্মিল। ইহাঁরা স্বায়ম্ভুব যবন্তরে শম-নামক দ্বৈতরূপে বিখ্যাত এবং এই যজ্ঞপুত্রগণ তজ্জন্ত বাম নামে অভিহিত হন। অজিত, শুক্রেশ্বর এবং বামগণ পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাও দ্বৈত হইয়াছিল। অনন্তর প্রভু দক্ষ সেই স্বায়ম্ভুবকন্যা প্রসূতিগর্ভে চতুর্বিংশতি লোকমাতা কন্যা উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে অতি জগদবতী এবং তেজস্বিনী। তাঁহাদের লোচন কমলদৃশ। তাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী এবং এই বিশ্বসংসারের জননী।

প্রভু ধর্ম প্রজা, লক্ষ্মী, যুতি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, যুক্তি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্তি এই জ্ঞেয়াদিশ কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ইহা-দিগকে ধর্মের দায়রূপে বিহিত করিলেন। ঐকন্যাদের মধ্যে অবশিষ্ট এগারটা যুগবতী ও লক্ষ্মীর ইচ্ছায়া সতী, খ্যাতি, সমৃদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্রমা, সমতি, অনুস্ময়া লজ্জা, স্বাহা এবং স্বধা নামে অভিহিত। রুদ্র, ভৃগু, মরীচি, অস্মিরা, পুন্ড্র, পুন্ড্র্য, অজি, বসিষ্ঠ পিতৃগণ এবং অগ্নি ঐ কন্যাগণকে গ্রহণ করিলেন। দক্ষ, মহাদেবকে সতী, ভৃগুকে খ্যাতি, মরীচিকে সমৃদ্ধি, অস্মিরাকে স্মৃতি, পুন্ড্র্যকে প্রীতি, পুন্ড্রকে ক্রমা, ক্রতুকে সমতি, অজিকে অনুস্ময়া, বসিষ্ঠকে উজ্জ্বা, অগ্নিকে স্বাহা ও পিতৃলোককে স্বধা প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের পুত্রগণের বিবরণ প্রবণ কর;—ঐ মহাভাগা অবলাগণ, সৃষ্টিকাল হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সকল যবন্তরেই সজ্ঞান প্রসব করিয়া জীবগণের কুশল বিধান করেন। ব্রহ্মা কামকে প্রসব করিলেন ও লক্ষ্মীর পুত্র দর্প, যুতির পুত্র নিময়, ভৃগুর পুত্র সম্ভোষ, পুষ্টির পুত্র লোভ, মেধার তনয় শাস্ত্র, ক্রিয়াদেবীর দুই পুত্র দম ও শম, যুক্তিদেবীতে বোধ ও অবোধ এই পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হন। লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবসায়, শান্তির তনয় মঙ্গল এবং সিদ্ধি হইতে সুখ ও কীর্তি হইতে যশ উৎপন্ন হন। ইহাঁরা সকলেই ধর্মের পুত্র। প্রীতির গর্ভে দেবী কামের হর্ষ নামে পুত্র উৎপন্ন হন। এই সুত-পরম্পরা ধর্মের সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়; অধর্ম হইতে হিংসা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ হিংসার পুত্র অনৃত ও কন্যা নিকৃতি। ঐ নিকৃতির গর্ভে অনৃতের ঔরসে ভয় ও নরক এই পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। ঐ উভয়ের যথাক্রমে মায়া ও বেদনা দুই পত্নী। তন্মধ্যে মায়া ভয়ের ঔরসে সর্বভূতসংহর্তা মৃত্যুকে প্রসব করিয়াছেন। নরকের ঔরসে বেদনার গর্ভে রৌদ্রস্ব নামক পুত্র জাত হইয়াছে এবং মৃত্যুর পুত্র ব্যাধি, জরা, শোক, ক্রোধ ও অহুয়া, ইহারা সকলেই অপরিসীমক ও দুঃখজনক ইহাদের ভার্য্যা নাই, পুত্র নাই, ইহারা ব্রহ্মার তামস সৃষ্টি। ঐ সকল দেবাহুয়া ব্রহ্মা জীব-গণকে ধর্ম শিক্ষা দিচ্ছেন। পূর্বে ভগবান্ নীল-লোহিত প্রজাসৃষ্টির প্রজ্ঞ ব্রহ্মা কর্তৃক আদিত হইয়া, কণকাল চিন্তা করিবার পর ব্যাঘ্রচর্ম-পরিধারী অশ্ব-ভূগা-বলশালী মহত্ত্ব মহত্ত্ব রামসপুত্র স্বজন করিলেন। উহাঁরা রূপে, তেজে, বলে ও বিদ্যায় শিবের সাদৃশ্য। উহাঁরা কবচী, কন্দারী, পিকল, লোহিত এবং সিংহের

। উন্নত ও জটিলবৈশাখ্যারী অভিলীর্ণ বিরূত-রূপ
বশরূপ-স্বরূপ; উইয়ার নুপপালধারী ও দৃষ্টিসংহারী।
ঐ শত শত বলশালী দ্বিবা পুরুষগণ রথারূঢ়, চর্ম্মা,
বর্ম্মা, বর্ম্মা এবং আকাশপথে বিচরণশীল। উইয়ার
ত্রিলোচন, চতুর্মুখক বিজিহ্বর এবং উইয়ার অন্ন ও
মাংস ভক্ষণ করেন। উইয়ার যজ্ঞীয় হবি ও সোমরস
পান করেন। সকলেই উজ্জ্বরেতা, নীলকণ্ঠ, উজ্জ্ব কপাল,
হব্যভোজী ও বিখ্যাত ধর্ম্মশীল। কেহ কেহ উপবিষ্ট
ও ধাবমান। তাঁহারা পঞ্চভূতাত্মক শিখাশালী
অধ্যাপক; অধ্যয়নশীল জপপরায়াণ যোগশীল এবং
সকলেই ধুমবান। অগ্নির জ্বায় প্রজ্জলিত বলিয়া, অতি
দীপ্তিশালী বয়ঃপ্রাপ্ত বৃদ্ধিমান ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রিয়দর্শন নীল-
গ্রীবাবিশিষ্ট সহস্রনয়ন ক্ষমাশীল সর্গজীবের অদৃশ্য
পরমযোগী মহাভোজ্য এবং বারম্বার ভ্রমণ-লম্বন ধাবন-
ভ্রমণের সুরগণের মধ্যে প্রেষ্ঠ। ঐ সকল যুবক রুদ্রগণ
সৃষ্ট হইলে, ব্রহ্মা অবলোকন করিয়া মহাদেবকে
কহিলেন, হে দেব! ঈদৃশ প্রজা সৃজন করিবেন না।
আপনার সদৃশ এরূপ জরামৃত্যুবিহীন প্রজা সৃজন
করা উচিত নহে। হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার।
অস্ত্র নবর প্রজা সৃজন করুন, এরূপ মৃত্যু-রহিত
প্রজাগণ সমসং কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে না।
২৮০—৩১৫। মহাদেব এইরূপ উক্ত হইয়া ব্রহ্মাকে
কহিলেন, জর্য-মরণশীল প্রজা আমি সৃজন করিব না।
তোমার মঙ্গল হউক, আমি নিরন্তর রহিলাম; তুমি
তাদৃশ প্রজা সৃজন কর। এই যে বিরূতরূপ সহস্র
সহস্র নীললোহিত সৃজন করিলাম; ঐ প্রজাগণ
আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; একারণ উইয়া
মহাবলপরাক্রান্ত রুদ্রনামক দেবতা হইবে এবং
পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও পিতৃসমূহ আশ্রয় করিয়া থাকিবে
এবং একান্তা শতরুদ্র হইয়া সকল দেবগণের সহিত
বজ্রভাগ প্রাপ্ত হইবে ও প্রতি মনন্তরে যে সকল
দেবগণ উৎপন্ন হইবেন সেই সকল দেবতার
সহিত একত্র পূজিত হইয়া মহাশ্রয় পর্য্যন্ত
অবস্থান করিবেন। তখন বীমান মহাদেব এইরূপ
কহিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রফুল্লমুখে তাঁহাকে নমস্কার
করয়া প্রভূভক্ত করিলেন; হে প্রভো! আপনি
ধাংহা কহিলেন, তাহাই হউক। অনন্তর ব্রহ্মার
আদেশেই সকল হইতে লাগিল ও তৎকালে দেবদেব
স্বাপু আর প্রজা সৃজন না করিয়া মহাশ্রয় পর্য্যন্ত
উজ্জ্বরেতা হইয়া রহিলেন। ঐ প্রভু হিত স্বর্গাৎ
প্রজাহ্রজনে নিরন্তর রহিলাম, এইরূপ পূর্বে কহিয়া-
ছিলেন বলিয়া স্বাপু নামে অভিহিত হন। স্বাধ্য

ও অগ্নির জ্বায় ভেজস্বী ঐ দেব প্রধান, পুরুষ
মহাদেব অর্কশরীর নারীরূপ; কারণ উনি স্বয়ং
অর্কেক স্ত্রী ও অর্কেক পুরুষ এই দ্বিপ্রকার হইয়া-
ছেন এবং ঐ পরমেশ্বরই অস্ত্র একাদশভাগে বিভক্ত
হইয়া একাদশ রুদ্ররূপে অবস্থান করেন। তথায় যে
নারী থাকেন, তিনি সেই মহাভাগা ঈশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গ-
রূপিণী। পূর্বোক্ত মহাদেবই ঐ নারী এবং ঐ দেবীই
পূর্বে প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক আরাধিতা হইয়া জগতের
হিতার্থে সতীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কোন
কারণাধীন তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ শুরু ও বাম অঙ্গ কৃষ্ণ;
উনি পূর্বে শরীরের বিভেদার্থ শত্বেদকর্তৃক কথিতা
হইলে পর, শুরু ও কৃষ্ণ এই দ্বিপ্রকার হইয়াছেন।
হে বিজগৎ! সেই দেবীর নামসকল কহিতেছি
অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা
মেধা, লক্ষ্মী, সন্ন্যস্তী, সতী, দাক্ষায়ণী, বিদ্যা, ইচ্ছা,
ক্রিয়াত্মিকা, শক্তি, অপর্ণা, একপর্ণা, একপাটলা, উমা,
হৈমবতী, কলাগণী, একমাতকা, খ্যাতি প্রজ্ঞা,
মহাভাগা, গৌরী, গণা, অম্বিকা, মহাদেবী নন্দিনী,
জ্ঞাতবেদনী, সাবিত্রী, বরদা, পৃথ্বী, পবনী, লোক-
বিশ্রুতা, আজ্ঞা, অবেশনী, কৃষ্ণা, তামসী, সাত্ত্বিকী,
শিবা, প্রকৃতি, বিরূতা, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাথিনী,
কালরাত্রি, মহামায়া, রেবতী, ভূতনায়িকা। তিনিই
সর্বময়ী, কেবল রূপমাত্র পৃথক্। স্বাপর যুগের অন্তে
তাঁহার এই সকল নাম, গোতমী, কৌশিকী, আর্ধ্যা,
চণ্ডী, কাত্যায়নী, কুমারী, যাবদী, দেবী, বরদা, কৃষ্ণ-
পিত্তলা, বহির্ধ্বজা, শূলধরা, পরমা, ব্রহ্মচারিণী, মহেন্দ্র-
ভগিনী, উপেন্দ্রভগিনী, দৃষদ্বতী, একশূলধরু, অপরা-
জিতা, বহুভূজা, প্রচণ্ডা সিদ্ধুবাহিনী, শুভ প্রভৃতি
দানবঘাতিনী, মহামহিষমর্দিনী, অমোঘা বিদ্যানিলয়া,
বিক্রান্তা ও গণনায়িকা। আমি দেবী ভদ্রকালীর এই
অতি ফলপ্রদ নাম সকল কহিলাম; যে মানবেরা ইহা
পাঠ করে, তাহারা নিম্পাপ হয় এবং অরণ্যে, পর্ব্বতে,
নগরে, গৃহে, জলে, স্থলে যে কোন ভয়স্থানে এই
সকল পাঠ করিলে ব্যাধি কুস্তীর চোরাদি যে কোন
হিংস্রক হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; অতএব সকল
আপংকলেই দেবীর এই নাম সকল সঙ্কীর্তন করিবে
এবং আর্ধ্যক, গ্রহভূত ও পুণ্ড্রা প্রভৃতি মাতৃগণ কর্তৃক
আক্রান্ত বালকগণের রক্ষার্থ এই নাম ধারণ করাইবে।
ঐ প্রধান মহাদেবী—প্রজ্ঞা ও ত্রী এই দুই অংশে
কীর্ণিত হন। তাঁহাদিগের হইতেই সহস্র সহস্র
দেবী উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র জগৎ
ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। পরমেশ্বর দেবদেব রুদ্র

জগতের হিতার্থে সর্বদা ঐ সতীদেবীর সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করেন এবং ঐ রুদ্ধ ত্রিপুরদাহের জন্ত স্বয়ং পশুপতি হইয়াছিলেন ও তাহার তেজ সকল দেবগণ পশু হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই কল্যাণময় প্রথম সৃষ্টিক্রম পাঠ বা শ্রবণ করে কিংবা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায় সে ব্রহ্মলোকে গমন করে। ৩৬—৩৮৭।

সম্প্রতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসম্প্রতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন। হে প্রভো! সংক্ষেপে ও বিস্তারে এই মঙ্গলময় সৃষ্টিক্রম কহিলেন। এক্ষণে বলুন কি কারণে মহেশ্বর ত্রিপুরদাহের জন্ত পশুপতি হইয়াছিলেন। হে প্রভো! সত্রঙ্গা ও দেবগণ তৎকালে পশুভাবাপন্ন হইলেন কেন? পূর্বকালে ময়দানবের তপোবলে নির্মিত হৈমরাজ ও লৌহময় এই অনুত্তম ত্রিপুরদুর্গ দৈব-দেব দম্ব করিয়াছিলেন, এইটাই আমরা শুনিয়াছি। কিরূপে ভগনৈত্র-নিপাতন ভগবান্ দিব্য একটী ইয়ুনিপাত করিয়া পুরত্রয় দাহ করিলেন; আর কেনই বা বিরূপাক্ষিত ভূতগণ সেই পুরত্রয় দম্ব করিতে পারিল না? পুরসমূহ সকল বরলাভ অতি সংক্ষেপে শুনিয়াছি, হে সুব্রত! ইদানীং সেই সকল দহনব্যাপার আপনাকে আমাশ্বের বলিতে হইবে। তাহাদিগের সেই বাক্য শুনিয়া পৌরাণিকোত্তম সূত, বিদ্যার্থসূচক ব্যাস-নিকটে যেরূপ শুনিয়াছিলেন, সেইরূপ কহিতে লাগিলেন। ত্রিলোকবাসী, মন বাক্য ও কায়ে নিরন্তর শাপ প্রদান করিতে তার পুত্র তারকা-সুর সবাঙ্কব স্বন্দকর্তৃক অতি যত্নে নিহত হইলে তাহার পুত্র মহাবল বিদ্যামালী, তারকাক ও কমলাক ইহারা অতিশয় বীর্যবান্ মহাত্মা ও মহাবল-পরাক্রম হইলেও তপস্বী আচরণ করিতে লাগিলেন। পরম নিয়মে অবস্থিত হইয়া উগ্রতপস্বী আচরণপূর্বক তপোবলে দ্বৈত কৃশ করিলেন। পিতামহ প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে দৈত্যগণ কহিল, প্রভো! আমরা বেন সর্বভূতের সর্বদা অবধ্য হই। তাহারা লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকটে এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে লোকপ্রভু অব্যয় ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন। ১—১২। হে অনুসরণ! তোমরা নিরুদ্ধ হও, কেন না সকল প্রকারে অমর কেহই হইতে পারে না; অতএব এত-ক্ষিণ তোমাদের ধাতাতে সমভিকৃতি হয় সেই বর গ্রহণ কর। অঙ্কুর তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া অতিশ্রুত

বিষয় অবধারণপূর্বক জগৎগুরু ব্রহ্মাকে প্রনিপাত করত তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে জগৎগুরু! হে লোকেশ! তোমার প্রদানে আমরা পুরত্রয় নির্মাণ করিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিব। এবং হে অনন্য! সহশ্রবৎসরমধ্যে পরস্পর সঙ্গত হইব আর এই পুরত্রয় একীভাব লাভ করিবে। হে ভগবন্! যিনি সমাগত পুরত্রয় একটী বাণদ্বারা হনন করিতে পারিবেন, সেই দেবই আমাদের মৃত্যুরূপ হইবেন। এবমন্ত, এই কথা তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়া প্রজাপতি, স্বধামে গমন করিলেন। অনন্তর ময় দৈত্য স্বকীয় তপোবলে পুরত্রয় নির্মাণ করিলেন। সেই মহাত্মাদিগের পুর-ত্রয়ের স্বর্গভাগ কাঞ্চনময়, আকাশভাগ রক্ততম, পৃথিবীভাগ লৌহময় হইয়াছিল; একএকটী নগর বিস্তার ও দৈর্ঘ্যে সমান—শতযোজন। তারকাক দৈত্যের কাঞ্চনময় পুর, কমলাক দৈত্যের পুর রক্ত-নির্মিত, বিদ্যামালী-দৈত্যের লৌহনির্মিত, এই ত্রিবিধ-দুর্গ উত্তম। বলবান্ ময়দানব, দৈত্যদানব-পুঞ্জিত হইয়া হিরণ্য রাজত ও আয়স এই ত্রিবিধ পুরমধ্যে নিজের আশ্রয় নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, হে সুব্রতগণ! সেই পুরত্রয়, দৈত্যগণের পরমদুর্গরূপে পরিণত হইল। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সেই পুরত্রয় অপর ত্রৈলোক্যব্যৎ দীপ্যমান হইতে লাগিল ॥ ১৩—২৩ ॥ পুরত্রয় নির্মিত হইলে তৎকালে দৈত্যগণ পুরত্রয়ে প্রবেশ করিয়াই জগৎত্রয়ের মধ্যে অতিশয় বলী হইয়াছিল। সেই পুরী কল্পক্রমসমাকীর্ণ বহুতর, গজযজিবাশু, নানাপ্রাসাদে পূর্ণ ও মণিমালা-শোভিত; স্বর্ঘ্যমণ্ডল সদৃশ বীজীল; অনুত্তম পদ্ম-রাগমণিশালী এবং চন্দ্রবৎ বিমানসকলে শোভিত। সেই পুরত্রয় ভিন্ন ভিন্ন অনুত্তম কৈলাসশিখরোপম দিব্য প্রাসাদ ও গোপুর (পুরদ্বার) সমূহে শোভিত। তথায় দিব্যাস্ত্র-সহিত সিদ্ধচারণ ও গন্ধর্ব্বগণ বিরাজ-মান। হে বিজ্ঞাতমগণ! সেখানে প্রতিগৃহে বহুতর রুদ্ধাশ্রয় প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল রুদ্ধাশ্রয়ে অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণগণ রুদ্ধের সেবকরূপে অবস্থিত। সকল স্থানে বাপী, কূপ, তড়াগ ও দীর্ঘিকা পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিত। তথায় মত্তমাতঙ্গবৃক্ষ, সুশোভন চক্রবর্ত, বিবিধাকার, বিচিত্র ও বিধিযুক্ত বৃক্ষসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত এবং সত্য, প্রাণী (জলজন্তু) ও নানাপ্রকার ক্রীড়া স্থানসমূহে সে স্থান অলঙ্কৃত। বিবিধ বোদাশ্রয়, গৃহ, চারিদিকে বর্তমান; অধিক আর কি যথ্যমায়-নির্মিত সেই পুরত্রয়, কোন প্রাণী মনদ্বারা ধর্ম্ম করিতে

পায় না। হে মূনিপুত্রমণ! সেই পুরের সকল স্থানে
পতিভ্রাতা নারীগণ বিচরণ করিতেছেন। মহাভাগ
দৈত্যোৎপত্তি মৎস পাণ করিলেও শব্দের অর্জনে
পাণপুত্র এবং শ্রোত, স্মার্ত, ধর্মজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞে নিরন্তর
আমি ক'লানিবে এবং তাহারা মহাদেবের দেবতা ত্যাগ
করিয়া কেবল রুদ্রার্চনে নিরত। ব্যাটোরক, বৃষস্কন্ধ,
সদা সকল প্রকার আয়ুধধারী ও সর্বদা মুগ্ধিত;
তাহাদিগের নমনীয় দাব্যিসদৃশ ত্রৈলোক্য-দর্শন।
তাহাদিগের মধ্যে কেহ প্রশান্ত, হুপিত, কুজ, বামন
কেহ বা নীলোৎপলদলসদৃশ শ্রামবর্ণ নীলকুক্ষিত-
কেশকলাপ, কেহ বা নীলাঙ্গি বা স্থাপুর তুল্য, কেহ
বা জলধর গর্জনবৎ গর্জনকারী ইহারা সকলে যুদ্ধাশ্রয়
যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ ও ময়কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই
পুরী ভ্রমিত করিতে লাগিল। সেই পুরী সমরাতুরাগী,
হৃদয়, হর-মখন দৈত্যগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত। তাহারা
শিবপ-পূজনে লব্ধ-বলবীর্ঘ্য রবিতুল্য, তেজস্বী ও
অস্ত্রাশ্রয় দেবগণ ও সুররাজ সদৃশ কমলীয়দর্শন।
২৪—৩৭। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! যেসকল ক্রমশ্রেণী
দাব্যি কর্তৃক দম্ব হয়, তদ্রূপ দৈত্যগণের এতাদৃশ
বৈভব হইয়াছিল যে, ইন্দ্র সমেত দেবগণ পুরত্রয়ের
অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা
দগ্ধ হইতে থাকিলে যখন দেখিলেন নিরুপায়, তখনই
দেবের হরিকে অভিবন্দনা করিয়া সেই অপ্রতিম
তেজস্বী হরিকে সকল বিষয় কহিলে ত্রীমান নারায়ণ,
তিনিও চিন্তা করিতে লাগিলেন; কি করা উচিত?
অন্যদিক দাব্যি সেই ভগবান্ দেবকার্য-বিষয়ে অতীষ্টদাতা
এইরূপ মনে করিয়া যজ্ঞমূর্ত্তি জনার্দন, যজ্ঞপুরুষকে
স্মরণ করিলেন। কেন না, তিনি যজ্ঞভূত্ব, যজ্ঞা,
ঈশান বাসীলগণের মনোবাস্তাপুরক ও প্রভু। অনন্তর
দেবকার্যসিদ্ধির নিমিত্ত তখন সেই যজ্ঞপুরুষ স্মৃত
হইয়া উপস্থিত হইলে, সেই সময় ইন্দ্রসমেত দেবগণ
সেই পুরুষকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। ভগবান্
নারায়ণও, যজ্ঞরূপী সেই সনাতন পুরুষকে ও ইন্দ্রসমেত
দেবগণকেও দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন; উপস্থিত
উপ-বাগধারী পরমেশ্বর শিবকে তোমরা পূজা কর;
তাহা হইলে পুরত্রয়ের বিনাশ ও ভ্রিগুগণের বিভ্রুতি
লাভ হইবে। হৃত কহিলেন, অনন্তর দেবসেবের
কেই ব্যক্তি স্রবণে মনঃসিংহাসন করিয়া সেই বীজান্
দেবগণ যজ্ঞশ্রুতকে স্তব করিলেন। অনন্তর ভগবান্
হরেশ্বর জনার্দন স্বকীয় চিত্তা করিয়া পুনরায় সেই
ত্রিংশপদকে কহিলেন; স্মার্যপূর্বক বা স্মার্যপূর্বক,
প্রাণিবর্জন, দহন, ভোজন করিলেও যদি কোন পুরুষ

মহাদেবকে পূজা করে, তাহা হইলে সে পুরুষ অপাপ
হইবে; এ বিষয়ে সংশয় নাই। অপাপগণকে হনন
করিলে না, পাণিষ্টগণই হননীয়, এ বিষয়ে সংশয়
নাই। হে সুরোত্তমগণ! অস্থরগণ ত্র্যম্বক ও পানী;
তোমরা মহাবল হইলেও পরমেষ্টী ব্রহ্মের প্রভাবে
তাহাদিগকে বধ করিতে পারিলে না। ৩৮—৪৯।
হে দেবগণ! আমি কে? ব্রহ্মাই বা কে? দেবসি-
ংহন দৈত্যগণই বা কে? মহাত্মা, মূনিগণ তাহারাই
বা কে? বিভুর প্রসন্নতা যে পুরুষ আছে, সেই
খানেই বিষ্ণু, ব্রহ্ম, বীরত্ব ও মাহাত্ম্য বর্তমান।
যিনি সপ্তবিংশ তত্ত্বরূপ ও নিত্য; যিনি পরাংপর ও
প্রভু, যিনি বিশ্বেশ্বর ও অমরেশ্বর, যিনি জগদ্বন্দ্য ও
বিশ্বাধার; তিনিই সর্বদেবতামী, তিনিই মহেশ্বর;
অবলীলাক্রমে তিনি দেব ও দৈত্যগণ এইরূপ বিভাগ
করিয়াছেন, দেবগণ তাহার একাংশ অর্থাৎ (শিবসিংহ)
পূজা করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন; ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি বিষ্ণু প্রাপ্ত হইয়াছি।
এই জগতে তাঁহাকে পূজা না করিয়া কোন
পুরুষ সিদ্ধি ইচ্ছা করিতে পারে? তিনিই লিঙ্গার্চন-
বিধি বলে ধর্মনিষ্ঠ ও শ্রোত-স্মার্তবিধিজ্ঞ। তিনিই
সকল দৈত্যগণকে হনন করিতে পারেন। উপসদ
যজ্ঞে প্রভু রুদ্রকে যথাত্মায়ে পূজা করিলেই
আমরা দৈত্যসন্তমদিগকে জয় করিব। তারকাক্ষ
ও ময়দানব, যে রক্ষা করিতেছে, ত্রিপুর সেই
একীভূত ক্ষতিক সদৃশ স্তম্ভ আকাশস্থ; অকিতীয় ত্রিপুর
সেই ভগবান্ ত্রিনেত্র ব্যতিরেকে কোন পুরুষ হনন
করিতে সমর্থ হইবে? হৃত কহিলেন, এই প্রকার
কহিয়া হরি উপবিষ্ট হইয়া উপসদ যজ্ঞে প্রভুকে পূজা
করত সহস্র সহস্র ভূতগ্রাম দর্শন করিলেন। তাহা-
দিগের হস্তে শূল, শক্তি, গদা, টঙ্ক, পাষাণ, শিলায়ুধ
এই প্রকার শস্ত্র সকল বর্তমান। তাহারা নানা
বেশধারী, কালামিরুদ্রসদৃশ ভয়ঙ্করদর্শন ও কাল-
রুদ্রোপম। হরি সেই সময় প্রসিপাত করিয়া অবস্থিত
তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা দৈত্যপুরুষের
গমনপূর্বক দৈত্যগণকে যথাসম্ভব হনন, ভেদ ও
ভোজন করিয়া পুনরায় তোমরা যেখানে হইতে আগমন
করিয়াছ, সেই স্থানে গমন করিও। এই প্রকার
করিলে তোমাদিগের ভূতি (ঐশ্বর্য) বৃদ্ধি হইবে;
অনন্তর দেবেশ নারায়ণকে প্রণাম করিয়া যেমন শপত-
গণ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া নষ্ট হয়, তদ্রূপ তাহারা
সকলে ত্রিপুরারূপের প্রবেশ করিয়া নষ্ট হইল; অনন্তর
সেই ভূতগণ দেবের শিবের আত্মাক্রমে নষ্ট

হইলে মহত্ব সহস্র নৈতাগণ, নৃত্য, হর্ষ ও গান করিতে গিল। ৫০—৬২। এবং পরমাত্মরূপী ঈশ্বর দিব্যে ক্রমে দিব্য করিল। অনন্তর ঈশ্বরকালমধ্যে ইন্দ্রসম্মত দেবগণ ধ্বজবাহী ও পরাজিত হইয়া ভয়ক্রমে উপেক্ষ-সমীপে গমনপূর্বক অধিষ্ঠান করিলেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম পরাজিত ও সন্তপ্ত দেবগণকে দর্শনপূর্বক সন্তপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ও আমার কি করা উচিত? পরমোষ্ঠি-প্রসাদে সেই নৈতাগণেরও বলহানি করিয়া কিরূপে দেবকাণ্ড সিন্ধি করিব, বিচার করিয়া দেখিলেন। ধর্ম্মিষ্ঠ দৈতাগণের পাপ নাই এইটি নিশ্চয়। সেইজন্ত উপ-সলোত্তর ভূতগণ তাহাদিগকে বধ করিতে অসমর্থ হইল না। ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পাপ বিক্ষিপ্ত হয়, ধর্ম্মে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে ঈশ্বর লাভ হয়, এই প্রকার সনাতনী ঋতি আছে। সেই সকল নৈতা ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া তাহারা অবধ্য হইয়াছে। হে বিজ-পুঞ্জবগণ মহৎ পাপ করিলেও যাহারা রুদ্র-অর্চন। করে তাহারা রুদ্রপরায়ণ হইয়া মুক্ত হইবে। স্তত্ব কহিলেন, হে দেবগণ! সেই জন্ত আমি দেবকাণ্ডার্থ নিজ মায়ায় দৈতাগণের ধর্ম্মবিয় আচরণ করিয়া ঈশ্বরকাল-মধ্যে ত্রিপুর জয় করিব। স্তত্ব কহিলেন, ভগবান্ পুরুষোত্তম এরূপ বিচার করিয়া হুরারিগণের ধর্ম্ম মনে মনে করিতে ব্যবসিত হইলেন। ৬৩—৭২। নারায়ণ বলিলেন, অচ্যুত মায়া অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্ম বিদ্বাৰ্থ আত্মসম্ভব মায়ায় পুরুষ স্বজন করিলেন। কামরূপধ্বজ ও জগতের শাস্তা পুরুষোত্তম যাহাতে ধর্ম্মবিদ্বাৰ্থ হয়; এতাদৃশ মায়ায় শাস্তা ও প্রচার করিলেন। সেই শাস্তা সকলের মোহজনক ও দৃষ্ট-প্রত্যক্ষজনক। নিজাঙ্গসমুৎপন্ন পুরুষকে এই মায়ায় শাস্তা উপদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে যোললক্ষ গ্রন্থ আছে; এই শাস্তা-প্রোক্ত ও স্মার্ত্তবিরুদ্ধ ও বর্ণাশ্রম-বর্জিত। ইহাতে অস্ত্র আর কিছুই নাই; কেবল ইহকালেই স্বর্গ ও নরক এইরূপ জ্ঞানজনক বাক্যই ইহাতে নিবেশিত। ভগবান্ হরি, অচ্যুত স্বয়ং আত্মসম্ভব পুরুষকে সেই শাস্তা উপদেশ করিয়া পুরত্রয়-বিশাখা তাহাকে কহিলেন, ভোঃ পুরুষ! তুমি সত্ত্ব ত্রিপুরাশাখা গমন করিতে উদ্যোগী হও এবং সেই স্থানে গমন করিলে তাহাদিগের ঋতি-স্মৃতি-প্রতিপাল্য ধর্ম্ম সকল ক্রান্ত হইবে; ইহাতে সংশয় নাই। অনন্তর নরশাস্ত্রবিদগণ সেই পুরুষ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সত্ত্ব ত্রিপুরাশাখা প্রবেশপূর্বক মূনিবেশনারী অর্থাৎ শাক্যমুনি এই নামেই বিখ্যাত হওত মায়া বিস্তার

করিলেন। ত্রিপুরবাসী নৈতাগণ, তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ঋতি-স্মৃতি-নিষ্পন্ন ধর্ম্ম ত্যাগপূর্বক তাহার শিষ্য হইল এবং পরমেশ্বর শঙ্করকে পরিভ্যাগ করিল। ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে ঋষিসত্তম নারদও মায়া জ্বল-লম্বন করিয়া সেই নগরে প্রবেশপূর্বক মায়ী শাক্যমুনির সহিত দীক্ষিত হইয়া শিষ্য ও প্রশিষ্যগণে স্বয়ং পরিবৃত হইলেন এবং তিনি ত্রীশ্রবণের অভিচার-কল-সিদ্ধি দ্বীপার্থ প্রচার করিলেন। ত্রিপুরবাসিনী বনিতারা অভিচারক্রিয়ায় সদ্যই ফল লাভ হয়, দেখিয়া ত্রীশ্রবণ (ব্রতাদি) আচরণ করিতে লাগিলেন এবং তাহারা পত্নীক পদেবতার নিন্দা করিয়া অস্ত্র পুরুষে আসক্ত হইল। কলিযুগে অদ্যাপি নারদ মুনির গৌরব বিখ্যাত আছে। ৭৩—৮৪। তাহাতেই অধমা নারীগণ স্ব স্ব ভত্তা পরিভ্যাগ করিয়া স্বৈরচারিণী হয়। ত্রীশ্রবণের ভর্ত্তাই মাতা পিতা বন্ধু সখা মিত্র ও বান্ধব ইহাতে সংশয় নাই; তাহারা ভর্ত্তার প্রেমে পুলকিতগাত্রা হইয়া যদি মহৎ পাপ করে, তাহা হইলেও পরম স্বর্গ-লাভ করবে; ইহার বিপর্যয় ঘটিলে নরকগামিনী হইবে। হে মুনিশাঙ্গলগণ! যাহারা অস্থিতা সাধনী, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম অস্ত্রদেবগণ ও জগদগুরু ইহাদিগকে পূজা না করিয়া কেবল পতিপূজা করাতে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বরশূতা হওত নিত্য সুখভোগ করিতেছেন; অস্ত্রাসক্ত বনিতারা নরকগামিনী হইয়াছে। সেই জন্ত ত্রীশ্রবণের ভর্ত্তাই পরম উপায় স্বরূপ। এংলে মুন্সরীরা বিষ্ণুর মায়ায় বশীভূত হওয়াতে পূর্বোক্ত পাতিব্রত ত্যাগ করিয়া স্বৈরবৃত্তি হইয়াছিল। তৎকালে বিষ্ণুর আদেশে অলঙ্কার স্বয়ং ত্রিপুরবাসিনী হইলেন এবং যে লঙ্কারে তপোবলে পরমেশ্বর নিকট হইতে তাহারা লাভ করিয়াছিল, সেই লঙ্কা ত্রক্ষরূপী নারায়ণের আদেশে তাহাদিগকে পরিভ্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে গমন করিলেন। মায়ায় পুরুষ ও নারদ ইহার উভয়ে দৈত্য ও তৎ-বনিতাদিগকে বিদ্বায়া-নির্ম্মিত তথ্যভূত বুদ্ধিমোহ ঈশ্বরকালমধ্যে দান করিয়া ধর্ম্মবিদ্বাৰ্থ অসম্ভোক্ত ও সুখাসীন হইলেন। এবং তৎকালে সুশোভন স্রোত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম নষ্ট হইলে, বিশ্ববাসি বিষ্ণু পাবওধর্ম্ম বিস্তার করিলে দৈতাগণ কর্তৃক মহেশ্বর ও লিঙ্গার্চন পন্নিজ্ঞাত হইলে নিখিল ত্রীধর্ম্ম নষ্ট হইলে এবং দ্রুতচার কর্ত্তে আসক্ত হইলে দেবগণের সহিত পুরুষোত্তম আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। ৮৫—৯৫। এবং তৎকালে সর্ব্বজ্ঞকে লাভ করিয়া স্তব করিলেন, পরমাত্মা হে পরমাত্মন! তুমি মহেশ্বর! দেব তোমাকে নমস্কার, হে শর্ক! তুমি নারায়ণ ত্রক্ষরূপী ও স্মার্ত্ত

প্রসন্ন; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি শাশ্বত, অনন্ত ও স্বাভাবিক তোমাকে নমস্কার। স্মৃত কহিলেন, ভগবান্ নারায়ণ, এইরূপ শিংশব করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত-পূর্ব্বক জলম্ভিত হইয়া কোটিবার রুদ্র এই মন্ত্রজপ করিলেন। দেবগণ, ইন্দ্র, যম, রুদ্র, মরুদগণ ও সাধ্যগণ মিলিত হইয়া পরমেশ্বর শিবকে স্তব করিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে শঙ্কর! তুমি আর্তিহারী ও সর্ব্বময়; অতএব তোমাকে নমস্কার; হে রুদ্র! নীলরূপী তোমাকে নমস্কার; রুদ্রাঙ্গের মধ্যে তুমি প্রধান ও প্রচেতা; তুমি আমাদিগের সর্ব্বদা উপায়-স্বরূপ; হে দেবারিমর্দন! হে অম্বাদবন্দ্য! তুমি আদি তুমি অনন্ত! অক্ষয় ও প্রভু এবং তোমার অন্ত নাই; তুমি সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ; তুমি প্রষ্টা হর্তা; হে বিজবৎসল! হে জগদগুরো! তুমি ত্রাতা, নেতা, বরদ ও বাহুয়; তুমি বাচা ও বাচ্য-বাচক-বর্জিত যোগ-বিভ্রম যোগিগণ মুক্তি-উদ্দেশে তোমার যাগ করিয়া থাকেন; তুমি যোগিহিংস্রপুণ্ডরীক-স্থানে সর্ব্বদা অবস্থিত; পণ্ডিতগণ তোমাকে পরম ব্রহ্মরূপী ও সং এইরূপ কহিয়া থাকেন। হে বিতো! এই জগতে তোমাকে তেজোরশি পরাংপার পরমাশ্রা কহিয়া থাকেন। হে জগদগুরো! যা কিছু দেখা যায়, শোনা যায় এবং স্বাবর ও উৎপত্তি-মৎপ্রাণিগণ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তৎসমস্তই আপনি। ঋষিগণ, তোমাকে অণু হইতেও হৃদয়তর ও মহৎ হইতেও অতিশয় মহৎ কহিয়া থাকেন। তোমার হস্ত ও পাদ সর্ব্বব্যাপক; অক্ষি, শির, মুখও সর্ব্বব্যাপক এবং সমস্তই কর্ণময় এবং তুমি সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছ; তুমি সর্ব্বজ্ঞ, অনাময় ও মহাদেব এবং অনির্দেশ্য অর্থাৎ তোমাকে কেহই নির্দেশ করিতে পারে না। বিশ্বই তোমার-স্বরূপ তুমি বিরূপাক্ষ ও সমাশিব। ১৬-১০৮। তুমি কোটিভাস্করসদৃশ, কোটি নীতাস্ততুল্য ও কোটি কাল্যায়িসম, তুমি ষড়্বিশ তত্ত্বস্বরূপ ও ঈশ্বর হইতেও অতিরিক্ত এই জগতে তুমিই প্রকৃতির প্রবর্তক ও প্রণিভামহ; তুমি স্বয়ং সমস্ত জগৎ তোমাতেই বিদ্যমান, তুমি ঐষ্টীদাতা। ঋতিনিবন্ধ এইরূপে তোমাকে নির্দেশ করেন। ঋতি-সারবিৎ মনুয্যগণ, তোমাকে ঋতিসার কহিয়া থাকেন। হে অনন্তবিগ্রহ! আমরা তোমাকে নয়নপোচর করিতে পারি না, আপনি ব্যতিরেকে ইহজগতে এমন কিছু নাই অর্থাৎ তোমা হইতে সমস্তই উৎপন্ন; হে শান্তো! তুমি অহরোক্তমদিগকে হনন করিয়া দৈত্য, হুয় ও ভূতগণকে এক দেব,

মহায্য স্বাবর ও জন্মমদিগকে রক্ষা কর; আমাদিগের তুমি ভিন্ন অন্য উপায় নাই। হে পরমেশ্বর! আপনার মায়ায় সকলই মোহিত হইয়াছে। হে দেব! যেমন তরঙ্গ ও লহরীসমূহ সমুদ্রে পরস্পর জড়াকৃত হইয়া যুদ্ধ করে, তদ্রূপ হুয়ানুগণ পরস্পর জড়াকৃত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। হে অজ! এই সমস্ত তোমারই খেলা। স্মৃত কহিলেন, যে নর, প্রাতঃকালে গাত্রোথানপূর্ব্বক শুচি হইয়া এই স্তব জপ করে বা শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বকাম লাভ হয়। উমাসহিত মহেশ্বর হুয়গণ কর্তৃক এইরূপ স্মৃত ও বিদ্যুজপে প্রসন্ন হইয়া উমাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তিনি নন্দিগাত্রে একটী হস্ত অর্পণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত গম্ভীর বাক্যে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন; হে হুয়েশ্বর-গণ! আমি এখন দেবকার্য্য জ্ঞাত হইলাম ও ধীমান্ বিষ্ণুও নারদের মায়াবল ও জানিতে পারিলেন। হে দেবোত্তমগণ! আমি অধ্বনিষ্ঠ সেই দৈত্যগণের পুরত্ন বিনাশ করিব। স্মৃত কহিলেন, অনন্তর তাঁহার বাক্য শ্রবণে সত্রস্ত দেবগণ, ইন্দ্র ও উপেন্দ্র ইহারা একত্র সমাগত হইয়া প্রণাম ও স্তব করিলেন। ইহার মধ্যে উমা দেবী তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত লীলাসুজ্ঞারা আঘাত করিয়া বৃক্ষজকে মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন; হে বিতো! রবিতুলা তেজস্বী, ক্রৌড়াপায়ণ মংপুত্র ষথুথকে অবলোকন কর। উত্তম মুকুট, কটক, কুণ্ডল ও শুভ বলয়, এই সকল ভূষণ ইহার অঙ্গে বথাস্থানে সম্মিবেশিত হইয়া রমণীয়দর্শন হইতেছে। নপুর চুম্ববার, উদ্বন্ধন কিঙ্কিণী ও হৈম অশ্বখপত্র এই সকল হুশোভন ভূষণে ভূষিত মং-পুত্রকে দর্শন কর। হে মহাদেব! কজক্রমজাত পুষ্পে শোভিত, অলকে হুশোভিত, পদ্মরাগাদি-মণিজালে উজ্জ্বলীকৃত হার ও অঙ্গদে ভূষিত, পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভ মুক্তাকলময় হার ও তিলকে শোভিত এবং কুহুমাদি লেপনে অঙ্কিত পুত্রকে বিদ্যাকন কর। ভয়ানিশ্চিত বর্জুলতিলক ভালে শোভা পাইতেছে; হে ঈশ! কমলবদনসদৃশ ইহার বন্ধ-বদ দেখ। ১০৯-১২৬। হে বিতো! তুমি ইহার শুভ লোচনসমূহ এবং গম্ভাদি কৃত্তিকাদি, বহির্পদী স্বাহা এবং বোড়শ-মাতৃগণকর্তৃক অঙ্কিত মঙ্গলার্থ শুভ ও চিত্র অঙ্গন দর্শন কর। শিব এই প্রকার লোক-মাতার বাক্যে সন্তোষিত হইয়া কান্তিকেশ-মুখামৃত পান করিলেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না এবং দৈত্য-শাস্ত্র-নিপীড়িত দেবগণকে বিম্বৃত হইলেন।

স্বন্দকে আঞ্জিন করিয়া মস্তকাদি আরাণপূর্বক পূত্র !
নৃত্য কর এই কথা বলিলেন । লীলাকরণেচ্ছ
কার্তিকও নৃত্য করিতে লাগিলেন । অত্র সকলে
তঁাহার সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল ।
গণেশ্বরগণও তাহার সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন ।
সেই সময় তঁাহার আঞ্জানুমে অধিল ত্রৈলোক্যাবাসী
ক্ষণকাল নৃত্য করিল । নাগগণ, ইন্দ্রপুরঃসর দেবগণ
নৃত্য ও স্তব করিল । এই সকল দর্শনে অম্বা হসিতা
হইলেন । অত্যাশ্রয় মাতৃগণ পুষ্প বর্ষণ করিলেন ।
গন্ধর্ব-কিন্নরগণ গান করিল, পার্বতী ও পরমেশ্বর,
সেই সময় নৃত্যামৃত পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন ।
নন্দিশ্রমণ গণেশ্বরগণও তৃপ্তি লাভ করিল । যদ্রূপ
অম্বদ অত্যাশ্রয়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অম্বদেব
নন্দী সমুখ (কার্তিকেও) ও গিরিজাপত্নীসহিত
কাস্তিময় দিব্যভবনে প্রবেশ করিলেন । কিঞ্চিৎ
উদ্বিগ্নমানে দেবগণ দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-
দেবের স্তব করিলেন । একি ! একি ! এইরূপ
পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সমাকুল হওত
আমরা পাণিষ্ঠ এইরূপ কেহ কেহ মনে করিল, কেহ
কেহ আমরা অভাগ্য আর অত্যাশ্রয় দেবগণ দৈত্যেন্দ্র-
গণ ভাগ্যবান এইরূপও মনে করিল, কেহ তাহাদিগেরই
প্রকৃত পূজা-ফল হইয়াছে, কেহ বলিল আমরাই প্রকৃত
পূজাফল লাভ করিব, এইরূপ পরস্পর কথোপকথন
হইতে থাকিলে, ইহার মধ্যে মহাতেজা কুন্তোদরগণের
মধ্যে কোন একগণ দেবগণের অনেক প্রকার শব্দ
শ্রবণ করিয়া দণ্ডদ্বারা তঁাহাদিগকে তাড়না করিল ।
১২৭—১৩৮ । দেবগণ ভয়াবিস্ত হইয়া হায় হায়
আমরা কি হতভাগ্য ! এইরূপ বলিতে বলিতে
পলায়নপর হইলেন এবং অনেক মুনিগণ ও
দেবগণ ধরণীতলে পতিত হইলেন । তখন কণ্ঠপ
প্রভৃতি মুনিগণ অহো ! বিধি আমাদের প্রতি
কি প্রতিফল ! এই বলিয়া হুঃখ প্রকাশ করিতে
লাগিলেন । অপর বিজগণ, দেব-দেবেশকে দর্শন
করিলেও অসুস্থরবেষ্টা দেবগণের অভাববশতঃ কার্য
সমাপ্ত হইল না এইরূপ কহিয়া সকল দেব-
গণ ও মুনিগণ ইহারা “নমঃ শিবায়” এই
মন্ত্রদ্বারা হৃদয়ে তঁাহাকে পূজা করিলেন । অনন্তর
শূল, হাল, কুস্তল, বলয়, গন্ধাধারী, জটজুটবিশিষ্ট,
মহাদেবপ্রিয় মুনি নন্দীশ্বর ব্রহ্ম আরোহণ করিয়া শিবের
আঞ্জায় স্তব্ধে স্থানে গমন করিলেন, অনন্তর
কুন্তোদরগণ নন্দিকে দর্শন করিয়া নতমস্তকে
প্রণাম করত ক্ষিপ্ত হইয়া গমন করিল । যেমন

মেঘরূপ বিষ্ণুপৃষ্ঠে ভব শোভিত হন, সেইরূপ সগণ
ও গণনায়ক মহাতেজা নন্দী বৃষপৃষ্ঠে দীপ্তি পাইলেন ।
দশযোজন বিস্তৃত, মুক্তাজগে ভূষিত শৈলাদি
নন্দীর সিংহাসনে আকাশবৎ দীপ্তি পাইল ।
আকাশ হইতে নিপতিত। গন্ধার স্রায় মুক্তাঙ্কাময়ী
ছত্রান্ত ত্রিলস্বিনী মহাদেব মালা শোভা পাইতে
লাগিল । অনন্তর হে মুনিপুংসবগণ ! গণাধ্যক্ষ দর্শন
করিয়া ইন্দ্রের আদেশে দেবচন্দ্রিতি ধনিত হইল এবং
দেবগণ, ইষ্টপ্রদ ও শুভজনক গণস্বামীকে বাক্য দ্বারা
স্তব করিল । যেমন দেবগণ, ভবকে দর্শন করিয়া
ঐতিকটকিতগাত্র হন, সেইরূপ তখনও ঐতি-
কটকিতগাত্র হইলেন । খেচরগণ ইন্দ্রের আদেশে
নন্দীর উপর আকাশ হইতে গন্ধাত্য পুষ্পবর্ষণ
করিলেন । তিনি গগনোদিত পুষ্পবর্ষণে তুষ্ট হইয়া
যথার্থ তুষ্ট ও পুষ্ট দ্বারা দীপ্তি পাইয়াছিলেন ।
শিবরূপ নন্দী সিন্ধু চন্দ্রলেখাও দেবোৎসৃষ্ট গন্ধাবারি
দ্বারা দীপ্তি পাইলেন । বুকের পৃষ্ঠভাগ, নানাবিধ
পুষ্পদ্বারা শোভিত হইল । হে সূত্রভগণ ! যেমন
নক্ষত্রপূর্ণ আকাশ শোভা পায় এবং চন্দ্র, আকাশপৃষ্ঠে
শোভিত হন ; তদ্রূপ বৃষপৃষ্ঠস্থিত নন্দী কুহুমে আবৃত
হইয়া দীপ্তি পাইলেন । হে সূত্রভগণ ! দেবগণ ইন্দ্র
ও উপেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া গণবেষ্টিত
নন্দীকে দর্শন করিয়া দেবদেবের স্রায় তঁাহাকে স্তব
করিলেন । দেবগণ কহিলেন, তুমি রুদ্রভক্ত ও
প্রকৃত রুদ্ররূপে রত ; অতএব তোমাকে নমস্কার ।
তুমি রুদ্রভক্তগণের আভিহারী, গৌড়কর্ম্মরত, কুমাণ্ড-
গণনায়ক ও যোগিপতি তোমাকে নমস্কার । তুমি
অভীষ্টপূরক, শরণ্য সর্বস্বত্ব, আভিহারী, তুমি
বেদবেদ্য, হে বেদস্বামিন ! তোমাকে নমস্কার ।
তুমি বজ্রী, বজ্রদণ্ড ও বজ্রবজ্রনিবারী ; তুমি বজ্রাল-
দ্রুতদেহ ও বজ্রী কর্তৃক আরাধিত ; তোমাকে নমস্কার ।
১৩৯—১৫৭ । তুমি রক্তবর্ণ ; তোমার নয়নদ্বয়
রক্তবর্ণ এবং পরিধান রক্তাবর । ভবপাদকমলে অঙ্গুরত
পুরুষের রুদ্রলোক-প্রদায়ক তুমি সেনাধিপতি, রুদ্রপতি,
তোমাকে নমস্কার । তুমি ভূতপতি, ভূনেশপতি
এবং পাপহারী । তুমি রুদ্র ও রুদ্রপতি এবং উৎকট
পাপহারী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি মঙ্গলময়,
সৌম্য ও রুদ্রভক্ত ; তোমাকে নমস্কার । সূত
কহিলেন, শিলাস্বায় গণনায়ক নন্দী, স্তবে প্রীত
হইয়া দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ ! পুরত্রয় বিনষ্ট
হইয়াছে, এইটী মনে করিয়া অতি সত্বর ও ব্রহ্মসহ-
কারে শত্বর রথ, সারথি এক, উত্তম শর ও কাণ্ডব

করিতে তোমারা বহুবান্ হও। অনন্তর দেবগণ
ব্রহ্মা ও বিশ্বকর্মার সহিত অতিদুরাযুক্ত হইয়া দেব-
দেবের রথ নির্মাণ করিলেন। ১৫৮—১৬০।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

হুত করিলেন, অনন্তর বিশ্বকর্মা অতি যত্নে ও
সাধরে দেবদেবের সর্বলোকময় দিব্য রথ নির্মাণ
করিলেন। সেই রথ গগনাদি পঞ্চভূতাত্মক সর্ব-
দেবগণে ব্যাপ্ত। সর্বদেবসমুদ্রত সৌবর্ণ ও সকলের
অভিমত। দক্ষিণ চক্র সূর্য্য ও বামচক্র চন্দ্র। ইহার
দক্ষিণভাগ দ্বাদশার ও বামভাগ ষোড়শার হে বিপেন্দ্র-
গণ! সেই অরের মধ্যে দ্বাদশ অর, দ্বাদশ আদিত্য
জানিবে। হে হুত্রতগণ! ষোড়শার বামাস্র
চন্দ্রের ষোড়শ কলা জানিবে। নক্ষত্রগণ বামাস্র
চন্দ্রেরই ভূষণ। হে বিশ্বপুঙ্গবগণ! ছয় ঋতু
দক্ষিণ ও বামভাগের নেমি সকল জানিবে। অন্তরীক্ষ
তাহার পুঙ্কর (অবকাশ স্থান)। রথনীড় (সারথি
স্থান) মক্ষর পর্বত; অন্তাচল ও উদয়াচল তাহার
কুবরময় (পূর্বাংশ যুগন্ধর) জানিবে। মুখ্যাসন
হুমেরুপর্বত। প্রত্যন্তপর্বত মেরুর আশ্রয়, রথবেগ
সংবৎসর। দক্ষিণায়ান ও উত্তরায়ণ অক্ষপ্রান্তভাগ
জানিবে। মুহূর্ত্তনিচয় রথের, বহুর ত্রিংশৎ কক্ষাঙ্গিকা
কলা তাহার বহুলপারিকা; রথের ঘোণা কাষ্ঠা
অক্ষণ্ড ও ক্ষণনিচয়, অনুর্কষ (রথের নিরকারিশেষ)
নিমেষ ঈষ (যুগাক সন্ধান) লব, গুপ্তি স্থান নিমেষ
হইতেও হুম্বকলা; রথের বরুথ আকাশ; স্বর্গ ও
মোক সেই রথের ধ্বজময় জানিবে। ধর্ম্ম আর বিরাগ
ইহার দণ্ড, যজ্ঞ সকল রথের ধ্বজলন্তপ্রগ্রহ রথি;
যজ্ঞের দক্ষিণা রথের সন্ধিহান; পঞ্চাংশ অগ্নি
রথের সৌহ অর্থাৎ আয়সকীলক জানিবে। ধর্ম্ম আর
কাম তাহার যুগান্তকোটি, ঈষাদও অব্যক্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ
মহত্ত্ব নডল অহঙ্কার রথকোণ, গগনাদি পঞ্চভূত
এবং বল একাদশ ইন্দ্রিয় রথের ভূষণ জানিবে।
ব্রহ্মা রথের গতি বেদনিচয় রথের অক্ষসমূহ, পানিকর
অর্থাৎ বেদশব্দ-বিভাগ তাহার ভূষণ, বজ্র সকল
তাহার উপভূষণ। ১—১০। হে হুত্রতগণ! পুরাণ,
জ্ঞান, নীধাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইহার কালাভ্রমরপট অর্থাৎ
কবল জানিবে। পায়র্য্যাদি মরু, কামির্ঘ্য পান অর্থাৎ
হৃৎকণ্ঠ চকুর্বাণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুর্ভূজময় রথের দণ্ডী
জানিবে। সহস্রকর্ণাভূষিত স্নানন্ত অবজ্জ্বল অর্থাৎ

বহ্নিরজ্জ্ব, পুঙ্করাদি অর্থাৎ তৎসজ্জক মেঘ তাহার
সুবর্ণময় ও রক্তভূষিত পতাকা। চতুঃসমুদ্র স্রবকশলিকা
জানিবে। গঙ্গাদি শ্রেষ্ঠ সরিৎ সকল ক্রীড়ণ শোভিত
চামরগ্রাহিণী। রথোপযোগী সেই সকল দ্রব্য স্ব স্ব
স্থানে সমিবেশিত হইয়া রথকে অতিশয় শোভিত
করিয়াছিল। আবহাদি সপ্ত বহু; ভগবান্ ব্রহ্মা
উত্তম হৈম সোপান সেই রথের সারথি, দেবগণ,
রথরশ্মিগ্রাহক। ব্রহ্ম-দৈবত প্রণব ব্রহ্মার প্রোদ, দ,
লোকালোক পর্বত রথের বিস্তৃত সোপান; শৈলেন্দ্র
(হুমেরু) কার্ষুক। মানস নামে পর্বত, রথের
অস্থ্যভাস্তর চাসোপযুক্ত স্থান এবং অজ্ঞাত পর্বত
সকল চারিদিকে নাসাম্বরূপ অবস্থিত। বাহুকি স্বয়ং
কালরাত্রি-সমেত জ্যা। ১৪—২০। ঋতিক্রপিলি সর-
স্বতী ধনুকের ঘটা, মহাতেজা বিষ্ণু ইয়ু, সোম শরের
শলা, প্রলয়ান্নি সেই শরের হৃদাঙ্কন নিশিতপ্রভাগ।
কালকট বিঘ সন্মুখপন্ন অনীক স্থাপনপূর্বক আবহাদি
বাঘ সকল পত্র। এই প্রকার দিব্যরথ কার্ষুক-শর-
জগতের প্রভু ঈশ্বর ব্রহ্মাকে সারথি মণ্ডল করিয়া
ভব, রণ অর্থাৎ কবচ মুকুটাদি ধারণে সর্গ ও পৃথিবীকে
কম্পিত করত সকল দেবগণযুক্ত দিব্য রথে আরোহণ
করিলেন। ঋষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন, বশিগণ
বন্দনা করিতে লাগিলেন। নৃত্যবিহার অপরোপণ
তাঁহার সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। বরষ শিব
সারথি দর্শন করিয়াই সুশোভমান হইলেন, লোক-
সমুদ্রত কল্লিত রথে মহাদেব আরোহণ করিলে বেদসমুদ্র
তুরগগণমন্তক দ্বারা ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর
বৃষেশ্বরকীর্ণ ভগবান্ অত্যন্ত রথের অধোভাগে ক্ষণকালমধ্যে
তাহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া রথে যোজিত করিলেন
এবং বৃষেন্দ্রও ক্ষণকালমধ্যে জাহ্নবী দ্বারা ধরাতে গমন
করিলেন। ২৪—৩১। অশ্বরশ্মিধারী প্রভু ভগবান্
ব্রহ্মা, দেবদেবের কথানুসারে অশ্বদিগকে সংযমিত
করিয়া সেই গুত রথ স্থাপন করিলেন। অনন্তর
তিনি মহাবীর দানবগণের স্বাক্ষাশিত পুরুষের
উদ্দেশে পবন ও মনের জায় শীতগামী অশ্বদিগকে
চালিত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শব্দর দেবগণের
দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক বলিলেন, আমাকে তোমরা
পশুগণের আধিপত্য প্রদান কর, তবে অহর বিশ্রাম
করিব। হে সন্তন হরবরবৃন্দ! দেবগণের এবং অস্ত্র
সকলের পৃথক পৃথক পশুত্ব হইলে তবে সেই
অহরুরা ব্যা হইবে; ঋতু নহে। জ্ঞানী মহা-
দেবের এই কথা শ্রবণে ঈশ্বরগণ সকলেই পশুভাবের
প্রতি দৃষ্টি হইয়া বিজ্ঞ হইলেন। ৩২—৩৬।

অনন্তর মহাদেব তাঁহাদিগের ভাব অবগত হইয়া বসিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! এই পশুভাবে তোমাদিগের কোন ভয় নাই। এই পশুভাবে হইতে মুক্তির উপায় শ্রবণ কর এবং তাহা অনুষ্ঠান করিবে। যে দেবতা দিব্য পাণ্ডপত ব্রত আচরণ করিবে, সেই পশুভাবে হইতে মুক্ত হইবে। ইহা সত্য-প্রতিজ্ঞা। সমাহিত হইয়া অগরে ও আমার এই পাণ্ডপত ব্রত করিলে পশুভাবে হইতে মুক্তি লাভ করিবে; হে হুর-সন্তমগণ! এবিধে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি আমার-কাল, ঝাশ বৎসর, ছয় বৎসর অন্ততঃ তিন বৎসর আমার শুশ্রূষা করিবে, সে পশুভাবে হইতে মুক্ত হইবে। অতএব হে হুরোত্তমগণ! এই পরম দিব্য ব্রত আচরণ করিও; পশুত্বে ভয় কি। তখন দেবগণ লোকে নমস্কৃত শিবের নিকট “তথাস্তু” বলিয়া পশুভাবে স্বীকার করিলেন তাহাতেই হুরাম্বর নরনিকর প্রভুশিবের পশু। রুদ্রই পশুপতি এবং পশুপাশ-বিমোচক। পশু, এই পাণ্ডপতব্রত-প্রভাবে স্বীয় পশুত্ব মোচন করিলে। তাহা করিলে আর পাণী থাকিবে না। ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয়। অনন্তর মহাপরাক্রমশালী সাক্ষাৎ বালক বিনায়ক দেবগণের নিকট পূজিত না হওয়াতে তাঁহাদিগের নিবারণ করত বসিলেন, উত্তম ভোজ্যভক্ষ্যাদি দ্বারা আমার পূজা না করিয়া এ জগতে কি দেবতা কি দানব কোন্ পুরুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে? হে হুরেশ্বরগণ! আমি দেবগণের প্রধান আমাকে পূজা না করিয়া কি রূপে কার্য করিতে উদ্যত হইয়াছি? আমি তৎক্ষণাৎ তাহাতে বিদ্র কবি। তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ভীত হইয়া নানাবিধ ভোজ্যভক্ষ্য মোদকপিষ্টকাদি দ্বারা সেই প্রভু গণপতির পূজা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের এ কার্য নির্বিন্দে সমাধা হউক। তখন নিখিল হুরেন্দ্র-প্রধান মহাদেবও নিজপুত্র গণেশকে আলিঙ্গন ও তদীয় মস্তকান্ধাণ করিয়া বহুতর পুষ্প এবং সুগন্ধ হুরস নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। দেবগণ এবং গণাধিপতিগণের সহিত সেই হুমেরু ধ্বা মহেশ্বর ঈশ্বরদায়ক পূজনীয় বিদায়কে পূজা করিয়া ত্রিপুরনাহের জন্ত গমন করিলেন। ৩৭—৪০। তখন প্রভু দেবগণ, সিদ্ধগণ, ভূতগণ এবং নন্দিপ্রমুখ গণাধিপতিগণ সকলেই স্ব স্ব বাহনে আরুঢ় হইয়া ঈশ্বর দেবদেব মহাদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বহুদেব যেরূপ বৃত্তকে বধ করিবার জন্ত গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ নন্দী দেবগণ এবং গণদায়কদিগের অগ্রে অগ্রে পর্বতভাষ

তুল্য বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া ত্রিপুরনাহের জন্ত গমন করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ, গণাধিপতিগণ এবং প্রমথগণ সকলেই অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া গজরাজ, বুধ বা উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণপূর্বক গমন-পরায়ণ শিলাদপুত্রের অনুগমন করিলেন। অগ্রেতি-হত-শক্তি গরুড়ধ্বজ, শস্তুর বামভাগে গিরিরাজতুল্য পক্ষীশ্রেণী গরুড়োপরি আরুঢ় হইয়া জগতের হিতার্থে ত্রিপুরনাহের জন্ত সস্তুর গমন করিতে লাগিলেন। অনেক দেবগণ, স্ত্রীতন্ত্র শক্তি, টঙ্ক, গদা, ত্রিশূল, খড়্গ প্রভৃতি উত্তম উত্তম অস্ত্র ধারণপূর্বক চতুর্দিক হইতে সেই অগ্রেমেয় হুরলোকপতি দেবদানবপ্রভু নারায়ণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কমল-পত্র-প্রভ গরুড়ারূঢ় ভগবান বিষ্ণু হুরগণের মধ্যে হুমেরু-শিখরাধিকৃত প্রথররশ্মি ভগবান সহস্রাংস্তুর জ্বায় বিদ্যাজ করিতে লাগিলেন। যেমন গরুড় সর্ববিধে গমন করেন তদ্রূপ, হুরগণের অগ্রণী ইন্দ্র, মহাদেবের দক্ষিণে ঐরাবতে আরুঢ় হইয়া ত্রিপুরনাহের জন্ত গমন করিলেন। ৫১—৫৭। তৎকালে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, হুরেন্দ্র, বীরবৃন্দ, অহল্যোপপতি হুরেশ জগৎপতি হুরেন্দ্র বৃন্দাধিপ সহস্রজন ইন্দ্রকে লীলাগরবশ অস্বাতনয়ের জ্বায় প্রণামপূর্বক স্তব করিলেন, জয়োচ্চারণ ও পুষ্পরাজিও করিলেন। অনন্তর, যম, অশ্বি, কুবের, বায়ু, নিখতি, বরুণ, ঈশান, এই সমস্ত দিকৃপতিগণ শিবের অনুগমন করিলেন। রোম জাঘ্য প্রমথগণ-পরিবৃত রত্নকুশল বীরভদ্র পুরহননোদ্যত দেবদেব ত্র্যম্বকের নিকটে রুখে আরুঢ় হইয়া নৈঋতকোণে রথের পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। অপর মহাদেবের জ্বায় মহাতেজা মহাকালও সগণে বাহুকোণে রথের পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রগণপরিবৃত হিমালয়সন্নিভ গজারূঢ় কার্তিক ও সিদ্ধচারণ ও সেনাসহ অনুগমন করিলেন। হুরবিদ্য-বিষাক্ত বিদ্যেশ্বর গণেশ, অহুরগণের বিদ্যের জন্ত বিদ্যগণের সহিত সেই দেশে মহাদেবের অনুগমন করিলেন। তৎকালে গজেন্দ্রগামিনী অহুররক্ত-পানমস্ত মদচঞ্চলজন, মন্তগজচর্ম্মপরিধানা কালী কালরাত্রি সৃষ্ণ করদ্বত শূল কম্পিত করিতে করিতে প্রমত্ত স্বর্ণ ও পিশাচাদিগের সহিত গণেশের পৃষ্ঠদেশে গমন করিলেন। গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, বক্ষ, বিদ্যাদর, নাগপতি, হুরেন্দ্র প্রভৃতি সকল হিমালয়-মন্দিরী সেই দেবীকে প্রশামপূর্বক স্তব ও জয়ধ্বনি করিলেন। ৫৮—৬৮। অহুরবাতিনী দাতারা হুরগণ কর্তৃক সাধরে পূজিতা হইয়া বজ্রধারী প্রমথগণের সঙ্কট

সবাহনে সেই মাতার অনুগমন করিলেন। সিংহারুঢ় অতিদীর্ঘাবতী অঙ্কুশ-শূল-পাশ-কুঠার-চক্র-খড়্গ-শঙ্খ-ধারিণী মহাপরাক্রমা বাল্য চূর্ণা মধ্যাক্ষ সূর্য্যসদৃশ সহস্রবিহঙ্গিং নৈত্র দ্বারা যেন পথ দক্ষ করিতে করিতে নৈভান্যে গমন করিলেন। তখন দেবেন্দ্র-সদৃশ মুখ্য প্রমথগণ হস্তী অশ্ব সিংহ ও বুবে আরোহণ করিয়া ত্রিপুরনাশে দেবদেবের অনুগমন করিল। পর্ব্বতসম্মিত সুরেশ্বর ভূতেশ্বরের গিরিশঙ্করে ছায় মুখল হলাহল হস্তে গমন করিল। ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি গণনাথক দেবতারা কিরীটবাক্সলি হইয়া চতুর্দিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! দণ্ডহস্তে জটাদারী মুনরা নৃত্য করিতে লাগিলেন। খেচর সিদ্ধচারণেরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। তৎকালে যেন ত্রিপুর ধ্বনিত হইতে লাগিল। সর্কগণবর্ষ গণেশ্বর ও স্বর্গে পরিণত ভূঙ্গী, মহেন্দ্রের ছায় বিমানে আরোহণ করিয়া ত্রিপুরনাশে গমন করিলেন। কেশ, বিগতবাসা, মহাকেশ, মহাজ্বর, সোমবল্লী, সর্ব্ব, সোমপ, সেনক, সোমধ্বজ, সূর্য্যবাক, সূর্য্যপেণক, সূর্য্যাক্ষ, সুরিনামা, সুর, সুনন্দ, প্রকুদ, ককুদগু, কম্পন, প্রকম্পন, ইন্দ্র, ইন্দ্রজয়, মহাভী, ভীমক, পঞ্চাক্ষ, শতাক্ষ, সহস্রাক্ষ, মহামুণ্ড, দীর্ঘ, পিশাচাঙ্ক, যমজিহ্ব, মহোদর, শতশ্ব, কণ্টন, কণ্ঠ-পূজন, বিশিখ, ত্রিশিখ, পঞ্চশিখ, মুণ্ড, উর্দ্ধমুণ্ড, অক্ষপাদ, পিনাকধ্বজ, পিঙ্গলায়ন, অশ্বরাক্ষন, শিখিল, শিখিলাস্ত্র, ভুজ, কুজ প্রভৃতি প্রমথাদিপগণ মহাদেবের অনুগমন করিলেন। ৬১—৮১। অজবক্র, হযবক্র, গজবক্র, উর্দ্ধবক্র, প্রভৃতি অলঙ্কারলক্ষণাধিত প্রমথগণ মহাদেবকে আবরণ করত গমন করিলেন উর্দ্ধরেতা সহস্র সহস্র রুদ্রগণ সিদ্ধাদিগণাবৃত হইয়া উমাসহচর মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া মহাদেবের অনুগমন করিলেন। এই প্রকার কোটি কোটিগণ ত্রিপুর দহন করিতে দেবদেব মহাদেবের অনুগমন করিল। অষ্টবহু, একাদশ রুদ্র, ষাটশ আদিত্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অপরাপর তিন সহস্র তিনশত দেবতা চতুর্দিক্ ব্যাপিয়া গমন করিতে লাগিল। সর্ব্বলোক মাতা, ও ভূতদ্বিগের মাতারা মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। নির্ঝলা-কাশে চন্দ্র যেমন নক্ষত্রমধ্যে শোভা ধারণ করেন, মহাদেবও রথমধ্যবর্তী হইয়া সেইরূপ গগনমধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তৎকালে বিশ্বরূপা হিমালয়-লঙ্কিনী গৌরী, অপ্রভাষে শিবের ছায় তাঁহার বাম-পার্শ্বদেশে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। হোমাদ্বজবর্কা ভক্তাবতী তাঁহার সর্বাঙ্গ চামরবস্ত্রে তাহার পার্শ্বদেশে

শোভা পাইতে লাগিলেন। স্তম্ভমেষধও যেমন বিদ্যুৎ-সংসর্গে শোভিত হয়, বিদুর তমসাক্ষাদিত শরীর তদ্রূপ অধিকা দ্বারা প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন ইন্দ্রধনুদ্বারা আকাশ, মেঘদ্বারা জগৎ শোভিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ হিরণ্যধনুর প্রভায় চন্দ্রবৎ কমলীয় শতুর শরীর শোভিত হইয়াছিল এবং যেমন চন্দ্রোদয়ে আকাশমণ্ডল শোভাধারণ করে, সেইরূপ তাহা ষোড়শ-তপত্র রত্নকিরণে দৌলীপ্যমান হইয়াছিল। ৮২—৯১। সেই ছত্রের দুকূলবনলস্মিত রক্তাংশুবিভাসিত রক্তমালা ও আকাশ হইতে পতিত গজার ছায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর তাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা মহেন্দ্র বিভাবহু প্রভৃতি নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং তিনিও সর্ব্বলোকের হিতকামনায় অশ্বর সহিত ত্রিপুরদহনে গমন করিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, ত্রিশূলী মনে করিলে ঋণকালমধ্যে এই সমস্ত জগৎকে দধ করিতে পারেন। তবে কেন সামান্য ত্রিপুরদহনে নিজে ও সগণে গমন করিলেন। তাঁহার রথই বা কি নিমিত্ত, বাণই বা কি নিমিত্ত, স্বর্গ ও দেবগণই বা কি নিমিত্ত; যেহেতু তিনি নিজে অনীম ক্ষমতাশালী। বোধ হয় ভগবান পিনাকী লীলাপ্রকাশের নিমিত্ত ঐ সকল ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নচেৎ এই সকল আড়ম্বরে তাঁহার প্রয়োজন কি? অনন্তর জয়দ্রথ মহাদেব, নন্দ্র-প্রমথ দেবগণের সহিত পুরত্রয়ের সমীপবর্তী হইলেন এবং অষ্টশৃঙ্গ মেঘর ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবগণ অদ্রিমতা-সহিত স্বর্ণা-বৃত সৈন্যকে ত্রিপুর মধ্যবর্তী দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। রাজগণ, সিদ্ধাদিগণ ও দেবগণবিশিষ্ট সমস্ত জগত্ৰয়ের ছায় দৈত্যত্রয়বিশিষ্ট সেই ত্রিপুর সম্যক্ শোভমান হইতে লাগিল। ৯২—১০০। অনন্তর মহাদেব ধনু সজ্জিত করিয়া পশুপাতাস্ত্র যোগ করিয়া ত্রিপুর বিরয় চিত্তা করিতে লাগিলেন। সেই রৌদ্র মূর্ত্তি মহাদেব কাশ্মুক বিস্তৃত করিয়া স্থিতি করিলে পর, সেই সময়েই শীত্ৰ তিন পুর এক হইয়া গেল। সমীপাগত তিনপুর এক হইয়া যাইলে মহাশ্মা দেবতা-দেয় বিপুল হর্ব হইয়াছিল। তারপর সকল দেবতারা, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিরা জয়ধ্বনি করিলেন ও অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান ব্রহ্মা, আগত পূর্ব্যাবগেও মহাদেবকে লীলাবশ দেখিয়া বলিলেন, হে মহাদেব হে পরমেশ্বর! আপনার এই চেষ্টা যুক্তিযুক্ত; যেহেতু দৈত্য ও দেবতারা আপনার নিকট সমান। তাহা হইলেও দেবতারা ধর্ম্মিষ্ঠ,

দৈত্যেরা পানী। হে জগন্নাথ! এজন্ত আপনি নীলা প্রকাশ করুন। হে ঈশ! হে প্রভো! আপনার রথেরে বা কি প্রয়োজন? পুরত্ন-দহনে কালই বা কি প্রয়োজন? বিষ্ণুই বা কেন, আমিই বা কেন? পুষ্য যোগ আগত হইয়াছে, যে যে পর্যন্ত না পুষ্য যোগ অতীত হয়, তাহার মধ্যে ত্রিপুর দগ্ন করুন। অনন্তর উমাসহচর মহাদেব বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ কটাক্ষে পুরত্ন দগ্ন করিলে পর, ভগবান্ বিষ্ণু কাল, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সকল দেবতাই শরসমীপস্থ হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, যদ্যপি আপনার কটাক্ষেই ত্রিপুর দগ্ন হইয়াছে, তথাপি আমাদের হিতের নিমিত্ত শরভ্যাগ করুন। অনন্তর ত্রিপুরার্দিন ঈশ্বর ধনুজ্যা আকর্ণ আকর্ণ করিয়া বাণভ্যাগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ত্রিপুরাস্তকর শর দগ্নাবশেষ ত্রিপুর দহন করিয়া দেবলোকের নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রণাম করিল। শতকোটি দৈত্য-বৃত্ত সেই তিনপুর দগ্ন হইয়া গেল। ১০৮—১১৫।

দৈত্যেরাও সেই রুদ্ররূপী বাণের সহিত মহাদেবকে পূজা করাত, গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেবপুত্রব মহাদেব ইন্দ্রাদি দেবগণকে ও হিমালয়স্থতাকে ভয়ে তুণীভাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া, “কি এ”, এই কথা সকলকে বলিয়াছিলেন। তৎপরে দেবতারা তাঁহাকে ইন্দ্রভূষণা পরিতোজিতহিতাকে ও গজাননকে প্রণাম করিলেন। পুনরপি দেবদেব মহেশ্বরকেও বন্দনা করিলেন। পিতামহ কহিলেন, হে দেবদেব! প্রসন্ন হউন। হে পরমেশ্বর! প্রসন্ন হউন, হে জগন্নাথ প্রসন্ন হউন, হে আনন্দ! হে অব্যয়! প্রসন্ন হউন। তোমার পঞ্চাস্ত, তুমি যমেরও যম, তুমি আত্মাত্রেয় (অর্থাৎ বিশ্ব, প্রাজ্ঞ ও তৈজসরূপে) উপবিষ্ট, তুমি সকল বিদ্যার কারণ, অতএব তোমাকে প্রণাম করি। তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলের কারণ, তুমি ভৈরব ও ভৈরবপ্রের্ত, তুমি স্বর্ঘ্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি কোটি বিদ্যাতের শ্রায় দৌলীপায়ান। তুমি পৃথিব্যাদি-প্রকাশক রূপ অবলম্বন করিয়াছ। হে মঙ্গলময়! তোমাকে নমস্কার। ১১৬—১২৫। তোমার বর্ণ অগ্নির শ্রায়, তুমি রৌদ্র, তুমি অশ্বিকার্কশরীরী, তুমি রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে মুক্তিদান করিয়া থাক; হে দেব! তোমাকে প্রণাম। তুমি সকলের জ্যেষ্ঠ রুদ্ররূপী উমাসঙ্গী সোম, তুমি বরদান করিয়া থাক। তুমি ত্রিলোকেশ্বর, তুমি ঈর্গ, তুমি বহুকারণ, তোমাকে প্রণাম। তুমি হৃৎপদ্ম ও গগনরূপে অবস্থান করিতেছ এবং গগনের উপরিও তোমার স্থিতি; তোমাকে

প্রণাম। তোমারই স্বর্ঘ্যাদি অষ্টমূর্তি তুমি অষ্ট পৃথিব্যাতির কারণ; তোমাকে নমস্কার। তুমি চারি ঋক্সেপে অবস্থিত, চারি আশ্রম তোমারই মূর্তিভেদ, চার ব্যুহ তোমার অবয়ব। গগনাগ্নি পঙ্কভূত তোমার মূর্তি; তুমি সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্ররূপী তোমাকে নমস্কার, তুমি চতুষ্টায় বর্ণাস্তক তুমি অকারাস্তক তোমাকে নমস্কার। তুমি ষাট্রিংশ মাতৃকারূপী ও উকারাস্তক তোমাকে নমস্কার। তুমি আত্মা আট প্রকারে বিভক্ত করিয়াছ ও অর্দ্ধমাত্রাস্তক; তোমাকে নমস্কার। তুমি ঔকার তোমাকে প্রণাম, তুমি চারি প্রকারে অবস্থিত (অর্থাৎ অকার উকার মকার ও অর্দ্ধমাত্রাস্তক) তুমি গগন ও স্বর্গের ঈশ্বর তোমাকে নমস্কার। তুমি সপ্তলোক-স্বরূপ পাতাল ও নরকেরও ঈশ্বর। অষ্টক্ষেত্রে তোমার অষ্টরূপ, পরাংপর! তোমাকে নমস্কার। তুমি সহস্র, তোমার সহস্র মন্তক ও সহস্র পাশ অতএব তোমাকে নমস্কার। নবসংখ্যক যে আত্মাত্ত্ব, তুমি তৎ-স্বরূপ; অতএব নয় আট এই সপ্তদশ আত্মাতে তোমার প্রভুত্ব রহিয়াছে উন্নঃপ্রভৃতি অষ্ট স্থানে বর্ণ প্রকাশ করিতেছ, অতএব তোমার চতুঃ প্রকার মূর্তি; তোমাকে নমস্কার। তুমি চতুষ্টায়যোগিনীরূপী এবং অষ্টবিধ যে সন্ধ্যাদিশিগুণ, সেই গুণ-পরিবৃত্ত; অতএব তুমি শুণী হইয়াও নির্গুণ; তোমাকে নমস্কার। তুমি মূল্যধারস্থ ও শাস্ততস্থানবাসী নান্দিমণ্ডলে বাস করিতেছ ও তুমি ছন্দের শঙ্করী প্রাণকায় তোমাকে নমস্কার। ১২৬—১৩৭। তুমি কঙ্করায় তালুরঞ্জে ভ্রমধ্যে ও নান্দমধ্যে বাস করিতেছ তোমাকে নমস্কার। তুমি চন্দ্রমণ্ডলবাসী মঙ্গলময় শিব, তুমি বহি চন্দ্র স্বর্ঘ্য-স্বরূপ; অতএব ষট্রিংশ শক্তিসম্পন্ন, তোমাকে নমস্কার। তুমি লোক সকলকে সর্বাদিশিগুণত্রে বেষ্টন করত ভূজগরূপী হইয়া প্রহুপ্ত হইতেছ, তুমি গার্গপত্য আহবনীর দক্ষিণাধিক্সেপে তিনপ্রকারে অবস্থিত তোমাকে নমস্কার। তুমি সদাশিব, শান্ত মহাদেব, পিনাকধারী, সর্বজ্ঞ, শরণ্য, ও সদ্যোজাত, তোমাকে নমস্কার। হে আধার! হে বামনেব! তোমাকে নমস্কার, তুমি তৎপুরুষ, তুমি ঈশান তোমাকে নমস্কার, তুমি ত্রিশ মুহূর্ত্তেই প্রকাশ-মান, তুমি শান্ত তুমি জ্যুতীত; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তুমি হৃদয়, তুমি উত্তম, তোমাকে নমস্কার, জ্ঞানই তোমার অধিতায় চক্ষু, তুমি একরুদ্র, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মবিষ্ণু; ত্রীকণ্ঠ ও শিখণ্ডধারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি অনন্তআগনে স্থিত; তুমি

তুমিই অন্তক; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিমল
বিশাল, ও বিমলাঙ্গ, তোমাকে প্রণাম করি।
১৩৬—১৩৫। তুমি বিমলাঙ্গনে সর্বদাই থাক, এবং
শোমায় যে সকল কার্য, তাহাও বিমল। যোগসীটে
তোমায় বাস, তুমি নিজে যোগী ও যোগদাতা। সর্বদা
নীবারশূন্যবৎ যোগিল্লগ্নে বাস কর, তুমি প্রত্যাহার
ও প্রত্যাহাররত। তুমি প্রত্যাহাররতদিগের' প্রতি-
স্থানে বাস কর, তুমি ধারণা ও ধারণারত; তোমাকে
নমস্কার। যাহারা সর্বদা ধারণাভ্যাসরত, তাহাদের
মধ্যে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ; তুমি ধ্যাতা, ধ্যানরূপী এবং
ধ্যানগম্য, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধ্যেয়, তুমি ধ্যেয়-
মধ্যে স্থলত এবং তোমার চিন্তাই চিন্তনীয়, তুমি
ধ্যেয়—বক্ষা বিষ্ণু প্রভৃতির ধ্যেয়, হে ধ্যেয়তম!
তোমাকে নমস্কার। তুমি সমাদিগম্য ও সমাদিষকপ
এবং সমাদিত্যত ব্যক্তিদ্বিগের নির্বিকলার্থ স্বরূপ।
তুমি পুরত্নর দক্ষ করিয়া জগৎলয়কে রক্ষা করিয়াছ;
এবংবিধ তোমাকে কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে,
তবে আমি তোমাকে স্তব করিয়া সঙ্কট করিব, সে
কেবল তুমি নিজেই তুষ্ট বলিয়া; তোমাকে নমস্কার।
হে দেবদেব! এই মহত্ব, দেব প্রমথগণ ও সিদ্ধগণ
তোমার অদ্বুত কার্য দর্শন করিয়া ভক্তিমান ও সঙ্কট
হইয়া স্তব করিতেছে। হে দেবশ! হে গণেশ!
তোমাকে নমস্কার। হে বিভো! ঐ পুরত্নর ত সামান্য
আপনি ত্রিজগৎ কণকালমধ্যে কটাক্ষে দৃষ্টি
করিতে পারেন। অধিকার সহিত নীল করণ
ঐ ত্রিপুর দক্ষ করিয়াছেন ও বাণ ভাগ করিয়া
ছেন। আমি অনেক যত্নে বধ প্রস্তুত করিয়াছি
ত্রিপুরকন্য নিমিত্ত ইন্দ্ৰ, ও শুভ শরাসন নির্মাণ
করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল দেবতার দৃষ্টিতে
পাইলেন না। ১৩৬—১৩৫। রথ, রথী, দেববর, হরি,
শক্র, পিতামহ সকলই তুমি; তোমাকে কে স্তব
করিবে এবং তুমিও গুণাতীত। তুমি অনন্তবাহু, তুমি
অনন্ত-পাদ; তোমার মণ্ডক অনন্ত, তুমি হৃদয়-স্বরূপ
তোমার মূর্তির অন্ত নাই। তুমি এবজুত অতোষ্য, বি
প্রকাশ তোমার স্তব করিব? তুমি সর্বজ্ঞ শিব রুদ্ররূপী
তুমি সর্ব ও ব্রহ্মলয়; তোমাকে নমস্কার। তুমি স্থূল
তুমি নিরবধিক হৃদয়, তুমি হৃদয়বিদ্য বিধাতা
তোমাকে প্রণাম করি, তুমি অক্ষয় হুরাহরের প্রভা
ভরণকর্তা ও হস্তী এবং জগতের বিধাতা। তুমি
হুরাহরের নেত্ররূপ, দাতা প্রশান্তা ও সর্ব শাস্ত্র
সম্বলদী; তোমাকে নমস্কার। তুমি বোদ্ধব্যেব, বোদ্ধব্য
বোদ্ধব্য এবং বোদ্ধব্যবিনোদী; তোমাকে সর্বদা স্তব

করিয়া থাকেন। তুমি বেদস্বরূপ তুমি অন্ত, মধ্য
তুমি হৃদয়মধ্য; তোমাকে নমস্কার। তুমি আদি ও
অন্তশূন্য সর্বদাই বিরাজমান সত্যস্বরূপ; তুমি চিত্র-
রূপবিশিষ্ট চিত্রশূন্য ও লিঙ্গময়; তুমি সাক্ষাৎ বেদের
আদিষ্বরূপ। আমার আদিকারণ; বস্তুমূর্তি বিশ্বর ও
আমার অজ্ঞানাকার-নাশের নিমিত্ত হস্তনখাগ্রে মণ্ডক
ছেদন করিয়াছিলে। হে রুদ্র! তোমাকে নমস্কার।
হে দেবদেব! হে হুরাহরেশ! হে নির্গুণ! তোমার
চেষ্টা অতি আশ্চর্য, যেহেতু আপনি দেহীর শ্রায়
দেবতাদের সহিত কার্য করেন। ১৩৬—১৩৩। হে
বিভো! তোমার মূর্তিসকল অতি বিষয়জনক,
যেহেতু এক মূর্তি স্থূল অপর মূর্তি সূক্ষ্ম আর এক
অতিসূক্ষ্ম, একদেহ কন্য রক্তিয়ুক্ত, অল্প মূর্তি মূর্তিমান
অল্প আর একটা আকারশূন্য অপর দেহ দেখা যায়
মাত্র, অপরটা ধ্যেয় ঈশান মূর্তি, তোমাকে প্রণাম
করি। কোন অদৃষ্ট পদার্থ জ্ঞাত হইলে, তাহাকে
স্বপ্নে দেখিয়া বর্ণনা কবা যায়। কিন্তু তুমি অদৃষ্ট
অশ্রুত; তোমাকে দেবতার কিরূপে বর্ণনা করিবে?
হে ঈশ! ভগবৎপ্রসাদই কোথা? আমরাই বা কোথা?
আপনার স্তুতিই বা কিরূপ? তাহা হইলেও যে সকল
প্রলাপবাক্য কহিলাম তজ্জন্ত আমাকে ক্ষমা করুন।
হৃত কহিলেন; যে দ্বিজেরা ঐ স্তব শ্রবণ করেন,
প্রণত হইয়া পাঠ করেন, তাহারা পাপমুক্ত হন।
অনন্তর মন্দর-শৃঙ্গবাসী মহাবাহু মহাদেব ব্রহ্মাকর্তৃক
ঈশ্বর স্তব হইলেন ও পার্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
ঈশ্বর হস্ত করিলেন; এবং ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে
পদ্মযোনি! তোমার ভক্তিভেদে ও স্তবে আমি তুষ্ট
হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। হৃত কহিলেন; অনন্ত
প্রীতমনা পদ্মযোনি কৃতাজলি হইয়া দেবশকে প্রণাম
করিয়া কহিলেন, হে ভগবন! হে দেবদেব! হে
ত্রিপুরাস্তক শঙ্কর! তোমাতে যেন আমার ভক্তি
থাকে। হে পরমেশ্বর! প্রসন্ন হও। তুমি দেবতা-
দের সর্বার্থসাধন করিয়া থাক, অস্তবর কি
প্রার্থনা করিব। কেবল আপনাতে যেন আমার
ভক্তি থাকে ও আপনার সারথ্যকর্ত্তে আমাকে
নিযুক্ত করুন। ভগবান্ অনার্দনও প্রণাম করিয়া
কৃতাজলিপটে সপার্বতীক মহাদেবকে শিবোদন
করিলেন। হে ঈশান! তোমার বাহনত্ব সর্বদা
ইচ্ছা করি। হে ঈশান! প্রসন্ন হউন। তোমাতে
যেন ভক্তি থাকে, তোমাকে নমস্কার। হে শঙ্কর!
আপনাকে বহন করিতে সামর্থ্য দান করুন। হে
বরদ! আমাকে সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বগত্ব প্রদান করুন।

১৬৪—১১৫। হৃত কহিলেন, পরমেশ্বর মহাদেব তাঁহাদের যথাভিলষিত বর প্রদান করিলেন এবং দেবী, নন্দী ও ভূতগণের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। মহেশ্বর সগুণে পার্শ্বতীর সহিত গমন করিলে, পর হরেশ্বর, মুনীশ্বর, দেবতা ও ঋষিরা হৃৎখবর্জিত হইয়া সন্নিহিত ভব ও ভবানীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সবাধানে স্বর্গে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-নির্মিত পবিত্র ত্রিপুরারির স্তব শ্রাদ্ধকালে অথবা দৈব কৰ্ম্মে পাঠ করে, অথবা ষিদ্ধকে স্তনায়, সে কাষিক, বাচিক, মানসিক পাণ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। স্কুল, হৃদয়, অতি হৃদয়, মহাপাতক, পাতক, উপপাতক নামে যে সকল পাণ আছে, এই অধ্যায় শ্রবণে তাহাও নষ্ট হয়, শত্রুক্ষয় হয়, সংগ্রামে বিজয়ী হয়। পীড়াসকল তাহাকে কেশ দিতে পারে না, আপদ স্পর্শও করিতে পারে না। তাহার ধন, আয়ুঃ, যশ অক্ষয় হয় ॥ ১৬৬—১০৪ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহেশ্বর ত্রিপুর ক্ষণকালের মধ্যে লঙ্ঘন করিয়া গমন করিলে পর, ব্রহ্মা হুরেশ্বর-সভায় কহিলেন, তারক-পুত্র তারের পৌত্র বলবান তারকাক্ষনৈতা, বীর্ঘবান কমলাক্ষ, ও বিভ্রামালী, এবং অজ্ঞাত অনেক দৈত্য, হরির মায়ায় দেবদেবকে পরিত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হইল। তাহাদের পুর ধ্বংস হইল; বন্ধু বান্ধবও নষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ লিঙ্গমূর্তি মহাদেবকে পূজা করা উচিত। যে পর্যন্ত তাঁহার পূজা করিবে, সেই পর্যন্তই তোমরা হৃৎখে অবস্থান করিতে পারিবে। অতএব শ্রদ্ধাসহকারে দেবতাদের তাঁহাকে পূজা করা উচিত; যেহেতু ঐ জগৎ লিঙ্গাধীন, সিংহে সকলই অবস্থিত। যে আপনায় অজ্ঞাতি সিদ্ধি করিতে বাসনা করে, সে লিঙ্গপূজা করিবে। দেব দৈত্য দানব বক্ষ বিদ্যাধর সিদ্ধ রাক্ষস পিতৃপুত্র যুনি পিশাচ কিম্বদন্তি সকলেই লিঙ্গমূর্তি মহাদেবকে পূজা করিয়া সিদ্ধ হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে দেবগণ! যে কোন প্রকারে লিঙ্গার্চনা করিবে; আশ্রয় সেই বীমান দেবতায় নিকট পশুসদৃশ। অতএব পাশুপত ব্রত করিয়া পশুভাব পরিত্যাগ করিতে লিঙ্গমূর্তি মহাদেবকে পূজা করা উচিত। প্রথম পাঁচবার ওঁকার উচ্চারণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে, তাহা দ্বারা পঞ্চমুখ বিশেষ

করিবে। তাহার পর চারিবার প্রণবযুক্ত প্রাণায়াম করিবে। হে দেবগণ! তথাপি প্রণবযুক্ত ত্রিবার প্রাণায়াম করিবে। প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রণব হইবার শ্বাস করিয়া প্রণব উচ্চারণ করিয়া, শ্রোণ ও অগ্নি বায়ুকে নির্দেশ করিবে। জ্ঞানরূপ অমৃত ও প্রণবজ্বারা সর্বদা পূরণ করিবে। ১—১৪। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, চতুর্দ্বাধ্যায়ক, গুণত্রয়, অহঙ্কার, পঞ্চ-তন্ত্রা, বুদ্ধীশ্রিয়, কর্মেশ্রিয়, বিধি, তৈজস ও প্রাজ্ঞকে বিশেষিত করিয়া চিহ্নস্বাক্ষে চৈতন্তরূপ ভাবনা করিয়া অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ভগ্ন স্পর্শ করিবে। তারপর বায়ু ইত্যাদি মন্ত্র, ব্যোম ইত্যাদি মন্ত্র, পৃথিবী ইত্যাদি মন্ত্র ও জমদগ্নি ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তাম্র স্পর্শ করিবে। সেই যোগী সেই সর্বতত্ত্বজ্ঞ। হে দেবসত্ত্বমগণ! পশুপাশ-বিমোক্ষের নিমিত্ত মহাদেব কর্তৃক ঐ পাশুপত ব্রত কথিত হইয়াছিল। ঐ প্রকারে আমার ও মহাত্মা বিষ্ণু কর্তৃক দৃষ্ট, লিঙ্গমূর্তি মহাদেবকে পূজা করিয়া পাশুপত ব্রতচরণ করিলে, পশুযোনিতে জন্ম হয় না এবং বর্ষমধ্যে দেবতা হয়। আমাদের যখন কার্য করিতে হইবে, অগ্রে লিঙ্গরূপী ঈশ্বরকে পূজা করিয়া পরে কার্য করা কর্তব্য। হে হুরসত্ত্বমগণ! আমার বিষ্ণু ও মুনিদিগের ঐ প্রতিজ্ঞা। সেই ক্ষতি, সেই ছিদ্র, সেই মুকতা, যেক্ষণে যে মুহূর্ত্তে সেই অদ্বিতীয় শিবকে পূজা না করা যায় বাহারা ভবভক্তি-পরায়ণ শ্রদ্ধাধার চিত্ত ভবে প্রণত ও যাহারা কেবল ভবকে শ্রবণ করে, তাহারা কখনও হৃৎখভাজন হয় না। তাহাদের মনোহর গৃহ হয়, দিব্য আভরণ হয় ও দিব্য স্ত্রী হয়। তাহাদের সন্তোষাতিরিক্ত ধন হয়। বাহারা মহাভোগ বাঞ্ছা করে অথবা স্বর্গজালা লাভ করিতে ইচ্ছা করে। তাহারা সর্বদা লিঙ্গরূপী মহাদেবকে পূজা করুক। কোন ব্যক্তি যদি ঐ সমস্ত প্রাণী ও জগৎকে লঙ্ঘন করিয়া অদ্বিতীয় সেই বিরূপাক্ষকে পূজা করে, সেও আপে লিপ্ত হয় না এই বলিয়া ব্রহ্মা সর্বদেবকে নমস্কার ও শৈললিঙ্গ পূজা করিয়া স্তব করিলেন। সেই অবধি শক্রোদি দেবগণ ভয়ানকিত-শরীর হইয়া পাশুপত ব্রত আরম্ভ করিলেন। ১৫—২৯

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

হৃত কহিলেন, ব্রহ্মার আদেশে বিধব্রহ্মা বাহি-
কারারূপ লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে বিদেন।
বিষ্ণু ইন্দ্রাদিগণদিগ্নির্মিত লিঙ্গ পূজা করিতে

লাগিলেন। ইন্দ্র পদ্মরাগময় লিঙ্গ, কুবের হৈমলিঙ্গ, বিধবেবতারা রৌপ্যালিঙ্গ, অষ্টবহু চন্দ্রকান্তমণি-নির্মিত লিঙ্গ, বায়ু পিন্ডলময় লিঙ্গ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পার্শ্বি লিঙ্গ, বরুণ শ্কাটিক লিঙ্গ, স্বাদশ আদিত্য তাম্র লিঙ্গ, চল্লিশ অক্ষয়ম মৌক্তিক লিঙ্গ, অনন্তাদি নাগেরা প্রবাললিঙ্গ নৈত্য ও রাক্ষসগণ লৌহলিঙ্গ, গৃহকেরা ত্রৈলোক্যিক লিঙ্গ, প্রমথগণ সর্ষ লৌহ লিঙ্গ, চামুণ্ডা-মাতৃগণ সৈকত লিঙ্গ, নিরুতি দারুজ লিঙ্গ, যম মরকত লিঙ্গ, নীলাদিরুদ্রগণ ভাস্করলিঙ্গ, পিশাচেরা সীসক-নির্মিত লিঙ্গ, লক্ষ্মী বৃক্ষলিঙ্গ, কার্তিক গোময়লিঙ্গ, মুনি শ্রেষ্ঠগণ, কুশাগ্রনির্মিত লিঙ্গ, বামারা পুষ্পলিঙ্গ, মনোম্বানী গন্ধদ্রব্য নির্মিত লিঙ্গ, বাগদেবী রত্নময় লিঙ্গ, দুর্গা সবেদিক হৈম লিঙ্গ, উগ্রা, পিষ্টময় লিঙ্গ, ময়্র সকল আত্মময় লিঙ্গ, বেদ সকল দধিময় লিঙ্গ, পূজা করিয়া যথাযোগ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১—১১।

অধিক আর কি বলিব, এই চরাচর লিঙ্গার্চনা করিয়া রহিয়াছে। পণ্ডিতেরা দ্রব্যভেদে লিঙ্গ ছয় প্রকার কহিয়াছেন। আবার ছয় প্রকার লিঙ্গের মধ্যে চতুশ্চরিত্র প্রকার বিশেষ প্রভেদ আছে। প্রথম শৈলজ লিঙ্গ তাহা চারিপ্রকার; দ্বিতীয় রত্নজ লিঙ্গ তাহা সাতপ্রকার। তৃতীয় ধাতুজ লিঙ্গ তাহা আটপ্রকার। চতুর্থ দারুজ লিঙ্গ তাহা ষোড়শ প্রকার। পঞ্চম মৃন্ময় লিঙ্গ তাহা দুই প্রকার, ষষ্ঠ রঙ্গনির্মিত তাহা সাত প্রকার। রত্নজ লিঙ্গ ত্রিপ্রদ, শৈলজ লিঙ্গ সর্বসিদ্ধিদায়ক, ধাতুজ লিঙ্গ সাক্ষাৎ ধনদ, দারুজ লিঙ্গ ভোগ-সিদ্ধিদ। হে বিপ্রেন্দ্র! সকল মৃন্ময় লিঙ্গ সর্বসিদ্ধিদায়ক শুভ, শৈলজ লিঙ্গ অতি উত্তম, ধাতুজ লিঙ্গ মধ্যম। ঐ প্রকারে লিঙ্গ বহু বিভক্ত সঙ্ক্ষেপে নয়ট। মূলে ব্রহ্মা, মধ্যে ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণু, উপরি ঔকারকণ্ঠী সদাশিব মহাদেব রুদ্র, ত্রিগুণাত্মিকা মহাদেবী অম্বিকা লিঙ্গবেদিরূপা। যে ব্যক্তি সেই বেদির সহিত লিঙ্গপূজা করে তাহার দেব ও দেবীর পূজা করা হয়। শৈলজ, রত্নজ, ধাতুজ, দারুজ, মৃন্ময় ও কৃত্তিক লিঙ্গ যে স্থাপন করে তাহার শুভ হয়। সেই পূণ্যস্থান, মুরেশ্বর, ব্রহ্মা, অগ্নি, যম, কণ্ঠ প্রভৃতি কর্তৃক স্তুত হয় এবং লেবদুষ্কৃতি-নির্গোষ হইতে থাকে। সে ব্যক্তি স্বতন্ত্র, ভুলোক, ভুলোক, স্বলোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোককে আক্রমণ করিয়া উদ্ধাসিত করে। লিঙ্গ-স্থাপনে তাহার যে সঙ্গতি সেই মঙ্গলভিরাগ বাবিন ষড়্ভাষারা ব্রহ্মাও ভেদ করিয়া লিঙ্গকে নির্গত হয়। শৈলজ, রত্নজ, ধাতুজ, দারুজ, লিঙ্গ, প্রতিষ্ঠা করিবে। মৃন্ময় ও

রঙ্গাদি নির্মিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবে না। যে ব্যক্তি যথাবিধানে স্কন্দ উমায় সহিত কুম্ভগোষ্ঠীরবৎ শুভ্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, তাহার শরীরে সর্বদা রুদ্র বর্তমান থাকেন। তাহার দর্শনে ও স্পর্শনে লোকেরা মুগ্ধী হয়। হে বিপ্রেন্দ্রসকল! তাহার পুণ্য আমি শত যুগে কহিতে সক্ষম হই না। তজ্জন্তু সেইরূপই প্রতিষ্ঠা করিবে। সকলেই তাঁহার সন্তান দেখে ভাবিবেন, কেবল যোগীরা নির্গুণ চিন্তা করিবেন। ১২—৩০।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, ঈশ্বর নিত্য, মায়াশূন্য, নির্গুণ; তিনি কিরূপে সন্তান হইলেন। আপনি পূর্বে যেরূপ শুনিয়াছেন, তাহা বলুন। স্তুত কহিলেন, পরমার্থবিৎ কোন কোন পণ্ডিত তাঁহাকে প্রণবরূপী কহেন। হে বিপ্রেন্দ্রসকল! উপনিষদ্বাণে তাঁহাকে অজ বলিয়া ভ্রমণ করাত, শাস্ত্রীয় জ্ঞানরূপ কহেন। অত্যাশ্রয় পণ্ডিতেরা কহেন, শব্দাদি-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই জ্ঞান। কেহ কেহ বলেন, সেই জ্ঞান ভ্রান্তিশূন্য, অপর পণ্ডিতেরা সেই জ্ঞান ভ্রান্তিশূন্য নয় এই কথা কহিয়া থাকেন। হে বিজগণ! যে জ্ঞান নির্মূল অর্থাৎ মায়াশূন্য, বিশুদ্ধ, নির্বিকল্প ও আগ্রয়শূন্য, গুরু বাহ্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানই জ্ঞান। কোন কোন মূনির ইহা মত। জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হয়। প্রসন্নতা জ্ঞানসিদ্ধির কারণ। এই উভয় হইতেই যোগী মুক্ত হইয়া আনন্দময় হন। কোন কোন পণ্ডিত ইহাও কহেন যে, ঈশ্বর স্ব-ইচ্ছায় রূপ করিয়াছেন; যথাবিধি নিকাম কর্ম্মই তাঁহাকে পাইবার উপায়। সেই বিতুর স্বর্গই মন্তক, সেই পরমেষ্ঠীর আকাশ নাভি; সোম, সূর্য, অগ্নি তাঁহার নেত্র। সেই মহামাত্রা দিক্ সকল শ্রোত্র। পাতাল তাঁহার চরণ; সমুদ্র তাঁহার বসন; চতুর্বেদ নক্ষত্র সকল তাঁহার ভূষণ। ১—৮। প্রকৃতি তাঁহার পত্নী; পুরুষ তাঁহার লিঙ্গ। তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মা নির্গত হইয়াছেন। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও কৃত্তিক সেই মহামাত্রা বাহুদ্বয় হইতে জন্মিয়াছেন। বৈশ্ণব উরুদেশ হইতে; শূদ্র সেই পিনাকীর চরণ হইতে জন্মিয়াছে। পুরুষ আবর্তক মেঘ তাঁহার বেশ; জ্ঞান হইতে বায়ু, জ্ঞতি ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম

তঁাহার গতি। তিনি ঐ প্রকারে কর্ম করিয়া থাকেন। তিনি প্রকৃতির প্রবর্তক পরম পুরুষ; তঁাহাকে জ্ঞান-দ্বারাই লাভ করিয়া থাকে। অল্প প্রকারে তঁাহাকে পাওয়া যায় না। সহস্র কর্ম হইতে তপস্তাই প্রশংসনীয়; তপস্তা হইতে জপ উৎকৃষ্ট; সহস্র যপযজ্ঞ হইতে ধ্যানযজ্ঞ প্রশস্ত; ধ্যানযজ্ঞ হইতে উৎকৃষ্ট পথ নাই, ধ্যানই জ্ঞানের সাধক। যেকালে যোগী সমরস হইয়া ধ্যানদর্শী হন, তখন ধ্যাননিরত সেই যোগীর শিব সম্মিহিত হন। জ্ঞানীদের শৌচ নাই, প্রায়শ্চিত্তাদি নাই, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যাবিদ ব্যক্তির জ্ঞানবিশুদ্ধ; জগতে তঁাহাদের কোন কার্য নাই; হৃৎস্থ বিচার নাই; ধর্মার্থ জপ হোম—জ্ঞানীদের সর্বদা সম্মিহিত। পরম আনন্দজনক বিশুদ্ধ নিত্য নির্গুণ সর্বগ লিঙ্গ শিব যোগিহৃদয়ে বাস করেন। ৯—১৮। হে দ্বিজগণ! লিঙ্গ দুই প্রকার উক্ত হইয়াছে,—বাহ ও আভ্যন্তর। হে মুনিগ্রেষ্ঠগণ! বাহ লিঙ্গ স্থূল আভ্যন্তর সূক্ষ্ম। বাহারা স্থূল জ্ঞানী কর্মযজ্ঞরত, তাহারা স্থূল লিঙ্গাচ্চনা করিয়া থাকে। যেহেতু, স্থূল শরীর অজ্ঞানীদের চিন্তার বিষয়, তাহারা সূক্ষ্মশরীর চিন্তা করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না। যে ব্যক্তি সমস্ত বস্তুই বাহ্যিক বলিয়া কল্পনা করে, সে মূঢ়। যেমন অজ্ঞানীদের মূঢ়কাষ্ঠাদিকল্পিত স্থূল লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ সূক্ষ্ম মায়াজ্ঞান অব্যয় লিঙ্গ জ্ঞানীদের প্রত্যক্ষবিষয় হয়। অল্প তত্ত্বার্থবাদীরা বলেন যে, নির্গুণ সগুণ, এ অর্থবিচারে প্রয়োজন নাই। যেহেতু সকলই শিবময়। অপর পণ্ডিতেরা কহেন, আকাশ এক; কিন্তু প্রত্যেক শরাবে ভিন্ন। তদ্রূপ শব্দের ভেদভেদ। এক শিবাকর একই স্থানে আছেন, অথচ প্রত্যেক জলাধারে প্রত্যেক প্রতিবিম্ব পতিত হয়। স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীই পাক্‌ভৌতিক তথাপি জাতি ও ব্যক্তিগতভেদে বহল লেখা যায়। বাহা লেখা বা শুনা যায়, সে সকলই শিবাত্মক জানিবে। ঐ জগতে লোকের ভেদ প্রাতিভাসিক মাত্র। মনুষ্য স্বপ্নে বিপুল ভোগ উপভোগ করিয়া সুখী হয়, আবার দুঃখভোগ করিয়া দুঃখী হয়; কিন্তু বিচার করিলে কিছুই নয়। অল্প বৈদ্যভক্তবিদগণ কহেন যে, সংসারীদের হৃদয়ে সগুণ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ হয়, যোগিহৃদয়ে নির্গুণ জগন্ময় ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। পরমেশ্বরের প্রথম শরীর একমাত্র নির্গুণ, দ্বিতীয় সগুণ-নির্গুণ, তৃতীয় সগুণ, ঐ ত্রিবিধ শরীরই পরমেশ্বরের আরাধ্য। হে

দ্বিজসন্তমগণ! অল্প প্রকারে তিনি পূজ্য হন না। ১৯—৩১। কোন মনিরা তঁাহাকে সগুণ-নির্গুণরূপে পূজা করেন। কোন মনিরা সগুণরূপে তঁাহাকে সর্বজন নির্গুণরূপে চিন্তা করেন। কেহ কেহ সগুণরূপে তঁাহার লিঙ্গ—বিবাহমুহুর্তে পূজা করে। ঐ প্রকারে সংসারীরা তঁাহাকে পুত্রদারের সহিত পূজা করে। যেমন শিব তেমন দেবীও পূজনীয়; যেরূপ দেবী সেইরূপ শিবও পূজনীয়। তঁাহার সপ্তবিংশতি প্রভেদেই অভেদ যুক্তি কর্তব্য। বাহ মণ্ডাদিতে শরীর মধ্যে চতুর্কোণ, ষট্‌কোণ, দশার, দ্বাদশার, ষোড়শার ও ত্রিকোণ চক্রে তঁাহার পূজা করিয়া থাকেন। সদসংসারহিত নিগ্রহাসুগ্রহে সমর্থ মঙ্গলময় সেই শিব স ইচ্ছায় দেবীর সহিত লোকের উদ্ধারের জন্য সাক্ষাৎ বিরাজমান। তিনি এক অবিভায়। কোন পণ্ডিতেরা তঁাহাকে প্রকৃতি-পুরুষ কহেন। অল্প পণ্ডিতেরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র স্বরূপ কহেন। বেদবিদেরা তঁাহাকে সংসারী শিব কহেন। ধর্মরত বিশিষ্ট বিপ্রেরা ভক্তির সহিত যোগের দ্বারা যোগেশ অশেষমূর্তি সেই ভগবানকে ষড়শ্রমধ্যে পূজা করেন। যে ব্যক্তি ভ্রমধ্যে ত্রিগুণ শিবকে দর্শন করে, সে ত্রিহ লাভ করে। যে ব্যক্তি ঐ শিবকে দেবীর সহিত দর্শন করে, সে তঁাহাকে প্রাপ্ত হয়। অল্প যোগীরা প্রাপ্ত হয় না। ৩২—৪০।

পঞ্চসম্প্রতিম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌সম্প্রতিম অধ্যায়।

হৃত কহিলেন, অতঃপর ভগবৎপ্রতিষ্ঠার সমগ্র ফল সর্বলোকের হিতার্থ কহিতেছি, শ্রবণ কর। উত্তম আসনে কার্তিক ও পার্শ্বতীর সহিত ঐ দেবের প্রতিমা রাখিয়া ভক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠা করিলে, সকল অতীষ্ট লাভ করা যায়। মানব একবার যথাবিধি কার্তিক ও উমার সহিত ভগবানের পূজা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয় যত দূর শুনাযাছি, তাহা কহিতেছি। সেই প্রভুর পূজা-পরায়ণ ব্যক্তি পরমযোগী হইয়া কোটি হৃদয়ের ছায় দীপ্তিশালী ও সকল অভিলাষ-পূরক বিমানে রুদ্রকটাগিরির সহিত আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করত নাট্যগীতাদিদ্বারা আনন্দ অহুভব করিয়া, প্রলয়কাল পর্যন্ত শিবের ছায় হৃদে ক্রীড়া করে এবং ঐ মহাতেজা তথায় অসীম সুখ ভোগ করিয়া পূর্বের মত বিমানে আরোহণপূর্বক

উমালোক, কুমারলোক, ঈশানলোক, বিম্বলোক, ব্রহ্মলোক, প্রজাপতিলোক, জনলোক ও মহালোকে বিচরণান্তে ইন্দ্রলোকে যাইয়া অনুভব ইন্দ্র করিবার পূরে কিছুকাল ভূবলোকে উত্তম উত্তম দিব্যভোগ উপভোগ করিয়া ও সুমেরু পর্বতে গমনপূর্বক দেবগণের ভবনে আনন্দ অনুভব কবে। যিনি একপাদ, চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, শূলধারী ও বাঁহারাঃ দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে বিষ্ণু অবস্থিত আছেন; যিনি অষ্টা-
 • বিংশতি কোটি ক্ষুদ্ররূপী স্বয়ং হৃদয় হইতে পুরুষকে, বামদিক হইতে প্রকৃতিকে, বুদ্ধিদেশ হইতে বুদ্ধিকে ও অহঙ্কারকে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্ত্রকে, ইন্দ্রিয়স্থান হইতে ইন্দ্রিয়চয়কে, পাদমূল হইতে পৃথিবীকে, গুহ্য-দেশ হইতে, জলকে, নারিকেল হইতে অগ্নিকে, হৃদয় হইতে সূর্যকে, কণ্ঠদেশ হইতে চন্দ্রকে, ক্রমধ্য হইতে আত্মাকে ও মস্তক হইতে স্বর্গকে এইরূপে স্থাবর জঙ্গম সমগ্র জগৎকে সজ্ঞন করিয়া অবস্থান করিতেছেন : এতদংশ সমস্ত সর্বব্যাপী ঐ দেবের শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিলে শিবসামুদ্র্য লাভ হয় অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হয়। মানব ঐ যজ্ঞপতি ঈশানকে ত্রিপাদ, চতুঃশৃঙ্গ, সহস্রবাহ ও মস্তকদ্বয়-বিশিষ্ট করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে বিম্বলোকে যাইয়া পূজিত হয় ও তথায় পরমস্থখী হইয়া লক্ষকল্প অসীমভোগ উপভোগ করিয়া, ক্রমে পুনরায় এই কাম্যভূমিতে আসিয়া সকল যজ্ঞের পারগামী হয়। এবং যে ব্যক্তি অকচন্দ্র-ভূষণ সোমমূর্তি শিবকে বুঝায় কবিধা প্রতিষ্ঠা কর; সে অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া কিল্কীমালা-সমবিত্ত দৌর্বা বিমানে আরোহণপূর্বক শিবলোকে গমন করে ও তথায় মুক্তিলাভ করে। ভগবানকে প্রেমখগলপরিবৃত্ত এবং জগদম্বা ও নন্দীর সহিত অবস্থান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে যে ফল পাওয়া যায় তদ্বিতর যেরূপ অবগত আছি কহিতেছি। যে ব্যক্তি সূর্যমণ্ডলের মত তেজঃসম্পন্ন, চতুর্দিকে নৃত্যশীল অপ্সরোগণ-সমাকীর্ণ দেবদানবগণের চূর্ণত বুঝবাহন বিমানে আরোহণপূর্বক শিবলোকে গমন করত দিব্য গণাধিপত্য লাভ করে। ১—২১। এবং যে ব্যক্তি সর্বজ্ঞ দেব দেব বুঝবাহন পরমেশ্বরকে পার্বতীর সহিত নৃত্য-পরায়ণ, ভূমি প্রভৃতি স্নানগণে সর্বদা পরিবৃত্ত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি ষেৰ্গণ কর্তৃক নিত্য নমস্কৃত, মাতৃপুত্র ও মুনিকণকর্তৃক সেবিত এবং সহস্র-বাহ অথবা চতুর্ভুজ করিয়া প্রতিষ্ঠা করে, তাহার পুণ্যফল কহিতেছি প্রবণ কয়। সকল যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান, তীর্থলব্ধি ও দেবপূজায় যে ফল আছে, সে তাহার

কোটিগুণ ফল পাইয়া শিবলোকে গমন করে। তথায় এক মহাপ্রাণের পর্য্যন্ত পরম সুখ ভোগ করিয়া, পুনরায় হস্তিকাল আসিলে মানবদোষনিতে পল্লব করে। চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, দ্বিগদ্বর, রক্ততিলকিত্রি জ্ঞায় শেতবর্ণ ও সর্প-মেখলাস্থানীয়, কেশজাল স্রবৎ রক্ত ও কৃষ্ণিত, হস্তে নৃকপাল—এইরূপ মূর্তি করিয়া দেবদেবের প্রতিষ্ঠা করিলে, শিবসামুদ্র্যপ্রাপ্তি হয়। সেই প্রভু জগদম্বার সহিত সর্বসিদ্ধি প্রদান করিতেছেন। স্বয়ং বৃদ্ধবর্ণ ও লোহিতবর্ণ নন্দনত্রয়সমবিত্ত, চন্দ্র তাঁহার শিরো-ভূষণ হইয়াছে; শিরোদেশে কাকপক্ষ, হস্তে নাগচর্ম ধারণ করিতেছেন; প্রভুর সিংহচর্য উত্তরীয় ও নগচর্ম পরিধেয় বসন হইয়াছে এবং ঐ তীক্ষ্ণবস্ত্র দেব, হস্তে গদা ও নৃকপাল ধারণ করিতেছেন; অপর হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করিতেছেন এবং “হং ফট” এইরূপ বিকট শব্দে সমগ্র বিশ্বব্যাপী শান্তি করিতেছেন; কখন হাসিতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন ও কখন ভূতসমূহ ও প্রমথসমূহেব সন্তিত নৃত্য করিতেছেন; কখন বা দিব পান করিতেছেন, ভগবানের এইরূপ প্রতিমা করিয়া, সর্কালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, ভক্তি পূর্বক প্রতিষ্ঠা করিলে, পরম ঐশ্বর্যশালী হইয়া সর্ববিপদ অতিক্রম করে এবং দেহান্তে শিবলোকে যাইয়া পূজিত হয় ও তথায় এক মহাপ্রাণপর্য্যন্ত অনন্তভোগ উপভোগ করে ও তত্রত্য ক্ষুদ্রগণের নিকট হইতে বিচারবলে জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি দুই হস্তে বর ও অভয়, অপর হস্তদ্বয়ে ত্রিশূল ও পদ্ম, এইরূপে এই চতুর্ভুজ, অর্দ্ধনারীকরূপ বলিয়া দ্রাব্যপুষ্ক উভয় ভাবে সংমিশ্রিত ও সর্কালঙ্কারে ভূষিত ভগবানের প্রতিমা করিয়া ভক্তিপূর্বক প্রতিষ্ঠা করে, সে শিবলোকে যাইয়া পূজিত হয় ও তথায় আশীর্বাদি বৈভবস্বার্থশালী হইয়া গ্রহনক্ষত্রের স্থিতি-কালপর্য্যন্ত অনন্ত সুখ ভোগ করিয়া, পরে জ্ঞান লাভ করত মুক্তি লাভ করে এবং যে ব্যক্তি ঐ দেবদেবকে শিষ্যোপশিষ্যগণ-পরিবৃত্ত বেদব্যথায়ানে সন্যাসত্যাগি, নকুলীশ্বর-স্বরূপ করিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে, সেই মানব শিবলোকে গমন করিয়া তথায় শত অশেষ ভোগ লাভ করে ও তথায় জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করে। সেই পদ দেবদৈত্যগণের সর্বতোভাবে অতীতি। মুক্তিসময়, সর্বদিকে চিহ্নভঙ্গ-ধারী, ললাটে ভ্রমের ত্রিপুঞ্জ, গম্ভীৰ্বে নবমুণ্ডমালা ও ব্রহ্মার কেশমিশ্রিত উপবীত, বাহুতে ব্রহ্মকপাল ও দক্ষিণহস্তে বিষ্ণুকলস; পরমেশ্বর পরমাত্মায় এতদংশ মূর্তি করিয়া ভক্তিপূর্বক প্রতিষ্ঠা করিলে সম্ভার-

সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। 'ওঁ নমো নীলকণ্ঠায়' এই অষ্টাক্ষর পবিত্র মন্ত্র যে ব্যক্তি একবারমাত্রও উচ্চারণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং নিজ অর্থশক্তি অনুসারে গন্ধপুষ্পনৈবেদ্যাদি প্রদান করিবে। ঐ মন্ত্রদ্বারা ভক্তিপূর্বক দেবদেবের রূপকে পূজা করিলে, শিবলোকে যাইয়া পুজিত হয়। ঐ জালঙ্কার সুরাস্তর প্রভুকে সুদর্শনদ্বারা করিয়া ভক্তি-পূর্বক প্রতিষ্ঠা করিলে, শিবসামুদ্র্য প্রাপ্তি অর্থাৎ শিবে লীন হয়, ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। ২২—৪৭।

বিষ্ণু কর্তৃক নিজনেত্র কমলদ্বারা পুজিত পূর্বোক্ত লঙ্কণাধিত সুদর্শনপ্রদ দেবের ভক্তিপূর্বক প্রতিষ্ঠা করিলে শিবলোকে আদৃত হইয়া বাস করা যায়। নিরুস্তের পৃষ্ঠে দক্ষিণ পাদপদ্ম, বামভাগে ভুজলতঙ্গ পার্শ্বতী, শূলাগ্রের উপর মণিবন্ধ স্থাপিত, অঙ্গে সর্পের কিল্বী, পার্শ্বে রুতাঙ্গলিপুটে অবস্থিত অম্বকাহ্নর, শিবের যথাযোগ্য এইরূপ রূপ প্রতিষ্ঠা করিলে শিব-সামুদ্র্য প্রাপ্তি হয়। রথে ব্রহ্মা সারথি, হস্তে ধনুর্কাণ, সঙ্গে উমা, চন্দ্রশেখরের এইরূপ ত্রিপুরাস্তক মূর্তি যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করে, সে শিবপুরে গিয়া মহানন্দে তথায় ইচ্ছানুযায়ী মহাভোগ ভোগ করিয়া, দ্বিতীয় শতকের গায় ক্রোড়া করিতে সমর্থ হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং সেই স্থলেই বিচারিত জ্ঞান লাভ করিয়া সেখানেই মুক্ত হইয়া থাকে। বাম ক্রোড়ে অম্বিকা-সম্বিত গজার সহিত সুখাদীন চন্দ্রশেখর গজাধরকে ও জ্যেষ্ঠ বিনায়ক ক্ষম্ভ, সুশোভনা দুর্গা, ভাস্কর, চন্দ্র, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বরদা, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও বাঁহতদ্রসমমিতা চামুণ্ডাকে বিদ্যেশ্বর সহিত নিম্নাণ করিলে শিবসামুদ্র্য লাভ করিয়া থাকে। মহা জালামালায় সংরুত অব্যয় লিঙ্গমূর্তি ও সেই লিঙ্গমূর্তির মধ্যে চন্দ্রশেখর ঈশ্বরকে রাখিবে; ও আকাশে লিঙ্গ ও হংসরূপী ব্রহ্মাকে রাখিবে ও লিঙ্গের অধোভাগে অধোমুখ বরাহরূপী বিষ্ণু এবং দক্ষিণে রুতাঙ্গলিপুটে অবস্থিত ব্রহ্মা, এইরূপ নিম্নাণ করিবে। মধ্যস্থলে মহা দমুদ্রে অবস্থিত মহােশ্বর লিঙ্গকে রাখিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে; তাহা হইলে শিবসামুদ্র্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে এবং দেব ক্ষেত্রপালকে ও পাশ্চপত প্রভুকে ভক্তিপূর্বক যথাবিধি নিম্নাণ করিলে মানবগণ শিবলোকে পুজিত হইতে সমর্থ হয়। ৪৮—৬৩।

হুঁসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন, হে হুত! শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার ফল, শিবলিঙ্গ স্থাপনবিধি এবং শিবলিঙ্গের বিশেষ লঙ্কণ, আমরা তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে মৃত্তিকা প্রভৃতি রত্নপর্ধ্যস্ত দ্রব্যসমূহদ্বারা শিবমন্দির প্রস্তুত করিয়া মনুষ্যগণ যে ফললাভে সমর্থ হয়, তাহা তুমি আমাদের নিকট বল। হুত বলিলেন, এ জগতে যে দেবের ভক্তগণ জ্ঞান লাভ করিয়া স্ত্রী পুত্র গৃহ প্রভৃতিতে আসক্ত হয় না, সে দেবদেব মহাদেবের গৃহামিতে প্রয়োজন নাই; তথাপি ভক্তগণ ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের পূজা, পরমেশ্বর মহাদেবের ইষ্টক কিংবা লোষ্ট্রদ্বারা মন্দির প্রস্তুত করিয়া স্বর্গায় দেবখানে আরোহণ করিয়া গমন করে। বালকগণ ক্রোড়াঙ্কলে পোষ্ট্র, মৃত্তিকা অথবা ধূলিরাশি দ্বারা শিবমন্দির এবং শিবলিঙ্গ নিম্নাণপূর্বক তাঁহার পূজা করিলেও শিব লাভ করে। সেই হেতু ধর্ম-কামার্থ-সিদ্ধি-কামনায় ভক্তিসংকারে যৎপূর্বক শিবালয় প্রস্তুত করিবে। কেসর, নাগর, দাবিড় এবং অগ্ন-প্রকার শিবালয় প্রস্তুত করিয়া শিবলোকে পূজ্য হয়। যে ব্যক্তি মহাদেবের কৈলাসাখ্য শিবমন্দির প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি কৈলাসপর্বতের শিবর সদৃশ বিমানারোহণপূর্বক পরমস্থে কালধাপন করে। যে মনুষ্য ভক্তিপূর্বক বিভবানুসারে শিব প্রীতিকামনায় উত্তম, মধ্যম, কিসা অধম, মন্দরাখ্য শিবালয় প্রস্তুত করে, সে মনুষ্য মন্দরপর্বতসদৃশ, সর্বতোমুখ, অপ্সরোগণ পরিবৃত্ত এবং দেবদানবগণেরও হুস্ত্রাণ্য বিমানবীর আরোহণপূর্বক রমণীয় শিবলোকে গমন করিয়া ইচ্ছানুসারে উত্তম ভোগ্য বস্তু ভোগ করত জ্ঞানলাভান্তর গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। ১—১১।

যে ব্যক্তি মেরুনামক শিবালয় প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি যে ফললাভ করে, সে ফল প্রধান প্রধান যজ্ঞসমূহ করিয়া ও পাওয়া যায় না; এবং সকল যাগযজ্ঞ, তপস্রা শানাবিধ বস্তু লান; তীর্থপর্যটন এবং বেদ পাঠ করিয়া যে ফল লাভ হয়, সে সমস্ত ফল লাভ করিয়া চিরকাল শিবভূলা হুষ্টিচিন্তে কালধাপন করে। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক নিষদ নামক শিবালয় প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি শিবলোকে গমনপূর্বক শিবভূলা সানন্দে কাল-ধাপন করে। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণপ্রদ হিমালয় পর্বতনামক শিবালয় প্রস্তুত করে, সে ব্যক্তি হিমালয় পর্বতভূলা হানারোহণপূর্বক কল্যাণপ্রদ শিবলোকে গমনান্তর জ্ঞান লাভ করিয়া

গাণপত্য প্রাপ্ত হয় অতিশয় সুখের নীলাদ্রি-শিখর
 শায়ক শিবালয় ভক্তিপূর্বক বিভবানুসারে প্রস্তুত
 করিয়া যে ব্যক্তি ভগবান রুদ্রের পৌত্ৰ্য প্রতিষ্ঠা
 করে, সে মনুষ্য যে ফল লাভ করে, সে ফল
 আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর : হিমশৈলনামক মন্দির
 করিয়া যে ফল লাভ হয়, তোমার নিকট তাহা পূর্বে
 আমি বলিয়াছি। ঐ সমস্ত ফল লাভপূর্বক ঐকলদেবগণ
 কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া শিবলোক গমনান্তর রুদ্রগণের
 সহিত আমোদ প্রমোদ করে। মহেন্দ্রপর্বতনামক
 রুদ্রসম্মত শিবালয় প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ
 করে, সে ফল আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনি-
 শ্রেষ্ঠগণ ! মহেন্দ্রপর্বত সদৃশ এবং বৃষভযুক্ত বিমানে
 আরোহণপূর্বক শিবলোকে গমন করিয়া যথাভিলষিত
 ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগানন্তর রুদ্রগণকর্তৃক বিচারিত ফল
 লাভপূর্বক বিষের দ্বায় বিষয়বাসনা পরিত্যাগানন্তর
 শিবসায়ুজ্য লাভ করে। ১২—২১। যে ব্যক্তি সুবর্ণদ্বারা
 রত্নশোভিত শিবালয় প্রস্তুত করে, দ্রাবিড়, নাগর,
 অথবা কেসর বিধানানুসারে এ ত্রিবিধ মন্দিরের এক
 প্রকার প্রস্তুত করে। ঐ মন্দির কূট হউক, মণ্ডপ
 হউক, কিংবা সমান হউক, অথবা দীর্ঘ হউক, তাহার
 যে পুণ্যলাভ হয়, তাহা একশত যুগে বলিয়া উঠা যায়
 না। হে বিজগণ ! জীর্ণ কিংবা পতিত, ভগ্ন, অথবা
 ছাদাদি শূন্য যে ব্যক্তি দ্বারাদি প্রস্তুত করিয়া শিব-
 প্রাসাদ, শিবমণ্ডপ, কিংবা শিবালয়ের প্রাচীর অথবা
 শিবালয়ের পুরদ্বারকে নতনের ভূলা করে সে ব্যক্তি
 আদিনন্দাণকর্তার অপেক্ষা অধিক পুণ্য লাভ করে,
 এ কথায় সংশয় নাই। যে ব্যক্তি ভরণাথও শিবালয়ে
 পরিচর্যা করে, সে ব্যক্তি বহু বান্ধবগণের সহিত স্বর্গে
 গমন করে, একথায় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি কেবল
 আত্মভোগ নিমিত্ত শিবালয়ে একবারও পরিচর্যা দি
 করে, সে ব্যক্তি হৃৎকবচ কালখাপন করে। হে
 মুনিবরগণ ! সে নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভক্তিভাবে কাষ্ঠ
 দ্বারা কিংবা ইষ্টকাদি দ্বারা শিবালয় প্রস্তুত করিয়া
 শিবলোকে গমনপূর্বক পূজা হয়। হে মুনিবরগণ !
 মহেশ্বর শিবের প্রসন্নতা লাভার্থ এবং ধর্ম, অর্থ, কাম,
 ঐশ্বর্যলাভনিমিত্ত সর্বপ্রকার দ্রব্য দ্বারা শিবমন্দির
 নির্মাণ করা উচিত। যদ্যপি উক্ত শিবমন্দির প্রস্তুত
 করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে হে মুনিবরগণ !
 শিবমন্দিরের সম্মার্ক্যনাদি কার্য করিলেই তাহার
 সকল অভিলষ পূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি মুহু হুহু
 সম্মার্ক্যনাদি দ্বারা এক মাস শিবালয় মার্ক্যনাদি করে,
 সে ব্যক্তি সহস্র চান্দ্রায়ণ ব্রতের কল লাভ করে। যে

ব্যক্তি বস্ত্রপুত গন্ধযুক্ত জল কিংবা গোময় জল দ্বারা
 শিবমন্দিরের যথাবিধি হস্ত-লেপনাদি কার্য করে, সে
 ব্যক্তি এক বৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া যে ফল লাভ
 হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যে স্থানে শিবলিঙ্গ
 প্রতিষ্ঠিত আছেন, সে স্থানের চতুস্পার্শ্বে অঙ্গ দ্রোণ
 ভূমি শিবক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হয় জানিবেন। ঐ শিব-
 ক্ষেত্রমধ্যে যে ব্যক্তি চুস্ত্যঙ্গ প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে
 ব্যক্তি শিবসায়ুজ্য লাভ করে। ২২—৩০। হে
 হুত্রতগণ ! জ্যোতিষ্ময় অনাদি লিঙ্গের ক্ষেত্রমানেই
 অঙ্গদ্রোণ। অন্ত্র অনাদি লিঙ্গের ক্ষেত্রমানে এক-
 পোয়া। ঋষিভাগিত লিঙ্গের ক্ষেত্রমানে অঙ্গ পোয়া। হে
 দ্বিজোত্তমগণ ! মনুষ্য স্থাপিত লিঙ্গের ক্ষেত্রমানে উদক।
 হে দ্বিজোত্তমগণ ! যতিদিগের আবাসের ক্ষেত্রমানেও
 ঐরূপ। শিবাবতার যোগাচার্য্য তদীয় শিষ্য
 প্রশিষ্য, মনুষ্যাবতার ও তদীয় শিষ্য প্রশিষ্যদিগের
 আবাস ক্ষেত্রমানেও অঙ্গদ্রোণ। হে বিজগণ !
 অত্যন্ত পবিত্র স্থান ত্রীপকটে, কিংবা তাহার নিকটবর্তী
 ভূমিতে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি
 শিবসায়ুজ্য লাভ করে। অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাগমী
 তীর্থে, মহাক্ষেত্র কেলারতীর্থে, প্রয়াগতীর্থে এবং
 কুরুক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি
 নির্দোষমুক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রতাসতীর্থে, পুরুষতীর্থে,
 অবন্তীতীর্থে, অমরেশ্বরতীর্থে এবং বাণী শৈলাকুলে
 মৃত ব্যক্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। বারাগমীক্ষেত্রে মৃত
 জীব কষ্টাচ পুনর্বার দেহ ধারণ করে না। অবিমুক্ত
 ক্ষেত্র, বিশিষ্ট ত্রিপতীর্থে, কেশারতীর্থে, সঙ্গমেশ্বরতীর্থে,
 শালঙ্কতীর্থে, জম্বুকেশ্বরতীর্থে, শুক্রেস্বরতীর্থে, গোকর্ণ-
 তীর্থে, ভান্ডরেশ্বরতীর্থে, শুভেশ্বরতীর্থে, হিরণ্যগর্ভতীর্থে
 এবং নন্দীশ্বরতীর্থে যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে,
 সে ব্যক্তি পরম গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি অনশনাদি
 ব্রত দ্বারা দেহকে ক্রীণ করিয়া শিবক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ
 করে, সে যোগী ব্যক্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। হে মুনিবর-
 গণ ! ঐ শিবলিঙ্গ মনুষ্যপ্রতিষ্ঠিত হউক; দেব-
 প্রতিষ্ঠিত হউক; ঋষিপ্রতিষ্ঠিত হউক; অনাদি
 হউক; অথবা স্বয়মাবির্ভূত হউক; যে কোন শিব-
 লিঙ্গসমীপে মরিলেই শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে
 সংশয় নাই। ৩৪—৪৪। শিবালয়ে অগ্নি স্থাপন
 পূর্বক পরমেশ্বর মহাদেবকে যথাবিধি পূজা করিয়া
 যে ব্যক্তি নিজ দেহ পিণ্ডকে হোম করে, সে
 ব্যক্তি নির্দোষমুক্তি লাভ করে। হে মুনিবরগণ !
 শিবালয়ে অনাহারী হইয়া যে ব্যক্তি প্রাণ পরি-
 ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি শিবসায়ুজ্য লাভ করে। যে

ব্যক্তি পাদব্রজ ছেদন করিয়া শিবালয়ে বাস করে, সে ব্যক্তি শিবের লাভ করে, এ বিষয়ে বিচার নাই শিবক্ষেত্রদর্শনজ পুণ্য অপেক্ষা শিবালয়ে প্রবেশ করিলে শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। শিবলিঙ্গ স্পর্শ এবং প্রদক্ষিণ করিলে, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। শিবলিঙ্গকে জল দ্বারা স্নান করাইলে, তদপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। হে বিপ্রগণ! হৃদয় দ্বারা স্নান করাইলে, জলস্নান অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। হৃদয়স্নান অপেক্ষা দধি দ্বারা স্নান করাইলে, সহস্র গুণ অধিক পুণ্য। দধিস্নান অপেক্ষা মধুদ্বারা স্নান করাইলে, শতগুণ অধিক পুণ্য। হৃতদ্বারা স্নান করাইলে, অনন্ত পুণ্য হয়। শর্করায়ুক্ত জলদ্বারা স্নান করাইলে, হৃতস্নান অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। শিবালয়-সমীপস্থ নদীতে অবগাহন স্নান করাইয়া অন্নপান পরিত্যাগ-পূর্বক যে ব্যক্তি দেহ বিসর্জন করে, সে ব্যক্তি শিবলোকে গমনপূর্বক পূজা হয়। শিবালয়সমীপস্থ নদী, নদীর্ধ্বা, কূপ এবং তড়াগ, এ সকল শিব-তীর্থ জানিবে। হে বিজবরগণ! ঐ শিবতীর্থে যে মনুষ্য ভক্তিভাবে অবগাহন করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম-হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। যে মনুষ্য ঐ সকল শিবতীর্থে প্রাতঃস্নান করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া শিবলোকে গমন করে। ঐ সকল শিবতীর্থে ভক্তিপূর্বক একবার মনুষ্য মধ্যাহ্ন স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের তুল্য ফল লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই এবং সূর্যাস্তকালে স্নান করিয়া শিব-পদ প্রাপ্ত হয়। ৪৫—৫৬। হে বিজগণ! ঐ সকল শিবতীর্থে মনুষ্য একদিনও ত্রিকালীন স্নান করিয়া পাপরূপ কণ্টক পরিত্যাগপূর্বক শিবসায়ুজ্য লাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বকালে কোন শূকর পথিমধ্যে কুকুর দর্শনপূর্বক ভীতচিন্তে প্রসঙ্গাধীন একবার শিবতীর্থে অবগাহন করিয়াছিল। হে বিজশ্রেষ্ঠগণ! ঐ শূকর মরণান্তে গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে লিঙ্গরূপী দেবদেব জগদীশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি অসাধারণ গতি লাভ করে। মধ্যাহ্নকালে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সাংসারিকালে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া সকল যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্তি লাভ করে; সংক্রান্তি বিবসে জগদীশ্বর দেবদেব লিঙ্গরূপী প্রভু মহাদেবকে দর্শন করিয়া মানসিক, বাচনিক এবং কারিক যে সকল মহাপাঠক, উপপাঠক, কিংবা অনুপাঠক আছে, তৎসমস্ত এবং

এক মাসে যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্ত পাপ পরিত্যাগপূর্বক শিবপদ প্রাপ্ত হয়। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তি এবং বিষুবসংক্রান্তিভয়ে শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পবিত্ররূপে মনুগতি দ্বারা বামদক্ষিণক্রমে শিবালয়ের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণক্রম করে, সে ব্যক্তি পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন বাক্য দ্বারা শিবনাম করে, সে ব্যক্তিও শিবলোকে প্রাপ্ত হয়। ৫৭—৬৬। গন্ধযুক্ত কিংবা গোময়যুক্ত জল দ্বারা, শিবালয় উপলেনপনপূর্বক তন্মধ্যে মূর্ত্যচূর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা, ইন্দ্রনীল মণিচূর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা, পদ্মরাগমণি গুণ্ডিকা দ্বারা অত্যন্ত সুন্দর ক্ষুটিক চূর্ণ দ্বারা, মরকতমণিচূর্ণ দ্বারা, কিংবা সুবর্ণচূর্ণ দ্বারা, অথবা রক্তচূর্ণ দ্বারা আর নির্দগণ পূর্বোক্ত দ্রব্যসমূহ সূক্ষ্মবর্ণতুলাদিচূর্ণদ্বারা মণ্ডল নিৰ্ম্মাণ করিয়া, হে মহাভাগ! বর্ণ-মণ্ডলমধ্যে মহাদেব-মূর্ত্তি-সমীপে কবিকায়ুক্ত দশহস্ত পরিমিত কমল লিখিয়া ঐ কমলমধ্যে বামাদিনবশক্তিসমম্বিত মহাদেবকে আবাহন করত পরম অতীষ্ট দাতা মহা-দেবকে পঞ্চোপচার, ষড়ুপচার, অষ্টোপচার দ্বারা পূজা করিবে ও পুনর্বার অষ্টোপচারে পূজা করিয়া দশ-দলপদে দৈশানকে দশোপচারে পূজা করিবে ও পুনর্বার দশোপচারে পূজা করত প্রণাম করিয়া ঐ দেবদেব উদ্দেশে নিবেদন করত ক্রিতদানফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে। নির্দগ ব্যক্তিও শুক্লবর্ণ তুলাদিদ্বারা পদ্য লিখিয়া পূর্বোক্ত সমগ্র পুণ্যলাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। মণ্ডলমধ্যে বামশপত্র সুন্দর পদ্য রত্নাদিচূর্ণ দ্বারা লিখিয়া বামশ মূর্ত্তির সহিত মণ্ডল-মধ্যে তাম্বর মূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্বক পূজা করিয়া, কিংবা নবগ্রহপরিবৃত সূর্য্য মূর্ত্তিকে পূজা করিয়া, উৎকৃষ্ট সূর্য্যসায়ুজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং ঘটকোণসম্বিত প্রাকৃত মণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে ব্রহ্মবরূপা প্রাকৃত দেবীকে স্থাপনাপূর্বক পদ্যের দক্ষিণভাগে সত্ত্বগুণ মূর্ত্তি-বামভাগে রজোগুণ মূর্ত্তি, অগ্রভাগে তমোগুণ মূর্ত্তি, মধ্যস্থানে জগদম্বিকা দেবীর মূর্ত্তি, ক্রিতিাদি পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্র দক্ষিণভাগে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, উত্তরভাগে জ্ঞানেন্দ্রিয়, বিবিধ পূজা করিয়া যজ্ঞদ্বারা আত্মা এবং অন্তরাত্মা এই উভয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহত্ত্ব এবং সমস্ত পূজা করিলে সকল যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বিপ্রশ্রে-গণ! আপনাদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতমণ্ডল কথিত হইল। ইহার পর সকল কাম এবং অর্থ-দান কার্য্য বলিতেছি শ্রবণ কর। মহাবেদাঙ্গণ গোষ্ঠ

চতুর্কোণমণ্ডল, গোময়যুক্ত জলদ্বারা লিখিয়া কেবল জলদ্বারা অতুষ্কপূর্বক মনোহর চন্দ্রাতপ এবং ছত্র দ্বারা অলঙ্কৃত করত বৃন্দাবনকার অর্দ্ধচন্দ্রসমূহ এবং সুবর্ণময় অখণ্ডপত্র সমূহ দ্বারা এবং স্তম্ভবর্ণ, রক্তবর্ণ, কিংবা নীলবর্ণ প্রভৃতি পদ্মদ্বারা চন্দ্রাতপের প্রান্তভাগে লঙ্ঘিত মুক্তামালা দ্বারা স্তম্ভবর্ণ চিত্তিকা-পাত্রসমূহ দ্বারা অত্যন্ত সুন্দর ফল, পদ্মব মালা পতাকা বস্ত্রযুক্ত পূর্ণকুন্তসমূহ দ্বারা এবং পঞ্চাশৎ নীপমালাদ্বারা সুশোভিত পঞ্চবিধ পুষ্পদ্বারা স্থাপিত পঞ্চাশৎপত্রযুক্ত অতিমনোহর পদ্ম লিখিবে; সেই সেই বর্ণ পূরকোক্ত দ্রব্যচূর্ণ সমূহ দ্বারা অথবা ধ্বতবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা একহস্ত-পরিমিত পদ্ম বিধানানুসারে নির্মাণ করিবে। হে সুব্রত মুনিগণ! ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে দেবীর সহিত দেবগণাধিপতি দেবদেব মহাদেবকে রুদ্রগণের সহিত স্থাপিত করিয়া পূরাদি-ক্রমে বর্ণবিজ্ঞানপূর্বক গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা প্রণবাদি নমোহস্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক সকল বর্ণকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। তদন্তর পঞ্চাশৎসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নানাবিধ দ্রব্য দ্বারা ভোজন করাইবে; রত্নাক্রমালা, যজ্ঞোপবীত, কুণ্ডল, শাসন, নগ, উকীয় এবং বস্ত্র এ সমস্ত দ্রব্য ঐ সকল ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া দেবদেব মহাদেবকে মহাচক্র নিবেদনপূর্বক কৃষ্ণবর্ণ গোমিথুন অর্পণান্তে দেবদেব ভগবান্ শিবন্তে ঐ দ্রব্যচূর্ণনির্মিত মণ্ডল প্রদানপূর্বক যোগ্যপয়ুক্ত দ্রব্যসমূহ নিবেদন করিবে এবং যথাক্রমে ওঁকারাদি সকল বর্ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জপ করিবে। ৬৭—৯২।

মহুয়গণ ভক্তিভাবে এইরূপ সকল উৎকৃষ্ট মণ্ডল লিখিয়া যে ফলপ্রাপ্ত হয়; তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করন। যথানিয়মে সাত্ৰচতুর্কোণ যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া এবং জ্যোতিষ্টোমাদি বিধিজং পর্যন্ত বজ্রসমূহ ক্রমাগত যথাবিধি নির্বাহপূর্বক বিখ্যাত পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন করত ভাৰ্য্যার সহিত সংকৃতঅগ্নি-সমভিষাহার বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ-পূর্বক চাত্রায়ধাদি সমস্ত কঠোরব্রত সম্পাদনাতে লৌকিক ক্রিয়াসমূহ সমাप्त করত বহুসহকারে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানলাভপূর্বক জ্ঞানলভ্য পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করিয়া যোগীগণ যে ফল লাভ করেন বর্ণময় মণ্ডল প্রদর্শন করিলে সেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওরা যায়। হে বিজবরগণ! মহুয়গণ যে কোন ক্রম দ্বারা আয়তন গৃহলেনশ করিয়া উত্তরপার্শ্বে কিংবা দক্ষিণপার্শ্বে অথবা পূর্বদিকে চূর্ণনির্মিত চতুর্কোণ মণ্ডল নির্মাণপূর্বক অলঙ্কৃত করিয়া পুষ্প অথবা দ্বিধা

পূজা করিলে পর সকল পাপ হইতে মুক্তি পায়; যে মহুয় গর্ভগৃহ চতুর্পার্শ্বে একবার ভক্তিপূর্বক আলোপন করিয়া কপূরসংযুক্ত চন্দ্রনাভি গন্ধদ্রব্যসমূহ দ্বারা সুগন্ধি করত চতুর্দিকে সুগন্ধি পুষ্পসমূহ বিক্ষেপপূর্বক চতুর্বিধ ধূপ দ্বারা স্থাপিত করত ভগবান্ ঈশান মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করে, সে মহুয় শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ৯৩—১০২। শিবলোকে ঐ মহুয় এক শত কোটি করুণ কাল ব্যাপিয়া উত্তমোত্তম ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করিয়া স্বীয় শরীরের গন্ধ দ্বারা শিবদাম্বির পরিপূর্ণ করত ক্রমশঃ গন্ধর্ব্ব-লাভপূর্বক গন্ধর্ব্বগণকর্তৃক পূজিত হয়; তদন্তর কালক্রমে ইহলোকে আগমনান্তর অত্যন্তবীৰ্য্য-সম্পন্ন রাজা হইয়া থাকে। আদিত্যেব মহাদেব ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সর্বব্যাপী সদাশিব হৃষ্টস্থিতি-প্রলয়কারী জানিবেন; অসাধারণ মুক্তি-সাধন শিব ব্রহ্মরূপ অমৃত গ্রহণ করিবে; বাক্ত অবাক্ত নিখিল পদার্থধরূপ, অচিন্তনীয় নিত্য পদার্থ, জগৎপ্রভু মহাদেবকে সর্বদা আরাধনা করিবে। ১০৩—১০৬।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

হে মুনিগণ! শিবালয় বস্ত্রপুত জল দ্বারা উপ-লেপন করিতে হইবে, ইহার অজ্ঞা হইলে সিদ্ধি লাভ হয় না। হে মুনিবরগণ! এই কয় প্রকার জল পবিত্র হয়, বস্ত্রপুত, উজ্জ্বত, ফেনবর্জিত, বিশিষতঃ নদী-জল পবিত্র হইয়া থাকে। হে বিজ-বরগণ! সেই হেতু সকল দৈবকার্য পবিত্র জল দ্বারা সকল কার্য সিদ্ধি-নিমিত্ত কর্তব্য জানিবেন; হস্ত হস্ত জন্তসমূহ দ্বারা জল মিশ্রিত হইয়া থাকে। অপবিত্র জল দ্বারা কার্য করিলে পর ঐ সমস্ত হস্ত জন্তকে বিনষ্ট করিয়া পাপ সঞ্চয় হয়। মহুয়গণের গৃহে সমাধীন, বিশেষতঃ চূড়ীতে অগ্নিসংযোগ, তণ্ডুলাদি কণ্ডল, সর্বপাদি পেষণ এবং কুন্তলমধ্যে জলসংগ্রহ, এ সকল কার্যকালে গৃহস্থগণের ক্ষুদ্র কীটাদি হিংসা সর্বদা হইয়া থাকে, সেই হিংসা-নিবারণের চেষ্টা করিবে। হে বিজগণ! সকল প্রাণীর অহিংসাই পরমধর্ম্ম জানিবেন। হিংসানির্বৃত্তি-কামলায় জলকে বস্ত্রপুত করিবে, অভয়দান সকল বস্ত্রদান অপেক্ষা পৃথকজনক জানিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ নিমিত্ত সকলকালে এবং সকল স্থানে হিংসা পরিত্যাগ করা উচিত; মদের দ্বারা, দ্রিষ্যদ্বারা এবং বাস্তবদ্বারা সর্বদা

অহিংসক মনুষ্যকে সকল প্রাণীই রক্ষা করে এবং হিংসক নরকে পীড়িত করে; বেদপারগ ব্রাহ্মণকে অখিল ব্রহ্মাণ্ড দান করিয়া যে ফল লাভ হয়, অহিংসক মনুষ্য তাহার কোটিগুণ ফল লাভ করে। মনের দ্বারা, কর্মদ্বারা; এবং বাক্যদ্বারা সলল প্রাণীর দ্বারা হিংসেতা করে, সেই দয়াপরজ্ঞ মনুষ্যগণ শিবলোকে গমন করে। 'যে সকল ব্যক্তি নানাবিধ প্রাণীকে স্বামীর দ্বারা ব্লেহপরজ্ঞ হইয়া পুত্র-পৌত্রাদির দ্বারা প্রতিপালন করে, তাহারা শিবলোকে গমন করে। হিংসা করা অবিধেয়; এ নিমিত্ত বস্ত্রপুত্ৰ জলদ্বারা স্বত্বপূর্বক শিব-লিঙ্গকে অভ্যাস্য এবং দান করা হইবে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড হিংসা করিয়া যে পাপ সঞ্চয় হয়, শিবালয়ে এবং প্রাণীকে হিংসা করিয়া সেই পাপ হয় জানিবেন। হে বিজয়গণ! শিবপূজা-নিমিত্ত সর্বদা পুষ্প হিংসা করা ঘাইতে পারে। ১—১৪। যজ্ঞকার্য্য নিমিত্ত পশু-হিংসা, হুষ্ট-দমননিমিত্ত ক্ষত্রিয়-প্রজা হিংসা করিতে পারে; ব্রহ্মবাদী যোগীগণের বিধি এবংনিবেশ নাই, সেই হেতু নিবিদ্যাকরণেও তাঁহা-দিগের দণ্ড নাই। সকল কর্মফল-পরিত্যাগী ব্রহ্মবাদীগণকে পাপকর্মে রত হইলেও হিংসা করিবে না, বরং সর্বদা পূজা করিবে। অত্রিমূর্ষির বংশজাত সকল রমণীগণ পবিত্র জানিবেন। অত্রিকুলজাত স্ত্রীলোককে হিংসা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। পাপকর্মে রত হইলেও স্ত্রীলোক অবধ্য জানিবেন। হে বিপ্রগণ! সকল স্থানে সকল কালে, সকল ব্যক্তি, সকল আত্মির মধ্যে পাপকর্মে রত হইলেও স্ত্রীজাতি যজ্ঞে হিংসা করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবে না। মলিন হউক, আর রূপবতী হউক, বিরূপ হউক, কিংবা মলিন-বস্ত্রধারিণী হউক, রমণীগণকে শিবভূত্যা বোধে মনুষ্যগণ কদাচ হিংসা করিবে না। বেদবহিঃস্বত-নিরম্যাদম্বী ঋতুভুক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত-ধর্মবিবর্জিত যে সকল ব্যক্তি, তাহারা পাপগণ। তাহাদিগের সহিত ব্রাহ্মণ কদাচিৎ আলাপ করিবে না। তাহাদিগের মুখ দর্শন করিবে না। তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, তাহাদিগের মুখ সৌখ্য হৃদ্য দর্শন করিবে। তথাপি এ সকল পাপগণ লোককে রাজাই হউন, অস্ত্র ব্যক্তিই হউন, কেহ হিংসা করিবে না। হে বিজয়গণ! কোন ঐশ্বর্য্যবান ও একবার মহেশ্বরকে পূজা করিয়া মনুষ্যগণ রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসত্তমগণ! পরম কারণ মহাদেবে ভক্তিহীন হইলে মনুষ্যগণ হুংভাগী হয় এবং নির্দয় হয়। যে সকল মনুষ্য দেবদেব পরমেশ্বর মহাদেবের ভক্ত, তাহারা ইহকালে বহুবিধ ভোগ্যবস্তু

ভোগপূর্বক পরকালে পরম ভোগ্যবান হইয়া মুক্তিলাভ করে। মনুষ্যগণের চিত্ত পুত্র-দার-গৃহাদিতে কেমন সর্বদা অনুরক্ত যদি একবারও ঐশ্বর্য্যক্রমে আদিদেব মহাদেবের প্রতি সেইরূপ আসক্ত হয়; তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তি এবং তপস্বী মনুষ্য শিবলোকের অদ্রবর্তী জানিবেন। ১৫—২৬।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

উনাবীতিতম অধ্যায়।

যদিবা বলিলেন, হে মহামতে! অম্ববুদ্ধি, অম্ম-বীৰ্য্য, অজসত্ত্ব ও স্বজায় মর্ত্যগণ কর্তৃক দেবদেব কিপ্রকারে পূজা করেন। যে দেবদেবকে মেঘগণ সহস্র বৎসর তপস্তা করিয়াও সাক্ষাৎ করিতে পারেন না মানবগণ কেমন করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে সমর্থ হয়? ইহা বিস্তারিত বলুন। সূত বলিলেন, হে মুনিপুত্রবর্গ! আপনারা বাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বর্ধাৎ বটে; তিনি ভক্তি দ্বারা দৃঢ়, পূজা-এবং সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভক্তিহীন মনুষ্যগণ, ঐশ্বর্য্য-ক্রমে পূজা করিলে ভগবান্ শিব তাহাদিগের ভাবানু-রূপ ফল দান করিয়া থাকেন। যে বিজাদম উপবিত্ত হইয়া শিবপূজা করে, সে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুক্রোধী হইয়া পূজা করিলে, রাক্ষসস্থান লাভ করিয়া থাকে। অভ্যাস-ভঙ্গী চুর্জন যদি পূজা করে, তাহা হইলে সে যক্ষ লাভ করিয়া থাকে। গান্ধীল ও নৃশাণীল ব্যক্তি পূজা করিলে গন্ধর্ব্ব লাভ করিয়া থাকে। ধ্যাতিশীল ক্রীড়ে আসক্ত নরাদম যদি পূজা করে, তাহা হইলে চন্দ্র লাভ করিয়া থাকে, আর মদার্ত্ত ব্যক্তি পূজা করিলে সোমস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গায়ত্রীদ্বারা দৈবকে পূজা করিলে, প্রাজাপত্য লাভ করিয়া থাকে। শ্রবণ দ্বারা পূজা করিলে ব্রহ্ম ও অভিনন্দন করিলে, বিষ্ণু লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। আর ভক্তিপূর্বক রুদ্রকে যদি মানবগণ একবার মাত্র পূজা করে, তাহা হইলে রুদ্রলোকে গমন করিয়া রুদ্রগণের সহিত আশ্রয় ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ১—১। প্রথমতঃ পুত্র-পুত্রিত্ত ভক্তিকরকে পবিত্রজলে শোধন করিয়া পরে ভক্তিপূর্বক পীঠে আবাহন করিয়া দর্শন করত বখাবিধি প্রণাম করিবে। তাহার পর ধর্ম্মজ্ঞানময় বৈরাগ্যার্থ্য্যসম্পন্ন সর্বলোক-নমস্কৃত আত্মনে দেখকে হাপন করিয়া পান্য, আচমন, অর্ঘ্য দান করিবে।

দ্রব্য জল, হৃত, তৃষ্ণ ও দধিধারা যথাবিধি দান করাইয়া শোধন করিবে; পরে শুদ্ধ জলে দান করাইয়া চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিবে এবং রোচনাদি দ্বারা পূজা করিয়া দ্রব্য পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। আর অখণ্ড বিষ্ণুপত্র, নানাবিধ পদ্ম, নীলোৎপল পদ্ম, নন্দ্যাবর্ত পুষ্প (ভগ্ন-ফুল) মল্লিকা, চম্পক, জাতি, করবীর, বকুল পুষ্প, শবীপুষ্প, বৃহৎপুষ্প এবং ধূতমূল্য পুষ্প; বক জগমার্গ (আপাঙ) ও কদম্বপুষ্প, ও নানাবিধ শোভন অলঙ্কার দ্বারা পূজা করিবে। পরে পঞ্চবিধ ধূপ নিবেদন করিয়া পায়স, দধি, মধু, হৃতসিক্ত অন্ন এবং শুদ্ধান্ন, মুগান্ন প্রভৃতি যজ্ঞবিধ অন্ন নিবেদন করিবে। কিন্তু পঞ্চবিধ অন্ন হৃতমুক্ত করিয়া নিবেদন করিবে। অথবা কেবল শুদ্ধান্ন বা আঢ্যক পরিমিত তুণ্ড পাক করিয়া নিবেদন করিবে। পরে প্রদক্ষিণ ও মুহুমূহ নমস্কার করিয়া স্তব করিবে। তৎপরে পুনর্বার দেব শঙ্করকে পূজা ও জপ করিয়া, ঈশান, পুরুষ, অশোর, বামদেব, সত্যোজাত এই পঞ্চ নামে দেবদেবকে পূজা করিবে। এই বিধিতে পূজা করিলে দেবদেব মহেশ্বর প্রসন্ন হইবেন। যে সকল বৃদ্ধ, পুষ্প-পত্রাদি দ্বারা শিব-পূজার উপযুক্ত হইবে, এবং যে সকল গোহৃদ্ধাদি দ্বারা ঐ শিবপূজার উপযোগী হইবে, তাহারাও যে পরমগতি লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অজ্ঞ ভব শিবকে একবারও পূজা করিবে, সে পুনরাবৃত্তিরহিত শিবসাহুয্য লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ পরমেশান সর্বের পূজা অবলোকন করে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে শাশ্বত আনন্দ ভোগ করিতে থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথবা যদি কেহ শিব-পূজা হইবে শুনিয়া তাহাতে অহুমোদন করে, সেও যে পরমগতি লাভ করে, ইহাও নিঃসন্দেহ জানিবেন। যে লিঙ্গলব্ধে একবার মাত্র হৃতপ্রদীপ দান করে, সে আপন বর্ষাশ্রম-ধর্মের তুর্গত পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শিবালয়ে কাষ্ঠনির্মিত বা মৃত্তিকা নির্মিত দীপাধার (দীপলুজ) সহিত দীপ প্রদান করে, তৎকিঞ্চিৎকিঞ্চিকুলশত পর্য্যন্ত শিবলোকে পূজাপ্রদ হয়। দৌহনির্মিত অথবা তাত্র বা রৌপ্য বা সুবর্ণ-নির্মিত দীপ যথাবিধি তত্তীক্ষ্মস্বর শিব-উদ্দেশে নিবেদন করিলে, অমৃত হৃদয়সম দৌহীপ্যমান বান-রোহণে শিবপুত্র গমন অনারামলাভ হয়। ১০—৩০।

যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে শিবসমুখে দীপ দান করে, অথবা যথাবিধি পূজ্যমান পরমেশ্বরের পূজা-অতি-পূর্বক অবলোকন করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে

গমন করিয়া থাকে। রুদ্রগায়ত্রী দ্বারা আবাহন সান্নিধ্যকরণ স্থাপন ও পূজন আর। প্রণবের দ্বারা উপবেশনবিধি কথিত আছে এবং পঞ্চ রুদ্রাদি মন্ত্রে স্বপন বিহিত আছে। অতএব এই বিধিতে, দেবদেব উদ্যোগিতক নিয়ত পূজা করিবে; আর তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মাকে প্রণবের দ্বারা পূজা করিবে, উত্তরে দেবদেব বিমুক্তকে গায়ত্রী দ্বারা পূজা করিবে। এবং পঞ্চরুদ্রমন্ত্রে ও প্রণবের দ্বারা যথাবিধি বহ্নিতে হোম করিবে। যে ব্যক্তি এই বিধিতে শঙ্করকে পূজা করে, সে শিবসাহুয্য লাভ করিয়া থাকে, এই লিঙ্গা-র্চনবিধিক্রম ব্যাসদেব সাক্ষাৎ রুদ্রমুখে শ্রবণ করিয়া, পরে আমার জিজ্ঞাসায় কীর্তন করেন, তাহা আমি আপনাদিগের নিকটে এই সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম ॥ ৩১—৩৭।

উনাবীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

ঋষি! বলিলেন, হে হৃত! কিরূপে দেবগণ পশুপাশ-বিমোচন পশুপতিক্রম অবলোকন করিয়া পশুত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করুন। হৃত বলিলেন, পূর্বে দেবগণ কৈলাস পর্বতের শিখরে ভোগ-নামক পুরে অবস্থিত সর্বজ্ঞ শিবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিতে লাগিলেন এবং জনার্দন হরিও দেবগণের হিড়ের নিমিত্ত ব্রহ্মার সহিত দেবগণপরিবৃত হইয়া গরুড়ের স্বর্গে আরোহণ করত দেবদেব-সমীপে যাইতে লাগিলেন। ইন্দ্রযামাদি দেবগণ ও সাধ্যগণ সকলে গিরিবর মেরুসমীপে আগত হইয়া প্রণাম করিলেন। পরে ভগবান্ গরুড়ধ্বজ বাহুদেব গরুড় হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুরোত্তমগণের সহিত পবিত্র সর্বপ্রধান ভোগ্য-প্রধান ঐ সুমেরু পর্বতে আরোহণ করিলেন। সততই ঐ পর্বতে নিরন্তর মধুর নীত চতুর্দিক আনন্দময় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে; চতুর্দিকে সুর্যের জ্বল উজ্জ্বল শত শত অট্টালিকা বিরাজমান; চন্দন ও ধবধির-পলাশাদি বৃক্ষ সকল অপূর্ণ শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; সুবর্ণরশ্মিগণ নিয়ত আমোদে মগ্ন। বৃহৎ বৃহৎ নাগনিবহ নিরন্তর সগর্ভের ঘব করিয়া পর্বতকে প্রতিক্রান্ত করিতেছে, ললিতগাঢ় চতুর্দিক হংসকুল নিরন্তর ক্রিয়ণ করিতেছে, কোলিক প্রভৃতি বিহঙ্গমরূপ প্রোক্তরূপক নিলাসে ও বিকলমুগ্ধা বিহঙ্গর মধুর উল্লসে পর্বতে সেই এক প্রকার

কোলাহল হইয়া কালীশ্বরকে পরাভূত করিতেছে। কোন কোন সাহুপুঠে অঙ্ককার-নালিমায় অপূর্ণ শোভা হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থলে বা অশেষ অশেষ হুরকম ও কুরবক, প্রিয়ক, কদম্ব, তাল, তমাল ও তিলক বৃক্ষ সকল এবং সেই সকল বৃক্ষাশ্রিত লতা সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং বিবিধ বিবধ-শিখর সকল যেন সগোরাবে উন্নতমস্তক হইয়া রহিয়াছে। এ হেন গিরিবরের পৃষ্ঠে দেবদেব পরমেষ্টী ভবের ক্রীড়ায় নিমিত্ত বিশ্বকর্মা কর্তৃক নিশ্চিত শৈবপুর দেখিতে পাইয়া সেন্দ্র উপেন্দ্রাদি দেবগণ সমাহিতচিত্তে শূলীর প্রভাবে দূর হইতেই সেই পুর-উদ্দেশে নমস্কার করিলেন। ১—১০। পরে মহাত্মা আদিত্যদেব বিষ্ণু সেই পর্বতে সহস্রহৃদ্য-সদৃশ-চ্যুতিশালী নিখিল-গুণ-গুহিত কৈলাসপুরীতে আগমন করিলেন। তাহার পর সেই অমরারিস্থল হরি ও ব্রহ্মা সাহচরে সহস্র সহস্র নারীপরিদেবিত রথগজবাজিসঙ্কুল গণ ও গণেশ্বরগণে আবৃত গিরিশসদৃশ মহাপুরদ্বারে উপনীত হইলেন। অনন্তর সুবর্ণময় মণিভূষিত ভবনে ও বিবিধাকার বিমানে শোভমান ও সুবর্ণময় প্রাকার-বেষ্টিত শত্ৰু বাহু পুর দেখিয়া, হরি ও বিরিকি প্রহুস্ত-বদন হইলেন; পরে চতুর্ভার-শোভন হীরক-বৈদ্য-মণিক্য প্রভৃতি মনিজাল-সমাকীর্ণ ষট্টা-চামর-বিলসিত নানাবিধ হস্ত্য। প্রসাদ ও রুহং রুহং গণ-সমিধিত অটালিকায় পরিবৃত, দেবদেবের দ্বিতীয় পুরীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে নিরন্তর মন্দ, মুরজ প্রভৃতি বাদ্য তড়িত হইয়া গম্ভীর মিনাদে সমুদ্র-বাচি-নির্ঘোষকেও পরাভূত করিতেছে। বাঁগা বেগুর মধুর ধ্বনিতে অবিশ্রান্ত সেই পুরী আনন্দময়ী হইয়া রহিয়াছে। অমরা সকল নিয়ত নৃত্য করিতেছে, এবং ভূতগণও আমোদে মত্ত হইয়া নৃত্যপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রভবন সদৃশ দৃষ্টিমনোহর ভবন সকল চতুর্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে। এতাদৃশ দ্বিতীয় পুরী অতিক্রম করিয়া তৃতীয় পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র পৌরনারী সকল পুষ্প ফল অঙ্কতাঙ্গি হস্তে লইয়া যেন ভব-মস্তকে শিরোদেশ করে, সেইরূপ হরিরও চতুর্পার্শ্বে প্রাসাদ-শৃঙ্গ নারীগণ ফলপুষ্পাঙ্কতাঙ্গিতে হরিকে অভিব্যক্ত করিতে লাগিল। সেই সময় বিশালজঘনা অঙ্গনাগ-হরিকে দেখিবামাত্র মদে বর্ণিতনয়না হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল ও আনন্দে গান করিতে লাগিল কোনও কোনও পৌর-কামিনী জ্বলকেশকে অবলোকন করিয়া, শিকমুখী হইয়া, বিবস্ত-মুগ্ধা

অন্ত-মেখলা হইল, এবং আনন্দে গান করিতে লাগিল। এইরূপে চতুর্ভ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম পুরে প্রবেশ করিয়া সৌন্দর্য্য অতিক্রম করত পরে সেই হৃদয়গুণসমৃদ্ধ কৈলাসশিখরেই গোপতি দেব শত্ৰু হুশোভন অতিশুভ্র সুবর্ণময়-নিগম নানা ভূষণ-ভূষিত একাদশ পুরীতে আগমন করিলেন। দেখিলেন সেই পুরীর দিক-বিদিকে হৃদয়গুণসমৃদ্ধ বিমানরাজি, এবং ফটিকময়, সুবর্ণময় ও নানাবিধ রত্নময় মণ্ডপ সকল অপূর্ণ শোভাশ্রয়ক হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। সেই পুরীর পুরদ্বার সকল নানাবিধভূষণ বিভূষিত, বিবিধ রত্নময় ও সর্বতঃ সুন্দর এবং সেই পুরী অষ্টাবিংশতি বিবিধাকার প্রাকারে বেষ্টিত ও সেই পুরীর দিক-বিদিকে দ্বার উপদ্বার সকল বিরাজমান। এবং সেই পুরীতে গুপ্ত গৃহ সকল ও দেবদেবায়াজ্ঞ স্বপ্নের গৃহ সমধিক শোভা পাইতেছে। আর অগ্গত দৃষ্টিমনোহন মুক্তাময় গ্রাম্য গৃহ ও বিদ্যরাজ গণপতির দ্বিবা পদ্মরাগময় আয়তন সেই পুরীর সাতশিয় শোভা বর্ধন করিতেছে। চতুর্দিকে বিবিধাকার চন্দনবৃক্ষ সকল ও হুশোভন তড়াগনিচয় সেই শোভাবর্ধনের অমূল হইয়া রহিয়াছে। ঐ পুরীহ দীর্ঘিকাসমূহের দ্বিবা অমৃত জল হেমময় সোপান-পঙ্ক্তি, এবং হংসসকল স্বীয় সবিলাস মধুরগতি দ্বারা ক্রীড়িগের গতি জয় করিয়া সেই সকল দীর্ঘিকার চতুর্পার্শ্বে বিচরণ করিতেছে। ময়ূরাকারগণ (হংস বিশেষ) কোকিল চক্রবাক শিশু প্রভৃতি সুন্দর পক্ষিসকল সেই বাণীসমূহের শোভা-বর্ধন করিতেছে। সেই পুরীতে সংলাপালাপনিপুণ, সর্কাতরুণ-ভূষিত, স্তলভরে অবনত, মদ-দৃষিত-ময়ন দ্বিবা রুদ্রকণ্ঠা-সহস্র মনোহর গান করিতেছে; অমর-দুর্লভা সহস্র সহস্র অপ্সরা নৃত্য করিতেছে; পদ্ম সকল প্রস্তুত হইয়া আমোদ বিস্তার করিতেছে; পিকবরের মধুর কুজন ক্রীড়নের গীতের শ্রুতিধ্বনিস্বরূপ হইয়া আবির্ভূত হইতেছে; রুদ্রক্রীড়ণ জলক্রীড়ায় নিয়ত আসক্ত রহিয়াছে; রতোৎসবরতা ও গ্রাম্যরাগে অনুরক্তা পররাগসম-কান্তিমতী সহস্র সহস্র সুন্দরী স্ত্রী আমোদে বিহ্বলা হইয়া রহিয়াছে। দেবগণ পরমাত্মা দেবদেব ভুবর পুরীর শোভা অবলোকন করিয়া বিম্বিত হইলেন। ১১—৩৫। পরে সেই স্থলেই দেবগণ রুদ্রগণকে দেখিতে পাইলেন, ও সহস্র সহস্র বীরেন্দ্র গণেশ্বরগণও তথায় দৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা সেই স্থানে দেবদেবের বৈদ্যমণিভূষিত সুবর্ণ-সোপানে সমধিক সুন্দর ফটিকময় বিমান দ্বিধিতে

পাইলেন, ও সেই সকল বিমানের শৃঙ্গ অবস্থিত। কমললোচনা, বিশালজবনা, গন্ধর্বকামিনী ও অমরা-
গণ তাঁহাদিগের নয়নের পখিক হইলেন এবং নানা-
বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট মণ্ডনপ্রিয়া নানা প্রত্যঙ্গসংযুক্ত নানা ভূষণে
বিভূষিত বিবিধ রত্নভোগপ্রিয় কিম্বর কিম্বরীগণ ও
ভূজঙ্গকল্পা^১ও সিদ্ধকঙ্কাগণকে দেখিতে পাইলেন।
সেই সকল কামিনী পদ্মপত্রের স্তায় আয়তলোচনা,
পদ্মকঙ্কাসদৃশ বস্ত্রে বিভূষিতা, নীলোৎপল-নলের
স্তায় তাহারা স্তম্বর এবং বলয়, নুপুর, হার, চিত্র,
ছত্র ও নানাবিধ ভূষণে তাহারা বিভূষিতা। পরে
গণেশ্বরগণ ও সুর-মুদ্রারীমূলকে নিরীক্ষণ করিয়া
সেই ইন্দ্রাদি দেবেশ্বরগণ, গণপতি ত্রিপুরারির
পুর-উদ্দেশে গমন করিলেন। ৩৬—৪২। এইরূপ
গমন করিতে করিতে পুরুহৃতপ্রমুখ সুরসিদ্ধ-
সদৃশ পরমেশ্বর ভবের বালার্কসদৃশবর্ণ আদি বিমান
দেখিতে পাইয়া তথায় উপনীত হইলেন। সেই
বিমানসমীপে আগত হইয়া শত্রু-পুরোগম দেবগণ
সেই বিমানের দ্বারে অবস্থিত গণেশ্বর শিলাদতনয়
মন্মথকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিতে
পাইয়া দেবগণ সেই গণেশ্বর-উদ্দেশে প্রণাম করত
“গণেশ্বরের জয় হউক” এইরূপ বলিলেন। এই
প্রকার দেবগণকে আগত দেখিয়া মন্মথও বলিলেন;—
হে নিধুত-কন্ধ্যব সর্ক-লোকেশ মহাভাগ দেবগণ!
আপনারা কি জন্ত আগমন করিয়াছেন; আমাদিগকে
তাহা বলিতে হইবে। মন্মথের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে
দেবগণ বলিলেন;—হে শিলাদতনয় মহাস্বয়ং নন্দিন!
আমাদিগকে পশুপাশ হইতে মুক্তির নিমিত্ত সেই
বরপ্রদ ঐরাবত-সমপ্রদ দেব মহেশ্বরকে অবলোকন
করান। পূর্বে ত্রিপুরদাহের সময় আমরা পশুত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুরব্রত! আমরা তাহাতে বড়
শঙ্কিত আছি। তবে পরমেষ্টী ভবকর্তৃক পাশপত
ব্রত কথিত আছে, ঐ ব্রত করিলে কাহারও আর
পশুত্ব থাকে না। সেই ব্রত দ্বাদশ বৎসর বা দ্বাদশ
মাস কিংবা দ্বাদশ দিনও অনুষ্ঠান করিলে, সকল
পশুগণ পশুপাশ হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম
হয়। আমরা সেই ব্রত করিয়া পশু-পাশ হইতে
মুক্ত হইব মনেস করিয়াছি। দেবগণের তাদৃশ
বাক্য শ্রবণে সর্কভূত ও গণসমূহের ঈশ্বর শিলাদ-
তনয় মন্মথ নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণকে সেই
পশুপতিকে দর্শন করাইলেন। অতঃপর উমার
সহিত সুখ্যসীল সগণ অব্যয় দেব ঈশানকে
অবলোকন করিয়া দেবগণ শ্রীতি-রোমাঞ্চিত-কলেশ্বর

হইয়া; প্রণাম ও স্তব করিতে লাগিলেন। পরে পশু-
পাশ হইতে মোচনের বিষয় দেবকে নিবেদন করিয়া
পুনঃপুনঃ প্রণাম করত কৃতজ্ঞলিপিতে সম্মুখে উদ্ভীষ
হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে বৃষধ্বজ
সেই সকল দেবগণকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের
পশুত্ব বিচার করত পাশপতব্রত উপদেশ দান করিয়া
দেবীর সহিত উপবিষ্ট রহিলেন। সেই অবধিই দেবগণ
পাশপত বলিয়া কথিত হন। ৪৩—৫৬। আর
যেহেতু দেব পশুপতিও সেই দেবগণের সাক্ষাৎ দেবতা,
সুতরাং তাঁহারা পাশপত নামে অভিহিত হইলেন।
তাহার পর সেই দেবগণ তপস্তা করিতে লাগিলেন।
এইরূপ দ্বাদশ বৎসর তপস্তার পর হুরোস্তমগণ পাশ
হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত সকলে স্ব স্ব
স্থানে গমন করিলেন। পূর্বে সনৎকুমার এই
উপাখ্যান পিতামহ-সকাশে শ্রবণ করেন। পরে
তাঁহার নিকটে ধীমান ব্যাস শ্রবণ করেন, ব্যাস-সকাশে
সেই উপাখ্যান আমিও শ্রবণ করিয়াছি; তাহা এক্ষণে
আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিলাম। যে গুচি
ব্যক্তি এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, বা শ্রবণ করায়, সে
জন মোহান্তর আশ্রয় করিয়া পশুপাশ হইতে মুক্ত
হইয়া থাকে। ৫৭—৬০।

অন্বীতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশীতিতম অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন;—হে স্তু! আপনি যে দেবগণ-
কর্তৃক অনুষ্ঠিত পশুপাশ-বিমোচন লৈঙ্গ পাশপত ব্রত
বলিলেন, আপনার ব্রতপূর্বে অনুষ্ঠান যথাযথ বর্ণনা
করিয়া আমাদিগের অভিলাষ পূরণ করুন। পূর্বে
সনৎকুমার কর্তৃক শৈলাদি মন্মথ ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত
হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি সংক্ষেপে
বলিতেছি শ্রবণ করুন। ঐ সর্কোৎকৃষ্ট পশুপাশ-
বিমোচন পবিত্র দ্বাদশ-লিঙ্গাখ্য ব্রত পূর্বে দেব, দৈত্য,
সিদ্ধ, গন্ধর্ব, সিদ্ধচারণ ও মহাভাগ মুনিগণ কর্তৃক
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেবদেব পিনাকী বড়ঙ্গ সহিত
বেদ মথিত করিয়া ঐ ব্রত নিষ্ঠা করেন। উহা
যোগপ্রদ ও ভুক্তি-মুক্তি-কাম-প্রসূতি। উহাতে ভক্ত-
গণের ভয়নাশ হয়; ঐ ব্রত অবিরোগ-সাধন; সকল
দান অপেক্ষা, উত্তম ও সর্কমঙ্গলপ্রদ; এবং অযুত
অর্থমেধ যজ্ঞও উহার সমতুল হয় না। ঐ ব্রত অনুষ্ঠান
করিলে সকল শত্রুমণ্ডল নাশ পাইয়া থাকে। উহার
অনুষ্ঠানে নিধিল জর-ব্যাধি দূর হইয়া যায়, এবং

যাহারা এই সংসারার্ণবে মগ্ন, সেই জন্তুগণের মোক্ষ-
প্রদ । ঐ ব্রত পূর্বের ত্রিকা ও বিষ্ণু ও অশ্বাচ্ছাদ দেবগণ
অমৃতদান করেন । ১—৮। বিশেষতঃ গণ ! বৃহৎ লিঙ্গ
নির্মাণ করত চন্দনজলে স্নান করাষ্টয়া চৈত্রমাসে
শিবলিঙ্গব্রত আরম্ভ করিবে । প্রথমতঃ সুবর্ণময় নবরত্ন-
খচিত কর্ণিকা-কেশরাশিত অষ্টমল পদ্ম যথাবিধি নির্মাণ
করিবে । পরে কর্ণিকাতে পীঠসংযুক্ত স্ফটিকময় লিঙ্গ
স্থাপন করিয়া সেই লিঙ্গে বিষ্ণুব্রতের দ্বারা যথাবিধি
পূজা করিবে ; ও নানাবিধ খেতবর্ণ সহস্র পদ্ম, রক্তপদ্ম,
নীলোৎপল, ধেত অর্কপুষ্প, কর্ণিকার কুহুম, করবীর,
বক প্রভৃতি পুষ্প এবং অশ্বাচ্ছাদ পুষ্প, আর গন্ধ ধূপ
দীপ নানাবিধ নীরাঞ্জনাদি মন্ত্রলাভ্যুতানে সেই লিঙ্গ-
মূর্ত্তি মহেশ্বরকে তদীয় গায়ত্রী দ্বারা ভক্তিপূর্বক পূজা
করিবে । তৎপরে তাঁহার দক্ষিণে অশ্বার মন্ত্রের দ্বারা
অগুরু নিবেদন করিবে ; পশ্চিমে সদ্য মন্ত্রদ্বারা
মনঃশিলা দান করিবে, উত্তরে বামনেশ্বরকে চন্দন দান
করিবে, ও পূর্বে পুরুষমন্ত্রে হরিভাল দান করিবে ।
ধেত-অগুরুজাত ; কৃষ্ণ-অগুরুজাত, ও গুণ্ণ-লিঙ্গস্থিত
সৌগন্ধিক সর্কোংকুট ধূপ, ও সিতার-নামক ধূপও
নিবেদন করিবে এবং মহাচন্দ্র, কিংবা আঢ্যকপরিমিত
অন্ন নিবেদন করিবে । এই পবিত্র শিবলিঙ্গ-মহাব্রত
আপনাদ্বিগকে বলিলাম । ইহা সকলমাসেই সমান,
তবে যাহা বিশেষ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ।
বৈশাখ মাসে হীরকময় ; জ্যৈষ্ঠ মাসে মরকতময়,
আষাঢ় মাসে মুক্তাময়, শ্রাবণ মাসে নীলমণিময়, ভাদ্র
মাসে পদ্মরাগময়, আশ্বিন মাসে গোমেদ (পীতবর্ণ
মণিবিশেষ) ময় কার্তিক মাসে প্রবালময়, অগ্রহায়ণ
মাসে বৈদূর্যময়, পৌষ মাসে পুষ্পরাগময়, (মণিবিশেষ)
মাঘমাসে স্বর্ধ্যকান্তময়, ও ফাল্গুন মাসে স্ফটিকময়
লিঙ্গ নির্মাণ করিবে । চৈত্র মাসের কথা পূর্বে বলা
হইয়াছে । ১—২২। সকল মাসে সুবর্ণের দ্বারা
একটা পদ্ম নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে । সুবর্ণের
অভাবে কেবল রক্তরেতের দ্বারা নির্মাণ করিয়া পূজা
করিবে । রত্ন না পাইলে কেবল সুবর্ণে বা রক্তরেত
পদ্ম নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে । আর রক্তরেত না
পাইলে তাত্র লোহ দ্বারা পদ্ম নির্মাণ করিয়া পূজা
করিবে । প্রান্তরময় হউক, কাষ্ঠনির্মিত হউক, মৃন্ময়
হউক অথবা সকল গন্ধময় হউক, কিংবা ক্ষণস্থায়ী
হউক বেদীযুক্ত লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাহাতে পূজা
করিবে । হেমন্ত ঋতুতে কেবল বিষ্ণুব্রতের দ্বারাই
মহাদেবের পূজা করিবে । সকল মাসে একটা সুবর্ণময়
পদ্ম নির্মাণ করিয়া কিংবা রক্তময়, সুবর্ণময়, সুকর্ণ-

কর্ণিকায়ুক্ত পদ্ম করিয়া দেবের পূজা করিবে । আর
রক্তময় পদ্মের অলাভে বিষ্ণুব্রতের দ্বারা পূজা
করিবে । যদি সহস্র পদ্ম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে
তাহার অঙ্গসংখ্যক পদ্মদ্বারা ঐ দেবের পূজা করিবে ।
তাহাও না পাইলে তাহার অর্ক ও সেই অর্দ্ধাঙ্গও না
পাইলে, অষ্টোত্তরশত কমলে দেবের অর্চনা করিবে
বিষ্ণুব্রত লক্ষণাধিতা দেবী লক্ষ্মী বাস করেন ; নীলপদ্মে
সাক্ষাৎ অম্বিকা বাস করেন ; উৎপলে (কঙ্কার
পুষ্পে) স্বয়ং কার্তিকেয় বাস করেন ; আর ধেতপদ্মে
সর্বদেবপতি শিব বাস করিয়া থাকেন ; অতএব
পশ্চিমোত্তর দেবের পূজাতে অতি যত্নসহকারে বিষ্ণুব্রত
সংগ্রহ করিবে, কদাচ পরিত্যাগ করিবে না । ২৩—৩০ ।
নীলোৎপল, উৎপল, (কঙ্কার কুহুম) রক্তকমল ও
ধেতপদ্মদ্বারা পূজা করিলে, সকলে বশ হয় । আর
পূজায় মনঃশিলা সর্কসিদ্ধিপ্রদ জানিবেন । কৃষ্ণাঙ্কুর-
চন্দন সর্কপাপবিনাশক গুণ্ণগুল প্রভৃতি ও দীপ দান
করিলে সকল রোগ ক্ষয় পাইয়া থাকে । চন্দনে পূজা
করিলে, নিখিল সিদ্ধি লাভ করা যায় । সৌগন্ধিক ধূপ
দান করিলে সকল কামার্থসিদ্ধি হয় । ধেত-অগুরু
ও কৃষ্ণ-অগুরু স্থিত এবং সৌম্য সিতার-নামক ধূপ
সাক্ষাৎ নির্বাণপ্রদ জানিবে । ধেত অর্কপুষ্পে
সাক্ষাৎ প্রজাপতি চতুরানন বাস করেন । কর্ণিকার
পুষ্পে সাক্ষাৎ মেধা অধিষ্ঠান করেন । করবীরপুষ্পে
গণেশ অবস্থিত থাকেন এবং বকপুষ্পে সাক্ষাৎ
নারায়ণ বাস করেন । আর সকল লুগন্ধি কুহুমে দেবী
পার্বতী অধিষ্ঠিতা থাকেন । অতএব এই সকল
পুষ্পের মধ্যে যে যে পুষ্প পাওয়া যাইবে, সেই সকল
পুষ্পে ও শুভ ধূপাদিতে ভক্তিপূর্বক আপন সম্প্রত্যক্ষ-
সারে পূজা করিবে । পরে ভক্তিপূর্বক পায়স, মহাচন্দ্র
ও সবুত সব্যঞ্জন সর্কদ্রব্যসম্বিত শুদ্ধান্ন অথবা আঢ্যক-
পরিমিত বা তাহার অর্দ্ধভাগ মূল্যায়ন নিবেদন করিবে
এবং ভক্তিসহকারে চন্দ্র, তালবৃন্ত দান করিবে ও
জ্যোতিষাঙ্কিত নানাবিধ দেবদেয় উপহার জলে প্রোক্ষিত
করিয়া ভক্তিসুভক্তিতে রক্ত-উদ্দেশে নিবেদন করিবেন ।
পূর্বের জিহ্বা বিষ্ণু সকল দেবগণের স্থিতির নিমিত্ত ক্ষীর-
সমুদ্রমণ্ডলে যে অমৃত উদ্ধার করেন, সেই অমৃত
অমৃতে প্রতিষ্ঠিত আছে প্রাণিগণের অন্নদানে শঙ্করের
অভিশয় প্রীতি হয়, অতএব অন্ননিবেদনপূর্বক দেব
শিবকে অবশ্য অবশ্য পূজা করিবে । প্রাণাদি পঞ্চায়
অম্রে প্রতিষ্ঠিত আছে । উপহারে তুষ্টি, ব্যঞ্জন
পকন, গন্ধতোয়ে সর্কাস্বক মহাদেব বসন এবং
পীঠে সাক্ষাৎ প্রভৃতি মহাপ্রতিষ্ঠার অবস্থা ।

করেন। ৩১—৪৪। অতএব প্রতিমাসে সেবসম্বন্ধে
বধাবিধি পূজা করিবে, আর পূর্ণিমাতে সৰ্বকামার্থ-
সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রত করিবে। ঐ ব্রতে সত্য, শুচিতা,
সন্তোষ, দয়া প্রভৃতি অবলম্বন করিবে ও দান করিতে
থাকিবে এবং ঐ পূর্ণিমাতে ও অমাবস্যায় উপবাস
করিবে। সংকৎসরাস্ত্রে গোদান ও দুগ্ধোৎসর্গ করিয়া
বিশেষতঃ বেদপারায়ণ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্বক
ভোজন করাইবে; পূর্বোক্ত বিধিমাতে লিঙ্গমূর্ত্তিকে
পূজা করিয়া নানাবিধ ভূক্ষাদি উপহারে অলঙ্কৃত
করত শিবালয়ে স্থাপন করিবে, কিম্বা ব্রাহ্মণকে দান
করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ মাসে মাসে ভক্তিপূর্বক
শিবলিঙ্গ-মহাব্রত করিবে, সে ব্যক্তিই সকল তপস্বী
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সে ব্যক্তিই কোটিসুখসমূহ
উজ্জ্বল বিমানারোহণে শিবপুরে গমন করিয়া অনির্কটনীর
অপ্রাকৃতিক আনন্দ ভোগ করিতে থাকে, কষাচ এই
মর্ত্ত্যে আর আপম্নন করে না; কিম্বা যদি একমাসও
এইরূপ সর্বোত্তম ব্রত আচরণ করে, তাহা হইলেও
যে শিবলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়, ইহা আর
বিচার্য্য নহে। অথবা যে যে বরপ্রার্থী হইয়া যে ব্যক্তি
একাগ্রচিত্তে একবৎসর এইরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করে,
সে ব্যক্তি সেই সেই বর লাভ করিয়া শিবসমীপে
গমন করিতে সক্ষম হয়। ৪৫—৫২। দেবত্ব, পিতৃত্ব,
ইন্দ্রত্ব, গাণপত্য, যাহাই হউক না কেন, সকাম
হইয়াও সেই সেই পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে
ব্যক্তি বিদ্যার্থী হইয়া এই ব্রত অনুষ্ঠান করে, তঁা
বিদ্যা লাভকরিতে সমর্থ হয় ও যে ব্রতামুষ্ঠায়ী ব্যক্তি ভোগার্থী,
সে ভোগ লাভ করে। যে দ্রব্যার্থী, সে অভিলষিত দ্রব্য
পাইয়া থাকে, আর যে আয়ুর্ার্থী, সে চিরজীবী হইয়া
থাকে। কলে যে যাহা কামনা করিয়া ব্রত আচরণ করিবে,
সে ইহা লোকেই সেই সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া
আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। আর যে নিকাম
হইয়া এরূপ ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে ক্ষুদ্র লাভ করিয়া
থাকে। বিশ্বপ্রভা শিব, দেব, অহরু, সিদ্ধ, বিদ্যাধরও
মর্ত্ত্যগণের হিতের নিমিত্ত এই পরম পবিত্র গুঢ় উত্তম
ব্রত প্রদান করিয়াছেন। পূজনীয় ঈশ্বরকে বধাবিধি
পূজা করিয়া ভূতা ও পুত্রগণের সহিত অবনমিত-
মস্তকে নমস্কার ও সেই গুরুসেবের শিবকে প্রদক্ষিণ
করত বয়সম্বন্ধে ব্যাপোহন স্তব জপ করিবে। এই
মহায্যাজ্ঞোপবীত-নামক স্তব মহাসুভাষ বিব্রজ্ঞা
পুরুষোত্তম পিতামহ ব্রহ্মগণের হিতের নিমিত্ত হরনামের
সহিত নির্দ্বন্দ্ব করুন। ৫৩—৫৮।

একাদশিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশীতিতম অধ্যায়।

স্তুত কহিলেন, মহাত্মা সনৎকুমার নন্দীর মুখে যে
ব্যাপোহন স্তব শুনিয়া ব্যাসকে বলিয়াছিলেন, মহাত্মা
ব্যাসের নিকট আবার আমি বহুমান প্রদর্শনপুস্তকস্বর
তাহা শ্রবণ করিয়াছি, যে ঋষিগণ। সেই সর্ব-
সিদ্ধিপ্রদ শুভ ব্যাপোহন স্তব কীর্তন করিতেছি,
শ্রবণ করুন। যিনি নির্দ্বন্দ্ব, যিনি দশস্বী ও
যিনি হৃষ্টগণের মৃত্যুস্বরূপ, সেই পরমাত্মা শুদ্ধ সর্ব ভব
শিবের উদ্দেশে নমস্কার। যিনি পঞ্চবক্ত, যিনি দশভুজ,
যিনি পঞ্চদশনয়নমুক্ত, যিনি শুদ্ধস্ফটিকসঙ্গাণ ও যিনি
সকলের উপরে বর্তমান, সেই সর্বাভরণ-ভূষিত সর্বজ্ঞ,
সর্বগ, শান্ত, পদ্মাসনস্থ, সায় ঈশ্বর, আশু পাপনাশ
করুন। ভগবান্ ঈশান, পুরুষ, অর্বোর, সদ্য, ও
বামদেব, ইহা বা সীত্র পাপনাশ কবন। সর্ববিশেষ
সর্বজ্ঞ সর্বপ্রদ শিবধ্যানৈকসম্পন্ন প্রভু অনন্ত, আমার
পাপনাশ করুন। হুরাহুরেশান স্তম্ভ শিবধ্যানরত
গণপূজিত বিশেষ আমার পাপ দূর করুন। মহাপূজ্য
শিবধ্যানপারায়ণ সর্বলা সর্বপ্রদ শিবোত্তম আমার পাপ
দূর করুন। শিবার্চনপারায়ণ শিবধ্যানৈকরত ভগবান
একাক্ষ ঈশ্বর আমার পাপ নাশ করুন। শিবভক্তি-
প্রবোধক শিবধ্যানৈকসম্পন্ন ভগবান্ ত্রিমূর্ত্তি ঈশ্বর
আমার পাপনাশ করুন। শিবার্চন-পারায়ণ সৰ্ব
শিবধ্যানরত সাক্ষ্য ত্রীমান ত্রীপতি ত্রীকর্ণ আমার
পাপ দূর করুন। শবভম্মাতুলেপন শিবার্চন-পারায়ণ
শান্ত ভগবান ত্রীমান শিখণ্ডী আমাব পাপ নাশ করুন।
ঐহার করের অগ্রভাগ তপপল্লবের গ্রায় কোমল, যিনি
খটাবধারিণী, যিনি মহাত্মা বীজশাক নন্দীর মাতা,
যিনি নৈগমেয়াদি পুত্রচতুষ্টয়ে পরিবৃত্তা থাকেন, যিনি
সকল ভূতের হৃষ্টির নিমিত্ত প্রকৃতিরূপা হইয়াছেন,
যিনি মহাবাহি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ববিজ্ঞানী,
ঐহাকে লক্ষী প্রভৃতি শক্তি নিয়ত নমস্কার করেন,
গণপতি, পদ্মোদিনি, ইন্দ্র, যম, কুবের প্রভৃতি সকল
দেবগণ পরমভক্তিপূর্বক ঐহার নিয়ত স্তব করেন,
এবং যিনি সেই সকল গণপতি প্রভৃতি দেবতার
জননী; যিনি ভক্তগণের আর্তি ও ভবভাষ নাশ করিয়া
অনায়াসলভ্য ভূক্তি-মুক্তি প্রদান করেন, যিনি এ
জগতের নিখিল উপদ্রব বিনাশ করেন, যিনি একা
হইয়াও জগতে সকলস্থলে সর্ব সময়ে বিদ্যাজ্ঞানা,
যোগিগণের স্বরূপে যিনি নিরন্তর অবস্থিত, আর
যিনি এই ব্রহ্মাদি সচরাচর জগৎকে রাখাথে ক্ষোভিত
ও দোষিত করিতেছেন, সেই ত্রিলোকনামস্বত এক-

পর্বার অগ্রজ। একপাটলা উদ্ধাকার পুরাতনী স্বীয়
সখী শুভাবতীর প্রিয়কারিণী পৌরী মনোহরী মহাদেবী
বরণান-পরায়ণ অম্বরনাশিনী মেনাতনয়া কপর্দিনী
নন্দনন্দিনী দাক্ষায়ণী ইন্দীবরনয়না কোশিকী পঙ্ক-
চূড়ানারী অপসারাপিণী মার্যাবিনী মণ্ডলপ্রিয়া সাক্ষাৎ
দেবী হৈমবতী আমার পাপনাশ করুন। ১—২৪।
শ্রীমান্ শিবার্চনপরায়ণ সর্ব গণেশ্বর শিবমুখ-
বিনির্গত চণ্ড আমার পাপ দূর করুন। যাহাকে
সকলে সর্বদা পূজা করে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র,
দিবাকর প্রভৃতি দেবগণ সিদ্ধ, পঙ্কজ, সর্প, ঋষি ও
ভূতবিধায়ক ভূতগণ হাঁহার স্তব করেন, যিনি ত্রিলো-
কের নাথ, সেই হলমার্গোৎপন্ন সর্বভূতমহেশ্বর
দেবজামাতা সর্বগ সর্ববর্শী সর্বেশ সদৃশ শিবরূপী
দেবদেবের অন্তঃপুরচর শালঙ্কায়নপৌত্র, নন্দী
আমার পাপ অপনোদন করুন। যিনি মহাকায়, যিনি
দিতীয় মহাদেবসদৃশ সেই শিবার্চনপরায়ণ শিলাদ-
তনয় নন্দী আমার পাপ দূর করুন। ২৫—৩০।
যিনি মেঘ মন্ডার কৈলাসের ডট-কুটের ভেদক,
হাঁহাকে ঐরাবতাদি দ্বিবা দিগগজ নিয়ত পূজা
করেন, হাঁহার সপ্তপাতালই পাশ, সপ্তদ্বীপ হাঁহার
বিশাল জজ্ঞা ও হাঁহার সপ্ত সমুদ্র অঙ্কণ,
সকল তীর্থ উদয়, আকাশ দেহ, দিহু সকল বাহু,
সোম-সূর্য-অগ্নি-লোচন, যিনি অনেকানেক অম্বররূপ
মহারূপগণকে উৎপাটন করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যারূপ
মদে যদি মত্ত হইলেন, ব্রহ্মাদি হস্তিপকগণ যে গজে
দিব্যযোগপাশে হ্রৎকমল-স্তম্ভে বৃত্তিরোধ করিয়া বদ্ধ
করেন। যিনি শতকোটি গণে পরিবৃত্ত, সেই শিব-
ধ্যানৈকপরায়ণ সাক্ষাৎ নাগেশবদন আমার পাপ দূর
করুন। ৩১—৩৫। শিবার্চনপরায়ণ ভয়ভোজী
দেহধারী পিঙ্গলাক শ্রীমান্ ভূদ্বীপের আমার পাপ দূর
করুন। দেবসেনাপতি সর্বাসুর-নিবর্হণ শক্তির
শিখিবাহন শান্তসেনানী শ্রীমান্ স্বপ্ন মূর্তিচতুষ্টয়ের
দ্বারা আমার পাপনাশ করুন। ভব, শর্ব্ব, রুদ্র, উগ্র,
ভীম, পদ্মপতি, ঈশান, মহাদেব, এই সকল শিবার্চন-
পরায়ণ দেবের অষ্টমূর্তি আমাকে পাপ হইতে মুক্ত
করুন। মহাদেব, শিব, রুদ্র, শঙ্কর, নীললোহিত,
ঈশান, বিজয়, ভীম, কেশবেশ, ভবোত্তম, কপালীশ,
এই একাদশ শিব প্রণাম-পরায়ণ রুদ্রাংশজাত রুদ্র
আমার পাপ নাশ করুন। বিকর্তন, বিবদান, মার্কট,
ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশক, লোকসাকী, ত্রিবিক্রম,
আদিত্য, সূর্য, অংকুরন, দিবাকর, এই দ্বাদশাবিভ
আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন। গন্ধ, গন্ধ, তেজ,

রস, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও আত্মা এই দেবের অষ্ট
তনু আমাকে পাপ ও ভয় হইতে পক্ষিত্রাণ করুন।
ইন্দ্র, অগ্নি, বম, নৈঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান,
ব্রহ্মা ও ভগবান্ অনন্তরূপী হরি এই দশদিক্শালক
আমার কায়িক মানসিক পাপ নাশ করুন।
নভস্থান, স্পর্শন বায়ু, অনিল, মারুত, প্রাণেশ,
জীবেশ, এই সকল শিবভাষিত শিবপুত্রাত বায়ু
আমার পাপনাশ করুন। খেচরী, বহুচারী, ব্রহ্মেশ,
ব্রহ্মব্রহ্মী, হুবেশ, শাশ্বত, পৃষ্ঠ, মহাবল, সুপৃষ্ঠ এই
সকল শিবপুত্রায় একমনাঃ চারণগণ, আমার সকল
মালিষ্ঠ ও পাপ দূর করুন। মন্ত্রজ্ঞ, যজ্ঞবিৎ, প্রোক্ত,
মন্ত্ররাই সিদ্ধপুঞ্জিত, সিদ্ধবৎ, পরমসিদ্ধ, এই সর্ব-
সিদ্ধিপ্রদায়ী শিবপদার্থক সিদ্ধগণ আমার পাপনাশ
করুন। বক্ষ, যক্ষেশ্বর, ধনদ, জুন্তক, মণিজয়,
পূর্ণভদ্রেশ্বর, মালী, শিতিকুণ্ডলি, নরেশ এই যক্ষেশ্বর-
গণ আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। ৩৬—৫০।
অনন্ত, কুণ্ডলিক, বাহুকি, তক্ষক, কর্কটক, মহাপদ্ম,
শঙ্খপাল, শিব-প্রণামরত এই সকল শিবদেহভূষণ
ফণীশ্র আমার পাপ ও হাবার জঙ্গম বিষ নাশ করিয়া
রক্ষা করুন। বীণাজ্ঞ, কিয়র, সুরসেন, প্রমর্দন,
অতীশয়, সপ্রয়োগী, গীতজ্ঞ এই সকল শিব-প্রণাম-
পরায়ণ কিন্নরগণ আমার পাপ নাশ করুন। বিদ্যাধর
বিবুধ, বিদ্যারামি, বিদ্যাস্বর, বিবুজ, বিবুধ, শ্রীমান্
রুদ্রজ্ঞ মহাবশা শিবের প্রসাদে এই সকল শিবধ্যান-
পরায়ণ বিদ্যাধরগণ আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার
করুন। বায়দেব, মহাজন্ত, মহাবল কালনেমি, হৃদ্রীষ,
মর্দুক, পিঙ্গল, দেবমর্দন, প্রজ্ঞাদ, অমৃচ্ছাদ, সংচ্ছাদ,
কিল, বাহুল, জন্ত মায়াবী কার্তবীর্য়, কৃতজ্ঞ এই
সকল মহাদেবভক্ত মহাত্মা অম্বরগণ জগতে যোগ ভয়
ও আশ্রয়ভাব অপনোদন করুন। খেচর, পক্ষিরাজ,
নাগমর্দন, হিরণ্য, তনু, বিষ্ণুবাহন, বৈনভেজ,
প্রভঞ্জন, নাগমর্দন, নাগালী, বিদ্যাবী গরুড় এই
সকল সূর্য বর্ণাত নানাভরণ-সম্পন্ন বিষ্ণু-
বাহন গরুড়গণ আমার পাপনাশ করুন।
৫১—৬৪। অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, অসিরা, ভৃগু, কশ্যপ,
নারদ, দ্বীচ, চাবন, উপমহু এই সকল শিবার্চন-
পরায়ণ শিবভক্ত ঋষিগণ আমার পাপ দূর করুন।
পিতা, পিতামহ, অগ্নিবাণ পিতৃলোকগণ, বহির্বদ-নামক
পিতৃলোকগণ এবং মাতামহাদিগণ এই সকল শিবধ্যান-
পরায়ণগণ আমার ভয় ও পাপনাশ করুন। লক্ষ্মী,
ধরনী, পারদ্রী, সর্ববতী, হুগা, উবা, শচী, জ্যোষ্ঠা,
এই সকল ও অন্ততঃ সুরপুঞ্জিত-মহেশ্বর দেবদেবগণ,

গণমাতৃগণ, ভূতমাতৃগণ এবং যেখানে যিনি যিনি গণমতি আছেন, সকলে দেবদেবের প্রসাদে আমার পাপ দূর করুন। ৬৫—৭০। উর্কশী, মেনকা, রস্তা, রতি, জিলান্তমা, হুম্বী, হুম্বী, কাম্বী, কামবন্ধনী, এই সকল ও অন্যান্য দেবের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সমুখে অতি ভক্তিভরে নৃত্যকারিণী অপসরাগণ আর অন্যান্য শিবার্চনপরাগণ দেবীগণ আমার পাপনাশ করুন। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু এই সকল শিবার্চনাকারী গ্রহগণ আমাকে ষোর ভয় ও গ্রহপীড়া হইতে রক্ষা করুন। মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্ডা, তুলা, রশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই শিবপূজাপরাগণ দ্বাশ্বশ রাশিগণ পরমেশ্বর প্রসাদে ভয় ও পাপনাশ করুন। অশ্বিনী, ভরণী, রুভিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পূষা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বাফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ভাভাদ্রপদ, উত্তরাভাদ্রপদ, রেবতী এই সকল দেবীগণ সর্বদা আমার পাপনাশ করুন। জর, কুস্তোদর, মহাবল শঙ্কর, মহাকর্ণ, প্রভাত, মহাভূত, প্রভর্কন, শ্বেনজিৎ, শিবদূত এই সকল প্রমথগণ শতকোটি কোটি ভূতগণের সহিত ভূতগণের মাতৃগণ মহাদেবের প্রসাদে সর্বদা আমাকে ভয় ও পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। যে বৃষেশ্বরের কৃন্দপুংপ ও চন্দ্রের জায় শুভ্র কান্তিমান আকার, যিনি বড়বালনের মুখ ভয় করেন, যিনি দক্ষযজ্ঞের নাশক, যিনি ভাগীরথীর সদৃশ পবিত্রতা, শুভ্রতা ও বর্শনমাত্রেই পাপনাশকতা-শক্তি ধারণ করেন, হাঁহার রুদ্রলোকে রুদ্র ও গণেশ্বরগণের সহিত নিয়ত বাস, সেই শিবার্চনপরাগণ শিবধ্যানরত কুন্তকুন্দ-কুম্ভ ও চন্দ্র ভূষণভূষিত চতুর্পাদ কীরোলকান্তি বিশ্ব-হৃৎ বিশ্বপিতা নন্দ্যামিগণ ও মাতৃগণে পরিবৃত দেব বৃষের আমার পাপনাশ করুন। ৭১—৮৭। রুদ্র-লোকবাসিনী জগন্মাতা গঙ্গা আমার পাপনাশ করুন। শিবভক্তিমতী মন্দানারী কামহুবা ধেনু আমার পাপনাশ করুন। শিবলোকবাসিনী মহাভাগা গোজননী উজ্জ্বলা ও ভদ্রা আমার পাপ দূর করুন। রুদ্রপূজাপরাগণ। সর্বপাপবিনাশিনী সর্বমঙ্গলময়ী সুরভি আমার পাপ অপনোদন করুন। ঈলসম্পন্ন শিব-ভক্তিমতী লক্ষ্মীপ্রদায়িনী শিবলোকবাসিনী সুশীলা আমার পাপনাশ করুন। বৈদ্যাদ্রাভক্ত সর্বকার্য-
করকর্মকরিনী
করকর্ম কুর্ধিতবেশ বৃহদ্রুদ্রভক্ত সর্বকার্য-
করকর্ম কুর্ধিতবেশ বৃহদ্রুদ্রভক্ত সর্বকার্য-

ভূষণ মহাবিশ্বের মূর্তিরূপী সেনাপতি, সর্বেশ্বর জ্যেষ্ঠ, ভূতপ্রভ পিশাচ কুম্ভাণ্ডাদি পরিবৃত ঈরাবতারোহী সর্বদেবেশ্বরান্নজ শিবপূজাপরাগণ সাক্ষাৎ কালভৈরব আমার পাপনাশ করুন। ৮৮—১৫। ব্রহ্মাণী মাহেশী কোমারী বৈকুণ্ঠী বারাহী মাহেশী চামুণ্ডা আশেরিকা এই সকল সর্বলোকপূজিত মাতৃগণ যোগিনীগণের সহিত আমার পাপ দূর করুন। বাহীর তৃতীয় নয়ন হইতে নিয়ত অগ্নিকণা বহির্গত হইতে থাকে, হাঁহার সহস্র বাহু, হাঁহার মহাবরষ বাহন, যিনি শিবপূজার নিয়ত আসক্ত, যিনি দক্ষযজ্ঞে দক্ষের শিরচ্ছেদ করেন, হৃদয়ের দন্ত ভয় করিয়া নেন, বহির হস্ত কাটিয়া দেন, পাশাভূত ধারা চন্দ্রের অঙ্গপেণ করেন, মহাদেবী সরস্বতীর নাসিকা ও ওষ্ঠ কাটিয়া দেন এবং যিনি প্রসন্ন হইয়া আবার সেই ইন্দ্রাদি দেবগণের অঙ্গরক্ষা করেন, সেই মহাতেজা ভগ্ননেত্র-নিপাতন হিমকুন্দ-কান্তি শূলধারী সর্বাধু-পাণি ত্রিলোকের অভয়-প্রদ নিয়ত মাতৃগণের পরিত্রাতা সর্বভক্ত সেনানী গণেশ্বর রুদ্রভয় রৌদ্র বীরভদ্র আমার পাপনাশ করুন। সর্বপ্রোষ্ঠা জ্যেষ্ঠা উত্তম উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত বরদায়িনী জগন্মাতা মহালক্ষ্মী আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। মহাভাগা শিবার্চনপরাগণা মহামোহা মহাভূতগণে বেষ্টিতা দেবী মহাশয়া আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। নিখিলগুণসম্পন্ন সর্বলক্ষণ-সংযুতা সর্বগামিনী সর্বপ্রদায়িনী মহামায়া লক্ষ্মী আমার পাপ অপনোদন করুন। শিবার্চনপরাগণা সুরপূজিতা ত্রিনেত্রা বরদা সিংহাধিরোহিণী মহিষাসুর-মর্দিনী অব্যয়া মহাদেবী পর্কট-নন্দিনী মহামায়া ভূগা আমার পাপ দূর করুন। সর্বলোকপূজিত ব্রহ্মাণ্ড ধারক মানসপুত্র সত্যময় রুদ্রগণ আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। ভূত-প্রভ পিশাচ ও কুম্ভাণ্ডায়ক কুম্ভাণ্ডগণ আমার পাপ নাশ করুন। মাসে মাসে ঐ স্তবে স্তব করিয়া শেবে ভূপাতিত মন্তকে প্রণাম করত সকল লিঙ্গপূজা ব্রতকার্য সমাপন করিবে। ১৬—১০৬।
যে এই দিবা ব্যোমোহন স্তব পাঠ করে, বা ভ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত হইতে সমর্থ হয়। ঐ স্তবলে কস্তারী কস্তা লাভ করে, জয়কামী জয় লাভ করে, অর্থপ্রার্থী অর্থ লাভ করে, পুত্রকামী বহুপুত্র লাভ করিতে সমর্থ হয়, বিদ্যার্থী বিদ্যালভ করে এবং ভোগেন্দ্রকোরা ইচ্ছাব্যবহারী ভোগলাভ করে, অধিক কি, বাহার বাহা বাহা জিজ্ঞাসিত থাকে, সে যুক্তি, সে যুক্তি এই স্তব-
স্তবে অবিহনে লাভ বিহীন দেবগণের কীর্তিভাজন

হইতে সুমর্থ হয় । যাহার উদ্দেশ্যে এই স্তব পাঠিত হইবে, তাহাকে আর বাতপিত্তাদি-সম্ভব রোগ ক্রেশ দেয় না, তাহার আর অকালমৃত্যু কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সর্পভীতিও তাহার দূর হয় । তাঁহের বাহা ফল, যজ্ঞের বাহা ফল, দানের বাহা ফল ও ব্রতানুষ্ঠানের যে পুণ্য, মানবগণ এই স্তবপাঠে কোটিগুণ সেই পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় । কি গোহস্তা, কি বীরহস্তা, কি ব্রহ্মঘাতী কি শরণাগতঘাতী কি মিত্রঘাতী, কি বিশ্বাসঘাতক, কি কৃতঘ্ন, কি চুষ্ট, কি পাপাচারী, কি মাতৃহস্তা, কি পিতৃহস্তা সকলেই এই স্তব-মহিমায় আপন আপন নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে পুণ্যনয় হইতে হয় । ১০৭—১১৫ ।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্ৰ্যশীতিতম অধ্যায় ।

ঋষিরা বলিলেন, হে সূত ! আমরা লিঙ্গদানের প্রসঙ্গে উল্লিখিত ব্যাপোহন স্তব সান্নিধ্যে শুনিলাম ; এক্ষণে ব্রতসকলও কীর্তন করুন । সূত বলিলেন, হে মুনিসত্তমগণ ! পূর্বে মহাত্মা নন্দী ধীমান সনৎ-কুমারকে যে ব্রতসকল বলিয়াছিলেন, তাহা আমি-আবার বহুদর্শী ব্যাসের নিকট শুনিয়াছি ; সেই সকল ব্রত আপনাদিগের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন । যাহারা এক বৎসর উভয় পক্ষেরই অষ্টমী ও চতুর্দশীতে রাত্রিভোজনব্রত-অবলম্বনে শিবপূজা করে, তাহারা সর্বযজ্ঞফল লাভ করিয়া পরম গতি পাইয়া থাকে । প্রতিপর্বে রাত্রিতে পৃথিবীকেই ভোজন-পাত্র করিয়া (অর্থাৎ ভূমিতেই খাদ্য রাখিয়া) ভোজন করিয়া একদিনমাত্র শিবপূজা করিলে, তাহারা তিনগুণ অর্থাৎ তিন দিনের ফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে । মাসের শুরু কৃষ্ণ পক্ষমীতে ও শুরু কৃষ্ণ প্রতিপদে রাত্রিতে কীরথারা-ভোজনরূপ কীরথারা ব্রত করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারিবে । মানবগণ কৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণচতুর্দশী পর্যন্ত নক্তভোজনরূপ ব্রত করিলে অখিল ভোগের ভোগী হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় । ১—৭ । ব্রহ্মচারী, জিতক্রোধ ও শিবধ্যাননিরত হইয়া বৎসরান্তে বিধিপূর্বক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে সে ব্যক্তি শিবলোকে গমন করে ; ইহাতে সংশয় নাই । উপবাসের পর তিকালক, তৎপরে অমাবস্যাপ্রাপ্ত,

তৎপরে রাত্রিকালে নক্তব্রত করিবে । ক্ষেপণ পূর্বাহ্নে ভোজন করেন, মধ্যাহ্নে ঋষিগণ, অপরাহ্নে পিতৃগণ, সন্ধ্যাকালে গৃহকাহ্নিরা ভোজন করেন । অতঃপর সকলের ভোজনবেলা অতীত করিয়া রাত্রিতে ভোজন উত্তম । নক্তভোজী মানব, হবিষ্যভোজন নান সত্য লঘু আহার, অধিকাৰ্য্য এবং অধঃশয্যা আচরণ করিবে । ধর্ম, কাম, অর্থ, মোক্ষ এবং সর্বপাপ-বিমোচনকর সকলব্রতের শ্রেষ্ঠ প্রতিমাসিক শিব-ব্রত বলিতেছি শ্রবণ কর । যে নর পৌষমাসে মহাদেবের পূজা করিয়া, সত্যবাদী ও ক্রোধভাগী হইয়া শালি-গোধূম এবং গোরস দ্বারা নক্তভোজন করে, উভয় পক্ষের অষ্টমীতে যতপূর্বক উপবাস এবং ভূমিশয্যা করে, মাসান্তে পৌর্ণমাসীতে হৃতাদি দ্বারা মহাদেবকে নান করাইয়া বিধিপূর্বক পূজা করিয়া যাবক ক্ষীর এবং ঘৃতযুক্ত অন্নদান করিয়া স্থূল ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া এবং বিশেষরূপে শাস্তি-জপ করে এবং পরমেষ্টী দেবদেব সকলের উৎপত্তি-স্থান শিব-উদ্দেশে কপিলবর্ণ গোমিথুন নিবেদন করে ; হে মুনিশাঙ্গুল ! সেই নর উত্তম অগ্নিলোকে গমন করে । সেই অগ্নিলোকে বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করে ৮—১১ । যে মানব মাঘমাসে মহাদেবের পূজা করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক ঘৃতসংযুক্ত কুশর ভোজন করত নক্তব্রত করে, উভয় পক্ষের চতুর্দশীতে উপবাস করে, পৌর্ণ-মাসীতে রুদ্র-উদ্দেশে ৃত কহল দান এবং কৃষ্ণবর্ণ গোমিথুন নিবেদন এবং শঙ্করের পূজা করে এবং যথা-ক্ষিপ্র ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, সে ষমলোক প্রাপ্ত হইয়া যমের সহিত প্রমোদ অমুভব করে ; ফাল্গুনমাস উপস্থিত হইলে যে নর ক্রোধ এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া ঘৃত-ক্ষীরসংযুক্ত শ্রামাকার দ্বারা নক্তভোজন করে, চতুর্দশী এবং অষ্টমীতে উপবাস করে, পৌর্ণমাসীতে মহাদেবকে নান করাইয়া পূজাপূর্বক তাম্রবর্ণ গোমিথুন শূলপাণি-উদ্দেশে প্রদান করে ; অন্তর ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, সে শিশুদেহ চন্দ্রমাগুজা প্রাপ্ত হয় । চৈত্রমাসে রুদ্রের পূজা করিয়া হুঙ্ক ও হৃতযুক্ত শালিতপুলের অন্ন রাত্রিকালে ভোজন করিবে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! রাত্রিকালে গোষ্ঠে ক্ষিতি-তলে শয়ন করিয়া মহাদেবের দ্বারন করিবে । পূর্ণিমা-তিথিতে মহাদেবকে নান করাইয়া শুভ্র গোমিথুন দান করিবে এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ; এইরূপ করিলে নিশ্চয় জ্ঞান প্রাপ্ত হয় । বৈশাখমাসে নক্তভোজন করত পৌর্ণমাসীতে পঞ্চগব্য এবং হৃতাদি দ্বারা শিবকে

দান করা হয়, খেত গো-মিথুন দান করিয়া অৰ্ধমেঘ যজ্ঞের ফল লাভ করে। ২০—৩০। জ্যৈষ্ঠমাসে দেবেশ্বর উমাপতি শঙ্করকে ব্রহ্মা ও ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া মধু, জল এবং ঘৃতাদি দ্বারা পবিত্র রক্তবর্ণশালির অন্ন রাত্রিকালে ভোজন করিবে। নিশার অন্ধভাগ বীরাসনে উপবেশন করত গো-শুভ্রদ্বারা নিরুত থাকিবে। পৌর্ণমাসী তিথিতে দ্বেষকেষ উমাপতিকে পূজা করিয়া যথাশক্তি দান করা হয়, যথাবিধান চরু দান করিবে। অনন্তর বিভব-অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করা হয়। দুঃস্বপ্ন গো-মিথুন দান করিবে। এইরূপ করিলে বায়ু-লোকে পুজিত হয়। আষাঢ়মাসে ঘৃতমিশ্রিত ভূরিখণ্ড ও স্তূপস্বর সহিত গো-হুস্ত রাত্রিকালে ভোজন করিয়া, পৌর্ণমাসীতে ঘৃতাদি দ্বারা মহাদেবকে দান করা হয়। যথাশক্তি পূজা করিয়া বেণপারগ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করা হয়। গোয়বর্ণ গো-মিথুন দান করিলে বারুণলোকে গমন করে। শ্রাবণমাসে ভগবান্ রুষভ-ধ্বজকে পূজা করিয়া কীর এবং যষ্টিক ভক্তদ্বারা নক্ত ভোজনপূর্বক পূর্ণিমা তিথিতে ঘৃতাদি দ্বারা ভগবান্কে দান ও পূজা করা হয়। বেণপারগ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করা হয়। ষোড়শগ্রন্থ এবং পৌণ্ড্র গো-মিথুন দান করিলে সে নর বায়ুসামুদ্র্য প্রাপ্ত ও বায়ুর শ্রাঘ সর্বগামী হয়। ভাদ্রমাস উপস্থিত হইলে, পূর্বেব শ্রাঘ রাত্রিকালে হস্তশেষ ভোজন করিয়া বিপ্রেশু-দ্বিগের সহিত বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্বক দিব। ভূতি-বাহিত করিবে। পৌর্ণমাসীতে দেবেশ্বর শঙ্করকে দান করা হয়। পূজা করিবে। অনন্তর বেণবোদ্যপারগ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। এইরূপ করিলে যক্ষলোক প্রাপ্ত হইয়া মানব যক্ষরাজ হয়। অনন্তর আশ্বিনমাসে রাত্রিতে সমুদ্র অন্ন ভোজন করিয়া পূর্ণিমাতিথিতে পূর্ববৎ শিবভক্ত ও সর্বদা শুচি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করা হয়। সমুদ্রত-বক্ষ নীলবর্ণ বৃষ ও গো যথাভায়ে দান করিলে ঈশানলোকে গমন করে। ৩১—৪৫। কার্তিকমাসে সমুদ্র কীরয়ুক্ত ওদলবৎ নক্তভোজন করিয়া মহাদেবের পূজা করিয়া পৌর্ণমাসীতে বিধিপূর্বক দান করা হয়। চরু দান করিবে। যথাবিভব ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করা হয়। পূর্ববৎ কপিলবর্ণ গো-মিথুন দান করিলে নিঃসংশয় স্তূপ-সামুদ্র্য প্রাপ্ত হয়। মার্গশীর্ষমাসে যথাযোগ্য হুস্তকীরদ্বিযুক্ত যব দ্বারা নক্ত ভোজন করিয়া পৌর্ণমাসীতে শঙ্কর পূর্ববৎ দান ও পূজা করিয়া করিয়া বেণপারগ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করা হয়। বিধি-পূর্বক পাণ্ডুর গো-মিথুন দান করিলে সৌম্যলোক

প্রাপ্ত হইয়া সৌম্যের সহিত ক্রীড়া করে। অশ্বিনী, সত্য, অন্তর, ব্রহ্মচর্য, ক্রমা, দয়া, তিসবার দান, অগ্নিহোত্র, ভূমিতে শয়ন এবং নক্ত-ভোজন উত্তর পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশীতে এই সকল করিবে। এই ঐতিহাসিক শিবব্রত কীর্তন করিলাম। হে দ্বিজগণ! ক্রমে বা ব্যুৎক্রমে একবর্ষ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে শিবসামুদ্র্য ও জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হয়। ৪৬—৪৯।

ত্রয়োদশম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশীতিম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে মুনিগ্রেষ্ঠগণ! নরনারীভ্রাতৃতি জন্তগণের হিতনিমিত্ত মহাদেব কর্তৃক কথিত উমা-মহেশ্বর ব্রত কহিতেছি। একবৎসর পূর্ণিমা, অমাবস্তা, চতুর্দশী এবং অষ্টমীতে রাত্রিকালে হবিষ্য করিবে এবং শঙ্করের পূজা করিবে। বর্ষান্তে স্বর্ণ বা রজত দ্বারা উমা ও মহেশ্বরের মূদ্রার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া যথাবিধি তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রাহ্মণ-গণকে ভোজন করা হয়। শক্তি-অনুসারে তাহা-দিগকে দক্ষিণা দিয়া শ্রেষ্ঠ উপকরণযুক্ত ছত্র-চামরাদিভূষিত রথাদি দ্বারা দেবেশ শঙ্করকে রুদ্রালয়ে লইয়া গিয়া পরমমেষ্টী শিব-উদ্দেশে ব্রত দিবেনন করিবে। এইরূপ করিলে নর শিবসামুদ্র্য এবং নারী ভগবতীর স্যামুদ্র্য প্রাপ্ত হয়। কঙ্কাই হউক, বিধবা হউক নিয়ম ও ব্রহ্মচর্যপরা হইয়া অষ্টমী ও চতুর্দশীতে একবৎসর ভোজন করিবে না। বৎসরান্তে পূর্কোক্ত বিধানে প্রতিমা নির্মাণ করিয়া, তাহা যথাভায়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া, রুদ্রালয়ে গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে ভবানীর সহিত ক্রীড়া করে; যে নারী একবর্ষ এইরূপে কেবল কৃষ্ণচতুর্দশীতে ব্রত আচরণ করে; বর্ষান্তে প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূর্কোক্ত সমুদ্র্য কাণ্ড করে, সে ভবানীর সহিত একত্র প্রমোদ অনুভব করে। একবৎসর অমাবস্তায় নিরাহার্য হইয়া নিয়মবতী হইবে। ১—১০। বর্ষান্তে বিধিপূর্বক শূল নির্মাণ করিয়া নিবেদন করিবে এবং ঈশানকে দান করা হয়। সহস্র ষেতকসল দ্বারা পূজা করিবে। স্বর্ণরচিত-কর্ণকানুত রক্ততনুদ্রিত কমল মহাদেব-উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দক্ষিণা দান করিবে। নারী শূল দান করিলে কামরূত জ্ঞানহত্যাদি যে কোন পাপ দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়, ইহাতে সৎসর লাই।

ভবানীর সাযুজ্য লাভ করে। যে নর এই ব্রত করে, সেও রুদ্রসায়ুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে বিজ্ঞোৎপন্ন। নারী ও নর এক বৎসর আলমুদ্র হইয়া পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যা উপবাসনিত হইয়া ব্রহ্মহুতান করিবে ত্রীণ স্বামীর অন্নমতিক্রমে ব্রতের অধিকারিণী হয়। কেননা জপ, দান, তপস্যা, সকলকর্ম্মই ত্রীণ অস্বাধীন। বধোক্ত সর্বগদ্যাচ্য প্রতিমা নিবেদন করিলে, সেই সুব্রতা রমণী ভবানীর সাযুজ্য ও সারূপ্য নিশ্চয় লাভ করে, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি। অথবা যে নারী ব্রহ্মচারিণী ও ক্রমা, অহিংসাদি নিয়মসংযুক্ত হইয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় একভক্ত করে এবং আলমুদ্র-রহিত হইয়া রুদ্রভিলের ভার দান করে এবং পরমেশ্বর মহাদেব ও ব্রাহ্মণ-উদ্দেশে হৃত ও শুভযুক্ত ওদন বিভব-অন্নসারে দান করে এবং অষ্টমী ও চতুর্দশীতে উপবাস-নিরত হয়, সেই সুব্রতা স্ত্রী, ভবানীর সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করে। ক্রমা, সত্য, ক্রমা দান, শৌচ, ইন্দ্রিয়দমন এবং রুদ্রপূজা সকল ব্রতের সামাজ্য ধর্ম্ম ॥ ১১—২২ ॥ হে মুনিগণ! আমি আপনাদিগকে নম্ভিকথিত বিপুল পুণ্যপ্রদ, মার্গশীর্ষ মাস হইতে অন্তঃক্রমে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসিক ব্রত বলিতেছি। যে নারী মার্গশীর্ষ মাসে পূর্ণাঙ্গ উত্তম রথকে অলঙ্কৃত করিয়া যথাবিধানে শিব-উদ্দেশে নিবেদন করে সেই নারী ভবানীর সহিত নিঃসংশয় ক্রীড়া করে। পৌষ মাসে পূর্বোক্ত সমুদয় কার্য্য করিয়া শূল প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শিব-উদ্দেশে দান করিলে শঙ্করীর সহিত ক্রীড়া করে। মাঘ মাসে সর্বলক্ষণ-লঙ্কিত রথ নির্মাণ করিয়া দেবপতি মহাদেবের পূজা-পূর্ব্বক দান এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইলে সেই মহাতাপা রমণী দেবীর সহিত ক্রীড়া করে; ইহাতে সংশয় নাই। ফাল্গুন মাসে যে স্ত্রী বিভব-অন্নসারে হিরণ্য, রজতাদি দ্বারা প্রতিমা নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পূজা করিয়া শিবমন্দিরে স্থাপন করে, সে নিঃসন্দেহ মহাদেবীর সহিত প্রমোদ অমৃতভব করে। চৈত্র মাসে শিব, শিবা ও কার্ত্তিকের তত্ত্বাদিনির্ম্মিত প্রতিমা বিধিবৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রুদ্র-উদ্দেশে দান করিলে, ভবানীর সহিত ক্রীড়া করে। বৈশাখ মাসে হরণাকর্ষীসম্বিত, চতুর্দিকে প্রমথ-বেষ্টিত, সর্ববস্ত্রযুক্ত রজতময় কুবেরনিকेतন নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শুভপ্রদ শঙ্করনিলয়ের স্থাপিত করিবে। এই কৈলাসস্থাত ব্রত করিলে, কৈলাস-পর্ব্বতে ভবানীর সহিত প্রমোদ করিত পায়। জ্যৈষ্ঠমাসে কৃত্যাকর্ষিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ্বর

মধ্যস্থিত শিবকর্তৃক সেবিত হংস ও বরাহযুক্ত মহাদেব উমাপতির লিঙ্গমূর্ত্তি তাত্ত্বাদি দ্বারা নির্মাণ করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে। মঙ্গল-উদ্দেশে শিবালয়ে শিবসম্মিানে ব্রাহ্মণের লিখিত মূর্ত্তি স্থাপিত করিলে, দেবীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। শুভপ্রদ আঘাত মাসে আপনার বিভব-অন্নসারে পূর্ব্বোক্ত দ্বারা সর্ববীজ, সর্বরস, সুশোভন উপকরণ, মূল, উদ্বল, দাসী, দাস, শয্যা ও ভোজ্যাদিতে পূর্ণ এবং বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহার মহাদেব উমাপতির স্নান, সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন বেদপারগ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করাইয়া সেই গৃহে বাৎসকাল-জীবনী সুমধ্যমা কন্যা ক্ষেত্র ও গোমিথুন নিবেদন করিলে, সেই স্ত্রী গোলোকধামে মেরুপর্ব্বতসমীত ভবনে ভবানীর সহিত ক্রীড়া করে এবং সর্বকরমে নাশশূন্য হইয়া ভবানীর সাদৃশ্য লাভপূর্ব্বক তাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। শ্রাবণমাসে সর্বধাতুসম্পন্ন বিচিত্রধ্বজশোভিত তিলপর্ব্বত বিতান ধ্বজ বস্ত্রাদি এবং ধাতুর সহিত মহাদেব-উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ করে। ভাদ্রমাসে বিতান ধ্বজ বস্ত্রাদি ও ধাতুযুক্ত শোভন শালিধাত্তের পর্ব্বত করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ঐ পর্ব্বত যথাবিধি দান করিলে, সেই স্ত্রী সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন হইয়া ভবানীর সহিত ক্রীড়া করে। আশ্বিন মাসে সূর্য ও বস্ত্রযুক্ত বিপুল-ধাত্তপর্ব্বত দান কবিয়া শিবপূজাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত সমুদয় লাভ করে। ঐ ধাত্তপর্ব্বত সর্বধাত্ত, সর্ববীজ, সর্বরসাদি ও সর্বধাতু-যুক্ত, সর্ব-বংশোপশোভিত, শৃঙ্গচতুষ্টয়যুক্ত, বিতান ও ভ্রাত্তশোভিত, বিচিত্র গন্ধমালা ও ধূপে আশোদিত, বিচিত্র সূতা নীত শয্যা এবং বীণাদিযুক্ত, বিশেষ মঙ্গল ব্রহ্মধোবে মহা-পবিত্র, আটটি মহাধ্বজসম্পন্ন বিচিত্র কুম্ভে উজ্জ্বল মেরুনাথক ত্রৈলোক্যের সারস্বরূপ পর্ব্বতেষ্য নির্মাণ করিবে। তাহার উর্দ্ধদেশে মধ্যস্থলে ধাতুদ্বারা শিব, তাহার দক্ষিণে চতুর্ধ্ব ব্রহ্মা, উত্তরদিকে দেবদেবেশ অনাময় নারায়ণ এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে ভক্তি-সহকারে যথাবিধানে নির্মাণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া স্নান করাইয়া শঙ্কর-পূজা করিবে। মহাদেবের দক্ষিণ হস্তে দেবযুজিত শূল ও বামহস্তে পাশ, ভবানী-হস্তে হেমভূষিত কমল, বিষ্ণু-হস্তচতুষ্টয়ে শয্যা চক্র ধর্ম্ম ও পাশ, ব্রহ্মার হস্তে অক্ষয়ত্র ও উত্তম কমণ্ডলু, ইন্দ্রের হস্তে বজ্র, অগ্নির শক্তিধামক ধর্ম্ম অস্ত্র, যমের

নিশাচর নিধান্তির খড়্গা, বরুণের তনুধর অঙ্কুর
নাগপাশ, বায়ুর যষ্টি, সুরবের লোকপুঞ্জিত গদা, ঈশান-
দেবের টঙ্ক, এই সকল ক্রমে নিবেদন করিয়া মহা-
দেবের চরমযুক্ত মহতী পূজা করিয়া ষাণ্ণবিভব সর্বদেব-
গণের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণভেজন করাইয়া প্রবত-
পূর্বক পূজা করিয়া মহামেরুত্রত করিয়া মন্বদেব-
উদ্দেশে দান করিবে। এইরূপ করিলে নারী মহামেরু
প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত ক্রৌড়া করে এবং
চিরকাল মহাদেবীর সাযুজ্য লাভ করে, ইহাতে সংশয়
নাই। ২৩—৬৫। যে নারী কার্তিক মাসে স্নান বা
তাম্রাঙ্কি-নির্মিতা সর্বাভরণ-সম্পূর্ণ। সর্বলক্ষণ-লক্ষিতা
দেবী ভগবতীর ষাণ্ণবিধি প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্বলক্ষণ-
সংযুক্ত শিবমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া উভয় প্রতিমার অগ্রে
অগ্নি, ঋষহস্ত ব্রহ্মা ও সর্বাভরণ-ভূষিত দাতা লোক-
পাল ও সিদ্ধশাস্ত্রপরিবৃত নারায়ণকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা
করিয়া রুদ্রালয়ে ভক্তিপূর্বক রুদ্র-উদ্দেশে ব্রত অর্পণ
করে, সে নারী ভবানীর আকার প্রাপ্ত হইয়া ভবের
সহিত ক্রৌড়া করে। মাগশীর্ষ হইতে কার্তিক পর্য্যন্ত
অনুক্রমে প্রবর্তিত এই পূণ্য একভক্ত ব্রত নরনারী
প্রভৃতি প্রাণীদিগের হিতনিমিত্ত হয়। হে মুনিসত্তম-
গণ! এই ব্রত করিলে পুরুষ শব্দরের সাযুজ্য এবং
নারী শব্দরীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ
নাই। ৬৬—৭২।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন, হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! সকলব্রতেই
দেবদেব উমাপতির পূজা করিয়া পঞ্চাকরী মন্ত্র বিধি-
পূর্বক জপ করিবে। বিশেষরূপ জপহেতু নিম্নসন্দেহ
ব্রতের সমাপ্তি হয়, অন্তরূপে হয় না। অতএব
শুভপ্রদ পঞ্চাকরী বিদ্যার জপ করিবে। ষাণ্ণিগণ
কহিবে, পঞ্চাকরী বিদ্যা কিরূপ? তাহার প্রভাবই
বাকি? মহাভাগ! তাহার ক্রমেপায় বলুন; ইহা
প্রবণ করিতে আমাদিগের কৌতূহল হইয়াছে। স্মৃত
কহিলেন, পূর্বে দেবদেব রুদ্র শব্দ পার্বতীর নিকট
এই পূণ্যবিষয় কহিয়াছেন, অতএব আমি সংক্ষেপে
কহিজেছি। ত্রীপার্বতী কহিলেন, হে জগবন্ সর্ব-
লোকস্বয়ংধর! হে দেবদেবেশ! পঞ্চাকর মন্ত্রের
ষাণ্ণাং বাহ্যস্তাং প্র বণ করিতে ইচ্ছা করি। ত্রীভগবান্
কহিলেন, হে দেবি! শতকোটিবর্ষ বলিলেও পঞ্চাকরী

মন্ত্রের বাহ্যস্তাং বলা যায় না। অতএব আমি সংক্ষেপে
কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—৬॥ প্রথম উপস্থিত
হইলে স্বাবর, জজম, দেব, অহর, উরগ, রাকস,
সকলই প্রকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া, তোমা দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত
হইয়াছিল। হে দেবি! তখন একমাত্র আমিই
ছিলাম, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি কোন স্থানে ছিল না।
পঞ্চাকর মন্ত্রে বেদ ও শাস্ত্রসমূহ অবস্থিত ছিল। সেই
বেদ ও সমুদ্র শাস্ত্র আমার শক্তিদ্বারা পালিত হইয়া
বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। আমি এক হইয়াও প্রকৃতি
ও আত্মরূপে দুই প্রকার হইয়াছিলাম। সেই ভগবান
নারায়ণ দেব মায়ায় শরীর অবলম্বন করিয়া, সলিল-
মধ্যে যোগ-পর্য্যক-শয়নে নিদিত ছিলেন। তাঁহার
নাভিকমল হইতে পঞ্চবদন পিতামহ উৎপন্ন
হইলেন। তিনি লোকত্রয় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা
করিয়া, সহায় না থাকায় অশক্ত হইয়া প্রথমে
অমিতভেজঃ-সম্পন্ন দশটা মানস পুত্রের
সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগের সৃষ্টি-প্রসিদ্ধির নিমিত্ত
আমাকে কহিলেন, হে মহেশ্বর মহাদেব! আপনি
আমার পুত্রদিগের শক্তি দান করুন। আমি ব্রহ্মা
কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া পঞ্চবদ্বরূপ ধারণপূর্বক
পদ্মযোনিতে পঞ্চবদন দ্বারা পঞ্চ অক্ষর বলিলাম।
লোকপিতামহ ব্রহ্মা পঞ্চবদন দ্বারা সেই পঞ্চ অক্ষর
গ্রহণ করিয়া বাচা-বাচক-ভাবে পরমেশ্বরকে জ্ঞাত
হইলেন। হে দেবি! ত্রৈলোক্যপুঞ্জিত শিব এই
পঞ্চাকরের বাচ্য, আর পঞ্চ অক্ষরে পরম মন্ত্রই বাচক।
৭—১৬। পঞ্চমুখ মহাত্মা ব্রহ্মা, বিধিযুক্ত মন্ত্র-
প্রয়োগ জ্ঞাত হইয়া সিদ্ধি লাভপূর্বক জগতের হিত-
নিমিত্ত পুত্রগণকে পঞ্চবর্ণাত্মক মহার্থ মন্ত্র কহিলেন;
পুত্রগণ লোকপিতামহ সাক্ষাৎ ব্রহ্মা হইতে মন্ত্ররহ লাভ
করিয়া শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর সেই শিবের আরাধনা
করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিত্রয়ের প্রধান ভগবান্ শিব
সন্তুষ্ট হইয়া অখিল জ্ঞান ও অগ্নিমাণি অষ্টসিদ্ধি দান
করিলেন। মহাদেবের আরাধনাকাজী সেই বিপ্রগণও
বরলাভ করিয়া মেরুর রমণীয় শিখরে আমার প্রিয়
শ্রীশাশী মদুতবর্ণ-পরিরক্ষিত মঞ্চবাননামক পর্বতের
নিকটে লোকসৃষ্টিকামনার দেবপরিমিত সহস্রবৎসর
বায়ুভক্ষণপূর্বক তপস্তা করিয়াছিলেন। হে দেবি!
সেই ষাণ্ণিগ আমার অনুগ্রহ-নিমিত্ত অবস্থান করিতে-
ছিল। আমি তাহাদের ভক্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ
প্রত্যক্ষ হইলাম এবং আর্ধ্যলোকহিতকামনার পঞ্চাকর
মন্ত্র, তাহার ষাণ্ণি, হ্রদঃ শক্তি ও বীজযুক্ত
দেবতা, বজ্রভাস, দিগ্ধ, বিস্ময়োগ, সমুদ্র রসিলাম।

সেই উপাধন ধারণ সেই ময়মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া
মন্ত্রের বিনিয়োগ করিয়া সকল অনুষ্ঠান করিলেন।
সেই ময়মাহাত্ম্য সেই সময় পূর্বের জ্ঞান পূর্ব-
কল্পমুদ্রিত সন্দেহাত্মক মনুষ্যলোক, বর্ণ, বর্ণবিভাগ,
শোভন সর্বধর্ম্য শ্রবণ করিলেন। পঞ্চাক্ষরমন্ত্র-
প্রভাবে সমস্ত লোক বেদ, মহাবিশ্বাখ্য, দেবগণ
অধিক কি সমস্ত জগৎ অবস্থান করিতেছে। অতএব
এখন অজ্ঞান, মহার্ঘ, বেদের সারসরূপ, মুক্তিপ্রদ,
আত্মাসিক, সন্দেহহীন, শিবরূপ, নানাসিদ্ধিযুক্ত, দিবা,
লোকচিন্তাতুরগ্নক, মুনিচিন্তার্থ পারমেশ্বর এবং
গম্যীয় এই বাক্য বলিতেছি, তুমি এই সমুদয়
অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ১৭—৩০। এই মন্ত্র
পঞ্চ-মুখোচ্চাৰ্য্য, অশেষ অর্থের সাধক, সর্ববিদ্যার
বীজ, আদ্য, মন্ত্র, মুশোভন এবং বটবীজতুল্য অতি-
শুদ্ধ ও মহার্ঘ। ঐ এই একাক্ষরমন্ত্রে সর্বগত শিব
ও হৃদয় বড়করময়ে পঞ্চাক্ষরপরীর শিব দ্ভাবতঃ
বাচ্যবাচকভেদে সাক্ষ্য অবস্থান করিতেছেন।
প্রমেরত্বনিবন্ধন শিব বাচ্য, মন্ত্র তাঁহার বাচক; এই
অনাদি বাচ্য-বাচকভাব শিবও মন্ত্রে অবস্থান
করিতেছেন। বেদে বা শিবাগমে যে যে স্থানে
ষড়ক্ষর মন্ত্র স্থিতি করে, মুখ্য পঞ্চাক্ষরমন্ত্রও লোকে
সেই সেই স্থানে সর্বদা অবস্থান করিতেছে। যাহার
হৃদয়ে এই প্রকারে এই পরমেশ্বর মন্ত্র সংস্থিত,
তাহার বহুমন্ত্র ও বহুবিস্তৃত শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ?
তাহার অধ্যয়ন, শ্রবণ ও সকল কর্মের অনুষ্ঠান করা
হইয়াছে। যে বিধান যথাবিধানে সম্যক অধ্যয়ন
করিয়া এই মন্ত্র জপ করে, তাহার সেই জপই শিব-
জ্ঞান ও পরম পদ এবং ব্রহ্মবিদ্যা, অতএব পণ্ডিত
নিত্য ইহা জপ করিবে। প্রণবযুক্ত এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র
আমার হৃদয়ে ইহা অতিশয় গোপনীয় অক্ষর সর্বোত্তম
মোকক্ষজন। আমি এই মন্ত্রের প্রতি অক্ষরের ঋষি,
হ্রস্ব, দেবতা, বীজ, শক্তি, স্বর, বর্ণ, ও স্থান বলিতেছি।
হে হুমধি! এই মন্ত্রের বামনেব ঋষি, পংক্তি হ্রস্ব,
আমি শিবই দেবতা, পঞ্চভূতাত্মক নকারাদি বীজ
সর্বব্যাপী অব্যয় প্রণব আত্মা এবং হে সর্বদেবন-
মুতে দেবেশ্বরী। তুমিই ইহার শক্তি। প্রণবের
কিঞ্চিৎ তোমাসম্বন্ধী ও কিঞ্চিৎ আমাসম্বন্ধী। হে
দেবি! মন্ত্রের শক্তিরূপ অংশ তোমাসম্বন্ধী এবং
মন্ত্রসম্বন্ধী প্রণব অকার উকার ও মকার ক্রমে
অবস্থিত। তবীয় প্রণব ত্রিমাত্র যুক্ত। কারের
স্বর উদাত্ত, ঋষি ব্রহ্মা, বর্ণ শুভ্র, গায়ত্রীহ্রস্ব, পরমাত্মা
দেবতা। প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর উদাত্ত; পঞ্চম

দ্রবিত, তৃতীয় নিম্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নকারের
বর্ণ পীতহান পূর্বমুখ ইন্দ্রদেবতা, গায়ত্রীহ্রস্ব, সৌভাগ-
ঋষি, মকার কৃষ্ণবর্ণ, দক্ষিণমুখে অবস্থিত, অমৃতপুচ্ছন্দ,
অত্রি ঋষি, রুদ্র দেবতা, শিকার ধূম্রবর্ণ, ইহার স্থান
পশ্চিমমুখে। ৩১—৫০। বিধামিত্র ঋষি, ব্রহ্মপুচ্ছন্দ,
বিষ্ণু দেবতা। বা কার হেমবর্ণ, তাহার স্থান উত্তর-
মুখ। ব্রহ্মা দেবতা বৃহতীহ্রস্ব, অত্রি ঋষি, য কারের
বর্ণ লোহিতমস্তক মুখ স্থান, বিরাটীহ্রস্ব, ভরগাঋষি,
কার্ত্তিক্যে দেবতা। এখন এই মন্ত্রের সর্বসিদ্ধিকর
সুভদায়ক ও সর্বপাপহর জ্ঞান কহিতেছি। উহা
উৎপত্তি-জ্ঞান, স্থিতি-জ্ঞান ও সংহার-জ্ঞান, এইরূপে
ত্রিবিধ। ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ও যতি যথাক্রমে ঐ
জ্ঞান করিবে। ব্রহ্মচারীর উৎপত্তি-জ্ঞান, গৃহস্থের
স্থিতি-জ্ঞান, ও যতির সংহার-জ্ঞান উক্ত
হইয়াছে। অত্র প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে
না। হে বরাননে! অদ্বিত্য, করজ্ঞান ও
দেহজ্ঞানও উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারভেদে তিন
প্রকার, ইহা তোমাকে বলিতেছি। অক্ষর-বিধিক্রমে
প্রথমে করজ্ঞান, অনন্তর দেহজ্ঞান, তৎপরে অদ্বিত্য
করিবে। হে প্রিয়ে! মস্তক হইতে পাদপর্যন্ত যে
জ্ঞান, তাহা উৎপত্তিজ্ঞান; পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত
সংহারজ্ঞান এবং হৃদয়, আত্ম, ও গল-জ্ঞানের নাম
স্থিতিজ্ঞান। এই তিন প্রকার জ্ঞান ব্রহ্মচারী, গৃহী
ও যতির বিহিত। অনন্তর মস্তকের সহিত সমস্ত
মন্ত্রধারা স্পর্শ করিবে, ইহাই দেহজ্ঞান; ইহা
সকলেরই সমান। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে বামাঙ্গুষ্ঠ
পর্যন্ত যে জ্ঞান, তাহা উৎপত্তি জ্ঞান; ইহার বিপরীত
সংহার-জ্ঞান; হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠ পর্যন্ত
যে জ্ঞান; হে দেবি! গৃহস্থসময় অত্যন্ত ভোগপ্রদ
সেই জ্ঞানই স্থিতিজ্ঞান। প্রথমে করজ্ঞান করিয়া
অনন্তর দেহজ্ঞান ও তৎপাৎ অদ্বিত্য করিবে ইহা
সাধারণ বিধি। ওকার-সম্পূর্ণ করিয়া সকল অঙ্গ,
উত্তর করে, দশ অঙ্গাঙ্গুলিতে ক্রমে জ্ঞান করিবে।
পাদপ্রকালনপূর্বক আচমন করিয়া শুচি ও সমাধিত-
চিত্তে পূর্ব বা উত্তরমুখে জ্ঞান-কর্ম আরম্ভ করিবে।
হে হুমধি! প্রথমে ঋষি, হ্রস্ব, দেবতা, বীজ, শক্তি,
পরমাত্মা ও স্তবর স্বরণ করিবে, মন্ত্রপাঠপূর্বক হস্ত-
দ্বয় মার্জনা করিয়া তলধরে প্রণবজ্ঞান করিবে। সকল
অঙ্গুলির আঘাত পূর্বক এবং পাঁচটা মধ্যমপূর্বক
সবিন্দু বীজ ব্রহ্মচর্যাদি তিন আশ্রমভেদে ক্রমে উৎ-
পত্ত্যাদি তিন প্রকার জ্ঞান করিবে। উত্তর হস্তদ্বয়
পাদতল হইতে মস্তকপর্যন্ত দেহ প্রণবসম্পূর্ণ মন্ত্রধারা

স্পর্শ করিবে। মস্তকে, বস্ত্রে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, গুহে, ও পায়ের, গুহে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, মুখে, ও মস্তকে হৃদয়ে গুহে, পায়ের, মস্তকে, মুখে ও কণ্ঠে প্রণবাদি মন্ত্রদ্বারা এই ভিন প্রকার অস্ত্রাশাস করিয়া মুখ পরিকল্পনা করিবে। পূর্বে হইতে উল্লিখ্যস্ত নকারাদি ক্রমে মন্ত্রাশাস করিবে। পশ্চাৎ যথাস্থানে শোভন, নমঃ বাহা, বহু, হুং, বোম্, ফট্, এই ছয়টা মন্ত্র আশাস করিবে। প্রণব হৃদয়, নকার মস্তক, মকার শিখা, শিকার কবচ, বাকার নেত্র, য় কার অন্ত্র বলিয়া কীৰ্ত্তিত। এইরূপে অস্ত্রাশাস করিয়া অনন্তর দ্বিধ্বজ করিবে। বিঘ্ণেশ, মাতঙ্গণ, হুর্গা এবং ক্ষেত্রজ, ইহারা যথাক্রমে অগ্ন্যাগ্নিকের দেবতা। অম্লত ও তর্জনী-অগ্রদ্বারা মুখ সংস্থাপন করিয়া ‘রক্ষসঃ’ ইহা বলিয়া সকলকে নমস্কার করিবে। গলদেশ, মধ্যদেশ, অম্লত, এবং তর্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলিতে অম্লতদ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রকার কল্পাশাস করিবে। এই সর্কপাপ-হর শুভপ্রদ সর্কসিদ্ধিকর পূণ্যজনক সর্করক্ষাকর মন্ত্রলগ্নয়ক আশাস কহিলাম। হে শুভগে! মন্ত্রাশাস করিলে মানব শিবত্বলা হয়। তৎক্ষণাৎ জন্মান্তর-কৃতপাপ বিনষ্ট হয়। মেধাবী মানব এইরূপ আশাস করিয়া শুদ্ধকথায় ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আচার্য্য-প্রদাদ লাভপূর্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। হে শুভে! ইহার পর আমি মন্ত্রগ্রন্থবিধি বলিতেছি। ইহা ব্যতীত জপ নিষ্ফল এবং ইহা করিলে সফল হয়। আত্মাহীন, ক্রিয়াহীন, প্রজ্ঞাহীন, অমানস, ও দক্ষিণাহীন জপ নিষ্ফল; আত্মা-সিদ্ধি, ক্রিয়াসিদ্ধি, হুমানস ও দক্ষিণাসিদ্ধ মন্ত্র যে সে স্থানে জপ করিলে সিদ্ধ হয় ॥ ৫১—৮৫ ॥ শিষ্ট মন্ত্রতত্ত্ববিৎ জ্ঞানী, সংগুণ-যুক্ত, ধ্যানযোগপরায়ণ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাবশ্যক হইয়া প্রথমপূর্বক তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে। শিষ্য ভাষ্য, মন কায় ধন দ্বারা প্রথমসহকারে আচার্য্যের পূজা করিবে। বিভব থাকিলে হস্তী, অশ্ব, বশ, রথ, ক্ষেত্র, গৃহ, ভূষণ, বস্ত্র, ও বিবিধ ধাত্র, এই সকল দ্রব্য তত্ত্বপূর্বক গুরুর দান করিবে। যদি স্মিৎ ইচ্ছা করে, তবে কখনই ধনের শঠতা করিবে না। অনন্তর হে দেবি! পরিক্রমের সহিত সকল বস্ত্র অ্যাপসকে নিবেদন। বলিবে। শক্তিমন্ত্রদ্বারা অবকন্যাপূর্বক বিবিধ পূজা করিয়া গুরু হইতে মন্ত্র এবং ব্রহ্মসংজ্ঞা লাভ করিবে। শিষ্য পূজাপর হইয়া সংবৎসর জন্মকালে বাস করিবে; শুভ্রবর্ণনিবৃত্ত, অম্লকাস্ত্রী, উপবাসস্ত্রী এবং ত্রি হইলে গুরু সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্যকে দান করিয়া ব্রাহ্মণ পূণ্যপূর্বক সমুদ্র-

তীরে নদীতীরে গোষ্ঠে দেবালয়ে অথবা গৃহের পবিত্রদেশে সিদ্ধিকর পূর্বোক্তরূপ কাল, তিথি, নক্ষত্রে, শুভযোগে সর্কদোষশূন্য কালে সর্কোত্তম শিবঅম্লগ্রহ-পূর্বক জ্ঞান, প্রদান করিবেন। গুরু প্রসন্নবুদ্ধি হইয়া নিরঞ্জন স্বরদ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন, অনন্তর সিদ্ধি আচার্য্য শিষ্যদ্বারা উচ্চারণ করাইয়া “মঙ্গল হউক, শুভ হউক, শোভন হউক, প্রিয় হউক,” এই বাক্য কহিবেন। শিষ্য এইরূপে গুরু হইতে মন্ত্র ও জ্ঞান লাভ করিয়া নিত্য জপ ও সঙ্কল্পপূর্বক পুণশ্চরণ করিবেন। যাবজ্জীবন নিত্য আহার না করিয়া তৎপর হইয়া অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিলে পরম গতিলাভ করেন। যিনি আদরপূর্বক নতানী ও সংযত হইয়া চারিলক্ষ জপ করেন, তিনি পৌরশ্চরণিক। অচিরে সিদ্ধি আকাজ্ঞা করিলে পুণশ্চরণজাপী অথবা নিত্যজাপক এই উভয়ের অস্ত্রতর হইবে। ৮৬—১০০। যে নর পুণশ্চরণ করিয়া নিত্য জাপী হয়, তাহার শ্রায় তেজস্বী সিদ্ধিদ-বলী ইহলোকে নাই। উত্তমরূপে আসনবন্ধপূর্বক মৌনী ও একাগ্র-মানস হইয়া পূর্ব বা উত্তরমুখে সর্কোত্তম মন্ত্র জপ করিবে। জপের আদ্যস্তে প্রাণা-গ্নায় করিবে এবং অন্তে অষ্টোত্তর শত শুভ জপ করিবে। প্রাণায়ামের চত্বারিংশ আবৃত্তি হইবে। ইহা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের প্রণায়াম উক্ত হইয়াছে। প্রাণায়াম হইতে শীঘ্র সর্কপাপ-পরিক্রম জিতেন্দ্রিয়তা হয়, অতএব প্রাণায়াম করিবে। গৃহে জপ করিলে সম সফল হয়, গোষ্ঠে শতগুণ, নদীতে অযুত, শিবসন্নি-ধানে অনন্ত, সমুদ্রতীরে, ব্রহ্মে, পর্বতে, দেবালয়ে ও পবিত্র আশ্রমে, কোটী গুণ ফল দান করে। শিব-সন্নিধানে, সূর্য ও গুরুর অগ্রে, দীপ, গো, ও জল-সমীপেও জপ প্রশস্ত। অসুখী দ্বারা জপসংখ্যা করিলে একগুণ, রেখা দ্বারা অষ্টগুণ, দশগুণ, শব্দে ও মণিদ্বারা শতগুণ, প্রবাল দ্বারা সহস্র গুণ, ফটিক দ্বারা অযুতগুণ, মৌক্তিক দ্বারা লক্ষগুণ, পদ্মবীজ দ্বারা দশ-লক্ষগুণ, সুবর্ণ দ্বারা কোটিগুণ, কুশগ্রহি ও রুদ্রাক্ষ দ্বারা অনন্তগুণ ফল হয়। যোক্তের নিমিত্ত পঞ্চবিংশতি, পুষ্টির জন্ত সপ্তবিংশতি, সম্পত্তির নিমিত্ত ত্রিংশৎ এবং অভিজ্ঞান-নিমিত্ত পঞ্চাশৎ জপ করিবে। পূর্বোক্তমুখে জপ করিলে লোক বন্দীভূত হয়, দক্ষিণাভি-মুখে অভিজ্ঞান করা হয়। পশ্চিমমুখে ধন দান করে, উত্তর মুখে শান্তিলাভ হয়। হে শোভনে! জপকার্য্যে অম্লত মোক্ষ-দায়, তর্জনী শত্রুনাশন, মধ্যমা ধনদান, অনামিকা শান্তি দান ও কনিষ্ঠা রক্ষা করে। অম্লত

ধারা অস্ত্র অঙ্গুলির সহিত জপ করিবে। যেহেতু অঙ্গুলি বাতীত যে জপ করা হয়, তাহা অফল হয়। হে দেবি! শ্রবণ কর, সকল যজ্ঞ হইতে জপরূপ যজ্ঞ বিশেষ ফলপ্রদ। অস্ত্র সকল যজ্ঞই হিঙ্গসাবৃত্ত, কিন্তু জপযজ্ঞে হিঙ্গসা নাই। দান ও তপস্বী প্রভৃতি যে সকল কৰ্ম্মযজ্ঞ আছে, তাহারা জপযজ্ঞের ষোড়শ ভাগেরও যোগ্য নহে। বাচিক জপের যে মাহাত্ম্য, তাহা হইতে উপাংশু জপের মাহাত্ম্য শতগুণ ও মানস জপ সহস্রগুণ অধিক। উদাস্ত অহুদাত স্বরিত স্পষ্ট পদাক্ষর শব্দ বাক্য দ্বারা যে মন্ত্রোচ্চারণ, তাহা বাচিক জপযজ্ঞ। ঈষৎ ওষ্ঠ চালনপূর্বক শব্দে শব্দে যে মন্ত্রোচ্চারণ, বাহার শব্দ কিকিংপরিমাণে কর্ণভাঙ্গরে প্রবেশ করে সেই জপ উপাংশু। অক্ষর ভেদীর বর্ণ হইতে বর্ণ, পদ হইতে পদ, এইরূপে বুদ্ধি দ্বারা যে শব্দার্থের চিন্তা তাহা মানসজপ; এই তিন প্রকার জপযজ্ঞের পূর্ব পূর্ব হইতে উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞের বৈশিষ্ট্যবশতঃ তাহার ফলেরও বৈশিষ্ট্য হয়। জপ দ্বারা স্তব করিলে দেবতা প্রসন্ন হন এবং দেবতা প্রসন্ন হইয়া ভোগ ও শাশ্বতী মুক্তি প্রদান করেন। যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সমুদয় ভীষণ গ্রহ ভীত হইয়া জপপরায়ণ ব্যক্তির চতুর্দিকে আগমন করিতে পারে না। জন্মপন্থস্পারকৃত অশেষ পাপ, জপ হইতে প্রশান্ত হয়। জপ হইতে ভোগ ও মৃত্যু জয় করা যায়। জপ হইতে সিদ্ধি এবং মুক্তি লাভ হয়। ১০১—১২৫। এই রূপে শিবজ্ঞান লাভ জপ-বিধিক্রম জ্ঞান করিয়া সঙ্গাচারী হইয়া নিত্যও ধ্যান করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মের সম্যক সাধন, সঙ্গাচার বলিতেছি—সঙ্গাচারহীন মানবের সাধন বিফল। আচারই পরম ধর্ম্ম, আচারই পরম তপস্বী, আচারই পরম বিদ্যা, আচারই পরম গতি। সঙ্গাচারসম্পন্ন মানবের সর্বস্থানেই অভয় হয় এবং আচারবিহীন হইলে সর্বত্রই ভয় হয়। হে বরাননে! সঙ্গাচার-সম্পন্ন হইলে দেবদত্ত ও ঋষিত হয়। আর সঙ্গাচার লঙ্ঘন করিলে কুযোগি প্রাপ্ত ও ইহলোকে নিন্দিত হয়। অতএব সিদ্ধি ইচ্ছা করিলে সম্যক আচারবান হওয়া উচিত। হৃদ্বস্ত, পাণিষ্ঠ ও জ্ঞানদূষক ব্যক্তি শুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বর্ণভ্রম-বিধানোক্ত ধর্ম্ম বহুপূর্বক আচরণ করিবে। বাহার যে কৰ্ম্ম, তাহা করিলে সর্বদা আমার প্রিয় হয়। প্রসন্নচিত্ত ও শুচি হইয়া সাক্ষ ও প্রোক্তকাল হৃদ্যন্ত ও হৃদ্যোদয়ের পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবে। ইচ্ছাপূর্বক, মোহবশে, ভয়বশে বা গোভবশে বিজ্ঞ কখনও সন্ধ্যা ত্যাগ

করিবেন না। যেহেতু বিপ্র সন্ধ্যা ত্যাগ করিলে পতিত হয়। কিকিমাত্র অসত্য বাক্য কহিবে না এবং সত্য পরিভ্যাগ করিবে না, যেহেতু সত্য ব্রহ্ম ও অসত্য ব্রহ্ম-দৃশ্যরূপে উক্ত হইয়াছে। মিথ্যা, পারস্য, শার্ঠা, ও পৈশুস্ত্র পাণবহুত। কখনও বাক্য বা জনদ্বারাও পরত্রীকৃতি, পরদ্রব্য-হরণপ্রসঙ্গ ও পরহিংসা করিবে না। শূদ্রান, যাত্ৰামান, দেবোদ্দেশে নিবেদনীয়, শ্রাদ্ধান, গণান, সমুদ্রান এবং রাজান, পরিভ্যাগ করিবে। মৃতিকা বা জলদ্বারা সঙ্গুগন্ধি হয় না, কেবল অন্নগন্ধিডেই তাহা হয়, সঙ্গুগন্ধি হইশেই সিদ্ধি হয়; অতএব হুষ্ঠ অন্ন ত্যাগ করিবে। যেমন তর্জিত খাদ্যাদি বীজের ফল প্রাচুর্য্যব হয় না, সেইরূপ রাজ-প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণগণ দক্ষ হয় জানিবে। ১২৬—১৪১। রাজপ্রতিগ্রহ বিষতুল্য অতি ভয়ানক, ইহা প্রথমে বোধ করিয়া পতিতগণ পরিভ্যাগ করিবে এবং কুক্ক-মাংসও ত্যাগ করিবে। স্নান, জপ ও অগ্নিপূজা না করিয়া ভোজন করিবে না। পর্ণপৃষ্ঠে, রাত্রিতে, নীপ-ব্যতীত ও পতিত-সন্নিধানে ভোজন করিবে না। শূদ্রশেষ অন্ন ও শিশুর সহিত একত্র ভোজন করিবে না। স্নিদ্ধ শূদ্রান সংস্কৃত ও অভিমন্ত্রিত করিয়া ভোজন করিলে ভোক্তা শিবস্বরূপপূর্বক মৌন ও একাগ্র-মানস হইবে। পাত্র ব্যতীত কেবল মুখদ্বারা দণ্ডায়মান হইয়া এবং অঙ্গলিদ্বারা জল পান করিবে না। বামহস্ত দ্বারা, শয্যাশয় শয়ান হইয়া এবং অস্ত্রের হস্তদ্বারা জলপান নিষিদ্ধ। বিতীড়ক, অর্ক, কারজ এবং স্নহীবৃক্ষ, স্তম্ভ, দাঁপ, মহুয়া এবং অস্ত্র কোন প্রাণীর ছায়া আশ্রয় করিবে না। একাকী দূরপথে গমন করিবে না। সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইবে না। কুপাদিতে অবরোধ করিবে না। উচ্চ পাদপে আরোহণ করিবে না। ১৪২—১৪৮। হে শুভে! হৃদ্য, অগ্নি, জল দেবতা এবং গুরু বিমুখ হইয়া জপ ও শুভকার্য্য করিবে না। অগ্নিতে পাদ ও হস্ত তপিত করিবে না। অগ্নির উপরে উপবেশন করিবে না ও তাহাতে কোন প্রকার মলত্যাগ করিবে না। চরণ দ্বারা জল তাড়িত বা তাহাতে অঙ্গমল ত্যাগ করিবে না। তীরে অঙ্গ প্রকাশনপূর্বক স্নান আচরণ করিবে। নবাগ্ন ও কেশনৃষিত, স্নানবস্ত্র এবং স্নানঘটের জল অশুদ্ধ, যদি তাহা স্পর্শ করে, তবে তাহারী ত্রি-নাশ হয়। অজ, অধ, ধন, ও উষ্ট্রের মার্জন করিলে বা জুহু ও রেণু স্পর্শ করিলে হরিরও ত্রিনাশ হয়। বাহার গৃহে মার্জার থাকে, সে নর অন্ত্যজাত্য। মার্জার-সন্নিধিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইলে ঐ কোষ্ঠঃ

চণ্ডালভোজনভূয়া, ইহাতে সন্দেহ নাই। ফিচের বায়ু, সূর্যের বায়ু, মূষের বায়ু স্পর্শ করিলে মনুষ্যের শূন্য নাশ হয়। উকীষ ও কক্কু ধারণ করিয়া নয়, মুক্তকেশ, মলারূত, অপবিত্র ও অশুদ্ধ হইয়া এবং প্রলাপ করিতে করিতে কখন জপ করিবে না। ক্রোধ, মত্ততা, দুঃখা, আলস্য, নিষ্ঠুর, জুস্তা, কুকুর ও নীচ-দর্শন, মিথ্যা ও প্রলাপ, অপের শত্রুরূপ। জপকালে এই সকল সংঘটিত হইলে হৃদ্যাঙ্গি দর্শন ও আচমন-পূর্বক প্রাণায়াম করিয়া অবশিষ্ট জপ করিবে। হৃদ্য, অগ্নি, চন্দ্রমা, গ্রহ নক্ষত্র ও তারকাগণ বিধান ব্রাহ্মণ কর্তৃক জ্যোতিঃ পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাদ-এসারণ করিয়া, কুকুটাসন হইয়া, আসনশূন্য হইয়া শয়ান হইয়া পশ্চিমধ্যে এবং শূদ্র-সন্নিধানে রক্ত ভূমিতে এবং খড়ায় জপ করিবে না। মস্তার্ঘগত-মানস হইয়া আসনে উপবেশনপূর্বক সম্যকপ্রকারে জপ করিবে। কৌষেয় বস্ত্র, ব্যাজচর্ম্ম, চৈলবস্ত্র, তৌলবস্ত্র, দারুময় অথবা তালপত্রময় আসন করিবে। হিত ইচ্ছা করিলে ত্রিসন্ধ্যা, গুরু শ্রদ্ধা কারবে, যিনি গুরু তিনিই শিব, যিনি শিব তিনিই গুরু। শিবও যেমন, মন্ত্রও সেইরূপ; মন্ত্রও যেমন, গুরুও সেইরূপ। ১৪১—১৪৪। গুরু হইতে শিববিদ্যা লাভ হয়, অতএব গুরুকে ভক্তি করিলেই শিবভক্তি সমুদ্র ফল হয়। দেবি! গুরু সর্বদেবময় ও সর্বশক্তিময়, সেই গুরু সপ্তাহ হউন বা নিঃপ্ৰাণ হউন, তাঁহার আজ্ঞা মন্তকদ্বারা বহন করিবে। মন্তক লাভের ইচ্ছা করিলে মনে মনেও গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। গুরুর আজ্ঞাপালক সম্যকপ্রকারে জ্ঞান-সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। গুরু নিকটে থাকিলে গমন, অবস্থান, শয়ন ও ভোজনকালে ও যে যে কর্ম্ম করিবে, তাহাতে গুরুর অনুজ্ঞা লইবে। গুরু দৈব-স্বরূপ, অতএব গুরুগৃহ, দৈবমন্দির-স্বরূপ। পাণিগণের সংসর্গে তৎপাশসংক্রমণে যেমন পতিত হয়, সেইরূপ আচার্যের সংসর্গে তাঁহার দর্শনে ধ্বস্তি হয়। অগ্নিসম্পর্কে কাঞ্চন যেমন মলত্যাগ করে, সেই মানব আচার্যসম্পর্কে পাশশূন্য হয়। যেমন অগ্নিসন্নিধিতে দ্রুত বিলীন হয়, সেইরূপ আচার্যসমীপে পাশ বিলীন হয়। প্রজ্জ্বলিত ষ্ঠাবক যেমন বিষ্ঠা ও কাটকে দগ্ধ করে, সেইরূপ গুরু তুষ্ট হইলে মন্ত্রভেজে পাশরাশি দগ্ধ করেন। গুরু সন্তুষ্ট হইলে ব্রহ্মা, হরি, বৃজ ও অম্ব দেবগণ তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করেন। কাষ্ঠ, মল ও বায়ুদ্বারা ও গুরুর ক্রোধ উৎপাদন করিবে না। গুরু ক্রোধ হইলে আয়ু, ক্রী, জ্ঞান ও সংকর্ষ দগ্ধ

হয়। বাহারা গুরুর ক্রোধ করায়, তাহাদের যজ্ঞ, জপ ও অস্ত্র নিয়ম নিকল হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সর্বপ্রথমে গুরুর বিরুদ্ধ বাক্য বর্জন করিবে না। যদি কেহ মহানোহবশতঃ ঐরূপ করে, তবে রোরবনরকে গমন করে। চিত্ত, ধন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা গুরুর প্রতি মিথ্যা আচরণ করিবে না। গুরুর দোষ খ্যাপন করিলে শত হুর্ভগভাজন হয় এবং গুরুর গুণখ্যাপন করিলে, সকল প্রকার গুণযুক্ত হয়। গুরু আদেশ করুন বা না করুন তাঁহার সমক হউক বা নাই হউক, সর্বদা তাঁহার প্রিয়কার্য করিবে। মন বাক্য, শরীর ও কর্ম্ম দ্বারা গুরুর হিত করিবে। ১৪৫—১৮০। অহিত করিলে পতিত হয় এবং অশোগমন করিয়া সেই স্থানেই পরিবর্তিত হয়। অতএব গুরু সর্বদা উপাস্ত ও বন্দনীয়। সমীপস্থ হইয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্বক তদ্রিমূখ হইয়া গুরুকে কহিবে; এইরূপ আচার-বিশিষ্ট, ভক্তিশীল, নিত্য জপপরায়ণ, গুরুপ্রিয়কর, মানব মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে যোগ্য হয়। মন্ত্র-সিদ্ধি-নিমিত্ত বিনিয়োগ বলিতেছি। বিনিয়োগ না জানিলে মন্ত্র হুর্ভল হয়। যে কাষ্ঠনিমিত্ত যাহার বিশেষরূপে বিনিয়োগ করা হয়; সেই ঐহিক পার-লৌকিক ফলই বিনিয়োগ। আ, আরোগ্য, শরীরের নিত্যতা, রাজ্য, ঐশ্বর্য, বিজ্ঞান, স্বর্গ এবং নির্বাণ বিনিয়োগ হইতে জন্মায়। একাদশসংখ্যক মন্ত্র জপ দ্বারা প্রোক্ষণ, অভিষেক, অবর্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় স্নান করিবে। আলতশূন্য হইয়া, পর্তারোহণপূর্বক শুচি হইয়া লক্ষ জপ করিবে। মহানদীতে দ্বিলক্ষ জপ করিলে দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়। দূর্ভাক্ষুর, তিল, বালী, গুড়ুচী ও ঘৃতিকা দ্বারা দশ সহস্র হোম করিলে আয়ুর্কর্ষি হয়। সুবুদ্ধি সাধক শনিবারে অশ্বখবৃক্ষডলে সেই বৃক্ষ স্পর্শ করিয়া দ্বিলক্ষ জপ করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। শনিবারে পাবিষয় দ্বারা অশ্বখ স্পর্শ করিয়া অষ্টোত্তরশত জপ করিলে তাহার অপমৃত্যু হয় না। মনুষ্য অনন্তচিত্ত হইয়া হৃদ্যাতিমুখে লক্ষ জপ ও অর্ক সমিধ দ্বারা অষ্টশত হোম করিলে ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। সমস্ত ব্যাধি শান্তি-নিমিত্ত মানব পলাশ সমিধ দ্বারা দশসহস্র হোম করিলে নীরোগ হয়। নিত্য অর্ক সমিধানে অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া জল পান করিলে সমস্ত উদর পীড়া হইতে মুক্ত হয়। একাদশবার মন্ত্র জপে অভিমন্ত্রিত অন্নভোজন করিলে, ভক্ষ্য ও পেয়,—বিষ হইলেও অমৃতভূয়া হয়। পূর্বাক্ষে অষ্টোত্তরশত হোম করিয়া লক্ষজপ করিবে। এইরূপে নিত্য

স্থূর্যের পূজা করিলে সম্যক্ আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । নদীজলে পূর্ণশোভন ঘট স্পর্শ করিয়া অমৃত জপ করিয়া ঐ জলে স্নান করিলে তাহা রোগের ঔষধ-স্বরূপ হয় । অষ্টাবিংশতি পলাশনুমিধ্ হোম ও অষ্টাবিংশতিবার জপ করিয়া প্রতিদিন অন্নভোজন করিলে আরোগ্য লাভ হয় । চন্দ্র-সূর্যগ্রহণে পবিত্র-ভাবে যথাবিধি উপবাস করিয়া গ্রাস হইতে মুক্তি-পর্যন্ত সমাহিতচিত্তে সমুদ্রগামিনী নদীতে জপ করিয়া গ্রহণের মুক্তি হইলে পুনরায় অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রসপান করিলে একাধেই সর্বশাস্ত্র-ধারণোপযুক্ত উত্তম মেধা লাভ হয় । ১৮১—২০০। তাহার অমামুহী বাক-শক্তি হয় । গ্রহ নক্ষত্র পীড়া হইলে, ভক্তিপূর্বক অষ্টাবিক-সহস্র হোম করিয়া অমৃত জপ করিবে, তাহাতেই গ্রহপীড়া বিনষ্ট হইবে । হুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে ঘতধারা অষ্টোত্তরশত হোম করিয়া অমৃত জপ করিবে, তাহাতেই সদ্য শান্তি লাভ করিবে । হে দেবি ! চন্দ্র-সূর্যগ্রহণে যথাবিধি লিঙ্গ পূজাপূর্বক দেবসন্নিধানে শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া আদরসহকারে যৎকিঞ্চিৎ প্রার্থনাপূর্বক জপ করিলে পুরুষ নিঃসংশয় সকল অভীষ্ট লাভ করে । গজ, অশ্ব ও গোজাতির পীড়া উপস্থিত হইলে, শুচি হইয়া সমিধ্ দ্বারা ংগ করিবে ও বিধিপূর্বক একমাস অমৃত পূজা করিলে তাহাদিগের শান্তি ও ঙ্গি হইবে, সন্দেহ নাই । উৎপাত ও শত্রুবাধা উপস্থিত হইলে, শুচি হইয়া পলাশ সমিধ্ দ্বারা অমৃত হোম করিলে, তাহার শান্তি হইবে । হে দেবি ! অভিচাররূপ বাধায় এইরূপ আচরণ করিবে । এরূপ করিলে অভিচার-শক্তি প্রতিকূল হইয়া শত্রুই উপস্থিত হয় । বিবেচ নিমিত্ত প্রতিলোমভাবে মন্ত্রাক্ষর পাঠ করত আর্চ রুধির দ্বারা বিষমুক্ত আটটি বিভীতক সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে । রুধিরাভ্যন্ত সমিধ্ গান্ধের বিদেবকর । ২০১—২১০। এখন সর্বপাপশুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত-বধি বলিতেছি । পাপশুদ্ধি যেহেতু জ্ঞান ও সম্পত্তির হেতু ; অতএব মানব সম্যক্প্রকারে পাপশুদ্ধি করিতে উদ্যত হইবে । পাপশুদ্ধি না হইলে পুরুষের সকল ক্রিয়া নিষ্ফল ও জ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অতএব পাপশোধন কর্তব্য । হে শুভে ! বিদ্যা ও লক্ষী শুদ্ধির নিমিত্ত অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক আমার ধ্যান করিয়া একাংশ বায় শিবমন্ত্রসলিল দ্বারা চতুর্দিকে অভিষেক করিবে এবং অষ্টোত্তরশত শিবমন্ত্র পাঠপূর্বক স্নান করিবে । সেই স্নান সর্বভীর্থ ফলপ্রদ, সর্বপাপহর

ও মঙ্গলদায় । সন্ধ্যোপাসনার বিচ্ছেদ হইলে অষ্টো-ত্তর শত জপ করিবে । বিড়বরাহ, চাণ্ডাল, দুর্কল ও কুরুট কর্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না । করিলে অষ্টাবিকশত জপ করিবে । ব্রহ্মহত্যাভিত্তির জন্ত শতকাটি জপ করিবে । অনুপাতক শাস্তির জন্য তাহার অর্কপ্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহাতে বিচার করিবে না । উপাপাতক-দূষিত মানবগণ তাহার অর্কপ্রায়শ্চিত্ত করিবে । অবশিষ্ট পাপের শুদ্ধির জন্য পঞ্চসহস্র জপ করিবে । যে নর অনাকুল হইয়া আত্মবোধকরক শুষ্ক শিব-বোধ-প্রকাশক,—মন্ত্র পঞ্চলক্ষ জপ করে, সে শিব-স্বরূপ হয় এবং হে ভদ্র ! সে মানব পঞ্চ বায়ু জয় করে ও সুখ প্রাপ্ত হয় । হে সুমুখি ! নিগৃহীতেশিয় ও শুচি হইয়া পঞ্চলক্ষ জপ করিলে, পঞ্চেশিয়ের বিজয় লাভ করিতে পারা যায় । অনাকুল ও ধ্যানযুক্ত হইয়া যে পঞ্চলক্ষ জপ করে সে পঞ্চবিষয়ের জয় প্রাপ্ত হয় । যে নর ভক্তিযুক্ত হইয়া পঞ্চলক্ষ জপ করে, সে পঞ্চভূতের বিজয় প্রাপ্ত হয় । যত্নপূর্বক মনঃসংযম করিয়া যে চতুর্লক্ষ জপ করে, সে ইন্দ্রিয়ের সম্যক্ বিজয় প্রাপ্ত হয় । হে কমলাননে । মানব পঞ্চবিংশতি-লক্ষ জপ করিলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিজয় প্রাপ্ত হয় । হে হৃন্দরি ! নির্বীত মধ্যরাত্রে আধরপূর্বক অমৃত জপ করিলে সেই জপরূপ ব্রতে ব্রহ্মসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । বাতশূল্য ও ধনবিবর্জিত মধ্যরাত্রে আলম্বশূল্য হইয়া লক্ষ জপ করিলে নিঃসংশয় শিব ও শিবকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অন্ধকারবিনাশক দীপপ্রকাশের শ্রায় আলোক উদ্ভূত হয়, সন্দেহ নাই । আত্মবান হইয়া সর্ব-সম্পৎসমৃদ্ধির জন্য অমৃত জপ করিবে এবং তত্ত্বমান ও শুচি নর শিববীজসম্পূর্ণিত করিয়া, এই মন্ত্র শতলক্ষ জপ করিলে, আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহার অধিক আর কি হইতে পারে, এই সকল প্রকার পঞ্চাক্ষর বিধিক্রম তোমাকে কহিলাম । যে নর ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয় । দৈব ও পিতৃকর্মে শুদ্ধ ব্রাহ্মণকে পঞ্চাক্ষরবিধিক্রম শ্রবণ করাইলে শিবলোকে পূজিত হয় । ২১১—২৩১ ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

ষড়শীতিতম অধ্যায় ।

কহিলেন ;—দক্ষিণিষ ব্রাহ্মণগণ সংসারবিরক্ত জ্ঞানিগণের হৃশোভন ধ্যানযজ্ঞক জপ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন । অতএব হে হৃত ! তুমি

অন্য যত্নসহকারে বিরক্ত মহাশক্তিগণের ধ্যানবজ্র বিলুপ্তরূপে নিশেষভাবে বল। হুত নীর্থ-সত্ত্বী মুনিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বকর্মা কর্তৃক কালকূটনামক বিষ সংহৃত হইলে, রক্ত গুহায় অবস্থানপূর্বক মহাশক্তিগণের যে ধ্যানবজ্র কহিয়াছিলেন, তাহা কহিতে লাগিলেন। শংসিতাত্মা মুনিগণ ভবানীর সহিত সুখাসীন গুহাত্রয় শব্দরকে প্রণাম করিয়াছিলেন এবং প্রণামানন্তর উমাপতি নীলকণ্ঠকে কহিয়াছিলেন যে, হে ভগবন! আপনি অত্যাঁধ কালকূটনামক বিষ সংহার করিয়াছেন, অতএব হে বৃষধ্বজ! আপনাকর্তৃকই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্বাত্মা ভগবান্ নীললোহিত তঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে সন্দ-পুরোগম ঋষিগণকে কহিলেন;—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বাহা সুদারূপ বিষ, আমি তাহা বলিতেছি। এবিষয়ের কথায় প্রয়োজন কি? যে সেই বিষ সংহার করিতে পারে, সেই সমর্থ, এ বিষ সংহার ত ঈশংকর। কালকূট বিষ নহে, সংসারই বিষ; অতএব সর্বপ্রথমে সেই সুদারূপ সংসাররূপ বিষের সংহার করিবে। সেই সংসার আপনার অধিকারানুরূপ রাজস ও তামসভেদে দ্বিবিধ। সংযুতচিত্ত পুরুষগণের ইচ্ছা ও রাগদোষবশতঃ সেই সুদারূপ সংসারের সংকর হয় না এবং অজ্ঞানবশতঃ তাহার সৃষ্টি হয়। সেই সংসারবশেই সকলের ধর্ম ও অধর্ম হয়। হে দ্বিজগণ! আন্তরিক জীবগণ শাস্ত্র শ্রবণ করিলে ঐ শাস্ত্র অত্রত্যক স্বর্ণগদিতে বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া দেয়। অতএব ঐহিক এবং পারলৌকিক এই উভয়রূপ সংসারকে চুষ্ট বলিয়া সর্বপ্রথমে যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই বিরক্ত। হে দ্বিজগণ! বেদের মন্তক-স্বরূপ, অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ঋষিগণের নিকাম কণ্ঠের সার-ফলস্বরূপ যে অধ্যাত্ম-শাস্ত্র, তাহাই শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সকলকেই স্বভাবতঃ কামনায় লিপ্ত হইতে দেখা যায়। সেই কাম্য কৰ্ম-মন্ত্রকেই প্রবর্তক। বিরক্তগণের নিবৃত্তিই ধর্ম, অতএব সকল দেহীই অজ্ঞানবশতঃ সংসার অবলম্বন করে! বেলোক্ত নিকাম কৰ্ম করিলে জীব কলাশেখর প্রাপ্ত হয়। আর তিন প্রকার জীব অবিলম্বে জ্ঞানহীন হইয়া কাম্য কৰ্মের বস্তৃতানবন্ধন কলাবৃত্ত হয়। পাপকারী নরকগামী, পুণ্যকারী পুণ্য-মৌল্যে স্বর্গগামী এবং পুণ্যপাপাত্মক কৰ্ম্মমুচ্যারী উচ্ছিন্ন, বেদহীন, অশুদ্ধ এবং অসম্মত এই চারি প্রকারে অসংহিত। নিবৃত্তিশূন্য অজ্ঞানদেহী কৰ্মবশতঃ

এইরূপে অবস্থান করিতেছে। সন্তান, কৰ্ম ও ধন দ্বারা মুক্তি হয় না, একমাত্র কৰ্ম্মগম্যাসবলেই মুক্তি হয়। ফল ত্যাগ না করিতে পারিলে মানব নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। এইরূপে অজ্ঞানদোষে ও নানাকৰ্ম্মবশে মানব বাহিরকৌশিক কলেবর ভঞ্জন করে। গর্ভে, যোনিমার্গে, ভূতলে, কোমারে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে এবং মরণে নানাপ্রকার দুঃখ। হে দ্বিজগণ! ত্রীসংসর্গাদিতেও মহৎ দুঃখ। বিচার করিলে দেখা যায়, দুঃখী মানবগণের একমাত্র দুঃখেই দুঃখ শান্ত হয়। ভোগ্যবস্তুর ভোগ করিলে কামনা উপশান্ত হয় না, প্রত্যা তত্ত্বের দ্বারা অগ্নির জ্বালা আরও বর্ধিত হয়। অতএব বিচার করিলে দেখা যায়, বিষয় প্রাপ্তিতেও মানবের কামনার উপশম নাই। অর্থের অর্জনে, পালনে এবং ব্যয়ে দুঃখ দৃষ্ট হয়। ১—২৬। পিশাচতা, রাক্ষসতা, যক্ষতা, গন্ধর্ব্বতা, চন্দ্রলোকে চন্দ্রতা, প্রজাপতিতা, ব্রহ্মতা এবং প্রাকৃতপুরুষতাতেও ক্ষয় ও অজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তিলাভসামাজ্য দুঃখে দুঃখধারা উৎপন্ন হয়। অতএব সংসারসম্বন্ধী অন্তর্দ্বাভাগ্য ও ধন ত্যাগ করিবে। পার্থিব ঐশ্বর্য অস্তগুণ, জলীয় বোধগুণ, তৈজস চতুর্কিংশতিগুণ, বায়ব্য দ্বাত্রিংশংগুণ, ব্যোম চত্বারিংশংগুণ, মানস অষ্টচত্বারিংশংগুণ, আভিমানিক ষট্-পঞ্চাংশংগুণ এবং প্রাকৃত বোদ্ধ চতুঃষষ্টিগুণ দুঃখস্বরূপ। ব্রহ্মবাসী যোগিগণেরও নিঃসন্দেহ দুঃখ দৃষ্ট হয়। শব্দরের গণনাখণ্ডেরও গোণ দুঃখ বর্তমান। এরূপে বিচার করিলে সর্বলোকে সর্বদা আদি, মধ্য ও অন্তে দুঃখ দেখা যায়। অজ্ঞানে জ্ঞানমাত্রী মানবগণ দোষদুষ্ট দেশে বর্তমান, ভবিষ্য, ও অতীত দুঃখের ভাবনা করে না, অন্ন সুধারূপ-ব্যাধির উপশম করে, সুখ উৎপন্ন করে না। এইরূপ ঐশ্বর্য নানাপীড়ার শাস্তিকর সুখপ্রদ নহে। সেই সেই কালে নীত, উক, বায়, ও বর্ষাদি দ্বারা দেহি-গণের কেবল দুঃখই হয়, কিন্তু অজ্ঞানী মানব তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপ স্বর্গেও পৃথক্যাদি নানাবিধ রোগ রাগ ঘেব ও ভয়াদি হেতু দুঃখ দৃষ্ট হয়। ছিন্নমূল তরু যেমন অবশ হইয়া ক্ষিতিভঙ্গে পতিত হয়, স্বর্গবাসিগণও সেইরূপ পৃথক্য হইতে পৃথিবীতে পতিত হয়। সর্গবাসিগণের স্বর্গ হইতে পতন অতীত দুঃখকর। হে মুনিপূজকগণ! বর্গগণের বিহিত কার্যের অকরণ-বশতঃ নরক হয়। ঐ নরকে নিত্য দুঃখ। উচ্ছিন্ন-বাস যুগ যেমন হৃত্যভয়সম্মত হইয়া দিগ্ভ্রাত্ত করিতে

পারে না, এইরূপ ধ্যানপরায়ণ মহাত্মা যতি সংসারভীত হইয়া নিম্না লাভ করিতে পারেন না। কীট, পক্ষী, মৃগ, গজ-বাজী প্রভৃতি পশুপক্ষের কেবল দুঃখই দৃষ্ট হয়; অতএব কর্মফল ত্যাগ করিলেই উত্তম মুখ লাভ হয়; হে মূত্রত ঋষিগণ! এইরূপ বৈমানিকগণ, কল্যাণিকারী, স্থানাভিমাত্রী, মধ্যাদি, দেবগণ ও দৈত্যগণের পরস্পর জিগীষাহেতু কেবল দুঃখ দেখা যায়। জগৎরম্যমধ্যে নবপতিসমূহ রাক্ষস-সমূহের কেবল দুঃখ। যথার্থ দেখিলে বর্ণ-আশ্রমও কেবল ভ্রমের নিমিত্ত। আশ্রম, দেবসাক্ষাৎ, যজ্ঞ, সাংখ্য ব্রত, বিবিধ উগ্র উপাস্তা এবং নানাবিধ দান হইতে আশ্রয়লাভ হয় না; কিন্তু জ্ঞানিগণ স্বয়ং তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব সর্বপ্রথমে পাশ্চপত ব্রত আচরণ করিবে। পাশ্চপতব্রতে নিত্য তমশায়ী পঞ্চার্থজ্ঞানসম্পন্ন শিবভক্ত সমাধিস্থত এবং পঞ্চার্থ-যোগসম্পন্ন হইয়া দেবকর্ম্মনাশক কৈবল্যকরণযোগ লাভ করিলে, স্থায়ী পণ্ডিত দুঃখের অন্তে গমন করে। পরা অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যা দ্বারা বেদ্যের জ্ঞান হয়, অপরা বিদ্যা দ্বারা তাহা হয় না। পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে অগ্নিবৈদ্য যজুর্বেদ সামবেদ ও সর্বার্থ-সাধক অথর্ববেদ; শিক্কা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যা অক্ষর, অক্ষুণ্ণ, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণক, অচক্ষু, অপ্রোত্র, অপানি, অপাদ, অজাত, অভূত, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, রসগন্ধবিরজিত, অব্যয় প্রতিষ্ঠাশূন্য, নিত্য, সর্বত্র বিদ্যমান, মহান, বৃহৎ, অজ, চিরয়, প্রাণশূন্য, মনঃশূন্য, অস্মিত, অলোহিত, অপ্রমেয়, অস্থূল, অদীর্ঘ, উৎপত্তাশূন্য, অদ্বন্দ্ব, অপার আনন্দস্বরূপ, অচ্যুত, অনপায়িত, অদ্বৈত, অনন্ত, অগোচর, আবরণশূন্য, একমাত্র আত্মস্বরূপ, এই পরাবিদ্যা অস্ত্রপ্রকারে বর্ণনা করা যায় না। পরাপর বিদ্যা যথার্থ নহে, তাহা অবিন্যাসকল্পিত। আমিই সমস্ত জগৎ আমাতেই সমস্ত জগৎ; আমি হইতেই সকল উৎপন্ন হয়, আমাতেই অবস্থান করে, আমার আমাতেই লীন হয়। মন, বাক্য ও পানি দ্বারা আমি হইতে অন্তের জ্ঞান করিবে না। আত্মতে সকল বস্তু দর্শন করা বিধেয়। বাহ্যে মন দিবে না। অযোদ্ধা হইয়া নাড়ির উপর বিতস্তির মধ্যে লুক্কায়িত, তাহা বিধের মহৎ আয়তন। এই লুক্কায়িত মধ্যে পুণ্ডরীক অবস্থিত। এই পুণ্ডরীক ধর্ম্মরূপ কন্দ হইতে সমুৎপন্ন; তখন তাহার নালস্বরূপ, তাহা হনোত্তম; ঐশ্বর্যরূপ অষ্টমহমুক্ত, ধৈর্য, বৈরাগ্য তাহার কর্ত্তব্য; এই পুণ্ডরীক অতি

শ্রেষ্ঠ। তাহার পরাত্তর ছিন্ন দিক্চক্রবাল, তাহাতে প্রাণাদি বায়ু প্রতিষ্ঠিত; প্রাণাদিবিধি জীব প্রেম বহুধা দর্শন করে। হে মুনীপুংসবগণ! প্রত্যেক প্রাণিতেই দশটি প্রাণ-বহা নাড়ী ও হিন্দ্রপ্রতিসংলগ্ন অস্ত্র নাড়ী আছে। হিন্দ্রগ্রামে অবস্থিত জীবজাগ্রত; কণ্ঠে অস্থিত স্বপ্নাপন্ন, হৃদয়স্থ সুষুপ্ত এবং মস্তকে স্থিত তুরীয়। জাগ্রত অবস্থার দেবতা ব্রহ্মা, স্বপ্নের বিষ্ণু, সুষুপ্তির ঈশ্বর এবং তুরীয়ের মহেশ্বর। অপারে কহেন, পুরুষ যখন সমস্ত হিন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া বর্তমান থাকে, তখন তাহার জাগ্রদবস্থা। যখন মন বুদ্ধি অহঙ্কার এবং চিত্ত এই চতুর্দশমুক্ত হইয়া পুরুষ অবস্থিত হয়, তখন তাহার স্বপ্নাবস্থা। হে মূত্রত ঋষিগণ! যখন হিন্দ্রিয়গণ আত্মায় বিলীন হয় তখন সুষুপ্তাবস্থা। যখন পুরুষ হিন্দ্রিয়হীন হয়, তখন তুরীয় অবস্থা। এই শ্রেষ্ঠ পরম কারণ শিব তুরীয়াতীত। হে বিশেষজ্ঞগণ! জাগ্রত, স্বপ্ন, তুরীয়, আদিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আদিদৈবিক, এই সমস্তই জ্ঞানবানেরা আমাকেই জ্ঞান করেন। পঞ্চ বুদ্ধীস্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত; এই চতুর্দশবিধ পৃথক পৃথক অধ্যাত্ম। দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, রসন, স্পর্শ, মনন, বোধ অহঙ্কার, চেতন, উক্তি, আদান, গমন, বিসর্গ এবং আনন্দ, অমূল্যমে এই চতুর্দশবিধ অধিভূত। ২৭—৭৭। আদিত্য, দিক্, পৃথিবী, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র, ক্ষেত্রজ, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, বেবপ্রজাপতি, এই চতুর্দশ আদিদৈবিক। রাক্ষসী, হৃদদর্শনা, জিতা, মৌম্যা, মোষা, রুদ্রা, মূতা, সত্যী, মধ্যমা, নাড়ী, রাশিভকা, অহরা, কৃত্তিকা, ভাস্বতী, এই চতুর্দশ প্রকার শরীরনিবন্ধন নাড়ী। নাড়ীমধ্যে অবস্থিত চতুর্দশ বাহক বায়ু আছে। প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান, সমান, বৈরন্ত, মুখ্য, অন্তর্ধাম, প্রভঞ্জন, কূর্ম্মক, শ্বেন, শ্বেত, কৃষ্ণ, নাগ এই চতুর্দশ বায়ু কীর্ণিত হইয়াছে। চক্ষু, জেষ্ঠ্য, আদিত্য, নাড়ী, প্রাণ, বিজ্ঞান, আনন্দ, লক্ষ্য, অাকাশ এবং এই সকল বস্তুতে যে সর্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র আত্মা বিচরণ করেন, সেই আত্মস্বরূপ প্রভু বিভূজগৎসম্পন্ন আমাকে উপাসনা করিবে। হে মূত্রত ঋষিগণ! সেই একমাত্র আত্মাই এই চতুর্দশ প্রকারে সঞ্চরণ করিতেছেন। সেই সমস্তই তাহাতেই বিলীন হয় এবং তাহা ভিন্ন কিছুই নাই। এক তিনিই; সর্বত্র এক তিনিই সকলের ঈশ্বর। এই মহামুখিত্য দেবই সকলের আশ্রিত এবং অন্তর্ধানী। সেই সনাতন আত্মার উপাসনা করিলে সকলের মুক্তি

স্রোতা হয় কিন্তু তিনি পঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ-
পূর্বক স্বেচ্ছাভোগ করেন না। তিনিই বেদ ও
নানাবিধ শাস্ত্রদ্বারা উপাস্তমান। এই সর্বত্র “বেদ-
শাস্ত্রকে উপাসনা করেন না। এই সকলই তাঁহার
অন্ন, তিনি স্বয়ং অন্নস্বরূপ হন না। সেই আত্মাই
আপনাকর্তৃক রক্ষিত বস্তু ভোজন করেন, প্রাণিগণের
অন্ন ক্রুরূপি নাই। আমিই প্রাণিদ্বিগের প্রাণাপান-
গ্রন্থিস্বরূপ। আমিই সকলের নিয়ন্তা ও জ্ঞান সাধন।
আমি অন্নময়াদিভেদে পঞ্চকোশস্বরূপ। এই ভূতাত্মা
আমিই অন্নময় হইয়া ভক্ষিত ও অন্ন বলিয়া উক্ত হই।
আমিই প্রাণময়, ইন্দ্রিয়াত্মা, মনোময়, সঙ্কল্যাত্মা,
কালময়, সোম বিজ্ঞানময় এবং সদানন্দময় পরমেশ্বর
মহেশ্বর। সেই আমি সমুদয় জগৎ এবং বিচার করিলে
পরতত্ত্ব এই সকল জগৎ স্বতন্ত্র আমাতেই অবস্থিত
এবং বিচার করিলে ঐশ্বর্য্যের দূরে থাকুক, একত্বেরও
উপলব্ধি হয় না। এইরূপ অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের
কথাই নাই, মর্ত্যই নাই বলিয়া স্থির হয়। স্বপ্নসাক্ষী,
জাগ্রৎসাক্ষী, স্বপ্নজাগ্রৎ উভয় সাক্ষী, তুরীয় সাক্ষী,
হুয়ন্তিসাক্ষীও প্রতীত হয় না। যথার্থ বিমিত বেদ্য
এবং নির্বাণও নাই। নির্বাণ, কৈবল্য, নিঃশ্রেয়স,
অনাময়, অমৃত, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরাপর, নির্বিকল্প
নিরাভাস ও জ্ঞান এই ষাটটি পরমাত্মার পর্যায়বাচক
মাত্র। একাধ্ব অর্থাৎ “একমেবাদ্বিতীয়ং” এই জ্ঞানমুক্ত
অন্তঃকরণ যখন সমরসে বর্তমান হয়, তখন জ্ঞান
হয়, ইহা ভিন্ন সকলি অজ্ঞান;—সন্দেহ নাই।
পূর্বোক্তরূপ প্রসন্ন বিজ্ঞান নিশ্চয়ই গুরুসাহায্যে উৎপন্ন
হয়। উক্তরূপ প্রসন্নবিজ্ঞান জন্মবার পর অন্তঃকরণ
রাগ, ধেব, অনৃত, ক্রোধ, কাম ও তৃষ্ণাদি পরামর্শশূন্য
হইলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয়। পুরুষ অজ্ঞান মনে লিপ্ত
থাকিলে তাহাকে মলিন বলা যায়। সেই অজ্ঞানমলের
ক্ষয় হইলে মুক্তি হয়, অস্তথা কোটি জন্মেও হয়
না। একমাত্র জ্ঞানব্যতীত পুণ্যপাপ-পরিষ্কার হয় না,
অতএব হে বেদবিদগণ! মুক্তির নিমিত্ত কেবল জ্ঞানের
অর্জন করিবে। জ্ঞানাত্ম্যসেই পুরুষের বুদ্ধি নির্মল
হয়, অতএব তমিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া জ্ঞানাত্ম্যাস
করিবে। হে বিশেষজ্ঞগণ! যে যোগিগণ একমাত্র
জ্ঞানে তৃপ্ত হইয়া সঙ্গত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের
আর কর্তব্য নাই; যদি অস্ত্র কার্য্য করেন, তবে
তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ববিশ্ব নহেন। যেহেতু ব্রহ্মবিশ্ব
প্রকৃত জীবমুক্ত; অতএব তাঁহার ইহলোক ও
পরলোকে কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। জ্ঞানতত্ত্ববিশ্ব
কর্তব্যভ্যাস ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানাত্ম্যাসে রত হইলে

জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। হে বিশেষজ্ঞগণ! যে
ক্রোধহীন, বর্ণাশ্রমভিত্তিমাত্রী মোহবশতঃ কর্তব্যে রত
হয়, সে অজ্ঞানী, তাহাতে সংশয় নাই। অজ্ঞান
সংসারের হেতু। শরীর পরিগ্রহণ সংসার। জ্ঞান,—
মোক্ষের হেতু। যিনি আত্মাতে অবস্থিত, তিনিই
মুক্ত। হে বিশেষজ্ঞগণ! অজ্ঞান হইলেই নিঃসংশয়
ক্রোধাশ্রি উপস্থিত হয়; ক্রোধ, হর্ষ, লোভ, মোহ,
দম্ব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম উপস্থিত হয়। ক্রোধাদিবশে
মানবের তনুসংগ্রহ হয়। শরীর হইলেই ক্লেশ;
অতএব পণ্ডিত অবিদ্যা ত্যাগ করিবে। বিদ্যা
দ্বারা অবিদ্যা ত্যাগ করিয়া অবস্থিত যোগীর
ক্রোধাদি ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিনষ্ট হয়; ক্রোধাদি ক্ষয়
হইলে পুনর্বার সে আর শরীরের সহিত যুক্ত
হয় না। ঈদৃশ পুরুষই ত্রিবিধ দুঃখবিবর্জিত
হইয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে। এইরূপ
জ্ঞানব্যতীত ধ্যান হয় না। হে বিজ্ঞানভগণ! ধ্যান-
পরায়ণ ব্যক্তির গুরুসম্পর্কে জ্ঞান হয়, কেবল শব্দমাত্র
প্রকৃত জ্ঞান হয় না। ধ্যানকারী চতুর্গুহ অর্থাৎ তেজস
বিশ্ব প্রাজ্ঞ ও তুরীয় রূপ জ্ঞান করিয়া ধ্যান অভ্যাস
করিবে। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠসমূহ দগ্ধ করে সেইরূপ
জ্ঞানাদি সহজ আগন্তুক অগ্নি এবং বাত্‌সমুদ্ভূত পাপ-
সমূহ দগ্ধ করে। জ্ঞানভিন্ন সর্বপাপবিনাশক আর
কিছুই নাই। অতএব সর্বসঙ্গবিবর্জিত হইয়া সর্বদা
জ্ঞানাত্ম্যাস করিবে। জ্ঞানীর সকল পাপ নিঃসংশয়
জীর্ণ হয়। জ্ঞানী নানাবিধ পাপের সহিত ক্রৌড়া
করিলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না। জ্ঞান যেমন,
ধ্যানও সেইরূপ; অতএব সর্বদা ধ্যান অভ্যাস করিবে।
প্রথমে সবিষয় ও নির্বিষয় ধ্যান উক্ত হইয়াছে।
শিবরহস্যাদিকথিত যটপ্রকার ধ্যান অভ্যাস করিয়া
চতুঃপ্রকার দশপ্রকার এবং ষোড়শ প্রকার ধ্যানকে
সালম্ব নিরালম্বভেদে দুই প্রকারে অভ্যাস করিলে
যোগীন্দ্রস্বরূপ হইয়া নিঃসংশয় মুক্তিলাভ করে।
সাবলম্বধ্যানে নির্মল স্বর্ণাকার বিম্ব অগ্নিপ্রভ পীত-
রক্তসিতকোটিবিহীন প্রভাসম্পন্ন শিবমূর্ত্তি চিন্তা
করিবে এবং নিরালম্বধ্যানে প্রবলপূর্বক চিত্তকে ব্রহ্ম-
রজাহ করিয়া বেত কৃষ্ণ পীত কোনরূপের স্মরণ না
করিলে ব্রহ্মবিশ্ব হওয়া যায়। অহিংসক, সত্যবাদী
অন্তেষ্টী, পরিগ্রহ-পরায়ণ, ব্রহ্মচারী, তৃপ্তব্রত, সন্তোষ-
শীল, শৌচযুক্তও স্বাধ্যায় নিরত আমার ভক্ত গুরু-
সম্পর্কজ ধ্যান অভ্যাস করিবে। ধ্যান চিত্ত স্থাপন
করিয়া বিশ্বাস্তর বোধ করিবে না, যোগের অভ্যাস
করিবে না, চতুর্দিকে দর্শন করিবে না। ৭৮—১২৫

আপনার আশ্রয় লীন হইয়া জ্ঞান গ্রহণ প্রবণ ও স্পর্শের জ্ঞান করিবে না, এইরূপ করিলে তাহাকে সমরস বলা যায়। পার্থিবসমূহে ব্রহ্মা, বারিতত্ত্ব স্বয়ং হরি, অগ্নিতত্ত্ব কালরূপ, বায়ুতত্ত্ব মহেশ্বর ও আকাশ সাক্ষাৎ শিবের চিত্তা করিবে। ক্ষিতিতে সর্ষ, জলে ভব, অগ্নিতে রুদ্র, বাত্রে উগ্র, স্থিরনাকে অর্থ্যাৎ আকাশে ভীম, স্বর্ঘ্যমণ্ডলে ঈশান, চন্দ্রবিশ্বে মহাদেব, যজমান পুরুষে পশুপতি, এইরূপ অষ্ট-প্রকারে আমি অবস্থিত। শরীরে যে কাঠি লক্ষিত হয়, তাহা পার্থিব অংশ, দ্রব অংশ জলীয়। বাহ্য সকারিত হয় তাহা বায়ুর অংশ, বাহ্য শব্দের কারণ, তাহা আকাশরূপ বহির অংশ, জলের অংশ রসময়, গন্ধ পার্থিব গুণ, পুনর্বার দক্ষিণেন্দ্রে ভাস্কর, বামনেন্দ্রে সোম, হৃদয়ে বিভূর চিত্তা করিবে। পাদ হইতে জ্ঞানপর্ধ্যস্ত পৃথিবীতত্ত্ব, নাভিপর্ধ্যস্ত বারিতত্ত্ব, কণ্ঠ-পর্ধ্যস্ত বায়ুতত্ত্ব, ললাট হইতে শিখাগ্র পর্ধ্যস্ত ব্যোমতত্ত্ব, প্রাথমিক সাধক ব্যোমের উর্দ্ধে হংসাখ্যা ব্রহ্মা, বোমাখ্যা ব্যোমমধ্যস্থ শিবের স্মরণ করিবে। জীব, প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তম, মহান, অভিমান, তমাত্র, ইলিয়, ব্যোমাদিভূত, কিছুই যথার্থ নহে। তাঁহার আত্মা-ক্রমেই স্বর্ঘ্য উদিত, বায়ু ভীত হইয়া প্রস্থত, চন্দ্রমা দ্যোতিত, অগ্নি জলিত হয়। ১১৬—১৪০। ভূমি ধারণ করে, আকাশ অবকাশ দেয়। অতএব হে বিজগণ! তাঁহারই চিত্তা করিবে। সেই শিব সকলের অধিষ্ঠাতা, তিনি সর্বরূপময় সর্ষ, ইহা ভাবিয়া সেই ভবের স্মরণ করিবে। হে বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! সংসার-বিশ্বস্ত্র মানবগণের জ্ঞান ও ধ্যানরূপ অমৃতই প্রতিকারকর, অস্ত্র কোনরূপে প্রতিকার নাই। জ্ঞান সাক্ষাৎ ধর্মের কারণ, বৈরাগ্যের হেতু, বৈরাগ্য হইতে পরমার্থপ্রকাশক জ্ঞান লাভ হয়। হে মুনিমণ্ডল! জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত নরই যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সন্ধানিষ্ঠ নর যোগসিদ্ধিবলেই বিমুক্তি লাভ করিতে পারে, অস্ত্র কোন প্রকারে মুক্তি হয় না। অধিনবর সর্ষেবর্ধ্যকর শিবপদ তমোন্নয়ন অবিন্যাস আশ্রয়রূপ অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন; অতএব সত্ত্বশক্তি অবলম্বনে শিবের পূজা করিবে যে সত্যনিষ্ঠ, আমার তত্ত্ব, আমার অর্চনপরাধ, সর্বপ্রকার ধর্মনিষ্ঠ সর্ষকা উৎসাহী সমাধিযুক্ত সর্ষকব্ধ-সহিষ্ণু বীর সর্ষকভূতহিতে রত, গজুসভাব, সত্যত্ব স্বচিহ্ন মূহ, মানপুত্র, বুদ্ধিমান, শান্ত, স্পর্ধাত্যাগী, সর্ষকা মুক্তি ইচ্ছুক, ধর্মস্ব, সে পূর্ষজন্মের পুণ্যবশে বজ্র অধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা ধর্মনিষ্ঠ, জরাযুক্ত হইয়াও জ্ঞানিগুরু

সহবাসে জ্ঞানবিৎ হয়। অত্যা কৃত্রিমতাবিজিত হইয়া গুরুর গুণগ্রহণ করত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ভোগসুখ অনুভব করিয়া ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবিৎ হয়। ইহা জ্ঞানি-গুরুর সম্পর্কে অজ্ঞানীর জ্ঞান প্রাপ্তির ক্রম। অতএব হে মুনিপুংসবগণ! তাত্ত্বসঙ্গ ও দৃঢ়ব্রত হইয়া এই মার্গে বিচরণ করিলে, সংসার-কালকূট হইতে মুক্ত হয়। আমি এই প্রকার সংক্ষেপে তোমাদিগের নিকট অচ্যুত শোভন-জ্ঞানমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে কীর্তন করিলাম। এই পাল্পত যোগ ঈশ্বর কর্তৃক কথিত। শিব কাহ্নাচ্ছন, যে কোন ব্যক্তিকে এই যোগ দিবে না। তদ্ব্যন্থি যোগীকে এই স্বপ্রিয় যোগ দান করিবে। এই সংসারশমন-প্রকরণ যে পাঠ বা শ্রবণ করে সে নিঃসংশয় ব্রহ্মসাম্য প্রাপ্ত হয়। ১২৬—১৫৭।

ষড্ভীতিতম অব্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন, সনৎকুমারাদি মহাপ্রাজ্ঞ মহাশিগণ, রুদ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন পরমেশ্বর পিনাক-পাণিকে প্রণাম করিয়া সভয়ে কহিলেন, হে মহেশ্বর! যদি সংসার বিষতুল্য ভয়ানক, তবে আপনিত্ত্বদেবী হৈমবতীর সহিত বিবিধ ভোগ দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন কেন? ইহা বলুন। শ্রুত কহিলেন, পিনাকপাণি নীললোহিত ঈশ্বর এইরূপ উক্ত হইয়া অশ্বিকার প্রতি দৃষ্টিপাত ও হস্ত করত প্রণত ধর্মিগণকে কহিলেন, আমার বন্ধ-মোক্ষ নাই, আমি যেষচ্ছাশরীরী। অকর্তা অক্ষ পশুভোক্তা অণু, বিভূ, মায়া জীব পুরুষ মায়ায় বদ্ধ হইয়া কর্মে আবদ্ধ হয়। আশ্রয় জ্ঞান ধ্যান বন্ধ বা মোক্ষ নাই। যে আমার যথার্থজ্ঞ, তাহারও জ্ঞান ধ্যানাদি নাই। এই হৈমবতী বিদ্যা, আমি বৈদ্য, এই দেবী প্রজ্ঞা, জ্ঞতি, স্মৃতি, হৃতি, অভয়া, নিষ্ঠা, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়া, ইচ্ছা, আত্মা এবং পরাপর বিদ্যাস্বয়। ইনি জীবের প্রকৃতি বা বিকৃতি নহেন। এই অনির্বচনীয়। সনাতনী দেবী বিকার মহেন, শিষ্ট মায়া। পূর্বে জগতের অন্তর্যায়িনী পঞ্চবক্ত্রা মহাভাগা সনাতনী দেবী আমার আত্মাক্রমে আমারই বন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমি সপ্তাবিশংপ্রকারে এই দেবীদ্বারা সকল ব্যাপ্ত করিয়া জগতের হিতজিহ্না করিয়াছিলাম ॥ ১—১০ ॥ সেই অবধি মোক্ষের প্রবর্তি

হইয়াছে। স্তম্ভ কহিলেন, তখন পদ্মেশ্বর ইহা কহিয়া ভবানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সনাতনীর ভবানী জ্বরের ইজিত অবগত হইয়া ঋষিগণের মায়াহরণ করিলেন। মহর্ষিগণ মায়ামলমুক্ত হইয়া পার্শ্বতীকে দর্শন করিয়া প্রীত ও মুক্ত হইলেন। অতএব পার্শ্বতীই পরমা গতি। যথার্থত উমা ও শঙ্করের জ্ঞেয় নাই। শঙ্করই দুইপ্রকার রূপধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পরমেশ্বরের আচ্ছাদ্য গণ্ডিত যখন সঙ্করহিত হন, তখন ঋণকালমধ্যেই মুক্তি হয়, অন্তরূপে কোটি কল্পেও হয় না। পুরাণ-ঋষিপ্রোক্ত মুক্তিরূপ মহাদেবে অনিয়ামক। শঙ্করের প্রসাদে গর্তস্থ, আরমান, বালক, তরুণ বা বৃদ্ধ সকলেই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। অণুজ, উত্তিজ, বৈদজ প্রাণীও দেবদেবের প্রসাদে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। এই জগন্নাথ বহুমোক্ষকর শিবই ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য এবং কোটি শত অণু, অণুবরণাষ্টক ও দেবদেবের বিগ্রহ। সপ্তরৌপ সমুদয় পর্বত, বন, সকল সমুদ্র, বায়ুস্কন্ধ এবং অজ্ঞাত লোকে যে চরাচর বাস করে, সকলেই মহাদেবের অঙ্গ এবং মহাদেবই তাহাদের গতি। রুদ্রই সকল, অতএব সেই মহাত্মা পুরুষকে নমস্কার। বিষ্ণু ও বহুধাজাত-ভূত সকলি রুদ্র। এই অবস্থিত অম্বিকা রুদ্রাজ্ঞা, ইহাঁবারা মুক্তি হয়, এই কথা শ্রীত-মানস সিদ্ধগণ বলিয়াছিলেন। যখন আভ্যাক্ষিপণী অম্বিকায়ুগ্ম শিব সিদ্ধগণকে দর্শন করিয়া অবস্থান করেন, তখন প্রসন্ন হইয়া খেচর সিদ্ধগণ প্রভু শিবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। ১১—২৫।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন, হে স্তম্ভ! কোন্ যোগবলে সাধু-গণেরে গুণপ্রাপ্তি হয়? যোগিগণ কোন্ যোগে ব্রহ্মাণ্ডি গুণযুক্ত হন? অতুনা আপনি সেই সকল যোগ বিস্তারে বলুন। স্তম্ভ কহিলেন, আমি ইহার পর পরম দুর্গত যোগ বলিতেছি। সনাতন শিবকে চিত্তসংহাতি করিয়া সলোভাজাতি পঞ্চপ্রকারে স্বরূপ করিবে। জনন, মরণ, হেদ, তাহ, মোহ, লয়, লেপ, ক্রয়, অরূপ, বেদ, ত্রিমা এবং বিজ্ঞানর বিষয় না হওয়া। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বর্ণ, স্বর শূন্য হইয়া বিষয় ভোগ এবং তাহাতে কর্ত্তে আশ্রিত না। হওয়া কাম্যসাধ্য। ১—২০। জীব অণুহেতু হৃদয়, হৃদয় হেতু জ্ঞানী, জ্ঞানহেতু ব্যাপক, ব্যাপকহেতু পুরুষ। পুরুষ স্বকীয় হৃদয়রূপ চিত্তাহেতু স্রষ্টা অবিমাদি ঐশ্বর্যে অবস্থান করে। সত্ত্বরূপ ঐশ্বর্য হইতে সত্ত্বাত্তর হৃদয় অবিমাদরূপ ঐশ্বর্য সর্বোত্তম পাণ্ডপভোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠাতৃরূপ ঐশ্বর্য ও হৃদয় পরম স্বরূপ স্বরূপ লাভ হয়। অতএব হে মুনিহৃদয়গণ। স্বর্গা-

ময়ন করিবে। সেই বামাদি অষ্টশক্তি স্তম্ভে অষ্ট-

এইরূপ ক্রমে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া পুরুষোক্ত প্রকার মরণ করিবে, ইহা মোক্ষসিদ্ধিপ্রদায়ক পাণ্ডপত যোগ। যে এই পাণ্ডপত যোগ অবলম্বন করে তাহার অবিমাদি সিদ্ধি হয়; অন্তরূপ কোটি কর্ত্ত করিলেও হয় না। এই যোগেই অষ্টগুণ ঐশ্বর্য যোগিগণ কর্ত্তক সমুদ্র-হৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত আমি ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। অগ্নি, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা। সেই সর্ব-কামিক অবিমাদি ঐশ্বর্য, সাবদ্য, নিবদ্য ও হৃদয়ভেদে ত্রিবিধি; তন্মধ্যে বাহ্য পঞ্চভূতাস্বক তাহা সাবদ্য। ইন্দ্রিয় মন এবং অহঙ্কার নিবদ্য। আত্মাশ্চ শব্দাদি বিষয় প্রকৃতিই অবিমাদিতে পূর্বপ্রোক্ত ত্রিবিধ ভেদ আছে; ঐ হৃদয়ে আরও অষ্টগুণ ভেদ বিহিত হইয়াছে। সেই অষ্টগুণ ভেদের অস্পষ্ট অবিমাদি ঐশ্বর্য ত্রৈলোক্যের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও তাহার যে নিয়ম প্রভু শিব যেমন কহিয়াছেন, আমি তাৎপর্যরূপ কহিতেছি। ত্রৈলোক্য যোগী ও সর্বভূতের হৃদ্রাপ্য যে বল, সেই অবিমাদিরূপ বল তাহার প্রাপ্য হয়। অন্তরীক্ষ-গমন, প্লবন এবং সর্বলোক অপেক্ষা নীত্ব-রূপ লঘিমা সর্বদা লাভ করে। ত্রৈলোক্যে সর্বভূতে স্তম্ভ ও পূজ্য মহিমা সিদ্ধিরূপ যোগ। ত্রৈলোক্যে সর্বভূতে যথেষ্ট গমন প্রাপ্তিরূপ যোগ। সর্বত্র অপ্রতিহত হইয়া প্রকাম বিষয় ভোগ প্রাকাম্যসিদ্ধি যোগ। ত্রৈলোক্যে সর্বভূতের হৃদ-হৃৎপ্রবর্তনক্রমে যোগবিৎ অনেক বেহধারণাদি দ্বারা ঈশিত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বাবর জগৎ ত্রৈলোক্যে সর্বপ্রাণী বশীভূত হওয়া ও ইচ্ছাক্রমে রূপ পরিগ্রহ করা বা নাশকরা বশিত্ব। স্বাবর-জগৎস্বক ত্রৈলোক্যে শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও মন ইচ্ছাবশে প্রবর্তিত হয় এবং হয় না। জনন, মরণ, হেদ, ভেদ, তাহ, মোহ, লয়, লেপ, ক্রয়, অরূপ, বেদ, ত্রিমা এবং বিজ্ঞানর বিষয় না হওয়া। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বর্ণ, স্বর শূন্য হইয়া বিষয় ভোগ এবং তাহাতে কর্ত্তে আশ্রিত না। হওয়া কাম্যসাধ্য। ১—২০। জীব অণুহেতু হৃদয়, হৃদয় হেতু জ্ঞানী, জ্ঞানহেতু ব্যাপক, ব্যাপকহেতু পুরুষ। পুরুষ স্বকীয় হৃদয়রূপ চিত্তাহেতু স্রষ্টা অবিমাদি ঐশ্বর্যে অবস্থান করে। সত্ত্বরূপ ঐশ্বর্য হইতে সত্ত্বাত্তর হৃদয় অবিমাদরূপ ঐশ্বর্য সর্বোত্তম পাণ্ডপভোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠাতৃরূপ ঐশ্বর্য ও হৃদয় পরম স্বরূপ স্বরূপ লাভ হয়। অতএব হে মুনিহৃদয়গণ। স্বর্গা-

পবর্গ কল শিবসায়ুজ্যাকরণ শান্তপত বোগ জ্ঞাত হইবে। অথবা আশ্চর্য্য ত্যাগ করিয়া রাসবশতঃ রাজস বা তামস কর্ম আচরণ করিলে তাহাতেই ফল ভোগ করিয়া মুক্ত হয়। সেইরূপ সুরুতকারী বর্গে ফলভোগ করিয়া সেই স্থান হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া মানবত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রহ্মই পরম সৌখ্য ; ব্রহ্ম নিত্য ও সর্বোত্তম ব্রহ্মেরই সেবা করিবে। ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ সুখদায়ক। যজ্ঞাচরণে অতিশয় পরিশ্রম, অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে পুনর্বার মৃত্যুর বশ হয়, সেই হেতু মোক্ষই পরম সুখ। অথবা ধ্যানই শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ দিব্য বিখ্যাত, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বময় পাদশির ও গ্রীবাযুক্ত, বিশেষ, বিশ্বরূপী, বিশ্বগন্ধ, বিশ্বমালা, বিশ্বাশ্রয়ণ, প্রভু পুরুষকে দর্শন করিয়া অবস্থিত ধ্যানযুক্ত মানবকে শত মন্তরেও চ্যুত করা যায় না। পুরুষ সর্বাধিকরণ দ্বারা পৃথিবীতে সম্পত্তি হইয়া জগৎ উৎপাদিত করেন এবং প্রলয়কালে উৎপাদন করেননা। সেই হৃদয় হইতে হৃদয়, মনঃ হইতে মহান পুরাতন কবি অনুশাসিতা নিরিশ্রিয় রুদ্রবর্ণ আলিঙ্গনকারী নির্ভুগ, চেতনধরূপ, সর্বগ সর্বসার পুরুষকে বোগ দ্বারা দেখিবে, চক্ষুদ্বারা দেখিবে না। ঐ পুরুষের অনুগৃহীত মানবগণ অচল প্রকাশ এবং ভেঙ্গে দীপ্যমান পুরুষকে যোগে দর্শন করেন। পুরুষ পাণিপাদ উদর পার্শ্ব ও জিহবারহিত অতীশ্রিয় হৃদয় এবং এক মাত্র। ২৪—৪০। তিনি চক্ষুশ্রুত হইয়া দর্শন করেন, কর্ণশ্রুত হইয়া শ্রবণ করেন ; তাঁহার অবাধ নাই এবং বুদ্ধিও নাই। তিনি সকলি জ্ঞান করিতে সমর্থ ও নিজে সকলের বেদ্য, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ মহান পুরুষ। প্রকৃতি অচেতনা সর্বগতা হৃদ্যা প্রসবধর্ম্মিণী এবং সর্বভূতগতা ; বোগিগণ এইরূপে তাহাকে দর্শন করেন। ব্রহ্ম সর্বতোভাবে পাণিপাদবিশিষ্ট, সর্বতোভাবে চক্ষু মস্তক ও মুখযুক্ত, সর্বতোভাবে ঋতি-বিশিষ্ট এবং সকলকে আবল করিয়া অবস্থিত। যুক্ত ব্যক্তি সর্বপ্রকারে সনাতন, সর্বভূতের মধ্যে একমাত্র পুরুষ ঈশানকে যোগদ্বারা জ্ঞাত হইলে মুক্ত হয় না। সেই ভূতান্ধা, মহান্ধা, পরমান্ধা, সর্বান্ধা, অব্যয় ব্রহ্মের ধ্যান করিলে মোহের বশীভূত হয় না। পবন সর্ববৃত্তিতে বিচরণ করিলেও যেমন কেহ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, জীবও সেইরূপ সর্ববৃত্তিতে থাকিলেও তাহাকে গ্রহণ করা যায় না। জীব পুণ্য অর্থাৎ শরীরে শরীর করেন একান্ত তাহাকে পুণ্য বলা যায়। জীব ফলভোগালম্বী কীদৃপুণ্য হইলে অবশিষ্ট

দ্বীয় পুণ্যকর্ম্মবশতঃ শুক্রেশোণিতসংযুক্ত ব্রাহ্মণশোণিতে ত্রীপুরুষ-সকলে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর কালে ঐ শুক্রেশোণিত কলরূপ ; অনন্তর কালবশতঃ ঐ কলল বুদ্ধিরূপ হয়। চক্ষুভ্রমণে স্পীড়িত মৃৎপিণ্ড যেমন প্রথমে বিশ্বাকার, অনন্তর ঘটাকার পরিগ্রহ করে ; এইরূপ জীবাত্মিক পঞ্চমহাত্তম্যুক্ত জীব বায়ুপূরিত হইয়া প্রথমে বিশ্বাকার ও পশ্চাৎ পুরুষাকার ধারণ করে। ৪১—৫১। তখন গর্ভস্থ জীব চিন্তা করে, আমি এখন যদি যোনিভ্যাগ করিতে পারি, তবে মহেশ্বরের শরণাগত হই। যাবৎ জাতমাত্র বৈকল্য বায়ুস্পর্শ না করে, চিন্তাকরে যে গর্ভ নির্গত হইলেই আমি তাবৎ মহাদেবের পূজা করি। অনন্তর গর্ভে ধাত্রাপ্রাণ বধাবয়ব মানব জাত হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল, জল হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে শুক্রে উৎপন্ন হয়। বক্ত ত্রয়স্ত্রিংশংভাগ, ও শুক্রে চতুর্দশভাগ, উভয়ভাগকে অর্ধফল করিয়া গভনিযুক্ত হয়। অনন্তর গর্ভসংযুক্ত পঞ্চবায়ুদ্বারা পরিবৃত্ত হইলে পিতার শরীর হইতে প্রতিঅঙ্গে রূপ উৎপন্ন হয়। অনন্তর মাতার ভক্ত পীত, লীড় বস্ত্র নাভিদ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রাণ সঞ্চার হয়, ঐ প্রাণই দেহীনিগের আধার। নব মাসাবধি পরিক্রিষ্ট হইয়া পূর্ণাবস্থায় গ্রীবা আকুলিত হয়, বসতিস্থানজ বায়ু অপর্ধ্যাপ্ত হওয়ায় সকলগাত্র আবৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে নবমাস গর্ভে বাস করিয়া ক্রীড়ামুখ হইয়া যোনিছিদ্র দ্বারা ভূমিষ্ঠ হয়। অনন্তর সেই দেহে বরুত পাপকর্ম্মবশতঃ অসিপত্রবন, শাগলি, ছেমন, তাড়ন, পুয়শোণিত ভক্ষণ, নিরয় প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। যেমন জল প্রতাপিত হইলে সবুদ্বন্দ্ব হয়, এইরূপ জীব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বাতান্ধানগামী হয়। এই ঐ কারে জীবগণ স্বয়ং রূতপাপবশত তপ্যমান হইয়া অবশিষ্ট কর্ম্মদ্বারা হুঃখ বা সংকর্ষের অবশিষ্ট ভাগ হেতু হুঃখ প্রাপ্ত হয়। সকল ভ্যাগ করিয়া একাই গমন করিতে হইবে এবং একাকীই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, অতএব সুরুত আচরণ করা উচিত, মরণকালে কেহই মাম্বের অনুগমন করে না, কেবল যে কার্য্য কৃত হয়, ঐ কার্য্যই অনুগামী হয়। পাপকারী মানবগণ, বমিকোতনে সর্বদা বাতনা ভোগ করত বরুত কর্ম্মের আক্কেশ করি এবং বহু অনন্ত বাতনা দ্বারা বেগলা প্রাপ্ত হইয়া শুক হয়। কর্ম্ম, মন, ও বাক্যের দ্বারা মানব যে বাহা করে, তাহাতে অভ্যাসই মানবকে হরণ করিয়া থাকে, অতএব কল্যাণ আচরণ করিবে। ৫২—৬৫। দেহিপুণের পূর্ব কর্ম্মে নিমুক্ত বহু জ্ঞানি, অতএব মানব যোগ তামস বুদ্ধি পুরুষ

প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য হইতে পশুও, পশুও হইতে মৃগও, মৃগও হইতে পক্ষিও, পক্ষিও হইতে সর্পীশপত্ন এবং সর্পীশপত্ন হইতে হাবরও প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। হাবরও প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য হয়, আবার কুলালচক্রবৎ ভ্রান্ত হইয়া সেই হাবরওই পরিবর্তন করে; এইরূপে মানবাদি হাবরান্ত তামস সংসার, ইহারা সকলেই হাবরও পরিবর্তিত হয়। ব্রহ্মাদি পিশাচান্ত সাত্ত্বিক সংসার, ঐ সংসার দেহিগণের স্বর্গস্থানে স্থিত। ব্রাহ্মভাবে কেবল সত্ত্বাব, হাবরভাবে কেবল তমঃ; চতুর্দশ স্থানের মধ্যে মধ্যচ্ছদ হইলে বেদনার্থ দেহীর রজোগুণবিশিষ্টক। অতএব বিপ্র সেই পরব্রহ্মকে কিরূপে মারণ করিবে। সংসার পূর্বে ধর্মের ভাবনায় প্রাণোদিত হইয়া মানবও প্রাপ্ত হয়, অতএব ধ্যান আচরণ করিবে। এই সংসারমণ্ডলকে চতুর্দশ ভুবনরূপ বোধ করিয়া সংসারভয়পীড়িত হইয়া নিত্য ধর্ম আরম্ভ করিবে। তাহা হইতে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়; অতএব ধ্যানতত্ত্বপরমুক্ত মানব সেই প্রকারে যোগ আচরণ করিবে, যাহাতে পরমাত্মার দর্শন করিতে পারে। এই শিব শাস্ত্র সর্বভূতের পার্থক্য বিচারে এই পরমাত্মা ও অন্ততম সেতু, অতএব সেই আত্মা ও অগ্নিস্বরূপ সর্বভূতের হৃদয়, বিশ্বতোমুখ মহেশ্বরের উপাসনা করিবে এবং পূর্বোক্তরূপে আপনার হৃদয়ে পৃথিব্যাদি অষ্টরূপে ও পৃথিব্যাদি অভিমানী ভৈবাদি রূপে এবং বামনেবাদি অষ্টরূপে অবস্থিত স্বীয় শক্তিরূপিনী উমার সহিত শোভিত ভুবননায়ক দেবেশ-রুদ্রের ধ্যান করিয়া প্রজলিত বহ্নিকে হৃষ্টিনীকাস্ত জন্ত সঙ্কুচিত করিয়া, তচ্চিন্তাগত মনসে হৃদয়ে বহ্নিতে বধাবিধানে অনুপূর্বের পঞ্চ আছতি হোম করিয়া ব্রহ্মাদি-শোধিত জল একবার পান করিয়া উপবেশন করিবে, স্বাহাকারযুক্ত প্রাণায় এই মন্ত্রে প্রথম 'স্বাহতি, ঐরূপে অপানায় এই মন্ত্রে দ্বিতীয় আছতি, ব্যানায় এই মন্ত্রে তৃতীয়, উদানায় এই মন্ত্রে চতুর্থ, এবং সমানায় এই মন্ত্রে পঞ্চম আছতি দিয়া অবশিষ্ট বাক্যকাম ভোজন করিবে। অনন্তর পুনর্বার একবার জল পান করিয়া আচমলপূর্বক হৃদয় স্পর্শ করিয়া 'হে শিব! তুমি প্রাণাদি বায়ুর এহি, যেহেতু রুদ্র আয়ুরূপ, তুমি হৃৎনাশক আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর, রুদ্র জীবের প্রাণ এইরূপে স্বয়ং আশ্রয়িত করিবে। রুদ্র প্রাণবিশিষ্ট, অতএব রুদ্র প্রাণময়; প্রাণস্বরূপ রুদ্র-উদ্দেশে উত্তম অমৃত হোম করিবে 'হে শিব! তুমি হৃদয়ে প্রবেশ কর, ব্রহ্মাত্মা

শিব-উদ্দেশে হবিঃত্যাগ করিতেছি" শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে এই পঞ্চাছতি দান করিবে। হে শিব! তুমি অন্তর্ভুক্ত প্রমাণে হৃদয়-আকাশে শয়ন করিতেছ; অতএব তুমি পূরুষ! তুমি পানাসুত হইতে মন্তকপর্ধ্যন্ত ব্যাপী, পরম কারণ, সকল জগতের প্রভু এবং নিত্য; তুমি প্রীতিমান হও। তুমি দেবগণের জ্যেষ্ঠ, প্রথম ইন্দ্র ও রুদ্র। তুমি আমাদের প্রতি মৃদু হও এবং এই প্রাণিত অন্ন তোমা উদ্দেশে হৃত হউক। আমি অনিমাди গুণ-প্রাপ্তি বিশেষানুরোধে এই সকল এবং পূর্বের স্বয়ং ব্রহ্মাকর্তৃক কথিত যোগাচার কহিলাম। এই প্রকার পাণ্ডপত যোগ প্রথমপূর্বক জানা উচিত এবং নিত্য ভস্মশায়ী ও ভস্মলিপ্ত হইবে। যে এই গুণপ্রাপ্তি দৈব পৈত্রেয় কর্মে পাঠ করে, শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়, সে পরম গতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। ৩৩-১৩।

অষ্টানীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

উননবতিম অধ্যায়।

স্মৃত কহিলেন, ইহার পর আমি শৌচাচারের লক্ষণ বলিতেছি, ইহার অনুষ্ঠানে শুদ্ধাত্মা হইয়া পরলোকে গতিলাভ করিতে পারে। পূর্বের ব্রহ্মা সর্বভূতহিত নিমিত্ত ব্রহ্মবাদীদিগের সর্ববেদার্থসার কোশস্বরূপ ইহা সংক্ষেপে কহিয়াছেন। মুনি-গণের শৌচোদয় নিমিত্ত সেই উত্তম বিষয় বলিতেছি। যে মুনি সেই সন্ধ্যাচারে অগ্রমস্ত হয়, তিনি অবসন্ন হন না। মান ও অবমান, এই দুই বিষ ও অমৃত। অবমান অমৃত ও মান বিষ। গুরু হিতে মুক্ত হইয়া সংবৎসর বাস করিয়া অনন্তর সর্বোত্তম জ্ঞানযোগ ও অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিহিত আচারের অবিরোধে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। দৃষ্টিপূত করিয়া পথে চলিবে, বস্ত্রপূত করিয়া জলপান করিবে, সত্যপূত করিয়া কথা কহিবে এবং মনঃপূত করিয়া কার্য করিবে। যম্যাসত্যন্তরে মন্ত্রপ্রার্থী হই য়ে পাপ হয়, একদিন অপূতজল পান করিলে সেই পাপ হয়। অপূতজলপান করিলে পঞ্চশত অশ্বার মন্ত্রজপ করিয়া শুদ্ধিলাভ করে। অথবা ঘৃতস্নানাদি দ্বারা বিশুদ্ধরূপে শব্দের পূজা করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে নিঃসংশয় শুদ্ধ হয়। যোগবিৎ ব্যক্তি আতিথ্য, শ্রাদ্ধ এবং যজ্ঞে কখন ভৈক্য গ্রহণ করিবে না। এই প্রকারে যোগী অহিংসক হয়। অগ্নি

অপারভাষ্য ত্যাগ করিব। ধ্বংস হইবে, সকলে ভোজন করিলে মতিমান যোগী ভৈক্ষ্যচর্যা করিবে। কিন্তু নিত্য এক ব্যক্তির নিকট করিবে না। সাধুগণের ধর্ম দৃষিত না করিয়া সেইরূপে ভৈক্ষ্য করিবে, বাহাতে অপরে তাহাকে অবমান ও পরিত্রব করে। বাণপ্রস্থ-প্রমী ও বাণাবর-গৃহে ভৈক্ষ্য করিবে, যোগীর ইহাই প্রথম বৃত্তি। ইহার পর শীলসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞা-সম্বিত, দান্ত, মহাত্মা প্রোক্তির গৃহস্থের নিকট ভৈক্ষ্যচরণ করিবে। ১—১৫। ইহার পর অহুষ্ঠ ও অপতিত ব্যক্তির নিকট ভৈক্ষ্যচরণ করিতে পারে, ইহা জ্ঞাত বৃত্তি। যবাগ্ন তরু, তৃষ্ণ, বাবক, পরফল, মূল, হস্ত ধাত্মাংশ পিণ্ড্যাক ও সফু, ভিক্ষাহৃত এই কয়টা বস্তু যোগীদিগের সিদ্ধিবর্জন আহার। এই সকল বস্তু উপপন্ন হইলে ভৈক্ষ্য শ্রেষ্ঠ। যে মাসে মাসে কুশাগ্রাধারা জলবিন্দু পান করে এবং যে ত্রায়পূর্বক ভিক্ষা করে, সে পূর্বোক্ত ভিক্ষাচারী হইতে শ্রেষ্ঠ। জরা মরণ গর্ভ ও নরকাদিতে ভীতমতি ভিক্ষালব্ধ বস্তুকে দয়ালব বস্তুর ত্রায় জ্ঞান করিবে। দধিভক্ষণ-ব্রতী, পদ্মোভক্ষণ ব্রতী এবং কুছাদি দ্বারা শরীর-শোষণকারী মানবগণ, ভিক্ষাহারী যতির ঘোড়শ ভাগের এক ভাগের ও যোগ্য নহে। যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ ইচ্ছা করে, সে ভিক্ষাহারী হইবে এবং ভিক্ষা-হারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পাণ্ডপাত যোগ আচরণ করিবে। সকল যোগীরই চন্দ্রায়ণ ব্রতশ্রেষ্ঠ, অতএব যোগী শক্তি-অনুসারে এক দুই তিন বা চারটা চন্দ্রায়ণ করিবে। অস্তেয়, ব্রহ্মচর্যা, অলোভ, ত্যাগ ও অহিংসা এই পাঁচটা ভিক্ষুদিগের ব্রত, ইহার মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ। অক্রোধ, গুরুশ্রদ্ধা শৌচ, আহার-লাঘব এবং নিত্য সাধ্যায়, এই কয়টা নিয়ম উক্ত হইয়াছে। অরণ্যে হস্তী যেমন মানবের দুর্গ্রহ, সেইরূপ পিতা, মাতা, স্বীয় স্বভাব এবং সঙ্কিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম দ্বারা বস্তু বন্ধন দেবগণ কর্তৃক দুর্গ্রহ বিহিত হইয়াছে। সর্কষজ্ঞক্রিয়া দেবগণের ত্রায় স্বাগ্রাপক, বজ্র হইতে জপ, জপ হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে সজ্ঞ ও রাগশৃঙ্খল ধ্যান, সেই ধ্যান প্রাপ্ত হইলে শাশ্বত মুক্তি লাভ হয়। দম, শম, সমতা, অকরমহ, মৌন, সমুদ্র ভূতে আর্জব এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, ইহাকে জ্ঞানবিশুদ্ধবুদ্ধিগণ শিব বলিয়াছেন। সমাধিবৃত্ত ব্রহ্ম চিন্তানিরত প্রমাদশূদ্ধ, শুচি, বিবিক্তপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়, মহাত্মা এই পাণ্ডপাত যোগ প্রাপ্ত হয়, অনিশ্চিত, অমল, অধর্মিল ইহা বলিয়া থাকেন। অল্প-বিনি-ব্যয়িত হস্তী বেকা অভিনত বেশে দীত হয়, সেইরূপ

কর্মহীন অকরমহযোগী এই শুদ্ধমার্গ দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। সদাচারবৃত্ত স্বধর্মপরিপালক শান্তযোগিগণ সকল লোক জয় করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। আমি সর্বলোকের উপকারজ্ঞ পিতামহোপনিষ্ট সাক্ষী সনাতন ধর্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর। শুদ্ধমার্গশূদ্ধ ক্রমবর্তী বুদ্ধগণ আগত হইলে অভ্যুপনাদি ও প্রণাম করিবে। ১৬—৩৩। ত্রিধাকৃত অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও তিনবার প্রদক্ষিণ দ্বারা আচার্য্য এবং পিতাকে অভি-বান্দন করিবে। অষ্ট পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্রভৃতিকে ও জ্ঞানবান্ বন্দন করিবে। যদি উত্তম সিদ্ধি ইচ্ছা করে, তবে তাহাদিগের আজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। হেতুবাণ, নাস্তিকবাদ, বিলক্রেত্র, প্রেতাগি সাধন ক্ষুদ্রমন্ত্ৰের দ্বারা জীবিকাকরণ, মন্ত্রাদি দ্বারা বিষযুক্ত মর্পাদি গ্রহণ এবং অস্ত্রের অনুকরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ গুণ যহে পরিত্যাগ করিবে। ছল, ধন, শর্ততা, কুটিলতা, সর্বদা ত্যাগ করিবে। গুরুর নিকটে অভিষয় হস্ত, অসংকর্ষের আরম্ভ, নীলা এবং স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য, অতিথ্যের সহিত ত্যাগ করিবে। গুরুর বাক্যের প্রতিকূল বাক্য এবং তাঁহার নিকট অব্যক্ত বাহ্য বলিবে না। পাদদ্বারা বস্তুগণের আসন, বস্ত্র দণ্ডাদি পাদুক, মালা, শরনহান, পাত্র, ছায়া এবং যন্তোপ-করণাদি স্পর্শ করিবে না। দেবদ্রোহ এবং গুরুদ্রোহ যত্নের সঙ্কিত ত্যাগ করিবে। যদি অজ্ঞানবশতঃ করে, তবে অযুত প্রণব জপ করিবে। জ্ঞানপূর্বক দেবদ্রোহ ও গুরুদ্রোহ করিলে কোটিপরিমিত জপ করিলে শুদ্ধ হয়। মহাপাতকভুক্তি নিমিত্ত যথাবিধি ঐ কোটি জপ করিবে। অনুপাতকী যদি বৃত্তবান্ হয়, তবে কোটির অর্দ্ধজপে শুদ্ধ হয়। হে হুত্রতগণ! সকল উপপাতকী তদর্থে শুদ্ধ হয়। সন্ধ্যা লোপ করিলে ব্রাহ্মণ ত্রিরাবৃত্তিতে শুদ্ধ হয়। আফ্রিকছেদ হইলে একশত জপ উক্ত হইয়াছে। সময়ের লঙ্ঘন, অভ্যঙ্গের ভক্ষণ, অবাচ্যবাচন করিলে সহস্রজপে শুদ্ধি হয়। কাক, উলুক, কপোত এবং অপর পক্ষীর হনন করিলে অষ্টোত্তশত জপ করিয়া নিঃসংশয় শুদ্ধ হয়। যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তত্ত্ববেত্তা, তিনি পাপী হইলে প্রণব স্মরণ করিলে নিঃশেষে শুদ্ধিলাভ করেন। আত্মবিদ্যুৎপন্ন প্রায়শ্চিত্ত নাই। সেই ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্ট শুদ্ধ মহাত্মারা বিশ্বের হিতে নিরত আছেন। দ্বাহারা যোগদ্যাননিষ্ঠ, তাঁহারা কাকনের ত্রায় নির্গেণ। শুদ্ধ বস্তুর কোনরূপ শোধান নাই। তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাব্যবস্থা বিশুদ্ধ। বস্ত্র ও চক্ষু দ্বারা, পবিত্র অনুক ও দেহ-

সহিত জলধারা সকল কার্য করিবে, কলুসজল ত্যাগ করিবে ৩৪—৫০। হুর্জক, হুর্জক, কটাদি রসে হুট, অন্তচিহ্নসংস্থিত পক্ষ ও অখাদ্যবিত্ত, সামুদ্র ও শাখাবাহিত, শৈবালযুক্ত এবং অজ্ঞাত দোষহুট জল ত্যাগ করিবে। হে বিজগণ! শুচিবস্ত্র পরিধান করিয়া সকল কার্য নমস্কার ও গুরুভক্তাদি করিবে। যেহেতু বস্ত্রশৌচহীন মানব অন্তর্জিহ্বা ইহাতে সংশয় নাই। দেবকার্যোপযুক্ত বস্ত্রসমূহ প্রত্যহ ধৌত করিবে। অপর বস্ত্র মলিন হইলে তাহার শৌচ করিবে। হে বিজগণ! অস্ত্র ব্যক্তি-বৃত্তবস্ত্র যত্নে সহিত ত্যাগ করিবে। কোষের ও আবিষ্কৃত বস্ত্র রক্ষা বায়ু দ্বারা কোষবস্ত্র গৌরবর্ণ দ্বারা, স্বর্ণকিরণযুক্তবস্ত্র ত্রীকল দ্বারা, ছাগকল উজ্জ্বলবস্ত্র দ্বারা, শুদ্ধ হয়। চর্ম্মশলবস্ত্র ও বেত্রের বস্ত্রত্বা শৌচ, সকল প্রকার বস্ত্র, ছত্র ও চামর চেলত্বা শৌচার্হ, ইহা ব্রহ্মবিৎ মুনীঙ্গগণ কহিয়াছেন। কাংশ্র ভক্ষ্য দ্বারা শুদ্ধ হয়, লৌহ কারদ্বারা শুদ্ধ হয়, তাম্র অল্পদ্বারা শুদ্ধ হয়, রক্ত ও সীসকও অল্পদ্বারা শুদ্ধ হয়; হেম ও রৌপ্য-নির্ম্মিত পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হয়। মণিপ্রস্তর শঙ্খ ও মুক্তার তৈজসপাত্রের দ্বারা শৌচ। ইহার অতিশয় অন্তর্জিহ্বা হইলে জল ও অগ্নির সংযোগে শুদ্ধ হয়। সমুদ্র রস উৎপন্ন হইলে শুদ্ধিলাভ করে। তৃণকাষ্ঠাদি বস্ত্র পুতজল দ্বারা অভূক্ষিত হইলে শুদ্ধ হয়। অক্ল ও অক্ল উৎসর্গদ্বারা শুদ্ধিলাভ করে। বস্ত্রশ্রুতসমূহ ও মূল এবং উদখলও এইপ্রকারে শুদ্ধিলাভ হয়। শূন্য, অগ্নি, দারু ও নগের তক্ষণদ্বারা শৌচ উক্ত হইয়াছে। মলিত জব্যের প্রোক্ষণে শুদ্ধি হয়, অমিশ্রিত জব্যের প্রত্যেকের শৌচ করিতে হয়। অভূক্ত রানীকৃত দাত্তের একদেশ দ্বিত হইলে তাবদ্বারা ত্যাগ করিয়া কুশাবারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। শাক, মূল ও ফলাদির দাত্তের দ্বারা শৌচ। জলসেক ও গোময়লেপ দ্বারা গৃহের শৌচ হয়। মুময়পাত্র পুনর্বার পাক করিলে শুদ্ধ হয়। উজ্জ্বল, গোময় লেপন, সম্মার্জন, গোমিলাস ও সেচন করিলে ধরা শুদ্ধ হয়। যে ভূমিস্থিত জলে গোর ত্বক্কা নিবারণ হয়, তাদৃশ ভূমি মর্ত্ত জল অমোঘযুক্ত ও চর্গক হুর্জক ও মন্দরসযুক্ত না হইলে শুদ্ধ। ৫১—৬৭। বোহনকালে বৎস, কলপাতনে নাকুলি, রতিকালে গৃহস্থের বস্ত্রী-মুখ শুদ্ধ, রক্তদ্বারা বখাবিধি কাশিত বস্ত্র কুশলে প্রোক্ষিত করিয়া ধর্ম্মজ ব্যক্তি গ্রহণ করিবেন। বর্ষাভিমুখিতানে আকরজ, প্রচারিত পদ্য সেই সেই ধর্ম্মের শুচি। বর্ষাভিমুখি সারসের শুদ্ধ। হে

দ্বিজোত্তমগণ! ছায়, পাঠকালে বিনির্গত মুখবিশ্ব, মল্লিকাধি; ধূলি, ভূমি, বায়ু, অগ্নি, ইহার স্পর্শে সকল শুচি। নিম্রা, ভোজন, স্নাত, পান, ও নিরীকানাশ্রে এবং অধ্বন-শারভে শুচি থাকিলেও আবার আচমন করিবে। পরের আচমন-সম্বন্ধী জলবিশ্ব যদি পাপদেশে স্পৃষ্ট হয় তাহাতে অন্তর্জিহ্বা হয় না, উহা জলবিশ্ব সমান। মৈথুন করিয়া পতিত, কুকুটাদি অশুভ পক্ষী, শূকর কাকাদি কুকুর, গর্দভ চৈতন্যপ এবং চাণালাদি অশুভ জাতি স্পর্শ করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধি হয়। জনন-মরণশৌচযুক্ত হইয়া রজস্বলা হৃতিকা;—ও অন্তর্জিহ্বা ত্রীকৈ স্পর্শ করিবে না এবং ঐ সকল ত্রীকৈ স্পর্শ করিবে না, করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। যতি, বানপ্রস্থভ্রমী, ব্রহ্মচারী, নৈষ্ঠিক, নৃপ, রাজার অমাত্যাদির তত্ত্বকার্য্য বিরোধ-নিবন্ধন সেই সেই কার্য্যে অশৌচ নাই, অস্ত্র কার্য্যে অশৌচ হয়, বৈধানসের অশৌচ নাই। পতিতদিগের অশ্রুতিহেতু অশৌচ নাই। নিত্য জীবিকা অর্জন-কারী ব্রাহ্মণের স্নানমাত্র শৌচ। অজ্ঞাতশৌচ ব্যক্তির ও বজ্রাধী দীক্ষিত ব্যক্তির অশৌচ হয় না। যজ্ঞযাজী ঋষিকৃগণের একাধে শুদ্ধি স্বয়ম্ভূকর্ত্ত্বক উক্ত হইয়াছে। অধীতবনশাধ ব্যক্তির একাধে শুদ্ধি, এই সকল কর্ম্মমাত্রশৌচ উক্ত হইয়াছে। অসপিণ্ড ও অগোত্র শাস্ত্রান্তরোক্ত সেই সেই সম্বন্ধিগণ ত্র্যাহে উক্ত চারি দিন হইতে শুদ্ধ হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! বাক্যগণের একাদশ দিনমধ্যে মরণ হইলে স্নানমাত্র, জন্ম-দশানন্তর ঋতুত্রয়ের মধ্যে একাধ, ঋতুত্রয়ের পর সপ্তবর্ষমধ্যে ত্র্যাহ, অনন্তর ব্রাহ্মণের দশাহে শুদ্ধি হয়। জন্মদিনে যদি বালক মৃত হয়, তবে পিতা ও মাতার দশাহ অশৌচ হয়। ত্রিবর্ষ পর্য্যন্ত কস্তামরণে বাক্যের স্নানে শুদ্ধি, অষ্টাব্দমধ্যে একাধ, দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্ত বিবাহ না হইলে ত্র্যাহ-অশৌচ। সপ্তম পুরুষ অতীত হইলে সপিণ্ডতা-নিবৃত্তি হয়, দশাহ পরে সপিণ্ডন মরণ ভ্রমণ করিলে ঋতুত্রয়পর্য্যন্ত সপিণ্ডের ত্র্যাহ, ঋতুত্রয় পরে পক্ষী, সংবৎসর অতীত হইলে স্নানমাত্র শুদ্ধ হয়। ধর্ম্মার্থ মৃত ব্যক্তি লহন বহন করিলে অব্যাক্ষণ স্নানমাত্র শুদ্ধ হয়। শবের অন্তঃসমন করিলে স্নান করিয়া ব্রতপ্রাপন করিলে শুদ্ধ হয়। আচার্য্য ও প্রোক্ত্রিয়-মরণে ত্রিয়ার, মাতুল ও উপকারী ব্যক্তির মরণে পক্ষী। বৈশাখবর্ষারী রাজা ও সাক্ষতের মরণে মৃত্যু শৌচ। শৌত্রিয়ের দ্বাদশ দিন সম্পূর্ণশৌচ, জীবিতিক মরণে মৃত হইলে স্নানশৌচ। বৈশাখ

পঞ্চদশদিন ও শ্রুতের একত্রাস সম্পূর্ণশৌচ। আমি এই সংক্ষেপে ক্রিয়াক্রান্তি ও অর্শৌচ কহিলাম। যতিগণের অর্শৌচ হয় না। হে বিজগণ! ত্রোতাধুগ হইতে নারীগণের মাসে মাসে রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সত্যযুগে সক্রুরজঃ প্রবৃত্তি হইত। তাৎকালিক মহাভাগগণ কুরুবর্ষায়ের শ্রায় স্রীগণের সহিত গমন করিত। হে সূত্রভগণ! ত্রোতা প্রভৃতি দক্ষিণ ভরত-বর্ষে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা হইয়াছে। জম্বুদ্বীপের অপর অষ্টবর্ষ এবং সুবীত মহাবীতে সে ব্যবস্থা নাই। শাক-দ্বীপাদিতে ভরতবর্ষের শ্রায় ধর্ম প্রচলিত। কৃতযুগে রসোদাসা বৃষ্টি, ত্রোতায় গৃহ বৃক্ষজা। সেই বৃষ্টি মানবের আর্জব-কৃতদোষ এবং কামতঃ মৈথুন ও পুরুষাদিহেতু যবাদি, ও গ্রাম্য এবং আরণ্য চতুর্দশ পশু এবং সকল ওষধি, স্ত্রীদিগের রজোদোষ ও মানবের রাগাদিবশতঃ উৎপন্ন হয়। অতএব যত্নের সহিত রজঃশলা স্ত্রী সন্তাষণ করিবে না। প্রথম দিনে চণ্ডালীর শ্রায় রজঃশলাস্ত্রীর বর্জন করিবে। ৬৮—১০০। দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মযাতিনী, তৃতীয় দিনে তাহার অর্ধ-পরিমিতপাপযুক্ত হয়। চতুর্থদিনে স্নান করিয়া অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয়। অনন্তর পঞ্চম দিন হইতে দৈব পৈত্র্য কর্ম্যাধিকার হয়। ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত রজোদোষে হইলে মৃত্যুতুল্য শৌচ করিবে। যদি রজোদোষ থাকে, তবে পঞ্চরাত্রি অস্পৃশ্য থাকে। বিংশতি দিনে উর্দ্ধে আবার রজ উপস্থিত হইলে পূর্ববৎ প্রকার করিবে। রজঃশলা রমণী স্নান, শৌচ, গান, রোনন, হান্ত, ধান, অভ্যাঞ্জন, দাত, অমু-লেপন, মৈথুন, মানস বা বাচিক দেবতার্চন এবং নমস্কার যত্নের সহিত বর্জন করিবে। রজঃশলা স্ত্রী অস্ত্র রজঃশলা স্ত্রীর স্পর্শ ও সন্তাষণ এবং বস্ত্র, ত্যাগ করিবে না। রজঃশলা স্ত্রী স্নান করিয়া পতি ভিন্ন অস্ত্র পুরুষকে স্পর্শ করিবে না। প্রথমতঃ ভাস্কর দর্শন করিবে; অনন্তর ব্রহ্মকূর্চ, পঞ্চগব্য বা কেবল কীরপান করিলে আত্মশুদ্ধি হয়। চতুর্থ রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিবে না, গমন করিলে অজায়, বিদ্যাহীন ব্রহ্মভট্ট, পতিভ, পরদার-নিরত এবং নিত্যস্ত দরিদ্র তনয় জন্ম-গ্রহণ করে। কস্তার্ষী পঞ্চম রাত্রিতে বিধিবৎ গমন করিবে। পঞ্চম রাত্রিতে রক্তাধিকা বশতঃ কস্তা হয়, শুক্রাধিক হইলে পুত্র হয়। রক্ত ও শুক্র উভয় সমান হইলে লপুংসক হয়। পঞ্চম রাত্রিতে কস্তা হয়। ষষ্ঠরাত্রিতে গমন করিলে সে মহাভাগা পত্নী সংপূর্ণ প্রসব করে। সেই পুত্রভেদে ব্যজন করে। পুং শব্দ নরকের নাম, কুং শব্দ নরক; ষষ্ঠ রাত্রিতে

গমন করিলে নরকপ্রাপক স্ত্রী পুত্র প্রসূত হয়। সপ্তম রাত্রিতে গমন করিলে কস্তা প্রসূত হয়, অষ্টম রাত্রিতে সর্বশুণসম্পন্ন নর জন্মগ্রহণ করে, নবম রাত্রিতে কস্তা হয়। দশম রাত্রিতে পশুপুত্র পুত্র হয়। একাদশ রাত্রিতে পূর্ববৎ কস্তা হয়। দ্বাদশ রাত্রিতে ধর্মুতবৃদ্ধ শ্রোতমার্গপ্রবর্তক পুত্র হয়। ত্রয়োদশ রাত্রিতে সর্বসম্বন্ধকারিণী জড়প্রকৃতি কস্তা প্রসূত হয়। অতএব ত্রয়োদশ রাত্রিতে গমন করিবে না। চতুর্দশ রাত্রিতে গমন করিলে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পঞ্চদশ রাত্রিতে ধর্মীষ্ঠা কস্তা হয়। ষোড়শ রাত্রিতে জ্ঞানপারগ পুত্র হয়। মৈথুনকালে যদি স্ত্রীর বাম পার্শ্বে বায়ু বিচরণ করে তবে কস্তা হয়। স্ত্রীদিগের পাপগ্রহ-বিবর্জিত মৈথুনকালে বায়ু যদি দক্ষিণদিকে বিচরণ করে, তবে পুত্র হয়। উক্ত কালে স্বয়ং শুদ্ধ হইয়া শুদ্ধা শুচিমিতা ধপস্রীতে গমন করিবে। আমি যতিগণের ধর্মসংগ্রহে প্রসঙ্গক্রমে সর্বভূতের সদাচার কীর্তন করিলাম। যে নর শুচি হইয়া পাণ্ড ও শ্রবণ করে বা দক্ষিণিষ ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করায়, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মার সহিত প্রমোদ অনুভব করে। ১০১—১১২।

উনবতীতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবতীতম অধ্যায়।

স্মৃত কহিলেন, আমি ইহার পর শিবপ্রোক্ত যতি-গণের পাপশোধন নিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি। পাপবাক্য, মনঃকায়মন্তৃত ত্রিবিধ। দিব্যাত্রে সত্যত জগৎ যে পাপে বেষ্টিত হয়। যতি কণ্ঠ না করিয়াও অবস্থান করে, ইহা ক্রটি-বাক্য। অতএব অতি চকল আত্মা যোগদ্বারা জ্ঞানকালও প্রযুক্ত করিবে। অপ্রমত্তের যোগ হইয়া থাকে, যোগই পরম বল, মানবের যোগ ভিন্ন কিছুই শুভ বোধ্য যায় না। অতএব ধর্মযুক্ত মনীষিগণ যোগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ বিদ্যাধারা অবিদ্যার জয়পূর্বক সর্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম ও মায়াবিলাস দর্শন করিয়া সেই শিবায় পন্থমগদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষু-দিগের যে ব্রত ও উপব্রত তাহাদের এক একটিরও অতিক্রমে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। কাম-পূর্বক স্ত্রীসঙ্গ করিলে ঐশ্যায়ামসংযুক্ত সান্তপন ব্রত-বিহিত হইয়াছে এবং অশৌচ সমাহিত হইয়া প্রাণাপত্যব্রত করিয়া পুনর্বার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া

ব্রতচরণ করিবে। ধর্মের অশ্রু মিথ্যা বলা যায়, মনোবিশিষ্ট ইহা বলিয়াছেন বটে, তথাপি তাহা বলিবে না। যে হেতু মিথ্যার প্রসঙ্গও ভয়ানক। কখন স্থিতিশীল্য কহিলে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া শত প্রাণায়াম করিবে। ধর্মলিপ্সু যতি অসম্বাদ করিবেন না এবং অত্যন্ত আপদগ্রস্ত হইয়াও চৌর্য্য করিবেন না। বেদে উক্ত হইয়াছে, চৌর্য্যের অধিক অধর্ম নাই। চৌর্য্য সর্বপ্রধান হিংসা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধন মানবের বহিষ্করণ প্রাণ, যে বাহার ধনহরণ করে, সে তাহার প্রাণহর্তা। যে চুষ্টাস্ত্রা ভিক্ষু চৌর্য্য করে, সে ব্রতচ্যুত হয়। পুনর্ব্বার নির্বেকযুক্ত হইলে শাস্ত্রদৃষ্ট-বিধানে সংবৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে ক্লীণ-পাপ হইয়া নির্বিকল্পিতে আবার আলম্ভশ্রু হইয়া ভিক্ষুরূপে বিচরণ করিবে। ১—১৫। কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্বভূতের অহিংসা ভিক্ষুর ধর্ম। ভিক্ষু যদি অকামে ও পশু বা কৃমির হিংসা করেন, তবে কৃষ্ণ ও অতিকৃষ্ণ অথবা চান্দ্রায়ণ করিবে। স্ত্রী দর্শন করিয়া যদি ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ যতির রেতঃস্খলন হয়, তবে ঘোড়শবার প্রাণায়াম করিবে। দিবাতে যদি ব্রাহ্মণের রেতঃস্খলন হয়, তবে ত্রিরাত্র উপবাস ও শত প্রাণায়াম প্রায়শ্চিত্ত করিবে। রাত্রিতে হইলে স্নানান্তর শুদ্ধ হইয়া দ্বাদশ প্রাণায়াম করিলে পাপ বিগম হইবে। প্রাতঃ একামিক অন্ন, মধু, মাংস, অপক অন্ন এবং প্রাতঃ লবণ যতির অভোজ্য। এক একটীর অভিত্রম করিলে যতিগণ প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। বাক্য মন ও কায়দ্বারা যে কোন ব্যতিক্রম ঘটে, তাহাতে যতিগণ পণ্ডিতগণের সহিত নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা বাহা বলিবেন, তাহার আচরণ করিবে। যতি সমলোষ্ট্রকাধন হইয়া শুদ্ধ ভাবে সমস্তভূতে সমাহিত-চিত্ত হইয়া বিচরণ করিবে। এইরূপ করিলে শাশ্বত অব্যয় শ্রেষ্ঠ স্থানে নিশ্চয় গমন করে, বাহাতে গমন করিলে আর জন্ম হয় না। ১৬—২৪।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একনবতিতম অধ্যায়।

মৃত কহিলেন, আমি ইহার পর মৃত্যুলক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যোগিগণ এই জ্ঞান দ্বারা মৃত্যু দর্শন করিয়া থাকেন। যে অরক্ষণী সক্ষত, প্রক্ষত,

ছায়াপুরুষ ও আকাশশঙ্কাপথ দর্শন করে, সে সংবৎসর পরে জীবিত থাকে না। যে সূর্য্যমণ্ডলকে রশ্মিহীন ও অদিকে রশ্মিযুক্ত দর্শন করে, সে একাদশ মাস পরে জীবিত থাকে না। যে প্রত্যক্ষ বা স্বপ্নে মৃত্র, পুরীষ, সুবর্ণ, রক্তত বমন করে, সে দশমাস পরে কাল প্রাপ্ত হয়। যে স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষ, গজবর্ণ নগর, প্রেত ও পিশাচ দর্শন করে, সে নবমাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে অকস্মাৎ তুল বা কূশ হয় অথবা প্রকৃতিচ্যুত হয়, সে আট মাস জীবিত থাকে। ধূলি বা কর্মমধ্যে যাহার পঙ্কাকৃতি অগ্র বা পৃষ্ঠদেশে ঋণাকৃতি হয়, সে সপ্তমাস জীবিত থাকে। যাহার মস্তকে কাক, কপোত, গধ্ব অথবা মাংসাসী পক্ষী অবস্থান করে, সে ষড়মাসের অধিক জীবিত থাকে না। যে বায়স পঙ্ক্তির-পরিবৃত বা পাণ্ডুরষ্টি-বেষ্টিত হইয়া গমন করে অথবা স্বচ্ছ স্থানে বিরক্তদর্শন করে, সে চারি কি পাঁচ মাস জীবিত থাকে। যে মেঘশৃঙ্গ আকাশে দক্ষিণদিগবস্থিত বিহ্যংদর্শন করে বা জলে ইন্দ্রধনু দর্শন করে, সে তিনমাস জীবিত থাকে। যে জলে বা দর্পণে আপনাকে দেখিতে পায় না অথবা মন্তরশৃঙ্গ দর্শন করে, সে মাসমধ্যে মৃত হয়। যাহার গাত্র শবগন্ধ বা বস গন্ধযুক্ত হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত, সে অর্দ্ধমাসমধ্যে মৃত হয়। জ্ঞান করিবা—মাত্র যাহার হৃদয় শুদ্ধ হয়, অথবা মস্তক হইতে ধূম উদ্গত হইতে দেখা যায়, সে দশদিন মধ্যে কালগ্রস্ত হয়। বায়ু সম্ভিন্ন হইয়া-যাহার মূত্রস্থানসমূহ ছেদন করে, জলস্পর্শ করিলে যে হস্তি হয় না, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। স্বপ্নে ভল্লক বা বানরযুক্তরথে আরোহণ করিয়া মৃত্যু ও গান করিতে করিতে আপনাকে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে দেখিলে মৃত্যু উপস্থিত হির করিবে। স্বপ্নে কৃষ্ণবস্ত্রধারিণী শ্রামবর্ণা গালপরায়ণা অঙ্গনা বাহাকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যায়, সেও জীবিত থাকে না। যে স্বপ্নে আপনার কণ্ঠ ছিঁড়যুক্ত ও নদ্র ভ্রমণক দর্শন করে, তাহার মৃত্যু নিকট। আমি মস্তক পর্যন্ত পঙ্ক-সাগরে মগ্ন হইতেছি, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে সন্ধ্যা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্বপ্নে ভদ্রা, অঙ্গার, কেশ, শুক নদী ও ভূজ দর্শন করিলে দশরাত্র জীবিত থাকে না। ১—১৯। স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ উদ্যমগ্ন পুরুষকর্তৃক পাষাণদ্বারা তাড়িত হইলে সন্ধ্যা মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। সূর্য্যোদয় হইলে প্রত্যবে শিবগণ যাহার অভিমুখে আসিয়া ধ্বমি করে, তাহার পরমায় অবশেষ। জ্ঞান করিবা—যাত্র যাহার হৃদয় পীড়িত হয় ও দন্তকম্প হয়, তাহাকে পত্নী বলিয়া হির করিবে।

যে দিবা বা রাত্রে বারম্বার ত্রস্ত হয় এবং দীপনির্বাণ-
গন্ধের আত্মপ্রাণ না, তাহার মৃত্যু উপস্থিত জানিবে।
রাত্রিকালে ইচ্ছাধঃ, দিবসে নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন করিলে
এবং পরনেত্রে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে না পাইলে
অধিক দিন জীবিত থাকে না। যাহার একনেত্র
হইতে জল নির্গত হয়, কর্ণদ্বয় স্বস্থানভ্রষ্ট হয়, নাসিকা
বক্র হয়, তাহার নিকট মৃত্যু জানিবে। যাহার জিহ্বা
প্রথর কুম্ভবর্ণ হয়, মুখ পদ্মভূষা পাণ্ডুরবর্ণ এবং কপোল-
দ্বয় ধ্বজরফলবৎ বক্রবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত।
যে নর স্বপ্নে মুক্তকেশ হইয়া হস্ত-গান অথবা নৃত্য
করিতে করিতে দক্ষিণ দিগতিমুখে গমন করে, তাহার
জীবনের সীমা সেই পর্য্যন্ত। যাহার মূর্তি খেত
মেঘের আভা এবং খেত সর্ষপের ছায়া খেতবর্ণ হয়,
তাহার মৃত্যু নিকট। যে স্বপ্নে অন্তত উল্লু বা গর্দভ-
যুক্ত রথের আরাধ হইয়া আপনাকে দক্ষিণদিকে গমন
করিতে দেখে, তাহারও নিকটমৃত্যু। ইহার মধ্যে
শ্রেষ্ঠ দুইটা মৃত্যুচিহ্ন প্রাপ্ত হইলে, অতি নীচ
পরলোকে গমন করে। চিহ্ন দুইটা এই যে, কর্ণ
শব্দ শ্রবণ না করা ও চক্ষুতে জ্যোতিঃ দর্শন না করা।
যে স্বপ্নে গর্তে পতিত হয় এবং তাহা হইতে নির্গত
হইবার দ্বার আচ্ছাদন হয় এবং গর্ত হইতে
আর উঠিতে পারে না, তাহার জীবন সেই
পর্য্যন্ত। একত্র অবস্থান উর্দ্ধদৃষ্টি এবং চক্ষু বক্রবর্ণ
ও ঘৃণিত, মুখের শোষণ, ক্ষিদ্ৰ-নাভি ও মূত্র অতি
উষ্ণ আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির এই সকল লক্ষণ
হইয়া থাকে। দিবা বা রাত্রিতে যাহাকে প্রত্যক্ষ প্রহার
করে এবং যে প্রহার করে তাহাকে দেখিতে পায় না সে
গতায়। যে স্বপ্নে অগ্নিতে প্রবেশ করে এবং তাহার পর
কি হইল তাহা স্মরণ করিতে পারে না তাহার জীবনের
সীমা সেই পর্য্যন্ত। যে স্বপ্নে আপনার প্রাবরণ বস্ত্র
খেত কুম্ব বা রক্তবর্ণ দেখে তাহার মৃত্যু উপস্থিত।
দেখে অরিষ্ট হুচিৎ হইলে সেই কাল উপস্থিত হইলে
বুদ্ধিমান নর খেদ ও বিবাদ ত্যাগ করিয়া সংসার
উপেক্ষা করিবে। পূর্ব বা উত্তর দিকে নির্গত হইয়া
জন্তুবর্জিত সম-নির্জন দেশে উত্তরাস্ত বা পূর্বাস্ত হইয়া
গুচি ও স্বচ্ছচিত্রে আচমন ও ব্যক্তিকাসনে উপবেশন-
পূর্বক স্বহস্তে নমস্কার করিয়া কায় মস্তক ও গ্রীবা
সমভাবাপন্ন করিয়া ধারণা করত অস্ত্র কিছু অবলোকন
না করিয়া নিবাতস্থ দীপের ছায়া অবস্থান করিবে
॥ ২০—৩৮ ॥ পণ্ডিত ব্যক্তি পূর্ব বা উত্তরদিকে
ক্রমনিয়ম হানে উপবেশন করিয়া সেই প্রকারে যোগ
করিবে। যাহা দ্বারা কায় বিতর্ক শ্রীতি এবং হৃৎ ও

হৃৎ এই সকল নিয়তচিত্তে নিগ্রহ করিয়া সাত্ত্বিক ধ্যান
অনুসরণ করিবে। ত্রাণ রসন চক্ষু স্পর্শেচ্ছিন্ন
শ্রোত্র মন বুদ্ধি এই কয়টা ধারণা-স্থান। বন্ধ-হলে
কালকর্মসমূহ লিঙ্গ-শরীরে নিত্য বিজ্ঞাত হইয়া ধারণ
করিবে, যোগ-ধারণ দ্বন্দ্ব অধ্যায়-সংজ্ঞক উক্ত হইয়াছে
মস্তকে শত বা অধিশত ধারণা ধারণ করিবে। ধারণ-
যোগে ধিক হইলে বায়ু উর্দ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অনন্তর
ওঁকারযুক্ত হইয়া উর্দ্ধ বায়ুদ্বারা দেহ পূর্ণ করিবে। এই-
রূপ করিলে ওঁকারময় যোগী অক্ষর ব্রহ্মসাম্য প্রাপ্ত
হয়। আমি ইহার পর প্রণবপ্রাপ্তির লক্ষণ
বলিতেছি। এই প্রণব ত্রিমাাত্র। ইহাতে ব্যঞ্জন
মকার ঙম্বর। প্রথম মাাত্রা বিদ্যুৎবর্ণ রাজসী, দ্বিতীয়া
তামসীমাাত্রা, অক্ষরগামিনী তৃতীয়মাাত্রা নির্গুণ।
তৃতীয়মাাত্রা গন্ধারবরসম্ভবা গন্ধারী। ইহার গতি
পিপীলিকার গতির ছায়া স্থান। তাহা প্রযুক্ত
হইয়া মস্তকে লক্ষিত হয়। প্রযুক্ত ওঁকার যেমন
মস্তকে গমন করে, সেইরূপ ওঁকারময় অক্ষর
যোগী শিবসাম্য প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বিষয়ে
প্রণব ধনুঃস্বরূপ, আত্মা শর ও লক্ষ্য ব্রহ্ম।
শরবৎ ভ্রমর হইয়া আলস্তশূন্য হইলে বেষ
করিতে পারা যায় এই একাক্ষর পদ বুদ্ধিতে নিহিত
আছে। ওঁ এই শব্দ তিনলোক তিনবেদ ও তিন
অগ্নি, বিষ্ণুর তিন চরণ এবং ঋক সাম ও যজুর্বেদ-
স্বরূপ। ইহার মাাত্রা সাক্ তিন। প্রণবপ্রেরিত
যোগী ব্রহ্মের সালোক্য প্রাপ্ত হয়। অকার অক্ষর,
উকারের সন্ধিপ্ৰাপ্ত, সাম্ব্যবের মকারসহিত ওঁকার।
ত্রিমাাত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অকার এই
ভুলোক, উকার ভুবলোক, মকার সভ্য জন ও
স্বলোক বলিয়া গীত হইয়াছে। ওঁকার ত্রিলোক-
স্বরূপ, তাহার শির ত্রিপিষ্টপা, সে সমস্তই ভুবনাত্ত
ও তৎপদ ব্রহ্ম। রুদ্রলোক মাাত্রা পাঞ্চরূপ, শিবপদ
মাাত্রা তীত; এইপ্রকার বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা তুরীয়
পদের উপাসনা করিতে পারা যায়। অতএব নিত্য
ধ্যানরতি হইবে। হৃৎইচ্ছু মানব প্রথমসংহকারে
মাাত্রা তীত অক্ষর শাখত শিবপদের উপাসনা করিবে।
৪২—৫৭। প্রথম মাাত্রা হৃৎ, দ্বিতীয়া দীর্ঘ, তৃতীয়া
দ্বুত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যথাযথ অনুপূর্বে এই
সমুদয় মাাত্রা জ্ঞাত হইবে। ইন্দ্রিয়-সাধ্যানুসারে ইহা-
দ্বিগুণে ধারণা করিবে। যে আত্মায় মন, বুদ্ধি, অর্জমাাত্র
মকার ধ্যান করে, সে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ
কর। শব্দার্থ মাসে মাসে অবশেষে বজ্র করিলে যে
ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মাাত্রা ধ্যান করিলে সেই পুণ্য

লাভ করিতে পারে, উগ্রতপস্বী ও ভূমি দক্ষিণা বহু-
সমুদ্রের অন্তর্গত যে ফল পাওয়া যায় না, মাত্রাব্যানে
তাহা সম্যক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে পুণ্ড-
রীক যে মাত্রা উক্ত হইয়াছে, তাহাই গৃহস্থ যোগী-
দিগের ধ্যানযোগ্য। এই পুণ্ডমাত্রাই অনিমাঙ্গি
অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্যদায়িনী, অতএব হে মিজগণ !
এই মাত্রার যোগ করিবে। এই প্রকার যোগযুক্ত,

জিহ্মেশ্রিয়, দান্ত যে নর আত্মজ্ঞান করিতে
সক্ষম হয়, সে সর্বকৃত্ত। অতএব পণ্ডিত পাণ্ডপত
যোগদ্বারা আত্মচিন্তা করিবে। যাহারা আত্মজ্ঞ,
তাহারা নিঃসংশয় শুচি। আধ্যাত্মচিন্তক ব্রাহ্মণ যোগ-
জ্ঞান বলে ঋক্, যজু, সাম, বেদ ও উপনিষৎ জ্ঞান
প্রাপ্ত হয় এবং সর্বদেবময় হইয়া লিঙ্গ-দেহ-শূণ্য হয়
এবং যোনিবিক্রম পরিত্যাগপূর্বক শাশ্বত শিব-পদ
প্রাপ্ত হয়। পরকাল যেমন বায়ুপ্রেরিত হইয়া
পড়িত হয়, সেইরূপ রুদ্র-প্রণামে সমস্ত পাপ বিনষ্ট
হয়। সর্বকর্ম-ফলদায়ী রুদ্র-নমস্বারে যে ফল পাওয়া
যায়, অন্তদেবনমস্বারে তাহা পাওয়া যায় না। অতএব
যোগী প্রত্যহ বাক্য, মন ও কায়দ্বারানন্ত হইয়া দশে-
শ্রিয় বিস্তারকারী ব্রহ্মরূপ মহেশ্বরকে দশহোত্রাদি-
বিধানে উপাসনা করিবে। এইরূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া
যে দেহ ত্যাগ করে, সে কুলত্রয় উদ্ধার করিয়া শিব-
সামুদ্র্য প্রাপ্ত হয়। অথবা অসিষ্ট দর্শন করিয়া মরণ
উপস্থিত হইলে বারাগসীতে অবিমুক্তেশ্বর-সমীপে গমন
করিয়া যে কোনরূপে দেহত্যাগ করিলে মানব মুক্ত হয়।
হে বিশেষজ্ঞগণ ! ত্রীপর্বতেও মানব দেহ ত্যাগ করিলে
শিবসামুদ্র্য প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। অবিমুক্ত
বারাগসীক্ষেত্র অতিশ্রেষ্ঠ, সর্বদা মানবের মুক্তিদায়ক।
পণ্ডিত নর সত্য ইহার সেবা করিবে; মৃত্যুকাল
মিকট হইলে এই স্থানে আগমনে বিশেষ
হয়। ৫৮—৭৬।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিানবতিতম অধ্যায় ।

অধিগণ কহিলেন, হে মহামতে সূত । বারাগসী
যদি এইরূপ পুণ্যদায়িনী, তবে এখন আমাদের মিকট
কর্তব্যের প্রস্তাব কীর্জন কর। এই অবমুক্ত ক্ষেত্রের
শোভনমাহাত্ম্য বিস্তারপূর্বক বর্ণনায় বলা, শুনিতে
আমাদিগের অভিলাষ কোতুল হইয়াছে। সূত কহি-
লেন, ভদ্রবর্ন শব্দর অধিক বারাগসীক্ষেত্রের যে উদ্ভব

মাহাত্ম্য সম্যক কীর্জন করিয়াছেন আমি তাহা সংক্ষেপে
বলিতেছি। হে বিশেষজ্ঞসমূহ ! আমি বা মহাত্মা
ব্রহ্মাশ্রিতকৌটী বর্ষেও বিস্তার বলিতে পারি না। পূর্বে
কেশ-দেব নীললোহিত শব্দর বিবাহ করিয়া হিমালয়ের
শিখর হইতে দেবী হৈমবতী ও গণেশ্বরের সহিত
বারাগসী আগমন করিয়া অবিমুক্তের লিঙ্গ দর্শন করিয়া
ছিলেন ও সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। বারাগসী
কুরুক্ষেত্র ত্রীপর্বত মহালয় ভূদেবের এবং কেশরী তীর্থে
যিনি বহিষ্কৃত অশ্বলম্বন করেন; তিনি জম্বিন্তরে এক
দিল ও পাণ্ডপত্যাগে যতি হইতে পারেন। অতএব
সকল পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডপত ব্রত আচরণ করিবে
ও দেবাদ্যানে বাস করিবে। সেই স্থানে রুদ্রদেব
ইচ্ছা করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট সর্বোদ্যান ও নৃশোভন
বিমান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন নন্দীর সহিত স্বয়ং
দেবদেব মহেশ্বর হৈমবতীকে অন্ততম সর্বোদ্যান দর্শন
করাইয়াছিলেন এবং পার্বতীর পৌত্রির নিমিত্ত শব্দর
এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্জন করিয়াছিলেন।

১—১১। এই উদ্যান নানাবিধ প্রফুল্ল গুণশোভিত
লতাপ্রতানাদি দ্বারা মনোহর এবং চতুর্দিকে বিরূঢ়
পুষ্প প্রিয়ঙ্গু ও সুপুষ্পিত কটকিত কেতকসমূহে
পরিব্যাপ্ত। চতুর্দিকে তমাল গুল্ম ও প্রভূতপুষ্প
মৃগন্ধি বকুলরূক্ষে আকীর্ণ; তথায় শত শত অশোক ও
পুন্নাগ বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহাদিগের কুহুমসমূহে মধুকর-
মালা মধুপানে আকুল হইয়াছে। কোন স্থানে প্রফুল্ল
পদ্মরেণুভূষিত বিহঙ্গকুলের কলনিমাণে লিনাদিত এবং
চতুর্দিক সারস চত্রবাক ও প্রমত্ত কাড়াহকুলের রবে
ধ্বনিত। কোথায় ময়ূরনিকরের কেকাধনিত, কোথায়
কারণবসমূহের নিনাদে, কোন স্থান মধুপানমত্ত অলি-
কুলের বন্ধারে আকুলীকৃত, কোথায় বা মদাকুল মধুপ-
কামিনীর কলমধুর নিনাদ, কোন স্থান মৃগন্ধিপুষ্প সহ-
কারে নিবেদিত; কোন স্থান লতালিঙ্গিত তিলকবৃক্ষ পূর্ণ,
কোন স্থানে বিদ্যাবন, সিন্ধ ও চারণগণের গানে পূর্ণ।
কোথায় অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে, কোথায় হুষ্টিচিহ্ন
বিহঙ্গমকুল গান করিতেছে। কোন স্থান সিংহধ্বনি-
প্রবণে উষ্ণি হরিণকুলের নিনাদে পূর্ণ। কোন কোন
স্থানে মৃগ কবচ মৃগকর্জক বর্ভাহুর ও পুশ্পময় ছিন্ন
হইতেছে। কোথায় বা নানাবিধ প্রাকৃষ্টিত শঙ্খপূর্ণ
সরোবর ও তড়াগ। এই উদ্যান মনমুগ্ধিত-বিহঙ্গকুলের
নিনাদ-রমণীয়। ইহাতে কুহুমিত ভরশাখার নীন,
মত্তমধুপূর্ণ মধুপান করিতেছে। বৃক্ষের উন্নত শাখায়
নবকিসলীর উদ্ভব হওয়ায় অসাধারণ শোভা সম্পাদিত
হইতেছে। কোন স্থানে লতাকৃত চার বীরধাবলী,

কোথায় লতালিঙ্গিত মনোহর বৃক্ষ। কোন স্থানে বিলাসালসপ্রাণিনী কম্পনকামিনীসমূহ গমনাগমন করিতেছে। এই উদ্যানে শুভ্র মনোহর চারুৰূপ অজস্র বৈষ্ণবগণের শিখরদেশে পারাবতকুল অনন্তরত কুঞ্জন করিতেছে এবং আকীর্ণ পুষ্পনিকরে হংসগণ প্রবিভক্ত-ভাবে ক্রৌড়া করিতেছে ও বিদ্য ত্রিদেশকুল বাস করিতেছে। এই স্থানে দেবমার্গসমূহ, প্রফুল্ল উৎপলাদি-বিতানসহস্রযুক্ত জলাশয়সমূহে শোভিত এবং মার্গান্তরের বৃক্ষশাখাসমূহ বিচিত্র উৎফুল্ল কুহুম-নিকরে শিচিত। ভূঙ্গাগ্র উন্নতশাখায়ুক্ত নীলপুষ্প স্তবক-ভরনত, মনোজ্ঞ অশোকতরুনিকরে উদ্ভাসিত হইতেছে। রাত্রিতে চল্লিকিরণের সহিত কুহুমিত তিলকবৃক্ষ একবর্ণ হইতেছে। ছায়ায় সুপ্ত অনন্তর প্রবুদ্ধ হরিণকুল দূর্বাক্ষরাগ্র ভক্ষণ করিতেছে। পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলে হংসগণের পঙ্কবাযুতে কমল বিচলিত হইতেছে। তীরজাত প্রচলিত কলীতলে ময়ূরগণ অটভাবে নৃত্য করিতেছে। ময়ূরের পক্ষচন্দ্র ধরণীতলে নিপতিত হওয়ায় ক্ষিতিদেশ রঞ্জিত হইতেছে। সকল স্থানেই প্রমোদযুক্ত বিলাসপরায়ণ মন্তহারীতবৃন্দ বিলীন রহিয়াছে। কোন স্থান সারঙ্গগণে শোভিত, কোন স্থানে প্রচ্ছন্ন বিচিত্র কুহুমনিকরে শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোন স্থানে হৃষ্ট কিন্নরান্না বীণা স্বরা হুমধুর গান করিতেছে। কোন স্থানে পরস্পর সংহৃষ্ট উপলিপ্ত মৃগগণের আবাসে পুষ্প পাতিত হইয়াছে। আমূল পলনিচিত উত্ত্বঙ্গ বিশাল পনস-বৃক্ষ রহিয়াছে ॥ ১২—২৬ ॥ কোন স্থানে প্রক্ষুটিত অতিমুক্তক (মাধবী) লতাগৃহে সমাগত সিদ্ধ ও সিদ্ধকামিনীগণের কনকনুপুরধ্বনিতে রমণীয়; কোন স্থান প্রিয়সুতর-মঞ্জরীতে ভূকনিচয় আসক্ত হইতেছে, কোথায় বা মধুপমালা তাল্লবর্ণ কদম্বপুষ্পের মকরন্দ আশ্বাদন করিতেছে। পুষ্পসমূহ-সম্পর্কী বায়ুকর্তৃক সরসী-সলিল বিঘূর্ণিত হইতেছে। রমণীয় ধিরেকমালা গুণ্য-সমূহে পতিত হইতেছে। গুণ্যমধ্যে অতিভীত মৃগ-সমূহ বাস করিতেছে এবং উন্নত বায়ুর্শপ ও প্রাণি-গণের মোক্ষ দান করে। চল্লিকিরণতুলা নানাবর্ণ মল্লিকায় তিলক, সিন্দূর কুহুম ও কুহুমসম্মিত অশোক এবং স্বর্ণছাতিতুলা কর্ণিকারবৃক্ষের কুহুমনিরবচ্ছিন্ন বিশাল শাখায় কোল স্থান অতি মনোরম হইয়াছে। কোন স্থানে ভূঙ্গাগ্র অকনকচূর্ণদৃশ কুহুমসমূহে, কোয় বিজয়ভূষা বীণিশাখা পুষ্পজালে ভূঙ্গাণি কাকলস্রাশ কুহুমবাহিত-শিচিত হইয়াছে। পুষ্পা-

বৃক্ষে শত শত পক্ষী কুঞ্জন করিতেছে, রক্তাশোক স্তবকভরে বিনত হইয়াছে। উদ্যানের রমণীয় উপাঙ্গদেশে ক্রেশ্বর ভবন রহিয়াছে এবং প্রফুল্ল পঞ্চজে ভ্রমরগণ বিলাস করিতেছে। সন্ধ্যা ভুবনের তর্জীলোকনাথ মহাদেব, হিমালয়কন্ডা ভগ-বতী ও মন্ত হৃষ্টপুষ্ট প্রিয় প্রমথপ্রধান-সমভিব্যাহারে বিবিধক্লিাস-তরুণ অতি রমণীয় উদ্যান দ্বৈতকে দর্শন করাইয়াছিলেন। মহাদেব বনজাত হুন্দর শত শত পুষ্পে দিব্য আভরণ প্রস্তুত করিয়া দ্বৈতকে ভূষিত করিয়াছিলেন। হিমালয়হুতা দ্বৈত শত শত মনোহর কুহুমে ভক্তিপূর্বক দেবদেব শঙ্করকে ভূষিত করিয়াছিলেন। ভগবতী দেবপূজা মহাদেবকে পূজা এবং অতি রমণীয় উদ্যান দর্শন করিয়া নন্দী প্রভৃতি গণেশ্বরসহ অবস্থিত দেবকে প্রণাম করিয়া কহিলেন। হে দেব! অসাধারণ ত্রীসম্পন্ন উদ্যান দর্শন করাইয়া-ছেন, এখন এই ক্ষেত্রের সকল গুণ আমার নিকট প্রকাশ করুন। হে দেবেশ! এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সর্বপ্রকার মাহাত্ম্য আপনি বলুন। ২৭—৩৬। স্তুত কহিলেন, দেবদেব শঙ্কর দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার বদনপঙ্কজ চুমনপূর্বক হাস্য করিতে করিতে কহিলেন। ত্রীভগবান কহিলেন,—এই আমার বারাগসীক্ষেত্র অতি গোপ্য, ইহা সকল জন্তুরই মোক্ষের হেতু। হে দেবি! এই স্থানে সিদ্ধগণ সর্বদা আমায় ব্রতধারণ করত আমার লোকে গমনকামনায় নানাচিহ্ন ধারণপূর্বক যুক্তাস্তা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরম যোগ অভাস করিতেছে। নানাবৃক্ষ-পরিব্যাপ্ত নানাপুষ্কিশোভিত কমল-উৎপল ও অন্তান্ত পুষ্পযুক্ত সরোবরধারা সমলকৃত, সর্বদা অপ্সরোগণ ও গন্ধর্বসেবিত, এই ক্ষেত্রে যেহেতু সর্বদা আমার বাস করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা শ্রবণ কর। এই স্থানে আমার ভক্ত আমাতে মন ও ক্রিয়া অর্পণ করিলে যেমন মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অস্ত্র কুত্রাপি সেরূপ হয় না। হে দেবি! প্রাণিগণ এই স্থানে মৃত হইলে নিশ্চয় মোক্ষলাভ করে। আমার এই দিব্য পুর অতি গোপনীয়, ব্রহ্মাদি ও মুমুকু সিদ্ধগণ এই ক্ষেত্র অবগত আছেন। অতএব এই ক্ষেত্র অতি শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রধানগতি, যেহেতু আমি এই ক্ষেত্র ত্যাগ করি নাই ও কখন করিব না, সেই নিমিত্ত আমার এই ক্ষেত্র অবিমুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সৈমিষারণ্য কুলক্ষেত্র, গঙ্গাধার ও পূর্বে স্থান ও সেবা করিলে মোক্ষ হয় না, কিন্তু এই স্থানে সেই মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব পূর্বোক্ত তীর্থ হইতে এই তীর্থ প্রধায়। প্রার্থন

মোক্ষ হয় এবং আগাণ পরিগ্রহবশতঃ এই স্থানে মোক্ষ হয়। কিন্তু প্রয়াগ হইতেও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র শুভ। সত্য ধর্মের মধ্যে উপনিষৎ, শম মোক্ষের উপনিষৎ। কিন্তু মহর্ষিগণও তীর্থক্ষেত্রের উপনিষৎ এই বাক্যসীকে জ্ঞাত নহেন। জন্তু ভোজন, নিদ্রা, ক্রীড়া ও বিবিধ কার্য করিতে কবিত্তে ও অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে নিশ্চয় মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কাশীপুরীষ্যতীত সর্গে মহশ্ব ইন্দ্রও কিং নর, নরং মানব পাণসহস্র করিয়া কাশীপিপাচক প্রাপ্ত হয় সেও উত্তম। ২৮—৪৯। অতএব মহাতপা জৈগীষ্য যে স্থানে অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, মানব মুক্তির জন্তু সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সেবা করিবে; সেই ক্ষেত্রে নিত্য আমাকে ধ্যান করিলে যোগিণী দীপ্ত হয় এবং দেবগণেরও চূর্ণভ পবন কৈবল্য প্রাপ্ত হব। সর্কসিদ্ধান্তজ্ঞ অব্যক্ত লিঙ্গ মুনিগণ এই স্থানেই চূর্ণভ মুক্তিলাভ করেন, অজ্ঞ কুত্ৰাপি তাহার লাভ হয় না। আমি সেই মুনিগণকে অনুভূত যোগৈশ্বর্য বলি ও আপনার সাযুজ্য এবং তাহাদিগের ঈঙ্গিত স্থান দান করি। কুবের আমাতে সকল ক্রিয়া অর্পণ করিয়া এই ক্ষেত্রের সেবা করায় গণেশও প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার ভক্ত সম্ভবনামে যে ঋষি হইবেন, তিনিও এই স্থানে আমার আরাধনা করিয়া সর্বোত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। পরাশরপুত্র যোগনিরত মহাতপা ঋষি, বেদসংস্থাপক আমায় ভক্ত হইবেন, হে পশুনয়নে! তিনি এইক্ষেত্রে পরম প্রীতি লাভ করিবেন। দেবর্ষিগণের সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাকর, দেবরাজ ইন্দ্র অজ্ঞ মহাত্মা দেবগণ সকলেই এই স্থানে আমার উপাসনা করিতেছেন। প্রচ্ছন্নরূপী অজ্ঞ মহাত্মা যোগিগণ অনজ্ঞচিত্ত এই স্থানে আমার উপাসনা করিতেছেন। ধর্মচিন্তারহিত বিষয়াসক্তচিত্ত মানবও এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করে না। যাহারা সমভূতীন বীর সাত্ত্বিক প্রকৃতি জিতেন্দ্রিয় রতপরায়ণ ও আরম্ভত্যাগী তাহারা সকলে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সজ্ঞত্যাগী ধীমানবগণ দেবদেবকে প্রাপ্ত হইলে আমার প্রসাদে মোক্ষ লাভ করে। যোগিগণ সহস্র সহস্র জন্মান্তরে বাহ্য প্রাপ্ত হন না, হে হুত্বতে। এই ক্ষেত্রে আমার প্রসাদে সেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। পূর্বে ব্রহ্মা এই স্থানে কৈলাসভবন স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সেই শিবা গোত্রোক্ত ক্ষেত্র দর্শন কর। মানব গোত্রোক্ত ক্ষেত্রে গম্যপূর্বক আমাকে দর্শন করিলে চূর্ণভ প্রাপ্ত হয় না ও কল্মষ হইতে

মুক্ত হয়। এই কপিলাজ্ঞ ব্রহ্মা কর্তৃক গোহৃৎ দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। এই তীর্থ অভিশয় পূণ্যপ্রদ, এইস্থানে আমি বুধধ্বজনামে অভিহিত হইয়া সর্বদা সমিধান করিয়াছি, ইহা দর্শন করিতেছ। ৫০—৭০। হে দেবি! ভদ্রতোয়নামক ব্রহ্ম দর্শন কর, ব্রহ্মা এই ব্রহ্ম নির্মাণ করিয়াছেন। সকল দেবগণ এই স্থানে আমাকে “হে ঈশ! শাস্ত হউন” বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন। এই স্থানে ব্রহ্মা আমাকে আনয়নপূর্বক স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মার নিকট সংগ্রহ করিয়া বিষ্ণু পুনর্বার স্থাপন করিয়াছেন। অনন্তর সংবিগচিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক বিষ্ণু অভিহিত হইয়াছেন যে, আমি এই লিঙ্গ আনয়ন করিয়াছি, তুমি কিজন্তু স্থাপন করিলে? তখন বিষ্ণু কুপিভানন, ব্রহ্মাকে কহিলেন, রুদ্রদেবে আমার অতি মহতী ভক্তি, আমি এই লিঙ্গ-সংস্থাপন করিলাম; কিন্তু ঐ লিঙ্গ তোমার নামেই খ্যাত হইবে। সেই জন্তু আমি এই স্থানে হিরণ্যগর্ভ নামে অবস্থান করিতেছি। এই দেবেশকে দর্শন করিয়া নর আমার লোকে গমন করে। অনন্তর ব্রহ্মা পুনর্বার পরমভক্তিসহকারে যথাবিধানে আমার এই শুভ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। আমি এইস্থানে স্বলীনেশ্বর নামে স্বয়ং আগত হইয়াছি। মানব এইস্থানে প্রাণত্যাগ করিলে আর কুত্ৰাপি জন্মগ্রহণ করে না। যোগীদিগের যে অসাধারণ গতি, তাহার সেই গতি হয়। আমি এইদেশে দেবকটক, দর্পিত বলবান শৈত্যকে ব্যাক্রুরূপে নিহত করিয়াছি; অতএব নিত্য ব্যাক্রেশ্বর নামে আখ্যাত হইয়া এইস্থানে অবস্থান করিতেছি। এই ব্যাক্রেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া মানব কখন চূর্ণভি প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মা উৎপল ও বিদল নামক যে দৈত্যদ্বয়কে বধ করিয়াছিলেন, তুমিই এই স্থানে সেই দর্পিত দৈত্যদ্বয়কে অবজ্ঞায় সহিত কলুকদ্বারা রূপে নিহত করিয়াছিলে। সেই কলুকে আমি লিঙ্গরূপে অবস্থিত, প্রথমে গণনারকগণের সহিত এই স্থানে আগমনপূর্বক অবস্থান করিয়াছি। অতএব এই আমার প্রথম স্থান, ইহা অতি পুণ্যদর্শন। দেবগণ ইহার চতুর্দিকে লিঙ্গসমূহ স্থাপন করিয়াছেন। একান্ত মানব নিরত হইয়া এই স্থান দর্শন করিলে অজ্ঞদেহে আমার প্রথম হয়। তোমার পিতা হিমালয় এই স্থানকে আমার প্রিয় ও স্থিতকর বলিয়া জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ লিঙ্গ শৈলেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে, তুমি উহা আবারপূর্বক দর্শন কর। হে দেবি! মানব ইহা দর্শন করিলে

প্রাপ্ত হয় না। এই পাপনাশিনী পুণ্যদায়িনী বরুণা-
নারী নদী, এই ক্ষেত্রে অলঙ্কৃত করিয়া অক্ষরীর
সহিত সঙ্গত হইয়াছে। ব্রহ্মা ঐ পক্ষ ও বরুণার
সঙ্গে সঙ্গমেধর নামে জগতে বিখ্যাত উত্তম লিঙ্গ
স্থাপন করিয়াছেন, তুমি দর্শন কর। যে মানব দেব-
নারীর সঙ্গে দান করিয়া শুচি হইয়া সঙ্গমেধরের
পূজা করে; তাহার জন্মভয় কোথায়? আমি বিবেচনা
করি, এই মহাক্ষেত্র যোগীদিগের উত্তম নিবাস-
স্থান। যে স্থানে আমি ক্ষেত্রমধ্যে অগ্র হইয়া
মধ্যমেধর নামে খ্যাত হইয়া অবস্থান করিতেছি।
৭১—১০। এই স্থান মদীয় ব্রতচারী সিদ্ধদিগের
এবং মোক্ষলিপ্সু জ্ঞানযোগনিরত যোগীদিগের বাস-
স্থান। এই মধ্যমেধরের দর্শন করিলে জন্মের প্রতি
শোক হয় না। আর সমস্ত সিদ্ধ ও দেব-পুঞ্জিত
ক্ষেত্রেধর নামক যে লিঙ্গ, ঐ লিঙ্গ ভূগুপ্তে শুক্র
কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে
সদাঃ পাপ হইতে মুক্ত, ও মৃত হইলে আর কখন
সংসারী হয় না। পূর্বকালে দেবকণ্ঠক এক অশ্বর
ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া জন্তুরূপে অতি
সাবধানে অবস্থান করিতেছিল। হে হিমাশ্রমপুত্রি!
আমি তাহাকে নিহত করি, সেই জন্ত আমি অত্যাশি
জগতে জন্তুকেশ বলিয়া বিখ্যাত আছি। সেই
হুয়াহুয়-নামকৃত দেবেশকে দর্শন করিলে সকল অন্তি-
লবিত ফল লাভ করা যায়। শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণ
পুণ্য ও সর্বকামপ্রদ লিঙ্গসমূহ স্থাপন করিয়াছেন,
তুমি এই সকল দর্শন কর। হে পার্শ্বতি! এরূপ
এই সকল অতি পবিত্র আমার বাসস্থান বলিলাম,
এখন শুভ বাক্য শ্রবণ কর। হে চার্ব্বজি! এই
ক্ষেত্র চতুর্দিকে চতুঃকোণ, অতএব ইহা যোজনযাত্র,
এই ক্ষেত্র মৃত্যুকালে মোক্ষপ্রদান করে। মহালয়-
পর্বতে ও কেন্দ্রারে সংস্থিত আমাকে দর্শন করিলে
মানবগণে সন্ত-প্রাপ্ত হয় এবং এই-ক্ষেত্রে মোক্ষ লাভ
করিতে পারে। বাণপত্য লাভ ও উত্তম মুক্তি, হয় বলিয়া
মহালয়-মধ্যমকেশ্বর হইতেই এই অবিস্মৃত ক্ষেত্র
পুণ্যতম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ১১—১০২। কেন্দ্রার-
ক্ষেত্র ও মহালয়-মধ্যম ভূগুণাকে আর আর যে আমার
পুণ্যস্থান আছে, তাহা হইতে এই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতম;
যেহেতু এই স্থানে থাকিয়া এই সমুদ্র লোক হৃষ্ট
করিয়াছি, এই জন্ত এই ক্ষেত্র শুভ। কখন এই ক্ষেত্র
আমাকর্তৃক মুক্ত হয় নাই, একজন্ম ইহার নাম অবিস্মৃত
হইয়াছে। মানব আমার অবিস্মৃত লিঙ্গ দর্শন করিলে
সকল পাপ ও পুণ্য-লাভ হইতে মুক্ত হয়।

শৈলেশ, সঙ্গমেধ, স্বর্বাংশ, মধ্যমেধ, হিরণ্য-
গর্ভেশ্বর, গোপ্রেক্ষক, বৃষভজ উপশান্তিশিবে যোষ্ঠস্থান
নিবাসী, শুক্রেশ্বর, ব্যাসেশ্বর ও জন্তুকেশ্বর লিঙ্গদর্শন
করিলে মানব কখন হুঃখসাধন-সংসারে জন্মগ্রহণ কর্ত
না। হৃত কহিলেন, মহাশেষ ইহা কহিয়া সন্তুলসিক্ত
অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিগিলাকন
করয়া মহাদেব অবস্থান করিলে অকস্মাৎ সেই সমস্ত
দেহ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর পাশ্চপতে
ব্রতধারী, তন্মূলেপনে শুভ্রশরীর মহেশ্বর-পরায়ণ নিয়ম-
ব্রতধারী, শত শত সিদ্ধগণ আগমনপূর্বক মহেশ্বরকে
নমস্কার করিল। যোগেশকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া ধ্যান-
পর আত্মাতে মনকে অবলম্বিত করিয়া শিবে লীলমানের
স্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ এইরূপে
অবস্থান করিলে দেবদেব উদ্যাপতি অন্তকালে জগৎকে
একস্থ করিবার জন্যই যেন পরমমূর্তি ধারণ করিয়া
পরমপুরুষ প্রভু অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই
জগৎপ্রভু মহাদেব পরমমূর্তি অবলম্বন করিলে
গিরিরাজ-নন্দিনীর রোম-হর্ষ হইয়া উঠিল, তিনি আর
সেই মূর্তি দর্শনে শব্দ হইলেন না। ১০৩—১১৪।
অনন্তর পরমেধরী প্রকৃতিহিত অদৃষ্টপূর্ব আকার জ্ঞান
করিয়া যোগবলে প্রকৃতিমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া স্ফায়া
হরের মূর্তি দর্শন করিতে পারিলেন। অনন্তর সেই
যোগিগণ হরের লক্ষ্য অবলম্বনপূর্বক লক্ষলিঙ্গ-শরীর
হইয়া ঐশ্বর্যপ্রকাশিত পাপহর পঞ্চাক্ষর বীজ স্মরণ
করিতে করিতে পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন।
অনন্তর মহাদেব স্বীয় বসু নীললোহিত মূর্তি
করিলেন। তখন হস্তরোমা শৈলনন্দিনী শব্দ করিতে
করিতে মহাদেব-চরণে নমস্কারপূর্বক কহিলেন, হে
ভগবন! ইহার কে? তখন হরশ্রেষ্ঠ মহাদেব
গিরীশ্রনন্দিনী দেবীকে কহিলেন, হে ভগিনি!
ভক্তিমান্ বিজ্ঞানমগ্ন মদীয় ব্রত আশ্রয় করিয়া
এক জন্মেই যে যে যোগ অভ্যাস করিয়াছেন, সেই
যোগ এই ক্ষেত্রেরও আমাতে ভক্তির দ্বাৰা আমি
স্বয়ং মূর্তি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ
করিয়া থাকি। অতএব এই ব্রহ্মাদি বৈশ্বদেব, সিদ্ধ
ও তপস্বিগণকর্তৃক সেবিত এই ক্ষেত্র অতি মহৎ।
এতিমাসের উত্তরপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশীতে সকল
পার্শ্ব বিবু ও অন্নসংক্রান্তিতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে
কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে সকল জৈষ্ঠ, বারাদশীতে
আগমনপূর্বক অক্ষরীর উপাসনা করেন। উত্তরদ্বাদশী
পুণ্যদায়িনী আমার মৌলিবিধিগত। তোমার পিতা
গিরিরাজের শুভকারিণী কর্তৃক পুণ্যকালিহিত পুণ্যদায়িনী

পুণ্যান্ধ্রপ্রবাহিনী ভাগীরথীকে বাহারা চতুর্দিক হইতে আগমনপূর্বক ভজনা করেন ; হে বরাননে ! তাঁহাদিগকে শ্রবণ কর। সার্বশত তীর্থের সহিত মিলিত কুরুক্ষেত্র, পুন্ড্র, নিমিষ, পৃথ্বক প্রয়াগ, ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র ও তীর্থসংযুক্ত নৈমিষ। সর্ব সিদ্ধ হইতে ক্ষেত্রসমূহ দেবতা, ঋষি, সন্তা, ঋতু, সকল নদী, সকল সরোবর, সপ্তসমুদ্র, ও কুরু তীর্থসমূহ সকলপক্ষে ভাগীরথীতে আগমন করিবে। হে পরমেশ্বর ! অবিমুক্তেশ্বর, ত্রিবিষ্টপ ও কাল-ভৈরব-সম্মিলনে গমন করিয়া সকল পক্ষে পক্ষে পাপরাশি ধোত করে। পৃথিবীতে যে সকল পবিত্র আয়তন আছে, তাহারা সকলে প্রতিপক্ষে আগমন-পূর্বক পাপবিনাশন অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ১১৫—১৩০। কেদারে মহালয়ে, যে লিঙ্গ আছে এবং মধ্যমেশ্বর, পান্ডুপতেশ্বর, শঙ্কুর্গেশ্বর, উভয় গোকর্ণ, জমচণ্ডেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, স্থানেশ্বর, একাগ্র, কালেশ্বর, অজেশ্বর, ভৈরবেশ্বর, ওকারেশ্বর, অমরেশ্বর, জ্যোতিষ্ময়, ভঙ্গাগত্র মহাকাল, সেই সকল লিঙ্গ সকল পক্ষে বারাগসীতে আমাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই অতিশুভ কথা তোমার নিকট কহিলাম। অতএব হে শুভে ! জন্ত এই স্থানে মৃত হইলে দ্বিয সৌকপদ ও গঙ্গায় স্নান ও বিবেশের দর্শন করিলে শতসহস্র বার সকল যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, তাহা সদাঃ প্রাপ্ত হয় ; হই হইতে আর কি অভূত আছে। তুমি ও পক্ষর্তে যে সকল মুখ্য আয়তন আছে, সেই সকল হইতে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রেতে দ্রোণতর জ্ঞান কর, ইহা আমার প্রবাক্য। বিজয় বলিয়াছেন ; অবি-শব্দে বেদে পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই পাপকর্তৃক মুক্ত ও আমার সেবিত, এইজন্ত এই ক্ষেত্র অবিমুক্ত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ সর্বলোক মহেশ্বর রুদ্র ইহা কহিয়াছিলেন। হে দেবেন্দ্র ! আমার অবিমুক্ত গৃহ দর্শন কর ; এই কথা বলিয়া উমাগতি সেই উমার সহিত অমৃতময় ত্রীপর্কতে দর্শন করাইলেন। সেই সঙ্গসঙ্গ সর্বাঙ্গা মহাদেব সর্বগত, সর্বত বেতু উমার সহিত অবিমুক্তেশ্বরে বাস করিলেন। দেবেশ্বর হর ত্রীপর্কতে প্রাপ্ত হইয়া দেবীকে ক্ষেত্রসমূহ দর্শন করাইতে লাগিলেন। কুন্তীপ্রভ দ্বিয বৈশ্বকেশ্বর, আশালিঙ্গ দেবেন, বলেশ্বর, বিষ্ণু-প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর, দক্ষিণবার-পার্শ্বে কুড়ুলেশ্বর ঈশ্বর, পূর্ববার-পার্শ্বে উজ্জ্বল ত্রিপুরাঙ্ক, গিরির দ্বার বিষ্ণু সর্বদেব-সমুদ্র ত্রিলাশকে বিজিত মধ্যমেশ্বর

পূর্বকালে দেবগণ-প্রতিষ্ঠিত বরদ অমরেশ্বর, গোচরেশ্বর, অভূত ইন্দ্রেশ্বর কার্যসিদ্ধ-নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিপুল কেশ্বেশ্বর। ১৩৪—১৫২। ত্রীমং সিদ্ধ-বট বাহাতে আমার সর্বদা বাস। অজকর্তৃক নির্মিত দ্বিয শুভ অজবিল, সেই বিবেশ্বরে আমার পাতুকাধর আছে। মধ্যম শৃঙ্গে শৃঙ্গাটিকাকার ত্রীমেনী প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গাটিকেশ্বর। আর যে মল্লিকার্জুনক ইহা আমার শুভ বাস। যুগপরিবর্তে রজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রজেশ্বর, কার্তিকেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত গজেশ্বর, বপোদেশ্বর পূর্বকালে কোটিগণসেবিত কোটীশ্বর, হে দেবি ! এই কোটীশ্বর সর্বাপেক্ষা অধিক শুভদায়ক, তুমি এই সকল দর্শন কর। দক্ষিণে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বিবেকুলসংজ্ঞক, উত্তরে বিষ্ণু কর্তৃক স্থাপিত, শৈলজ্ঞানাম এবং পশ্চিমে পর্বতে আমি ব্রহ্মেশ্বর মলেশ্বরনামক মহাপ্রায় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। “হে ব্রহ্মন্ ! তুমি মূনিগণের সহিত সমুখস্থ এই গৃহ অলঙ্কৃত করিয়াছিলে, রুদ্র এই কথা বলিয়া গৃহে অবস্থান করিয়াছেন। অতএব এই গৃহ অংশ-গৃহ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে তীর্থজ্ঞ ! সেই স্থানে ব্যোমলিঙ্গনামক তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে এবং স্বজ্ঞ-প্রতিষ্ঠিত কদমেশ্বর, নন্দাদি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোমণ্ডলেশ্বর এবং ত্রীসম্পন্ন দেবব্রহ্মপ্রান্তে ইস্রাদি সমস্ত দেব কর্তৃক স্থাপিত এ সকল আমার স্থান দর্শন কর। হে দেবি ! হারপুরে তোমার হার পতিত হইলে, তুমি জগতের হিত-নিমিত্ত এই হারকুণ্ড করিয়াছ। শিবরুদ্রপুরে পর্বতরূপ কাষোপরি তোমার পিতা শৈলরাজ অচলেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। আমি ব্রহ্মাদি ঋষিগণের সহিত ঐ স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছি। ১৫৩—১৬৫। হে দেবি ! তোমার আশ্রয় চণ্ডিকেশা চণ্ডিকেশ্বর নির্মাণ করিয়াছেন। চণ্ডিকা-নির্মিত স্থান, উত্তম অম্বিকাতীর্থ, রুচিকেশ্বর এই সকল স্থানে ও বিবিধ তীর্থে সর্বদা ভক্তিপূর্বক আমার পূজা করিলে আমার সহিত প্রমোদ লাভ করিতে পারে। অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রাণভাগ করিলে যেমন মুক্তি লাভ করে, সেইরূপ ত্রীপর্কতে মৃত হইলেও নরুপাণ হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয় ; সন্দেহ নাই। যে এই সকল স্থানে বখাশ্রিত হৃত দ্বারা মহাস্নান করে, সে আমার সাতুজ্য প্রাপ্ত হয়। শতপল হৃত দ্বারা স্নান, পক্ষ-বিংশতিপলে অত্যঙ্গ, দ্বিসহস্র পল দ্বারা মহাস্নান উক্ত হইয়াছে। গব্য হৃত দ্বারা মদীয় লিঙ্গ স্নান করাইয়া বিশালপূর্বক শর্করাদি সর্বদ্রব্য ও জল দ্বারা অভিষেক করিবে। লিঙ্গশোধন করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়। স্নান করাইলে লক্ষ যজ্ঞফল হয়। পূজা করিলে

লক্ষ বজের ফল হয় ও গীতের দ্বারা শুভ করিলে অনন্ত বজের ফল হয়। মহাত্মান করিতে গেলে যদি তন্ত্ৰ-পূর্বক গন্ধবুজ জল বা কেবল জল দ্বারা করে, তবে পূর্বোক্ত মিসহস্র পালের অষ্টগুণ হইবে। শর্করাদি অমুলেপন পঞ্চবিংশতি পল দ্বারা করিবে। শমীপুষ্প, বিষ্ণপত্র, পঙ্কজ এবং অজ্ঞাত তৎকালজাত পুষ্প যথাবিধি মহাদেবকে অর্পণ করিবে। বিষ্ণপত্রের অলাভ হইলে পূর্বনিবেদিত বিষ্ণপত্র প্রোক্ষণপূর্বক গ্রহণ করিবে। চতুর্দ্রোণ বা অষ্টদ্রোণ পরিমিত তুলাদি দ্বারা মহাদেবপূজা করিবে। দশদ্রোণ বা অষ্টদ্রোণ দ্বারা নৈবেদ্য করিবে। বিত্তহীন ব্রাহ্মণ আটক-পরিমিত তুলাদি দ্বারা পূজা ও নৈবেদ্য করিলে শতদ্রোণ-সম পুণ্য প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। ১৬৬ ১৭৭। ভেড়ী, মৃদঙ্গ, মুরঙ্গ, তিমির, পটহাদি বিবিধ বাদ্যতিনিবাদের ও বিবিধ নিনাদ করিয়া জাগরণ ও যথাক্রমে প্রার্থনা এবং পুত্র, ভৃত্য, দারসহকী বান্ধব সহ লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিয়া প্রার্থনা করিবে। হে হুরেশ্বর শঙ্কর ! যে পূজা করিলাম, তাহা দ্রব্যহীন, ক্রিয়াহীন, ও শ্রদ্ধাহীন, সকল অংশ করা হইয়াছে কিনা, এই সকল আপনি ক্ষমা করুন ? ইহা কহিয়া শীঘ্র রুদ্রমন্ত্র ও শাস্ত্রিমন্ত্র জপ করিবে এবং পঞ্চাক্ষরের বীজ জপ করিবে। এইরূপ করিলে সর্বভীষণ, সর্বজ্ঞ ও বারাগসী-মরণে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয় ; ও আমার সাধুজ্য লাভ করে সংশয় নাই। যাহারা আমার ভক্তের সহিত আমার প্রিয়নিমিত্ত এই কাণ্ড করে না, তাহারা আমার ভক্তই নহে। হৃত কহিলেন, দেবী ভগবতী, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারাগসী গমনপূর্বক অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গকে ও ভুবনায়ক দেবেশ রুদ্রকে পূজা করিলেন। মহাত্মা মন্দরপর্বতের তপস্তাহেতু চারুকন্দর সেই মন্দর পর্বতে ক্ষেত্র কল্পনা করিলেন। তথায় প্রভু মহাদেব হিরণ্যাক্ষভদ্র মহাদৈত্য অক্ষকের প্রতি অমুগ্রহ করিয়া লীলাক্রমে গাণপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। আমি তোমাদিগের নিকট এই সকল কথা সর্বস্ব কহিলাম। যে এই উত্তম ক্ষেত্র-মহাত্মা পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্বক্ষেত্রে যে পুণ্য হয়, তাহা সহস্রা লাভ করে। যে মানব কৃতশোচ জিতেন্দ্রিয় বিজগৎকে শ্রবণ করায় সে সকলবজের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৭৮—১৯০।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় ।

অধিগণ কহিলেন, অন্ধকনামক দৈত্যেশ্বর মনোহর কন্দরবিশিষ্ট মন্দরপর্বতে মহাদেব কর্তৃক দমিত হইয়াও কিরূপে প্রমথাদিপত্য লাভ করিয়াছিল ? এ বিষয় দ্বাধা শ্রবণ করিয়াছেন, সেই প্রকৃত ঘটনা আমাদিগকে বলুন। হৃত কহিলেন, অন্ধকের প্রতি ভগবানের অমুগ্রহ, মন্দরপর্বতে তাহার শোষণ, বরলাভ, এই সমুদয় আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। হিরণ্যাক্ষভূত্য বীর্ঘ্যসম্পন্ন অন্ধক নামে হিরণ্যাক্ষ-ভদ্র পূর্বক তপস্তা করিয়া বিক্রমলাভ করিয়া-ছিল। অন্ধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মার প্রসাদে অবধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্বক ত্রৈলোক্য ভোগ করিয়া অবলীলাক্রমে ইন্দ্রপুর জয় করত ইন্দ্রকে ত্রাসিত করিয়াছিল। সুরগণ তৎকর্তৃক বাধিত, তাড়িত, বন্ধ ও পাতিত হইয়া নারায়ণকে অগ্রসর করত ভীতচিত্ত মন্দরপর্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাসুর অন্ধক দেবগণকে পীড়িত করিয়া যদুচ্ছাত্রকে চারুকন্দর মন্দরপর্বতে গমন করিয়াছিল। অনন্তর সাধ্যগণের সমস্ত সুরেন্দ্র-গণ সুরেশ্বর মহেশের নিকট গমনপূর্বক কহিলেন, নৈতরাজের বীর্ঘ্যে আমাদিগের অঙ্গ বিভিন্ন হইয়াছে এবং তাহার শস্ত্রাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছি। ভগবান মহেশ্বর অতুপম দৈত্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করত গণেশ্বরের সহিত অন্ধকভিমুখে গমন করিলেন। ১—২। তথায় ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ মন্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক চতুর্দিকে ভগবানের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাদেব অন্ধকের কোটি-কোটিশত অসুর-সৈন্য ভয়লাভ করিয়া অন্ধকে শূলদ্বারা নির্ভীক করিলেন। তখন পিতামহ দগ্ধপাপ অন্ধকে শূলে প্রোথিত দেখিয়া মহাদেবকে প্রণামপূর্বক হর্ষানিনাদ করিতে লাগিলেন। দেবগণ ব্রহ্মার নাদশ্রবণে মহাদেবকে প্রণাম করিয়া নাদ করিতে লাগিলেন। মুনিগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। গণনায়কগণ হর্ষবৃত্ত হইলেন। তখন দেবগণ মহাদেবের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অধিল ত্রৈলোক্য হর্ষবশে আনন্দিত হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল। তখন অন্ধক অধিধারা দগ্ধ ও শূলে প্রোত হইয়া মৃতের স্তায় রহিল এবং সাত্ত্বিক-ভাব অবলম্বনপূর্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি জন্মান্তরেও মহাদেব শিবকর্তৃক বধ হইয়াছি, পূর্বক সাক্ষাৎ শত্রু আমাকর্তৃক আরাধিত হইয়াছি;

সেই আরাধনাকালেই আমি ইহা লাভ করিলাম। অর্থাৎ কিরূপে মহাদেবের এত অসুগ্রহ উপস্থিত হয়। যে কৃষ্টি প্রাপ্তিতে একবার শিবের স্মরণ করে, সে শিবসামুদ্র প্রাপ্ত হয়; বহুবার স্মরণ করিলে যে কি, ইহা, তাহা বলিব? ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ ষাঁহার শরণাপন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সেই হুয়ায়া অঙ্ক এইরূপ চিন্তা করিয়া পুণ্যগৌরব হেতু সগণ অঙ্ককান্দন সৈন্য শিবের স্তব করিতে লাগিল। ভগবান্ পরমার্তিহর সুরেশ্বর নীললোহিত হর, তৎকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া দয়ার সহিত শূলগ্রন্থিত হিরণ্যাক-তনয়ের প্রীতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিয়াছিলেন। ১০—২১। হে বৎস! তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, হে দৈত্যেন্দ্র অঙ্কক! আমি বরদ হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর; তোমার কোন অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। তখন হিরণ্যাক-তনয় মহাদেবের শাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষগদগদবাক্যে মহাদেবকে কহিল, হে ভক্তের পীড়ানশক দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া বর দান করেন, তবে এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, আপনাতে যেন আমার ভক্তি হয়। মহাদেবও মহাত্মা অঙ্ককের শাক্য শ্রবণ করিয়া, দৈত্যেন্দ্রকে শূল হইতে অবরোপিত করিয়া চূর্ণত শুদ্ধ শিবভক্তি ও প্রমথাদিপত্য প্রদান করিলেন। অঙ্ককগাণপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাকে প্রণাম করিলেন। ২২—২৬

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে হৃত! এই অঙ্ককের পিতা হুয়ারূপ দৈত্য হিরণ্যাক কিরূপে বিষ্ণু কর্তৃক হৃদিত হইয়াছিল? বিষ্ণু কিনিমিত্ত বরাহ হইয়াছিলেন, এবং তাহার শৃঙ্গই বা কিরূপে মহেশ্বরের বরণ হইয়াছিল, আপনি এই সকল বিশেষরূপে বলুন। হৃত কহিলেন, পূর্বকালে হিরণ্যকশিপুর জাত ও অঙ্ককের পিতা কালান্ডাকোপম হিরণ্যাক-নামক দৈত্যেন্দ্র দেবগণকে জয় করিয়া এই ইন্দ্রবির-প্রভা ধরণীকে ব্রহ্মাণ্ডে লইয়া বন্দী করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ বলবান্ হ্রস্ব হুয়ায়া দৈত্যমুখ হিরণ্যাক কর্তৃক গণ্ডিত আক্রান্ত ও বদ্ধ হইয়া পরিণামমুখে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া দৈত্য,

কোটিমর্দন বিষ্ণুকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট ধরণীর বন্ধন নির্বন্ধন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ ধরণীবন্ধন শ্রবণ করিয়া যেমন লিঙ্গ প্রাভূর্ত্যকালে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দংষ্ট্রাগ্রকোটি দ্বারা দৈত্যগণের সহিত মহাবল দৈত্যেন্দ্রকে নিহত করিয়া দৈত্যাস্তকৃত প্রভু দীপ্তি পাইয়াছিলেন। বিষ্ণু পূর্বের কল প্রারম্ভ-সময়ে রসাতলে প্রবেশ করিয়া যেমন বহুদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার রসাতলে প্রবেশ করিয়া, সেই দেবীকে আনয়নপূর্বক আপনার অঙ্গস্থ করিলেন। অনন্তর দেবদেব পিতামহ ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত হর্ব-গদগদবাক্যে দেবেশ্বর নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। আমরা দংষ্ট্রী ও দণ্ডী শাখত বরাহকে নমস্কার করি; যিনি নারায়ণ, সর্বময় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, কর্তা, ধরণীধারক, অসুরগণের স্বয়ং সংহর্তা, সুরেন্দ্রগণের কর্তা ও নেতা এবং অখিলের শাস্তা, তাঁহাকে নমস্কার। আপনিই অষ্টমূর্ত্তি, অনন্তমূর্ত্তি, আদিদেব ও সর্বজ্ঞ। হে সুরেশ! লোকেশ! বরাহ! বিষ্ণো! আপনি সকল সৃজন করিয়াছেন, আপনি প্রসন্ন হউন। হে বিষ্ণু! আপনি দংষ্ট্রাগ্র-ভাগের মুখাগ্রের কোটিভাগের একাদ্বিভাগ দ্বারা পুত্র ও ভৃত্যের সহিত দৈত্য-প্রধানগণকে হত করিয়াছেন। হে দেব! হে ধরেশ! আপনি ধরণীর উদ্ধার করিয়াছেন! হে ধরাবার! হে হুয়াসুরসেবিত চন্দ্রবন্ধু! সমস্ত পর্বত, সমস্ত জল, সমস্ত সমুদ্রের সহিত ধরণী আপনা কর্তৃক দর্শনমণ্ডলে ধৃত হইয়াছে। হে বিভো দেবেশ! আপনিই অসুরেশ্বরগণকে জয় করিয়া দেবসমূহকে জয়ী করিয়াছেন এবং আপনিই সরস্বতীযুক্ত ব্রহ্মাকে “তোমার শাক্য সত্য হইবে” এই বর দান করিয়াছেন। আপনার রোমে সকল অমরেশ্বর, নরনরয়ে শক্তি ও হৃদ্য, পদদ্বয়ে ব্রহ্মাতলগতা বহুকরা এবং পৃষ্ঠদেশে সকল তারকাসি নিহিত। ১—১৭। হে ভগবান্! আপনি কল্মাশকে রসাতলগতা অবলা ধরণীর উদ্ধার করিয়াছেন। হে জগদ্রো! আপনিই সমুদ্র ধারণ করিতেছেন। নারায়ণ-নাভি-কমলোৎপন্ন বাসুপতি প্রজাপতি দেব-গণের সহিত এইরূপ বহুবিধ স্তব ও অর্চন পূর্বক প্রণাম করিয়া বিষ্ণু হইতে বহুবিধ বরলাভ করিলেন। অনন্তর দুর্নীতিগণও পৃথিবীকে বিষ্ণুকর্তৃক উদ্ধৃত দেখিয়া নারায়ণ-সমিধান্নে মস্তকে হৃতিকা আরোপণ-পূর্বক নমস্কার করিয়া কহিলেন,—হে বরপ্রদ!

তুমি বরাহরূপী অরুণকর্ণা শতবাহু বিষ্ণু কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছ। হে মহাভাগে! অগ্নয়ে। ধরণি। তুমি তুমি ও খেতুস্বরূপ! হে মৃত্তিকে! তুমি লোকের ধরণী; আমাদিগের পাপ হরণ কর। হে পদ্মলোচনে! বরদে! আমরা বাক্য মন ও কর্ম দ্বারা যে সকল পাপ করি, তাহা তুমি প্রসন্ন হইয়া নাশ কর, আমরা তাহাতেই জীবিত থাকি। ধরণী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিলেন,—হে বিজগণ! বরাহলক্ষ্মীবিভিন্ন ধরণীর মৃত্তিকা যে নয় এই মন্ত্র পাঠপূর্বক ধারণ করে সে পাপ হইতে মুক্ত ও পৃথিবীতে পুত্রপৌত্রাদি-সমবিত হইয়া আয়ুধান, বলবান এবং ধন্য হয়; কর্ম্মান্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া সুরগণের সহিত প্রমোদ অমৃতভব করে। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু অনন্য, বরাহরূপ ত্যাগ করিয়া কীরসাগরে গমন করিলে, সেই ধীমান্ দেবদেব বিষ্ণুর দৃষ্টান্তে আক্রান্ত ধরণী চলিত হইয়াছিলেন। মহাদেব যত্নস্বাক্রমে তাহা দর্শন করিল। আপনাত্ত্ব ভূষণ-নির্মিত সেই দৃষ্টা গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নিকটে বিশাল বক্ষঃস্থলে তাহা ধারণ করিলেন। দেবদেব মহাদেব অবলীলাক্রমে দৃষ্টা ধারণ-পূর্বক ধরণীকে নিশ্চল করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বৈভবের স্তব করিতে লাগিলেন; বিষ্ণু মহাদেব ভূতগণের প্রলয়কালে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অশ্বাশ্ব দেবগণের কলেশ্বর যদি স্বীয় অঙ্গে ধারণ না করিতেন, তবে কিরূপে বিগ্রগণের মূর্ত্তি হইত, এই জ্ঞাত মহাদেব বরাহলক্ষ্মীবিশিষ্ট। ১৮—৩১।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

অধিগণ কহিলেন, কিরূপে নৃসিংহ কর্তৃক নৃসিংহের অগ্রজ হিরণ্যকশিপু পূর্বে নিহত হইয়াছিল তাহা বল। হৃত কহিলেন, হিরণ্যকশিপুর প্রজ্ঞানামক বিধাত, স্বর্গজ, সত্যসম্পন্ন ও সুখী পুত্র হইয়াছিল। সেই প্রজ্ঞান জগৎপ্রভৃতি অব্যয় দেবের সর্বস্বামী সকল দেবগণের কুশলের কারণস্বরূপ, আদি-পুরুষ ব্রহ্ম-স্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ড অধিপতি সৃষ্টিস্থিতির কারণ বিষ্ণুর পূজা করিতেন। পাপবুদ্ধি দেবারি হিরণ্যকশিপু সেই প্রকার বিষ্ণুতে সমাধিবৃত্ত পুত্রকে হৃৎস্বর্গে “নমো নারায়ণায়” এক “গোবিন্দ” এইরূপে নারায়ণকে স্তব করিতে দেখিয়া, যেন প্রজ্ঞানকে লক্ষ্য করিতে করিতে কহিল, যে তুর্ভূকে! বীরের হৃৎপুত্র

প্রজ্ঞান! আমি দেব ও বিজগণের পীড়াদায়ক সর্বদৈত্যধিপতি; তুমি আমাকে জানিতেছ না। সিন্ধু, ব্রহ্মা, শত্রু, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, শিব, অগ্নি, ইহাদিগের মধ্যে কে আমার তুল্য? প্রজ্ঞান! যদি ভোক্তার জীবনে বাস্তা থাকে, তবে ভ্রমণ কর; আমাকেই ভক্তিপূর্বক পূজা কর এবং নারায়ণকে স্বয়ং বলিয়া নিবেদনা কর। হৃৎবুদ্ধি প্রজ্ঞান হিরণ্যকশিপু সেই বাক্য ভ্রমণ করিয়া, “নমো নারায়ণায়” বলিয়া, পূজা করিতে লাগিল এবং সকল দৈত্যকুমারকে “নমো নারায়ণায়” এই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাপন করাইতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু, ইন্দ্রাদি কর্তৃকও দুর্লভ্য স্বীয় আজ্ঞা পুত্র কর্তৃক লজিত দর্শন করিয়া দানবগণকে কহিল, তোমরা এই হৃৎপুত্রকে নানাবিধ প্রহার করিয়া বধ কর। দৈত্যগণ, হুয়াস্বা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক উক্ত হইয়া দেবদেব নারায়ণের ভৃত্য অব্যয় প্রজ্ঞানকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন অসুরগণ দৈত্যরাজতনয় প্রজ্ঞানের প্রতি যে সকল প্রহারাদি করিল, তাহা কীরসমুদ্রেশ্বরী ভগবান্ বিষ্ণুর তেজে বিফল হইয়া গেল। তখন প্রভু নারায়ণ গর্জিত হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিতে নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিভূত হইলেন। সেই দানবধমকে পুত্রকে হনন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিশিত নখাগ্রে বিভিন্ন করিলেন। অনন্তর পাপাপহ বিষ্ণু সবারূপ দৈত্যকে নিহত করিয়া, অপর যুগান্তায়ায় জগৎপ্রভৃতি পীড়িত করিতে লাগিলেন। হে হৃৎপ্রভ বিগ্রগণ! সেই নৃসিংহের দ্বার নামে বিত্রাসিত হইয়া ব্রহ্মভুবন পর্যন্ত জগৎ প্রচলিত হইয়াছিল সেই সময় সুর, অসুর, মহোরগ, সিদ্ধ, সাধ্য, হাি এবং বিরিকি-প্রভৃতি সকলে নৃসিংহকে দর্শন করিয়া দৈর্ঘ্য ও বল লাভপূর্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দিগ্ভ্রম পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা গমন করিলে সহস্রাকৃতি, সর্বপাশ, সর্ববাহ, সহস্রচক্ষু চন্দ্রস্বর্গাধিনেত্র সেই মারাবী নৃসিংহদেব তখন সকল আবরণপূর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, সিদ্ধ, যম ও বরুণের সহিত সুরপ্রেষ্ঠগণ লোকালোক পর্বতে অবস্থান করত তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন। আপনি পরাংপর ব্রহ্ম, তবু হইতে তত্ত্বতম, জ্যোতিঃসমূহেরও জ্যোতি, পরমাত্মা, জগন্ময়, স্থল, সূক্ষ্ম, অতি-সূক্ষ্ম, লজ-ব্রহ্মময়, মঙ্গলস্বরূপ, বাক্যের অতীত, নিরালস্য, নিরুদ্ধ ও উপর্যুপস্থিত। আপনি বজ্রভূক, বজ্রমূর্ত্তি, বাজিকের কলমাতা এবং প্রভাবসম্পন্ন। আপনি মৎস্যাকার ও কুর্ভমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতে অবিহত

হইয়াছেন। ১—২৪। আপনি বায়াহী মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। হে দেব! আপনি দেবগণের রক্ষার্থ হৈতুপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া এই নৃসিংহ-মূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। এই লীলাবতারের চূড় ব্রহ্মাশাপ। আপনা ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি সমস্ত চরাচর। আপনি বিষ্ণু, আপনি রুদ্র, আপনিই পিতামহ। হে প্রভো! আপনি আদি, আপনি অন্ত, আমরাও আপনি। হে ঈশ্বর! বহুবাক্যে প্রয়োজন কি, সমস্ত জগৎই আপনি। প্রভো! আপনি বহু প্রকার মায়া অবস্থিত অধিতীয়; আপনাকে স্তব করিব কিরূপে? হে দেবদেব নৃসিংহ! আপনি কিরূপে প্রতিভাত, তাহা জানি না। আপনাকে স্তব করিব কিরূপে? হে বিজগণ! প্রভু বিষ্ণু আপনার অবলম্বিত সিংহযোনির অতিমানে এইরূপ নানাধি স্তব ও বিবিধ ভক্তি প্রকাশেও শাস্তি লাভ করিলেন। যে ভক্তিপূর্বক নৃসিংহ-স্তব পাঠ, স্তবার্থ বিচার এবং বিজগণকে স্তব শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি বিম্বলোকে আদৃত হয়। তখন ব্রহ্মা-পুরোগম শ্রেষ্ঠ দেবগণ আশ্চর্য্যার্থ প্রভু শিবের নিকট গিয়া নৃসিংহরূপী বিষ্ণুর সমুদয় বিবরণ নিবেদন-পূর্বক স্তব করিতে করিতে সেই পরমকারণ পরমে-শ্বরের পরশাপন্ন হইলেন। তখন ঈশ্বর, মন্দরপর্বতে উমার সহিত ক্রৌড়া করিতেছিলেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও প্রমথগণ তাঁহার সেবা করিতেছিল। ব্রহ্মা দেবগণের সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে ভুতলে প্রাণপূর্বক সত্য পদগম্বরে বস করিতে লাগিলেন। আপনি কালের কাল, রুদ্রমহা, শিব রুদ্র এবং শঙ্কর; আপনাকে নমস্কার। আপনি উগ্র, কাল, সর্বভূতের নিয়ন্তা আমা-দিগের মঙ্গলদাতা। আমরা সেই আর্জিনাশক শঙ্কর সর্কশিবকে নমস্কার করি। আপনি ময়ঙ্কর, বিশ্ববিষ্ণু ও ব্রহ্মরূপ সকলের অন্তক উমাপতি; আপনাকে নমস্কার। আপনি সাক্ষাৎ হিরণ্যবাহ, হিরণ্যপতি, সর্ব ও সর্বরূপপুরুষ; আপনাকে নমস্কার। আপনি সদস্যদ্যুজ্জীহীন, মহন্তস্বেরও কারণ, আদি ও নিধন-বজ্জিত, বিশ্বরূপ ও জায়মান; আপনাকে নমস্কার। আপনি জগতে বহুপ্রকারে আত হইয়াছেন, আপনি প্রভুত, রুদ্র, নীলরুদ্র, প্রচোতা, কাল, কালরূপ, কালান-হারী, নীচীষ্টম এবং শিতিকর্ষ দেব; আপনাকে নমস্কার। আপনি মহীয়ান ও দেবাদিগণের হস্তা; আপনাকে নমস্কার। আপনি তার, হুতার ও ভাষ্য; আপনাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি হৃদয়রূপ, শত্রু, পরমাত্মা এবং দেবগণের ও ভূতগণের রক্ষা-বিধাতা; তোমাকে

নমস্কার॥ ১—৪৩॥ হে পরিসীমঙ্গলনিধান! তুমি রুদ্ররূপী কপদী এবং নীলকর্ষ তোমাকে নমস্কার। তুমি হিরণ্য, তুমি মহেশ, তুমি ত্রীকর্ষ, ভ্রমালিঙ্গদেহ এবং দণ্ডমুণ্ডাধররূপী তোমাকে নমস্কার। তুমি হ্রস্ব, দীর্ঘ, বান্দন; তুমি উগ্রাশ্রিতুলধারী উগ্ররূপী; তোমাকে নমস্কার। তুমি ভীম, ভীমকর্ষরত; তুমি সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়া এবং অলঙ্কিত থাকিয়া প্রাণিবধ কর। তুমি ধর্ম্মধর, শূলপাণি, গদাধর, হলধর, চক্রপাণি, বর্ম্ম-ধারী এবং পৈতৃগণের কর্ম্মবিস্তারক; তোমাকে নম-স্কার। তুমি সদ্য: মন্ত্রস্বরূপ, সদ্যরূপ এবং সন্ধ্যোজাত; তোমাকে নমস্কার। তুমি বায়মজ্জাস্বক বায়রূপ এবং বায়লোচন; তোমাকে নমস্কার। তুমি অশ্বোশ মন্ত্র-স্বরূপ, বিকট এবং বিকটদেহ; তোমাকে নমস্কার। তুমি পুরুষমন্ত্রস্বরূপ পুরুষোত্তম, ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ পরমেষ্ঠী ঈশ্বর; তোমাকে নমস্কার। তুমি ঈশান, ঈশ্বর; তোমাকে বায়ংবার নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, ব্রহ্ম-স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ শিব; তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব! বিশ্বকর্ষ! জগৎপ্রভু বিষ্ণু, জগতের হিতার্থ নৃসিংহরূপ ধারণপূর্বক বহুতর দৈত্যেন্দ্র এবং হিরণ্য-কশিপুকে হতীকৃত নখর দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন। এখন তিনি সিংহভাবে লিখিল জগৎকে পীড়া দিতেছেন; হে দেবেশ! এ বিষয়ে যাহা কর্তব্য, এখন তাহা আপনি বরন। আপনি উগ্রস্বরূপে সর্ব হুষ্টিগণের নিয়ন্তা; আপনি আমাদিগের কল্যাণদাতা শিব-স্বরূপ; আমরা শরণাগত। আপনি কালকূটভোজী শরীরে আমাদিগকে রক্ষা করন। হে বিধেধর! আপনার চরিত্র অতি বিস্তৃত; আমরা কেবল আপনার ক্রৌড়াবস্ত। আপনার নয়নের উম্মীলননিমীলনে আমাদিগের সৃষ্টিসংহার হইয়া থাকে। ৪৪—৫৬। শিব! আপনার বিনাশ নাই; কেননা আপনার নিমেষরূপ প্রলয় আপনার পক্ষে হইতে পারে না। হে দেব! আমরা অমিততেজা নৃ-হরির তেজে সন্তপ্ত হইয়াছি অতএব কর্কলোক-হিতার্থে এই নৃসিংহকে আপনার সংহার করিতে হইবে। হৃত বলিলেন, ব্রহ্মা এইরূপ নিবেদন করিলে প্রভু দেব শঙ্কর হস্ত ক্রমত দেবগণকে অভয় প্রদান-পূর্বক বলিলেন, আমি তাহাকে সংহার করিব। তখন ভগবান ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অন্তান্ত দেবগণ সকলেই শিবকে শ্রীশিষ্যত করিয়া দেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গম্ব করিলেন। অনন্তর মহাদেব শঙ্কররূপ অবলম্বনপূর্বক পবিত্র স্বপ্নভোজী নৃসিংহের সমীপে গমন করিলেন। তখন সুবপুজিত শঙ্কর, প্রাণ অপহরণ করিলে বিষ্ণু সিংহাকার পরিভাষণপূর্বক নর-

রূপে তথা হইতে যথাস্থানে গমন করিলেন। তখন শিব সুরগণকর্তৃক স্তব হইয়া নিজখানে প্রস্থান করিলেন। যে ব্যক্তি এই শিবস্তবপাঠ বা শ্রবণ করে, সে শিব-লোকে গিয়া শিবের সহিত আনন্দে থাকে। ১৫৭—৬৩।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ্যবতিতম অধ্যায়।

অধিগণ কহিলেন, বিশ্বসংহারকারী মহাদেব, কিরূপে মহাবীরের বিরুদ্ধে শরভরূপে অবলম্বন করিলেন এবং নৃসিংহ কিরূপে কার্য প্রকাশ করিলেন, তৎসমস্ত আমূল আমাদিগের নিকট কীৰ্ত্তন করুন। স্তব বলিলেন, দয়াময় পরমেশ্বর শিব, পূর্বোক্তরূপে দেবগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া নৃসিংহভেজ সংহার করিতে অভিলষী হইলেন। সেই ক্ষণেই তিনি মহাপ্রলয়-ধারণ নিজ ভৈরবরূপে মহাবল বীরভক্তকে স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বীরভক্ত, গর্গদিগের অগ্রে হস্ত করত তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আত্মযাত্রিক কোটি কোটি গণ অত্যাগ্রে সিংহাচার এবং অট্টহস্ত ও ইতস্তস্তঃ উৎপত্তয়ে ব্যগ্র। অপর আত্মযাত্রিক কোটি কোটি গণ নৃত্য ও আমোদপরিয়ায়, বীর এবং মহাবীর এই গণ সকল ব্রহ্মাদি দেবগণকে কনুকের স্তায় লইয়া ক্রৌড়া করিতে সক্ষম। সেই বীরবন্দিত-প্রলয়ানলজালাবৎ সমুজ্জ্বল নরনরত্রে চুর্দশ, বীরভক্ত অস্ত্রাশ্রয় বিবিধ অটুট-পূর্ণ গণে পরিবৃত্ত ছিলেন। ১—৭। তাঁহার হস্তে অস্ত্র-শস্ত্র, জটাজুটমূলে সমুজ্জ্বল নব শশধর, দংষ্ট্রাঘর শশিকলাসদৃশ তীক্ষ্ণাশ্র। তাঁহার জলতাবুগল ইন্দ্রধনু-সদৃশ। তখন তলীর মহা প্রচণ্ড হস্মারে দিগ্‌মণ্ডল বিধিরূপ হইল। শাশ্বৎ নীলমেঘ ও অগ্ননসদৃশ। অতুতাকৃতি বীর-শক্তিবিজুজিত জগবান্ বীরভক্ত, অপ্রোজিত বাহুবলে বিবাদনাশক ত্রিশিখ অস্ত্র বাসুবার ঘুরাইতে ঘুরাইতে স্বয়ং সদাশিবকে বলিলেন, হে জগৎস্বামিন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে স্মরণ করিবার কারণ কি? আশ্রয় করুন। ত্রীভগবান্ বলিলেন, ভৈরব! অকালে দেবরূপের ত্য উপস্থিত হইয়াছে; সেই ত্রাসদ নৃসিংহবহি প্রজলিত হইয়াছেন; এখন তুমি তাহা নির্দোষ কর। প্রথমতঃ সাক্ষা করিয়া বুঝাইবে; তদ্বারাই শাস্ত হওয়া সম্ভব, নিতান্ত না হইলে হৃদয়ে অস্ত্র দ্বারা হৃদয়ে ও হৃদয়ে অস্ত্র দ্বারা হৃদয়ে সংহার করত মদীর ভৈরবভাব প্রদর্শন করিবে এবং হে বীরভক্ত! আমার আশ্রয় প্রার্থনা শুনিয়া বুঝাইয়া আসিবে, ইহাই এখন

করা কর্তব্য। গণনারক প্রাশান্তকার বীরভক্ত নৃসিংহ যথায় অবস্থিত ছিলেন, শিব-আজ্ঞা পাইয়া সত্ত্বর তথায় গমন করিলেন। অনন্তর রুদ্ররূপী ঈশান বীরভক্ত, পিতা যেমন গুরসপুত্রকে বুঝাইয়া থাকেন, তদ্রূপ নৃসিংহকে বুঝাইবার জন্ত বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! মাধব! তুমি জগতের হৃদয়ের স্তম্ভ অবতীর্ণ হইয়াছ। পরমেশ্বরী সদাশিব, তোমাকে জগৎপালনে নিযুক্ত করিয়াছেন। হে ভগবন্! প্রলয়কালে সমুদয় জগৎ সমুদ্রপ্রাণিত হইলে, তুমি মৎস্তরূপী হইয়া নিজপুচ্ছে সমুদয় প্রাণিবৃন্দ স্থাপনপূর্বক ভ্রমণ করত বক্ষা করিয়াছ। কৃষ্ণরূপে তুমি ত্রিভুবন ধারণ করিতেছ। বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছ। এই নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। তুমি বামনরূপে পদ্মচালনা করিয়া বলিকে বধন করিয়াছ। তুমি সর্বভূতের উৎপত্তিকারণ ও প্রভু এবং স্বয়ং অবিনাশী। যখন যখন জগতের কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন তখনই তুমি অবতীর্ণ হইয়া তাহা দূর কর। হে হরে! তোমা অপেক্ষা অধিক বা সমান শিবভক্ত কেহ নাই। হে কেশব! তুমি ধর্ম এবং বেদ যে শুভ পথে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, যাহার জন্ত তোমার এই অবতার, সেই হিরণ্যকশিপুও নিহত হইয়াছে। হে ভগবন্! এই তোমার নরসিংহ দেহ অত্যন্ত উগ্র, অতএব হে বিশ্বাস্তন! আমার সমীপেই এই দেহ তুমি উপসংহার কর। ৮—২৪। স্তব বলিলেন, বীরভক্ত নৃসিংহকে এইপ্রকার শাস্তাবাক্য বলিলে, হরি আরও কোণে উদীপ্ত হইলেন। পরে নৃসিংহ বলিলেন, হে গণাধ্যক্ষ! তুমি যথা হইতে আগমন করিয়াছ সেখানে গমন কর, আর তোমার সান্ত্বনা করত হিতবাক্য বলিতে হইবে না; এক্ষণেই আমি এই চরাচর জগৎকে সংহার করিতেছি। জানিও যে, সংহার আর স্বতঃ পরতঃ কোথায়ও সংহার নাই। এ জগতে আমারই সকল শাস্ত, আমার শাস্তা কেহ নাই, আমার প্রসাদে সকলই মর্ধ্যাণিষিষ্ট হইয়া প্রবৃত্ত হইতেছে, আমিই সকল শক্তির প্রবর্তক, ও আমিই নিবৃত্তক জানিবে। যে যে সব বৈদেবর্ধ্যসম্পন্ন, ত্রীমান, বিখ্যাত, ভেজয়ী, হে গণাধ্যক্ষ! সে সকল আমারই ভেজ বিজুজিত জানিবে। পরমার্থজ দেব-গণই আমার অলৌকিক সামর্থ্য জানেন এবং এই যে সকল শক্তিসম্পন্ন দেবগণ, তাহারা আমারই অংশ জানিও। পুরাকালে আমার নাতিপন্ন হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন ও সেই ব্রহ্মার ললাট হইতেই বৈদেবর্ধ্যসম্বিত বুদ্ধিজ উৎপন্ন হইয়াছেন। শুষ্ঠা

ব্রহ্মা রজোগুণে অধিষ্ঠিত এবং রুদ্র তমোগুণসম্পন্ন জানিবে। আমি সকলের নিরস্ত। আমার পর আর কোন দেবতা নাই। বিবাহিক ও স্বতন্ত্র বলিয়া আমিই কীৰ্ত্তিত জানিও। আর আমি এ জনগণের কর্ত্তা, হৰ্ত্তা ও আমিই অধিলেখক। এ জনগণে এমন কেহই নাই যে, এই মদীর নারসিংহ ভেজ স্তম্ভিতেও বাঁধা করে। অতএব হে ভূতমহেশ্বর! তুমি আমার শরণাগত হইয়া বিগতজর হও, ইহাই তোমার পরম কর্ত্তব্য জানিও। আমিই কাল, আবার আমিই কালের বিনাশক, এই লোক সংহার করিতে আমিই প্রবৃত্ত হই। হে বীরভদ্র! আমা হইতে মৃত্যুরও মৃত্যু জানিও। এই দেবগণেরা আমারই প্রসাদে জীবন ধারণ করিতেছেন; জানিও। ২৫—৩৫। স্তুত কহিলেন, অমিতবিক্রম বীরভদ্র নরসিংহের এই সাহসকার বাক্য শ্রবণে ক্রোধে বিক্ষুব্ধিতাধর হইয়া অবজ্ঞার সহিত হাসিতে হাসিতে কহিলেন। বীরভদ্র বলিলেন, তুমি জনসংহৰ্ত্তা বিবেকর পিনাকীকে বিস্মৃত হইয়াছ। দেখিতেছি, তোমার এই অসত্মুক্তি প্রয়োগ ও বিবাদ করা শেষে মৃত্যুর নিদান হইল। তুমি কোনরূপ কৌশলে যে মন্ত্ৰাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, বল দেখি সেই সকল মন্ত্ৰাদি অস্ত্রাস্ত্র অবজ্ঞারমধ্যে তোমার কোন অবজ্ঞার অবশিষ্ট আছে? এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার কথা মাত্রে পরিণত হইবার লক্ষণ উঠিয়াছে; এতাদৃশ ক্রুর অবস্থাপন্ন হইয়া যে তোমার স্বীয় দোষ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলোকন করিতেছ না যে, সেই সংহারকর্ত্তা কর্ত্তক জনকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইবে। তুমি প্রকৃতি, আর রুদ্রপুরুষ, তিনি তোমাতে বীৰ্য্য আধান করেন, তৎপরে তোমার নাভিপঙ্কজ হইতে উৎপন্ন ঐ প্রজাপতি পূর্বে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উগ্র তপস্তায় ত্রতী হইয়া ললাটে নীললোহিত শঙ্করকে চিত্তা করেন; পরে সেই প্রজাপতির ললাট হইতে সৃষ্টি-নিমিত্ত শব্দ আকিৰ্ত্তিত হন, তাহা দোষের বিষয় নহে। আমি মহাভয়বরূপী দেবদেবের অংশ তোমারই—কিনয়ে হইলে বলপূর্বক সংহার করিতে নিস্কৃত হইয়াছি।

। তাঁহারই শক্তিকলাসম্পন্ন হইয়া এই রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়াছ বলিয়া পৰ্ব্ব হওরূপে নিরস্তর অহঙ্কার পূর্বক গর্জন করিতেছ। অতএব জানিলাম, অদম্য লোকের উপকার কেবল অগ্নিকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে। হে সিংহ! তুমি মহেশ্বরকে নিজের পৌত্র বলিয়া জ্ঞান করিও; কিন্তু তাহা হইলেও তুমি অষ্টা বা সংহৰ্ত্তা ও বীর্য্যমি নিমিত্তই হইয়া পারিতেছ না।

সেই পিনাকী কর্ত্তক তুমি স্থলচক্রের দ্বার নিরস্তর প্রেরিত হইতেছ। হে শুল্ক! আজি পর্য্যন্তও তোমার কৃষ্ণরূপের কপাল, হরের হারনভামধ্যে বিরাজমান আছে, তুমি কি তাহা অবগত নও? সেই শিবের অংশ তারকারি, বরাহরূপী তোমাকে সাক্ষাৎশে দন্ত উৎপাদনে পীড়িত করিয়াছিলেন। আজ কি তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ? বিদ্যুৎসেনরূপে তুমি যে রুদ্রের শূলাগ্রে দক্ষ হইয়াছিলে, আজ কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ? আমিই দক্ষবাজে দক্ষরূপধারী, তোমার শিরশ্ছেদন করি, তাহাও কি বিস্মৃত হইয়াছ? তোমার তমোগুণাভিত্ত পুত্র ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক অগ্ন্যাপি দ্বিগ্ন হইয়া আছে। জ্ঞাপি কি রুদ্রের বল ব্রহ্মার অংশ বলিবে? দবীচিমুনি মস্তক কুণ্ডল করিয়া সংগ্রামে দেবজগণের সহিত তোমাকে যে পরাজয় করিয়া ছিলেন, তাহাও কি বিস্মৃত হইয়াছ? অস্ত্র অবজ্ঞারের কথা দূরে থাকুক, যে চক্র অগ্ন্যাপি পর্য্যন্ত হস্তে বিরাজমান, বিক্রমপ্রকাশ সময়ে যে চক্র তোমার অস্ত্রিশর দ্বিগ্ন, হে চক্রপাণে! সে চক্র কোথা হইতে পাইলে? কেঁহা সে চক্র নিষ্শাণ করিল? এখন কি সে সকল বিস্মৃত হইয়াছ? যখন তোমার লোকসকল আমি সংহার করিলাম, তখন যে তুমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সমুদ্র-শয়নে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রিত ছিলে, সেই তুমি কিরূপে সত্ত্বগুণাবলম্বী পালক বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইতে পার? তোমা হইতে কৃপণ্যাত্ত সকলই রুদ্র-শক্তিবিস্তারিত; সেই রুদ্রভেজে মোহিত তুমি ও অঙ্গনে উভয়ে রুদ্র শক্তিবলেই অমিত শক্তি ধারণ করিতেছ; কিন্তু সেই রুদ্রভেজের বাহ্যাত্ম্য তোমরা উভয়েও জানিতে সক্ষম হও নাই। আর বাহ্যাত্ম্য শূল-দৃষ্টি, তাহারা পর্য্যন্ত বিহীন পরম পদ দর্শনে সক্ষম, আর কত বলিব, তুমি ও বারনরূপে অধিষ্ঠিত হইতে, জয়তরুপে ইন্দ্র হইতে, কান্তিকেরূপে অগ্নি হইতে, ভৃগুরূপে বরুণ হইতে এবং বুধরূপে শশাঙ্কের কলঙ্কিত গুরুসে জয় গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বর হইয়াছ। তুমি কালরূপী, মহেশ্বর মহাকালরূপী ও তিনিই কাল-কাল। অতএব মাত্র সেই মহেশ্বরের শক্তিতেই মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে। সেই প্রভুই ইহজগতে হির, ধনা, সর্ব্বপ্রার্থ, অনাদি-নিধন ও তাঁহা অপেক্ষা আর কেহ বীর নাই; ভয়ঙ্কর বলিয়া তিনিই অরোরোগকে উপহাস করেন। তিনিই হিরণ্য পুরুষ এবং মৃগাকর পক্ষিরূপ তিনিই ধারণ করেন। এ জনগণের তিনিই অষ্টা, তরুণীত তুমি বা ব্রহ্মা কেহই অষ্টা নহেন। এ সকল দেখিয়া এক্ষণে আপনাত

নৃসিংহরূপে সন্মরণ কর; নচেৎ এখনই মহাভৈরব-
রূপী মূর্তিমান ক্রোধসদৃশ রক্তের বস্ত্রকল আঁকা-
মৃত্যুরূপে এই শরভমূর্তি আগমন করিয়া তোমার
বিশাশসাধন করিবে। হৃত কহিলেন,—বীরভক্তের
একাদৃশ পক্ষিতব্যাক্ত্রকণ নৃসিংহ ক্রোধধিকিষ্ণ হইয়া
ভীষণ শব্দ করিলেন ও রক্তবেগে বীরভক্তের আক্রমণে
প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় শৈব-ভেজসমুদ্ভূত বিপ্লবের
ভয়জনক পশনব্যাপী, দুর্ধর্ষ মহাঘোর বীরভক্তের সেই
শরভরূপে আবির্ভূত হইল। সেই মহেশ্বররূপে হিরণ্য ও
নয়, সৌরও নয়, অগ্নিসমুদ্ভূতও নয়, বিদ্যুৎসদৃশও নয়,
বা চন্দ্রসদৃশও নয়, অথচ সৌম্যভেজোময়। সে
সময় নিখিল ভেজ সেই অল্পময় মূর্তিতে লীন
হইল। তাহাতে সেই মহাভেজা অব্যক্ত হইলেন।
অনন্তর সেই শরভ ও নৃসিংহরূপে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত
হইল। তখন সেই শরভমূর্তি ভয়ঙ্কর হইয়া প্রকাশ
পাইল এবং রক্তচিহ্নে চিহ্নিত বলিয়া বোধ হইতে
লাগিল। সেই সময় পরমেশ্বর দর্শক দেবভাগ্যের
ভয়শকাদি মঙ্গলধর্মসমমিত হইয়া সংহাররূপে
প্রকাশ পাইলেন। সেই শরভরূপের সহস্র বাহ,
মস্তক জটিল ও তাহাতে চন্দ্রকলা শেখররূপে বিরাজ-
মান। তাহার অর্দ্ধ শরীর মৃগরূপ, পক্ষয বিশাল
চক্ৰ ও দন্ত অতি তীক্ষ্ণ, বস্ত্রত্বা নখ, কণ্ঠে কালিমা,
বাহু সকল অতিদীর্ঘ অঙ্গসদৃশ, পাদচতুষ্টয় যেন
বন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, নয়নত্রয় কোপে রক্ত-
বর্ণ ও সুপিত প্রলয়প্রিয় জ্ঞায় বর্ণায়মান এবং সেই
নয়ন হইতে অগ্নিকুলি নিয়ত বহির্গত হইতেছে।
ক্রোধে স্নায়বোধ হইতে দন্তপংক্তি বহির্গত হইয়াছে,
নিয়ত কনকমণ্ডল হইতে হকার ভীষণাকারে বহির্গত
হইতেছে। ৩৬—৩৯। তাহা দেখিয়া হরি বল-
বিক্রমপূর্ণ হইয়া হৃৎকোর অখোভাগে স্থিত ধন্যোভের
জ্ঞায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই শরভ-
রূপী হর নাভি ও পদয বিদীর্ণ করিয়া পক্ষ দ্বারা
বর্ণন করিতে করিতে পুচ্ছে পাদয ও বাহু দ্বারা
বাহুমণ্ডল আবদ্ধ করিয়া হরিকে আক্রমণ করিলেন।
পঞ্চম যেমন সর্পকে হরণ করে, তাহার পর সেইরূপ
সেই শরভও হরিকে হরণ করত হঠাৎ উভয়দিক
হইয়া উভয়দিকে ক্রোধ করিতে করিতে আবার নিম্নে
নিম্নক্লেপ করিতে করিতে তাঁহাকে ভয়ে ও পঙ্কজ
আঘাতে বিবোহিত করিয়া যেন মহাবিপ্লবের সহিত
আকাশমার্গে পশন করিলেন। হরিকে হরণ করিয়া
লইয়া বাইতেছেন, ইহা দেখিয়া কেবল ও তাহার
অঙ্গুগমন করিতে লাগিলেন ও নানাবিধ ক্রম করিতে

লাগিলেন। পরে এইরূপ নীরমান হইয়া পরবশ
হওয়াতে দীনবদন হরি কৃতান্তলিপটে পরমেশ্বর
রক্তকে ললিত অক্ষর-মালায় লেখ করিতে লাগিলেন।
নৃসিংহ বলিলেন,—যিনি রক্ত, যিনি শব্দ, যিনি
মহাগ্রাস, (অর্থাৎ জগৎসংহারক) যিনি বিষ্ণু;
তাঁহাকে নমস্কার। যিনি উগ্র, যিনি ভীম, যিনি
ক্রোধ এবং যিনিই মহা; তাঁহাকে সর্বদা নমস্কার
করি। ষাঁহার নাম ভব, ও যিনি শব্দ, শব্দ, শিব,
কাল-কাল, মহাকাল, মৃত্যু, বীর, বীরভক্ত, শূলী ও
করমীর (অর্থাৎ পাপনাশক), নামে কীর্তিত হয়েন,
তাঁহাকে অনবরত নমস্কার করি। যিনি মহাদেব ও
যিনি মহান এবং যিনি পশুপতি, এক, নীলকণ্ঠ,
ত্রীকণ্ঠ ও পিনাকী বলিয়া বিদিত, তাঁহাকে নিয়ত
নমস্কার করি। যিনি অনন্ত ও হৃদয়, ষাঁহাতে পর,
পরমেশ্বর, পরাপর, মৃত্যু, মহা, বিধ, প্রভৃতি
নাম প্রযুক্ত হয়, সেই বিশ্বমূর্তিকে নমস্কার করি।
যিনি বিষ্ণুকলত্র, ও ষাঁহাকে মুনীগণ বিষ্ণুক্ষেত্র
বলিয়া থাকেন, সেই ভাস্ককে নিয়ত নমস্কার করি।
৭০—৮১। যিনি কৈবর্ত, যিনি অর্জুনের পরীকার
নিমিত্ত “কিরাভ” হইয়াছিলেন, যিনি মৃগরূপী
ব্রহ্মাকে বাণে বিন্দু করিয়া ‘মহাব্যাধ’ নাম ধারণ
করিয়াছেন, যিনি ভৈরব; যিনি শরণাগতের শরণ্য,
যিনি মহাভৈরবরূপী, তাঁহার চরণে আমার কোটি
কোটি নমস্কার। যিনি কাম, যম ও ত্রিপুরের জেতা
বলিয়া, কাম, কাল, পুয়ারি বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি নৃসিংহ-
সংহর্তা, যিনি মহাপাশৌষ-সংহর্তা ও বিশ্বআয়ত্ত-
কারী নামে কীর্তিত হন এবং যিনি ত্রাশ্বক, ত্রাক্ষর,
(অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎর্তমান এই ত্রিকালের মধ্যে
কখনও ষাঁহার নাশ নাই) ও ষাঁহার নাম সকল
ভূতের অন্তর্ধামী বলিয়া শিপিবিষ্ট ও ভক্তের কাম-
কলত্র বলিয়া মীঢ়, এবং ষাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয়, শব্দ,
সর্বজ্ঞ, মধারি, মধেশ্বর নাম প্রযুক্ত হয়, সেই
বহ্নিরূপী বরেন্দ্র শত্ৰুকে নমস্কার করি। যিনি মহাভাগ,
যিনি সকলের আশ্রয়গ্রাহক বলিয়া জিহ্বানামে
বিদিত, যিনি প্রাণাপানপ্রবর্ত্তা, যিনি ত্রিভুগ, যিনি
ত্রিশূল (অর্থাৎ সম্রাটগণের যোজক) যিনি গুণাতীত
যিনি যোগী, যিনি সংসার, যিনি কর্মকলরূপ প্রবাহের
প্রাপক বলিয়া প্রবাহ নামে কীর্তিত হইলেন, যিনি
উৎপত্তি-স্থিতি-লয়রূপে মহাব্রহ্মের প্রবর্তক, যিনি চন্দ্র
অগ্নি ও সূর্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি মূর্তিচৈত্র্যের
নিধান, যিনি ব্রহ্মাণ্ড, যিনি দান্তিকের অধ্যাপক
বলিয়া অবতার রূপে ধারণ করন, যিনি সর্বকর্ত্তব্য

কারণ যিনি করাল, (অর্থাৎ হস্তে যাহার অনন্ত
 হিংস্রামান,) যিনি পতি, যিনি পুণ্যকীর্তি, যিনি
 অমোঘ, যিনি অগ্নিলেহ, যিনি নকুলীশ্বর, যিনি
 দৈব্যপ্রেম, (অর্থাৎ ভরোপনিবারক, যিনি যুগু,)
 (অর্থাৎ যুগুতমস্কক) যিনি দত্তী, যিনি যোগরূপী,
 যিনি স্বেচ্ছাবান, যিনি দেব ও যিনি পার্শ্বভী, তাঁহাকে
 অবিরত নমস্কার করি। ৮২—৮৯। যিনি অব্যক্ত,
 যিনি বিশোক, (অর্থাৎ যাহা হইতে শোকনাশ হয়)
 যিনি ছিন্ন, ছিন্নধর্মী, ও শব্দাদি পঞ্চার্থের হেতু, পণ্ডি-
 তেরা যাহার স্বাস্থ্য, কৃতিবাস, বরদ, একপাদ, অধ্বর,
 বাজ, পরমেষ্ঠী, নিভ্য, সত্য, এই সকল নাম কীর্তন
 করেন, তাঁহার চরণে আমার শত শত নমস্কার। যিনি
 শরভরূপ-ধারণে পক্ষিপ্রেষ্ঠ নাম ধারণ করেন, যিনি
 যোগীশ্বর, যিনি চন্দ্রাঙ্গশেখর ও যিনি সর্কাস্ত্রা এবং এ
 জগতে যাহাকে সর্বেশ্বর বলা যায়, তাঁহার চরণে আমার
 একবার, দুইবার, তিনবার, চারিবার, পাঁচবার, দশবার
 অথবা সহস্রবার নমস্কার, কিম্বা পরিমাণের কি প্রয়ো-
 জন, আমার অপরিমিত অনন্ত সেই চরণে ভূয়োভূয়ঃ
 নমস্কার। ৯০—৯৪। সূত বলিলেন ;—নৃসিংহ এইরূপ
 অষ্টোত্তরশত অমৃতময় নামে স্তব করিয়া পরমেশ্বর-
 সকাশে পুনর্বার প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
 হে পরমেশ্বর! যখন আমার অহঙ্কার-দূষিত অজ্ঞান
 হইবে, সে সময় তাহা অপনোদনে ক্ষান্ত থাকিবেন না।
 নরকেশরী এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সাত্ত্বিক-কৃত্তিকরণ
 হইলেন। নৃসিংহ এইরূপ প্রার্থনা করিলে বীরভদ্র
 বলিলেন, হে বিষ্ণু! তুমি অশঙ্ক হইয়াছ বলিয়াই
 বাহাতে তোমার জীবনান্ত হয়, এইরূপ পরাজিত হই-
 য়াছ। এই বলিয়া তৎকণাৎ বিষ্ণুর মুণ্ড কাটিয়া
 লইলেন, পরে সেই ইতস্ততঃ বিচলিত বিচ্ছিন্ন কলে-
 বরের চর্ম কাটিয়া লইয়া মাত্র শুভ্র অস্থি শেখ করিয়া
 ক্ষান্ত হইলেন। দেবগণ বলিলেন ;—হে বীরভদ্র!
 আজ এই ব্রহ্মাদি দেবগণ মেঘবর্ষণে পাদপের ছায়
 তোমার দৃষ্টিপাত মাঝেই জীবিত হইলেন। যাহার
 ভয়ে, অগ্নি দাহিকাশক্তি ধারণ করেন ও হৃদ্য উদিত
 হইতেছেন, বায়ু নিরন্তর বহিতেছেন, এবং যজ্ঞও
 ধাবিত হইতেছেন; তুমিই সেই পরমপুরুষ। হে
 ভগবান্ বীরভদ্র! পুরাণ ব্রাহ্মণীরা তোমাকেই অমৃত-
 চিদ্রূপধর কাশ্যাতীত পরম-সম্মতি বলিয়া থাকেন।
 আমরা তোমার অগ্নিভয়কজশক্তির বর্ণনে সমর্থ নহি
 ও রূপলাবণ্যবর্ণনের পরম-ধাম্য বিবিত্ত নহি।
 এ জগতে তুমিই যে পরমেশ্বর, এইমাত্র বিদিত আছে।
 হে গণাধিপ! সকল উপসর্গ উপস্থিত হইলে আমরা

দিশকে পরিভ্রাণ করিও। হে একাদশরূপিন! তুমিই
 ভগবান্ ও তুমিই বিগ্রহধারী হস। হে শিব! ঈশ্বর
 তোমার অনেক অনেক অবতার-চরিত্র মিরীক্ষণ
 করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রার্থনা যে, কখন যেন তমঃ
 আদিয়া আমাদিগকে আশ্রয় না করে ও ভবদীর্ঘ চিন্তা
 যেন কখন বিনষ্ট না হয়। 'হে হস! আপনায় শুদ্ধা-
 বুদ্ধসম পর্বতের তটমূর্শ অনন্ত রূপ। হে রত্ন!
 বেকবিশারদেরা! আপনায় তুমি তমু বলিয়া থাকেন।
 এক ঘোরা তমু, অপর শিবাতমু প্রত্যেকে অনেক
 ভাগে বিভক্ত। হে ভগবান্! এক্ষণে নিরত ভীষণ
 মহাবলপরাক্রান্ত অগ্নিগণকে হনন করিয়া আমাদিগকে
 বিপৎসমুদ্রে হইতে পরিত্রাণ করেন। হে পালক! এ
 জগৎ আপনায়ই ভেঙ্গে পরিব্যাপ্ত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র
 চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও অহুরাদি আপনা হইতে
 উৎপন্ন হইয়াছেন, হে মহেশ্বর! আজ ঐ নৃসিংহকে
 পরাস্তব করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি
 হুরগণ ও অহুরগণকে অসীম বিপদ হইতে রক্ষা
 করিলেন। হে দেব! আপনিই যেহেতু স্বীয়
 তমুকে হৃদ্যাগ্নি অষ্টমূর্তিতে বিভাগ করিয়া
 ত্রিভুবনস্থ সকলকে ধারণ করিতেছেন; অতএব
 এক্ষণেও এই রক্ষিত দেবগণের অভীষ্টধানে মনো-
 বাজ্ঞা পূর্ণ করুন। ৯৫—১১০। তাহার পর দেবদেব
 সেই হুরগণ ও মহর্ষিগণকে বলিলেন, যেমন জলে
 জল, দুগ্ধে দুগ্ধ, ঘূতে ঘৃত, লীন হইয়া থাকে; সেই
 প্রকার এই নৃসিংহরূপী বিষ্ণুও আমাতে লীন হইয়া-
 ছেন, আমরা উভয়ে ভিন্ন নহি জানিবে। এই
 মহাবলদর্পকারী নৃসিংহই জগতের সংহারকরিতে
 প্রবৃত্ত আছেন, যাহারা আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া
 সিদ্ধি কামনা করেন, তাঁহারা ঐ নৃসিংহকেই পূজা
 করুন, ঐ নৃসিংহই তোমাদের পুণ্যনীর ও উষ্টাকেই
 নিরন্তর নমস্কার কর। ভগবান্ মহাবল বীরভদ্র এই
 কথা বলিয়া সেই দেবগণের সমুদয়েই অদৃষ্ট ভাবে
 অন্তর্হিত হইলেন। শঙ্করের সেই অবধিই নৃসিংহ-
 চর্ম বসন হইল; সেই নৃসিংহের ছিন্নমস্তকই যুগু-
 মালায় মধ্যস্থলে মধ্যমণিধরূপ ভাসমান হইতে
 লাগিল। তাহার পর দেবগণ নির্ভয় হইয়া এই
 উপাখ্যান কীর্তন করিতে করিতে বিশ্বয়-বিকলিত-
 লোচনে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে এই শিব-
 লোকের মোক্ষান, নিম্নমায়ানিধারক, পরমার্থপ্রদ,
 সর্বাভূত নিধারক, ব্যক্তিকল্যপ্রদ, লোকসিদ্ধি-সাধন-
 শিবজ্ঞানপ্রকাশক পরিত্রাণের উপাখ্যান পাঠ করে
 বা শ্রবণ করে, তাহার সকল দুঃখ দূর হয়, কলংক;

আমি আরোগ্য পুষ্টি, এ সকল বুদ্ধি ও পাইতে থাকে, আর অপমৃত্যুভয় থাকে না, সমৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাদি শাস্তি-
শুণের সহিত উপচিত হয়, ও হৃৎকম্প সুখ হয়।
দুঃখগ্রহ, বিধ, শত্রুকুলের সহিত কল্যাণপ্রাপ্ত হয় এবং
সকল মনঃপীড়া, রোগ নাশপ্রাপ্ত হয় ও মন-সুখ পুত্র-
পৌত্রাদির সহিত বুদ্ধি পাইতে থাকে। তত্ত্বগণ
পিনাকীর এই শরভাকার পরমরূপ বাহারা শুনিতে
উৎসুক, সেই সকল ভক্তজনের নিকটে ইহা প্রকাশ
করিবে। ভক্তেরা ঐ সকল, ভক্তসকাশে চৌর ব্যাঘ্র
সর্প সিংহাদির বশব্রূপ শরভের চরিত্র কীৰ্ত্তন করিবে
এবং স্বয়ং পাঠ করিবে ও শুনিবে। বিশেষতঃ সকল
শিবোৎসবে চতুর্দশীতে, অষ্টমীতে, প্রতিষ্ঠাকালে এই
শিব-সম্মিধিকারক শরভ-চরিত্র অবশ্য অবশ্য পাঠ
করিবে। ভূমিকম্প, দাবাগি ও পাণ্ডুরাষ্ট্র রাজত্ব
বা অজ কোন উৎপাত হইলে এবং উদ্ভাপাত, মহাবাত,
অভিরূষ্টি, অনারূষ্টি প্রভৃতি উৎপাতে এই শরভচরিত্র
ভক্তিপূর্বক পাঠ করিলে সকল উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া
থাকে। যে ব্যক্তি এই সর্বোত্তম স্তব পাঠ বা শ্রবণ
করে। সে ব্যক্তি রুদ্র প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রের অনুচর
হইয়া থাকে। ১১১—১১৮।

যশভিত্তিম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

ধনিন্দ্রা বলিলেন;—পুরাকালে অটামৌলি ভগ-
বান্ ভগনেন্দ্রিয় হয় পাকশাসন পরাক্রমী জলন্ধরকে
কিপ্রকারে হনন করেন? হে হুত্রত রোমহর্ষণ!
তাহা বলিয়া আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা নিরুত্তি করুন।
হুত বলিলেন;—সাক্ষাৎ যমসদৃশ তপস্তায় লব্ধ
বিক্রম প্রবলপরাক্রান্ত জলমণ্ডসম্ভব জলন্ধর নামে
এক অহুর ছিল, সেই অহুর কর্তৃক দেব, দানব,
বক্ষ, রাক্ষস, পয়গ, ঐদিক কি ভগবান্ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত
সময়ে পরাজিত হইয়াছিলেন। সে অহুর এইরূপে
সকল ব্রহ্মাদি দেবগণকে পরাজয় করিয়া দেব-
দেবেশ্বর বিধবয় বিধুর সর্ষীপে গমন করিল। পরে
তাহারো উভয়ের অবিভ্রান্ত দিবারাত্র ব্যাপিরা নিরত
বুদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে বুদ্ধ করিতে করিতে
বিহুও তাহার নিকটে পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন।
এইরূপ বিহুকে পর্য্যন্ত জয় করিয়া সেই হুত
রূপপণ্ডিত জলন্ধর দ্বারা পিনাকীর জয়বাসনায় বীর
অনুচর দৈত্যগণকে বলিলেন : হে দৈত্যগণ !

আমি সংগ্রামে সকলকেই পরাজয় করিলাম,
একদেবে কেবলমাত্র শঙ্কর অবশিষ্ট আছে। এস,
তাহাকে নন্দী ও প্রমথগণের সহিত পরাজয় করিয়া
তোমাদিগকে শিবত্ব, ব্রহ্মত্ব, বিহুত্ব, ইত্যন্ত প্রভৃতি
দেবত্ব দান করিব। জলন্ধরের সেই বাক্যশ্রবণে
পাণিষ্ট দানবাধমেরা যেন মৃত্যুদর্শনে তৎপর হইয়াই
উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিয়া উঠিল। সেই ভীম-
পরাক্রম জলন্ধর স্বয়ং যুদ্ধবাসনায় সমস্ত হইয়া সেই
সকল দৈত্য ও অস্ত্রাস্ত্র দৈত্যগণের সহিত শিবের
অভিমুখে যাত্রা করিল। ভগবান্ প্রমথগণবেষ্টিত
নন্দাসমভিব্যাহারী মহেশ্বরও হুমেরু-শৃঙ্গের স্তায়
সেই দৈত্যোক্তকে দেখিয়া এবং তাহার অস্ত্র কর্তৃক
অবধ্যত্ব শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার বাক্য রক্ষা করিবার
নিমিত্ত হস্ত করিয়া বলিলেন, হে অহুরেশ্বর!
সম্প্রতি এরূপে তোমার কি প্রয়োজন? কেন বুধা
সংগ্রামে বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত
হইতে উদযুক্ত হইতেছে? মহাবল জলন্ধরও পিনা-
কীর শ্রোত্রবিদ্যারক বাক্যশ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া
বলিতে লাগিল, হে মহাবাহো বৃষধ্বজ! হে দেবদেব!
আর বুধা বাক্য ব্যয় নিস্প্রয়োজন। চন্দ্রকিরণ-
সম্মিত তীক্ষ্ণ শস্ত্রে যুদ্ধ করিবার নিমিত্তই এখানে
আগমন করিয়াছি। ভগবান্ শূলী অহুরের এতাদৃশ
বাক্য শ্রবণ করিয়া অবলীলায় চরণাস্পৃষ্ট দ্বারা মহা-
সমুদ্রে ভীষণ হৃদশনিচক্র উৎপন্ন করিলেন। ত্রিপুরারি
সমুদ্রে এইরূপে নিশিত চক্র উৎপাদন করিয়া
পাশে এই চক্রে ত্রিজগৎ ও দেবগণ নিহত হয়, ইহা
বিবেচনা করিয়া চক্রে সেই সমুদ্রেই স্থাপন করত
হাসিতে হাসিতে সেই অহুরকে বলিলেন। ১—১৭।
হে অহুরেন্দ্র জলন্ধর! যদি চরণাস্পৃষ্ট দ্বারা মহা-
সমুদ্রে নিশ্চিত চক্রে উত্তোলন করিতে সক্ষম
হও, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও,
অস্ত্রাধা নহে। সেই দৈত্যপণ্ডিত পিনাকীর তাদৃশ
বাক্য শ্রবণে ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া, নেত্রাব-
লোকনে ত্রিজগৎকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল, পরে
তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিল,—হে শঙ্কর! গরুড়
যেমন নির্ঝিষ ডুগুত (ঢোড়) সর্পকে অবলীলায় বিনাশ
করে, আজ আমিও সেরূপ গদাঘাতে তোমাকে
নন্দীকে ও সকল দেবগণের সহিত এই ত্রিলোককে
পর্য্যন্ত সংহার করিব। হে মহেশ্বর! আমি এই
সবাসব হাবর-জঙ্ঘম সকলকে নিহত করিতে সক্ষম।
এ ত্রিভুবনে এতদূর কে আছে, যে আমার বাণেরও
অভিহুত হইয়া পিনাকীর হস্তে নিহত হইয়া

তপস্যায় পরাজিত করিয়াছি। পরে যৌবনে ব্রহ্মকে ও সকল দেবগণের সহিত মূনিগণকেও পরাজিত করি। মনে করিলে এই সচরাচর ত্রিলোক কলকাল-মধ্যেই দখল করিতে পারি। হে রুদ্র! তুমি কি তপস্যায় ভগবান্ বিদ্বকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছ? সপেরা বৈরাগ্য গরুড়ের গন্ধও সহিতে অক্ষম, সেইরূপ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আমার গন্ধও সহ্য করিতে পারে না। হে গণেশ্বর! আমি বাহসকল স্বর্গে মর্ত্যে কিছু না পাইয়া অবশেষে রণকুণ্ড-অপনোদনের নিমিত্ত সমস্ত পর্বতে বর্ষণ করিয়াছিলাম, ঐ বর্ষণে মন্দর, ত্রীমান, নীল, সুশোভন সূর্যের প্রভৃতি গিরিবর পতিত হয়। কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বারা হিমালয়ে গঙ্গা রোধ করি। আমার পত্নীর ভৃত্য-গণেরা পর্য্যন্ত দেবগণের বজ্র রোধ করিয়াছে। আমি স্বহস্তে বড়বানলের মুখ ভগ্ন করিয়াছি; সেই সময় এই ভূমণ্ডল কেবল জলময় হইয়া যায় এবং আমিই ঐরাবতাদি সিংগজগণকে সিদ্ধ-জলোপরি নিক্ষেপ কর। আমিই ভগবান্ ইন্দ্রকে রথের সহিত শত-যোজন অন্তরে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমা কর্তৃক গরুড়ও বিষ্ণুর সহিত নাগপাশে বদ্ধ হন। উর্বরী প্রভৃতি অসুরকে কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ইন্দ্র আমার নিকট হইতে প্রণামপূরঃসর কত সন্তান-বিনয়ে অতিকষ্টে শটীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে উমাপতে! তুমি এহেন মহাবীর জলঙ্করকে কেন না অবগত আছ?। ১৮—৩১। হৃত কহিলেন;— জলঙ্করের এই প্রকার গর্কিতব্যাক্য শ্রবণে মহাদেব যখন রুষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার নয়নের প্রান্ত হইতে অশ্রুগণা বহির্গত হইয়া সেই অশ্রুরে রথ বদ্ধ করিয়া ফেলিল। ত্রিপুর-রিপুর নিরীক্ষণে দৈত্যেন্দ্র-গণ অতুলবল অশ্ব ও গজের সহিত বদ্ধ হইয়া গেল। তখন জলঙ্কর বলিল, হে মহেশ্বর! সংগ্রামে আমার দৈত্যগণের কি প্রয়োজন। যেহেতু আমি একাকীই কালমধ্যে সকলকে হনন করিতে পারি। হে শিব! যদি তোমার ভয় না থাকে তাহা হইলে রোধ হয়, বুদ্ধ করিতে অশিষ ইচ্ছা থাকিলে, ইহা নিঃসন্দেহ। হে বক্ষত্রো মনসার! অতএব গণ-পতিগণের নদীর ও দেবগণের আমার বীর্যগণের সহিত বুদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি তোমার বল থাকে, প্রবেশ করিতে এখানে সম্মতি হইয়া অগ্র-সর হও। কৈত্যাগতি এতাদৃশ ব্যাক্য বলিয়া ক্রোধে উদ্ভূত হওয়াতে তখন রুদ্র বজ্রাঘবৎকারে আর

স্বরণ করিল না এবং মরণকাল উপস্থিত বলিয়া তৎক্ষণাৎ কিঙ্কিমাভ্রো তাহার মন চঞ্চল হইল না। পরে সেই হৃকিনীত অশ্রু হস্তের দ্বারা শব্দ করত আশঙ্কান করিয়া পিনাকীর সহায়-বাসনার, সেই হৃদয়ন চক্র উত্তোলনে প্রবৃত্ত হইল; সেই হৃদয়ন হৃকিনীত আসন-মৃত্যু জলঙ্কর অতি কষ্ট করিয়া বাহ্যল ধাক্কাতে যেমন চক্র উত্তোলন করিয়া স্বর্গে স্থাপন করিল, তৎক্ষণাৎ তাহার কপেবর সেই চক্রে ঝিঙ হইয়া গেল। যেমন বজ্রাঘাতে শিখা বিভিন্ন হইয়া পর্বতভাজেরা ভূমিতে পতিত হয়, অপর আর একটা অগ্নিবিদ্যুৎ নৈঃস্রোত জলঙ্করও চক্রধৃত হইয়া সেই প্রকার ভূমিতে পতিত হইল। কলকালমধ্যেই তাহার সেই রৌদ্র রক্তে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন রুদ্রের শাসনে সেই অখিল রক্ত ও মাংস মহাতরুর নরকে গমন করিয়া রক্তকুণ্ড হইল। জলঙ্করকে নিহত দেখিয়া দেব গর্কর পারিষদেরা মহান্ হর্ষহৃৎক সিংহনাথ করিয়া সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। যে এই জলঙ্কর-বিমর্দিন উপাখ্যান পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, অথবা কাহাকে শোনায়, সে ব্যক্তি গাণপত্য লাভ করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ৩২—৪৩।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

অগ্নি বলিলেন,—হে ভূত! দেব বিদ্ব দেবদেব মহেশ্বরসকাশে কি প্রকারে হৃদয়ন চক্রলাভ করিলেন তাহা কীর্তন করিয়া আমাদিগের তথিষয়ে সন্দেহ তঞ্জন করন। হৃত বলিলেন, পূর্বে দেব ও অশুরেন্দ্র-গণের সকল ভূতেরা বিশাখজনক হৃদাঙ্কণ সংগ্রাম হয়। দেবগণ সেই সংগ্রামে বাণবৃষ্টি ও শক্তি, মূল এবং কুন্ত-নামক অস্ত্রে কতবিকত হওয়াতে ভয়বিহীন হইয়া ক্ষুণ্ণভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরাজিত দেবতারা এইরূপে পলায়িত হইয়া দেবসে-বর হরিমন্দিরে আশ্রয় করিয়া শোকাবলুপ্তিতে রুম্বায় করিলেন। সুশোভন হরি প্রপদ দেবগণকে বিকলিত দেখিয়া বলিলেন,—বৎস! সুরাশ্রিত! ভোম্মাধিক কেন এইরূপ বিরহমুগ্ধ দেখিতেছ? ভোম্মাধিক গরুর ভূষণ নাই ও স্বান্দিক সজ্জা ক্রেশ দিতেছে। ইহার কারণ বলিয়া আমাকে নিরর্থক কর। ক্রোধ হৃদয়বাহার দেবগণ প্রাণত্যাগের পর তাহাকে ষাণ্ডক ঘটনা নিবেদন করিলেন:—হে

ভগবৎ জনার্দন! হে শরণাগতবৎসল জিহে! এই দেবীশ্য, দানবগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া আপনায় শরণাপন্ন হইরাছে, ইহাদিগকে অভয়দানে বীর “শরণাগতবৎসল” এই নামের সার্থকতা প্রকাশ করুন। হে শ্রেয়সেশ। হে পুরুষোত্তম! আপনিই আমাদের গতি, আপনিই পরমাশ্রয়, আপনি আমাদের বলিয়া কি, জগতের পর্যন্ত পিতা, আপনিই হর্তা, আপনিই কর্তা, আপনিই দাতা, আপনিই ভোক্তা ও আপনিই জনার্দন, অতএব হে দানবার্দন! আপনিই হৃদয় দানবগণকে বিনাশ করিতে যোগ্য হইতেছেন। ১—১০। হে রাজীবলোচন! সকল দৈত্যগণ আপনার সকাশে বরলাভ করিয়া হৃদয় ভীষণ রোদান্ত, যাম্যান্ত এবং কোবেয়, সৌম্য, নৈষ্যত্য, বারুণ, বায়ব্য, আগ্নেয়, ঐশান, পার্জন্ত, সৌর, রৌদ্র, কম্পন, ও জুস্তগান্ত্রে অধিক কি বৈক্যবান্ত ব্রহ্মান্ত্রে পর্যন্ত অবধ্য হইরাছে। হে জগদগুরো! আপনার যে স্ত্রীমণ্ডল সন্তৃত চক্র ছিল, দ্বীচিমূর্নির প্রতি ক্ষেপ করাতে তিনি তাহা কুটিগত করিয়া দিয়াছেন। আপনার প্রসাদে দৈত্যগণ নগ্ন, শাল্ব প্রভৃতি ভবদীয় অস্ত্র লাভ করিয়াছে, অতএব এক্ষণে এমন কোনও উপায় দেখি না যে, তাহা দ্বারা ঐ দুষ্টগণ বিনষ্ট হয়, তবে পূর্বে জলকরাহরের বিনাশের নিমিত্ত ত্রিপুরারি হুতীকৃত ভীষণ হৃদয়ন নামে চক্র নির্মাণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা দ্বারা ঐ দুষ্টকে হনন করিতে আপনি সমর্থ। তদ্ব্যতীত অস্ত্র আর উপায় নিরাক্রান্ত হইতেছে না, অতএব হে রিপুহনন! সেই অস্ত্রেই অসুরগণকে নিধন করিতে হইতেছে, অস্ত্র শত শত অস্ত্রেও তাহার বিনাশ হইবে না। বারিজেক্ষণ চক্রধারী হরি সেই ব্রহ্মাদিদেবগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন। ত্রীবিধু বলিলেন, হে দেবগণ! এস, সকল দেবগণের সহিত মহাদেবের সঙ্গীপে গমন করিয়া এখনই দেবগণের অভিলষিত সাধন করিব। হে অমরনিবহ। ত্রিপুরারি জলকর-নিধনের নিমিত্ত যে চক্র নির্মাণ করিয়াছেন, এখনই তাহা লাভ করিয়া সেই মহান্ত্রে মহাসুরগণকে ছয় হাজার শত সংখ্যক গুরু প্রভৃতি অসুরগণকে সবাক্ষেব নিধন করিয়া ভোমাদিগকে পরিত্রাণ করিব। হুত বলিলেন,— তৎপরাধ বিষ্টরজ্জ্ব দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহেশ্বরকে শ্রবণ করত সেই শব্দের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জনার্দন-বখাধি বিশ্বকর্মানির্ভর জেয়-পূর্বভসকাশ লিঙ্গ-স্থাপন করিয়া বসিষ্ঠাধ্য সন্ধ্যায়

ও রুদ্রহস্ত দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিলেন। আর সেই আলাকার মনোহর লিঙ্গ-মূর্ত্তি রুদ্রকে স্তব ও অগ্নিতে পূজা করিয়া প্রণবাদি-নমোহস্ত ভবাদি সহস্র নাম পাঠ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং ঐ পিনাকীর শিবনাম প্রণবাদি নমোহস্ত করিয়া, তাঁহার পূজা করিলেন। আর ঐ শিবকে ভবাদি সহস্র নামের প্রতিনাম প্রণবাদি নমোহস্ত করিয়া পদ দ্বারা পূজা করিলেন ও ঐ সহস্র নামের প্রতিনাম প্রণবাদি-বাহান্ত উচ্চারণ করিয়া সমিধাদি দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি দশ হাজার হোম করিলেন, পরে আবার প্রণবাদিনমোহস্ত করিয়া সেই ভবাদি সহস্র নামে ভবভূতির স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্রীবিধু বলিলেন, হে প্রভো! আপনি ভব, শিব, হর, রুদ্র, পুরুষ, পরলোচন, অখিত্য, সদাচার, সর্ব, শত্ৰু, মহেশ্বর, ঈশ্বর, স্বাপু, ঈশান, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, বরীমান, বরদ, বন্দ্য, শঙ্কর, পরমেশ্বর, গঙ্গাধর, শূলধর, পরার্থেকপ্রয়োজন, সর্বজ্ঞ, সর্বদেবাদি, গিরিধর, জটধর, চন্দ্রাপীড়, চন্দ্রমৌলি, বিশ্বান, বিশ্বামরেশ্বর, বেদান্তদায়সর্গস্ব, কপালী, নীল-লোহিত, জ্ঞানাদার, অপরিচ্ছদ্য, গৌরী-ভর্তা, গণেশ্বর, অষ্টমূর্ত্তি, বিশ্বমূর্ত্তি, ত্রিবর্গ, স্বর্গদান, জ্ঞান-গম্য, দৃঢ়প্রজ, দেবদেব, ত্রিলোচন, বামনেব, মহাদেব, পাত্ত, পরিচূড়, বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বাগীশ, ভক্তি, অন্তর, সর্বপ্রণয়নস্বামী, বৃষাক্ষ, বৃষাবান, ঈশ, পিনাকী, খট্টাঙ্গ, চিত্রবেশ, চিরভন, তমোহর, মহাবাহী, ব্রহ্মা-সহস্র, জটী, কাল-কাল, কুন্ডিলাস, হৃদয়, প্রণবাস্তক, উদ্যতবেশ, চন্দ্রা, দুর্ভাসা, স্মরণশাসন, দৃঢ়ায়ুধ, পরমোষ্টিপরায়ণ, অনাদি-মণ্ডনিনধন, গিরীশ, গিরিবাক্ষ, কুবের-বহু, ত্রীকর্ষ, লোকবর্গোত্তমোত্তম, সামান্ত, ধেব, কোদণ্ডী, নীলকর্ষ, পরশ্বরী, বিশা-লাক্ষ, হৃগব্যাধ, হুরেশ স্ত্রীভাগ্যন, ধর্মকর্ষাক্ষম, ক্ষেত্র ভগবান, ভগনৈত্রিভূ, উগ্র, পশুপতি, তাক্ষ, প্রিয়ভক্ত, প্রিয়হর, দাভোদয়াক্ষ, দক্ষ, কপদী, কামশাসন, শাশানিলয় স্বয়ং, শাশানন, মহেশ্বর, লোককর্তা, ভূতপতি, মহাকর্তা, মহোম্বী, উক্ত ও গোপতি এবং গোপ্তা নাম ধারণ করেন। ১০০। আর পণ্ডিতেরা আপনাকেই জ্ঞানগম্য, পুরাতন, নীত, সুনীত, শুদ্ধাশ্রয়, সৌম্য সৌমরত, সুবী, সৌম্য, অমৃতপ, সৌম, মহানীতি, মহামতি, অজাতকর্ত, আলোক, সত্যাক্ষ, স্ব্যবাহন, লোককর, বেদকর, হৃদয়াক্ষ, সনাতন, মহাবি কপিলচাধ্য, বিশ্বদীপ্ত, ত্রিলোচন, শিল্পকপাণি ভূদেব, বহির্ভ, সদা যতি-

কং, ত্রিধামা, সৌভাগ, সৰ্বসৰ্বজ্ঞ, সৰ্বপোচর
ব্রহ্মকৃৎ বিশ্বকৃৎ সৰ্গ, কৰ্ণিকার, প্রিয়, কবি, শাখ-
বিশাখ, গোশাখ, শিব, নৈক, ক্রতু, গঙ্গা-প্রবোধক,
ভব, সকল, সুপতিস্থির, বিজিতাশ্বা, বিবেকান্দ্রা
ভূতবাহন-সারথি, সৰ্গ, পৰ্ণকার্য, সুকীৰ্ত্তি, ছিন্নসংশয়,
কামদেব, কামপাল, ভয়োদুগিত-বিগ্রহ, ভয়গ্রিয়,
ভয়শারী, কামী, কান্ত, কৃতাগম, সমাযুক্ত, নিবৃত্তাশ্বা,
ধৰ্ম্মযুক্ত, সদাশিব, চতুৰ্থ, চতুর্বিহ, দুরাবাস,
হুয়াসান, দুর্গম, হুর্গত, দুর্গ, সৰ্গ, সৰ্বস্বয়ংবিশারদ,
অধ্যাত্মযোগ-নিলয়, সুতত্ত্ব, তত্ত্ববর্দন, শুভাঙ্গ, লোক-
সাগর, অমৃতশান, ভয়-শুদ্ধিকর, মেরু, ওজস্বী, শুদ্ধ-
বিগ্রহ, হিরণ্যরেতা, ভরণি মরীচি, মহিমালয়,
মহারূপ, মহাগর্ভ, সিদ্ধবন্দারবলিত, ব্যাচরম্বধর, ব্যালী,
মহাভূত, মহানিধি, অমৃতাক্ষ, অমৃতবপুঃ, পঞ্চজ্ঞ,
প্রভঞ্জন, পঞ্চবংশিত তরুজ, পারিজাত পরাবর, স্থলভ,
সুত্রত, শুর, বাটময়নিধি ও নিধি এবং বর্ণাশ্রম-গুরু,
এই সকল নামে কীর্তন করেন, আপনাকে অসংখ্য
নমস্কার করি। ২০০। যিনি বর্ণী, শত্রুজিৎ, শত্রু-
তাপন, অশ্রম, ক্ষপণ, ক্ষাম, জ্ঞানবান, অচলাচল,
প্রমাণভূত, হৃদয়, সুপর্ণ, বায়ুবাহন, ধনুর্ধর, ধনুর্বেদ,
গুণরাশি, গুণাকর, অনন্তদৃষ্টি, আনন্দ, দণ্ড, দয়ামিতা,
দম, অভিবাদ্য, মহাচার্য্য, বিশ্বকর্ম্মা, বিশারদ, বাত্সাগ,
বিনীতাস্বা, তপস্বী, ভূতভাবন, উগ্রভবেশ, প্রচ্ছন্ন,
জিতকাম, অজিতপ্রিয়, কল্যাণ, প্রকৃতি, কল্প,
সর্বলোক প্রোক্ষাপতি, তপবিতারক, ধীমান, প্রধান
প্রভু, অব্যয়, লোকপাল, অন্তর্হিতাস্বা, কল্পাদি,
কমলেক্ষণ, বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, নিয়ম, নিয়মকুশল
প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে ও যিনি চন্দ্র, সূর্য্য,
শনি, কেতু এবং ষাঁহার বিরাম, বিজুহুবি, তত্ত্বিগম্য
পরব্রহ্ম সুপবাপার্ণব, জনক, অত্রিরাজ্যায়, কান্ত,
পরমাত্মা, জগৎগুরু, সর্বকর্ম্মাচল, ডুই, মঙ্গলা, মঙ্গলা-
বৃত্ত, মহাতপাঃ, ধীর্ঘতপাঃ, স্থবর্ত্ত, স্থবির, প্রব,
অহঃ, সংবৎসর, ব্যাপ্তি, প্রমাণ, তপঃ, সংবৎসরকর, মন্ত্র,
প্রত্যয়, সর্বকর্ম্মন, অজ, সর্বকর্ম্মর, স্রিয়, মহারেতা,
মহা, বোণী, বোণ্য, মহারেতা, সিদ্ধ, সর্বাদি,
আদি, * বহু, বহুমুখাঃ সত্য সর্বপাপহর, হর,
অমৃতশাশ্বত, শান্ত, বান্ধব, প্রতাপবান, কমণ্ডলুধর,
ধর্ম্মী, বেদাধি, বেদবিৎ, মুনি, ভাস্কর, ভোজন, ভোক্তা,
লোকলোভা, দুরাখ্য ও অতীন্দ্রিয় হে দেব। সেই
আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতায় নমস্কার করি। ৩০০।

* অর্থাৎ যিনি জ্ঞানরূপ অধি দান করেন।

শাস্ত্রবিশারদেয়া ষাঁহাকে মহাশয়, সর্ববাস, চতুপথ,
কালবোণী, মহানাদ, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাবুদ্ধি,
মহাবীৰ্য্য, ভূতাত্মারী, পুরন্দর, নিশাচর, প্রেতচারী,
মহাশক্তি, মহাহ্রুতি, অনির্দেশ্যবপুঃ, ত্রীমান, সর্ব-
দার্য্যমিত্তি, বহুপ্রভ, বহুময়, নিম্নতাস্বা, তবোত্তর,
ওজস্তেজোদ্রাভিকর, নর্তক, সর্বকামক, নৃত্যপ্রিয়,
নৃত্যমুতা, প্রকাশ্য-প্রতাপ, বুদ্ধপট্টাকর, মন্ত্র, সম্মান,
সারসংগ্রহ, যুগাদিকং, যুগাবর্ত্ত, গভীর, সুবাহন, ইষ্ট,
বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ঠ, শরভ, শরভধনুয়, অপাণ্ডিনিধি অধিষ্ঠান-
বিজয়, জয়কালবিং, প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণজ্ঞ, হিরণ্যকবচ,
হরি, বিরোচন, হরগণ, বিদ্যেশ, বিব্রাহ্ময়, বালরূপ,
বলোদ্ভাষী, বিবর্ত্ত, গহনগুরু, করণ, কারণ, কর্তা,
সর্ববন্ধবিমোচন, বিশ্বন্তম, বাতভয়, বিশ্বভর্তা,
নিশাকর, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, স্থানদ, জগদাদি,
দ্রুত, ললিত, বিশ্ব, ভবান্ধাশ্বাসিত, বীরেশ্বর বীরভদ্র,
বীরহা, বীরহৃদ, বিরটি, বীরচূড়ামণি, বেতা, ত্রীত্নান্দ,
নদীধর, আজ্ঞাধার, ত্রিলী, শিপিবিষ্ট, শিবালয়,
বালখিল্য, মহাচাপ, তিখ্যাস্ত, নিধি, অব্যয়, অভিরাম,
হুশংগা, সুব্রহ্মণ্য, সুধাপতি, মন্বান, কৌশিক, গোমান্
বিশ্রাম, সর্বশাসন, ললাটাক, বিশ্বদেহ, সার, সংসার-
চক্রভূত, অমোঘদণ্ডী, মধ্যস্থ, হিরণ্য, ব্রহ্মবর্চসী,
পরমার্থ, ১০০। পরময়, শাস্বর, ব্যাক্রক, অনল,
রুচি, বররুচি, বন্দ্য, অহম্পতি, অহর্পতি, রবি-
বিরোচ, স্বক, শাস্তা, বৈবস্বত, অজ্ঞন, যুক্তি,
উন্নতকীর্ত্তি শাস্ত্রাণ, পরাজয়, কৈলাসপতি, কামারি,
সবিতা, রবিলোচন, বিশ্বন্তম, বাতভয়, বিশ্বভর্তা, অনি-
বারিত, নিত্য, নিয়তকল্যাণ, পুণ্যপ্রবণকীর্তন,
দুঃপ্রবাঃ, বিশ্বসহ, ধোয়, দুঃস্বপ্ননাশন, উত্তারক,
হৃদ্বিত্তা, হৃদ্বর্ধ, দুঃসহ, অভয় অনাদি, ভূ, ভুলক্ষী,
কিরীটী, ত্রিদশাধিপ, বিশ্বগোপ্তা, বিশ্বভর্তা; হৃদীর
রচিত্রাজ্ঞ, জনন, জনজন্মাদি, প্রীতিমান, নীতি-
মান নয়, যিনিষ্ট, কান্তপ, তাহু, ভীম, ভীমপরাক্রম,
প্রব, গুণধাচার, মহাকার, মহামধুঃ, জগাধিপ,
মহাদেব, সকলগমপারগ, তত্ত্বাত্ত্ববিবেকাত্মা, বিভূত,
ভূতিভূষণ, ধ্বি, ব্রাহ্মবিন্দু, জিহ্ব, জয়মুক্তজয়ান্তিগি,
যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, বজ্রা, বজ্রভক্ত, অমোঘ বিক্রম, মহেন্দ্র,
হর্ভর, সেনী, বজ্রাজ্ঞ, বজ্রবাহন, পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তি,
বিশেষ, বিমলোদয়, আশ্বমেধি, অনাঘ্যস্ত, বড়কিশ,
সম্প্রদোহ, পায়ত্রীকভ, প্রাণ্ড, বিশ্বধ্বাস, প্রভাকর,
শিশু, গিরিরত্ন, সত্রাই হ্রস্বেণ, হৃদয়প্রহা, অমোঘ,
অদ্বিতমকন, যুদ্ধক, বিদগ্ধ, অরঃ, স্বয়ংকোটিঃ
অনুজ্যোতিঃ, আনুজ্যোতিঃ, অচঞ্চল, কপিল,

কপিলশাখা, শান্ত্রেন্দ্র, ত্রয়োমুখ, জ্ঞানরূপ ও মহাজ্ঞানী, এই সকল নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার কোটি কোটি নমস্কার। ৫০০।
এবং বাহার নিরুৎপত্তি উপপন্ন, ভগ্ন, বিশ্বমান আদিত্য, যোগাচার্য, বৃহস্পতি, উদারকীর্তি, উদ্যোগী, সদোগী, সদলময়, নক্ষত্রমালী নরাকেশ, সাধিষ্ঠান, বড়াভয়, পবিত্রপাণি, পাপারি, মনিপুর, মনোগতি, হংপুওরীকাসীন, শুক্ল, শান্তব্রহ্মকপি, বিষ্ণু, গ্রহপতি, কৃষ্ণ, সমর্থ, অর্থনাশন, অর্থশাস্ত্র, অক্ষয় পুরুষত পুরুষত, ব্রহ্মগর্ভ, বৃহদগর্ভ, ধর্মধেয়, ধন্যগম, জগদহিতৈষী হুপত, কুমার, কুশলাগম, হিরণ্যবর্ণ, জ্যোতিষ্মান, নানাতত্ত্বদর, ধ্বনি, অরোগ নিয়মাত্মক বিশ্বামিত্র, দ্বিজোত্তম, বৃহজ্যোতি, সুধামা, মহাজ্যোতি, অহস্তম, মাতামহ, মাতরিশা, নভবান ও নাগহারস্বক প্রভৃতি নাম কীর্তন হয় ও যিনি পুলস্ত্য, পুলহ, অগস্ত্য, জাতক্য, পরাশর, নিরাবরণ, ধর্মজ্ঞ, বিরিক, বিষ্ণুর-প্রমা, আশ্বত্থ, অনিরুদ্ধ, অত্রিজনমূর্তি, মহাযশা, লোকচূড়ামণি বীর, চণ্ডসত্য পরাক্রম, ব্যালকল্প, মহারুদ্ধ, কন্যধর, অলকরিয়, অচল, রোচিষ্ণু, বিক্রমোত্তম, আশুশকপতি, বেলী, প্রবন, শিখিমারথি, অসংহত, অতিথি, শত্রুপ্রযাধী, পাগনাশন, বহুপ্রবাহ, কবাবাহ, প্রতপ্ত, বিশ্বভোজন, জর্ঘা, জরাধিশমন, লোহিত, তনুপাং, পৃথল, নভঃ যোনি, সুপ্রতীক, তমিপ্রহা, নিদ্রাবতপন, মেঘপক্ষ, পরপূরজয়, মুখানিল, হুনিম্পন্ন সুরতি, (৬০০) শিরিশাস্ত্রক, বসন্ত, মাধব, গ্রীষ্ম, নভস্ত, বীজবাহন, অস্মিরা, মুনি, আত্রেয়, বিমল, বিশ্বকলন, পাবন, পুরুজিৎ, শত্রু, ত্রিবিদ্য, নরবাহন, মনোবুদ্ধি, অহংকার, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রপালক, ভেজোনিধি, জ্ঞাননিধি, বিপাক, বিদ্যাকায়ক, অধর, অমৃতর, জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, নিঃশ্রেয়সালয়, শৈল, নগ, ভল্ল, দেহ, দানবারি, অরিন্দম, চারুধী, জনক, চারুবিশল্য, লোকশল্যকৃৎ চতুর্বেদ, চতুর্ভাব, চতুর, চতুরপ্রিয়, আদ্য, সমাদ্য, তীর্থদেবশিবালয়, বহুরূপ, মহারূপ, সর্বরূপ, চরাচর, জ্ঞাননির্বাহক, জ্ঞায়, জ্ঞায়ন্য, নিরঞ্জন, সহশ্রমূর্তী, দেবেশ, সর্বশাস্ত্রপ্রভঞ্জন, যুগ, বিরূপ, বিরূত, কণ্ঠী, গুণোত্তম, পিজলাক্ষ, হর্যাক, নীলগ্রীব, নিরাময়, সহস্রবাহু, সর্বেশ, শরণ্য, সর্বলোকভূৎ, পদ্মাসন, পরমজ্যোতিঃ, পদ্মাবর, পরমকল, পদ্মগর্ভ, বিধগর্ভ, বিক্রম, পরামরুজ, বীজেশ, হুম্বহুমহাসন, দেবাহুম-জ্ঞানেশ, দেবাহুম-সমস্ত, দেবাহুম-মহামাত্র, দেবানি-দেব, দেববি-দেবাহুমবরপ্রদ, দেবাহুমবর, বিদ্য, দেবাহুম-মহেশ্বর, সর্বদেবদয়, অচিন্ত্য, দেবজ্ঞান

আশ্বনভব, জৈজ, অনীশ, দেবসিংহ, দিবাকর, বিবুধাগ্রবরপ্রভে, সর্বদেবোত্তমোত্তম, শিবজ্ঞানভূত, ত্রীমান শিখি-তীপর্বতপ্রিয়, জয়ন্ত, (৭০০) বিশিষ্ট, নরসিংহ-নিপাতন, ব্রহ্মচারী, লোকচরী, ধর্মচারী, ধর্মধিপ, নন্দী, নন্দীধর, নর, নরভূতবর, শুচি, লিঙ্গাধ্যক্ষ, হুনাধ্যক্ষ, যুগাধ্যক্ষ, যুগাবধ, স্ববশ, সবংশ, স্বগধর, স্বরময়ধন, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্তা, ধনকৃৎ, ধর্মবর্দ্ধন, দত্ত, অদন্ত, মহাদত্ত, সর্বভূতাহেশ্বর, শাশান-নিলয়, তিষ্য, সেতু, অপ্রতিমাকৃতি, লোকোত্তর, ফুটালোক, ত্রাশ্বক, অন্ধকারি, মথেশ্বরী, বিষ্ণুকল্প-পাতন, বীতদোষ, অক্ষয়গুণ, দক্ষারি, পুণ্ডরীক, ধর্মজিৎ, ধর্মপুত্র, সফল, নিষ্ফল, অনব, আধার, সকলাধার, পাণ্ডুরাত, মৃদ, নট, পূর্ণ, পূরয়িতা, পুষ্য, সুকুমার, হুলোচন, সামগেয়, প্রিয়কর, পুণ্যকীর্তি, অনাময়, মনোজব, তীর্থবর, জটিল, জীবিতেশ্বর, জীবিতাত্তর, নিতা, বহুরোতা, বহুকিয়, সদগতি, সংকৃতি, সত্ত, কালকণ্ঠ, কলাধর, মানী, মাজ, মহাকাল, সত্ত্বিত, সত্যপরাধ, চন্দ্রসজীবন, শান্তা, লোকগুহ, অমরাধিপ, লোকবন্ধ, লোকনাথ, কৃতজ্ঞকৃতিভূষণ, অনপাধ্যক্ষ, কান্ত, সর্বশাস্ত্র-ভূতাবর, ভেজোময়-হুতিধর, লোকময়, অগ্রগী, অণু, শুচিমিত্র, প্রসন্নাত্মা, হুর্জয়, হুর্জিতকুম, জ্যোতিষ্ময়, নিরাকার, জগদ্রাথ, জলেশ্বর, ভূববীণী, মহাকার, (৮০০) বিশোক, শোকনাশন, ত্রিলোকাত্মা, ত্রিলোকেশ, শুদ্ধ, শুদ্ধি, রথাক্ষ, অব্যক্তলক্ষণ, অব্যক্ত, বিশাম্পতি, বরশীল, বরভুল, মান, মানধনময়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রজাপালক, হংস, হংসগতি, যম, বেধা, ধাতা, বিধাতা, অস্তা, হর্ষা, চতুর্গুহ, কৈলাসশিখরবাসী, সর্ববাসী, সত্যংগতি, হিরণ্যগর্ভ, হরিশ, পুরুষ, পূর্বজপিতা, ভূতালয়, ভূতপতি, ভূতিদ, ভূবনেশ্বর, সংযোগী, যোগবিন্দ্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মপুত্রপ্রিয়, দেবপ্রিয়, দেবনাথ, দেবজ্ঞ, দেব-চিন্তক, বিদ্যাক, কলাধ্যক্ষ, ব্রহ্মা, কুবর্দ্ধন, নিরঞ্জন-নিরহকার, নিরোহ, নিরুপদ্রব, দর্পহা, দ্বিগতি, দৃপ্ত, সর্বভূপরিবর্তক, সপ্তজিহব, সহস্রাচিঃ, দ্বিঃ, প্রকৃতি-দক্ষিণ, ভূতভব্যভবনাথ, প্রভব, ভ্রাতৃমাশন, অর্ধ, অমর্ধ, মহাকোশ, পরকাত্যেকপণ্ডিত, নিকটক, কৃতজ্ঞ, নির্কাজ, ব্যুজমর্দন, ক্ষমবান, সাধিক, সত্যকীর্তি-সত্ত্বকৃত্যগম, অকলিঙ্গ, গুণপ্রাধী, নৈকাত্মা-সৈককর্মকৃৎ, হৃদীত, হুম্ব, হুম্ব, শূকর, দক্ষিণ, ক্ষমকর, হৃৎ, প্রকট, শ্রীতিবর্দ্ধন, অপরাধিত, সর্বকর, বিদ্য, সর্ববাহন, অহত, বহুত, সাধ্য, পূর্বমুখি, কশাধর, বরাহশূকর, বায়ু, বলবান, একনারক, জীতি-

প্রকাশ, (১০০) জ্ঞাতমান, একবহু, অনেকবহু, ত্রিকাল, নিরাস্ত, শান্তিভয়, সমস্ত, ভূশর, ভূভিক্ত, ভূতি, ভূপ, ভূতবাহন, অকার, ভক্তকর, কাল-জ্যোতি, কলাবপুঃ, সত্যভূত, মহাজাগী, নিষ্ঠাশাস্তিপারায়ণ, পরার্থস্বি, বরষ, বিবিস্তন, ক্রতিসাগর, অনিবি, গুণ-গ্রাহী, কলিকাক, কলকহা, স্বভাবরূপ, মধ্যস্থ, শত্রু, মধ্য-নাশক, শিখণ্ডী, কষ্টী, শূলী চণ্ডী, মৃত্তী কুণ্ডলী, মেঘলী কষ্টী, ঋগ্ণী, মায়ী, সংসার-সারথী, অমৃত্যু-সর্বদৃক্, সিংহ, তেজোরশি, মহামণি, অসংখ্যের, অপ্রমেয়ান্না, বীর্যমান, কার্যকোবিদ, বৈদ্য, বৈদ্যার্থবিদগোষ্ঠা, সর্বজ্ঞান, শ্রীশ্রী, স্বরূপ, হরার্থ, মধুর, প্রিয়বর্শন, সুবর্ণ, শরৎ, সর্ব, শরৎকলসভাংগতি, কালভক, কল-কষ্টি, কলকৃষ্ণভাসুকি, মহেশ্বর, মহীভর্তা, নিমলক, বিশৃঙ্খল, হুমনি, গুরণি, ধন, সিদ্ধি, সিদ্ধিলাভন, নিবৃত্ত, সংরূত, শিখ, ব্যাঘ্রের, মহাত্মা, একজ্যোতিঃ, নিরাক্ত, বর-নারায়ণ-প্রিয়, নির্লেপ, নিস্ত্রাণকায়া, নির্ব্যাঘ্রাশ্রয়, স্বভাববশিষ্ট, শোভা, ব্যাসমূর্তি, অলঙ্কৃত, সিরব্যাগশোভায়, বিদ্যারশি, অবিক্রম, প্রশান্তমুখি, অমৃত, সুদ্রা, দিত্যম্বর, মৈত্র্যপ্রদায়, ধাত্রীশ, শাক্য, শরীরপতি, পরমার্থ, গুরু-মুষ্টি, গুরু, আশ্রিতবৎসল, রস, রসজ্ঞ সর্বজ্ঞ, ও সর্ব সত্ত্বাব-লম্বন প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হয়, তাঁহার উদ্দেশে আমার অসংখ্য অনন্ত ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। বিষ্ণু এইরূপ সহস্রনাম স্তবে সেই ভূতভাবনের স্তব করিয়া দান করাইলেন এবং পরপুষ্পে পূজা করিলেন। হৈম্বর হরিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই সকল পুষ্প হইতে একটি পুষ্প গোপন করিলেন। তখন হরি একটি পুষ্প হারাইয়া বিস্মভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে স্বপ্নভাবে তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিয়া অর্থাৎ শিখই আমাকে ছলনা করিতেছেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া, স্বকীয় সর্বস্বাবলম্বন স্রেতে উৎপাটন করিয়া ভক্তি-পূর্বক সেই স্নেহকমলে অঙ্গদীপের পূজা করিলেন। ১১-১২। ভূতভাবন হর, হরির এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া আর শিষ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তত্রস্থ বহিঃসং-হইতে আকীর্ণ হইলেন;—তখন তাঁহার এজ্বর বোধ হইতে লাগিল, যেন কোটি হৃদয় একত্রে বিস্মিত হইয়াছেন, অশ্রু, অজিহাদাসমূহ অট্ট-মুগ্ধ-কণ্ঠে স্বীয় স্বাকার ধারণ করিতেছে, চকুদিকে প্রত্যেকটি বলিয়া পড়িতেছে, হস্তে শূল, চক্র, ধন, চক্র, পাশ ও একবস্ত্র বর ও অশ্ব হস্তে অস্ত্রদ্বয় তত্ত্বগণের অঙ্গবাস্ত্রপূরণ করিতে যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া সজাগ্রত, তাঁহার উদ্দেশেভাবে বীণিত

ভক্তরায়-আকারে বর ন, হৃদয়পাক্ত ভাঙ্গ, দেখিলেই এক অদৃষ্টপূর্ব ভক্তর দৃষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এতদন দিব্যাকার ভয়ভূষণ ভব-ভূতিকে অবলোকন করিয়া জনার্দন হর্ষে উল্লসিত হইয়া তখন এক অনির্বচনীয় অমৃতভূত আলম্বনর ভক্তিমতে উল্লসিত হইয়া নমস্কার করিলেন। ইত্যাদি দেবগণ সেই জিলোচনকে অবলোকন করিয়া ক্রতবেগে পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মলোক ও ত্রিভুবন চালিত হইল ও বহুক্ষরা কণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ তেজোরশ্মি শতবোজন প্রান্ত-পথন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিল, স্বর্গ, হস্তা, পাতালে হাংকার পড়িয়া গেল। তখন মহাশিব হরিকে কৃতজ্ঞলিপুটে অবহিত দেখিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন; হে জনার্দন! দেবকার্য-নিমিত্ত আপনার যে এসকল অমুষ্ঠান, তাহা এখন বিস্মিত হইলাম, আমি আপনাকে এখনই স্তবদর্শনচক্রে দান করিতেছি। আর আপনি এই যে ভয়রূপ দেখিলেন, উহা কেবল আপনার ভক্তিবুদ্ধি ও হিতের নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে জানিবেন; কারণ হে ত্রিবিক্রম! রথক্ষেত্রে শাস্ত-মুর্তি মাত্র দেবগণের হৃদয়েরই সাধন জানিবেন, আর শাস্তের অন্তঃ শাস্ত হইয়া থাকে, সুতরাং শাস্ত অন্তে কি প্রয়োজন? শাস্ত ব্যক্তির যদি তপস্বীর সহিত বিরোধ হয়, তবে সেস্থলে শাস্তিই অন্ত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি প্রহারযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ, তাহার শাস্তি কেবল অগ্নির বলবুদ্ধিকরী ও হীর বশের নাশিকা হইয়া থাকে। অতএব হে অরিন্দন! যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সকল দেবগণের সহিত এই ষোরূপই চিন্তা করুন, যথা অন্তে কি প্রয়োজন; যখন স্বকীয় জনের লোকল্যা না উপস্থিত হইবে, বা অতীত হইয়াছে দেখিবে, কিহা অকালে অশ্রু ও অনর্থ প্রবর্তিত হইতেছে দেখিবে, তখন সংগ্রামে ক্রমা অবলম্বন করিবে না। অগ্রেতা হর, এই প্রকার বলিয়া অমৃত হৃদয়সমূহ উজল স্তবদর্শনচক্রে এবং তাঁহার পরসম্মিত নয়নও দান করিলেন। সেই অবধিই জনার্দন কমল-লোভন বলিয়া কীর্তিত হন; চক্রে ও নয়ন দান করিয়া নীলমোহিত উত্তম ককমলে হরিকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন; হে বরজ্যেষ্ঠ! আমি বর দান করিতেছি, যাহা স্পষ্ট আছে, তাহা প্রার্থনা করুন; হে পুরু-ষোত্তম; আমি আপনার ভক্তি-পাশে বদ্ধ হইয়া জীবন-হইয়া পক্ষিহা। হরহ এইরূপ সর্বজনসম্মত ভক্তি তাহাকে প্রদান করিয়া বলিলেন, হে মহাশয়! আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না, কেবল আপনার

যেন ভক্তি অধিনশ্রী হয়, ইহাই আমার সর্বোচ্চ
বর। হে! প্রভো! যেহেতু আমার আর কোন
পীড়াদি নাই। দয়াময় ভূতভাষন, হরির এতাদৃশ বাক্য-
শ্রবণে অতিশয় আর্জ হইয়া তাঁহাকে শূন্য করিলেন
এবং অচলা শ্রদ্ধা দান করিয়া বলিলেন, হে! প্রভো!
আমার প্রসাদে আপনি আমাতে ভক্তিকর এবং
সকল হুরাহুরগণের কদনীয় ও পূজনীয় হইবেন,
ইহা নিঃসন্দেহ। আর যে সময় হুরেখরী দক্ষভঙ্গা
সতী আপন মাতা-পিতাকে নিশা করত অনাদর
করিয়া মেনকাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন, হে বিবেক।
আপনিও সে সময় স্বীয় ভগিনী গিরিধাজ-ভঙ্গা
উমাকে ব্রহ্মার মিরোগে আমাকে সন্তান করিবেন,
সেই অবধি আপনি আমার সম্বন্ধী ও অশেষ লোকের
মধ্যে সর্বপূজ্য হইবেন। আর সেই অবধি প্রসন্ন-
চিত্তে অল্পমতাবে আমাকে মিত্রের স্থায় অবলোকন
করিবেন। এই প্রকার বলিয়া ভগবান্ নীললোহিত
অন্তহিত হইলেন। ভগবান্ জনার্দনও সকল মুনি-
গণের সহিত মহাদেব ব্রহ্মার নিকটে প্রার্থনা করিলেন,
হে পরমেশ্বর! যে এই সংকট দ্বিবা স্তব নিরত পাঠ
করে, অথবা শ্রবণ করে, কিম্বা উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণ-
গণকে শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি প্রতিদানে স্বর্গদ্বারের
ফল প্রাপ্ত হয় এবং সহস্র অথমেধ যজ্ঞের ফলের
তুল্য ফল লাভ করিতে সক্ষম হয় ও যে ব্যক্তি ঐ সহস্র
নাম-মন্ত্রে স্থানী বা কলসস্থিত মৃত্যুদিতে মহাদেবকে
ভক্তিপূর্বক দান করাইবে সেও যেন যজ্ঞসহস্রের
ফললাভ করিয়া হুরপতিগণের পূজ্য হয় এবং রুদ্রের
প্রীতিভাজন হইতে সমর্থ হয়। ভগবান্ পরমেশ্বর
ও জনার্দন সাক্ষাৎ “ভগবান্” বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।
তাঁহার পর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জগদগুরু দেবদেবকে প্রণাম
করিয়া গমন করিলেন। অতএব নিম্পাপী অর্থাৎ
যাহারা পূজার অধিকারী, তাহারা ঐ সহস্রনামমন্ত্রে
দেবদেবের পূজা করিবে এবং ঐ সহস্রনাম মন্ত্র ধাপ
করিতে; তাহা হইলেই মোক্ষরূপ পরমগতি
লাভ করিয়া অসার আনন্দময় হইতে সমর্থ
হইবে। ১৩০—১১৫।

অষ্টমবর্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমবর্তিতম অধ্যায়।

করিয়া বলিলেন;—হে মহামতে সূত! আপনি
পূর্বের দেবীর উৎপত্তিহুচনা করিয়াছেন বলিয়া
আমাদের তাঁহার ব্রহ্মভাষন অতিশয় কৌতুক

জনিত। এক্ষণে তাঁহার বৃত্তান্ত ও সতীজন্মের ঘটনা
বিস্তাররূপে বর্ণনা করিয়া, আমাদের কৌতুক-
নিবারণ করুন। আর ঐ দেবীর মেনকাগর্ভে জন্ম,
দক্ষ-বজ্রাশন এবং সেই জন্মে বিষ্ণু তাঁহাকে কিল্বা-
ভাবে শিবকে দান করিয়াছিলেন, আর বিষ্ণু একাকারে
কল্যাণভাজন হন, এক্ষণে তাহা কীর্তন করিয়া
আমাদের শুশ্রূষা নিবারণ করুন। মুনিগণের এইরূপ
বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌরাণিকোত্তম সূত তাঁহাদিগকে
মহাদেবীর উৎপত্তি-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আরম্ভ
করিলেন। সূত বলিলেন;—হে ঋষিগণ! আপনারা
যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিবরণ প্রথমতঃ দত্তী সনৎ-
কুমার ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে শ্রবণ
করান; পরে সেই বৃত্তান্ত সনৎকুমার আবার ধীমান
ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করান। আমি আবার তাহা ঋষি-
গণের সাক্ষাৎ শ্রবণ করি। এক্ষণে আপনারা অনুরোধ
করিতে আপনাদিগের নিকট প্রথমতঃ ভবতবাসীকে
নমস্কার করিয়া কীর্তন করিতে প্রস্তুত হইলাম। সেই
ভগবান্ জগদ্ধাত্রী লিঙ্গরূপী মহাদেবের ত্রিবেদিকা-
ব্রহ্মা, অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃতিব্রহ্মা, লিঙ্গরূপী দেব
নিরত সেই ভগের সহিত বৃদ্ধ আছেন সেই উভয়
হইতেই এই জগতের সৃষ্টি হয়। ঐ লিঙ্গমূর্তি-শিব
জ্যোতির্ময় ও মায়াভিময়ের পারে নিরত বিদ্যমান।
ঐ লিঙ্গবেদীর সংযোগে অর্দ্ধ স্ত্রী-পুরুষ উৎপন্ন হন।
অর্দ্ধস্ত্রী-পুরুষ প্রথমতঃ দেব চতুর্ভূজ ব্রহ্মাকে উৎপাদন
করেন। পরে সেই জ্ঞানময় হয় সেই ব্রহ্মার জ্ঞান
সম্পাদন করিলেন। অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভু সেই জ্ঞাত
হিষ্ণুর ব্রহ্মাকে আলোকন করিলে, ব্রহ্মাও তাঁহাকে
অর্দ্ধনারীশ্বরভাবে অবস্থিত দেখিয়া অষ্টবাক্যে দ্বন্দ্ব
করিয়া প্রার্থনা করিলেন; হে বিবাহিক! আপনি স্ত্রী-
পুরুষ, এই দুইভাবে পৃথক্ করুন। ব্রহ্মার এইরূপ
প্রার্থনায়, সেই অর্দ্ধনারীশ্বর বামাস হইতে আপনায়
অনুরূপা পত্নীকে বিতক্ত করিয়া দিলেন। ঐ পরমা-
ত্মার প্রজ্ঞাই পুরাতনী পত্নী। আবার সেই প্রজ্ঞাই
বিষ্ণুর আজ্ঞায় দক্ষ-ভঙ্গা সতীরূপে উৎপন্ন হন। ফেরী
সেই সতীজন্মেও ঐ রুদ্রকেই পতিত্ব বরণ করেন।
আবার সেই সতীই কালক্রমে দক্ষের নিশা করিয়া
মেনকা-হৃদিতে হলেন। কালপ, দাক্ষদের পাণে অবত্যা,
চন্দ্রদণ্ড-দেবদেব উদ্যাপিতিক নিশা করিয়া বজ্র
করিতে প্রস্তুত হন। তবাসী, শিবকে অনাদর পূরণ
দক্ষের এইরূপ অহুষ্ঠান, ইহা জানিতে পারিয়া সনৎ-
কুমার গোপন্যমার্গে দেহ ত্যাগ করিয়া এক্ষণে হিষ্ণুসিঁরি
কর্তারূপে পূর্বভাগ গ্রহণ করেন। ভগবান্ শিব সতীর

এইরূপ দেহভাগ-বৃত্তান্ত শ্রবণে, সাত্ত্বিয় ক্রুদ্ধ হইয়া চাবলি দ্বীচি মুনির শাপদানে বিহ্বল যজ্ঞ দগ্ধ করিলেন। কোন সময় ঐ চাবলি মুনির পুত্র দ্বীচি ত্র্যম্বকের প্রসাদে সময়ে বিহ্বল জয় করিয়া, ঐ বিহ্বল সহিত লোকপালগণকে শাপপ্রদান করেন যে হে দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব হব্যের সহিত মায়ায় তাঁহার ক্রোধামিতে বিলম্ব হইবে। ১—২০।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

শতম অধ্যায়।

অধিরা কহিলেন,—হে লোমহর্ষণ! ভগবান্ পরমেশ্বর দ্বীচির শাপদানে বিহ্বল সহিত সকলকে জয় করিয়া ক্রুরে বস্ত্র ভজনা করিলেন। হৃত বলিলেন,—ঐবিপুল দক্ষবজ্র ভগবান্ রূপ যেসকল বিহ্ব প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বিস্তার করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবান্ পরমেশ্বরী দেবী সতীর হৃদয়বিরহে কাতর হইয়া বীরভদ্র নামে গণপতিকে দক্ষবজ্রে প্রেরণ করিলেন। সেই বীরভদ্র স্বীয় যোম হইতে গণপাতীগণকে স্বজন করিলেন। পরে সেই মহাপ্রতাপশালী বীরভদ্র সেই সকল গণপতির সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া রথারোহণে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সকল বিবিধ আয়ুধপাণি গণপতি ও বিরোধী বলিয়া অহুরগণ ও সর্কতোভদ্র বিমানারোহণে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। পরে সেই বীরভদ্র ভগবান্ পরমেশ্বরীকর্তৃক দক্ষবজ্র-দহনে প্রেরিত হইয়া সকল অতুচ্চের সহিত হিমালয়ের হুশোভন স্বর্ণবর্ষপুন্ড্রে গঙ্গাধার সমীপে বিখ্যাত রম্য কনকল নাম স্থানের, যেখানে দক্ষ যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেখানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় সকল লোকের ভয়ঙ্কর উৎপাত হইতে লাগিল। পর্বত সকল শিথিলসন্ধি হইল; বহুজরা কাঁপিতে লাগিলেন বার্ম্মর্গায়ান হইতে লাগিল; সমুদ্র উবেলিত হইতে লাগিল; অগ্নি সকল হুগতিহীন; তাম্বরের আর সে প্রকার মহাজ্ঞাত্তর সর্বাতিশালিনী শক্তি থাকিল না; প্রহসকল আর সে পূর্বভায়ে প্রকাশ পাইতে পারিল না; আর কি দেখি-কানন, কাহারও মনে আনন্দের অনুভবও থাকিল না। পরে সেই বিভিন্ন প্রলয়ামি-সমূহ বীরভদ্র সাগরের বজ্রদানে উপস্থিত হইয়া অসিভেদ্য বস্তুকে বসিলেন; হে মহাবান্! আজ আমি পিলাকীকর্তৃক স্পর্শ মাত্রেই মুনি ও দেবভাগকে

এবং সকল মুনীন্দের সহিত আপনাকে দগ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছি, এই বলিয়াই সেই বস্ত্রশালাকে দগ্ধ করিলেন। আর অস্ত্রাস্ত্র গণপতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সকল যুগ্ম-কাষ্ঠ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে প্রোতা হোতা প্রভৃতি সকলকে দগ্ধ করিয়া কেলিলেন ও অস্ত্রাস্ত্র গণেশ্বরেরা সকলকে গঙ্গাপ্রোতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরে উন্নত মনা বীরভদ্র যখন দেখিলেন, ইন্দ্র বজ্রক্ষেপ করিতে হস্ত উত্তোলন করিতেছেন, তখন তাঁহার হস্ত রোধ করিলেন ও ঐরূপ প্রহারোন্মুখ অস্ত্রাস্ত্র দেবগণকেও তাদৃশ অবস্থা পাওয়াইলেন; অনন্তর নখাগ্রাধারা ভগ্ননামক আদিভোর নেত্র উৎপাটন করিয়া, মুষ্টাঘাতে তাঁহার দস্ত ভগ্ন করিয়া দগ্ধ করত ভূমিতে শায়িত করিলেন; কোতুক দেখিবার নিমিত্ত চন্দ্রে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্বর্ষণ করিলেন; সেই হুরপতি শক্রের শিরচ্ছেদন করিলেন; অগ্নির হস্তধর ছেদন ও অবলীলায় জিহ্বা উৎপাটন করিয়া মস্তকে পদাঘাত করিলেন; ও যমের দণ্ড ছেদন করিলেন। ত্রিশূলাঘাতে দিকৃপতি মেঘ ঈশানকে হনন করিলেন। এইরূপে তিনি অক্লেপে বহুরূপাদি তিনজন হুরপতি ও তেত্রিশ সন্ত্যক দেবগণকে হনন করিয়া, ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি এই তিনজন তিনশত জন ও ত্রিশহজ জন দেবতাকে সংহার করিলেন এবং অস্ত্রাস্ত্র যেসকল দেবগণ যুদ্ধবাসনার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও বড়া ও মুষ্টাঘাতে ও বাণে নিহত করিলেন। অনন্তর মহাতেজা ভগবান্ বিহ্ব, চক্র গ্রহণ করত সেই বীরভদ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের ভীষণ রোমাঞ্চজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে বিহ্বল যোগবলে অসংখ্য শব্দচক্র গদাপাণি স্থলারূপ দেহধারী পুরুষ উৎপন্ন হইয়া বীরভদ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ বীরভদ্র নানারূপসমূহ সেই সকল অসংখ্য বীরচূড়ামণিগণকে অবলীলায় সংহার করিয়া বিহ্বল মস্তকে, পরে বক্ষঃস্থলে ভীষণ পদাঘাত করিল। সেই পদাঘাতে পুরুষোত্তম পতিত হইলেন, পরে আবার ক্রোধে আরক্তমননে উঠিয়া চক্র উত্তোলন করত তাহাকে হনন করিতে দাবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর উদারমনা বীরভদ্র কিছুমাত্র চলিত না হইয়া, সেই প্রলয়ামিসমূহ চক্রকে রুদ্ধ-প্রসন্ন করিলেন। তাহাতে নানারূপ ভয়োৎপাদন হইয়া পর্বতের স্তায় দিল্লোলভাবে রহিলেন। ১—৩০। পরে বীরভদ্র প্রভু নানারূপের শাপ-ধ্বজের তিন স্থলে বল প্রয়োগ করিয়া তিনভাগে ভগ্ন করেন; এবং হরির

ঐ ভয় শঙ্ক-ধ্বংস অগ্রভাগধারা তাঁহারই মস্তক ছেদন করিলেন।* অনন্তর বিষ্ণুর সেই পতিত ছিন্ন মস্তক নিখাসবাহুধারা রসাতলে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর তিনি সেই ক্ষেত্র বজ্রধ্বলে গমন করিলেন। অনন্তর ঐক্ষেত্রে সেই স্থলের গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, ও কলশ যুগকাঠ ভোরণ প্রভৃতি ভয় হইতে লাগিল যেখিয়া বজ্র সেইস্থান হইতে ভয়ে পলায়ন করিলেন। বীরভদ্র বক্ষকে যুগরূপধারণে আকাশ-মার্গে পলায়ন করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে আক্রমণে গ্রহণ করত তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিছাড়া করিয়া দিলেন। পরে সেই বীর বীরভদ্র প্রজাপতি বক্ষকে, জগদগুরু কণ্ডপকে, মুনি অদ্রিরা ও কৃশাশকে, বহু-পুত্রকে, মুনীশ্র অরিস্টনেমিকে মস্তকে পদাঘাত করিলেন। অনন্তর দক্ষের শিরোচ্ছেদন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন এবং সরস্বতী ও দেবমাতার নবাগ্রে নাসিকা ছেদন করিয়া, জয়লক্ষ্মীপরিবৃত্ত হইয়া মহা প্রতাপে ঋশানে ভগবান্ ক্ষেত্রপালের ভ্রায় সেই মৃত দেবমুনিসঙ্কুল স্থানে অবস্থান করিয়া আছেন, এমন সময় ভগবান্ পরীবোনি মঙ্গলপ্রার্থী হইয়া প্রণতভাবে বলিলেন;—হে ভদ্র! আর ক্রোধে প্রয়োজন নাই, সকল দেবগণ নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া ক্রমা প্রধানে সকল অহুচরের সহিত ক্রান্ত হউন। পরমেশী ব্রহ্মার প্রভাববলে বীরভদ্রও তাঁহার আজ্ঞায় শান্তভাবে অবলম্বন করিলেন। ভগবান্ সর্বলোক-মহেশ্বর বৃষধ্বজ ও স্বীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া আনন্দোৎফুল্লমোচনে প্রার্থনা করিল। তত্ক্ষণাতঃ ভগবতিও সেই সকল নিহতগণের পূর্বমত শরীর প্রদান করিলেন ও মহাত্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রের পূর্বমত মস্তক যোজিত করিলেন এবং দক্ষের অজ-মস্তক যোজনা করিলেন। এইরূপে দক্ষ চৈতন্য পাইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে উল্লিখিত হইয়া, দেব-দেবের শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাতেজা বৃষকেতু দক্ষের স্তবে সম্বৃত্ত হইয়া বিবিধ বরদান করত গাণপত্য প্রদান করিলেন এবং অস্ত্রাস্ত্র দেবগণ ও সেই পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণও কৃতজ্ঞলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। আর ব্রহ্মা ও অস্ত্রাস্ত্র মুনীগণ সকলে পৃথক পৃথক অনাদিনিধন নীলকণ্ঠের স্তব করিতে লাগিলেন। বিভূতিভূষণ ভব তাঁহাদের স্তবে প্রসন্ন হইয়া সেই সকল দেবগণকে অমৃতগ্রহ বিতরণ করিয়া অমৃতহিত হইলেন। ৩১—৪১।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাধিকশততম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন,—হে রোমহর্ষণ! সতী কি প্রকারে হিমালয়ের কন্যা হইলেন? আর কিরূপেই বা দেবদেবকে পুনরায় পতিলাভ করিলেন, তাহা বর্ণনা করুন। শূত বলিলেন, সেই সতী বীর ইচ্ছায় মেনকা* ও হিমালয়ের আরাধনা করিয়া সেই মেনাদেবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, হিমালয়দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। গিরিরাজ বখাসময়ে স্বীয় দুহিতার জাতি কন্যাদি সমাপন করিলেন। পরে পার্বতী বখন নিজের বয়স ষাটশবৎসর পূর্ণ হইল, তখন তপস্তা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অস্ত্রাস্ত্র কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বলোক-নমস্কৃত দেবীগণও তপস্তা করিতে লাগিলেন। সকল ঋষিগণ দেবীর এই প্রকার তপস্তা দেখিয়া চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করত স্তব করিতে লাগিলেন। উচ্চাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অর্ণবা, দ্বিতীয়র নাম একর্ণা, তৃতীয় ভগিনীর নাম বরারোহা একপাটলা ছিল। ঐ মহাদেবীর ভূপোবলে সর্বভূতপতি ভব, মহাদেবী পার্বতীর বশীভূত হইলেন। যে সময় দেবী সতী দেহ ত্যাগ করেন, সে সময় মহাতেজা তারক নামে অতি প্রবল-পরাক্রান্ত এক দানব তারক নামে অহুরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে। সেই তারকাহুরের পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম মহাহুর তারকাঙ্ক, মধ্যমের নাম মাতাগ্যবান্ বিজ্ঞানালী, কনিষ্ঠের নাম মহাবীর কমলাঙ্ক। ইহাদিগের পিতামহ মহাবল তারাহুর প্রভু ব্রহ্মার প্রসাদে অতিশয় বীরত্ব লাভ করে। পূর্বে সেই মহাতেজা তার এই চরাচর জগৎ জয় করিয়া বিষ্ণুকে পর্যন্ত জয় করে। বিষ্ণুর সহিত সেই দানবের বিব্য সহস্র বৎসর নিরন্তর ভীষণ রোমাঞ্চজনক দ্বিবারত্র অবিরত সংগ্রাম হয়, পরে সেই দুর্দম দানব গরুড়ধ্বজকে রথের সহিত শতযোজন দূরে নিক্ষেপ করে। বিষ্ণু এইরূপে সেই দানবকর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং পরে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে শতশত বর লাভ করত শতশত বর ও ত্রিজন্যকে লাভ করিয়াছিল। ১—১৪। তাহার পর তাহার পুত্র তারকাহুর তিন পুত্রের সহিত দেবেশ প্রভৃতি দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বীয় মাতাও তাহাদিগের সর্বলোকসংকায় রোধ করে। ঐ সকল তদার্ত ইত্যাদি দেবগণ তদবসতঃ শান্তিও লাভ করিতে পারিলেন না, এবং কাহাকে পরাণ্যও পাইলেন না। তখন অমরশক্তি ইন্দ্র সকলদেবগণের সহিত

বৃহস্পতির নিকট শরণাপন্ন হইয়া সকলের সম্মুখীন
বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্। রাখাল যেরূপ
বৎসপণকে তাড়না করে, সেইরূপ দুর্জয় তারতনয়
তারকাহর আমাদিগকে তাড়িত করিয়াছে। হে
বৃহস্পতে। জীষণ সংগ্রামে এই সকল দেবগণ তৎ-
কর্তৃক পরাজিত হইয়া পিঞ্জরস্থিত বিহঙ্গের ভ্রায়
নিরাশয় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। হে
সুহৃৎসরো। আমাদিগের যে সকল অমোঘ অমোঘ
অস্ত্র ছিল, আজ সেই সকল ঐ প্রবল শত্রু-সকাশে
বিকল হইয়া গিয়াছে; ভগবান্। বিষ্ণু তাহার সহিত
বিশতিসহস্র বৎসর নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন, তথাপিও
তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। যে
অশুরকে প্রভু বিষ্ণু পর্য্যন্তও পরাজয় করিতে সমর্থ
হইলেন না, হে গীম্পতে! কেমন করিয়া অম্বদ্বিধ
দেবগণ তাহার সহিত সম্মুখসমরে অবস্থান করিতেও
সমর্থ হইবে? সকল দেবগণের সহিত শত্রু এই
প্রকার বলিলে পর, বৃহস্পতি ইন্দের সহিত
কুশলজ ব্রহ্মার নিকটে আগত হইয়া সকল
বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। প্রণতপালক ব্রহ্মাও
বৃহস্পতি-মুখে ঐ বৃত্তান্ত সাদরে শ্রবণ করিয়া সকল
ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত বৃহস্পতিকে বলিলেন, হে
স্নেহভাজনগণ! দেবগণের যে এইরূপ পীড়া উপস্থিত
হইয়াছে, তাহা আমি জ্ঞাত আছি; তাহা হইলেও
কি জন্ত নিশ্চিন্ত আছি, তাহা শ্রবণ কর। সর্কলোক-
নমস্তুতা যে রুদ্রাসম্ভবা দেবী সতী পিতা দক্ষকর্ণিন্দা
কন্যা নিজ সতীদেহ ত্যাগ করত পুনর্বার গিরিরাজ
হিমালয়ের চুহিতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, হে
সুহৃৎসরগণ! এই জন্মে তোমরা আবার তাহার অখিল
মোহন রূপে রুদ্রের মন হরণ করিতে যত্নবান্ হও।
যেহেতু তাঁহাদের উভয়ের মিলনে আশল লোক-
নমস্তুত বীর্ঘবান্ বড়ান্ন ষাটশতজ, শক্তির কুমার
কান্তিকের নামে এক অশুপাম বীর জন্মগ্রহণ করিবেন।
তাঁহার রূপ, শালা, কিশাণ্য, নেপদেশ এবং জন্মস্থান-
ভেষ্মে পাবকী, বাহেয়, গাজের, ও শরণাময় প্রভৃতি
হইবে। সেইই বীর্ঘবান্ মহাপুরুষই তোমাদিগের
সেনাপতি হইয়া সেনানী নাম ধারণ করিবেন। একাকী
সেই মহাসেনা বালক হইয়াও শকলীশায় প্রবল তারকা-
হরকে পরাজয় করিয়া দেবগণকে পরিত্রাণ করিবেন।
পরাক্রান্ত ব্রহ্মার এতাদৃশ বাস্তুপ্রদর্শনে, বৃহস্পতি
কৃতজ্ঞতাপন্ন হইয়া সকল দেবগণের সহিত দেব ব্রহ্মাকে
শত প্রণাম করত সুমেন্দুর্ভবের শিখরে আশ্রয়
করিয়া কানকে শব্দ করিলেন। শব্দমাত্রাই অশব্দ-

পাশ্বক কাশ রত্নির সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র
ও তাঁহাকে নমস্কার করত কৃতজ্ঞলিপিতে বলিলেন, হে
বৃহস্পতে। আপনি বাহাকে কৃপাকটাক্ষদানে শরণ
করিলেন, সেই আমি উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে
আমার সাহা কর্তব্য আদেশ করিয়া আমার মনোভি-
লাষ পূরণ করুন। কামকে আগত দেখিয়া বৃহস্পতি
বলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ইন্দ্র নিজের বিবক্ষার
উদ্দেশ্যে উৎসুক হইয়া গুরুকে সম্ভাবনা করত অহা-
র বলার সমকালেই কামকে বলিলেন; হে মদন! আজ
শঙ্করের সহিত অশ্বিকার যুদ্ধমিলন ঘটও। আর
ঐ রত্নির সহিত মিলিত হইয়া সেই পথ অবলম্বনে
সন্ধান করিবে, বাহাতে সেই ভগবান্ অশ্বিকার সহিত
রমণে প্রবৃত্ত হন। পরে সেই বিদ্যোগী, মহাদেব
প্রিয়তমা গিরিজার লাভেও সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে
পরমগতি প্রদান করিবেন। শচীপতির এতাদৃশবা-
ক্যে শ্রবণে মৌনকেন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে সুহৃৎপতি দেবেন্দ্রকে
প্রণাম করিয়া ভগবান্ দেবদেবের আশ্রমে গমন করিতে
উদ্যুক্ত হইলেন। পরে তথায় গমন করিয়া বসন্ত-
সহায়ে সেই দেবদেবকে পার্কীর সহিত মিলনবাসনায়
সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবদেব ত্রিষ্মক
মদনকে তাদৃশ কার্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া হস্ত করত ভালস্থ
তৃতীয় নয়নে যেমন দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই নেত্র
হইতে বহির্গত হইয়া পার্শ্বস্থিত মদনকে দগ্ধ
করিয়া ফেলিল। তখন রতি অধীর হইয়া বিলাপ
করিতে লাগিলেন, রত্নির এইরূপ বিলাপশ্রবণে দেব-
দেব ক্রোধবশ তাহাকে কৃপাকটাক্ষ-প্রদান বলিলেন;
হে ভদ্রে। তোমার পতি অনন্ত হইয়াও রতিকালে
সকল কার্য করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।
আর যে সময় ভগবান্ বিষ্ণু ভৃগুমুনির শাপে ও
সর্কলোকের হিতের নিমিত্ত বহুদেবতময়রূপে
অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার যে পুত্র হইবে,
তাহাকে তোমার পতি মদন বলিয়া জানিও। তখন
কামশক্তি এইরূপে পতিকে লাভ করিয়া দেব রুদ্রকে
প্রণাম করত মুহু মুহু হাসিতে হাসিতে বসন্তের
সহিত স্বস্থানে প্রত্যাপন্ন করিলেন। ১৫—৪৬।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষাধিকশততম অধ্যায়।

হৃত বলিলেন;—হে স্ববিরণ। পরে দেবী পার্কীর
হৃদাশ্রয় তপস্বী করিলে তদবস্থায় তদবস্থায়
হইয়া ব্রহ্মার বাক্যে অশব্দের দ্বিত্য করিয়া ও তাঁহার

নিমিত্তও, যথাবিধি দেবী হৈমবতীকে বিবাহ করেন । ইহা বিস্তার করিয়া বলিতেছি প্রবণ করুন ;—বধন পার্শ্বভী ভাষ্য অনন্তসাধারণ সর্বলোকেশ্বর তপস্তা করিতে লাগিলেন, তখন স্বয়ং শঙ্করোনি ব্রহ্ম মরীচি প্রভৃতি মহর্ষির সহিত দেবীর আগ্রমে উপস্থিত হইলেন । তথায় আসিয়া সেই জগতের কারণ মহাদেবীকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে শৈলমুতে ! আপনি কি নিমিত্ত তপস্তা করিয়া এই ত্রিলোককে সন্তোষিত করিতেছেন ? জননি ! আপনিই এ জগৎকে সৃজন করিয়াছেন ও সেই জগৎকে আপনাই বিনাশ করা কর্তব্য হইতেছে না । জননি ! আপনিই স্বীয় ভেজে এই ত্রিলোককে ধারণ করিয়া আছেন । হে বরদে ! যে দেবদেবের আমরা কিস্কর, ও যিনি আপনাকে সৃজন করিয়াছেন ; এবং যাহা ভিন্ন আপনি কখনো থাকেন না, হে অশ্বিকে ! সেই ত্রীমান সর্বলোকপতি ভব যে আপনার পতি হইবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ; এই কথা বলিয়া দেবীকে নমস্কার করিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করিলেন । ব্রহ্মা গমন করিলে, পরে ভগবান্ পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বিজরূপে সেই আগ্রমে উপস্থিত হইলেন । দেবী তাঁহার অলৌকিক দ্বিগুণা-চিহ্নে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া নমস্কার করিলেন । সেই ব্রাহ্মণ-বেশধারী পরমেশ্বরকে মনের বাসনাযুগ্মী পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন । তখন আর কপটবেশে থাকিতে না পারিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করত গিরিাজের কুলধর্ম রক্ষাপূর্বক ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—হে মহাদেবি ! আমি সাধুলোকের মধ্যে লীলা দেখাইবার নিমিত্ত তোমার স্বয়ম্বরে সৌম্যরূপ ধারণ পূর্বক বাইরা তোমার সহিত সঙ্গত হইব । এই কথা বলিয়া ভগবান্ ভূতপতি দিব্যনেত্রে দেবীকে অবলোকন করিয়া স্বীয় ইষ্ট স্থানে গমন করিলেন ; এবং পার্শ্ব-ভীও স্বীয় পুরে গমন করিলেন । মেনকা ও গিরিবর তপস্বিনী পার্শ্বভীকে আগত দেখিয়া আনন্দাক্ষ বর্ণণ করিতে করিতে স্নেহভরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া মনোমধ্যে সমাদর করিলেন । পরে তাঁহারা দেবদেবের পার্শ্বভীর সহিত যে তাদৃশ যন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা জানিতে না পারিয়া সর্বলোককে ক্রম্বার স্বয়ম্বরে বোঝা করিলেন । অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং ইন্দ্র, বহি, সূর্য্য, চন্দ্র (অর্ধ্যমা, ভূম, বিশ্বাস, প্রভৃতি সূর্য্যভোগ) বন, বরন, বাহু, চন্দ্র, ঈশান, রক্ত ও মনিসণ, অবিদ্যাক্রমবধ,

বাদশ আদিভা, গজর্ক, গরুড়, বক্ষ, (সিদ্ধ সাধ্য কিস্পুরুষ ও সর্পগণ) সমুদ্র, নদ, বেল, ময়, স্তোত্রাদি, উৎসব, পর্বত, বজ্র, সূর্য্যাদি গ্রহগণ, তেত্রিশ সংখ্যক দেবতা ও ভিনজন দেবতা এবং ভিনশত, ভিন ষ্টিম সহস্র দেবতা আর অসংখ্য দেবগণ সমুদ্রে সেই পার্শ্বভীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত হইলেন । ১—২২ । অনন্তর দেবী শৈলমুতা সর্বোত্তমভূমিতা নৃত্যপরায়ণা অঙ্গরা ও বিবিধ সৌন্দর্য্যশালী গজর্ক সিদ্ধ কিম্বর কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সর্বতোভদ্র বিমানারোহণে সেই সমুদ্র-স্থলে উপনীতা হইলেন ; বশিষ্ঠ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিল । পার্শ্ব সখী সন্ধ্যা রয়কিরণে বিভূষিত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ খেতাতপত্র গ্রহণ করিয়া আসিতে লাগিল এবং দিব্য স্ত্রীগণ চামর গ্রহণ করিয়া চতুর্দিকে ব্যজন করিতে লাগিল । আর জঙ্গ কল্কম-জাত মালা গ্রহণ করিয়া ও বিজয়া ব্যজন গ্রহণ করিয়া সহগামিনী হইল । পরে বধন দেবী সভার উপস্থিত হইয়া মালা গ্রহণ করিলেন, তখন বৃষভজ লীলা-বাসনায় শিশুরূপ ধারণ করিয়া দেবীর ক্রোড়ে শয়ন করিলেন । তাহা দেখিয়া সমাগত দেবগণ ঐ শিশু কে ? ইহা মন্তব্য করিতে করিতে অভিযম হুক হইলেন । তখন ইন্দ্র বজ্র উত্তোলন করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন । কিন্তু দেবদেব শিশুরূপেই লীলা দেখাইবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে সেই প্রহারোন্মুখ ভাবেই স্তম্ভিত করিলেন । তখন আর বজ্রনিঃক্ষেপ বা হস্ত চালনা করিতে সমর্থ থাকিল না, কেবল চিত্র-পুস্তলিকার স্থায় নিস্তব্ধ রহিলেন । ঐরূপ বর্ম ও দণ্ড নিঃক্ষেপ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া ইন্দ্রসদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । নিষ্কৃতিও খড়্গাঘাত করিতে উদ্যুক্ত হইয়া এবং বরুণও নাগপাশ ক্ষেপ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া শেষে তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর বায়ুধ্বজ ঘটি উত্তোলন করিলেন ; চন্দ্র গদা নিঃক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইলেন ; দণ্ডধারিণী কুবের দণ্ডাঘাতে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন ; ঈশান তীব্র শূল উদ্যত করিলেন ; সকলেই সমান দশা প্রাপ্ত হইয়া অনির্জন্য বিষয়পূর্ণ ভাবে কির্কর্তব্য-বিমূঢ় হইলেন । রক্তগণ শূল ক্ষেপ করিতে, অস্ত্রবহু মুলাঘাত করিতে ও দেবগণ মুদার নিঃক্ষেপ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া সকলেই তাদৃশ হুম্বহার ভাগী হইলেন । আর অসংখ্য দেবগণও মোহবশে সেই প্রকার ঐ শিশুকী দেবদেবকে প্রহার করিতে উদ্যুক্ত হইয়া শেষে স্তম্ভিত হইলেন । তখন বিষ্ণু ক্রোধে সন্তক কম্পিত হইয়া

চক্র নিঃক্ষেপ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। কিন্তু সেই দেবদেবের প্রভাবে চক্র নিঃক্ষেপ বা হস্ত চালনা করিতে সমর্থ হইলেন না, কেবল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন হৃদয় মোহবশে ক্রোধারক্ত হইয়া দম্ভবশনে ঐ শিল্পকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই শিল্পরূপী দেবদেবের দৃষ্টিপাতমাত্রেই সেই দম্ভপঙ্ক্তি ভগ্ন হইয়া পতিত হইল। পরে সকলেরই তেজ, বল, উপায় সকলই স্তম্ভিত করিলেন। দেবগণ এইরূপ অনন্তভূত অশ্রুতপূর্ব দুর্দশাগ্রস্ত হইলে তখন ব্রহ্মা অতিশয় উদ্ভিগ্ন হইয়া বাধ্যত্ব জানিবার নিমিত্ত ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ধ্যানে দেখিলেন, ঐ উমাক্রোড়স্থ শিল্প স্বয়ং ভূততাবন ভূতপতি। এইরূপ অবগত হইবামাত্র সবিষ্ময়চিত্তে তৎক্ষণাৎ উখিত হইয়া দেবদেবের চরণে নমস্কার করিয়া প্রাচীন পবিত্রাখ্যান স্নান-সঙ্গীত ও গুহ্যনামে স্তব করিতে লাগিলেন,— হে পরমেশ! আপনিই সর্বলোকের ঐশ্বর্য; আপনি হইতেই প্রকৃতি প্রবর্তিত হইয়াছেন; এজগতে আপনিই লোকের বুদ্ধি; আপনিই অহঙ্কার; আপনিই দম্বর ও আপনি ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্তক। এবং আপনার দক্ষিণ বাহু হইতেই আমি পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছি ও বামবাহু হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। হে সৃষ্টিকারণ! আর এই প্রকৃতি দেবী আপনার পত্নীরূপ ধারণ করিয়া এই জগতের কারণ হইয়াছেন। হে মহাদেব! আপনার চরণে অর্পিত নমস্কার। হে মহাশেবি! আপনাকেও নিয়ত নমস্কার করি। দেবেশ! আমি আপনারই নিয়োগে ও আপনারই প্রসাদে এই প্রজা সকল ও এই সর্বল দেবগণকে সৃজন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহাদিগকে পূর্বভাবে পাইতে শক্তি প্রদান করুন। ২৩—৪৭। হৃত কহিলেন, পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবদেব মহেশ্বরকে এইরূপ নিবেদন করিয়া, সেই স্তম্ভিত দেবগণকে বলিলেন, হে দেবভাগ্য! সর্বদেব-লনকৃত দেবদেব যে ঐরূপে এখানে আগমন করিয়াছেন, কি তোমরা জানিতে পার নাই? অতএব তোমরা যুদ্ধযথে পরিশিখিত হইলে। এক্ষণে আর অস্ত্র উপায় নাই; এস, আমরা শীঘ্রই নারায়ণের সহিত মূলিগণপরিবেষ্টিত হইয়া, পরমাত্মা মহেশ্বর-মহেশ্বরীর শরণাপন্ন হই। ব্রহ্মার এইরূপ আবেশ পাইয়া দেবগণের মোহ দূর হইল; তখন তাঁহারা সেই স্তম্ভিতাবস্থায় সেইখানেই মনে মনে ভক্তিকে সহায় করিয়া, দেবদেবকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দেবদেব তাঁহাদের সেই প্রকার ভক্তি দেখিয়া প্রসন্ন

হইলেন এবং ব্রহ্মার আজ্ঞায় পূর্বাধ্বাপন্ন করিলেন। এইরূপ প্রসন্ন হইয়া পূর্বভাবে দানের পর ভূততাবন ভগবান্ ত্রিলোকভূষণ সকল দেবগণের পর্য্যস্ত অগোচর পরম অল্পত দেখ ধারণ করিলেন। তাঁহার তেজে প্রতিহতদৃষ্টি হওয়াতে এই সকল ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, শিবাকর, যম প্রভৃতি দেবগণ রুদ্ধ ও সাধ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া মহেশ্বর-সকাশে দিব্য চক্ষু প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ শঙ্করও তাঁহাদিগকে নিখিল অদৃশ্য বস্তুরও দর্শনশক্তি-সম্পন্ন পরম চক্ষু প্রদান করিলেন এবং ভবানীর ও গিরিরাজের তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন দিব্যনেত্র-দানে তাঁহাদের মনোভিলাষ পূরণ করিলেন। এইরূপ অগোচর-গোচর-স্বয়ং দিব্যনেত্র পাইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মহেশ্বরের সেই অল্পত অনুরূপ তেজঃপুঞ্জ-ব্যাপ্ত দিব্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, তখন এক অনির্বাক্যনিয় জ্ঞানময় ভাবের ভাজন হইলেন। পরে মূলিগণ গণপতিগণের সহিত সেই দেবদেবকে নমস্কার করিলেন। খেচর সিদ্ধচারগণও পুষ্পরূপী করিতে লাগিলেন; দেবভূদ্বির গভীর মনোহর নাদে সেই স্থল আনন্দময় হইয়া উঠিল। মূলিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। শৈলাদি গণপতিগণ হর্ষমদে মগ্ন হইলেন। পার্শ্বতীর আনন্দ উখলিয়া উঠিল; সেই সময় হর্বাংকুলনয়না দেবী সকল দিব্যোক্তগণের সমক্ষে সুগন্ধি দিব্যমালা সেই ত্রিলোচনের চরণকমলে অর্পণ করিলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ বক্ষ রাক্ষস পন্নগের সহিত মিলিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া সেই পার্শ্বতীপুঞ্জিত পরমেশ্বরকে দেবীর সহিত নমস্কার করিলেন। ৪৮—৬৩।

ব্যতিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত

ব্যতিকশততম অধ্যায়।

হৃত বলিলেন, অনন্তর কমলযোনি ব্রহ্মা ভগবান্ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া; রুতাঞ্জলি হইয়া বিবাহ করিতে নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য-প্রবণে প্রভু ভূতপতি 'বাক্য ইচ্ছা হয়, তাহাই অকর্ত্তান কর' এই কথা বলিলেন। মহেশ্বরের তাদৃশ বাক্যপ্রবণে উৎসাহিত হইয়া ব্রহ্মা ষেবের উৎসাহ বর্ধনের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ রত্ন-ময় দিব্য পুর রচনা করিলেন। শিবের বিবাহ হইবে এই কথা শুনিয়া সাক্ষাৎ অদ্বিতি, দত্ত, রক্ত, সুকালিকা, পুলোমা, তুরমা, সিংহিকা, বিনতা, শিক্তি, মারা, ক্রিয়া, সাক্ষাৎ, দেবী দুর্গা, হৃদা,

স্বধা, সাবিত্রী, দেবমাতা, রজনী, দক্ষিণা, ছাতি, বাহা
স্বধা, মতি, বুদ্ধি, শক্তি, বুদ্ধি, সত্যতী, রাধা, কুহু,
মিনীবালা, দেবী, অমৃতী, ধর্মধারিণী, চেনা, শচী,
নারায়ণী, এই সকল ও অন্ত্যস্ত দেবমাতা এবং ঐ
দেবগণীগণ আনন্দে সত্ত্বগতি হইয়া তথায় উপস্থিত
হইলেন এবং ঐ শব্দগণের বিবাহ-সংবাদে উন্নয়ন,
গরুড়, বক্র, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণ, গণদেবজ, সাগর, পরিত,
মেঘ, মাস, সংবৎসর, বেদ, মন্ত্র যজ্ঞ, স্তোম, ধর্ম,
হুকার, প্রণব সহস্র সহস্র দ্বারপাল, কোটি সংখ্যক
অঙ্গুরা ও তাহাণিগের পরিচারিকা সকল আর সকল
দ্বীপে দেবলোকে যত যত নদী ও নদী আছে সকলে হর্ষ-
বিকসিতলোচনে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং
সর্বলোকনন্দক মহাভাগ গণপতিগণও শব্দগণের বিবাহ
সংবাদে প্রমুখচিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। ১—১২
শব্দগণের স্তব্ধ প্রভৃতি নানা বর্ণ কোটি কোটি গণ
ও গণেশগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন; কেকরাঙ্ক-
নামক গণপতি দশ কোটি গণ সমভিষাহারে লইয়া
তথায় উপস্থিত হইলেন। বিজ্ঞাং আট কোটি, বিশাখ
চৌষটি কোটি, পারমাত্রিক নয় কোটি, এবং সর্বাঙ্গক
ও ত্রীমান বিকৃতানন ছয় কোটি গণের সহিত সে
সভায় উপস্থিত হইলেন। গণপতি জ্বালারূপে দ্বাদশ
কোটি ত্রীমান সমদ সাত কোটি, দৃষ্টি আট কোটি
কপালীশ সাত কোটি, সন্দারক ছয় কোটি সর্বশ্রেষ্ঠ
বিস্তৃত আট কোটি এবং কণ্ডক ও কুন্তক কোটি
কোটি গণ সমভিষাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত
হইলেন। আর পিজল ও সন্নাদ সহস্র কোটি গণে
কেষ্ঠিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং আবে-
ষ্টন আট কোটি চন্দ্রতাপন সাত কোটি, মহাফেনা
সহস্র কোটি, কাল ও মহাকাল শত কোটি গণে
পরিবৃত হইয়া সেই সভায় আগমন করিলেন। আর
আয়িক শত কোটি অগ্নিমুখ আদিত্যমুখ
ও ধনাবহ কোটি গণ সঙ্গে লইয়া সেই সুরমা সভায়
উপনীত হইলেন। সন্নাত শত কোটি, কাকপাদ ও
সজ্জলক ষাট কোটি, মহাবল মধুপিক ও পিজলনয়ন
নয় কোটি, নীল ও দেবেশ পূর্ণভদ্র নবতি কোটি, মহা-
বল চতুর্ভুজ সপ্ততি কোটি ও ক্রুদ কোটি গণে এবং
অমোঘ কোকিল ও স্তম্ভক কোটি কোটি গণে
অলঙ্কৃত হইয়া তথায় আগমন করিলে; এবং রুদ্র-
গণ বিংশতি কোটি, শত কোটি ও কোটি কোটি
সহস্র গণ পরিবৃত হইয়া তথায় শিব সমীপে উপস্থিত
হইলেন। প্রথম সহস্র কোটি ও ভূভগণও তিন কোটি
গণ সহিত তথায় আগত হইলেন। বীরভদ্র চতুর্ভুজ

কোটি বেষ্টিত হইয়া এবং রোমজ গণপতি সকলে
কোটি সংখ্যকগণে পরিবৃত হইয়া সেই সভায় শিব-
সমীপে উপনীত হইলেন। আর কাঞ্চীক, মুকেশ,
বৃষভ এবং ভগবান্ বিরাট চতুর্ভুজ কোটি গণে
পরিবৃত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। তালকেতু,
যজ্ঞাশ্র, সনাতন পঞ্চাশ্র, সযর্ভক, চৈত্র, প্রভু
নকুলীশ্বর, লোকান্ত, দীপ্তাশ্র মৈত্যাশ্রক, মৃত্যুহন্ত,
কালহা, মৃত্যুঞ্জয়কর, বিবাহ, বিদ্যাং, কান্তক, ত্রীমান
দেবদেবপ্রিয় ভূকরাটি, অশনি, ভাসক, ও গণপতি
সহস্রপাদ, চতুর্ভুজগণ সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন
এবং অন্ত্যস্ত অসংখ্য মহাবল গণপতিগণও তথায়
আগত হইলেন। আর চন্দ্রার্শ্বেশ্বর, হারকুণ্ডল
কেয়ুর-মুহুর্তি ভূষণে অলঙ্কৃত, অবিমানিগুণশক্তি,
নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, ব্রহ্মা ইন্দ্র বিষ্ণুসদৃশ, পাভালচারী
ও সর্বলোকবাণী গণপতিগণ সেই সভায় আগত হইয়া
সভায় অল্পপম শোভানন্দ হইলেন। ১৩—১৪।
সেই সময় ভূবরু, নারদ, বাহা, হুহ, প্রভৃতি সামগায়ক-
গণও, নানাবিধ রত্ন ও বাঘ্য গ্রহণ করিয়া সেই পুরীতে
আগমন করিলেন। দেবগণেরও পূজা উপোদন
ঋষিগণ ছষ্টমনে সেই পূণ্যসভাতে বৈবাহিক মন্ত্র পাঠ
করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুরী এক অদ্বুত
ভাবে প্রসন্ন হইল। এইরূপ সমাগম ও কাণ্ডাদি
প্রবৃত্ত হইলে পর ভগবান্ কেশব স্বয়ং শুচিত্তে
গিরিরাজকে লইয়া সেই পুরীতে আগমন করিলেন।
সেই সভায় ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণকে উপস্থিত দেখিয়া
বলিলেন, হে হরে! আপনিই অগ্রে ভাবনী ও দেব-
গণের সহিত প্রভু শিবের বামাজ হইতে উৎপন্ন
হইয়াছেন। পরে আমি দক্ষিণ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন
হইয়াছি। আমার অংশ এই গিরিরাজ হিমালয়কে
শিব-সকল-সাধনের নিমিত্তই উৎপাদন করা হইয়াছে।
এই দেবীও পরমেশ্বর শিবের মায়ায় ঐ গিরিরাজ
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব এই দেবীই
জগতের এবং আপনার, আমারও জননী, আর ঋতি-
যুক্তি প্রবর্তনের নিমিত্ত ও বিবাহ নিমিত্ত আগত ঐ
ভগবান্, রুদ্র আমাদিগের জনক। ঐ ভগবান্ শব্দগণের
মূর্তিসমূহ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।
যেহেতু পৃথিবী, জল, অগ্নি, সূর্য, আকাশ, চন্দ্র, পবন,
আব্দা প্রভৃতি ঐ দেবদেবেরই স্বরূপ; অতএব লোহিত-
সুন্দর-কৃষ্ণাং অর্থাৎ সত্ত্বরূপে জন্মগতব্রী এই প্রকৃতি
আপনার রূপ বলিয়া শিবের সহিত নিরত সঙ্গপ্রা
ধাঙ্কিলেও, হে বিষ্ণো! এই দেবীকে আমার
ও গিরিরাজের বাক্যে ঐ রুদ্রকে প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

আপনারও গিরিরাজের সহিত এই সম্বন্ধও প্রেরণের
 আনিবে,—পাত্র-নামক কলে আপনার নাতিকমল
 হইতে আমি উৎপন্ন হই, অতএব আবার ও আমার
 অংশ ঐ শৈলরাজেরও আপনাই গুরু। স্ত
 বলিলেন, পুরে জনার্দন ব্রহ্মার বাক্য বার্থ বলিয়া
 অনুমোদন করিলেন এবং দেব মুনিগণ সকলে আর
 দেবদেব শব্দও সেই ব্রহ্মবাক্য অনুমোদন করিলেন।
 এইরূপে প্রজাপতি পরমোম্মির বাক্য সর্বসম্মত হইলে,
 পদ্মভক্ত পার্বতীকে প্রণাম করিয়া হস্ত দ্বারা দেব-
 দেবের পাদ প্রক্ষালন করিয়া আপনার, ব্রহ্মার ও গিরি-
 রাজের মস্তক অভিষেক করিলেন। পরে ভগবান
 বিষ্ণু বলিলেন, আপনার অর্দ্ধাঙ্গহারা ময়ী ভগিনী
 দেবী আপনারই সহিত বিবাহের নিমিত্ত যেনাগণে
 জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া বিষ্ণু উদক-
 দ্বানপূর্বক পার্বতীকে দান করিলেন ও শেষে ঐরূপে
 আত্মসমর্পণ করিলেন। অনন্তর নিখিল বোধার্ণপরায়ণ
 মুনিশ্রেষ্ঠগণ আনন্দে রোমাঞ্চিত কলংবর হইয়া
 বলিলেন যে, হে সভ্যগণ! বিচার করিয়া দেখিলে
 এই দেবদেব হরই দাতা ও ইনিই গ্রাহীতা, ইনিই
 ফল, ইনিই জ্যোতি, যেহেতু ইহারই মায়া এই জগৎ
 সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা বলিয়া যেন ভক্তভরে উন্নত
 হইতে না পারিয়া অবনত মস্তক হইয়া প্রণাম
 করিলেন। সেই সময় খেচর সিদ্ধচারণগণ পুষ্পবৃষ্টি
 করিতে লাগিল; দেব-রূপভির গন্তীরনিদানে জ্যোৎস্না
 পরিপূর্ণ হইল; অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল।
 আর মূর্ত্তিমান দেবগণও ব্রহ্মা ও মুনিগণের সহিত
 দেবদেব মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান
 দেবদেব সলজ্জা পার্বতীকে অবলোকন করিয়া তৃপ্তির
 আশা পরিপূর্ণ করিতে পারিলেন না, মনোহরাবরণ
 দেবী হৈমবতীও ভগবান বুধধ্বজকে অবলোকন করিয়া
 পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তাহার পর শব্দ
 হরিকে বলিলেন, হে পুরুষোত্তম! আমি আপনাকে
 বর প্রদান করিতেছি, বাহা অভিলষিত হয় কখন। হরি
 বলিলেন, কেন আমার আপনাতে ভক্তি চিরহরিনী
 হই, প্রেরণ হইয়া এই বর প্রদান করুন। ভগবান
 মহাদেব বিষ্ণুকে ব্রহ্ম নাম প্রদান করিলেন। পরে
 ব্রহ্মা শব্দকে বলিলেন, হে দেব! যদি আপনি
 অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি আচার্য্যপদে ব্রতী
 হইয়া হোম করিতে প্রবৃত্ত হই; কেননা এই কর্তব্য-
 কার্য্যটা এতলং করা হয় নাই। ৩৫—৪৬। দেবদেব
 শব্দ ব্রহ্মার এতদূশ প্রাণপ্রাণক বলিলেন, —হে
 মুরগ্রেষ্ঠ! বাহা বাহা অভিলষিত হয় তাহা তাহা

করিতে প্রবৃত্ত হও। শিতামহ! জোমরা বাণ বাহা
 করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব। দেবদেবের
 এতদূশ অনুমতি পাইয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা প্রব্র-
 ত্তঃকরণে ভগবানকে প্রণাম করিয়া দেবদেবীর পর-
 স্পরের হস্তে হস্ত যোগ করিয়া দিলেন। স্বয়ং অগ্নিও
 সেই স্থলে কৃতজ্ঞলিপিতে উপস্থিত হইলেন। পরে ব্রহ্মা
 দেবদেবকে স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত শ্রোত
 বৈবাহিক মন্ত্রের দ্বারা যথাক্রমে যথাবিধি হোম করাই-
 লেন। অনন্তর বিষ্ণু কর্তৃক আনীত বিশ্রামকে
 বহুতর গোদানে পূজা করিয়া মহেশ্বরকে তিন বার
 অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইলেন। তৎপরে উভয়ের
 হস্তযোগ-মোচন করিয়া প্রকৃত্যন্তঃকরণে সকল
 দেবপতি ও দেবগণ এবং সকল মনুষ্যগণের
 সহিত সেই দেবদেব উমাপতিকে নমস্কার করিলেন।
 পরে সেই প্রজাপতি পরমোম্মির, ভবভাবানীকে পাদ্য
 দান এবং শিবকে আচমন মধুপূর্বক ও গো প্রভৃতি দান
 করিয়া আবার ইন্দ্রাদি সকল দেবগণের সহিত নমস্কার
 করিলেন। তাহার পর তৃণ প্রভৃতি মূনি, ও হৃদ্যাঙ্গি
 গ্রহগণ সকলে যব, তিল তুলাদি দ্বারা বুধধ্বজকে
 প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। এই প্রকার
 উৎসবাদি ও বিবাহ-বিধি অনুষ্ঠানের পর ভগবান
 চন্দ্রশেখর রুদ্র বেদোক্ত কার্য্য সকল সমাপন করিয়া,
 অগ্নিকে সংহার করিয়া আত্মাতে আরোপণ করিলেন।
 পরে সর্বলোকের হিতের নিমিত্ত তিনি শৈলপতি-
 তনয়া উমার সহিত সঙ্গত হইলেন। যে ব্যক্তি এই
 ভবপরিপোপাখ্যান পাঠ করে, শ্রবণ করে, বা বেদ-
 বেদঙ্গপারগ শুদ্ধ বিজ্ঞগণকে শ্রবণ করায়, সে গাণপত্য
 লাভ করিয়া, সেই ভবের সহিত মিলিত হইয়া অতুল
 আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। অতএব যথাবিধি
 পূজাদি করিয়া এই উপাখ্যান কীর্তন করিবে, অন্তথা
 নহে। যেখানে বিশ্রাম কর্তৃক এই ভববিবাহ-
 উপাখ্যান কীর্তিত হয়, সেখানে দেবদেব নির্যত
 অবস্থান করেন। আর এই দক্ষোক্ত ভবাবাহ
 উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-কত্রিয়গণের বিবাহসময় কীর্তন
 করিবে। এইরূপে বিবাহকার্য্য-সম্পন্ন করিয়া
 ভগবান বুধধ্বজ দেবী হৈমবতীর সহিত সকল দেবগণ,
 নন্দী ও স্বীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া বারান্দা
 পুরীতে আগমন করিলেন। কোল সময়ে সেই কাশী-
 ক্ষেত্রে সুখোপবিস্ত বুধধ্বজকে সহায়ত্বদ্বারা পার্বতী
 প্রণাম করিয়া সুহৃদ্বৎ হাসিতে হাসিতে ক্ষেত্রমাধ্য
 জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্বতীর এইরূপ জিজ্ঞাসা শুনিয়া
 ভগবান অর্ধশুভিলসক শব্দ বলিলেন হে হুরেশানি।

ঋষিগণপুজিত কালীক্ষেত্রের মহাশক্তি বিস্তারিত ব, অভিশয় দুঃসাধ্য। অতএব হে দেব! কৈমন করিয়া সেই ঋষিমুক্ত ক্ষেত্রের ফললাভ করিবা? যেখানে মৃত্যু হইলে পাপিগণ একজন্মেই মুক্ত হয়, যে কালীক্ষেত্রে অজ্ঞান হলে অনুরক্ত পাপের বিনাশ হয় আর যে কালী পুরীতে পাপ করিলে পিশাচ ও নরক লাভই হইয়া থাকে। যে কালীক্ষেত্রে দ্বিবিষ্টপ ওকারের কৃত্তিবাস দেব বিবেকের বিরাজমান যেখানে মৃত ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হয় না। বরং সহস্র সহস্র পাপ করিয়া মম্বয়গণের পিশাচপ্রাপ্তিও প্রায় তথাপি এহেন কালীপুরী ব্যতিরিক্ত স্বর্গে সহস্র সহস্র ইন্দ্রত পদও কিছুই নহে! ভগবান শশিশেখর এইরূপ সংক্ষেপে ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া সকল গণেশ্বরকে পরিভ্যাগ করিয়া মনোহর উদ্যান দর্শন করাইলেন। সেখানেই দৈত্যগণের বিষরূপী ভগবান গজানন বিনায়ক অমর-গণের বিষ দূর করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। হে ঋষিগণ! বেদব্যাসের প্রসাদবলে ধ্বংসকৃত এই সুশোভন সর্বোৎকৃষ্ট কথাসর্বস্ব কথিত হইল। ৫৭—৮১।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্ধিকশততম অধ্যায় ।

ঋষিরা বলিলেন :—হে রোমহর্ষণ! গজানন গণপতি দেব বিনায়ক কিপ্রকারে জন্ম গ্রহণ করিলেন? অংগ তাঁহার প্রভাবই বা কি প্রকার? ইহা বর্ণনা করিয়া আমাদের শুভ্রা নিবারণ করুন। স্তত কহিলেন, দেব-দেবীর উদ্যানবিহারের অবসান-সময়ে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দৈত্যগণের বিষ করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন। অনন্তর পরস্পর বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, হে সুপ্রতিগণ! যখন তমো-রাজোপধা-ক্রান্ত অহুরাক্ষসগণ বজ্রলান্ধি দ্বারা নির্বিক্রমে হরিহর-বিরিক্ষিকে অস্বাধনা করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত বর লাভ করিয়াছে, অতএব আমাদের যে পরাভব অবশস্তাবী, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই; হুতরাং আপনাদিগের বিষ দূর করিতে হইলে সেই অহুরাক্ষসগণের বিনাশ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এস, তাহা-দিগের বিষের নিমিত্ত বিষরাজ গণপতিকে সজ্জন করিতে পঞ্চদশে স্তব করি এবং সেই গণপতি স্তুত হইলে নারীগণের পুণ্যাদিলাভের বাসনা পূর্ণ ও নরগণের কার্যনিদ্ধি হইবে। ত্রৈলোক্য পরমেশ্বর এই

প্রকার পরামর্শ করিয়া সেই অনন্ত পরমেশ্বর দেখেদেবের স্তব করিতে লাগিলেন, হে পিনাকিন! আপনি সর্বাত্মা সর্বকৃত্ত; আপনাকে নমস্কার করি! হে অনন্ত! হে বিরিক! আপনিই দেবীর তপস্তা কৰ্ণধার ফলদাতা। হে বরুণবিহীন! আপনি অশ্রুতীরী হইয়াও প্রয়োজন হইলে শরীর ধারণ করিয়া থাকেন এবং বিষ্ণুর পঞ্চাত্ম শরীরের আপনিই হস্ত ও আপনিই দেহের অভ্যন্তরস্থ অমৃতধারমণ্ডলে অবস্থান করেন, আপনাকে নিয়ত নমস্কার করি। হে কলামিরুদ্র-রূপিন! আপনার কালই বেগ, আপনা হইতেই সত্যযুগাদি কালভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, যাদি অষ্ট-দিকপাল আপনার সকাশেই আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছেন ও কালীর গৌর দেহের আপনিই বিধায়ক এবং আপনা হইতেই কালিকা উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনাকে শতশত বার নমস্কার করি। হে কালকর্ত! হে মুখ্য! আপনিই এ জগতের কর্মফলদাতা, আপনার চরণে আমাদিগের অসংখ্য নমস্কার। হে অগ্নিকাপতে! হে হিরণ্যপতে! আপনাকে সত্য নমস্কার করি। হে হিরণ্যরেজ! হে সর্ব! হে শূলিন্দ্র! হে কপাল-দণ্ড-অসি-চন্দ্র-অঙ্কুশ-পাশধর! হে হৈমবতীপতে! হে সুবর্ণ শুভ্ররূপিন! অন্ধারে পার্শ্বতী থাকিতে আপনার রূপ পীত-শুভ্র এই উভয়ে অসাধারণ মনোহর হইয়াছে এবং আপনিই সুরগণের রক্ষার নিমিত্ত বহিরূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনার চরণে আমাদিগের তুরোহর কোটি কোটি নমস্কার। হে পঞ্চম পঞ্চাক্ষরময় পঞ্চানন! আপনিই দেব যজ্ঞাদি মহাপঞ্চদশকারণের কক্ষ দান করিয়া থাকেন, আপনার গলে কণীই হাররূপে বিরাজমান; আপনাকে অনবরত নমস্কার করি। হে পরাংপর! পঞ্চাক্ষরমূক! রুদ্রাদি পঞ্চকৈবল্য দেবগণ আপনার পাঁচপ্রকারে বিভক্ত মূর্তির অর্চনা করিয়া থাকেন। হে নিরক্ষ! অক্ষররূপিন রুদ্র! অজ্ঞের ভায় অতিদীপ্ত অতোজ্ঞ অকারাদি বোড়পর্ণ আপনার আনন, ককারাদি পঞ্চবর্ণ দক্ষিণ হস্ত, চকারাদি পঞ্চবর্ণ বামহস্ত ট আদি পঞ্চবর্ণ দক্ষিণ চরণ, ত আদি পঞ্চবর্ণ বাম পাদ, পাণ্ডি পঞ্চবর্ণ মেঢ় ও বকার এবং শব্দ, আপনার আশ্রয়, স্তবকার প্রলয়রূপ ক্রোধ, আর ল, ব, স স্নেহ হ ল * এই পাঁচবর্ণ জ্ঞানাদি অঙ্গ। এতদ্বন্দ্ব অঙ্গবান্ আপনাকে নমস্কার করি। হে সর্বপ্রকাশক! আপনি সকল ভূতের অনাহত ধনি করিয়া থাকেন এবং

* বকারের ভায় লকার বিবিধ; তত্রাদিতে ভূহার ভূমি প্রমাণ আছে।

সামুগ্ধ আপনাকে জন্মদেব অবলোকন করেন। হে পরমাপ্তবরুণি! আপনার হৃদ্য, চন্দ্র, অগ্নি এই তিন দেব এবং আপনি নিয়ত সত্বাদি ত্রিগুণের উপরে বিরাজ করিতেছেন ও আপনার চরণকমলই এই সংসার-সমুদ্রপারের উপায়; অতএব আপনাকে নিয়ত নমস্কার করি; এবং আপনিই তীর্থতত্ত্ব ও তীর্থফল, আর আপনিই সেই তীর্থফলের অধীশ্বর। হে বক্ষ্যজ্ঞ-সামবেদ-রুপিন! আপনিই ওঁকার এবং ঐ ওঁকারে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকেন এবং আপনি তুরীয়রূপে অবস্থিত। হে অত্যন্ত তেজস্বিন! আপনি শুক্লবর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বময় এবং আপনিই রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ রজস্তমোময়, আর আপনিই আবরণরূপে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে পাঁচপ্রকারে জলাদি পাঁচ স্বামে যথাক্রমে অবস্থান করিতেছেন। হে রুদ্র! আপনিই ব্রহ্মা আপনিই বিষ্ণু ও আপনিই কুমার; আপনার চরণে আমাদিগের ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। হে সর্কোপরিচর! আপনি মাতা দেবীরও পরমেশ্বর; হে দুলভ-সুন্দরুণি! আপনার স্বরূপ সূক্ষ্ম অথচ সর্কনিদান। হে নিখিল-সকল-শুভ! আপনি সকল বিষ হইতে শুভ, হে আদি-মধ্যান্ত-শুভ! চিহ্নয়। আপনাকে সতত নমস্কার করি। হে মহেশ্বর! যম, অগ্নি, বায়ু, রুদ্র, বরুণ, চন্দ্র, ইন্দ্র, ও নিশাচরগণ সাহস্রেরে নিম্নে দ্বিষ্মে নিয়ত আপনার পূজা করিয়া থাকেন। হে রুদ্র! আপনিই সৃষ্টি সময় সকলস্থলে সকল পদ্ধতিতে পূজিত হইন। আপনিই রুদ্রনীল, আপনিই কজ্জল, আপনিই প্রচেতা, আপনিই ধীর, আপনিই মহেশ্বর ও আপনিই সাক্ষার, শিব, আপনার চরণে এই দেবগণের ভূয়োভূয়ঃ অসংখ্য অনবরত নমস্কার। হে ভগবন্! এই সকল ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি হুরপতি কর্তৃক স্তবচ্ছলে যে আপনার বজ্র, মদন, যম, অগ্নি, লক্ষ্যজ্ঞ প্রভৃতির সংহারাদি নানাবিধ বিচিত্র চেষ্টিত কীর্তিত হইল, হে ভূতভাবন! প্রসন্ন হইয়া তাহা ক্ষমা করন। হৃত বলিলেন:—যে ব্যক্তি এই ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ-কীর্তিত এই স্তব পাঠ করে, অথবা কাহাকেও ব্রহ্মণ করায়, সে ব্যক্তি পরমপতি লাভ করিয়া থাকে। ১—২৯।

চতুর্দশশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

হৃত বলিলেন;—হুরপতিগণ ঈশ্বর পিনাকীকে এই রূপে নমস্কার করিয়া অবস্থান করিলে ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাদিগকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। দেবগণ সেই শব্দের রূপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া, আনন্দে চক্ষু মুদিত করিয়া সাত্ত্বিয় ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিলেন। ভূতভাবন ভবভূতি অমৃতোপম নয়ন-ত্রিভয়ে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণে তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া “তোমাদিগের মঙ্গল হউক,” এই আশীর্বাদ প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি পরমপতিকে ভক্তিভাবে নিরীক্ষণ করিয়া নির্ভয়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন; হে ঈশ! এই সকল দেবগণ বরপ্রার্থী হইয়া আপনার সকাশে গমন করিয়াছেন। হে বরদ! আপনি স্মারি দৈত্যগণ কর্তৃক নির্মিয়ে স্বকর্মসিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। এই জন্তই এই প্রার্থনা যে, সেই হুরিপুংগবের বাহাতে সাত্ত্বিয় বিদ্র জন্মে, প্রসন্ন হইয়া তাদৃশ বর দান করুন। বাচস্পতি হুরগুরু এই প্রকার প্রার্থনা করিলে পর, দেবদেব শূলী উমা-গর্ভে হুরেশ্বর গণপতিরূপ ধারণ করিলেন। তখন শৈলাদি গণেশ্বরগণ ও ব্রহ্মাদি হুরেশ্বরগণ সমস্ত লোকনিদান ভবভয়-নিবারণ পরমেশ্বর গজানন-রূপী মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ই পার্শ্বতী সর্কলোকাকারণ ত্রিশূল-পাণধারী গজাননকে প্রসব করিলেন তাহা দেখিয়া দেব, সিদ্ধ, মুনীশ্রগণ ও অজ্ঞাত খেচর সকল পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর হুরপতিগণ সেই অভীষ্টপ্রদ গণেশ-রূপী মহেশ্বরকে অনবরত স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১—১০ ॥ পরে সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ তৈরব-রূপী শিব-সদৃশ ভব-ভবানী হইতে উৎপন্ন সেই বিচিত্রবসন-ভূষণে অলঙ্কৃত নিখিল-মঙ্গলালয়, বালক পিতা-মাতাকে বন্দনা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্কেশ্বর ভগবান্ ভবপুত্রকে জাতমাত্র অবলোকন করিয়া তত্বদেখে কর্তব্য জাত-কর্মাদি সংস্কার স্বয়ংই করিলেন। পরে জগদীশ্বর সুকোমল হস্তদ্বারা উদরকে গ্রহণ করিয়া আগ্নিস্নান করত মস্তক চূষন করিলেন। ১১—১৪। তাহার পর তাঁহাকে বর দিলেন, হে আশ্বজ। দৈত্যগণের বিনাশ, দেবগণের ও ব্রহ্মবাদী বিজগণের উপকারের নিমিত্তই তোমার অবতার জানিবে। হে বৎস! যে ব্যক্তি মহীডল-মধ্যে হৃজিগাহীন বজ্র করিবে, তুমি স্বর্গপথে থাকিয়া তাহা-দিগের ধর্মবিধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। যে ব্যক্তি অজ্ঞাত পথ অবলম্বনে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ব্যাখ্যান ও

কণ্ঠাস্থান করিবে, তুমি নিম্নত তাহাদিগের প্রাণ-সংহারে স্যাপ্ত থাকিবে। হে নরপুংসব! স্বর্ণ-জাগী ও স্বর্ণস্বরহিত নরনারীগণের প্রাণ হরণ করিয়া, তাহাদিগের সমুচিত প্রতিকূল প্রদান করা তোমারই কার্য জানিবে। হে বিনায়ক! বৈত্তী ও পুরুষ তোমার নিম্নত অর্চনায় রত থাকিবে, তাহাদিগের গাণপত্যাদিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। হে গণেশ্বর! যুবক হউক বা বৃদ্ধ হউক, যাহারা তোমার ভক্ত, তাহাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে অতি যত্নসহকারে পালন করিবে। হে বিশ্বগণেশ্বর! তুমি ত্রিঙ্গগতে লোকের বন্দনীয় ও পূজনীয় হইবে, আর তুমিই যে বিশ্বগণেশ্বর হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে তনয়! যাহারা আমাকে, ব্রহ্মকে বা বিষ্ণুকে পূজা করিবে, বা আমাদের উদ্দেশে অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিবে, তাহাদিগেরও বিশ্ব-নিবারণের নিমিত্ত প্রথমে তোমার পূজা করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি তোমার পূজা না করিয়া, কোন কল্যাণজনক শ্রোত মার্গ বা লৌকিক কার্য করিবে, তাহা হইলে তাহার কল্যাণ শেষে অকল্যাণরূপে পরিণত হইবে জানিবে। হে গজেন্দ্রবদন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র জাতি, ইহারা সকলেই নিখিল সিদ্ধিবিধানায় তোমাকে উত্তম উত্তম, ভোজ্য-ভক্ষ্যাদি দ্রব্যে পূজা করিবে। হে বিনায়ক! এই ত্রিঙ্গগতে কোন জন, অধিক কি দেবতা পর্য্যন্ত তোমাকে গন্ধপুষ্প ধূপাদিতে পূজা না করিয়া লব্ধ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। যে লোক বিনায়ককে নিম্নত পূজা করিয়া থাকে, সে শক্রাদি দেবপতির পর্য্যন্ত পূজনীয় হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ফলার্থী হইয়া তোমাকে পূজা না করিলে, হে গণেশ! অধিক কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শক্তি ও অশ্রান্ত দেবগণ ও আমাকে পর্য্যন্ত তুমি বিশ্ববাসিত করিতে সমর্থ হইবে। ভূত-ভাবন, পিতার এইরূপ বরদানের পর প্রভু গণপতি বিশ্বক্স সৃজন করিলেন; পরে সেই স্বীয়গণের সহিত পরমেশ্বর পিতা পিনাকীকে নমস্কার করিয়া পিতার সম্মুখে বিনীতভাবে আসীন হইলেন। এই জগতে সেই অবধিই সকলে গণপতিক পূজা করিয়া থাকেন। পরে গণপতি দৈত্যগণের ধর্ম বিধি করিয়া দেবগণকে পরিত্রাণ করিলেন। হে ঋষিগণ! এই স্বন্দাগ্রজ গণেশ্বর উৎপত্তি-উপাখ্যান কীর্তিত হইল। যে ব্যক্তি এই গণেশ-ব্রহ্ম-উপাখ্যান পাঠ করে, শ্রবণ করে, বা শ্রবণ করায়, সে অসাধারণ সুখের আশ্রয়স্থান হয়। ১৫—৩০। পঞ্চাদিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিকশততম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন;—হে রোমহর্ষণ! জীবনীয় মুখকমলবিনির্গত স্বন্দাগ্রজ গণপতির উৎপত্তি-উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে গণপতির নৃত্যরস কি প্রকারে হইয়াছিল? আর কেনই বা সেই নৃত্যরস হয়? ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি, যথার্থ বর্ণনাক্রিয়া অভিলাষ পূরণ করুন। হুত বলিলেন, পূর্বেতে অনুরবংশে দারুক নামে এক অনুর জন্মগ্রহণ করে, সে তপস্তা করিয়া অধিতীয় বিক্রমী হইয়া প্রলয়কালের অগ্নির ত্রায় সকল দেব ও প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করে। সেই দারুকাহুর স্ত্রীযথ্য বলিয়া নির্ভয়ে ব্রহ্মা, রুদ্র, কালিকেশ্বর, বিষ্ণু, যম এবং ইশ্বরের সহিত যুদ্ধে দেবগণকে অত্যন্ত পীড়িত করে। পরে রুদ্রাদি দেবগণ, ব্রাহ্মণ ধারণপূর্বক তাহার সম্মুখে যুদ্ধ করেন। দেবগণ সেই প্রবলপরাক্রান্ত দারুক কর্তৃক পরাজিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে আগমন করত সমস্ত পরাজয়-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন; অনন্তর তাঁহারা সেই পরমেষ্টী ব্রহ্মার সহিত মহেশ্বর-সাক্ষাৎ আগমন করিয়া সকলে স্তব করিতে লাগিলেন; এইরূপ স্তবের পর ব্রহ্মা দেবদেব-সমীপে আগমন করিয়া বারম্বার প্রণাম করত নিবেদন করিলেন। হে ভগবন! হুঃসাধ্য দারুকাহুর এই জগৎকে অতিশয় পীড়িত করিতেছে; আমরাও তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়াছি; অতএব হে বিপ্লবশরণ! এক্ষণে স্ত্রীযথ্য ব্রহ্ম সেই দারুককে নিহত করিয়া এ প্রাতি-পাল্যগণকে হস্তার বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন। ভগবান্ ভগনেত্রাহ শূলপাণি ব্রহ্মার এতাদৃশ কাতর বিজ্ঞাপন শ্রবণে ঈষৎ হাসিতে হাসিতে দেবীকে বলিলেন, হে বরাননে! অতুল-বিক্রম দারুকাহুর স্ত্রীযথ্য বলিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত তাহাকে সংহার করিতে প্রার্থনা করিতেছি। শিবের এতাদৃশ প্রার্থনা শ্রবণে জগতের কারণ দেবী জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত দেবদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ কেহই সেই ষোড়শভাগের একভাগে পার্শ্বতীর দেবদেবের দেহে প্রবেশ জানিতে পারিলেন না। দেবীর মায়াবলে ব্রহ্মা সর্বজ্ঞ হইয়াও দেবী “পূর্কের জাহ্নবী শব্বরের পার্শ্ব অবস্থান করিতেছেন,” ইহাই দেখিতে পাইলেন। দেবী সেই দেবেশের দেহে প্রবেশ করিয়া পরমেশ্বরের কণ্ঠস্থ বিধে আপনায় শরীর নির্মাণ করিলেন। কামরূপী দেব স্বীয়দেহে দেবী বিষমরী হইয়া কালকণ্ঠী হইয়াছেন জানিয়া, স্বীয় কপালনেত্র হইতে তাহাকে সৃজন করিলেন। ১—৩৪।

যে সময় বিষ্ণুকাশিমায় নীলকণ্ঠী উৎপন্ন হইলেন, তখন দেবগণের বিজয়লক্ষী ও তাঁহার সহিত উৎপন্ন হইলেন। আর দেবরপুত্রের অভিলষিত অসিদ্ধির স্থপাত হওয়ারও তাহাদের পরাক্রমও অক্ষয় হইয়া আনির্ভূত হইল। সেকারণ তব্ধবানীর অসীম আনন্দও লক্ষ্যপ্রসন্ন হইল। সেই সময় সুরসিদ্ধগণ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণগণও শিবনেত্র হইতে উৎপন্ন। অগ্নিকল্পা কালকণ্ঠী কালকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। ঐ দেবীর শিবের ভ্রাতাই ললাটে নয়ন হইল, নব শশিকলাও মস্তকের শেখর হইল, বিষ্ণুকাশিমায় কণ্ঠ আরত হইল এবং তাঁহার শ্রায় হস্তে তীক্ষ্ণ ত্রিশূল ও সর্প বলয়াদিও তাঁহার শ্রায় হইল। আর সেই কালীর সহিত সর্কাত্তরে ভূমিতা দিব্যবন্দনা দেবী সকল সিদ্ধপতি সিদ্ধগণ এবং পিশাচগণও উৎপন্ন হইল। পার্বতীর আজ্ঞায় পরমেশ্বরী কালী, সুরগণগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত সেই দারুণকে বিনাশ করিলেন। সেই কালীর বেগের আতিশয়প্রযুক্ত ক্রোধাদিতে ত্রিভুবন কাতর হইয়া পড়িল। ভগবান্ ভূতভাবনও দেবীর ক্রোধাদি পান করিবার নিমিত্ত মায়াবলে বালকরূপ ধারণ করিয়া প্রেতমন্ডল স্থানে (অর্থাৎ কালীতে) স্তম্ভ-পানেচ্ছা ছলে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই পরমেশ্বরের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, দেবী কালী সেই বালকরূপী ঈশানকে বন্ধে উত্তোলন করিয়া চুষন করত স্তম্ভ পান-নিমিত্ত মুখে ধ্রুপদ দান করিলেন। সেই সময় দেবও তাঁহার স্তম্ভভুঙ্গের সহিত কোপায় পান করিলেন। ঐ কোপ, পান করিতে সেই বালক ক্ষেত্রপালক হইলেন। সেই ধীমান্ ক্ষেত্রপালের আট মূর্তি হয়। এইরূপে সেই বালক কালীর ক্রোধ সংহার করিয়া পরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, সেই দেবী কালীর প্রসাদের নিমিত্ত সকল ভূতপতি ও প্রেতগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরীও শব্দর নৃত্যামৃত আকর্ষণ পান করিয়া সেই প্রেতস্থানে যোগিনীগণের সহিত যথাস্থে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেইখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কালীকে চতুর্দিকে ঘেঁষন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। পুনর্বার দেবী পার্শ্ব-ভীকেও স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু শূলীর এই প্রকার নৃত্যোপাখ্যান সংক্ষেপে কথিত হইল। দেব-দেব-গোপজলিত আনন্দে নৃত্য করেন, ইহাও কেহ কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন। ১৫—২৮।

বড়বিশ্বকর্তৃত্ব অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাবিকশততম অধ্যায় ।

করিয়া বলিলেন;—হে হৃত! পূর্বের উপমহ্য বিরূপে গণপত্য ও দুগ্ধসমুদ্র লাভ করেন, সম্প্রতি তাহা বর্ণনা করিয়া আশ্বাসিনের বাসনা পূর্ণ করুন। হৃত বলিলেন;—এইরূপে কালীকে স্তবন করিয়া ভগবান্ ত্র্যম্বক গমন করিলে পর উপমহ্য নামে এক মূনি, বাল্যাবস্থাতেই দেবদেবকে অর্চনা করিয়া তপস্তায় স্বীয় অতীষ্ট ফল লাভ করেন। তপস্তায় ফল লাভ করিয়া মূনিবালক বাল্যকালেই কুমার কার্তিকেয়ের শ্রায় ডেবদ্বী হইয়া ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া করেন। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রবণ করুন। কোন সময় সেই উপমহ্য মাতুলালয়ে অন্ন পরিমিত দুগ্ধ পান করেন। তাঁহাকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া মাতুল-পুত্র ঈর্ষায় তাঁহা অপেক্ষা উত্তম দুগ্ধ বস্তু ইচ্ছা পান করিলেন। উপমহ্য তাহা দেখিয়া মাতার সকাশে যাইয়া বলিলেন, মা! মা! তোমাকে নমস্কার করিতেছি আমাকে অভিমুখ হইয়া গব্য দুগ্ধ অধিক পরিমাণে দাও। পুত্রের এতদূশ বিনীতভাবে প্রার্থনা ও নির্বন্ধাভিষয় অবলোকনে মাতা সাগরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার দারিদ্র্যাবস্থা স্মরণ করিয়া মনোভুঞ্জে কাঁদিতে লাগিলেন পুত্র উপমহ্যও বারম্বার সেই দুগ্ধের কথা মনে হওয়াতে দুগ্ধ দেনা মা! দেনা মা! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পুত্রের এরূপ আগ্রহাভিষয় লজ্জনে অসমর্থ হওয়াতে মাতা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে উদ্রুত হৃদিতে উপার্জিতবীজ পোষণ করিয়া পরে তাহাই জলের সহিত বিলাড়িত করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনাপূর্বক বৎস! এস এস এই দুগ্ধ খাও! বলিয়া আলিঙ্গন করত চুষন করিয়া সেই কৃত্রিম দুগ্ধ পান করিতে দিলেন। মহাহ্রুতি পুত্রও সেই মাতুলও কৃত্রিম দুগ্ধ পান করিয়া জানিতে পারিলেন যে ইহা দুগ্ধ নহে। পরে মাতার সকাশে যাইয়া আরও অভিষয় কাতর হইয়া মা! এ-ত দুগ্ধ নয় বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন মাতা ক্ষতে ক্ষয় প্রদানের শ্রায় সেই পুত্রবাক্যশ্রবণে আরও অভিষয় হৃৎখিতা হইয়া অক্ষয়ল বিসর্জন করিতে করিতে ভনয়ের মস্তকে চুষন করত কনকমলে তাহার বাম্পরিক নেত্র মার্জন করিয়া সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত উপদেশপরিপূর্ণ অন্তঃসার বাক্য বলিলেন, বৎস! বাহ্যের পরম নির্দান শিব ভক্তি নাই, তাহারা এই স্বর্ণ মর্ত্য পাল্লাহিত রত্নপূর্ণ নদীও দেখিতে পায় না। বাহ্যিগের প্রতি শিব প্রসন্ন মহেন তাহার রাজ্য স্বর্ণ

মেক তোজন হুঙ্ক কিয়া স্বীয় প্রিয় বস্ত্র
লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এ ভুবনমণ্ডলে ভব
প্রসন্ন হইলে সকল ইষ্ট বস্ত্র পাওঁরা যায়, এই যে
সকল দেখিতে পাইতেছ, তাঁহারই প্রসাদ-ভাত, তন্ত্রির
অস্ত্র কিছুই এ জগতে নাই। যাহারা অস্ত্র দেবতার
আসক্ত, তাহারা কেবল দুঃখপীড়িত হইয়াই এ জগতে
ভ্রমণ করে, অতএব বৎস! আমরা তো সেই দেব-
দেবের পূজা করি নাই, তবে আমরা কোথায় হুঙ্ক
পাইব। পূর্বজন্মে বিষ্ণু উদ্দেশে সহস্র সহস্র দান
কর আর নাই কর। যদি সেই পূর্বজন্মে শিব-
উদ্দেশে দান করিয়া থাক, তবে তাহাই পাইতে
সক্ষম হইবে, নচেৎ নহে। বৎস! আমরা ত
তাহা কিছুই করি নাই, তবে আমরা কোথায়
পাইব? মহাতেজা উপমহুয়া মাতার এতাদৃশ বাক্য-
শ্রবণে বালক হইয়াও সেই চুম্বিনী মাতাকে ভক্তিভরে
প্রণাম করত বলিলেন; মা! আর রোদন করিসনে,
শোক পরিত্যাগ কর। যদি কোথাও মহাদেব থাকেন
তাহা হইলে, বিলম্বেই হউক, আর অচিরেই হউক,
আমি হুঙ্ক-সমুদ্র নির্মাণ করিব, ইহা দৃঢ়নিশ্চয় জানিবে
হুত বলিলেন;—এই বলিয়া সেই মহাপ্রভাব বালক
উপমহুয়া, জননীকে প্রণাম করত তাঁহাকে পরিত্যাগ
করিয়া তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। জননীও
তনয়কে, বৎস! নির্ঝিল্লি ভূমি প্রেমপ্রদ তপস্তা কর,
এইরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন; প্রহৃতির এতাদৃশ
অনুজ্ঞা পাইয়া, বালক হইয়াও সমাহিতচিত্তে
হিমালয় পর্বতে আগমন করত অচ্ছ-হুঃসাধা বায়ু
ভক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রত অবলম্বন করিয়া হস্তর তপস্তা
করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপের প্রতাপে সমস্ত
জগৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তখন দেবপতিগণ বিষ্ণু-
সকাশে আগমন করিয়া প্রণাম করত সমস্ত বৃত্তান্ত
নিবেদন করিলেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম তাঁহাদিগের
এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে—“ইহার তত্ত্ব কি?” এইরূপ
চিন্তা করিয়া তাহার কারণ অবগত হইলেন। পরে
সত্ত্বরপতিতে মন্দরপর্বতে মহেশ্বরের সাক্ষাৎকার-
বাসলার আগমন করিলেন। বিষ্ণু সেই সুরম্য
গিরিবরে আগমন করিয়া দেবকে সাক্ষাৎ করিয়া
প্রণাম করত কৃতাজ্ঞলিপুটে বলিলেন, ভগবন!
উপমহুয়া নামে এক ব্রাহ্মণ হুস্তের নিমিত্ত তপস্তা করিয়া
এই জগতকে নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন;
এক্ষণে আপনি তাঁহাকে নিবারণ করুন। বিষ্ণু তাদৃশ
বাক্যশ্রবণে বেবেবে ঐ আরকাশেই ইন্দ্ররূপ ধারণ
করিয়া গমন করিতে সতি করিলেন। ১—২৪;

অনন্তর সদাশিব সুরপতি ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া,
সুরাসুর সিংহ ও মহা হস্তিনগণের সহিত খেতবর্ষ লজ্জা-
রোহণে মুনি উপমহুয়ার আশ্রমে গমন করিলেন।
সেই সময় সহস্রদীর্ঘাতি স্বর্গ হস্তাতে আরোহণ করিয়া
বামহস্তে দ্বব বাজন ও দক্ষিণহস্তে খেতজুতা গ্রহণ
করত সেই শটর সহিত উপবিষ্ট পাকশালরূপী
শিবকে সেবা করিতে লাগিলেন। শক্ররূপী ভগবান্
সদাশিব সেই খেতজুতা দ্বারা চন্দ্রবিন্দু বিকসিত
মন্দর পর্বতের ছায়া শোভা পাইতে লাগিলেন।
পরমেশ্বর এই প্রকারে শক্ররূপ ধারণ করিয়া সেই
মহাতেজা উপমহুয়াকে কৃপা বিতরণ করিবার মিমিত্ত
তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনি উপমহুয়া
শক্ররূপধারী পরমেশ্বর শিবকে আগত দেখিয়া,
তাঁহাকে ইন্দ্রই ভাবিয়া অবলত মস্তকে প্রণাম করত
বলিলেন; আজ আমার এই আশ্রম পবিত্র হইল।
যেহেতু জগদ্বাঘ সুররাজ প্রভু শটীপতি, ভাসুর
সহিত স্বয়ং এ নানের আশ্রমে আগত হইয়াছেন এই
কথা বলিয়া উপমহুয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে অবস্থিত
হইলেন দেখিয়া, দেবেশ্বরূপী শঙ্কর গন্তীরবচনে
বলিলেন, হে সুরত! তোমার এতাদৃশ তপস্তা
দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর
প্রার্থনা কর। হে মহামতে যোগ্যগ্রজ! তোমার
যাহা অভিলষিত আছে, আহি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান
; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই জানিবে। ইন্দ্ররূপী
হরকে এইরূপ বরদানে উমুখ দেখিয়া, মুমিসমুদ্র
উপমহুয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন; আমার এই
প্রার্থনা যেন ভূতভাবন ভগবান্ ত্রিলোচনে অচলা ভক্তি
থাকে; প্রভু-ইন্দ্ররূপী প্রথমপতি উপমহুয়ার এতাদৃশ-
বাক্য শ্রবণে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করত ক্রোধে অধীর
হইয়া সবেগে বলিলেন, বেবেবে! আমি যে দেবরাজ
ঈশ্বর, আমিই যে ত্রিলোচকের অধিপতি এবং ত্রিভুবনে
এহেন কেহ নাই যে, আমি তাহার নমস্ত নহি, ইহা
কি ভূমি জান না? অতএব হে স্থলিবর! ভূমি
আমারই ভক্ত হও, আমাকেই নিয়ত অর্চনা কর।
তোমাকে নিধিল মঙ্গলাশ্রম করিতেছি, নির্ভয় শিবকে
পরিত্যাগ কর। উপমহুয়া শক্রের এতাদৃশ শ্রোত্র-
বিদারণ-বাক্য শ্রবণে ক্ষুব্ধ পাকশাল যন্ত্র লগ্ন করত
বলিলেন; বিবেচনা কর, ভূমি কোনও নৈত্যাধম
আমার ধর্মবিষয় করিতে ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া এখানে
আগমন করিয়াছ, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।
ভবনিলাপারায়ণ ভূমি স্বয়ংই প্রসঙ্গক্রমে মহাশক্তি দেব-
দেবের নিষ্ঠুর প্রকাশ করিয়া নিজের মূর্ত্তা প্রকাশ

করিলে ওবিষয় অধিক আর কি বলিব, ধ্বংস শিবের নিশা। তুমিতে হইল, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে আমি জন্মান্তরে মহৎ পাপ উপার্জন করিয়াছি। যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গ প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ শিব-লিঙ্গ-কারীকে মিহত করিয়া স্বদেহ বিসর্জন দেয়, সে শিবলোকে গমন করিয়া শাশ্বত সুখের আশ্রয় হয়। যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গকারীর জিহ্বা উৎপাটন করে, সে একবিংশ কুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে গমন করে। এখন তুমি ইচ্ছা দূরে থাকুক, সন্তোষিত হুয়াধম তোমাকে প্রথমে বিনাশ করিয়া শিবলোকে স্বীয় কলংবর পরিত্যাগ করিব। পূর্বে জননী আমাকে যথার্থই বলিয়াছেন যে, “পূর্বজন্মে আমরা কখনও শিবপূজা করি নাই,” দেখক এই কথা বলিয়া মন্ত্রবিশং মহাতেজা উপমহ্য নির্ভয়ে সেই শত্রুকে অথর্বাক্ষে সংহার করিব, এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া ভয়াধার হইতে একমুষ্টি ভস্ম গ্রহণ করিয়া সেই শত্রুরূপী হর-উদ্দেশে অথর্বাক্ষ পরিত্যাগ করিলেন এবং ভয়ঙ্কর শব্দ করিলেন। পরে অমর সেই উপমহ্য স্বদেহ বিসর্জনে উদ্যুক্ত হইয়া আয়েয়ী ধারণা (যোগাঙ্গবিশেষ) ধ্যান করিয়া স্বদেহ দ্বন্দ্ব করিতে শুক্লকান্তের গ্রায় স্থির হইয়া রহিলেন। মুনি উপমহ্য এইরূপ স্বদেহবিসর্জনে উদ্যুক্ত হইলে, ভগবান ভগনেন্দ্রহা উমাসহচর ধারণাযোগে সেই আয়েয়ী ধারণাকে নিবারণ করিলেন এবং নন্দীর আবেশে চন্দ্রক নামে গণকর্তৃক সেই কাল্যাণ-সদৃশ অথর্বাক্ষও সংস্কৃত হইল। পরে পরমেশ্বর স্বীয় চন্দ্রাক্ষশেখর মোহনরূপ প্রকাশ করিয়া উপমহ্যকে দর্শন দিলেন। সে সময় চতুর্দিকে তুম্বকুর স্রুতস্র ধারা ও তুম্বকু-সমুদ্র, দ্বিপ্রান্তের সমুদ্র হৃত-সমুদ্র, ফলসমুদ্র ও নানাবিধ-ভোজ্য ভক্ষ্যের এবং পিষ্টকের পর্বত, সেই মুনিবালক উপমহ্যার নিমিত্ত চতুর্দিকে বিরাজ করিতে লাগিল। বহুজন-বেষ্টিত উপমহ্যকে লজ্জিতভাবে অবস্থিত দেখিয়া ভগবান ভূতভাবন স্বরূপ স্বয়ংও লজ্জিত হইলেন, পরে স্মিতমুখী দেবীকে অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বালক উপমহ্যকে বলিলেন; হে মহাভাগ উপমহ্য! আজ বহুগুণের সহিত যত ইচ্ছা স্বীয় অভিলষিত বস্তু ভক্ষণ কর। আর দেখ, এই পার্বতী তোমারই মাতা। আজ হইতে তুমি আমার পুত্র হইলে, অতএব এই সকল তুম্বকু-সমুদ্র, মধুসমুদ্র, দ্বিপ্রান্তের সমুদ্র, ফলসমুদ্র, ফল ও লেহন্যস্ত-সমুদ্র, পিষ্টকের পর্বত ও নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্যের সমুদ্র তোমারই নিমিত্ত জানিবে। হে উপমহ্য!

এই জনপতিত আমি তোমার পিতা, আর এই জগন্মাতা মহাভাগা পার্বতী তোমার মাতা জানিবে। আজ হইতে তোমাকে দেবত্ব ও শাশ্বত স্থান-প্রদান করিয়ায়, এক্ষণে বর প্রদান করিতেছি যে, তোমার বাহা বাহা অভিলষিত আছে, প্রার্থনা কর, ইচ্ছাতে কোনরূপ বিচার করিও না। এই কথা বলিয়া মহাদেব সেই বালক উপমহ্যকে হস্ত প্রসারণ করত আলিঙ্গন করিয়া মন্তক চুষন করিলেন। পরে তোমার এই অনুরূপ গ্রহণ কর বলিয়া দেবীর ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। ভবানীও অনুরূপ সন্মোহে অবলোকন করিয়া প্রীতা হইয়া যোগৈর্গর্ভা ও ব্রহ্মবিধ্যা প্রদান করিলেন। উপমহ্য দেবীসকাশে এই প্রকার বর ও কুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়া হর্ষগদগদ বচনে মহাদেবকে স্তুত করিতে লাগিলেন এবং সাত্তিকানুরাগী পরমেশ্বরকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করিয়া কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা করিলেন, হে দেবদেবেশ! প্রসন্ন হইয়া এই বর দান করুন, যেন আপনাকে আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ও নিয়ত যেন আপনার সান্নিধ্য পাইতে বঞ্চিত না হই। এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া ভূতপতি শঙ্কর ঈষৎ হাসিতে হাসিতে অভলবিত বর প্রদান করত অন্তহিত হইলেন। ২৫—৬৪।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন; ঐ উপমহ্যকে অক্লিষ্টকরা কৃষ্ণ দেখিতে পাইয়া তাঁহার সকাশে দিব্য পাশুপত ব্রত শিক্ষা করেন, ধীমান কৃষ্ণ সেই উপমহ্যসকাশে কিরূপে পাশুপত জ্ঞান লাভ করেন? সেই পাপ-নাশিনী কথা কীর্তন করিয়া আমাদেরকে নিষ্পাপ ও তদ্বিশেষে প্রবর্ণবাক্তা পূরণ করুন। স্মৃত বলিলেন, সনাতন পুরুষোত্তম বাসুদেবরূপ বৈষ্ণবক্রমে অবতীর্ণ হইয়াও মনুষ্যরূপে নিন্দা করিয়া স্বীয় দেহভুক্তি করেন। সেই সময় ভগবান বাসুদেব স্বীয় পুত্র-কামনার তপস্তা করিতে উপমহ্যর আত্মা গমন করেন। সেখানে উপমহ্য মুনির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা দেখিতে পাইয়া বনমালী ভক্তিপূর্বক তিনবার প্রণাম করিয়া নমস্কার করিলেন। ধীমান উপমহ্যর দর্শনমাত্রেই কৃষ্ণের কায়জ ও কর্মজ নিখিল মল দূরীভূত হইল। পরে মহাতেজা উপমহ্য গাত্র ভক্ষণেপন করিয়া সন্তোষিত আত্মাকে দিব্য পাশুপত

জ্ঞান প্রদান করিলেন। মূনির এসাথে পাশ্চপত জ্ঞান লাভ করিয়া মহামায়া কৃষ্ণ উপভা করিতে লাগিলেন ; এইরূপ একবৎসর ধীরভাবে উপভা পর, গণবেষ্টিত ভব-ভবানীকে সাক্ষাৎ করিয়া সাধনামুক এক পুত্র লাভ করেন। সেই অবধি দিবা বিভক্তব্রত শৈব মার্কণ্ডেয়াদি মূনিগণ সকলে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। হে ঋষিগণ! প্রাণিগণের মুক্তির নিমিত্ত অস্ত্র এক ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সুবর্ণময় মেখলা করিয়া তাহার আধার ও জলনিবারক বহির্ভাগ করিবে এবং সুবর্ণময় লিঙ্গ করিয়া সুবর্ণময় ব্যঞ্জন ও লগ্ন করিবে। আর মসীভাজন, লেখনী, কুন্ডল, কণ্ঠরিকণ ও জলপাত্র পর্যন্ত সুবর্ণে নিৰ্ম্মিত করিবে। পরে গাত্রে ভস্ম লেপন করিয়া পুরুষ হউক অথবা স্ত্রী হউক সকলেই শিবভক্তকে দান করিবে। সুবর্ণময় হউক, রজতনিৰ্ম্মিত হউক, অথবা তাম্রনিৰ্ম্মিত হউক, আশ্বসম্পত্ত্যবসারে শক্তির অমরূপই ঐ সকল নিৰ্ম্মাণ করিয়া দানপূর্ব্বক যোগীকে পূজা করিবে। যাহারা এইরূপ দান করিয়া থাকে, তাহারা সৰ্ব্বপাপ হইতে

মুক্ত ও সমস্ত কুলযুক্ত হইয়া দিবা রূদ্ৰপদ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ঐ বিধিতে দান করিলে গৃহস্থেরা এই দুস্তর ভবার্ঘব হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। আর যোগী ব্যক্তিরা দান করিলে, শিব সত্ত্বরই সেই বোগিগণের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। ফলে যদি আপনার মোক্ষলাভে বাসনা থাকে, তাহা হইলে, উত্তম উত্তম রাজ্য, ধন, পুত্র, অশ্ব, যান, অধিক কি সৰ্ব্বশ্ব পর্যন্ত দান করিবে। এই অনিত্য শরীরের দ্বারা বাহ্যতে সেই সনাডম প্রশস্ত সংস্কার্ণবতারক পাশ্চপত ব্রত সাধিত হয়, তদ্বিধে প্রয়াস করিতে ক্রটি করিবে না। সংক্ষেপে কথিত এই সকল বিষয় যাহারা কীৰ্ত্তন করে, কিম্বা যদি শ্রবণও করে, তাহা হইলে তাহারা যে বিম্বলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১—১৯।

শ্রীশ্রীলিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বভাগে অষ্টাধিকশততম
অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীলিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বার্জ সম্পূর্ণ

লিঙ্গপুরাণ ।

উত্তরভাগ ।

প্রথম অধ্যায় ।

ঔ নমো গণেশায় । ঋষিগণ বলিলেন, হে স্তত । সকল দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও প্রভু ভগবান্ রুদ্র ইহকালে কি কার্য দ্বারা সন্তুষ্ট হন ? আপনি সর্বপূরাধিকার, অতএব আমরাগিরের নিকট এ বিষয়ের বোধোচিত উত্তর প্রদান করুন । স্তত বলিলেন, হে বিশ্ববরগণ ! মহাতেজস্বী, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পূর্বকালে অশ্বরীষ রাজা একথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, আমি এ বিষয়ে যে প্রকার অবগত তাহা আপনাদিগের নিকট যথাযথ বলিতেছি । রাজা বলিলেন, হে মহামতে মার্কণ্ডেয় ! আপনি অত্যন্ত পণ্ডিত এবং সকল ধর্মের পারদর্শী ; যেহেতু আপনি চিরজীবী, অতএব অত্যন্ত প্রাচীন পুরাণবর্তীসমূহ আপনার কণ্ঠস্থ । হে মহাপ্রাজ্ঞ স্তত ! নারায়ণনির্মিত আশ্চর্য্য ধর্মসমূহের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ কি, তাহা উক্তগণ সমীপে এক্ষণে বলন । স্তত বলিলেন, অশ্বরীষ রাজার কথা শুনিয়া মার্কণ্ডেয় ক্ষুণ্ণি গাত্রোধানপূর্বক কৃতাজলিপুটে অব্যয় অচ্যুত রুদ্রকণ্ঠী নারায়ণকে স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন, হে ।। যথানিয়মে শ্রবণ কর, ভগবান্ নারায়ণের ধর্ম, ভক্তিপূর্বক পূজা এবং প্রণাম, বহুসংখ্যক অধর্মেবুজ্জর তুল্য জানিব । সেই নারায়ণই অবিভীষী পুরুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ, পরমাত্মা জনার্দন, পদ্মকমল-বিরূপে দেখা যায়, ব্রহ্মা তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া সমস্ত স্বাক্ষর-জলমায়িক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার প্রভাক্ষর জলানুসারে সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম আপনাদিগের নিকট বলিতেছি । ১—৮ । পূর্বকালে দ্রোণাশ্রমে

বাহুদেবপরায়ণ কৌশিক নামে কোন ব্রাহ্মণ সর্বদা সামবেদ-গানশক্ত হইয়া কালযাপন করিতেন । ভোজন, উপবেশন এবং শয়নকালেও বাহুদেবে চিত্ত অর্পণপূর্বক বারংবার ভগবান্ বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট চরিত্র গান করিতেন । ভক্তিমান কৌশিক, ভগবান্ বিষ্ণুর মন্দির কিংবা বিষ্ণুক্ষেত্র পাইলে তাললয়াদিভুক্ত করিয়া মুচ্ছনা এবং সুস্বরযোগে বৃহৎ রথাস্তরাদি সামবেদোক্ত গানে ভিক্রান্তমাত্র ভোজন করত তথায় কালযাপন করিতেন । একদা পদ্মাখ্য নামে বিখ্যাত কোন ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু-মন্দিরে বিষ্ণুগুণগান-পরায়ণ কৌশিককে দেখিয়া তাঁহাকে অন্নদান করিতে লাগিলেন । তেজস্বী কৌশিক পরিজনবর্গের সহিত ব্রাহ্মণবৃত্ত উচ্চৈঃ ভোজনানন্তর বিষ্ণুমন্দিরে হরিগুণ-গান করত হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । পদ্মাখ্য ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে তথায় আসিয়া কৌশিক-মুখে হরিগুণগান শ্রবণ করিতেন, কালক্রমে কৌশিক-গায়কের সমীপে ব্রাহ্মণ, ক্রতুয় এবং বৈশ্বকুল-সভূত অধিক জ্ঞানবিদ্যাসম্পন্ন পবিত্রহৃদয় এবং বিষ্ণুপরায়ণ সাতজন শিষ্য উপস্থিত হইল । পদ্মাখ্য ব্রাহ্মণ সেই শিষ্যবর্গকেও স্বয়ং অন্নাদি প্রদান করিতে লাগিলেন । কৌশিকগায়ক ঐ সকল শিষ্যের সহিত প্রতিদিন হৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুমন্দিরে যথানিয়মে হরিগুণগানে রত থাকিলেন । বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মালব নামে কোন বৈশ্ব প্রতিদিন হৃষ্টচিত্তে ত্রীহরির প্রীতিনিখিত লীলমালা প্রদান করিত । মালবী নামে পতিব্রতা মালব-ভাষণ্য প্রতিবিশি গোময়দ্বারা বিষ্ণুমন্দিরের

চতুর্পার্শ্ব লেপন করত স্বামীর সহিত উৎকৃষ্ট কৌশিক-
গাথকের গান শ্রবণ করিয়া সানন্দ-হৃদয়ে ঐ মন্দিরে
ধাক্কিডেন। ১—২০। কুশলদেশে হইতে সমাগত
কঠোরব্রত-সম্পন্ন জ্ঞানবিদ্যার্থীভিত্তি পঞ্চাশ জন
উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, কৌশিকের গান শ্রবণ-নিমিত্ত তাঁহার
সমুদয় কার্য সম্পাদন করত ঐ বিষ্ণু-মন্দিরে বাস
করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌশিকের গান
নালাক্শে বিখ্যাত হওয়াতে, কলিঙ্গদেশের রাজা তাহা
শ্রবণ করিয়া ঐখানে আগমনপূর্বক বলিলেন, হে
কৌশিক! অদ্য তুমি শিবাবর্গের সহিত আমার
গুন গান কর। হে কুশল-সমাগত ব্রাহ্মণগণ!
তোমরাও কৌশিকের ঐ গান শ্রবণ কর। কলিঙ্গ-
রাজের কথা শুনিয়া, কৌশিক, রাজাকে মিষ্টবাক্য-
দ্বারা বলিলেন, হে মহারাজ! আমার জিহ্বা ভগবান
বিষ্ণুভিন্ন ত্রিংশাদিগতি ইন্দ্রেরও স্তব করেন না এবং
আমার বাগিন্দ্রি হইতে অস্ত্র কথা নির্গত হয় না;
কৌশিকগাথক এই কথা বলিলে পর, কৌশিকশিষ্য
বসিষ্ঠগোত্র একজন, গোতমগোত্র একজন, হরিনামক
একজন, সারস্বতনামক একজন, চিত্রনামক একজন,
চিত্রমাণ্যনামক একজন এবং শিল্পনামক একজন,
ইহারা সকলে মিলিত হইয়া কলিঙ্গরাজকে কৌশিকের
ব্যাক্যমুরূপ বলিলেন, হে মহারাজ! আমরা
হরিভিন্ন অন্তের গুণগান করি না এবং অন্তের কথা
কহি না। ২১—২৭। বিষ্ণুপরিণ শ্রোতৃবর্গও রাজাকে
বলিলেন, হে মহারাজ! আমাদের কণও হরিগুণ-
ভিন্ন অস্ত্র কিছু শ্রবণ করে না; আমরা সেই ত্রিহরির
গুণকীর্তিগান শুনিতেই ভাল বাসি, অন্তের স্তব শুনিতে
চাহি না। কৌশিক, কৌশিকশিষ্য এবং শ্রোতৃবর্গের
কথাশ্রবণে কলিঙ্গরাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ ভৃত্য গাথক-
গণকে বলিল, হে গাথকগণ! এ সকল ব্রাহ্মণ
যাহাতে আমার কীর্ষিকলাপ শুনিতে পায়, তদনুসারে
তোমরা আমার গুণগান কর, দেখা যাক্ চতুর্দিকে
আমার গুণগান করিতে থাকিলে কোন্মন ইহাদা না
শুনে। কলিঙ্গরাজ এই কথা বলিলে পর রাজভৃত্য
গাথকগণ কলিঙ্গরাজার গুণগান করিতে লাগিল। তখন
ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ হরিগুণগানের শ্রবণে বদ্ধ
হওয়াতে ক্রুদ্ধভিত্তিকরণে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা পরস্পরে
নিজ নিজ কণবির আঘাত করিলেন, কৌশিক প্রভৃতি
ব্রাহ্মণগণ রাজার মর্শোত্তীর্ণ অবগত হইয়া মনেমনে
বিবেচনা করিলেন, এ রাজা ধীর গুণগানে অজস্র
আহরহর দেখিতেছি, কিন্তু এ বদপূর্বক আমাদের
দ্বারা দিগ্ভিত্তিগান করা হইবে, ইহা হির করিয়া তাহ

পরিভ্রমণ ব্রাহ্মণগণ হস্ত দ্বারা নিজ নিজ জিহ্বা-
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার লক্ষন করিয়া
কলিঙ্গরাজা অত্যন্ত ক্রোধাধিত্যক্তিতে তাহাদিগের
সর্বত্র হরণপূর্বক কৌশিকাদি ব্রাহ্মণগণকে বীর
রাজ্য হইতে নিকাসিত করিলেন, তদনন্তর ঐ সকল
ব্রাহ্মণ উত্তরদিকে গমন করিলেন। কালক্রমে
তাঁহারা মৃত্যুবশতাপন্ন হইয়া যমালয়ে নীত হইলেন,
তদনন্তর যমরাজ তাহাদিগকে নিজালয়ে সমাগত
দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। ২৮—৩৫।
রাজন্! ঐ সময়ে ভগবান ব্রহ্মা কৌশিকাদি ব্রাহ্মণ-
গণের বিমূঢ়তা অবগত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে
বলিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কৌশিকাদি ব্রাহ্মণ-
গণকে পরম সুখে বাস করিতে স্থান প্রদান কর। যে
কৌশিকাদি ব্রাহ্মণগণ হরিগুণগান করিয়া জনার্দ্রকে
প্রীত করিয়াছে, যদি তোমরা আশ্বদেবত্ব প্রদান করিতে
ইচ্ছা কর, তবে তাহাদিগকে যমালয় হইতে নীত
আনয়ন কর। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। ইন্দ্রাদি
লোকপালগণ ব্রহ্মাকর্তৃক প্রাপ্ত অভিহিত হইয়া কেহবা
ওহে কৌশিক, কেহবা ওহে মানব, অপর কেহ
ওহে পদ্মাব্য, তোমরা এখানে আগমন কর; এইরূপে
উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে তাহাদিগের দিকটো গমন-
পূর্বক তাহাদিগকে অতি নীত্র যমালয় হইতে
আনয়নপূর্বক আকাশপথে সেই মুহুর্তে ব্রহ্মলোকে
সমাগত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা, কৌশিকাদি
ব্রাহ্মণগণকে সমাগত দেখিয়া বথোচিত প্রতীক্ষাভা-
বপূর্বক, স্বাগত প্রার্থা দ্বারা তাহাদিগকে সন্মানিত
করিলেন। হে মূপবর! ব্রহ্মার কৌশিকের
প্রতি গৌরবহচক কার্য দেখিয়া, দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে
কোলাহল করিতে লাগিলেন। ভগবান হিরণ্যগর্ভ
ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণকে নিবারণপূর্বক দেবগণপরিমূঢ়
হইয়া কৌশিকাদি মুনিগণকে সঙ্গে করত বাহুব-
ধ্যানসংকল্পিত নীত্র বিহুলোকে গমন করিলেন,
তথায় গমন করিয়া দেখিলেন। ভগবান বেতালীম্বিন্দালী
জ্ঞানযোগেশ্বর প্রভু, সিদ্ধ, বিষ্ণুভক্তিপারায়ণ, সমাধিভ-
চিত, নারায়ণমূর্ত্য চতুর্ভুজমূর্তি, শঙ্খচক্রগদা
পদ্মধারী, অত্যন্তভয়বী, পাশদেশপূজ্য অষ্টাঙ্গিভি-
সহস্র মহাজনগণ কর্তৃক স্তোত্রমান, দেবদেব নারায়ণ,
অমর্যাদি মুনিগণ, নারায়ণি দেববিশণ, পুণ্ড্রমণি
সনকাদি সিদ্ধগণ, নানাবিধ প্রাণিগণ ও অসংখ্য
কর্তৃক চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়া লোক-কার্যবৃত্ত ব্রহ্মা
প্রভৃতি কৈবল্যককর্ণি দিব্য অজিতেন্দ্রিয়, বিহ-
লোককর্তব্যহীন, স্নিগ্ধ মহত্তরাত্মক, সত্যস্বরূপ

দীর্ঘ, অতি নিঃশব্দ, আশ্চর্য্য, সিংহাসনাধিত বিমানো-
পদ্মি উপবেশন করিলেন। ৩৬—৪৮। অনন্তর
ভগবান্ ব্রহ্মা কৌশিকাদি ঋষিগণ কর্তৃক পরিবৃত
হইয়া ভগবৎসমীপে আগমন করত প্রশংসাপূর্ব্বক-
গুরুকৃত্য বিম্বকে শ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন।
ভগবান্ ভগবৎপ্রভু, নারায়ণ হরি কৌশিকাদিকে সমাগত
দেখিয়া ওহে কৌশিক, ওহে মালব, ওহে পদ্মাধ্য
এইরূপ সম্বোধন করত ধ্যাত্রমে প্রীতচিত্তে আহ্বান
করিতে লাগিলেন। এইরূপ অকৃত ঘটনা উপস্থিত
হইলে দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে অয়ব্যোমণা করিয়া উঠিলেন,
বিবাহা ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন!
আমার বাক্য শ্রবণ কর, কুশল-নিবাসী এসকল
ব্রাহ্মণ আমার উক্ত কৌশিকগাথকের হিতার্থী ও
ঈশ্বার সাধ্যসাধন-তৎপর হইয়া অনেক সেবা শুক্রবা
করিয়াছে এবং ইহারা আমার কীর্ত্তি শ্রবণনিমিত্ত
সর্ব্বদা উৎসুকচিত্ত, তত্ত্বজ্ঞানী ও আমাভিন্ন কাহারও
প্রতি ভক্তিমান্ নহে, অতএব ইহারা সাধ্য নামে
দেবদেবানি হউক এবং সর্ব্বদা আমার সমীপে (অর্থাৎ
বিম্বলোকে) এবং অন্ত্যাত্ম লোকেও ইহাদিগকে
প্রবেশ করিবার ক্ষমতা প্রদান কর। ব্রহ্মাকে এইরূপ
আদেশ করিয়া দেবদেব মাধব পুনর্বার কৌশিককে
বলিলেন, হে মহাবরু! তুমি নিজ শিষ্যবর্গের সহিত
আমার পার্শ্বচর হও এবং গণাধিপত্য লাভ করিয়া
যেখানে আমি অবস্থিত করিয়া থাকি, সে স্থানে
অবস্থিত কর। ৪৯—৫৫। তদনন্তর লক্ষ্মীদেবী হরি
মালব এবং মালবীকে বলিলেন, হে মালব! আমার
এই বিম্বলোকে নিজ ভার্ঘ্যার সহিত দিব্য বস্তু ধারণ-
পূর্ব্বক স্ত্রীযুক্ত হইয়া এ স্থলের আধিপত্য করিতে
থাক ও আমার কীর্ত্তি গান শ্রবণ করিতে করিতে বত-
কাল এ সমস্ত লোক থাকিবে, তাবৎকাল এক্ষণে আমার
তুল্য পরম সুখে বাস কর। তদনন্তর ভগবান্ লক্ষ্মীকান্ত
পদ্মাধ্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে পদ্মাধ্য! তুমি দ্বাধি-
পতি কুবেরের প্রাপ্ত হইয়া সময়ে সময়ে আমার
নিকট আগমনপূর্ব্বক আমার কনিষ্ঠাভ্যাস করত
একপাদপূরী রাক্ষস লাভ করিয়া পরমসুখে কালযাপন
কর। এরূপ আদেশ করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,
এই কৌশিকের গান শ্রবণ করিয়া আমার বোণ-
নিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এ-কৌশিক বিম্বলোকে
শিবস্বর্গের সহিত আমার শ্রব করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট
করিয়াছে। ইহাবল পদ্মপ্রভু কুবেরভাব কলিঙ্গ-
রাজকর্তৃক নিধারিত হইয়াও বলিয়াছে আমি বিম্বভিন্ন
অস্ত্রের শ্রব করিব না, এ কথা বলিয়া বিজ্ঞানহীন

করিয়াছে; এ নিমিত্ত কৌশিক বিম্বলোকে বাস প্রাপ্ত
হইল ও কুশলনিবাসী নিরন্তর আমার ভক্ত বশস্বী
এ সকল ব্রাহ্মণ অস্ত্র কীর্ত্তি শ্রবণ-নিবারণ-জ্ঞাতিপ্রায়ে
পরস্পরে কর্ণবিবর কাঠখণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়াছিল;
এ নিমিত্ত এ সকল ব্রাহ্মণ দেবকৃ লাভপূর্ব্বক আমার
সহচর হইল। মালব, নিজ ভার্ঘ্যার সহিত আমার
ক্ষেত্রভূমি প্রতিদিন মার্জ্জনা করিয়াছে এবং দীপমালা
প্রদান করিয়া আমার অর্চনা করত অবহিতচিত্তে
ভার্ঘ্যার সহিত আমার কীর্ত্তি-শ্রবণ-গান শ্রবণ করিয়াছে,
এ নিমিত্ত মালব আমার চিরস্থায়ী লোক প্রাপ্ত
হইয়াছে। এই পদ্মাধ্য ব্রাহ্মণ মহাত্মা কৌশিককে প্রতি-
দিন ধান্য দ্রব্য দান করিয়াছে এই নিমিত্ত এ পদ্মাধ্য
ধনেধন্য প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার সমীপে গমনা-
গমন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। সর্ব্বলোকপুঞ্জিত
ভগবান্ হরি ব্রহ্মাকে এইরূপ কহিয়া সভামধ্যে
উপবেশন করিলেন। ৫৬—৬৭। সেই সময়ে বাদ্য-
বিন্যাস-বিহারণ, অতি সুমিষ্ট-বর্ণ-সংগঠিত গীতগান-
পরায়ণ, বীণাবাদ্য-কুশল গায়কগণের সহিত অল্প অল্প
হস্তযুক্তবন্দনা, নানাবিধ আশ্চর্য্য অলঙ্কার-ভূষিতদেহা,
চতুর্দিকে অসংখ্য পরিচারিকা পরিবৃত্তা বিম্বপত্নী
ভগবতী লক্ষ্মীদেবী হরিগুণ গান করিতে করিতে
ভগবান্ নারায়ণসমীপে আগমন করিলেন। তদনন্তর
পরিষাদ্রোহী পর্ব্বততুল্য দীর্ঘকায়, গণনায়েকসমূহ
লক্ষ্মীদেবীকে দর্শনানন্তর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে এবং
মুনিগণকে তাড়াইয়া দিয়া ছুটিচিহ্নে উপবেশন করত
কথোপকথন করিতে লাগিল। দেবগণ ব্রহ্মা এবং
আমরা সকলেই দ্রীকৃত হইয়াছিলাম, ইত্যবসরে
ভগবান্ বিষ্ণু মুনিবর গাথকপ্রোক্ত তুম্বককে
আহ্বান করিলেন। তুম্বকও আহ্বান-মাত্র দেব-
দবী সমীপে প্রবেশপূর্ব্বক সভামধ্যে উপবিষ্ট
হইয়া ছুটিচিহ্নে নানাবিধ মুচ্ছনাসহকারে সুমিষ্ট
সমযোচিত গীতসমূহ গান করিতে লাগিলেন এবং
বীণাধর বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্
নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া নানাপ্রকার রত্নসংযুক্ত আশ্চর্য্য
অলঙ্কারসমূহ দ্বারা এবং শুক্রবর্ণ মন্দারপুষ্প-মালা
দ্বারা তুম্বককে সন্তুষ্ট করিলে পর, তিনি ছুটিচিহ্নে তথা
হইতে প্রস্থান করিলেন। হে অরিন্দম! এই সভাস্থ
অস্ত্র সমস্ত দেবগণ এবং ঋষিগণ তুম্বক সম্মানিত
হইয়া গমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে দ্ব্যধোচিত
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তুম্বক-মুনির
সঙ্গীত নারায়ণ মুনি নারায়ণসমীপে তুম্বকমুনির
সমভাব দেখিয়া শোকপ্রোভচিত্তে পরিভ্রমণ করত

সাধনময় হইয়া শোকাদীন মুক্তাপন্ন-শরীরে নিরতিশয় চিন্তাষিত হইলেন। ৬৮—৭৭। নারদমুনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি কার্য করিয়া লক্ষ্মীদেবীর নিকটে ত্রীহরির দর্শন লাভ করিব? কি আশ্চর্য্য তুমুর অমায়াসেই লক্ষ্মী-সমীপে ত্রীহরির দর্শনলাভ করিল, অতএব মূর্খ এবং চৈতন্যরহিত আমাকে দিখু। যে আমি ত্রীহরির নিকট হইতে অমুচরণ কর্তৃক দূরীকৃত হইয়াছি, অতএব আমি জীবন ধারণ করিয়া দি একারে কোথায় গমন করিব। তুমুর আশ্চর্য্য হরুত করিয়াছে। বিশ্রেষ্ট নারদ মুনি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া দৈবপরিমাণে সহস্রবৎসর যোগাবলম্বনপূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে ভগবৎকৃত তুমুর সমাদর স্মরণ করিয়া রোদন করত জ্ঞানী নারদ মুনি আমাকে দিখু, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। নারদ মুনির তপস্তা দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু যে কার্য করিলেন, তাহা আমার নিকট প্রবণ কর। ৭৮—৮২ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তদনন্তর নারদের তপস্তায় সম্ভূত হইয়া নারদ মুনিকে অলঙ্কার, মালাদি প্রদান করত দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ কালক্রমে তুমুর তুল্য সমাদর করিলেন। পূর্বকালে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদেরও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, এ ত্রিলোকে বাবৎসংখ্যক গান আছে, তন্মধ্যে হরিশ্চন্দ্রগানই শ্রেষ্ঠ, ইহা বাবৎবার তোমাকে বলিতেছি। গান করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু আরাধনা করিলে পর, ত্রীহরি উত্তমকীর্তি, জ্ঞান, ভেজস্বিতা, সন্তোষ এবং নিজ স্থান দান করেন; বেল্লপ কৌশিক-গাথককে নিজ স্থানাদি দান করিলেন, পদাধ্য প্রভৃতিতে ভগবান্ হরি বেল্লপ সিদ্ধি দান করিলেন, ইহাও আমার নিকট প্রবণ করিয়াছ। হে মহারাজ! সেই হেতু বিহ্বততপুরুষসমূহের সহিত তুমিও বিহ্বলক্রেমে বিশেষরূপে বিষ্ণুর পূজা, হরিশ্চন্দ্র গান, নৃত্য এবং বায়োদ্যম নিরন্তর কর। সর্বদা হরিশ্চন্দ্র প্রবণ করা কর্তব্য, যেহেতু এই ত্রীহরির শুভ ভিন্ন অস্ত কিছুই প্রবণ করিবার যোগ্য নহে। যে বিহ্বান্ মহুয় বিহ্বলক্রেমে উপবেশনপূর্বক ভক্তিভাবে হরিশ্চন্দ্রগান, নৃত্য এবং বিহ্বচরিত কথোপকথন করে, সে ব্যক্তি আতিশয়ত, মেধা, যুত্ব, পর পূর্ব অদ্বিত্য হরুত-হরুতের স্মরণ এবং বিষ্ণুর সাক্ষ্য মুক্তিলভ

করে। হে নৃপতিবর! ইহা সত্য, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজন! আমার নিকট তুমি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্ত আমি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ! পুনর্ব্বার তোমার নিকট কি বলিব, তাহা প্রকাশ কর। ১—১।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অশ্বরীষ বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মার্কণ্ডেয় মুনে! মহাভাগ্যবান্ নারদ মুনি কি উপায় দ্বারা গান-বিদ্যা লাভ করিলেন এবং কোন্ সময়েই গান-বিদ্যায় বা তুমুর সদৃশ হইলেন? হে মহামতে! ইহা আমার নিকট বলুন, যেহেতু আপনি সর্বজ্ঞ। মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন, আমি দেবতুল্য নারদ মুনির নিকট এ বিষয় প্রবণ করিয়াছি। অতি ভেজস্বী মহামতি নারদ মুনি নিজেই আমার নিকট এ-কথা বলিয়াছেন। তপস্তা-রাশিধরুণ ভগবান্ নারদ মুনি প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর নানাবিধ ক্লেশ সহ করত ভগবৎকৃত তুমুর সমাদর স্মরণপূর্বক অতি কঠোর উৎকৃষ্ট তপস্তা করিলেন। তদনন্তর ঐ মহাবী নারদ অতি মহৎ শক্ত্যুক্ত, আশ্চর্য্য এবং অশরীরসমুভা দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কি নিমিত্ত তুমি তপস্তা করিতেছ, যদি তোমার গানবিষয়ে বুদ্ধি আসক্ত হইয়াছে, তবে মানসস্রোতের উত্তরপর্কতে গমন করিয়া উলুকনামক পক্ষীকে দর্শন কর; সেই উলুক গানবন্ধু নামে বিখ্যাত। শীঘ্র সেখানে গমন কর, এবং সে উলুকপক্ষীকে দর্শন কর, তুমি গানবিদ্যা-বিশারদ হইবে। বাখিশ্রেষ্ঠ নারদ মুনি, আকাশ-বাণীতে একথা শুনিয়া বিষয়াবিত্তিহীন মানসোত্তর পর্কতে গানবন্ধু উলুকপক্ষীর নিকট গমন করিলেন; দেখিলেন, গর্জরগণ কিন্নরগণ, বক্ষগণ এবং অপ্সরোগণ গানবন্ধু উলুকের চতুর্দিকে উপবেশনপূর্বক তদীয় শিক্ষায় গানবিদ্যা লাভ করিতেছেন, এবং ছুটিসিতে অতি মধুর কণ্ঠস্বর-সংযোগে গান করিতে করিতে সকলে একত্র উপবেশন করিয়া আছেন। তদনন্তর গানবন্ধু উলুকপক্ষী নারদমুনিকে সমাগত দেখিয়া প্রণিপাতপূর্বক স্বাগতপ্রার্থে বোধোচিত পূজা করিলেন। এবং বলিলেন, হে মহামতে! কি নিমিত্ত আপনি এখানে আগমন করিয়াছেন। হে ভ্রমণ! আগমন! আমি কি কার্য করিব, আপনি তাহা কহুন। নারদ বলিলেন, হে উলুকরাজ! হে মহাপ্রাজ্ঞ।

নিমিত্ত আসিয়াছি, সে সমস্ত আপনি শ্রবণ করুন। ১—১৩। পূর্বে আমার যে অত্যন্ত অমৃত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি। হে বিনয়! অতীতসূত্রে আমি নারায়ণ-সমীপে উপস্থিত আছি, এমন সময়ে ভগবান বিষ্ণু আমাকে তথা হইতে দূর করিয়া তুম্বককে আশ্রয়পূর্বক ভগবতী লক্ষ্মীর সহিত হৃষ্টচিত্তে তুম্বক নিকট হইতে উৎকৃষ্ট গান-শ্রবণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি সকল দেবগণও তথা হইতে দূরীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু কৌশিক প্রভৃতি গাথকগণ কেবল হরিশুগণ-মাংসাত্ম্যে বিষ্ণু সমীপ-বর্তী-স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার গান-যোগে হরিকে আরাধনা করিয়া পরমহুৎ গাণপত্য প্রাপ্ত হন; আমি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত হুঃখিত চিত্তে এখানে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। ১৪—১৭। আমি যে কিছু দান করিয়াছি, যে কিছু ধজে হোম করিয়াছি, যে কিছু পুরাণাদিতে শ্রবণ করিয়াছি এবং যে কিছু বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, সে সমস্ত কার্য বিষ্ণুমাংসাত্ম্যগানের বোড়শ ভাগের এক ভাগও হইবে না। হে পক্ষিরাজ! তদনন্তর আমি বহু চিন্তা করিয়া গানবিদ্যা-লাভের নিমিত্ত সৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্তা করিয়াছি; তপস্তা-সমাপনান্তে এই আকাশবাণী শ্রবণ করিলাম, “হে দেবর্ষে! যদি তোমার গান শিক্ষা করিতে বুদ্ধি হয়, তবে গানবন্ধু বিহঙ্গমরাজ উল্কে নিকট গমন কর। হে বিশ্ব! তুমি অচিরকাল মধ্যে গানবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে।” হে অব্যয়! আমি এইরূপ আকাশসমুত শব্দকর্তৃক শ্রীকৃত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিলাম; আপনার কি কার্য করিব? আপনার আমি শিষ্য হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন। গানবন্ধু বলিলেন, হে মহাবুদ্ধি মারুণ! পূর্বকালে আমার যাহা ঘটয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন, সেই বৃত্তান্ত অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার-সম্বলিত সকল পাণবিনাশন এবং কল্যাণকর। পক্ষিরাজে ভুবনেশ নামে বিখ্যাত ধর্ম্মাশ্রম এক রাজ্য ছিলেন। ঐ রাজ্য সহস্র অরমধেবজ, অমৃত বাজপেয়-বজ, কোটি কোটি গাভী, কোটি কোটি মুগ্ধ ব্রহ্মা, অসংখ্য বহু, ঋষি, হস্তী, কস্তা এবং অশ্ব ব্রাহ্মণগণকে দান করত বীর ব্রাহ্মণেরা বিজয়গণকে গান করিতে নিরায়ণ করিয়া পৃথিবী প্রতিপালন করিয়াছিলেন। যত্নসি কোন ব্রাহ্মণ গান করিয়া কিছু কি অস্ত্র দেবতা কিংবা মনুষ্যের উপাসনা করে, তাহাকে কোন না কোন দণ্ডে বধ করিব, এইরূপ

আদেশ করিয়া বলিলেন, পরমপুরুষ জগদীশ্বরকে বেদমন্ত্র দ্বারা আরাধনা কর। ১৮—২৭। ঐশ্বর্য্যগণ সকল স্থানে প্রতিদিন গান করিয়া আমোদ করুক, শ্রুতগণ এবং মাগধগণ ইহারা সকলে গান করুক। এইরূপ আজ্ঞা করিয়া সেই রাজ্য ভুবনেশ রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার পুরীর নিকটে হরিমিত্র নামে বিখ্যাত অত্যন্ত বিমূর্ত্তজি-পরায়ণ, মুখ-হুঃখাদি-বন্দ-বিবর্জিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হরিমিত্র এক দিবস নদীতীরে উপস্থিত হইয়া, শ্রীহরির হৃদয় প্রেতিমা নির্মাণপূর্বক যথাবিধি পূজান্তে অতি হুমতি হৃত, দধি, মিষ্টান্ন এবং পায়স নিবেদনানন্তর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত ভক্তিভাবে তদগতচিত্তে তাল, লয়, সুশ্বরযোগে উত্তম পদ্ধাবলীবিবচিত হরিশুগণ গান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভূপতির আদেশমুতসারে অন্তরগণ সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, হরিমিত্রের হরিশুগণ দ্রব্যজাত চতুর্দিকে নিঃক্ষেপ করত সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজ-সমীপে আনয়নপূর্বক সমস্ত নিবেদন করিল। তদনন্তর অত্যন্ত দুর্কৃতি সেই রাজ্য ভুবনেশ বিজয় হরিমিত্রকে যথোচিত ভৎসনা করিয়া তাহার সর্ব্ব হরণপূর্বক স্বরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। সে স্থানে পতিত হরিমিত্র-পুত্রিত শ্রীহরির প্রেতিমা রাজকিকরম্লেচ্ছগণ হরণ করিয়া হইল; কিছুকাল পরে চতুর্দিকে সকল লোকের পূজনীয় সেই রাজ্য ভুবনেশ মৃত্যুর বশবর্তী হইলেন। যমালয়গত রাজ্য ভুবনেশ মুখ্যপীড়িত হওনাত, হুঃখিত-চিত্তে খেদ করিতে করিতে যমরাজকে বলিতে লাগিলেন; হে দেব! আমি পরলোকগত হইলেও আমার সর্ব্বনাশ মুখ্য এবং তুমি উপস্থিত হইতেছে। আমি কি পাপ করিয়াছি, হে যমরাজ! এক্ষণে কি করিব; যমরাজ রাজাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি অজ্ঞান এবং মোহবশত অত্যন্ত মহৎ পাপ করিয়াছ। হরিপরাগণ হরিমিত্রের প্রতি কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছ। ২৮—৩৯। হে রাজন! ভগবান বাহুদেবের পূজাদিকার্য্যবিষয়ে হরিমিত্রসমীপে পাণাচরণ করিয়াছ বলিয়া তোমার সর্ব্বনাশ মুখ্যব্যাপী উপস্থিত হইতেছে। হে নরপতে! তুমি গীত-বাখ্যবৃত্ত হরিশুগণ-গায়ক মহামতি হরিমিত্রকে আনাহইয়া তাহার সর্ব্ব হরণ করিয়াছ এবং তোমার আজ্ঞামুতসারে কৃত্যগণও হরিমিত্রের প্রতি পাণাচরণ করিয়াছে; সেই নিমিত্ত তোমার দান বজ্রবিদ্যাত ফল বিলুপ্ত হইয়াছে। হে মূপশ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির কীর্তি ভিন্ন ব্রাহ্মণ-গণ কিছু গান করিবে না, ইহাই নিয়ম। তুমি সেই হরিশুগণ-

গানে প্রতিকূলক হইয়া অত্যন্ত পাপ করিয়াছে ;
 তোমার বর্গজি সমস্ত লোক বিকী হইয়াছে ; অতাই
 তুমি পর্বতকাটের গম্ভীর কর ; তুমি ভেরার পূর্ব
 পতিতান্ত নিজস্বের জ্ঞান করিয়া প্রতিদিন ভোজন
 পূর্বক কাল যাপন কর ; সেই পর্বতকাটের মুখার্ভ
 হইয়া এই আগুন দেহ ভোজন করত এক মনস্তর
 ঘোর নরকে বাস কর ; এ মনস্তর অতীত হইলে,
 তুমি এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, মনুষ্যদের জ্ঞান
 লাভ করিতে পারিবে। গানবন্ধ বলিদের ভুবনেশ
 রাজাকে ধমরাধ একরূপ আদেশ করিয়া সেখানেই
 অত্যাচারিত হইলেন। শ্রীমান হরিমিত্র গণাধিপগণ
 কর্তৃক ভুলমান হইয়া গণাধিপগণকে সংগ্রহ করত
 বিমানারোহণে বিমূলোকে গমন করিল ও সেই
 অবধি নরপতি ভুবনেশ এই পর্বতের কোটরমধ্যে
 বাস করত আপনায় শরদেহ ভোজন পূর্বক মুখার্ভ
 এবং তৃণার্ভ হইয়া কাল যাপন করিতেছেন।
 ৪০—৪১। আমি সেই পর্বতকাটের ভুবনেশ
 ভূপতিকে দেখিয়াছি। সেই রাজা আমার নিকট
 সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছেন। সে রাজাকে দেখিয়া,
 তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আগমন
 করিবার সময় হরিমিত্র অমরগণপরিবৃত হইয়া স্বর্গ-
 ভূয় ভেদকর বিমানারোহণে গমন করিতেছেন, দেখিয়া
 হরিমিত্রের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি
 ইন্দ্রিয় রাজার প্রদায়ে দীর্ঘায়ু হইয়াছি। হে
 সূত! সেই আয়ু বর্জাই হরিমিত্রকে দেখিয়াছি,
 সেই হরিমিত্রের ঐশ্বর্যপ্রভারে আমার চিত্র গান-
 বিদ্যাতে আসক্ত হইয়াছে। সেই অবধি কিম্বদন্তির
 সহিত একত্র বাস করিতেছি। হে মুনিবর! যাট-
 হাজার বৎসর গানবিন্দ্যর চর্চা করাত আমার
 জিহবার জড়তা দূর হইয়াছে এবং জিহ্বা সুস্পষ্ট
 হইয়াছে ; তাহার পর আমি গান শিক্ষা করিয়াছি ;
 এক শত বিংশতি হাজার বৎসর শিক্ষা করাত আমার
 গানবিদ্যার লাভ হইয়াছে ; তাহাতে লক্ষমন্তর অতীত
 হইয়াছে ; তদন্তর আমি গান-বিদ্যার গুরুত্ব লাভ
 করিয়াছি ; এক্ষণে গুরুত্ব প্রাপ্তি শেষবাচক গান-
 শিক্ষার আমার নিকট সমাপ্ত হইয়াছেন ; পরে এ
 সকল কিম্বদন্তি গান শিক্ষা-নির্মিত আমাকে অচ্যুত
 স্বীকারপূর্বক আগমন করিয়াছেন হে অগণিন।
 সর্বসমক তপতাব্যাস গানবিদ্যার লাভ কর না।
 অকল্পন তুমি নিজস্ব বিদ্যাপূর্বক প্রকৃত কল্পন গান-
 বিদ্যার লাভ কর। এইরূপ আদেশ করিয়া উল্লুক
 নারদকে বলিলেন, হে মুনিবর! একদর গানবিদ্যা

কল্পিত, বাস্তবের ন্যায় করিয়া ইহার প্রশংসা
 প্রবৃত্ত হও। পরে নারদ উল্লুকের আদেশানুসারে
 প্রধাম করত গান-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন
 মার্কণ্ডেয় কবিরেণ, মুনিবর নারদ উল্লুক কর্তৃক
 অভিহিত হইয়া শিক্ষা-ক্রমাদ্বারা গানবিদ্যা শিক্ষা
 করিতে লাগিলেন। গানবন্ধ নারদকে বলিলেন,
 এক্ষণে লজ্জা পরিভ্রম কর। শ্রীসঙ্কর, গান, দ্যুত-
 ক্রোড়া, পুরাণাদিবিদ্যা, ব্যবহার, কার্য, আহার, স্নান-
 সমাগম এবং আয়-ব্যয়কালে সর্বদা লজ্জাপরিভ্রাণ
 করিবে। সঙ্কচিতচিত্তে, আবরণাধিভাষা লুকারিত হইয়া
 হস্তম্ব বহুস্তম্ব করিয়া মুখব্যাঘন করিয়া জিহ্বা
 বহির্গতকরিয়া কখনই গান করিবে না ; উর্দ্ধবাহ হইয়া
 কিশা উর্দ্ধঘূট করিয়া অথবা আপনায় অঙ্গদর্শন করিতে
 করিতে বা অস্ত্র লোককে দেখিতে দেখিতে গান করিবে
 না। ৫০—৫১। হে মহাবুদ্ধ! গানসময়ে হস্ত, ক্রোড়,
 শরীরকম্পন এবং অস্ত্র বিষয় মারণ, এ সকল কর্তব্য
 নহে। হে মুনিবর! এক হস্ত দ্বারা তাল বেগুয়া
 উচিত নহে ; মুখার্ভ হইয়া ভগ্ন হইয়া বা তৃণার্ভ
 হইয়া গান করা উচিত নহে। অন্ধকারময় গৃহে
 কদাচ গান করিবে না। গান করিবার সময় পূর্বোক্ত
 নিষিদ্ধ কার্য সকল করিবে না। মার্কণ্ডেয় মুনি
 বলিতে লাগিলেন, সেই ভগবান্ নারদমুনি বিহঙ্গম-
 রাজ উল্লুককর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া উল্লুকনির্দিষ্ট
 নিয়মাবলী এবং লক্ষণসমূহ অবলম্বনপূর্বক দেব-
 পরিমাণে একহাজার বৎসর ব্যাপিয়া গান শিক্ষা
 করিলেন। তদন্তর নারদ মুনি গীতপ্রস্তারকাদি-
 ক্ষিমে এক বীণমুখি যন্ত্রাবধানে নিপুণতা লাভ করত
 সকল স্বরের বিভাগ জ্ঞানপূর্বক ছত্রিশ অমৃত একশত
 সহস্র ভেদ করিয়া গান করিতে অভিভ্রাতা লাভ
 করিলেন। তদন্তর গুরুগণ এবং কিম্বদন্তি নারদ
 মুনির সহিত মিলিত হইয়া গান-ব্যাস করত পরম
 প্রীতি লাভ করিলেন। নারদমুনি গানবন্ধকে বলিলেন,
 হে গন্ধিন! আগ্রহের নিকট আসিয়া আশ্রয়ণ গান
 বিদ্যা লাভে আমি কৃতকার্য হইয়াছি, এ অপণ্ডে
 আপনি গানবিদ্যাশিষ্য। হে কাকবৈয়িন!
 আশ্রয়! আপনি অশাশ্বত পণ্ডিত, এক্ষণে আপনার
 কি কার্য করিব? গানবন্ধ বলিলেন, হে বিদ্য! হে
 মহামুনে! আমার এককিছন চতুর্দশ মনস্তর হয়,
 তদন্তর জিহ্বার অলম্বিত হইবে ; জ্বালা এক
 দিবসের শেষপর্যন্ত আমার জীবন থাকিবে, তদন্তর
 আমার পথ্য মরণ। হে মুনিবর! তৎপরে কি
 হইবে, ইহা জিজ্ঞাস কর ; তাহা হইলেই ইহা

স্বরূপক্ষিপা নেওয়া হইবে। নারদ বলিলেন, পরকমে আপনি পরেই নামক পক্ষিরাজ হইবেন। হে মহা-প্রাজ্ঞ! আপনার মঙ্গল হউক, আমি গমন করিব, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নরদমুনি পক্ষিরাজ উল্লুকে একথা বলিয়া জলার্জন হরির নিকট গমন করিলেন। ৬৪—৭৫। নারদ মুনি ষেতবীপে আসীন হ্রদীকেশ হরির নিকট গমনপূর্বক গীতসমূহ গান করিলেন; ভগবান্ লক্ষ্মী-কান্ত হরি ষেতবীপে নারদ মুনির গান শ্রবণপূর্বক বলিলেন, হে নারদ! তুমি অদ্যাপি তুফুর হইতে উৎকৃষ্ট হইতে পার নাই। যখন তুমি তুফুর হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে, তখন আমি বলিতেছি। গান-বন্ধুর নিকট গমন করিয়া কেবল গানার্থেই হইয়াছ। হে মহামতে! বৈবস্বত মন্তর অষ্টাবিংশ মহাযুগের দ্বাপর যুগের শেষে যদুবংশে দেবকীর এবং যদুবংশের ঔরসে আমি কুরুরূপে অবতীর্ণ হইব। সেই সময়ে আমার নিকট গমনপূর্বক আমাকে এ সকল কথা শ্রবণ করিয়া দিবে; আমি সেই সময়ে তোমাকে অসাধারণ গীতবিদ্যা-বিশারদ করিব। তখন তোমাকে তুফুর তুল্য গীতজ্ঞ অথবা তুফুর হইতে উত্তম গীতজ্ঞ করিব। সেকাল পর্যন্ত দেবগণ ও গন্ধর্বগণের নিকট যথাবিধি যথাশক্তি গান শিক্ষা করিবে। এই কথা বলিয়া নারায়ণ অস্তহিত হইলেন। তদনন্তর তপোনিধি সর্বলোককার-ভূমিত-দেহ, দেবতুল্য দেবধি নরদ ঐহরিকে প্রণামপূর্বক হরিরপার্ষণ হইয়া বীণাযন্ত্র দ্বারা ধারণ করত বীণা বাজাইতে বাজাইতে সকল-লোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই বীণাবাদ্যনিপুণ ধর্ম্মাখ্য নারদমুনি বরুণ-সভা, যম-সভা, অগ্নি-সভা, ইন্দ্র-সভা, কুবের-সভা, বায়ু-সভা, মহাদেব-সভায় উপস্থিত হইয়া, উত্তমরূপে হরিশ্রবণ গান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিকি-কাল অতীত হইলে পর ঐ নারদমুনি গন্ধর্ব-গণ এবং অঙ্গরোগণকর্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় গীতবাদ্যবিশারদ ব্রহ্ম-সভার অতি সুন্দর গাথক, গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ, চিরজীবী হা হা হু হু—এক গন্ধর্বককে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্ম-সভাতে ঐ গন্ধর্বকয়ের সহিত মিলিত হইয়া জগদীশ্বর ঐহরির গুণগান করত ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন ব্রহ্মা আত্ম-তেজস্বী নারদমুনিকে সাতিশর সমাধার করিলেন। ৭৬—৮৮। তদনন্তর নারদমুনি সকললোকের সন্তীকর্তা, মহাত্মা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া ইচ্ছানুসারে সকললোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে পর

মহামুনি নারদ তুফুরগৃহে গমনপূর্বক বীণা লইয়া সেখানে বসিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বরশ্রেষ্ঠ বন্ধু প্রভৃতি সপ্তদশ তুফুর-গৃহে থেলা করিতেছে দেখিয়া নারদমুনি আতি নীচ্র তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তদনন্তর মহামতি মুনিবর নারদ সকল স্থানে গমনপূর্বক বহুতর শ্রম করিয়া গান শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গানবিদ্যানিপুণ নারদমুনি সাতটি স্বরপট্টকে দর্শন করিয়া বীণাবাদনে তৎপর হইলেন। কিন্তু বীণাতন্ত্রী তাহাদ্বিগকে লাভ করিতে পারিলেন না। তদনন্তর কালক্রমে মুনিবর নারদ বৈবস্বতপর্বতে ত্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্বক পূর্বে ষেতবীপে ত্রীকৃষ্ণ গানশিক্ষা বিষয়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, সে সকল কথা বিজ্ঞাপন করিলেন। নারদের কথা শুনিয়া ত্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া জাম্ববতীকে বলিলেন, হে কল্যাণি! তুমি বীণাযন্ত্রে মুনিবর নারদকে নিয়মানু-সারে গানবিদ্যা শিক্ষা করও। কুরুমহিষী জাম্ববতী সহস্র-বর্ষনে ত্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা স্বীকার করিয়া নারদ-মুনিকে যথানিয়মে গানশিক্ষা করাইলেন। সংবৎসর পূর্ণ হইলে পর নারদমুনি ত্রীকৃষ্ণসমীপে গমনপূর্বক প্রণাম করিয়া ত্রীকৃষ্ণ-সমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ত্রীকৃষ্ণও নারদকে পুনর্বার বলিলেন, সত্যতামাসমীপে গমনপূর্বক যথানিয়মে গানশিক্ষা কর। নারদমুনি তথাস্ত বলিয়া সত্যতামার নিকট গমনপূর্বক তঁহাকে প্রণিপাত করত সত্যতামা কর্তৃক শিক্ষিত হওয়ারে গীতবিদ্যায় নিপুণতা লাভপূর্বক গান করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তদনন্তর সংবৎসরান্তে পুনর্বার বায়ুদেব কর্তৃক আদিত হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ রুদ্রগীতধনে গমনপূর্বক রুদ্রগীত সহচরী এবং কিকরীগণ কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াও অনবরত গান করিতে লাগিলেন, তথাপি শিক্ষাদাত্রীগণ তাহাকে বলিডেম, মুনে! তোমার স্বরজ্ঞান হয় নাই। তদ-নন্তর নারদমুনি ত্রিবৎসর বহু পরিশ্রমপূর্বক ত্রীকৃষ্ণমহিষী রুদ্রগীত কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া গান করিতে লাগিলেন। ৮৯—১০১। তখন স্বরাজ্ঞানগণ মহামুনি নারদের তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইল। পরে অমোয়া তপবান্ ত্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে আব্রাহম-পূর্বক নিজে উৎকৃষ্ট গানসমূহ শিক্ষা করাইলেন। তখন মুনিসত্তম নারদ, তুফুর হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া জলার্জন হরিকে প্রণিপাতপূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। হ্রদীকেশ ত্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিলেন, হে মুনিবর! তুমি সঙ্গীত-শাস্ত্র বিষয়ে সর্বজ্ঞ হইয়াছ, এখন আমার নিকট সানন্দচিত্তে গান কর। হে

নারদ ! এই তোমার অভিলষিত গান-বিদ্যা লাভ হইল, অল্যাবধি তুমুরুর সহিত মিলিত হইয়া তুমি প্রতিদিন যথাযথ গান করিতে থাকিবে। হৃষীকেশ কর্তৃক একপা আঙ্গুষ্ঠ হইয়া মুনিবর নারদ যথা অভিনায়ে বিচরণপূর্বক গান করিতে লাগিলেন। যখন ত্রীকূট, ভুবনেশ্বর মহাদেবকে পূজা করেন, তখন ঋতি-জাতিবিশারদ মহামুনি নারদ ত্রীকূটের নিয়োগানুসারে সতীপ্রধানা রুদ্রাণী, সত্যভামা, জাম্ববতী এবং ত্রীকূটের সহিত মিলিত হইয়া শঙ্করের গুণগান করিতে থাকেন। সূত কহিলেন, হে মুনিবরগণ নারদ মুনির গানবিদ্যা লাভের আদ্যোপাত্ত বৃত্তান্ত আপনাদিগের সমীপে এই নিবেদন করিলাম। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে নৃপবর ! যে ব্রাহ্মণ বাহুদেবজ্ঞাতি অনবরত গান করে, সে ত্রীহরির সালোকা প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি মহাদেবের স্তুতিসমূহ গান করে, সে ব্যক্তি ত্রীহরির সারস্ব্য লাভ করিতে পারে। অভক্তি-সহকারে কিংবা হরিহরের গুণভিন্ন অস্ত্র প্রসঙ্গ গান করিয়া ব্রাহ্মণ নরকগামী হয়, কর্ম্ম দ্বারা কিংবা মনের দ্বারা অথবা বাক্য দ্বারা বাহুদেবপরায়ণ হইয়া হরি-গুণ গান কিংবা শ্রবণ করিলে পর ত্রীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব গানই পরম পদার্থ। ১০২—১০৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

শৌনকাদি ঋষিগণ বলিলেন, হে মহামতে ! বাহুদেবপরায়ণ যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের কি কি চিহ্ন, তাহা আমাদিগের নিকট আপনি বলুন। হে সর্কবিষয়াজিগত সূত ! ভূতভাবন ভগবান ত্রীকূট ঐ সকল বৈষ্ণব-গণের কি উপকার করিয়া থাকেন, ইহাও আমাদিগের নিকট আপনি বলুন। সূত বলিলেন, আপনাদ্বারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্বকালে মার্কণ্ডেয় মুনি অমরীয়ারাজ কর্তৃক এবিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, আমি ইহার যথাযথ উত্তর দিতেছি। তখন মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছিলেন, হে রাজন্ ! তুমি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা যথাবিধি শ্রবণ কর, যে স্থানে বিষ্ণুভক্তগণ থাকেন, সে স্থানে নারায়ণ স্বয়ং অবস্থিতি করেন। বাহাদিগের সর্কপ্রকারে বাহু এবং পিত্তের বিষই উপাত্ত এবং বাহাদিগের হরিত্রা

কীর্জন করিলে শরীরে রোমাঞ্চ, কম্প, বর্ষণপাত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহে জলকণা নির্গত হইতে থাকে এবং বেদশাস্ত্রোক্ত, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিয়মাবলী প্রতিপালনশীল বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণগণকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হন, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। বৈষ্ণব ব্যক্তি জগজ্জনের রক্ষা নিমিত্ত তাহাদিগকে দেখা দিবার আশয়ে অথোবস্ত্র ব্যতিরিক্ত অস্ত্র বস্ত্রদ্বারা শরীর আবরণ করিবেন না। যিনি বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিকে আগমন করিতে দেখিয়া সমুদ্রে গমনপূর্বক বাহুদেবের তুল্য জ্ঞানে তাঁহাকে প্রশংসাদি করেন, তিনিই যথার্থ বিষ্ণুভক্ত জানিবে, এবং সে ব্যক্তিই ত্রিলোক জয় করিতে পারে। যিনি লোকের নিকট কটু বাক্য শুনিয়া ক্রমা অবলম্বনে তাহার সহিত আলাপ করেন, ভগবদ্ভক্তের কথা শুনিয়া প্রশংসাপূর্বক তাঁহার সহিত কথা কহেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব। যিনি গচ্ছদ্রব্য এবং পুষ্পাদি উত্তম দ্রব্য সমস্ত ত্রীহরিপ্রসঙ্গবোধে মস্তকে ধারণ করেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব। ১—১০। যিনি প্রেমভাবে বিষ্ণুভক্তের পুণ্যকর্ম্ম করেন এবং পবিত্র-মেহে বিষ্ণুপ্রতিমার পূজা করেন, তিনিই যথার্থ বিষ্ণুভক্ত জানিবে। যিনি শারীরিক চেষ্টা মন, এবং বাক্যদ্বারা নারায়ণপরায়ণ হন, তিনি ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা জানিবে। যে ব্যক্তি শক্তি অহুমারে সর্বদা বিষ্ণুভক্তকে আহ্বান দেয় এবং সেবা-ভূষণ করে, তাহার ব্যক্তিকে যে ফল হয়, তাহা উক্ত হইতেছে। নারায়ণ-পরায়ণ জ্ঞানী বৈষ্ণবগণ প্রীতিপূর্বক বাহার যে অন্ন ভোজন করেন, ঐ অন্ন ত্রীহরির মুখে পতিত হয়। এবিধের সংশয় নাই। ভক্তবৎসল বিধাতা মাধব, নিজ ভক্তকে পূজা করিতে দেখিলে, পূজকের প্রতি আশ্রয়পুত্রন অপেক্ষা অধিক প্রীতিসম্পন্ন হন। বাহুদেবপরায়ণ নিম্পাপ বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া দেবগণও ভীতচিহ্নে প্রণামপূর্বক যথাস্থানে গমন করেন। হে মহারাজ ! বিষ্ণুভক্তের প্রভাবসম্বন্ধে এক পুরাণভূক্ত শ্রবণ কর। সর্কনিয়ন্তা যমরাজও নিম্পাপ বৈষ্ণবগণের ভূষণদান চাবন মুনিকে সর্কনমাত্র সিংহাসন হইতে উঠিয়া কুবোড়পূর্বক প্রণাম করিয়াছিলেন। সেই হেতু বৈষ্ণবকে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক বিষ্ণুতুল্য জ্ঞানে পূজা করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুসমীপে গমন করে, এবিধের বিচার করিতে নাই। সহজ সহজ অস্ত্র ভক্ত অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তই প্রধান। সহজ সহজ বিষ্ণুভক্ত হইতে শিবভক্ত প্রধান জানিবে; কিন্তু শিবভক্ত হইতে প্রাণী কেহ নাই; প্রাণীভক্ত হইতে

নাই। অতএব ধর্ম, অর্থ, কাম, এবং মুক্তি-কামনার
বৈকল্যগণকে এবং শৈবগণকে যথাশিষ্টসহকারে
পূজা করিবে। ১১—২১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন, ইচ্ছাকুলভিলক বিমুক্তভাগ্যগণ
রাজা অশ্বরীর বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে সাগরমথলা ধবণী
পালন করিয়াছিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ। এ কথা আমরা
শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাঁহার বিষয় বিস্তার
পূর্বক আমাদের নিকট বলুন। ধার্মিকের মহাত্মা
অশ্বরীর রাজার শত্রু, রোগ এবং ভয়াদি বিনাশ
নিভাই বিমুক্তক হইতে হইত, এ কথা লোকে শ্রবণ
করিয়াছে। হে সন্তম! তুমি অশ্বরীর রাজার সমস্ত
চরিত্র আদর্শগণের নিকট বর্ণনা কর। অশ্বরীর রাজার
মহাত্ম্যপ্রভাব, অমূল্য বিমুক্তকি বখাবথ শুনিতে
ইচ্ছা করিতেছি; হে হৃৎ! তাহা তুমি আমাদের
নিকট বল। হৃৎ বলিলেন, হে মহাধিগণ! সেই বীমান
অশ্বরীর রাজার পাপনাশক উৎকৃষ্ট চরিত্র এবং
মহাত্ম্য আপনায় শ্রবণ করুন। ত্রিশঙ্কু রাজার পরম
প্রাণিনী ভাষা, ত্রীলোকের সমস্ত শুল্কলব্ধকৃত্য,
সর্বদা শৌচসমর্ষিত। অশ্বরীর মাতা কল্যাণী
পদ্মাবতী, যে দেব তমোশ্চণ্ডাবলম্বী হইলে কুলরুদ্র
নামে অভিহিত হন, রজোশ্চণ্ডাবলম্বী হইলে সুবর্ণাণ্ড-
লভুত ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন এবং সত্ত্বশ্চণ্ডাবলম্বী
হইলে, সর্বব্যাপী বিষ্ণু নামে অভিহিত হন, সেই
সর্বদেব-সমস্তক, বোগনিদ্রাবলম্বী, অনন্ত-শয্যাশায়ী,
ব্রহ্মাণ্ডপন্নসত্ত্ব, মহাত্মা নারায়ণকে বাক্য, মন
এবং শারীরিক ত্রিমা ধারা নিরন্তর অর্চনা করিতে
লাগিলেন। মায়া প্রণামাদি সমস্ত কার্যই স্বয়ং
করিতে, চন্দনবর্ষণ, ধূপাঙ্ক জব্যপেচন, বিষ্ণুহ-
ত্মিলেপন, বিষ্ণুনিবেদ্য অম্বাদির পাক,—পদ্মাবতী
কৃতহুলাবিত্রিচিহ্ন বরণই করিতে। ঐ অশ্বরীর-
শ্যোণা পতিব্রতা পদ্মাবতী, হে নারায়ণ! হে অনন্ত!
এইরূপ শক নিরন্তর করিতে। তিনি এইরূপে দশ
হাজার বৎসর জগতচিহ্নে পরিভ্রমণে বন্ধ-পুশাদি
ধারা ভগবান্ গোবিন্দকে পূজা করিলেন এবং সর্বপাপ-
বিবর্জিত স্বহৃদ্যার বিমুক্তকগণকে দান, সন্মান,
অর্চনামূলক ধন স্বয়ং দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।
তদনন্তর কোশ সমস্তে ত্রিশঙ্কু-বাহিনী ভগবতী পদ্মাবতী,
বাহিনী ত্রিবিধে উপলব্ধ করিয়া জীবির সন্তুষ্ট পতির

সহিত শয়ন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে দেবশ্রেষ্ঠ
পুরুষপ্রবর নারায়ণ, স্বপ্নাবস্থায় পদ্মাবতীকে বলিলেন,
হে তাম্রিনি! তুমি আমার নিকট কি বর-প্রার্থনা
করিতেছ, তাহা বল। পদ্মাবতী সতী স্বপ্নাবস্থায় নারা-
য়ণকে দর্শন করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, হে
নারায়ণ! আমার বিমুক্তভাগ্যগণ অত্যন্ত ভেদ্য, স্ব-
ধর্ম-প্রতিপালক, পবিত্রচিত্ত মার্কার্তোম পুত্র হউক।
ভগবান্ জনার্দন তাঁহা বলিয়া পদ্মাবতী সতীকে একটি
ফল প্রদান করিলেন; ১—১৭। পদ্মাবতী সতী
জাগরিত হইয়া সমুখে পতিত ফল গ্রহণপূর্বক
স্বামীকে স্বপ্নব্রতান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর
যথানিয়মে গোবিন্দপার্শ্বচিহ্নে ছষ্টান্তঃকরণে স্বপ্নপ্রাপ্ত
ফলটি ভোজন করিলেন। কিছুকাল পরে পদ্মাবতী
সতী বংশ-বুদ্ধিকর সর্বাচারসম্পন্ন বাহুল্যবপরায়ণ
সুভ-লক্ষণবৃত্ত এবং চক্রাকৃতি-রোমসম্পন্ন একটি
পুত্র প্রসব করিলেন। ত্রিশঙ্কু-রাজা অভিনব জাত
পুত্রকে দেখিয়া তৎকালকর্তব্য জাতকর্মাদি সমস্ত
সংস্কারকর্ম করিলেন। সেই প্রভু জগতে অশ্বরীর এই
নামে বিখ্যাত রাজা হইলেন। কিছুকাল পরে পিতার
মৃত্যু হইলে ঐ শ্রীমান্ অশ্বরীর পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত
হইলেন। তদনন্তর মুনিবর অশ্বরীর মন্ত্রিগণের উপর
রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সমস্ত বৎসর জগদীশ্বর হং-
পন্নমধ্যস্থিত, স্বর্ঘ্যমণ্ডলমধ্যবর্তী, শম্ভুচক্র-গদাপদ্ম-
ধারী, চতুর্ভুজ, নির্মল সুবর্ণবর্ণ, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবব্রহ্মণ,
সর্বলোকস্বরূপিত, পীতাস্বরধর, ত্রীবৎসাক্ষিত বক্ষঃস্থল,
পুরুষোত্তম পুরুষ, ভগবান্ নারায়ণকে ধ্যান করত
অতি কঠোর তপস্তা করিলেন। তদনন্তর বিশ্বশরীরী,
সর্বদেবগণ-পূজ্য, সকল দেবগণ-সুভ নারায়ণ বিহঙ্গম-
রাজ পরমোপরি আরোহণপূর্বক গরুড়কে ত্রৈলোক্যে
তুল্যাকৃতি করিয়া নিজেও দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য রূপ
ধারণ করত ততুপরি উপবেশনপূর্বক অশ্বরীকসমীপে
আগমন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি
দেবরাজ ইন্দ্র, তোমার মঙ্গল হউক, তোমাকে কি
বর প্রদান করিব, আমি সকল লোকের প্রভু, তোমাকে
রক্ষা করিবার নিমিত্ত, তোমার নিকট আগমন
করিয়াছি। ১৮—২৭। অশ্বরীর বলিলেন, হে ইন্দ্র!
আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিয়া এ স্থানে তপস্তা
করি নাই, আপনায় দত্ত বর প্রার্থনা করি না, আপনি
যথামুখে প্রতিলম্বন করুন; আমার নারায়ণ প্রভু,
সেই অশ্বরীর নারায়ণকে আমি সমস্তরূপে করিতেছি।
হে ইন্দ্র! আপনি পবন কন্ডক, আগুনি-আমার
বুদ্ধিগোপন করাইবেন না। তদনন্তর নীলগিরিকুল-

হেহ সর্বাত্মা জগদ্বন্দ্বিত। ভগবান্ ত্রীহরি সন্মানসুদনে
শম্ভু, চক্র, গদা, ধ্বজ, হস্তে গরুড়োপরি উল্লসন্ত-
পূৰ্ণক চতুর্দিকে সকল দেবগণ এবং গন্ধৰ্ব্বগণ কর্তৃক
স্তুত। ত্রিভঙ্গপ্র ধারণ করিলেন। অশ্বরীষ গরুড়ধ্বজ
ত্রীহরিক্রে, স্বরূপে, বর্ণন করিয়া প্রণামপূৰ্ণক সানন্দচিত্তে
স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন; হে লোকনাথ! হে
জগদীশ্বর! আপনি আমার প্রভু; হে জনার্দন! হে
কৃষ্ণ! হে বিষ্ণু! হে জগন্নাথ! হে সৰ্বলোকনন্দিত!
আপনি আমার প্রতি প্রেম হউন, আপনি সকলের
আদি; কিন্তু আপনার আদি নাই; আপনি অক্ষুণ্ণ,
আত্মস্বরূপ পুরুষ; আপনি এ জগতের প্রভু;
আপনার ইয়ত্তা নাই। আপনি বিভূ, আপনি সর্ব-
ব্যাপ্তি বিষ্ণু, আপনি গোবিন্দ, আপনি কমললোচন,
আপনি শিবের বামাহসসমুদ্র, আপনার নাভি—
পদ্মাক্ষর, আপনি যোগিগণের হৃদয়াকশের ক্ষেয়বস্ত,
আপনি সুবংশিকপ, আপনি পিতৃদেবে হতবস্ত্রপ্রাপক,
আপনি ভৈরবরূপী, আপনি দেবোদেবে হতবস্ত্রপ্রাপক,
আপনি বায়ুস্বরূপ (স্থলস্বপদার্থ) আপনি সকল দেব-
গণের মূলস্বরূপ, আপনি ভক্তগণের কর্ণদর্শনে সানন্দ-
চিত্ত, আপনিই পরমাত্মার আশ্রিত। হে গোবিন্দ!
আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এই উপাস্তা করিতেছি।
হে দেবকীন্দন! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে দেব
জগন্নাথ! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে কমললোচন!
আমাকে রক্ষা করুন। আমার আপনি ভিন্ন অস্ত
গতি নাই। আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা হউন। স্ত
বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু অশ্বরীষ রাজাকে বলিলেন,
“তোমার হৃদয়ে কি কাণ্ড করিতে ইচ্ছা আছে? হে
স্বভ্রাতৃ! তুমি আমার পরম ভক্ত, আমি তোমার পরম
ভক্ত, আমি তোমার সে সমস্ত বাঞ্ছা পূরণ করিব।
আমি সর্বদা অস্ত্রস্ত্র ভক্তপ্রিয়; এ বিশ্বিত্ত তোমার
অভিমুখিত বর প্রদান করিতে এ স্থানে আগমন
করিয়াছি।” অশ্বরীষরাজা বলিলেন, হে লোকনাথ
হে, পরমাত্মন! আমার এইরূপ বুদ্ধি, নিতাই আছে।
বেল, বাক্য, মন এবং শারীরিক কর্ম্মদ্বারা নিরন্তর
বাহ্যবৈষ-পর্যায় হইতে পারি। হে দেব! হে
জনার্দন! হে বিতো! ব্রহ্মণ আপনি কেশবদেব,
পরমাত্মা মহাদেবের উপাসক, সে প্রকার আমিও হৈ
আপনার উপাসক হইতে পারি। আমি বেল সমস্ত
জগদ্বাসী লোককে বিজ্ঞপয়মান করিয়া, পৃথিবী পালন
করিতে পারি এবং বক্ষ্যে, যোম, পুণ্যায়র। সন্তুষ্ট হৈ
গণকে সন্তুষ্ট করিয়া, সন্তুষ্ট। ২৮—৩১। বৈষ্ণবগণকে
প্রতিশ্রুত করিব এবং শত্রুগণকে বিধাপ করিব।

লোক-ভাগ্যদ্বন্দ্বিত হইয়া আমার এই বুদ্ধি উপস্থিত
হইয়াছে। ত্রীভগবান্ বলিলেন, তোমার অভিলাষ
পূর্ণ হউক। আমার এই হৃদয় চক্র অত্যন্ত দুষ্প্রাণ।
কেবল ভগবান্ রুদ্রের প্রদানে আমি পাইয়াছি। এই
হৃদয়নিচক্র তোমার ধ্বনি-শাপাদি যে দুঃখ উপস্থিত
হইবে, তাহা শত্রুবর্গ এবং সমস্ত রোগ সর্বদা বিনষ্ট
করিবে, এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তহিত
হইলেন। স্ত বলিলেন, বিষ্ণু অন্তহিত হইলে পর
রাজা অশ্বরীষ সানন্দচিত্তে জগদীশ্বর নারায়ণকে প্রণাম
করিয়া স্বীয় রাজধানী রমণীয় অবাধ্যতাতে প্রবেশপূৰ্ণক
প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং
ব্রহ্মগাদি বণচতুষ্টয়কে স্বীয় স্বীয় কার্যে নিযুক্ত
করিলেন। নরপতি অশ্বরীষ নারায়ণপরায়ণ হইয়া
পাপশূন্য বিষ্ণুভক্তগণকে সর্বদা হৃষ্টাভ্যাসকরণে বিশেষ-
রূপে প্রতিপালন করিতেন, শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ,
শত শত বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া সমুদ্রাবরণা পৃথিবী
পালন করিতে লাগিলেন। তখন প্রজাবর্গের গৃহে
ভগবান্ ত্রীহরি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; সকল
গৃহেই বোধায়নশম্ভু উথিত হইতে লাগিল, সকল
গৃহেই হরিনামসঙ্কীর্তন হইতে লাগিল এবং স্থানে
স্থানে বজ্রমহোৎসবধ্বনি প্রতিগাচর হইতে লাগিল।
শতক্ষেত্র সকল শত্রুপরিপূর্ণ হইল এবং কুশান্দিগ-
পরিপূর্ণ হইল। কোন প্রজা কোন দিনও হৃষ্টিক-
পীড়িত হয় নাই। প্রজাবর্গ সর্বদা রোগশূন্য ছিল
এবং তৎকালে প্রজাবর্গের কোন উপদ্রব ছিল না।
মহাতেজস্বী অশ্বরীষ রাজা এইরূপে পালন করিলেন।
এইরূপে অবস্থিত অশ্বরীষ রাজার সর্বমূলকর্ম্মসম্পন্ন,
পদ্মপ্রায়তাকী, দৈবীমায়ার দ্বারা শোভাধারিত্রী ত্রীমতী
নামে বিখ্যাত এক কন্যা প্রদানযোগ্যা হন। ৪২—৫২।
সেই সময়ে ত্রীমান্ নারদমুনি এবং মহাত্মা পুরুষোত্তম
অশ্বরীষরাজার সভাতে উপস্থিত হইলেন, ঐ মুনিবর্গকে
সমাপত্ত দেখিয়া বখাবিদি প্রণামপূৰ্ণক মহাতেজ
অশ্বরীষ রাজার ত্রীমতী কন্যাকে মেঘাভয়ালে সৌগ-
মিনীয়ে দ্বায় শোভান্না দেখিয়া সহস্র বদনে ভগবান্
নারদমুনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহারাজ!
দেবকন্যাসমূহী, অস্ত্রস্ত্র ভাগ্যবতী এবং সকল মূলকর্ম-
যুক্ত এক কন্যাতী কে? তেজস্বিকক্ষেত্র। তাহা তুমি
বল। রাজা বলিলেন, হে প্রভো! ত্রীমতীনারী
কন্যাস্তি এই কন্যাতী আমার। ইহার বিবাহ-সময়
উপস্থিত, বর, অন্বেষণ করিতেছি। হে বিদগম।
রাজা একথা বলিলে পর মুনিগণে নারদ সে কন্যাকে
বিবাহ করিলে, ইচ্ছা করিলেন। হে মুনিগণ!

পৰ্বতমুনিও ঐ কছাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলেন। অশ্বরীষ রাজাকে অনুজ্ঞা করিয়া নারদ-মুনি বলিলেন, নির্জন স্থানে আমাকে আহ্বানপূর্বক তোমার ঐ কছা প্রদান কর, পৰ্বতমুনিও রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আমাকে নির্জনস্থানে আহ্বান করিয়া তোমার ঐ কছা প্রদান কর, ধৰ্ম্মাত্মা অশ্বরীষ রাজা মুনিষ্মকে প্রদান করিয়া ভয়-বিহ্বলচিত্তে বলিলেন, হে মহাপ্রাক্ত নারদমুনে! আপনারা উভয়ে আমার এক কছাকে প্রার্থনা করিতেছেন, আমি এক্ষণে কি করিব? অতঃপর আমি বাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ করুন, হে প্রভো পৰ্বতমুনে! আপনিও আমি যে কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন, আমার এই শুভ-লক্ষণা কছা আপনাদিগের দুই জনের মধ্যে বাহাকে বরণ করিবে, তাহাকেই কছা প্রদান করিব, অতঃপর আমার কোন ক্ষমতা নাই জানিবেন। তথাস্ত বলিয়া স্বীকারপূর্বক পুনর্বার আমরা আগামী দিবসে আগমন করিব, একথা বলিয়া বাহুদেবপরায়ণ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মুনিশ্রেষ্ঠ মুনিষ্ম হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। ৫৩—৬৪। তদনন্তর মুনিবর নারদ বিষ্ণুলোকে গমনপূর্বক ভগবান্ হৃদ্যকেশকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! প্রভু নারায়ণ! আমার একটা কথা আপনার শ্রুতিতে হইবে, কিন্তু সে কথা আপনাকে নির্জনে বলিব। হে জগদীশ্বর! আপনাকে আমি নমস্কার করি। নারদের কথা শ্রুতিয়া বিধাতা ভগবান্ গোবিন্দ হস্ত করত সভ্য সকল সভ্যগণকে উঠাইয়া দিয়া নারদমুনিকে বলিলেন, তোমার কি কথা আছে তাহা বল; নারদমুনিও কেশবকে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! শ্রীমান অশ্বরীষ রাজা আপনার ভক্ত, তাঁহার শ্রীমতী নামে অতি সুন্দরী কছা আছে; ঐ কছাকে বিবাহ করিবার মানসে আমি অশ্বরীষ রাজার রাজধানী গমন করিয়াছিলাম। তাহার পর শ্রবণ করুন, হে ভগবন্! আপনার ভৃত্য তাপসশ্রেষ্ঠ শ্রীমান পৰ্বতমুনিও ঐ কছাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, নরপতি-ন মহাতেজস্বী অশ্বরীষ রাজা আমাদিগের উভয়কে বলিয়াছেন; আমার এক কছা তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে লাভার্থ্যবৃত্তিবোধে বাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাকেই আমি এই কছা প্রদান করিব। আমিও সে কথা স্বীকার করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। হে অক্ষরজ! আগামী দিবস, প্রত্যহ-কালে আমি আপনার উক্ত পুনরাগমন করিব; হে জগদীশ! কছাকে ঐ কথা বলিয়া আমি

আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি এক্ষণে আমার হিতকার্য্য করুন; হে জগদীশ! ধ্যান্যপি আপনি আমার হিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পৰ্বতমুনির মুখ বানরের তুল্য হউক, আপনি ইহা করুন। মধুরিপু ভগবান্ গোবিন্দ নারদের কথা স্বীকার করিয়া, সহাস্রহৃদয়ে নারদকে বলিলেন, তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। হে সৌম্য! তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গমন কর; নারদমুনি ভগবান্ হরিকর্তৃক এক্ষণে আধাসিত হওয়াতে হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রণামাদি করিয়া আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি; ইহা স্থির করত পুনর্বার অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৬৫—৭৭। নারদমুনি গমন করিলে পর মুনিবর পৰ্বত বৈকুণ্ঠে গমনপূর্বক, মাধবকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে নির্জনে শ্রীকৃষ্ণকে রাজকছার বিষয় ও নিজ বৃদ্ধান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, হে জগদীশ্বর! নারদমুনির মুখ গোলাভূলাখ্য বানরের তুল্য হউক আপনি এক্ষণে করুন। ভগবান্ বিষ্ণু পৰ্বতের কথা শ্রবণপূর্বক বলিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় গমন কর, কিন্তু তোমার সহিত যে কথা হইল, একথা নারদ যেন কোনরূপে জানিতে না পারে, ভগবান্ একথা বলিলে পর পৰ্বতমুনি তাহা স্বীকার করিয়া অতি সঙ্কর গমনে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তদনন্তর অশ্বরীষ রাজা মুনিষ্মকে পুনরাগত জ্ঞাত হইয়া অযোধ্যা নগরীকে নানাবিধ মাস্তুল্য দ্রব্য-সমুহদ্বারা শোভিত করিতে লাগিলেন, পতাকাশ্রেণী উড্ডীন করাইলেন, পুষ্পরাশি এবং লাজসমূহ রাজ-মাগের চতুর্পার্শ্বে বিক্ষেপ করাইতে লাগিলেন, গৃহের দ্বারসমূহে জলসিক্কন করাইলেন, এবং বৃহৎ পণ্য-বীথিকার পথসমূহে বারিসিক্কন করাইলেন, আশ্চর্য্য-গন্ধযুক্ত জল নগরমধ্যে বিক্ষেপ করাইলেন এবং নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ নিশ্চিত ধূপশলাকা সকল প্রজলিত করিয়া সমস্ত নগর গুণিত করিলেন, তদনন্তর সভ্যমণ্ডলের শোভা সম্পাদন করিলেন, উত্তম চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা নানাবিধ ধূপ দ্বারা এবং নানাদেশীয় রসাদি দ্বারা ঐ সভাকে ভূষিত করিলেন, ঐ সভার মহিনিশ্চিত্তে স্তম্ভশ্রেণীকে নানাবিধ পুষ্পমালাসমূহ দ্বারা শোভিত করিয়া সভ্যজনে বহুমূল্য-আভরণবৃত্ত আশ্চর্য্য সিংহাসনসমূহ এবং ভদ্রাসনসমূহ দ্বারা আবৃত করিলেন তদনন্তর নরপতির অশ্বরীষ সকল-অলংকারবৃত্ত লক্ষ্যর জায় বীথিলোচনা চুম্বনাদি অতি মনোহর হস্তাদি পঞ্চাবয়ববৃত্তাদি অতি সুন্দর-

মুখী, ক্রীণবোষ্টিতা, দেবকৃত্যাসদৃশী ক্রীমতী কত্নাকে সঙ্গে করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন । ৭৬—৮৫ । তৎকালে রাজার সমুদ্রযুক্ত, নানাবিধ মনি এবং উৎকৃষ্ট রত্নসমূহধারা চিত্রিত সিংহাসনাধি আসন-সমুদ্র, পুষ্পমালা-শোভিত রাজসভা সাত্ত্বিয় শোভা পাইতে লাগিল, ঐ সভামধ্যে নানাদেশীয় রাজগণ আগমন করিলেন । অনন্তর বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, ব্রহ্মার প্রেষ্ঠপুত্র বেদব্রজে সুপণ্ডিত ভগবান্, মহাত্মা পৰ্বতমুনি এবং বেদবিশ্বপ্রেষ্ঠ মুনিবর নারদ সভায় আগমন করিলেন, রাজা অমরীষ পৰ্বতমুনি এবং নারদ মুনিকে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষাভিভূত হইয়া উৎকৃষ্ট আসন প্রদানপূর্বক পূজা করিলেন উভয়েই দেবর্ষি এবং সিদ্ধ, উভয়েই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ । ঐ মহাত্মা মুনিবর কত্নালাভার্থ সভামধ্যে উপবেশন করিলেন, মহারাজ অমরীষ, সমাগত মুনিবরকে অগ্রে প্রণাম করিয়া পদ্মপত্রতুল্য-নারীলোচনা, ধর্মবিনী, শুভলক্ষণ-সম্পন্ন ক্রীমতী কত্নাকে বলিলেন, হে কল্যাণি ! কত্না ! এই যে হুইজন মুনিবর সভায় উপবেশন করিতেছেন, এই দুই জনের মধ্যে তোমার হাঁহাকে অভিলাষ হয়, তাঁহাকে ধর্মাবিধি প্রণাম করিয়া মালা-প্রদানকর, হৃদয়নরনা রাজকত্না ক্রীমতী পিতাকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎকালে ক্রীণবোষ্টিত হইয়া স্বর্ণময়ী দিব্যমালা গ্রহণপূর্বক যেখানে মহাত্মা পৰ্বত-মুনি এবং নারদ মুনি উপবেশন করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন, তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ পৰ্বতকে এবং নারদকে বিশেষরূপ দেখিয়া আনিতো পারিলেন, একজন বানর-তুল্যমুখ অপর একজন গোলাঙ্গুলাখ্য-বানরতুল্যমুখ ; ইহা অবগত হইয়া রাজকত্না ক্রীমতী কিঞ্চিদ্বীত এবং সন্তোষাভিভূত বাতত্বকলীর ত্রায় কম্পমানবদেহে সে স্থানে বসিয়া রহিলেন, রাজা অমরীষ কত্নাকে বলিতে লাগিলেন, হে বৎস ! তুমি কি করিতেছ, হে শুভে ! এই দুইজনের মধ্যে একজনকে তুমি মালাপ্রদান কর, পিতার কথাবানানে ক্রীমতী ভীত হইয়া পিতাকে বলিলেন, এ হুইজন ত নরবানর দেখিতেছি । ৮৬—৯৫ । মুনিবর নারদ এবং পৰ্বতকে ত দেখিতে পাইতেছি না, তবে এই নরবানরদ্বয়ের মধ্যে একজন পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক সর্বাঙ্গকারত্ববিভূতদেহ, অত্যন্তপুষ্পসুশ্রবণ, দীর্ঘবাহু ; দীর্ঘনয়ন, উন্নতবক-হুল, হৃদয় পুরুষ ; ইহার কটি ও ব্রীবা রেখাযুক্ত, নরদেহ রক্তবর্ণপ্রোক্তভাগ এবং অতি বিস্তৃত, জবর আনত্ৰাপসদৃশ, উন্নত জিবদীপ্যমান-নাভিপঙ্ক-শুশোভিত, গাত্র সুবর্ণবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত, নব রত্নবস্ত্র-

সদৃশ, করদ্বয় পদ্মসদৃশ, মুখ পদ্মতুল্য, নরদেহ পদ্মতুল্য, হৃদয় হৃদয় নাসিকাগ্র বক-হুল ও নাভি পঙ্কজ ত্রায় শোভমান, অসাধারণক্রী কেশপাশ উৎকৃষ্ট, কন্দকলিকা-তুল্য শুভবর্ণ দন্তপ্রোথী বিস্তারপূর্বক আমাকে ইনি দেখিয়া হস্ত করিতেছেন এবং দক্ষিণ বৃহৎ প্রদারণ করিয়া আছেন । দেখিতে পাইতেছি । রাজা অমরীষ সন্তোষাভিভূত কদলীতরুর ত্রায় কম্পমানা সেই স্থলেই অবস্থিত কত্নাকে দেখিয়া বলিলেন, হে বৎস ! এক্ষণে তুমি কি করিবে । রাজকত্না ক্রীমতী ঐরূপ বলিলে পর নারদমুনি সন্তোষাভিভূত বলিলেন, হে রাজকত্না ! ঐ পুরুষের কটিবাহু তুমি বেরূপ দেখিয়াছ তাহা বল চারুহাসিনী রাত্রকত্না বলিলেন, এ পুরুষের ত হুই বাহু দেখিতেছি পৰ্বতমুনি জিহ্বাসা করিলেন ঐ পুরুষের বক-হুলে কি দেখিতে পাইতেছ এবং হস্তেই বা কি দেখিতেছ তাহা আমার নিকট বল, রাজকত্না পৰ্বতমুনিকে বলিলেন এ পুরুষের বক-হুলে উৎকৃষ্ট পঞ্চ প্রকার মালা দেখিতে পাইতেছি হস্তদ্বয়ে ধর্মসীমা দেখিতেছি রাজকত্না ঐরূপ কথা বলিলে পর মুনিবরদ্বয় মনে মনে বিচিন্তা করিলেন, ইহা কোন দেবতার মায়ী অথবা মায়াবী কত্নাপহারক ভগবান্ জ্ঞানার্জন নিশ্চয়ই স্বপ্ন এখানে আগমন করিয়া-ছেন, তাহা না হইলে আমাদিগের মুখ কি নিমিত্ত বিকটাকার হইবে, নারদমুনি আপনার মুখ গোলাঙ্গুল তুল্য হইল কেন ? চিন্তা করিতে লাগিলেন পৰ্বত-মুনিও চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার মুখ বানর-তুল্য হইল কেন । ৯৬—১০০ । তদন্তর অমরীষ রাজা নারদমুনিকে এবং পৰ্বতমুনিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনারা হুইজনে কি এই মুক্তিমোহজনক কার্য করিয়াছিলেন । এক্ষণে আপনারা হুই জনে হৃদয়চিন্তে অবস্থান করুন, আপনারা বেরূপ কত্না লাভার্থ উন্নত হইয়াছেন, অর্থাৎ আপনাদিগের মধ্যে এক জনকে বরণ করিবে । অমরীষ রাজা একথা বলিলে পর ক্রুদ্ধ হইয়া মুনিবরদ্বয় রাজকে বলিলেন, তুমিই এ মায়ী করিয়াছ, আমরা হুইজনে কণাচ এ মায়ী করি নাই জানিবে, কত্না তোমার আমা-দিগের হুইজনের মধ্যে একজনকে অবিলম্বে বরণ করুন । ইহা বলিলে পর রাজকত্না ক্রীমতী পুনর্বার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এক মনোহর মায়াময় পুরুষ মুনিবরদ্বয় মধ্যস্থলে সমাহিতভিভূত অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার দেহ, সকল অঙ্গকার দ্বারা শোভিত, অঙ্গদী-পুষ্পতুল্য বর্ণ, দীর্ঘ বাহুদ্বয়, হৃদয় অঙ্গনিত, কর্ণদ্বয়-

পাঁচতম বিদ্যুত নরনরায়। সেই পুঙ্খকোণে লক্ষ্যমাত্র
বরমাল্য প্রদান করিলেন, তখনস্তর সঁজিছ মনুষ্য
সকল রাজকল্পা শ্রীমতীকে আর দেখিতে পাইল না।
তখনস্তর সভামধ্যে এ কি হটল বলিয়া অভিভূত
কোলাহল হইতে লাগিল। নারায়ণমুনি বিশ্বদাষি
হইলেন, শ্রীমতীকে হরণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান
বিষ্ম স্বহাসে প্রস্থান করিলেন। পূর্বকালে রমণী-
প্রদান শ্রীমতী শ্রীহরিকে প্রাপ্তির নিমিত্ত (বহুকাল)
তপস্বী করিয়া অশ্রীযত্ববনে উপায় হইয়াছেন,
একারণ শ্রীমতী শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইলেন। নারায়ণ
মুনি এবং পর্বতমুনি শ্রীমতীকর্তৃক অবজ্ঞাত হওয়ার
আত্মাকে দিহুকার দানপূর্বক সাতিশর চুণিতচিত্তে
বিষ্মলোকে বাহুদেবেব নিকট গমন করিলেন। ঐ
মুনিষয়কে সমাগত দেখিয়া ভগবান শ্রীহরি শ্রীমতীকে
বলিলেন, মুনিষয় এ স্থানে আগমন করিতেছেন, হে
প্রিয়ে। তুমি আত্মগোপন কর। শ্রীকৃষ্ণদ্বিতীয় শ্রীমতী
প্রিয়ভ্রমের উপদেশ গ্রহণ করিয়া সহস্রধর্মসে আত্ম-
গোপন করিলেন, নারায়ণমুনি শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমনান্তর
প্রতিপাতপূর্বক দামোদর হরিকে বলিলেন, হে ভগ-
বন। আমার এবং পর্বতের হিতকার্থ্য করিয়াছেন, হে
গোবিন্দ। নিশ্চয়ই আপনি সে কৃত্যকে হরণ করিয়া-
ছেন। হে সুরবর। আপনি আমাদিগের হই জনকে
মুক্ত করিয়া নিজ বুদ্ধিধারা আমাদিগকে প্রভারণা
করিয়াছেন, নাবদ্য কর্তৃক এরূপ অভিহিত
পুণ্ড্রবাস্তব ভগবান বিষ্ম হস্তধর দ্বারা কর্তব্য
পূর্বক বলিলেন, তোমরা দুইজনে কি আশ্চর্য কথা
বলিতেছ, তোমাদিগের এতাব ইচ্ছামুখারী হইতেছে,
অতএব নিশ্চয় জানিলাম, মুনিবৃত্তি আশ্চর্য;
ভগবান একথা বলিলে পর নারায়ণ মুনি বাহুদেবের কণ-
থলে বলিলেন, হে দেব। আমার কি কারণে
গোলাঙ্গুলবানসদৃশ মুখ হইল, তখন, শ্রীহরি
নারায়ণ কর্ণমূলে বলিলেন, হে বিধ্বন। তোমা-
দিগের হিতার্থ কেবল পর্বতের বাসরসদৃশ মুখ, এবং
আমার ও গোলাঙ্গুলসদৃশ মুখ আমিই করিয়াছি,
অন্ত কোন অভিপ্রায়ে নহে। পর্বতমুনিও ভগবান
নারায়ণকে এরূপ প্রকারে বলিল, নারায়ণও
পর্বতমুনিকে এরূপ বলিলেন, তখন ভগবদ্বাক্য
প্রবর্তক নারায়ণ এবং পর্বতকে দামোদর শ্রীহরি
ধর্মিত লাগিলেন, তোমাদিগের উভয়ের আমি
হিতকার্থ্য করিয়াছি, আমি ইহা সত্য করিয়া
বলিতেছি, তখন বাণেশ্বর নারায়ণ শ্রীহরিকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনি আমাদিগের উভয়ের কথা-

হলে ধর্মীকরণ করিয়া বসিয়াছিলেন, সে পুঙ্খ কে?
এবং শ্রীমতীকে হরণ করিয়া কেধার গমন করিলেন?
তখন বাহুদেব নারায়ণের কথা শুনিয়া মুনিবরদ্বয়কে
বলিলেন, ভদ্রদেব উৎকৃষ্ট মহাত্মা মায়াবী আছেন।
হে মুনিবরদ্বয়। সে শ্রীমতী নিশ্চয়ই তাহাদিগের
নিকট অশ্রুতভাবে লুকাহিত হইয়াছে, আমি সর্বদা
চক্রবর্ত্ত, এবং চতুর্ভাষ ইহা ত অবধারিত
আছে, আমি কদাচ সে শ্রীমতীকে মনে মনেও
অভিলাষি করি নাই; ইহা ভেদিতা দুইজনে নিশ্চিত
জানিবে। ১১১—১৩১। ভগবান শ্রীহরি একথা
বলিলে পর, নারায়ণ এবং পর্বত উভয়ে হরিকে প্র-
পাত করিয়া সানন্দচিত্তে বলিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতা!
এবিধে আপনাদের কি মোহ আছে, হে ভগবান! হে
নারায়ণ। সেই অশ্রীযত্ব রাজার এ পৌরোহিত্য। সে রাজাই
দ্বারা করিয়াছে, একথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ নারায়ণমুনি
এবং পর্বতমুনি বিষ্মলোকে হইতে অধোদ্যানপর্বাতে
গমনপূর্বক অশ্রীযত্ব রাজাকে অভিলাষ প্রদান
করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, যেহেতু আমি
নারায়ণমুনি এবং এই পর্বতমুনি, আমরা তোমাকর্তৃক
আহৃত হইয়া উভয়েই তোমার তবনে উপস্থিত হইয়া-
ছিলাম, পাশ্চাত্ত তুমি দ্বারা করিয়া আমাদিগকে বর্জন-
পূর্বক অস্ত্র ব্যক্তিকে কল্পা প্রদান করিয়াছ, সেই হেতু
তোমাকে অভিলাষ দিতেছি, তোমাকে অন্ধকাররাশি
আচ্ছাদন করিবে, সে হেতু তুমি নিজ লেহকে পুঙ্খের
জায় উত্তমরূপে দেখিতে পাইবে না। এই অভিলাষ
হইলে পর অন্ধকাররাশি আকাশ হইতে উঠিয়া
নরপতিবর অশ্রীযত্বকে আবরণ করিল, তৎক্ষণাৎ
ভগবান বিষ্মর হৃদয়নচক্রে অশ্রীযত্ব রাজাকে রক্ষা
ব্রিতে আবর্ত্তিত হইল। হৃদয়নচক্রে কর্তৃক বিভ্রাসিত
হইয়া ঐ ভয়ানক ভয়রাশি মুনিবরের নিকট আগমন
করিল। তখনস্তর মুনিবরদ্বয় কাম্পিতকলধরে
পশ্চাত্তাবমান হৃদয়নচক্রে এবং ভয়রূপের ভয়রাশিকে
দেখিয়া ভ্রতবৎসে গমনপূর্বক ভয়ে আমাদিগের
কর্তব্যসিদ্ধি লীল হইয়াছে একথা বলিতে বলিতে
এলোকে হইতে অস্ত্রলোকে নিরস্তর ভ্রমণ করিয়াও
পুনর্বার পশ্চাত্তাবমান হৃদয়ন চক্রে দেখিয়া ভীত-
চিত্তে হে গোবিন্দ। আমাদিগকে রক্ষা করুন। এরূপ
বারংবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে বিষ্মলোকে
গমন করত বলিতে লাগিলেন, হে নারায়ণ। হে
অনর্ঘ্য। হে বাহুদেব। হে ভ্রাতৃকেশ। হে পুণ্ড্রবাস্তব।
হে জনার্ক। হে পুণ্ড্রীকাক। হে পুণ্ড্রভ্রম।
আমাদিগকে রক্ষা করুন, আপনিই আমাদিগের

প্রভু । ১৩২—১৪১ । তখনত্তর শ্রীমৎস-চিহ্নধারী শ্রীমন্ত ভগবান হরি ভক্তগণকে রক্ষা করিবার অভিলাষে মনুষ্য চক্র এবং অন্ধকার রাশিকে নিবারণ করত অশ্বরীষ রাজা ও মূনিবর নারদ এবং পুরুষ এ তিন জনেই আমার ভক্ত, ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া মূনিষয়ের এবং অশ্বরীষ রাজার এক্ষণে আমার হিত করা উচিত ইহা বিবেচনাপূর্বক সে তমোরাশিকে আস্থান করিয়া মধুর বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করত বলিতে লাগিলেন, আমার বাক্য শ্রবণ কর, যদ্যপি ঋষিষয়ের অভিপ্ৰায় অজ্ঞান না হয়, তাহা হইলে অশ্বরীষ রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি যে বর দান করিষ্যছি তাহা বিকল হয়, অতএব তুমি পলায়ন কর, দেখ, অশ্বরীষ রাজা সামান্য মানুষ নহে । অশ্বরীষ রাজার প্রোপাত্র অত্যন্ত বশবী ধার্মিকপ্রাণী শ্রীমান দশরথ নামে বিখ্যাত রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন, আমি দশরথ রাজার রাম নামে বিখ্যাত জ্যেষ্ঠ পুত্র হইব, আমার এই দক্ষিণহস্ত ভরত নামে দশরথ রাজার দ্বিতীয় পুত্র হইবে, আমার বামবাহ শত্রুঘ্ন নামে ঐ রাজার তৃতীয় পুত্র হইবেন, এবং আমার শয্যাবৃত্ত এই অনন্তদেব লক্ষণ নামে চতুর্থ পুত্র হইবেন, সেই সময় তুমি আমার নিকট উপগত হইবে, এক্ষণে অশ্বরীষ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া এবং এই মূনিষয়কেও পরিত্যাগ-পূর্বক স্থানান্তরে গমন কর । ভগবান লক্ষীপতি নারায়ণ তমোরাশিকে এই আশ্বাস করিলেন । নারায়ণ-বাক্য শ্রবণান্তর তমোরাশি তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হইল । ১৪২—১৪৯ । শ্রীহরির মনুষ্যচক্র প্রভুকর্তৃক নিবাহিত হইয়া পূর্বের স্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিল, তখন মূনিবর স্বয়ং ভয়মুক্ত হইয়া ভগবান জনার্দনকে প্রণিপাতপূর্বক বিম্বলোক হইতে প্রস্থান করত শোকসন্তপ্তচিত্তে পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, অদ্যাবধি দেহান্ত পর্যান্ত আমরা দুই জনে দারপরিগ্রহ করিব না । একথা বলিয়া ঋষিষয় যোগদ্যানপরায়ণ হইয়া পূর্বের স্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । মহারাজ অশ্বরীষ কিছুকাল পৃথিবীপালন করিয়া, বজ্রবাহব এবং ভূতাবর্গের সহিত দেহান্তে বিম্বলোকে গমন করিলেন । ভগবান জগদীশ্বর বিষ্ণু অশ্বরীষ-রাজার এবং ঐ মূনিবরদের সম্মান রক্ষাহেতু দশরথ-রাজার গুণসে জন্মগ্রহণপূর্বক আশ্ববিষ্মত হইলেন । সূত বলিলেন, হে মূনিবরগণ । মায়াবী হরিকে দেখিয়া ভক্ত প্রভৃতি মূনিগণ পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, জনার্দন কদাচ মায়া করিবে না । নারদমুনি এবং পুরুষদ্বয় শ্রীহরির মায়ায় কাণ্ড বহুকাল দেখিয়া

বিষ্ণুর মায়াকে নিন্দা করত ভগবান ক্রোধের ভক্ত হইলেন । সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ । আমি অদ্য রাজা অশ্বরীষের সমস্ত বৃত্তান্ত এবং শ্রীহরির মায়াপ্রপক আপনাদিগকে বলিলাম । যে মহত্ব এই অশ্বরীষচরিত্র-অধ্যায় পাঠ করে, কিম্বা শ্রবণ করে, অথবা শ্রবণ করায়, সে পুণ্যস্বা ভগবান বিষ্ণুর মায়া উত্তীর্ণ হইয়া শিবলোকে গমন করে । যে ব্যক্তি এ পবিত্রম, উৎকৃষ্ট পুণ্যজনক এবং চতুর্বেদকথিত অশ্বরীষমায়াস্ব্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং সাহ্যকালে পাঠ করে, সে মহত্ব বিষ্ণুর সাধুত্বা মুক্তি লাভ করে । ১৫০—১৬০ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত ! গোমহর্ষণ । দেবদেব ধীমান বিষ্ণুর মায়াবিষ আমরা শ্রবণ করিলাম, দেবদেব জনার্দন হইতে কিরূপে জ্যেষ্ঠার (অলঙ্কার) উৎপত্তি হইল, একথা আমাদিগের, নিকট তুমি বথার্থরূপে বল । সূত বলিলেন, অনাদিনিধন, জগৎ-প্রভু মহাতেজা শ্রীমান নারায়ণ লোকদিগকে মোহিত করিবার অভিলাষে ব্রাহ্মণগণ বেদচতুষ্টয় স্নাতক বেদবিহিত ধর্মসমূহ শ্রেষ্ঠা, শ্রী এবং পরা, এ সমস্ত একভাগ; আর অন্তত জ্যেষ্ঠা অলঙ্কারী, বৈশেষ্ট্য, ধর্ম-বহিষ্কৃত নরাদমগণ এবং অধর্ম এ সকল অপূর্ণ ভাগ— এইরূপ ভাগষয় কল্পনা করিয়াছেন । জনার্দন বিষ্ণু, অগ্রে অলঙ্কারী হুটি করিয়া তৎপূর্ণতা ভগবতী লক্ষীকে হুটি করিয়াছেন । হে বিজ্ঞগণ । অগ্রে অলঙ্কারী হুটি করিয়াছেন, এ নিমিত্ত তাঁহার নাম জ্যেষ্ঠা । হইয়াছে, অমৃতোৎপাদনকালে বিবের উৎপত্তির পর অত্যন্ত উগ্র বিব হইতে অকল্যাণ-কারিণী জ্যেষ্ঠা অলঙ্কারী উৎপন্ন হন ; একথা আমি শ্রবণ করিয়াছি, জ্যেষ্ঠার উৎপত্তির পর বিষ্ণুপত্নী পদ্মালয়া লক্ষী উৎপন্ন হন । তৎসময়ান্নমক বিশ্রাধি অকল্যাণকারিণী জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই মূনিবর হুসহ জ্যেষ্ঠাকে অদ্বিগত দেখিয়া পরিপূর্ণ মানসে হস্তাভ্যঙ্গসম্বন্ধ সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, হে বিজ্ঞগণ । যে স্থানে হরি-সংকীর্তন, মহাত্মা মহাদেবের নামসংকীর্তন, বৈশাখ-রূপ বা হোমের দ্বয় উদ্ভূত হয়, সেখানে জ্যেষ্ঠা-দিশুসেই শৈবগণ অবস্থিতি করেন, সেই সকল স্থানে জ্যেষ্ঠা ভগবতী হইয়া কখন আত্মদানপূর্বক

ইতস্ততঃ ক্রতবেগে পলায়ন করেন। হুঃসহ মুনি স্বীয় পত্নী জ্যোষ্ঠাকে এরূপ দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে জ্যোষ্ঠার সহিত নিবিড় বনে গমনপূর্বক যোরডর তপস্রা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে সেই জ্যোষ্ঠা তথা হইতে অন্ততঃ গমনে অভিলାষিণী হইলেন। তখন যোগজ্ঞান-রত বিমুগ্ধ যোগীশ্বর মুনি, “আর তপস্রা করিব না” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। একদা হুঃসহমুনি ঐ বনমধ্যে মহাস্থা মার্কণ্ডেয় মুনি আগমন করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি মহাস্থা মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে ভগবন! আমার এই ভাৰ্য্যা আমার নিকট কোন প্রকারে অবস্থিতি করিতে চাহে না, হে বিপ্রবে! এ ভাৰ্য্যা লইয়া আমি কি করিব? আমি ইহার সহিত কোন স্থানে প্রবেশ করিব এবং কোন স্থানেইবা প্রবেশ করিব না। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হুঃসহ! স্তন;—এই তোমার ভাৰ্য্যা অমঙ্গল এবং অকীৰ্ত্তির নিদান অলঙ্কারী, ইহার নাম জ্যোষ্ঠা ও ইহার উপমা নাই। যে স্থানে নারায়ণ-পরায়ণ বেদমার্গানুসারী মহুযগণ অবস্থিতি করেন এবং যে স্থানে তন্ময়লিপ্ত-গাত্র মহাস্থা শিবভক্তগণ অনবরত বাস করেন, সে সকল স্থানে তুমি অলঙ্কারী সহিত কদাচ প্রবেশ করিও না। হে নারায়ণ! হে হৃষীকেশ! হে পুণ্ডরীকাক! হে মাধব! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে গোবিন্দ! হে বাহুদেব! হে জগদ্বিন! কিম্বা হে রুদ্র! শিবায় নমো নমঃ শিবভরায় নমঃ শঙ্করায় নমঃ হুঃ হে মহাদেব! উমাপত্যে নমঃ, হিরণ্যপত্যে নমঃ হিরণ্যবাহবে নমঃ বৃষাক্ষায় নমঃ হে নৃসিংহ! হে বামন! হে অচিন্ত্য! হে মাধব! এইরূপ শব্দ যে সকল ব্রহ্মজ্ঞ, ক্রত্বিগ, বৈশ্ব এবং শূদ্র হৃষ্টচিত্তে অনবরত উচ্চারণ করে, তাহাদিগের গৃহাদিতে, উপবনে, কিম্বা গো-গৃহে কদাচ অলঙ্কারী সহিত প্রবেশ করিও না। জালা-মালাসমূহ দ্বারা অত্যন্ত ভয়ানক সহস্রমুখ সদৃশ ভেজবী অত্যন্ত উগ্র সেই বিষ্ণুর মূৰ্দ্দশন চক্ষু ঐ সকল ভক্তগণের সর্বদা অমঙ্গল বিনাশ করিয়া থাকেন, সকল স্থানে বাহাশব্দ বহুশব্দ সামবেদধ্বনি হয়, সে সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রস্থানে গমন কর। ১—২৯। যে সকল ব্রাহ্মণ নিরস্তর বেদ-চর্চা-কীল, যে সকল ব্রাহ্মণ সত্যাবন্দনাদি নিত্যকার্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং যাহারা ভগবান বাহুদেব ত্রীহরির পূজাদি-কার্যে অনবরত নিবিষ্টহৃদয়, সে সকল ব্যক্তিকে তুমি অলঙ্কারী সহিত দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। যাহা-

দিগের গৃহে নিত্য হোম হইয়া থাকে, যে সকল ব্যক্তির গৃহে শিবলিঙ্গ-পূজা হইয়া থাকে, যাহাদিগের গৃহে ত্রীকূট-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং যে সকল ব্যক্তির গৃহে ভগবতী দুর্গার পূজা হইয়া থাকে, সে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিগণকে দূর হইতে পরিভ্রমণপূর্বক অলঙ্কারী সহিত স্থানান্তরে গমন করিবে। নিত্য এবং নৈমিত্তিক যাগযজ্ঞদ্বারা যে সকল ব্যক্তি ভগবান মহেশ্বরকে আরাধনা করে, হে হুঃসহ! তুমি অলঙ্কারী সহিত দূর হইতে তাহাদিগকে পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্র স্থানে গমন করিবে। যে সকল গৃহস্থের গৃহে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল, গাভীগণ, গুরুজন, অতিথিগণ এবং শিবভক্তগণ পুজিত হন, হে হুঃসহ! তুমি অলঙ্কারী সহিত তাহাদিগকে পরিভ্রমণ করিবে। হুঃসহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! যে স্থানে আমাদিগের প্রবেশ করিবার যোগ্যতা আছে, তাহা আপনি বলুন, আপনার কথা শুনিয়া নির্ভীকচিত্তে ঐ সকল গৃহে সর্বদা প্রবেশ করিব। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, যে স্থানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ নাই, গাভী নাই, গুরুপূজা নাই, অতিথিসেবা নাই এবং যে স্থানে ত্রী-পূর্ববে পদ্রম্পরে কলহশীল, হে হুঃসহ! তুমি সেই সকল গৃহে নিজ ভাৰ্য্যা অলঙ্কারী সহিত নির্ভয়চিত্তে প্রবেশ করিবে। দেবদেব, মহাদেব, ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান রুদ্রের যে স্থানে নিন্দা হইয়া থাকে, সে স্থানে তুমি নিজপত্নীর সহিত নির্ভয় প্রবেশ করিবে, যে সকল মহুযের গৃহে বিযুক্তভক্তি নাই, এবং সদাশিব মহাদেবের আরাধনা নাই, মন্ত্রজপ নাই, হোমাদি সংকর্য নাই, ভস্ম নাই, পর্কসমূহে বিশেষতঃ চতুর্দশিতীর্থে, কিংবা কৃষ্ণপাকীর অষ্টমীতিথীতে মহাদেবের পূজা নাই, কিংবা সন্ধ্যাকালে যাহারা তন্ময়লিপ্ত হয় না, যেস্থানে শিবচতুর্দশীতে মহাদেবের পূজা হয় না, যাহারা হরিনাম করে না, যাহারা হুর্জেন-সংসর্গী এবং যে স্থানে ব্রাহ্মণগণ, অস্ত্রাস্ত্র দুরাশ্রা মূঢ় ব্যক্তিগণ, কৃষ্ণায় নমঃ, শর্করায় নমঃ, শিবায় নমঃ, পরমোষ্ঠনে নমঃ ইত্যাদি কথা মুখেও উচ্চারণ করে না, বৎস হুঃসহ! তুমি নিজ ভাৰ্য্যা অলঙ্কারী সহিত তথায় প্রবেশ করে। ২৬—৩৭। যে সকল গৃহস্থের গৃহে বেদপাঠ নাই, গুরুর পূজাদি সংকর্য নাই, যে সকল মহুয পিতৃ-প্রাধান্য-বিবর্তিত, হে হুঃসহ! তুমি তাহাদিগের গৃহে ভাৰ্য্যার সহিত নির্ভয় প্রবেশ কর। যে সকল গৃহে রাত্রিতে পদ্রম্পরে কলহ হয়, তুমি এই ভাৰ্য্যার সহিত নির্ভয় তথায় প্রবেশ কর। যে মহুয শিবলিঙ্গ পূজা করে না এবং মন্ত্র জপাদি করে না, অথচ শিবভক্তির

নিশ্চা করিয়া থাকে, তুমি সে মনুষ্যের গৃহে নির্ভয়ে
ভাৰ্য্যার সহিত প্রবেশ কর। অতিথি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজন, বিদ্বত্তন্ত, এবং গাভী-গণ
—যাহার গৃহে এ সকল নাই, সে গৃহে, তুমি ভাৰ্য্যার
সহিত প্রবেশ কর। যে সকল গৃহে বালকগণের
সলোভনদৃষ্টি সন্দেশ তাহাদিগকে না দিয়া ভক্ষ্যদ্রব্য
সমস্ত গৃহস্থামিগণ অনায়াসে ভোজন করে, তুমি সেই
গৃহে সানন্দহৃদয়ে ভাৰ্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে
গৃহস্থের গৃহে শিবপূজা না করিয়া, বিষ্ণুপূজা না
করিয়া এবং নিয়মাত্মসারে হোম না করিয়া গৃহস্থামি-
গণ আপনাদ্বারা নানা উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা স্বীয়
উদর পূরণ করে, তুমি সে গৃহে সৰ্ব্বদা প্রবেশ
কর। যে গৃহে এবং যে দেশে পাপকৰ্ম্মপরায়ণ,
মৃঢ় এবং নির্দয় মনুষ্যগণ বাস করে, সে গৃহে
এবং সে দেশে অনায়াসে প্রবেশ কর। যে গৃহে
প্রাকার-গৃহধ্বংসিনী সকলের নিশ্চাতাজন গৃহিণী,
তুমি ভাৰ্য্যার সহিত তথায় যাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বাস
কর। যে গৃহে কটকীবৃক্ষ, রাজমাষ বস্ত্রী, এবং
পলাশবৃক্ষ বর্তমান, তুমি তথায় ভাৰ্য্যার সহিত প্রবেশ
কর। যে সকল গৃহোপরি বকুবৃক্ষ, অৰুপ্রভৃতি সন্ধীর
বৃক্ষ, বজ্রীব, করবীরবৃক্ষ, ভগবৃক্ষ, এবং মল্লিকাবৃক্ষ
প্ররুঢ়, সে সকল গৃহে ভাৰ্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে
সকল গৃহোপরি অপরাধিতালতা অজমোদালতা,
নিম্ববৃক্ষ, জটামাংসী এবং বহুল কদলীবৃক্ষ প্ররুঢ়, সে
সকল গৃহে ভাৰ্য্যার সহিত তুমি প্রবেশ কর। তাল,
তমাল, ভল্লাত, তিষ্ঠিডী, খণ্ড, কদম্ব এবং খদির এ
সকল বৃক্ষ যে গৃহোপরি প্ররুঢ়, সে সকল গৃহে তুমি
ভাৰ্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল গৃহোপরি
বটবৃক্ষ, অশ্বখবৃক্ষ, আশ্রবৃক্ষ, খজোড়বৃক্ষ এবং পনস-
বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, হে হুঃসহ! তুমি ভাৰ্য্যার সহিত
তথায় প্রবেশ কর। যে ব্যক্তির নিম্ববৃক্ষে কাককুলায়
আছে এবং যাহার উপবন কিম্বা গৃহে লণ্ডাধারিণী কিম্বা
মৃণ্ডাধারিণী রমণী বাস করে, হে হুঃসহ! তুমি ভাৰ্য্যার
সহিত সে স্থানে প্রবেশ কর। যে গৃহে একটিমাত্র
দাসী, তিনটিমাত্র গাভী, পাঁচটিমাত্র মহিষ, ছটীমাত্র
অৰ্ধ, সাতটিমাত্র হস্তী থাকে, সে গৃহে তুমি ভাৰ্য্যার
সহিত প্রবেশ কর। যাহার গৃহে প্রেতসদৃশী অতি-
ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা প্রতিমা আছে, ক্ষেত্রপালাখ্য ভৈরব-
প্রতিমা আছে, সে গৃহে তুমি ভাৰ্য্যার সহিত প্রবেশ
কর, যে গৃহে পরিব্রাজক সম্যগসীর প্রতিমা, কপলক
বৌদ্ধাচ্ছার প্রতিমা আছে, সে গৃহে বখাতিলাবে
প্রবেশ কর। শয়নকালে, উপবেশনকালে, ভোজন-

কালে, বা গমনকালে যাহাদিগের মুখ হইতে হরিনাম
উচ্চারণ হয় না, সে সকল ব্যক্তির গৃহে ভাৰ্য্যার সহিত
তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে। ৩৬—৫৬। যে সকল
স্থানে ঋতুজ্ঞ এবং ঋতুজ্ঞ-কৰ্ম্ম-বিরাজিত, বিদ্বত্তন্ত-
বিহীন, ভগবান মহাদেবের নিম্নক পাৰ্ব্বগুণ স্বেবহিতি
করে এবং নাস্তিক কিংবা শঠগণ যে স্থানে থাকে, সে
স্থানে তুমি ভাৰ্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল
ব্যক্তি মহাদেবকে বিধ সংসার হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
স্বীকার না করে এবং ভগবান মহাদেবকে সামান্য
দেবতা বিবেচনা করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাৰ্য্যার
সহিত প্রবেশ। ভগবান ব্রহ্মা বিষ্ণু হুঃপতি এ
সকল দেবতা মহাদেবের প্রসাদজাত একথা যে সকল
হুরাশ্বা স্বীকার না করে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং ইন্দ্র
মহাদেবের তুল্য একথা যে সকল মৃঢ় বলিয়া থাকে,
ভগবান সৃষ্টাদেবকে খদ্যোতসদৃশ বিবেচনা করে,
তাহাদিগের গৃহে ক্ষেত্রে এবং বাসগৃহে অলস্মীর সহিত
প্রবেশ কর এবং ভোগ কর। যে সকল চৈতন্যশূন্য
মৃঢ়গণ অন্নাদি পাক করিয়া দেবতা অতিথি অভ্যাগত-
গণকে বঞ্চনা করিয়া কেবল আপনাদ্বারা ভোজন করে
এবং যে সকল ব্যক্তি স্নান এবং মঙ্গলাচার-শূন্য, তাহা-
দিগের গৃহে তুমি ভাৰ্য্যার সহিত প্রবেশ কর। যে রমণী
শৌচরহিত গাত্রমার্জনাশিশূন্য এবং সকল দ্রব্য
ভক্ষণ করিয়া থাকে, ঐ রমণীর গৃহে তুমি ভাৰ্য্যার
সহিত প্রবেশ কর। যে সকল মনুষ্য মলিন-বদন,
মলিনবস্ত্র-পরিধানশীল এবং যে সকল গৃহস্থ দম্ভ-
ধাবনবর্জিত, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাৰ্য্যার সহিত
প্রবেশ কর। যে সকল মনুষ্য পান্দ্রপ্রক্ষালনবিরত,
সন্ধ্যাকালে নিদ্রাশীল এবং যাহারা সন্ধ্যাকালে ভোজন
করিয়া থাকে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাৰ্য্যার সহিত
প্রবেশ কর। যে সকল মনুষ্য অত্যন্ত ভোজনশীল,
অত্যন্ত জলপানশীল দ্যূতসক্ত এবং বিবাদপ্রিয়,
তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাৰ্য্যার সহিত প্রবেশ কর।
যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মযাগহারী, পুণ্ডার অযোগ্য ব্যক্তি-
গণকে পূজা করিয়া থাকে এবং যাহারা শূদ্রান্নভোজী,
তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাৰ্য্যার সহিত প্রবেশ কর।
যে সকল পাপিষ্ঠ মনুষ্য মদ্যপানকারী, ব্রূষায়াস-
ভোজনশীল এবং পরস্পর-গমন-পরায়ণ, তুমি ভাৰ্য্যার
সহিত তাহাদিগের গৃহে প্রবেশ কর। যে সকল
মনুষ্য চতুর্দশাদি পৰ্ব্ব ভিক্ষিতে দেবতাকর্মানি সং-
কাৰ্য্যরহিত, যাহারা নিবাভাগে এবং সাংসকালে মৈথল
করিয়া থাকে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাৰ্য্যার সহিত
প্রবেশ কর। যাহারা কুকুরের স্তায় এবং মৃগের স্তায়

পশ্চাত্ত্বাগে মৈথুন করিয়া থাকে এবং বাহারা জলহু হইয়া মৈথুন করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাণ্ডার সহিত প্রবেশ কর। যে নরায়ণ রজঃবলা স্ত্রী গমন করে, কিংবা চণ্ডালকল্পা গমন করে অথবা গোহৃহমধ্যে মৈথুন করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাণ্ডার সহিত প্রবেশ কর। এক্ষণে এতদতিরিক্ত বহু বাক্য প্রয়োগ করা যথ্য, যে সকল ব্যক্তি সন্ধ্যাবন্দনা দিত্যকার্য্য শূন্য এবং শিবভক্তি-বিহীন তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাণ্ডার সহিত প্রবেশ কর। কৃত্রিম পুণ্ডিক দ্বারা, কাম্পাস্ত্রোক্ত ঔষধ দ্বারা এবং অপর কোন বস্তু দ্বারা যে পুরুষ নিজ পুরুষ চিহ্ন উত্তেজিত করিয়া স্নানহাস-পূর্ব্বক স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভাণ্ডার সহিত প্রবেশ কর। হৃত কহিলেন, হুঃসহ মুনিকে এ সমস্ত উপদেশ করিয়া ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্মবি শ্রীমান্ মার্কণ্ডেয় মুনি নয়নঘর মার্জিত, কনুশানন্তর সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হুঃসহ মুনিক মার্কণ্ডেয়কথিত সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে সকল ব্যক্তি দেবদেব মহাদেব এবং ভগবান্ বিষ্ণুর নিদ্রাঙ্গীল, তাহাদিগের গৃহে ভাণ্ডার সহিত বিশেষরূপে বাস করিতে লাগিলেন। ভগবতী শ্রীমতী শ্রীদেবীর উৎপত্তির পূর্ব্বক অলক্ষ্মীর সমুদ্র হইতে উৎপত্তি হয়, এ নিমিত্ত তাহার নাম জ্যোষ্ঠা হইয়াছে। একথা হুঃসহমুনি জ্যোষ্ঠাকে বলিলেন, তুমি এই জলাশয়-মধ্যস্থিত আশ্রমে উপবেশন কর, আমি পাতালমধ্যে প্রবেশ করিব। ৫৭—৭৭। আমি পাতালপুরীমধ্যে আমাদিগের উভয়ের বাসযোগ্য স্থান দেখিয়া তোমার নিকট আগমন করিব। জ্যোষ্ঠা বলিলেন, হে মহাভাগ! আমি কি ভোজন করিব, কে বা আমার খাদ্য প্রদান করিবে? একথা শুনিয়া হুঃসহ বলিলেন, যে সকল রমণী তোমার খাদ্য দ্রব্য এবং পুষ্প ফল দ্বারা পূজা করিবে, তাহাদিগের গৃহে প্রবেশ করিও না। জ্যোষ্ঠাকে এই কথা বলিয়া গর্ভ দ্বারা পাতালমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অত্যাশিও হুঃসহমুনি সজল স্থানে পদাঙ্ক আকুল, গ্রাম, পর্ব্বত এবং বাহুস্থানে অকল্যাণ-কাবিনী জ্যোষ্ঠা বাস করিতেছেন। একথা জ্যোষ্ঠা লক্ষ্মীর সহিত জনপতি ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসঙ্গক্রমে লোকেতে পৌছিয়া তাহাকে বলিলেন, হে মহাভাগ! হে জ্যোষ্ঠা! আমার বানী আবারে ত্যাগ করিয়া গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। হে জনপতির! এক্ষণে আমি আসিয়া হইয়াছি, আমার ভরণপোষণ প্রদান কর। আপনাকে আমি নমস্কার করি। হৃত বলি-

লেন, জ্যোষ্ঠা এরূপ বলিলে পর ভগবান্ জনার্দন বিষ্ণু হাত করিয়া জ্যোষ্ঠাকে বলিতে লাগিলেন, যে সকল ব্যক্তি অনর্থ সর্ব্ব শঙ্কর ভগবান্ রুদ্রকে, জগৎজননী হিমালয়তৃহিতা অগ্নিকাকে এবং আমার ভক্তগণকে নিন্দা করে, তাহাদিগের ধন তোমার ধন বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে সকল মনুষ্য মহাদেবকে নিন্দা করিয়া আমাকে আরাধনা করে, তাহারা আমার ভক্ত হইলেও অজ্ঞানী এবং অন্নভাগ্য; তাহাদিগের ধন তোমার ধন জানিবে। আমি এবং ব্রহ্মা, যে মহাদেবের আজ্ঞানুবর্তী এবং বাহার প্রসাদে আমরা জীবনধারণ করিতেছি, সেই মহাদেবকে নিন্দা করিয়া যে সকল ব্যক্তি আমার পূজা করে, তাহারা আমার বিশেষকারী জানিবে, সেই দুর্দ্দম ব্যক্তি সকল আমার ভক্ত নহে; তাহারা অভক্তের মধ্যেই গণ্য। তাহাদিগের গৃহ, ধন, ক্ষেত্র এবং ইষ্টাপূর্ত্ত সকলই তোমার। হৃত বলিলেন, অলক্ষ্মীকে এরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ জনার্দন ভগবতী লক্ষ্মীর সহিত অলক্ষ্মীর দৃষ্টি-দোষক্ষয় নিমিত্ত ক্রমমুজ্জ জপ করিলেন। হে মুনীগণ! অলক্ষ্মীর দৃষ্টিদোষ ক্ষয় নিমিত্ত সর্ব্বদা ঐ অলক্ষ্মীকে পূজাদ্রব্য প্রদান করা কর্তব্য। হে বিজগণ! বিষ্ণুভক্তগণ এবং রমণীগণ সর্ব্বদা সর্ব্বদেয় নানাবিধ পূজাদ্রব্য দ্বারা অলক্ষ্মীকে পূজা করিবে। অলক্ষ্মীচরিত্র যে ব্যক্তি পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে অথবা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করায়, সেই নিম্পাপ মনুষ্য ইহলোকে অভুল ধন-সম্পত্তি ভোগ করিয়া পরলোকে সদগতি লাভ করে। ৭৮—১২।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

ঋষি কহিলেন, হে হৃত। কি মন্ত্র জপ করিয়া প্রাণিগণ সকল লোকভয় হইতে মুক্ত হয় এবং সকল পাপশূন্য হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে? কি মন্ত্র জপ করিলে অলক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে এবং ভগবতী লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হয়? হে হৃত। এ কথা তুমি আমাদিগের নিকট বল। হৃত বলিলেন, পূর্ব্বকালে ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা বশিষ্ঠমুনির নিকট বলিয়াছিলেন, হে মুনিবর! সকল লোকের হিতকামনার আমি তোমার নিকট সকল কথা বলিতেছি; দেবদেব, অন্ন, বিষ্ণু, কৃক, অচ্যুত, অব্যয়, সকলপাপধ্বংসকারী, ভক্ত, ব্রাহ্মণগণের মুক্তিদাতা জনার্দনকে প্রণাম করিয়া আপনারা

সকলে আমার কথা শ্রবণ করুন ;—যে পুণ্যাত্মা মনের দ্বারা শারীরিক চেষ্টা দ্বারা এবং বাক্যদ্বারা পুরুষ-ভ্রমকে প্রণাম করিয়া। নারায়ণমন্ত্র জপ করে, নিদ্রাকালে, গমনকালে, ভোজনকালে, উপবেশন-কালে, জাগ্রদবস্থা, চক্ষুর উন্মেষকালে এবং নিমেষ-কালে যে সকল ব্রাহ্মণ “ও নমো নারায়ণায়” মন্ত্রে নিরন্তর নারায়ণের শ্রবণ করে এবং ভক্ত্যবস্থা, পেয় দ্রব্য এবং আহ্বাদনীয় দ্রব্য “ও নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্র দ্বারা অভিমুখিত করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে ব্যক্তি পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সকাম হইলে সকল-পাপশূন্য হইয়া সংপথাবলম্বী হওয়া যায়। আমি হুঃসহমুনির পত্নী যে অলঙ্কার রত্নাঙ্ক বলিলাম, নারায়ণ-শব্দ শ্রবণমাত্র তিনি স্থানান্তরে পলায়ন করেন, ইহাতে সংশয় নাই। হে হুত্রতবর্ণ! দেবদেব রুক্ষের প্রিয়তমা! লক্ষ্মীদেবী! বিষ্ণুভক্তগণের ভবনে শতাদি-ক্ষেত্রে এবং বাসগৃহে সর্বদা বাস করেন, বেদ পুরাণ স্মৃতি শ্রুতি সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া বারম্বার পণ্ডিতবর্গের সহিত বিচারপূর্বক এই স্থির হইয়াছে, সর্বদা ভগবান নারায়ণের ধ্যান করা কর্তব্য, সকল মনোরথপূর্বক “ও নমো নারায়ণায়” এই অষ্টাঙ্কর মন্ত্র যে ব্যক্তি সর্বদা জপ করে, তাহার অশ্রু বহু মন্ত্র জপ করাব আবশ্যকতা নাই। হে বিপ্রোঃ! গণ! যে ব্যক্তি সকলসময়ে “ও নমো নারায়ণায়” এই অষ্টাঙ্কর মন্ত্র জপ করে, সে ব্যক্তি বহু-বাক্যের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে মুনিগণ! অশ্রু কথা আপনাদ্বারা শ্রবণ করুন, দেবদেব নারায়ণের চতুর্কোণের প্রয়োজিন-সাবক দ্বাদশাঙ্কর দ্বাদশাঙ্ক পুত্ৰতন অপর একটি মন্ত্র আমি পূর্বকালে অভ্যাস করিয়াছি, তাহা মহাশাস্ত্র আপনাদিগেব নিকট আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, সুপণ্ডিত কোন ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্রোশে তপস্তা করিয়া একটি পুত্র উৎপাদনপূর্বক যথাক্রমে জাতকর্মাদি সংস্কার করিয়া যথাকালে উপনয়ন-সংস্কার সম্পাদনাতে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করাইলেন, কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণকুমার কিছুই শিক্ষা করিতে পারে নাই এবং ঐ বালকের জিজ্ঞাসা হইতে বেদাদি শব্দ উচ্চারিত হইত না। ইহা দেখিয়া ঐ বিজ্ঞবর অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন। তখন সেই বিপ্রপুত্র ঐতরেয় নিরত বাহুবল্য নামে অভিহিত করিতে লাগিল। তদীয় পিতা যথাবিধি অন্তঃসমীপে বিবাহ করিয়া সেই পত্নীর গর্ভে কলিঙ্গ পুত্র উৎপাদন করিলেন ও তাহার, শাস্ত্র-সূত্র-সংগ্রহ উপনীত হইয়া বেদচর অধ্যয়ন করিয়া সকলের দ্বারা ও অতুল ঐশ্বর্যশালী হইল। ঐতরেয়ের জননী

সপত্নীপুত্রাদিগের ঐক্লপ উন্নতিলাভে হুঃখিত হইয়া নিজপুত্রকে কহিলেন, হে বৎস! সপত্নীপুত্রেরা শুদ্ধ-বেদান্ত-পারদর্শী হইয়া ব্রাহ্মণগণের ও পুঞ্জীয় হইয়াছে এবং পরমৈশ্বর্যশালী হইয়া নিজ জননীর আনন্দ-বর্ধন করিতেছে, কিন্তু এই অভাগিনীর পুত্র তুমি সকল বিষয়েই নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ, এক্ষণে আমার মরণই শ্রেয়, বাঁচিয়া কোনরূপেই সুখ নাই। ঐতরেয় জননী কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বজ্রবাটে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে পর ব্রাহ্মণদিগের, মন্ত্রার্থ-জ্ঞান লুপ্ত হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার মুগ্ধ হইলেন। তখন ঐতরেয়ের বদন হইতে “ও নমো ভগবতে বাহুবল্যায়” এই বাণী নির্গতা হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নমস্কারপূর্বক পূজা করিলেন। পরে ঐতরেয় বজ্রস্থানে গমন করিয়া স্বয়ং বজ্র সমাপন করিলে বহুসংখ্যান ও অতুল ধনাদি লক্ষণা লাভে সমুদ্র হইয়া সভাস্থলে অনন্তমনে বড়-বেদচতুর্ভব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বিজগণ উহার স্তব করিতে লাগিলেন, তৎকালে আকাশচারী সিদ্ধ-চারণগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে বিজগণ! ঐতরেয় এইরূপে বজ্র সমাপ্ত করিয়া জননীকে পূজা করত বিষ্ণুলোকে গমন কবিলেন। এই তোমাদিগের নিকট দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্রের অনন্ত মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম। ১—২৯। ইহা নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাতকও বিস্মৃত হয়। যে পুত্র এই অক্ষয় দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্র নিত্য পাঠ করেন, তিনি অল্পময় পরমপদ বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যদি পাণ্ডিত্য ব্যক্তিও উক্ত মন্ত্র জপ কবে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়, অতএব বাহারা পূর্বতন আচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাহুবল্যকে নিরন্তর চিন্তা করেন, সেই মহাদ্বাগণ যে বিষ্ণুলোকে যাইবেন, ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। ৩০—৩৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

হুত কহিলেন, হে বিজগণ! ও নমো নারায়ণায়। ইত্যাদি প্রকার অষ্টাঙ্কর ও দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্র পরমাত্মার অভি প্রিয় আর নমঃ শিবায় এই বড়কর মন্ত্র সকল যেসব সারস্বত সূর্যসিদ্ধিগ্রন্থ। শিবস্বায় এবং নন্দ-রায় এই পঞ্চাঙ্কর মন্ত্রবয় ব্রহ্মস্বয়। নমঃ শিবায় এই সপ্তাঙ্কর মন্ত্র প্রধানপুত্র ভগবান হুঃসহমুনি

অভিপ্রিয়। ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মা ইশ্রাদিদেবগণ ষিঙ্গগণ ও মুনিগণ ইহারা ঐ সকল মন্ত্রদ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্মারও কারণ দেবদেব শব্দের আরাধনা করিয়া থাকেন। মনীষিগণ ভগবান্ শিবকেই শব্দ দেবদেব রুদ্র ও উদ্যাপতি কহিয়া থাকেন। নমঃ শিবায়, নমস্তে শঙ্করায়, নমো মহেশ্বরায়, নমো রুদ্রায়, নমঃ শিবভুৱায়, এই স্বমাহাত্ম্য-প্রকাশক প্রভুর পঞ্চমহামন্ত্র যে ব্রাহ্মণ জ্ঞপকাল জপ করে, সে ব্রহ্মহত্যাধি পঞ্চ মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। পূর্বে প্রভুনাথক মন্ত্র অধিকার-ভুক্ত তৃতীয় ত্রৈত্যযুগে পরমাত্মা ব্রহ্মার মেঘবাহন-নামক কঙ্গে ধুম্রমুকনামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কমলনয়ন দেবদেব জনার্দন মেঘরূপী হইয়া দেবদেব কৃতিবাসকে বহন করেন, সেই ঈশ্বরের অতিরিক্ত-ভারে নিখাস-প্রধাসক্রিয়া-রহিত হওয়ায় অতিপীড়িত হইয়া শিতিকণ্ঠকে বিজ্ঞাপনপূর্বক দেবদেব প্রভু বিষ্ণু, রুদ্র উদ্দেশে অনন্তমনে তপস্তা করিয়াছিলেন, তৎপরি উক্ত কল্প মেঘবাহন নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ কঙ্গে কোন মুনির শাপে ধুম্রমুকের ঔরসে এক অতি দুঃখী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ধুম্রমুক কাম্য হইয়া নিজ ভাৰ্য্যার সহিত রমণ করিয়া অমাবস্তা-দ্বিবাভাগে প্রথম মুহূর্তে তাহাতে গর্ভস্থাপন করেন, তখন বিশল্য-নাম্নী ধুম্রমুকপত্নী গর্ভিণী হইয়া শনিগ্রহকর্ভুক বীকিত রুদ্র মুহূর্তে অত্যায়াসে পুত্র প্রসব করেন। ১—১৬। তখন মিত্রাবরুণনামক ঋষিষয় উহাকে পিতা মাতা ও নিজের রিষ্টে উৎপন্ন দেখিয়া ধুম্রমুককে নির্জনে কহিয়াছিলেন, এই তুমি তনয় অতি দুঃখী হইবে; এবং বশিষ্ঠ কহিয়াছিলেন, হে ধুম্রমুক! তোমার পুত্র অতি নিকৃষ্ট ও অতি দুঃখী হইলেও কালে বৃহস্পতির অনুগ্ৰহে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ধুম্রমুক নিজ পুত্রের সৈদৃশ্য ব্যাপারশ্রবণে হুঃখিত হইয়াও পুত্রস্নেহে তাহার জাতকর্মাদি স্বয়ং নির্বাহ করিলেন ও নানাসাধু অধ্যয়ন করাইলেন। হে হুভবপণ! ধুম্রমুকতনয় যথাবিধি অদীতশাস্ত্র দ্বারা পরিণয়কাৰ্য সম্পন্ন করত গুরুদেবপারায়ণ হইল। হে মুনিবরগণ! একসময় ধুম্রমুকতনয় মোহ-প্রযুক্ত এক শূত্রনারী সম্পর্শনে কাম্য হইয়া নিজ ভাৰ্য্যার দ্বারা দিৱ্যরাত্র তাহাতে আগন্তু রহিল। তৎপরি ঐ চক্ষুন্দি ষিঙ্গাধম শূত্রার অনুসরণ বর্জন্য নিজধর্ম-পথ পরিত্যাগপূর্বক উহার সহিত এক শয্যা শয়ন, একাসনে উপবেশন ও দ্বাদ্য পর্বাঙ্ক পাল করিতে লাগিল। হে হিহোভমগণ! পরে উক্ত ষিঙ্গাধম কোনকারণে ক্রুপিত হইয়া ঐ অকল্যাণী

শূত্রাকে নিধন করিলে শূত্রার ভ্রাতৃগণ উপস্থিত হইয়া চক্ষুন্দি ধুম্রমুকের পিতা মাতা হৃদয় ভাৰ্য্যা ও শ্যালক-গণকে বিনাশ করিল। এইরূপে ধৌম্রমুকের কুল-নিহত হইল। তদন্বনে রাজা ঐ শূত্রার ভ্রাতা প্রভৃতিকে সৎবেশে নিধন করিলেন। অনন্তর ধৌম্রমুক নানাদেশ পর্যটন করিতে করিতে যদুচ্ছাত্রেমে বৃহস্পতি ঋষির আশ্রমসম্মিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পূর্বে দেবদেব মহেশ্বরের নিকট হইতে পান্ডপত ব্রত লাভে শিবমন্ত্রজপপারায়ণ সেই মুনির দর্শন পাইলেন। ১৭—২৮। ধৌম্রমুক তাঁহার নিকট হইতে পঞ্চাঙ্কর ও ষড়ঙ্কর রুদ্রমন্ত্র লব্ধ হইয়া “নমঃ শিবায়” এই পঞ্চাঙ্কর মন্ত্র লক্ষসংখ্যক জপ করিলেন এবং যথাবিধি ষাণ্ণ মাসিক রুদ্র-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবার পর কালক্রমে মৃত্যু হইলে যমকর্ভুক শাস্ত্রজ্ঞানবিষয়ে পুঞ্জিত হইয়া নিজ পিতা মাতা চারুহাসিনী পতিব্রতা ভাৰ্য্যা ও শ্যালকদিগকে উদ্ধার করিলেন। তখন ইশ্রাদি দেবগণেরও পূজ্য হইয়া আশ্রায়দিগের সহিত বিমানে আরোহণপূর্বক শিবলোকে যাইয়া গণাধিপত্য লাভ করত রুদ্রদেবের প্রিয়পাত্র হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৯—৩২। এজন্ত অষ্টাঙ্কর ও দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্র অপেক্ষা পঞ্চাঙ্কর মন্ত্রে কোটিগুণ ফল আছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একারণ যে ব্যক্তি পূর্বোক্তবিধানে শক্তিবীজ-সমর্পিত পঞ্চাঙ্কর রুদ্রমন্ত্র নিত্য জপ করে, সে পরমপদ লাভ করে। এই আপনাদিগকে সর্বোত্তম সার কথা কহিলাম, যে ব্যক্তি ইহা স্বয়ং পাঠ করে, শ্রবণ করে বা ব্রাহ্মণ-গণকে শ্রবণ করায়, সে রুদ্র-পালিত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম-লোকে গমন করে। ৩৩—৩৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, পূর্বে দেবগণ স্বয়ং ব্রহ্মা ও প্রশংসিতক্রিয় ত্রীকৃষ্ণ যে দিব্য পান্ডপত-ব্রত করিয়া ছিলেন এবং ঐ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ধৌম্রমুকও যে পান্ডপত ব্রত আচরণ করিয়া লক্ষবার সেই মন্ত্র জপ করায়, পরমরূপ লাভ করিয়াছে, সেই পান্ডপত-ব্রত কিরূপ এবং পরমেশ্বর শব্দর দেব পণ্ড-পতিই বা কিরূপ? তাহা আমাদিগকে কহুন, এ বিষয়ে অামাদিগের অন্তঃকর্তৃত্ব হইতেছে।

১—১৪। স্মৃত্ত কহিলেন, পূর্বে ব্রহ্মতন্ত্র মহাশয়। সনৎকুমার দেবদেব রত্নের শাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহারই প্রসাদে চুপ্ত দেহ পেরিত্যাগপূর্বক মনঃপ্রবেশ হইতে ভারতবর্ষে স্তম্ভরূপে শিলাদ-ভনয় নন্দীর নিকট সমাগত হন। উক্ত মনিবর তাঁহার বখাবিধি পূজা করিয়া তৎসমীপে সর্বোত্তম মোক্ষার্থ প্রবণ করেন। পুনরায় প্রণাম করিয়া পাণ্ডপত-ব্রতবিধি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করত কহিয়াছিলেন, হে প্রভো! দেবদেব পশুপতি কিরূপ, তাহা বিস্তারপূর্বক বলুন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সেই সনৎকুমারের নিকট হইতেই এই সকল প্রবণ করিয়াছিলেন; আমি তৎসম্মিথানেই অবগত হইয়া আপনাদিগকে কহিতেছি। সনৎ-কুমার কহিয়াছিলেন, হে প্রভো! দেব পশুপতি কিরূপ? ও কাহার পশু বলিয়া কীর্তিত হয়? এবং কীদৃশ রজ্জুতে উহার বদ্ধ ও কিরূপেই বা পুনরায় বন্ধনমুক্ত হয়, তাহা বলুন। শৈলাদি কহিয়াছিলেন, হে সনৎকুমার। তুমি নিখুলাস্তঃকরণ অতি পবিত্র রুদ্রভক্ত, তোমাকে ইহার তত্ত্ব কহিতেছি, প্রবণ কর। ৫—১১। ব্রহ্মা হইতে স্মৃষ্ণ কীট পর্যন্ত সংসারবশবর্তী যে কিছু স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয়, সকলই ধীমান্ দেবদেবের পশু বলিয়া কীর্তিত হয়; ভগবান্ রুদ্র উহাদিগের পতি বলিয়া “পশু-পতি” এই নামে অভিহিত হন। অনাদি অনন্ত অব্যয় পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু পশুর গ্রায় জীবগণকে মায়া-রজ্জুতে বন্ধন করিতেছেন। কিন্তু সেই প্রভু রুদ্রই জ্ঞানযোগে সেবিত হইলে ঐ মায়ারজ্জুবদ্ধ জীবগণকে মুক্ত করেন, পরমাশ্রয় পরমেশ্বর শঙ্কর ব্যতীত আর কেহই বন্ধনবিমোচক নাই। চতুর্কিংশতিতত্ত্ব পরমেশ্বরের রজ্জুরূপে নির্দিষ্ট; একমাত্র ভগবান্ শিব জগৎকে চতুর্কিংশতি রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিতেছেন এবং ঐ দেবই জীবগণকর্তৃক আরাধিত হইয়া তাহাদের বন্ধন মোচন করেন। দশ ইন্দ্রিয়ময় পাশ মনো-বুদ্ধ্যহকারচিত্তরূপ অন্তঃকরণময় চারি পাশ, শব্দাদি পঞ্চ গুণময় পঞ্চপাশ, ক্রিয়াদি পঞ্চ বিষময় পঞ্চপাশ—ভগবান্ এই চতুর্কিংশতি প্রকার বন্ধনসাধন পাশ দ্বারা বিষয়াসক্ত জীবগণকে বন্ধন করিতেছেন। “ভজ ধাতু” সেবার্থক রূপে নির্দিষ্ট আছে বলিয়া ঈশ্বরের সেবা করিলেই তাঁহার ভক্ত হওয়া যায় এবং পণ্ডিতেরা ঐ ঈশ্বর-সেবাকেই ভক্তি বলিয়া থাকেন। মহেশ্বর ব্রহ্মাদি স্মৃষ্ণ কীট পর্যন্ত সকলকেই সদ্ধাদিগুণময় পাশত্রয় দ্বারা বন্ধন করিয়া স্বয়ং সদস্যকার্য্য করাইতেছেন। এমি ঐ পরমেশ্বর। জীবগণকর্তৃক চূড়ভক্তি-

সহকারে পুজিত হন, তবে উহাদিগকে সদ্যই বন্ধন-মুক্ত করেন, কার্য্যমনোবাক্য ও কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরের ভক্তনাকেই ভক্তি বলা যায়, ভক্তি সকল কার্য্যের হেতু বলিয়া পূর্বোক্ত চতুর্কিংশতি পাশের ছেদন করিতে সমর্থ। ১২—২২। ভগবান্ সত্য সর্বগত অনির্ক-চনীয়-রূপবান্ এই প্রকার শিবের গুণচিন্তা-কেই মানস ভজন কহিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ ঐ কারাদি জগৎকে বাচিক ও প্রাণায়ামাদি অন্তর্ভুক্ত করে কায়িক ভজন কহিয়া থাকেন। পাপপুণ্যরূপ পাশ দ্বারা জীবগণের বন্ধন হয় এবং একমাত্র ভগবান্ পরমেশ্বর শিবই উক্ত বন্ধনবিমোচন সদ্ধাদি বিষয়, শব্দাদিগুণ, বন্ধন-সাধন বলিয়া পাশরূপে কীর্তিত হয়; প্রাণিগণ উহাতে বদ্ধ হইলে শিবভক্তিবলে মুক্ত হয়। ক্রেশময় পঞ্চপাশদ্বারা শঙ্কর পশুদিগকে বন্ধন করিয়া ভক্তিপূর্বক তাহাদিগের উপাসিত হইলে বন্ধন হইতে মোচন করেন। অবিন্যা অম্বিতা রাগ ঘেব ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্রেশকে পণ্ডিতেরা রজ্জু কহিয়া থাকেন। অবিন্যাকে তম মোহ মহামোহ তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চ প্রকারে অবস্থিত কহিয়া থাকেন। হে সুবিবরণ! প্রাণিগণ ঐ অবিন্যাবদ্ধ হইলে ক্রীমান্ শিবই তাহার মোচন করেন, তন্নিম্ন অপর কেহই বিমোচক নাই। বোগ-পরায়ণ সাধুগণ আশ্রয়িত দেহাদিতে আশ্রয়দিক্রম অবিন্যাকে তম, ক্রীপাদিতে মমতারূপ অম্বিতাকে মোহ, বিষয়াদিরূপ মহামোহকে রাগ, ইচ্ছার ব্যাঘাত-জনিত ক্রোধরূপ তামিস্রকে ঘেব এবং মমতাম্পদ ত্রাদিরক্ষণার্থ অন্ধতামিস্ররূপ মিথ্যাজ্ঞানকে অভি-শ কহিয়া থাকেন। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তমের অষ্ট প্রকার, মোহের অষ্টপ্রকার মহামোহের দশ প্রকার, তামিস্রের অষ্টাদশ প্রকার এবং অন্ধতামিস্রের অষ্টাদশ প্রকার ভেদ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ২৩—৩৫। ঐ সর্কান্তধামী ভগবানের ভূত তবিত্যং বর্তমান ত্রিকালেই অবিন্যা রাগ বা ঘেবের সহিত কিছুই সম্বন্ধ নাই এবং মায়াভীত দেব পশুপতির কদাপি অস্তি-নিবেশের সহিত সম্বন্ধ নাই এবং ঐ অবিন্যাভীত মঙ্গলদাতা সর্বশরণ্য পরমাশ্রয় শিবের ত্রিকালের কোনকালেই পুণ্য-পাপকার্য্য ও ঐ কার্য্যের পরিণাম দৈবের সহিত কিছুই সম্বন্ধ নাই। ঐ সজ্জানানন্দরূপী পরাংপর শত্ৰুকে বিনশ্বর হৃৎস্থখে আশ্রয় করিতে পারে না এবং ঐ ধীমান্ স্বল্প মহাশয় কালক্রমেই আশ্রয় কর্তৃক অশ্রুত থাকেন, সেইরূপ যুদ্ধময় মৃত্যুরূপী ঐ ভগবান্কে ত্রিকালবর্তী কর্তব্য-সংকল্প ও

ভোগ-সংস্কার আশ্রয় করিতে পারে না। ৩৬—৪৩।
 ঐ প্রাণী পুণ্য ভগবান পরমেশ্বর হাবর অসংখ্যক
 অবিল প্রাপক হইতে পৃথক্ ও প্রেত এই লোকের
 জন্ম ও প্রবেশের অপেক্ষিক আধিক্য দেখা যায়,
 কিন্তু শিবের যে জ্ঞানার্থ্য আছে তাহা অপেক্ষা
 উহার আভিলাষ দৃষ্ট হয় না বলিয়া সন্ন্যাসিগণ
 শিবকেই সর্বপ্রেত কহিয়া থাকেন। ৪৪—৪৫।
 প্রেতের হৃদিপ্রান্তে সমুৎপন্ন কাল বিনয়ের ব্রহ্মা-
 দিবকে ঐ শিবই শাস্ত্রচয় উপদেশ করিয়া থাকেন,
 অনাস্থিনিধন শিব ধৃতকাল-স্থায়ী সকল গুরুগণের
 গুরু পরমেশ্বর নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল
 পরের প্রতি অনুগ্রহার্থই সকল কার্যের কারণ
 হইয়াছেন। পরমাশ্রয় শিবের উঁকারই বাচক অর্থাৎ
 উপাসনাকালে ভক্তগণ কর্তৃক উঁকার শব্দদ্বারা আহুত
 হন এইরূপ শিবরূপ-প্রভৃতি শব্দের মধ্যে উঁকাররূপী
 প্রাপককেই সন্ন্যাসিগণ প্রেত বলেন। প্রণববাচ্য শব্দের
 ধ্যান কিংবা কেবলমাত্র ঐ প্রণব জপ করিলে যে সিদ্ধি
 হয়, তাহা প্রণব জির অস্ত্র মন্ত্র জপ করিলে পায় না
 ইহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বের দেবদেব শব্দর ভক্তগণের
 প্রতি স্নেহবান্ হইয়া এই পরম পাণ্ডপত্যাগ ও
 পাণ্ডপভজানভক্ত সবচে কহিয়াছিলেন এবং যজ্ঞবল্ক্য
 সূর্য্যোপনিষৎ হইয়া গর্গভিনয়কে ইহা কহিয়াছিলেন।
 হে গার্গি! যাহারা যোগপরায়ণ নহে তাহারা ঐ নাশ-
 শূন্য অসারমহিম বিরহিতরূপী শিবকে মহা-চর্য্যরূপে
 নির্দেশ করে; কিন্তু যোগিগণ যোগবলে প্রত্যক্ষ করেন
 বলিয়া এইরূপ কহেন, ঐ শিবরূপী পরমব্রহ্ম দৈর্ঘ্য-
 রহিত সন্তোষস্বর্ণবর্ণশালী, উহার উচ্চভাগ নাই, রূপ
 নাই, একায়ণ নিত্যানন্দরূপী এবং উহার রূপ রস গন্ধ
 স্পর্শ কাঁচরই বোধগম্য নহে। উনি বাক্য ও মনের
 অগোচর এবং শব্দ ও দাহিকা-শক্তি শূন্য অস্ত্র প্রমাণ-
 শূন্য সর্বস্বত্বকারী, উহার নাম গোত্র জরা মরণ ব্যাধি
 কিছুই নাই ঐ উঁকারশব্দপ্রতিপাদ্য যোক্তরূপ পরম-
 ব্রহ্ম স্থায়ী হইলেও অনাস্থানিত এবং পূর্ণাঙ্গার
 অঙ্গ বহির্দেশে ও অন্ত-বিস্তারিত ব্রহ্ম সকল কার্যের
 সাক্ষীরূপে অবস্থিত হইয়াও কোন কার্যেরই সংস্পর্শে
 থাকিতেছেন না। ৪৬—৪৭। যে পুরুষের শিবোক্ত
 উক্তম এই পাণ্ডপত্যাগই প্রয়োজনীয়, সে পুরুষোক্ত
 পরমব্রহ্মকে অবগত হইয়া অন্তকালে ঐ প্রভুতেই
 গমন ধন। ঐ ব্রহ্ম ভোমার অন্তরেও আছেন; তুমি
 পক্ষম হইতেও বৈকুণ্ঠী ইন্দ্রিয়সমক মনকে বিবর্তন
 হইতে নিবৃত্ত করিয়া উঁকারকে প্রাণী করিয়া ঐ অস্তি
 হৃদয় আশ্রয়স্থল অন্তরীক্ষ ভগবানকে অবলম্বন কর। কি

হেতু মিথ্যা বাগদস্তুর করিয়া কলহ করিতেছে?
 কিছুই ভয়ের কারণ কি দেখিতেছ না; দেহের শব্দকে
 মনোলোকন কর, কেন বুঝা বৈজ্ঞানিকজনজনিত
 মাহাত্ম্যকারে ভ্রমণ করিতেছে? যমুন্ধ ব্যক্তি এই
 মুনিগণ-উদ্দেশে শিবভাবিত অর্থ পণ্ডিতগণসম্মিথানে
 ব্যাচর করিয়া পরে আশ্চর্য্যরূপে পঞ্চা বিভক্ত না
 করিয়া আশ্চর্য্যরূপে মুক্তিস্নাত করিলে। ৪৮—৫০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ নন্দিকেশ্বর
 আপনি মহাদেবের প্রধান ভক্ত; এক্ষণে পুনরায়
 তাঁহার মহিমা বর্ণন করুন। শৈলাদি কহিলেন, হে
 সনৎকুমার! পরমেশ্বর মহাদেবের মহিমা সংক্ষেপে
 তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। ঈশ্বরের প্রকৃতি-
 বন্ধ নাই, বুদ্ধিবন্ধ নাই, অহঙ্কার বন্ধ, চিত্তবন্ধ, মনোবন্ধ
 কিছুই নাই। উহার চক্ষুঃ প্রোক্ত ভ্রাণ জিহ্বা বা ত্বক্
 এই সমস্ত বাহ্য বন্ধও কদাপি হয় না এবং বাহ্য
 পাণি পাদ পায়ু উপস্থ ও শব্দাদি পঞ্চভূত দ্বারাও বন্ধন
 নাই। উত্তবেত্তা মুনিগণ ঈশ্বরকে নিত্যভক্তস্বভাব
 নিত্যপ্রবুদ্ধ নিত্যমুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন।
 অনাধি অনন্ত পরমেশ্বর পুরুষ শিবের আদেশে প্রকৃতি-
 দেবী বুদ্ধিকে উৎপাদন করেন, তাঁহারই আদেশে ঐ
 বুদ্ধি অহঙ্কারকে প্রসব করেন। দেবগণমধ্যেও
 অন্তরীক্ষরূপে প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরী ভগবান স্বয়ম্ভু
 শিবের আদেশেই অহঙ্কার স্বয়ং একাদশ ইন্দ্রিয় ও
 শব্দাদিভ্যাত্ম সকলকে উৎপাদন করেন এবং ঐ
 প্রভু মহাদেবের আদেশেই শব্দাদিগুণচর, ক্রিয়াদি
 পঞ্চভূতকে প্রসব করেন; এবং মহাভূত সকল
 শিবের আজ্ঞায় মিলিত হইয়া ব্রহ্মাদি ভূগণ্য
 বাবদেহিগণের দেহচর বিধান করিতেছে। নিখিল
 দেহে অন্তরীক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ প্রভু স্বয়ম্ভু আদেশে
 ঐ বুদ্ধিই বাবদেহ নিষ্কর করে। স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য
 এবং বিভূতিও তাঁহার আজ্ঞায় হয়। সেই প্রভুর
 আজ্ঞায় অহঙ্কার সকল বিষয়ে মমতা জ্ঞান
 করিয়া ঘের এবং উহারই আদেশে চিত্ত ভীষণের
 পূর্ণাঙ্গার মূর্খন করিয়া ঘের। মন সর্বজন করিয়া
 ঘের। তাঁহারই সাক্ষ্যে প্রোক্ত প্রণব কায়, ভ্রাণ-
 ত্রিয় স্পর্শ বস্তুভব করিয়া ঘের পরমেশ্বরী শিবেরই
 আদেশে বাগিত্রিয় বাহ্য প্রয়োজন করিয়া থাকে,

কদাপি গ্রহণাদি করে না এবং হস্ত বাবৎ সেবে
দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে ; কিন্তু কখন পরমানি কাঁচের
অনুষ্ঠান করে না ও সেই বিধাতার আদেশেই সকল
জীবের চরণ বিহার করে দানাদি কাঁচ করে না ।
ঐ পরমেশ্বরের শাসনে উৎপন্ন বাবৎ জীবেরই পায়
পূরীবাঁধি উৎসর্গ করে কখন বাকা উচ্চারণ করে না
এবং সকল জীবগণের উপস্থিতি পূরমেশ্বরের আদেশে
নিভা আনন্ড অমুভব করে । ১—২০ । সেই সর্ব-
ভূতেশ্বর শিবের আদেশে আকাশ, সর্বদা অপর ভূত-
গণকে অনন্ত অবকাশ দান করেন । বায়ু ও তাঁহার
আদেশে প্রাণাদি পক্ষভাগে বিভক্ত হইয়া সকল
প্রাণীর শরীর ধারণ করিতেছেন, সপ্তস্বকগত হইয়া
আবহাদিভেদে বিভক্ত নিজ শরীর দ্বারা লোকষাত্রা
সম্পাদন করিতেছেন এবং পরমেশ্বরেরই আদেশ
নাগাদি পক্ষভাগে বিভক্ত হইয়া লোকের শরীরে
অবস্থান করিতেছেন । অগ্নি, মহাদেবের আজ্ঞায়
দেবগণের হব্য ও কব্যাভ্যাজিগণের কব্য বহন করিয়া
চর প্রভৃতির পাকসাধন করিতেছেন এবং তাঁহারই
শাসনে সর্ষদা দেহিগণের উন্নয়ন হইয়া অন্নাদি
আহারীয় দ্রব্য সকল পাক করিতেছেন । তাঁহার
আজ্ঞায় জল সমস্ত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করি-
তেছে এবং উদাজ্ঞা সকলের অলঙ্ঘনীয় বিবে-
চনায় তাঁহারই আদেশে সর্বপ্রসবিনী ভগবতী
পৃথিবীও চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছেন । দেবদেব
ইন্দ্র তদাজ্ঞায় বিশ্ব পালন করিতেছেন । ধর্মরাজ যম
তাঁহারই আদেশে জীবিত জীবকে নানা রোগ দ্বারা ও
মৃতজীবকে অসংখ্য বাতনা প্রদানে সর্বদাই পীড়া
দিতেছেন । ভগবান্ বিষ্ণুও তাঁহারই আজ্ঞায়
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত হইয়া দেবগণের রক্ষা, অহুরগণের
নিধন ও অধাশ্বিকদিগের ধিনাশ করিতেছেন । বরুণদেব
শিবশাসনে অসংখ্য জলদানে পরিচুপ্ত করিতেছেন ও
অহুরগণকে পানিবদ্ধ করিয়া জলবধ করিতেছেন ।
বনাদিগণের শিবের আজ্ঞায় সকল প্রাণীর বংশ
পুষ্পরূপে ফলদান করিতেছেন এবং হৃৎপদেবও
ঐ নিভা সত্যরূপী পরমেশ্বরের আজ্ঞাতেই নিজ উদ-
রায় দ্বারা কাল বিধান করিতেছেন । সত্যরও হৃৎরূপী
ঐ শিবের আজ্ঞায় কলাময় হৃৎপদেবও সিজকিপণ
দ্বারা পুশ পুষি ও সকল জীবকেই আক্রান্ত করিতে
ছেন । ২১—৩৪ । আদিত্য বহু রূপ ও ব্রহ্মলোক
অগ্নিহোত্ররক্ষণ ও অত্যাশ্রয় সকল দেখেই শিবের
আজ্ঞায় গর্ভ করিলে । সর্বদা সিদ্ধ সাধ্য চারিধিক
রূপ ও শিবাচ ইহার সকলই ঐ বিবিধ আশ্রয়

এই লক্ষ্যে তারা বেদ বজ্র তপস্তা ধর্মগণ কব্যাভ্যাজী
পিতৃগণ সমুদ্র, পুরুত নন্দনদী, কানন, সঙ্গেশ্বর,
সর্বলোকে শিবের আজ্ঞাবহ । কলা, কাঠা, নিমেষ, বৃহত্ত,
মিবস, রাত্রি, কহু, বৎসর, পক্ষ, মাস, যুগ, মন্বন্তর
পর পরাধি প্রভৃতি কালবিশেষ সকলই ঐ ভগুবানের
শাসনে অবস্থান করিতেছে এবং বিদ্যাধবানি অষ্টবিধ
দেবদানি পক্ষবিধ ত্রিধ্যুযোনি মনুষ্যজাতি ও চতুর্দশ
সদ্যোনি সমুৎপন্ন জীবগণ বীমান দেবদেবের শাসনে
অবস্থান করিতেছে । চতুর্দশ ভুবনে অবস্থিত জীবগণ
ঐ প্রভু সর্ববরের আজ্ঞাবস্তী রহিয়াছে । সকল
ভুবন পাঁচাল ও ব্রহ্মা বিষ্ণু সমেত জলাদি আবরণযুক্ত
বর্তমান ও উৎপাদ্যমান বাবৎ ব্রহ্মাণ্ডই শিবের আজ্ঞা
প্রতিপালন করিতেছে । ঐরূপ বর্তলপার্থ-সম্বিত
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া শিবাজ্ঞা প্রতিপালন
করিয়া লয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড
বীর অসংখ্য উত্তম উত্তম বস্ত্র ও জলাদি
আবরণের সহিত উৎপন্ন হইয়া শিবাজ্ঞা প্রতিপালন
করিবে । ৩৫—৪০ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একাদশ অধ্যায় ।

সমংসুয়ার কহিলেন, হে গণাধিপতে ! আপনি
ভববিষ্ণুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এজন্ত পরমেশ্বরের প্রাপ্ত
হইয়াছেন । এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের শিবের ও পরমে-
শ্বরী দুর্গার ঐশ্বর্য আমার নিকট বর্ণন করুন । নন্দি-
কৈল্য কহিলেন, হে যোগিস্বর সনৎকুমার ! তুমি ব্রহ্মার
পুত্র, তোমাকে ঐ শিব ও শিবীর বিভূতি কহিতেছি
ব্রবণ কর । পশ্চিভগণ, ঐ পরমাত্মা শিবকে কল্যাণ-
ময় ও শিবকে কল্যাণময়ীরূপে কহিয়া থাকেন ।
পশ্চিভগণ শিবকে ঈশ্বর ও গৌরীকে মায়া বলিয়া
থাকেন । বিজগণ শিবকে পুরুষ ও শিবকে ঐকান্তি-
রূপে কহিয়া থাকেন । শত্ৰু,—শকার্ণ, শিবা,—শক ।
ঐ অভ-শিব,—দিবস ও শিবা,—রাত্রি । মহাদেব
বজ্র, ব্রহ্মাণী বজ্রের দক্ষিণা । দেব শঙ্কর আকাশ,
দেবী শঙ্করী পৃথিবী । ভগবান্ ব্রহ্ম সর্গ, ব্রহ্মেশ্বর-
নন্দিনী সৃষ্টির কোলা । দেব শূলপাণি বৃক্ষ উদার
প্রেরণী উদাভিতা লতা । বর ব্রহ্মা ও তাঁহার অর্দ্ধা-
রূপী শিবা সাদ্বিতী । মহেশ্বর বিষ্ণু, পরমেশ্বরী
তবনী লক্ষী । মহাদেব ইন্দ্র, ও গিরিরাজ-গ্রহিতা
শক্তি । ব্রহ্ম বহু অগ্নি উদার অর্দ্ধাক্ষপাণী দেবী
বাহ্য, বৈশ্বাক্ষ, —যম ও গিরিকণ্ঠা তাঁহার পুত্রী ।

হন। শিবের স্বরূপ-মূর্তি স্বাক্ষর প্রকার এবং উহা সর্ববেদময় ও বাগার্হ বলিয়া মুনিগণ উহারই বাপ করেন। ঐ স্বরূপী শিবের অমৃতসংস্কর এক কলা আছে, তাহা সর্বজীবের সঞ্জীবনী বলিয়া জগতে সর্বদা পীত হইয়া থাকে। ঐ স্বরূপী চন্দ্র-সংস্কর কিরণ আছে, তাহারা ওষধিসমূহের সম্বন্ধার্থ হিমবৃষ্টি করিয়া থাকে। ঐ স্বরূপী শত্রুর শত্রুসংস্কর রশ্মি আছে, তদ্বারা জগতে দ্বাষ্টাদিশত-পকতায় হেতু উত্থাপ জন্মে। ঐ স্বরূপী শিবের হরিকেশনামক কিরণ আছে, তাহা এহনক্কাদির তেজঃপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং ঐ স্বরূপী পরমেশ্বরের বিশ্বকর্মানামক কিরণ বৃথগ্রহের তেজের পোষক বলিয়া খ্যাত আছে ও বিবচনা-নামক কিরণ শুক্রগ্রহের পোষক বলিয়া খ্যাত আছে। ১—১০। এবং ঐ স্বরূপী শূলপাণির সংবৎসরনামক যে কিরণ আছে, তাহা মঙ্গলগ্রহের কান্টিপুষ্টি করে। সেই স্বরূপী শিবের অর্কবাহু নামে রশ্মি বৃহস্পতির পুষ্টি-সাধন করে। উহার স্বরাট্ট নামে বিখ্যাত রশ্মি শনি-গ্রহের পুষ্টিসাধন করে। ঐ স্বরূপী বিশ্ববানি দেব উমাপতির হৃদয়নামক রশ্মি সর্বদা চন্দ্রে পরিপুষ্ট করে। ১৪—১৭। জগদুগ্রু কালান্তক শব্দের নিখিল শাস্ত কিরণজালের প্রকৃতিরূপিণী চন্দ্রনামক মূর্তি যাবৎ শরীরগণের প্রেষ্ঠ ধাতু শুক্ররূপে অবস্থান করেন। ঐ মূর্তি শরীরগণের মনেতেও অবস্থান করেন। দেব শত্রুর ষোড়শকলারূপে বিভিন্ন ঐ চন্দ্র-মূর্তি যাবৎ জীবের মেহে অবস্থান করিতেছেন এবং সর্বনিয়ন্তা দেবদেবের ঐ মূর্তি অমৃতদ্বারা সর্বদা দেব ও পিতৃগণের পুষ্টিসাধন করেন; চন্দ্রমূর্তি দেহিগণের দেহভক্ষির জন্ত রসসঞ্চার দ্বারা ওষধিসমূহ পরিবর্তন করেন। ভবানীকেই ঐ মূর্তি বলিয়া বিবেচনা করিবে। উমাপতির ঐ চন্দ্ররূপ শরীর, যজ্ঞ তপস্তা ও জীবগণের প্রভুরূপে প্রসিদ্ধ। ভগবানের ঐ মূর্তিই জলপতি ও ওষধিনাথ বলিয়া বিখ্যাত। আত্মানন্দ-বিবেকিণ দ্বীহার অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন, সেই হিরণ্য দেখকে চন্দ্রাদি ইন্দ্রিয় সকলের ও তদধিকারভূদেবগণের মার্গাতীত ঐ চন্দ্ররূপী প্রভু শিব সকলের অন্তরে আত্মরূপে অবস্থিত আছেন, এইরূপ বোধ হইলে জগৎরক্ষিকার মারি অন্তহিতা হয় এবং উহার বজ্রমানমূর্তি দিবারাত্রি হব্যকালে দেবগণের ও কবচগণের পিতৃগণের পুষ্টিসাধন করেন ও উনিই আত্মপিতৃভাত মূর্তিদ্বারা শত্রুদি সকল উৎপাদিত করেন ইহা স্পষ্টই প্রসিদ্ধ আছে। বাহা ভগবতঃ

অন্তরে প্রাণের সহিত একত্র অবস্থিত ঐ ভগুবান্ উমাপতির প্রধান জলময়ী মূর্তির ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বহির্দেশে ও জীবগণের শরীরে জলরূপে অবস্থান করেন এবং নন্দনীর ও সমুদ্রে ঐ সর্বব্যাপিনী পরমামূর্তির সাক্ষাৎ দর্শন সর্বদাই লাভ করা যায় ও ঐ পবিত্রা মূর্তি সন্তানজীবের জীবন রক্ষা করিতেছেন। ১৮—৩২। শত্রুর যে মূর্তি অগ্নিতে অবস্থিত, সেই পরমপূজনীয় ঈশ্বরী অগ্নিমূর্তি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বহির্দেশে এবং যজ্ঞসমূহের শরীরে অবস্থান করেন ও জীবগণের কুশলার্থে শরীরে জঠরায়িরূপে অবস্থিত আছেন। ঐ মূর্তির একোনপঞ্চাশৎ ভেদ আছে ইহা বেদবিপণ কহিয়া থাকেন। উহার যজ্ঞাঙ্ক; মূর্তি ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক দেবতোদেশে ও পিতৃলোকোদেশে যথাক্রমে হুয়মান হব্যকব্যরূপ দ্রব্যজাত তাঁহাদিগের নিকট বহন করেন এবং শত্রু পুরোক্ত অগ্নিরূপ দেহকে বেশ-শান্তজেরা সর্ববেদময় কহেন ও তাহাতে যথাবিধি বাগ করেন এবং শিবের বায়ুমূর্তি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ও বহির্দেশে অবস্থিত আছেন ও জীবগণের শরীরে প্রাণাদি পঞ্চ নাগকর্মাদি পঞ্চ ও আবহাদি পৃথকরূপে অবস্থান করেন। প্রভুর আকাশমূর্তি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বহির্দেশে ও জীবগণের শরীরে সর্বত্রই অবস্থান করেন, এবং ব্রাহ্মণগণের মুখ্য দেবতাস্বরূপা শত্রুর বিশ্বভরা মূর্তি স্বাবর-জঙ্গমাস্বরূপ অখিল বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন। ঐ চরাচরস্থিত জীবগণের শরীর শিবের পঞ্চমূর্তি দ্বারাই নির্মিত হয়। ধীমান্ দেবদেব মহা-দেবের পঞ্চভূত, স্বর্ষা, চন্দ্র, ও আত্মা এই আটটা মূর্তি ইহা মুনিগণ কহিয়া থাকেন এবং আত্মা তাঁহার অষ্টমী মূর্তি, উহার সংজ্ঞা যজ্ঞমান। ইনিই সকল স্বাবর-জঙ্গমের শরীরে অবস্থান করেন। মুনিগণ দীক্ষিত ব্রাহ্মণকেই আত্মা কহিয়া থাকেন, উহাই মঙ্গলদাতা শিবের যজ্ঞমানাখ্য মূর্তি। এক্ষণে মঙ্গল-কাক্সী মানবগণকর্তৃক সময়ে সর্বদা মঙ্গলের একমাত্র হেতু এই অষ্টশিবমূর্তির বন্দনা কর্তব্য ॥ ৩৩—৪৬ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন, নন্দিনী! পুনরায় উমাপতি শিবের অষ্টমূর্তির মহিমা আমাকে বলুন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে সনৎকুমার! সর্বব্যাপী পরমাত্মা দেব উমাপতির অষ্টমূর্তির মহিমা জেতাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। সর্বশাস্ত্র-পারদর্শী পাণ্ডিত্যগণ নিখিল প্রপঞ্চের

ঐষ্ট্রী শিবকে বিবস্ত্ররূপী শরনামে নির্দেশ করেন। সেই বিবস্ত্র পরমাত্মা শরীরে বিকেন্দ্রীভূত পত্নী ও মঙ্গল উৎসার পুত্র। দেববক্তাগণ ভগবানকে ভবনাশ কীর্তন করিয়া থাকেন এবং ঐ জগতের জীবন-সাধন জনরূপী পরমাত্মা দেব ভবের জায়া উমা ও পুত্র শুক্র। জগতের একমাত্র রক্ষিতা ও ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ঐ বহ্নিরূপী ভগবান পণ্ডিতগণকর্তৃক পণ্ডপতি নামে কীর্তিত হন এবং ঐ অগ্নিরূপী পরমাত্মার প্রিয়তমা পত্নী সাহা ও ভগবান্ যথুৎ পুত্ররূপে কীর্তিত হন। নিখিল ভুবনব্যাপী ও সকলদেহিগণের জীবনধারণের একমাত্র উপায় ঐ বায়ুরূপী দেবকে পণ্ডিতেরা ঈশান নামে নির্দেশ করেন ও ঐ জগৎকর্তা পবনমূর্তি দেব ঈশানের পত্নী শিবাও নিখিল চরাচরের সর্বব্যাপীভূতাতা মনোবেগ জনরূপে কীর্তিত হয়। ভগবানের আকাশ-মূর্তি ভীম নামে নির্দিষ্ট এবং ঐ মহামহিম গগনরূপী ভীমদেবের দশদিক্কে দৈবী ও স্বর্গকে পুত্ররূপে নির্দেশ করেন। সকলের অভীষ্টপূরক সূর্য্যরূপী ঐ ভগবান্কে ভোগ ও মুক্তিদাতা রূদ্ররূপে নির্দেশ করেন এবং ভক্তদিগের প্রতি ভক্তিদাতা সূর্য্যমূর্তি রূদ্রের দৈবী সুবর্তলা এবং বাবৎ সূর্য্যের পদার্থের প্রকৃতিরূপে বিখ্যাত শনৈশ্চর তনয় এবং চন্দ্রমূর্তি ঐ দেবকে পণ্ডিতেরা মহাদেব কহিয়া থাকেন ও ঐ চন্দ্ররূপী মহাদেবের ভার্য্যা রোহিণী ও বুধ পুত্ররূপে কথিত হন ঐ বুধ দেবগণের হব্যকব্যের সংস্থাপন করিয়া থাকেন। ১—১৬। এবং ঐ বজ্রমানরূপী বহাদেব উগ্রনামে ও ঈশান নামে অভিহিত হন। ঐ বজ্রমান মূর্তি প্রভু উগ্রের পত্নী দীক্ষা ও পুত্র সঙ্কট। শরীরিগণের স্থূল-সূক্ষ্মাদি পঞ্চবিধ শরীর মধ্যে কোঙ্ক-গাধির মত কঠিন পার্থিব শরীরের যথার্থ জানিতে হইলে অগ্রে শিবতত্ত্ব অবগত হওয়ার আবশ্যক; দেহি-দিগের প্রতিবেশে যে ভবময় অক্ষয় বস্তু আছে, তাহা বেষণায়বশী ঋত্বিকুগণ কর্তৃক পরমাত্মা ভবের তত্ত্বরূপে অবগত হইয়া থাকেন। দেহীদিগের দেহে যে প্রাণী আছে, তাহাকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পণ্ডপতির মূর্তিবিশেষ বলিয়া অবগত আছেন। শরীরি-দিগের শরীরে বায়ুর পরিণাম বাহ্য আছে, পণ্ডিতেরা উহাকে ভগবানেরই ঈশানমূর্তি বলিয়া জানেন। নিখিল দেহীর দেহে যে কিছু ছিন্ন আছে, তৎকাল ব্যক্তির উহাকে ঐ ভীমের শরীর বলিয়া জানেন। দেহিগণের দেহে চক্ষুদ্বারা ইন্দ্রিয়গত যে ভেদ আছে, পরমাত্মা বিজ্ঞান ব্যক্তিগণ তাহা প্রভু রূদ্রের মূর্তিরূপে বলিয়া অবগত হন। সকলদেহবৈ, যাহে যে

মনোরূপ ইন্দ্রিয় আছে, তাহা ঋত্বিকুগণ কর্তৃক মহা-দেবের মূর্তিরূপে অবগত হন। সকল প্রাণীর দেহগত যে আত্মা আছে, তাহাকে যোগিগণ প্রভু উগ্রের মূর্তি ভেদ বলিয়া জানেন। চতুর্দশযোনিতে যে সকল জীব উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায় ঐ ভগবানের ঐ অষ্টমী মূর্তি হইতে পৃথক্ নয় এবং দেহীমাত্রেরই ভগবানের পূর্বোক্ত সপ্তমূর্তি-ময় রূপে গঠিত, ইহা পরমার্থিগণ কহিয়া থাকেন। সর্বভূতশরীরগত আত্মাই প্রভুর অষ্টমী মূর্তি। এক্ষণে যদি নিজ কুশল কামনা কর, তবে সর্বতোভাবে ঐ জগৎকারণ অষ্টমূর্তি দেব ঈশ্বরের ভজনা কর। ১৭—২১। জগতে যদি কোন জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তবে তাহা দ্বারাই অষ্টমূর্তি মহেশ্বরের আরাধনা হয় এবং যদি যে কোন লোকের প্রতি নির্দয় হইয়া নিগ্রহ করা হয়, তবে তাহা ঐ ভগবান্ অষ্টমূর্তিরই নিগ্রহ করা হয়। জগতে যদি কোন লোকের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়, তবে তাহা অষ্টমূর্তি মহেশ্বরের অবজ্ঞা করা হয় এবং যদি কোন লোককে অভয় দান করা হয়, তবে তাহাতেই নিশ্চয় অষ্টমূর্তির আরাধনা করা হয়। কারণ সকল যে কোন ব্যক্তির উপকার ও অভয়দান করায় দেব অষ্ট-মূর্তিরই আরাধনা করা হয় এবং মুনিস্বরগণ সকলের প্রতি উপকার করা ও সকলের প্রতি দয়া করা দেব অষ্টমূর্তির পরম পুজারূপে নির্দেশ করেন। তুমি পরম জ্ঞানী, অতএব শিবের পরমারাধনাভিলাষী হইয়া অপর দেহিগণের প্রতি সর্বদা দয়ান হইয়া অভয় প্রদান করিবে। ৩১—৩৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন, হে গণেশ্বর নন্দিন! আপনি শরীরিদিগের মঙ্গলসাধন ও অতি পবিত্র পঞ্চব্রহ্ম কি তাহা আমাকে বলুন। নন্দিকেবর কহিলেন, হে ব্রহ্মভ্রম সনৎকুমার! শিবেরই রূপভেদ পঞ্চব্রহ্ম তাহা তোমাকে বর্ণ্য্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা পালক ও সংহারক, শিবই পঞ্চব্রহ্মরূপী, তাহাকে অধিল প্রাণকেশ্ব একমাত্র উপাধান কারণ ও নিমিত্ত-কারণরূপে নির্দেশ করা যায়, সেই শিবই পঞ্চা ভিন্ন হইয়াছেন। শরীরগতপালক পরমাত্মা শিবের পঞ্চব্রহ্ম-সংজ্ঞায় যে পঞ্চমূর্তি বিখ্যাত আছে, তন্মধ্যে কোঙ্ক-শিবের প্রথম মূর্তি প্রকৃতিরূপে ভোগ্য ঈশান নামে

অভিহিত হন এবং তাঁহার পুরুষনামক দ্বিতীয় মূর্তিই পরমাত্মার আভ্যন্তরীণতা প্রকটিকরণে কথিত। শব্দর তৃতীয়া মূর্তি অশ্বোরকে ধর্মাদি অষ্টাবয়বশালিনী বুদ্ধি-মূর্তিরূপেও কহিয়া থাকেন এবং উইহার বামনেবাখ্যা চতুর্থী মূর্তি অহঙ্কাররূপে সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সন্ধ্যোজাতনামী পঞ্চমী মূর্তি মনস্তত্ত্বরূপে ধাবৎ প্রাণিতেই অবস্থিতা আছেন। ঐ সনাতন ঈশানদেব ধাবৎ শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে অবস্থান করেন এবং ঐ দেবপ্রধান পুরুষকে তত্ত্ববিদগণ ত্বয়িস্ত্রিয়রূপে নির্দেশ করেন। মহাদেব অশ্বোরও ধাবৎ প্রাণির দেহের চকুরিস্ত্রিয়রূপে পণ্ডিতগণকর্তৃক নির্দিষ্ট হন এবং দেব বামনেব সকলদেহীর দেহে রসনেন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত আছেন। দেব সন্ধ্যোজাত সমস্ত প্রাণীর শরীরে ভ্রাণেন্দ্রিয়রূপে অবস্থান করেন এবং ঈশানদেবকে প্রাণিগণের শরীরে বাগিস্ত্রিয়রূপে অবস্থিত পণ্ডিতেরা নির্দেশ করেন। পুরুষ জীবগণের শরীরে পাণীশ্রিয়রূপে অবস্থিত আছেন এবং দেব অশ্বোর-জীবের দেহে পাণেন্দ্রিয়রূপে অবস্থিত, ইহা তত্ত্ববিদ্যাক্তিরা কহিয়া থাকেন। ধাবৎজীবের দেহে ভগবান বামনেব পায়ুইশ্রিয়রূপে অবস্থিত আছেন এবং দেব সন্ধ্যোজাত প্রাণিগণের দেহে উপস্থরূপে অবস্থিত, বেশশাস্ত্রজ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন। জীবগণের প্রভু ঐ শব্দরূপী ঈশানকে মনিবরণ আকাশের জনক বলিয়া নির্দেশ করেন এবং স্পর্শরূপী দেব-প্রধান পুরুষকে তাঁহার্য্য বায়ুর জনক বলিয়া নির্দেশ করেন। মুখ্য দেববিদগণ রূপতমাত্ররূপী ভাবন দেব অশ্বোরকে অগ্নির জনক কহিয়া থাকেন। ১—২০।

ঐচ্ছিকগণ রসতমাত্ররূপে প্রথিত ঐ বামনেবকে জলের জনকরূপে নির্দেশ করেন এবং গন্ধতমাত্র-রূপী মহাদেব সন্ধ্যোজাতকে ভূমির জনক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ঐ আকাশরূপী আদিত্যেব ঈশানকে মূনিগণ পরমমহত্ত্বশালী ও অত্যন্ত বলিয়া নির্দেশ করেন। প্রভু পুরুষই নিখিলত্রকাণ্ড্যাপী পবনরূপী ইহা স্রষ্টাবিগণ জ্ঞাত আছেন। ঐ মহাত্মা অশ্বোর অর্জিঃসম্পন্ন অগ্নিরূপী, ইহা বেদার্থবেত্তাগণ কহিয়া থাকেন এবং ঐ পরমমহত্ত্বের জলরূপী মহাদেবকে নিখিলজগতের জীবনধারণের একমাত্র সাধনরূপে অবগত আছেন। সেইরূপ বিশ্বতরুরূপী জলদৃশ্য সন্ধ্যোজাতকে কবিগণ জগতের একমাত্র প্রভুরূপে আশ্রিত থাকেন। স্বাবর-সমস্ত যে কিছু সকলই পুরুষত্বপাক্তরূপের ঈশানমূর্তির তত্ত্বানুশিবে প্রাণত্বকমাত্র ইহা ওষধী মূনিগণ কহিয়া থাকেন।

এই জগতে কিত্যাদি পঞ্চতরুরূপে পঞ্চবিংশতি ভূত দৃষ্টিগোচর হয়, সকলই ভগবান্ শিব অস্ত্র কিছুই নহে, অস্ত্রএব মঙ্গলাকাজী ব্যক্তিগণের সর্বদা সঘর্ষে ঐ পঞ্চতরুরূপী ও পঞ্চবিংশতিতত্ত্বরূপ ভগবান্ শিবের আরাধনা করা উচিত। ২৪—৬০।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন, হে মহামতে সর্বগুণ শালিন নমিন্। আপনি সর্বজ্ঞ ও সকলের প্রভু আমাকে পুনরায় শিবের মাহাত্ম্য বলুন। শৈলাদি কহিলেন, হে মহামুনে! বহুতর পূর্বতন মূনিগণ কর্তৃক অনেক প্রকার শব্দ দ্বারা যাহা কীর্ত্তিত আছে, সেই শিবমাহাত্ম্য তোমাকে কহিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। মূনিগণ সেই বিবরণ শিবকে নিত্য ও অনিত্যবস্তুত্বরূপ কহেন ও কোন কোন পণ্ডিতের নিত্যানিত্যের প্রভু বলিয়া নির্দেশ করেন। যখন প্রভু অবিল প্রপঞ্চ দ্বারা ক্রোড়া করেন তখন ব্যক্ত ও ক্রোড়াবিহীন হইলেই অব্যক্ত, নিত্যানিত্য উভয়ই শিবরূপ;—শিবভিন্ন কিছুই নাই। ভগবান্ ঐ উভয়ের প্রভু বলিয়া সমসংপতি অর্থাৎ নিত্যানিত্য-প্রভুরূপে কথিত হন সংখ্যানুশীলী কোন কোন মূনি-গণ মধুর শিবকে ক্রয়াকররূপী হইলেও ক্রয়াকর হইতেও পৃথক্ বলিয়া নির্দেশ করেন, অক্রয়কে অব্যক্ত, ক্রয়কে ব্যক্ত কহিয়া থাকেন; ঐ উভয়ই শব্দরূপ, একারণ ভগবান্ অপর বলিয়া অভিহিত হন এবং পরমেশ্বর মহাদেব ব্যক্তব্যক্তত্বরূপ হইয়াও ঐ উভয় হইতে পৃথক্, একারণ পণ্ডিতেরা ভগবান্কে অপর বলিয়া নির্দেশ করেন। ঐ ভগবান্ বিবরণকে জীব কণেক চিন্তা করিলেই জীবমুক্ত হয়। কোন কোন আচার্য্যেরা জগৎকারণ শিবকে সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপী এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টির কারণরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। মূনিগণ ঐ সমষ্টিকে অব্যক্ত ও ব্যষ্টিকে ব্যক্ত কহিয়াছেন, উক্ত উভয়ই শব্দরূপ; ইহা ভিন্ন জগতের কারণ আর কিছুই নাই ঐ শিব নিত্যানিত্যের কারণ বলিয়া পরমেশ্বর-শব্দব্যচ্য হইয়া থাকেন। যোগশাস্ত্রবেত্তাগণ ঐ পরমাত্মারও পর জ্যোতিঃরূপ পরমেশ্বর ভগবান্ শিবকে সমষ্টি ও ব্যষ্টির কারণ এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজরূপী বলিয়া নির্দেশ করেন। ১—১২।

পণ্ডিতেরা ক্ষেত্রকে চতুর্বিংশতি ভূত ও ক্ষেত্রজকে ভোক্তা পুরুষ কহিয়া থাকেন।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রবিন্দু উভয়ই স্বরভূত রূপমাত্র, তদন্ত কিছুই নাই। ঐ অমৃত্যু-বিরহিত অপর ব্রহ্মরূপী-প্রভু মহানেশকে কেহ কেহ পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করেন একারণ জীবগণের ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্বাদি ভগবান্ অপরব্রহ্ম ও পরব্রহ্মস্বরূপ উক্ত উভয়ই স্বরভূত পরমেশ্বর শব্বরের রূপ; শিবভিন্ন কিছুই নাই, সকলই শিবময়; কোন কোন পণ্ডিত ঐ শব্বরকে বিদ্যা ও অবিদ্যাস্বরূপী কহেন। মুনিগণ ঐ জগৎস্রষ্টা ও জগৎপাতা আদিদেব মহেশ্বরকে বিদ্যা ও তত্ত্বিন্ন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে অবিদ্যারূপ বলিয়া থাকেন, সেই উভয়ই ভগবানের রূপান্তর। কোন কোন বেদজ্ঞ-মুনিগণ বিদ্যা ও অবিদ্যাভীত পরম শিবস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলে নিজ যোগপ্রভাবে বিষয়-বিজ্ঞানকে ভ্রান্তি কহে, অস্মারূপে প্রপঞ্চজ্ঞানকে বিদ্যা কহে এবং সংশয় ও তর্কানিশূন্য জ্ঞানকে পরমতত্ত্ব কহে, উহাই প্রভুর তৃতীয় রূপ অজ্ঞা কিছুই নাই সকলই জ্ঞানময়। জগৎপাতা জগৎস্রষ্টা ঐ পরমেশ্বর শিব ব্যক্ত-অব্যক্তরূপী এবং জ্ঞা বলিয়া অভিহিত হন। পণ্ডিতগণ ব্যক্তশব্দে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব অব্যক্তশব্দে পরমপ্রকৃতি এবং জ্ঞা শব্দে সত্ত্বাদি-গুণভোগী পুরুষকে নির্দেশ করিয়া কহেন। পরিদৃশ্যমান ধাবৎ প্রপঞ্চই শিবরূপ; শিবভিন্ন কিছুই নাই। ১০—২৬।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, হে হুবুদ্ধে নন্দিন! মুনিগণ বহুতর বাক্যদ্বারা যাহা কীর্তন করিয়াছেন, সেই শিব-স্বরূপ পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি বলুন। শৈলাদি কহিলেন, হে মুনে! পূর্বতন মুনিগণ কর্তৃক নানারূপে কীর্তিত সেই শিবরূপ পুনঃ-পুনঃ তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। বেদসমুদ্রের পাশে আচাৰ্য্য মুনিগণ ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতি ব্যক্ত ও কালরূপী বলিয়া নির্দেশ করেন এবং ঐ ক্ষেত্রজ্ঞকে পুরুষ, প্রকৃতিকে প্রাণ, ব্যক্তকে প্রকৃতি বিকার-সমুদয় প্রপঞ্চ এবং প্রকৃতিও ব্যক্তের পরিণামের একমাত্র কারণকে কালরূপে কহিয়া থাকেন। ঐ চতুষ্টিয় ঈশ্বরের রূপ মাত্র। কোন কোন আচাৰ্য্যগণ ব্যক্তরূপী প্রধান পুরুষ পরমেশ্বর শিবকে হিরণ্যগর্ভ কহিয়া থাকেন। ব্রহ্মা এই বিশ্বের স্রষ্টা, প্রধান পুরুষ বিষ্ণু তাহার ভোক্তা, এই প্রপঞ্চ নাম ব্যক্ত, প্রকৃতি ইহার

প্রধান কারণ এই চারিটী শিবের রূপচতুষ্টিয়মাত্র। শব্বর হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই সকলই শিবময়। ঈশ্বর পিণ্ডজাতিস্বরূপ অর্থাৎ বাবদ্যতিস্বরূপ; কারণ নিখিল দ্বার-জগৎমের শরীর পিণ্ডরূপে কীর্তিত হয় এবং ঐ জাতিশব্দে সমস্ত সামান্য দ্রব্যাদিভয়বৃত্তি সম্বন্ধে মহাসামান্য বলিয়া নির্দেশ করেন তৎসমুদায় ধীমান শিবের স্বরূপ। ঈশ্বরকে কেহ কেহ বিরাহি ও হিরণ্যগর্ভরূপী কহেন, হিরণ্যগর্ভশব্দে জগৎের কারণ ও বিরাহিশব্দে বিধরূপ অভিহিত হয়। পরমে-শ্বরকে কেহ কেহ ব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকাশ ও অব্যাকৃত অপ্রকাশ এবং হৃতরূপে নির্দেশ করেন। মণিগণ বেরূপ হৃত্রে অবস্থান করে, তদ্রূপ লোকসকল যাহাকে আশ্রয় করিয়াই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে, সেই অসামান্য ক্ষমতাজালীকেই হৃত বলিয়া জানিবে। ১—১০। কেহ কেহ ঐ স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংবেদ্য পরমেশ্বর স্বরভূকে অন্তর্ধামী এবং পর বলিয়া নির্দেশ করেন। ঐ শিব সর্বভূতের আচ্ছাদরূপী এজ্ঞ অন্তর্ধামী ও সর্বভূত হইতে পৃথক বলিয়া পররূপে অভিহিত হন। পরমেশ্বর শিব শব্দ শব্বর ও পরমাত্মা ঐ তুরীয় শিবের প্রাক্স, তৈজস ও বিশ্বংজ্ঞক রূপ-ত্রয় জানিবে এবং বিরাহি হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃতাদি অপরনামক পূর্বোক্ত প্রাজ্ঞাদিরূপত্রয়ই হৃদযন্ত্রে স্থাপন ও জাগ্রৎ এই অবস্থাত্রয়রূপে অভিহিত। ঐ অবস্থা-ত্রয়বর্তী তুরীয় শিবের জগৎসৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের যথাক্রমে কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই অবস্থাত্রয় পণ্ডিতেরা কীর্তন করেন; দেহিগণ ঈশ্বরের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র এই অবস্থাত্রয়কে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করে, কর্তা ক্রিয়া কাৰ্য্য করণ এই চারিটী পরমাত্মার রূপ বলিয়া পণ্ডিতেরা কীর্তন করেন এবং প্রমাতা প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমিতি এই চারিটী শিবের চারিরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। বেরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ-সকল সমুদ্রেরই বিকার, তদ্রূপ ঈশ্বর অব্যাকৃত; প্রাণ বিরাহি পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয় ঐ সকলই ভগবান্ শিবের বিকারমাত্র। পরমেশ্বর জগৎের অসাধারণ কারণ; ঐ কারণকে বেৎজেরা অব্যক্ত প্রকৃতিরূপে নির্দেশ করেন। শিবরূপ কহিয়া থাকেন। শিব পরমাত্মাস্বরূপ, বেরূপ উর্দ্বা সলিল হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু তৎসমুদয়ই সলিলেরই রূপ, তেমনি ঐ শিব হইতে সমুৎপন্ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব শিবস্বরূপ বলিয়া মনীষিগণ কীর্তন করেন; এবং ধেমন হৃদয় ও বলয় হৃদয়েরই বিকার, স্মৃতিকাবিকারস্বরূপ বেমন ষট তদ্রূপ সাদাশিবাণি ঈশ্বরের সঙ্গতত্ত্ব পরমাত্মা ঐ কিছুই

নহে। ১৪—২৮। এবং যেমন হৃদয় হইতেই তলীর
কিরণ সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মায়া-বিলায় ক্রিয়াক্রান্তি ও
ক্রিয়াময়ী জ্ঞানশক্তি এই পঞ্চরূপা ভগবতী সেই প্রভু
শিব হইতে উৎপন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি
নিজ মঙ্গলকামনা কর, তবে সেই সকলের আশ্রয়-
দাতা সর্বাত্মস্বরূপী দেবদেব শিবকে সর্বতোভাবে
ভজনা কর। ২৯—৩১।

বোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, হে গননাথ! সর্বোত্তম
শিব-মাহাত্ম্য-বিষয়ক তলীর বাক্যামৃত পুনঃপুনঃ
পান করিয়াও আমার তৃপ্তি হয় নাই, এক্ষণে বলুন
ভগবান! কিজন্তু কিরূপ দেহধারী, কিজন্তু দেবপ্রতাপ-
শালী, কেনই বা শঙ্ক সর্বাত্ম-স্বরূপী, কিরূপ বা
পাপভপতত্ত্ব এবং কি প্রকারেই বা শঙ্কর দেবগণের
ব্রহ্মগোচর ও প্রত্যক্ষ হইয়াছেন? শৈলাদি কহি-
লেন, প্রথমে পরমাত্মস্বরূপ হইতে পরম কারণ ও
সংসারগৃহের স্তম্ভস্বরূপ কল্যাণময় শিব উৎপন্ন
হইয়াছেন। ঐ দেবগণের প্রথম দেব শিব নিজ বদন
হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে সমুখে দর্শন করিয়া তাঁহার
প্রতি আজ্ঞাসমেত দৃষ্টিপাত করিলেন। দেববর
ব্রহ্মা রুদ্র কণ্ঠক ঐরূপে অবলোকিত হইয়া সকল
সৃষ্টি করিলেন। ঐ বিরাট পুরুষ চাতুর্ভুগের ব্যবস্থা-
সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞার্থ সোমরস সৃষ্টি করিলেন ও
তাহা হইতে এই সকল সজ্জাত হইল। ১—৬। চরু
বহ্নি যজ্ঞ বজ্রপাণি শচীপতি বিষ্ণু নারায়ণ এই সমস্তই
সোমরস জগৎ বলিয়া কীর্তিত। তখন ঐ দেবগণ
রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিয়া পরমেশ্বর রুদ্রকে স্তব করিতে
লাগিলেন ও প্রভু মহেশ্বর ও উহাদের স্তবে প্রসন্ন
হইয়া উহাদের ঈশ্বরজ্ঞান অঙ্গহরণ করিয়া হস্ত-
মুখে ঐ দেবগণের মধ্যে অবস্থান করিলেন। পরে
দেবগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রভো!
আপনি কে তাহা বলুন। রুদ্র তাঁহাদিগকে কহিলেন
হে হুয়গণ! আমিই একমাত্র পুরাতন পুরুষ ও
সকলের আদিতে আমিই একমাত্র ছিলাম ও থাকিব,
এই জগতে আমার আদিত্য আর কেহ নাই এবং
যামা ভিন্ন কিছুই নাই সকলই আমি; আমি, নিত্য
বিনিত্য নিশাপাণ বৈদরজক ব্রহ্মা, আমিই দিগ্ বিদিক্
পুরুষ, পুরুষ, ত্রিহীপ, অহরহীপ ও জগতীশ্বররূপ
এক আমি সর্বগত সত্যস্বরূপ নিশাপাণ সারিক-

দিগের জ্যোতিষ্মন্যরূপ এবং অধ্যাপকরূপী হিষ্টে-
পদেষ্টা গুরু, আমি পৃথিবী ও গহ্বররূপী এবং সর্বদা
আনন্দকাননাদিতে ভক্তের গোচর হইয়া থাকি; আমি,
সর্বভক্তের প্রধান তত্ত্বপ্রদ ও সমুদ্ররূপী আমি সলিল-
রূপী ভগবান, ঈশ্বর আমি ভেজরূপী ও বৈদীশ্বরূপ,
আমি ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ ও আকাশস্বরূপ,
আমি অথর্ববেদের ও আদিত্যসপ্রণীত শাস্ত্রের সারভণ্ড-
স্বরূপ, আমি ইতিহাস পুরাণ ও সঙ্কল বাক্য এবং
বিষয়চুনা, আমি কৃষ্ণ চৈতন্যরূপী ক্রমা শাস্তি
কান্তি; আমি সর্ববেদের বরণ্য ও অজ এবং হুৎ-
পন্নরূপী আমি পবিত্র ও তাহারই মধ্য ও অন্তরূপী;
আমি সমুখ পশ্চাৎ অগ্র ও মধ্যস্বরূপ; আমি ভেজ
অন্ধকার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বুদ্ধি অহঙ্কার পঞ্চভূত ও
ইন্দ্রিয়চর। হে হুয়গণ! যে ব্যক্তি ঐরূপে আমাকে
জ্ঞাত হয় সেই ব্যক্তিই সর্বজ্ঞ সর্বাভ্যাসরূপী সর্বময়
পরমেশ্বর। ৭—২০। হে হুয়গণ! আমি নিজ
ভেজপ্রভাবে ভগবতী বাণীকে বেদধারা, সকল ব্রাহ্মণ
হবিঃসমূহকে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা, আয়ুকে আয়ুধারা,
ধর্মকে ধর্মধারা পরিতৃপ্ত করি, ভগবান শিব তৎকালে
তথায় এইরূপ কহিয়া অন্তহিত হইলেন।
অনন্তর দেবগণ পরমকারণ পরমাত্মা দেব রুদ্রকে
যখন দেখিতে পাইলেন, তখন রুদ্রকে ধ্যান করিতে
লাগিলেন এবং নারায়ণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণ
মুনিগণ সঙ্কলে পূর্বোপনিষ্টপ্রকারে উজ্জ্বল হইয়া
শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। ২১—২৪।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! যে এই ভগবান
রুদ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্বপ্ন ইন্দ্র চতুর্দিশভূবন অশ্বিনী-
কুমার গ্রহ তারা নক্ষত্র আকাশ দশদিক্ জীবগণ সৃষ্টি
চন্দ্র অষ্টগ্রহ প্রাণবায়ু কাম ধম মৃত্যু যোজনরূপ পর-
মেশ্বর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমুদায় বিশ্ব ও সর্ব-
সত্য এ সকলই আপনি, আপনাকে বারংবার নমস্কার;
আপনি সকলের আদিতে ও অন্তে ভূত্বক; স্বঃ এই
ত্রয়রূপী হইয়াছেন; আপনি বিশ্বরূপ ও সর্বদা জগ-
তের উপরে অবস্থান করেন। হে দেবদেব! আপনি
একমাত্র ব্রহ্মা হইয়াও প্রকৃতি-পুরুষরূপী ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-
মহেশ্বররূপী এবং সকলের আধারভূত। আপনি শাস্তি
পুষ্টি তৃষ্টি হৃত ও অহৃতস্বরূপ। হে দেব! আপনি

স্বাধু অসাধুদিগের পরমহান আপনাকে নমস্কার। হে নাথ! এক্ষণে আমরা সেই উমামিলিত আপনাকে প্রোক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সেই কর্ণে আমরা যুক্ত হইয়া জ্যোতির্গণ শিখণ্ডে গমন করিব। তাহা হইলে কামাদি রিপুগণকে জানিব না ও শিবভক্ত আত্মজ্ঞিকে ঐ শিবরূপ কিছুই করিতে পারিবেন না। বিনয়র দ্বৈতের হিংসাকে যুক্তি কহে না; শিবরূপ বস্ত্র আপনাই হুন্ম অব্যয় অক্ষর ও জগতের প্রিয়তম। আপনি পবিত্র সর্বজনক শান্ত ও যেরূপ বায়ু নিজ স্পর্শে সকলকে গ্রহণ করেন তরূপ আপনি নিজ তেজঃপ্রভাবে অনায়াসে অগ্রাহকে অগ্রাহ দ্বারা গ্রাহকে গ্রাহদ্বারা ও সৌম্যকে সৌম্যদ্বারা গ্রাস করেন এবং মনস্তত্ত্ব আপনার গ্রাসস্থানীয়, সেই বিশ্বসংহারক শূলপাণি আপনাকে নমস্কার। হৃদয় মাৎসর্য ও সকল দেবতা হ্রাদ্বারা প্রাণে অবস্থিত আছেন, সর্বাংশী আপনি জ্বলন্তে অবস্থান করেন এবং মনস্তত্ত্ব একারণ পদদ্বয় মকার মধ্যভাগে উকার এই প্রকারে যে 'উ' হইল তিনিই সনাতনশিব এবং প্রণবরূপী হইয়া বিশ্বব্যাপী রহিয়াছেন এবং অনন্ত হুন্ম গুরু সেই তেজোময় সেই পরব্রহ্মরূপী ভগবান্ ঈশানই কল্পরূপে কীৰ্ত্তিত হন। আপনিই সাক্ষাৎ মহাদেব, যিনি উচ্চারিত হইবামাত্র শরীরকে উত্তেজিত করেন তিনিই ঐকার ও যিনি প্রাণসমূহ রক্ষা করেন তিনি প্রণব বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন। যিনি সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই আপনি সর্বব্যাপী সনাতন। হে প্রভো! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অশ্বাচ্ছ কেহই আপনার আশ্রয় জানিতে পান না, একারণ অনন্ত পদবীঠা সেই পরমকারণ। রূদ্রভক্তগণকে সংসার হইতে নিস্তার করেন বলিয়া তার নামে অভিহিত হন। ১—১৭। ভগবান্ নীললোহিত হুন্ম হইয়া সকলশরীরে সর্বদা অবস্থান করেন বলিয়া হুন্ম নামে নির্দিষ্ট হন এবং ইন্দ্রের গুরু প্রধান-পুত্র সর্ববোশে স্পন্দিত হয় ও পরমহস্তে গমন করে একারণ প্রভু নীললোহিত এবং সনাতনকে বিদ্যোজিত অর্থাৎ প্রকাশিত করেন বলিয়া বৈদ্যুত নামে অভিহিত হন, ইহলোকে ও পরলোকে ঐ প্রভু অনন্তই একমাত্র বৃহৎ ও সকলকে বৃহৎ অর্থাৎ প্রাণ করেন একারণ পরব্রহ্ম বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন। পরমেশ্বরের কীৰ্ত্তি নাই বলিয়া তিনি অবিভীত, এবং উক্তি এই জগতের দ্বারী ও দেবগণের চতুস্তম্ভ, আত্ম এক নিত্যতা একারণ ইন্দ্রাদিকেশ্বর, উইয়কে সর্বাঙ্গী, সর্বভূক্ত ঈশান নামে কীৰ্ত্তন করেন এবং সর্ববিশাক্ষী ঈশা বলিয়াও ঈশানসংজ্ঞক হইয়াছেন

এক দেবেত্ব ঐ দেবের মহেশ্বর সমগ্র অবলোকন করেন, জীৱগণকে, আত্মজ্ঞান প্রদান-সম্ভার, প্রদান করিয়া থাকেন, একজ্ঞ এই অলোক-সামান্য মহাশক্তি-শালী বলিষ্ঠা ভগবান্, নামে অভিহিত হন। হে জীৱগণ! ঐ প্রভু অনায়াসে জীবগণের হৃদয়, পাশর ও সংহার, করেন বলিয়া মহেশ্বর, ইনি বিশ্বরূপে ক্রৌড়মান রুদ্র ও সকল দিক্‌স্বরূপ এবং তিনি অনন্ত, অনন্ত, ব্রহ্মাণ্ডোচ্চপ্রবিষ্ট উৎপন্ন উৎপত্তমান ও সর্বতোমুখ মহাদেব। এই অবিনশ্বর ব্রহ্মস্বরূপ শিবের উপাসনা সাধুগণ কর্তৃক সহজে সর্বদা কর্তব্য এবং বাক্যসকল মনের সহিত অহুসন্ধানে গমনপূর্বক তাঁহাকে না পাইয়াই, প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ তিনি অবাঞ্ছনসাগোচর বলিয়া অভিযুক্তও বাক্য তাঁহার অহুসন্ধান পায় না, একজ্ঞ প্রভু পর ও অপর বলিয়া স্বয়ং পরায়ণ নামে অভিহিত হন। বাক্ সকল তাঁহাকে সর্বজ্ঞ শব্দর ও নীললোহিত বলিয়া থাকেন, সেই প্রধানপুত্র পিতৃল শিব আপনাকে নমস্কার। হে মহারুদ্র! আপনিই ইতস্ততঃ বহুপ্রকারে জাত জায়মান ও তৃত ভবিষ্যৎ চতুর্দশভূবনরূপী। তিনি ভগবান্ হিরণ্যবাহ হিরণ্যপতি অম্বিকাপতি ঈশান হৃৎগণেরোত্তম স্বরূপ উমাপতি বিরূপাক্ষ বিশ্বহৃৎ ও বিশ্ববাহন। তিনিই পূর্বে নিজ ভনয় সনাতন ব্রহ্মকে হৃদয় করিয়া তাঁহাকে আত্মপ্রকাশ-জ্ঞান দিয়াছেন। ১৮—৩২। বাহারা সেই প্রধান পুত্রত্ব পুত্রত্ব বহিষ্করণী বরোধ্য বালরূপী বিশ্বদেব আত্মস্বরূপ মহাদেবকে জলয়মধ্যে অবলোকন করেন সেই পণ্ডিত-দিগেরই শাস্তী অর্থাৎ নিত্য শাস্তি হয়, তন্মিত্র ব্যক্তিদেব হয় না। যিনি মহৎ হইতেও মহান্ ও হুন্ম, হইতেও অতি হুন্ম, সে জীৱগণের আত্মরূপী মহেশ্বর গুহ্যর আছেন অর্থাৎ তাঁহার অহুসন্ধান অতি হুন্ম এবং তিনি এই পরিবৃত্তমান রূপতের আত্ম হইলেও স্বয়ং সুরুলের জ্বলন্তে অবস্থান করেন তথাপি অরোহণের চুক্তির সেই জ্বলন্তের উত্তেজিত বহিঃশিখা আছে এবং তাহাতে নৃপসংজ্ঞক আকাশ আছে, তন্মিত্র অতি হুন্ম সত্যস্বরূপ প্রণবরূপী পরমেশ্বর অবস্থিত আছেন, তিনি অর্জনারীকর বলিয়া কৃৎ ও পিতৃল উচ্চস্বরূপক উচ্চরোতা ত্রিনক্স ব্রহ্মরূপে কারণ, প্রধান পুত্র পরব্রহ্ম মহাদেব। তাঁহাকে ঈশ্বরী কল্যাকাল, করেন, তাহানিত্য, নিত্য। শাস্তি হয় এবং এর অবিভীত শিব সকলদাবানিত্য অবস্থান ও পদবীঠাস্বরূপ দেহ প্রাণ করেন সেই পুরাতন ঈশানকে নমস্কার করি। অনন্তর এইরূপ স্বরূপায়ণ-

দেবগণকে ব্রহ্মা শিবকে নিজোপাসনাবিধি পাশ্চপত-
ব্রত উপদেশ দিতে লাগিলেন। মনীবিশিষ্ট বাহ্যকে
ঐবগণের অভ্যন্তরীণরূপে নির্দেশ করেন
ও তাহাতেই ক্রোধ তৃষ্ণা ক্রমা অবস্থান করে, সেই
পরমেশ্বরকে শাশ্বত রুদ্ধ পরাংপর ও পরাংপরতর
কহেন। ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু বহ্নি ও বায়ু অনক শিবকে
সর্বদা ধ্যান করিয়া অগ্নিধারা বীষ অস্ত্রের পৃথক্ গুচ্ছ
করিবে, অসস্তর নিজ শরীররক্তক পঞ্চভূতকে শলাদি
গুণোৎপত্তি ক্রমে স্বস্বকারণে বিলীন করিবে। পৃথিবী,
জল, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূতের যথাক্রমে
শলাদি পাঁচগুণ, ত্রিগুণ, দুইগুণ এবং একগুণ
জানিবে। ত্রয়োদশ তত্ত্ব প্রকৃতি শলাদি গুণবর্জিত।
ক্রমে সকলতত্ত্ব তাহাতে লীন করিয়া তদ্রূপ অবস্থিতি
করত, তাহাও পরমপুরুষে লীন করিবে। এইরূপ
অমৃতভাবাপন্ন হইয়া পশুপতির ব্রতচারণ কর্তব্য।
আমি এই পাশ্চপত ব্রত আচরণ করিব এইরূপ
সঙ্কল্প করিয়া ঋক্-যজুঃ-সামবেদ্যোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি
অধ্যায়্যাস করিবে ও উপবাসী থাকিয়া নান করিয়া
শুরুবস্ত্রে শুক্ল যজুঃসূত্র ও শুক্ল পুষ্পের মালা ধারণ-
পূর্বক চন্দ্রাদি দ্বারা অনুগিণ্ড হইয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি
সেই অগ্নিতে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে,
তাহাতে নিষাপ হইবে। আহার প্রাণাদি পঞ্চবায়ু শুদ্ধ
হউক ও বাকু মন চরণ প্রভৃতি এবং কর্ণ ও জিহ্বা
প্রাণ বুদ্ধি মস্তক পানি পার্থ পৃষ্ঠ উদর জজাহর শির
উপস্থ পায়ু মেঢ়ে তৃক্ মাংস শোণিত মেঘ অস্থি সকলই
শুদ্ধ হউক এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ও ক্ষিত্যাদি
পঞ্চ মহাভূত দেহস্থিত মোহাদি ও মন জ্ঞান সকলই
শিবের ইচ্ছায় শুদ্ধ হউক এইরূপ দ্ব্যতক সমিধ্ ও
চরুদ্বারা যথাক্রমে আহুতি করিয়া উক্ত রুদ্রাগ্নির
উপসংহার করত সঘরে তাহার ভষ্ম গ্রহণ করিবে,
এবং অগ্নিরিতাদি মন্ত্রদ্বারা এ ভষ্ম সকলে অঙ্গলেপন
করিবে। সকলবন্ধনবিমোচন এই পাশ্চপতব্রত ব্রাহ্মণ
কৃত্রিম বৈশ্ব শাস্ত্রমত হতি বাসপ্রোছাত্রমী ও সাধু
গৃহস্থদিগের হিতার্থে মহাক্ষেপ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত
প্রকারে ভষ্ম ধারণ করিলে ব্রাহ্মস্মরণেরও মুক্তিলাভ
হয়। যে ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত মন্ত্রপাঠে কেবল হত্যা-
সমুদ্র ভষ্ম ধারণ করিয়া অঙ্গলেপন করে সে ভষ্মাচ্ছা-
দিত্যসূরীয় পরম শৈব বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ মহাপাণ্ডকাদি
হইলেও ঐ পাণ হইতে সন্ধ্যানুত হয়, ইহাতে সন্ধ্যের
লাগি। তদবান্ ঐ ভষ্মের বাহ্যিক ভেষ্মকে করিয়া
ছেন, কে শিরে। যেহেতু ভষ্ম অগ্নির বীজ এ কারণ

নানকার্য সম্পাদন ও ভষ্মের উপর শয়ন করিলে স্কল
পাণ হইতে মুক্ত হয়; অতি বীৰ্যবান্ হইয়া শিব
লয় প্রাপ্ত হয়। যে গৃহস্থ ব্যক্তি ভগ্নভাষ্মাচ্ছাদিত
ভষ্মের ত্রিপুণ্ড্র না করে তাহার নান দান ও পুণ্যকর্ম
সকলই ভষ্মে হত্যাভতির ভায় নিস্কল হয়, অর্জুন অতি
যত্নে সঙ্কল কার্যেতেই ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা কর্তব্য।
ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া ভষ্মাচ্ছাদিতভেষ্ম দেবগণ-
সহিত স্বয়ং ভষ্মাচ্ছন্ন হইয়া বিরত হইলেন। অনন্তর
পরমেশ্বর পশুপতি স্ববপরাশ্রয় দেবগণের প্রতি অনু-
গ্রহ করিয়া জগজ্জননী উমার সহিত ও সকল
অনুচরণের সহিত উহাদের সমিধান্ উপস্থিত
হইলেন। তখন তাঁহারা সুরগ্রেষ্ঠ সর্বেশ্বর উমা-
পতি রুদ্রকে সমিহিত দেখিয়া রুদ্রাধ্যায়োক্ত স্বব্ দ্বারা
তাঁহার স্তব করিলেন, ঐ দানবহস্তা দেব বুধবজ্রও
উর্ধ্বাদিকে বর দ্বিবার জন্ত ভোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট
হইলাম এইরূপ কহিলেন। ৩৩-৬৭।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উনবিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন, দেব ও মুনিগণ হর্ষে
রোমাকিতকলেবর হইয়া প্রীতমনা বুধবজ্রকে প্রণাম
করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! ব্রাহ্মণগণ
আপনাকে কোন্ পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিতে পারে?
কোথায় কোন্রূপেই বা আপনাকে পূজা করিবে?
কাহারই বা পূজার অধিকার? সেই অধিকার ব্রাহ্ম-
ণেরই বা কেন? কত্রিয়েরই বা কেন? বৈশ্যেরই
বা কেন? এবং শূদ্রেরই বা কেন? আর কুণ্ড-
গোলাদি আরজগণেরই বা কেন? হে বুধবজ্র শঙ্কর!
সর্ব জগতের হিতের নিমিত্ত এই সকল বিষয় বলিয়া
আমাদিগের সন্দেহ দূর করন। স্তুত কহিলেন,
মণ্ডলাসীন নীলশোহিত সদাশিব সেই সকল দেব ও
মুনিগণের ভক্তিভাবে দেখিয়া গভীরবদনে বলিতে
লাগিলেন। তখন দেব ও মুনিগণ উমার সহিত মণ্ডলে
স্থানীয় মহাভূজ জটামুটধারী সর্বাঙ্গবিক্রান্ত
বক্তমালাহরণেণ বক্তাবধারী হৃদি-বিজ্ঞানহারকারী
দেব অর্ধনারীধর দেবব্যবকে দেখিতে পাইলেন।
তাঁহার পূর্বমুখ পীতবর্ণ প্রমদভাসিত পুরুষাখ্য ব্রহ্ম-
ধরূপ; দক্ষিণবদন নীলক্লম-নিচেরাতি বক্রকাল
আলামালাসিক্রান্তি অক্ষর অধোরূপী; উদরবাসন
বিজয়বর্ণ, বক্তব্যুগ্ন শঙ্ক ও জটাবিক্রান্ত প্রমদ

গ্রোহকীর্তনের শ্রায় ধবলণ মুক্তাময়-হারবিভূষিত তিল-কোমল, দিব্য সন্দোজাত মূর্তি। সেই দেব ও মুনিগণ সমুখে পূর্ববৎ চতুরানন আদিভাক্যে দেখিতে পাইলেন, পূর্বদিকে ঐরূপ চতুর্মুখ ভাস্করকে দেখিতে পাইলেন, দক্ষিণে ঐরূপ চতুর্মুখ ভাস্করকে এবং উত্তরে ঐরূপ চতুরানন রথিকে দেখিতে পাইলেন। মণ্ডলের পূর্বভাগে বিস্তারকে দক্ষিণে উত্তরকে, পশ্চিমে বোধনাকে ও উত্তর দিকে একাননা চতুর্ভুজা আপ্যায়নীকে দেখিতে পাইলেন। এইরূপে এই সকল সর্বাভরণসম্পন্ন সর্বসম্মত শক্তিকে আর দক্ষিণভাগে ব্রহ্মাকে, বামভাগে জনার্দনকে, এবং ঋগুযজুঃসাম এই মূর্তিত্রয়ময় শিবকে দেখিতে পাইলেন; আর ধর্মজ্ঞানময় আসনোপরি ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট বরদ পরমেশ্বর দেব ঈশানকে ও বিমলাসন, প্রভুতানন, বৈরাগ্যোপধাসংযুক্তাসন, সারাসন, আরাধ্যাসন, পরমহুতাসন, এই সকল আসনে খেত-পঙ্কজমধ্যস্থিত দীপ্তাদি নবশক্তি-পরিবৃত সর্বেশ্বর দেবকে দেখিতে পাইলেন। দীপ্তাশিখাকারা দীপ্তা বিদ্যাপ্রভা শুভা, হুস্মা, অগ্নিশিখাকারা, জয়া, কনক-প্রভা, বিক্রম ঋদ্ধি বিভূতি, পদ্মসন্নিভা বিমলা, কর্ণিকা অমোঘা বিশ্ববর্গিনী বিদ্যা, ও চতুর্কর্ণা চতুর্ভুজা সর্কতোমুখী দেবী, এই সকল সেই দীপ্তাদি নবশক্তি, ইষ্টার ও তাহাদের নয়নগোচর হইলেন। আর তাঁহার চতুর্দিকে সোম, মঙ্গল, বুদ্ধিমত্তর, বুধ, মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি, তেজোনিধি শুক্র ও মন্দগতি শনি, এই সকল গ্রহকে দেখিতে পাইলেন। সাক্ষাৎ জগন্নাথ শিবই স্বর্গ ও সাক্ষাৎ উমাই চন্দ্ররূপী শেষ পঞ্চতমাত্রি। সেই পঞ্চতমাত্রময় চরাচরকে দেখিতে পাইয়া সকল দেব ও মুনিগণ করযোড়ে বরদ নীললোহিতকে অষ্ট ষাটো স্তব করিতে লাগিলেন। ১—২৬। ঋষিগণ কহিলেন, যিনি শিব, যিনি রুদ্র, যিনি ক্রক, যিনি প্রচেতা, যিনি নীচুটম, যিনি শর্ক, যিনি শিপিবিষ্ট ও যিনি রুহঃ (অর্থাৎ বেগবরুণ) তাঁহাকে নমস্কার করি। ৭। ঋষি পরম সুখপ্রভূত ও বিমল; এই সকল আসনে পদ্মাসীন-দীপ্তাদি-নবশক্তি-পরিবৃত ভাস্করমূর্তি প্রভু দেখকে, আগিত্য, ভাস্কর, ভাস্কর, রথি, দিবাকর, উমা, প্রভা, প্রজা, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, বিস্তারা, উত্তরা, ধোবনী বরদা, আপ্যায়নী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর, ইষ্টাদিগকে আমি নমস্কার করি। সোমাদি হৃদকে যথাক্রমে যথাবিধি মন্ত্রদ্বারা পূজা করিয়া রথিবল্লভ আদিশিব সন্ধানিব শঙ্করকে স্মরণ করি। পূর্বাদি অধ-উজ্জাত দ্বিসমুহকে

ও বজ্রাদি পদ্ম পর্ষাদু সকলকে স্মরণ করি। হে সিন্দুরবর্ণ সুবর্ণবজ্রাভরণভূষিত পঙ্কজনন পঙ্কজধারী ব্রহ্মেশ্বর নারায়ণ কারণ! স্বর্ধ্যমণ্ডলের সহিত আপনাকে নমস্কার করি। সপ্তাশ্বরথ, অক্ষয়, সপ্তবিধ-গণ ঋতুপ্রবাহে বালখিলা মুনিগণ ও মন্দেহ অমরগণের ক্ষয়কারীকে স্মরণ করি। হে দেবদেব! অগ্নিতে তিলাদি বিবিধ দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া আবার পুনরায় সেই সকল কার্য সমাপনপূর্বক বিসর্জন করত হৃৎপঙ্কজ-মধ্যস্থিত আপনার মূর্তিকে স্মরণ করি। হে দেব! যথাক্রমে আপনার ভূমিত-ভূষণ রত্নবর্ণ মূর্তি সকল স্মরণ করি। আপনার লোচন পদ্মের শ্রায় নিখল, বামহস্তে পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বরদান। হে প্রভো! আপনার দংষ্ট্রাকরাল বিদ্যাপ্রভ দৈত্য-গণের ভয়জনক দ্বিজগণের রক্ষাভিত্ত মন্দেহ রাক্ষস-গণের অভিভবকারণ দিব্য আননকে স্মরণ করি। ষ্ঠেতবর্ণ সোমকে, অগ্নিবর্ণ মঙ্গলকে, সুবর্ণবর্ণ ইন্দ্রতনয় বুধকে, কাক্ষনকান্তি বৃহস্পতিকে, সিতকায় শুক্রকে ও কৃষ্ণকায় শনিকে স্মরণ করি। শনিপর্ষাদু সোমাদি গ্রহগণের দক্ষিণ হস্তে অভয়, বামহস্ত উরুস্থিত এবং ভাস্কর মূর্তি মহাদেবকে স্মরণ করি। হে ভগবন! পূর্ণেশ্বর শ্রায় স্বচ্ছ পুষ্পগন্ধযুক্ত পবিত্র জলে পরিপূর্ণ দৃঢ় তাম্রপাত্র স্থিত অর্ঘ্য দান করিতেছি; গ্রহণ করত এ অধমগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে শিব! হে দেব! হে ঈশ্বর! হে কপর্দিন! হে রুদ্র! হে বিতো! হে ব্রহ্মন! স্বর্ধ্যমূর্তে! আপনাকে নমস্কার করি। হৃত কহিলেন, যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে মণ্ডলে দেব শিবকে পূজা করিয়া প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াক্ষকালে এই সর্বোত্তম স্তব পাঠ করে, সে ব্যক্তি এইরূপে যে শিবসায়ুজ্য লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ২৭—৪৩।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

হৃত কহিলেন, মণ্ডলস্থ পিতামহ মহাদেব রুদ্রকে ব্রাহ্মণ ও কত্রি বিশেষরূপে পূজা করিতে পারে। বৈশ্ব ও পূজা করিতে পারে, শূদ্র পূজা করিতে পারে না; কিন্তু পূজকের শুভ্রতা করিতে পারে। পূজাস্থিতে ত্রীগণেরও অধিকার নাই। ত্রী ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করা হইলে, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। রাজগণের উপকার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পূজা করিলে, স্বকৃত পূজা

সদা শিবের পূজা করিবে। ভগবান্ রুদ্র এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। সেই রুদ্রচ্যাম-বিহ্বল মহাত্মা দেব ও মুনিগণ মঙ্গল নিমিত্ত শঙ্করকে প্রণাম করিয়াছিলেন; অতএব বাক্য, মন ও কর্ম দ্বারা শিবরূপী আদিভ্যের অর্চনা করিবে। ঋষিগণ কহিলেন, হে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ! সর্বজ্ঞ! মহাত্মা! ব্যাসশিষ্য! রোমহর্ষণ! সম্প্রতি ভক্তগণের হিতকামনায় দেবদেব শিব দেব-দানব-হুঁচর বিপুল তপস্তা করিয়া বড়যুক্ত বেদ ও সর্বপ্রকার সাংখ্য-যোগ ইহাতে উদ্ধারপূর্বক অর্থ-লেশাদিসংযুক্ত, গৃহ, অজ্ঞান নামকে, কোথাও বর্ণাশ্রমকৃত ধর্মের সহিত বিপরীত কোথাও সম, ধর্ম, কাম, অর্থ ও মুক্তির নিমিত্তস্বরূপ শিব-কথিত অম্বিপুরাণ-প্রোক্তশাস্ত্র আমাদিগকে বলুন। সেই শাস্ত্রে বিহু মহালেবের শতকাটি প্রমাণ পূজা ও দান যোগাদি কি প্রকার, তাহা শ্রবণ করিতে আমাদিগের কৌতূহল হইয়াছে। হুত কহিলেন, পূর্বকালে শ্রুশোভন মেরুপৃষ্ঠে সনৎকুমার শিবপ্রিয় নন্দীশ্বরদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে মুনিপুঙ্গবগণ! সেই সনৎকুমারকে কুলনন্দী নন্দী যে শিবজ্ঞান কহিয়াছেন, সেই শিবকর্তৃক বোদ্ধোক্ত সংক্ষেপ করিয়া পরিভাষিত, জ্ঞতিনিদ্বাবিরহিত সন্যঃপ্রত্যয়-কারক, গুরু-প্রসাদ এবং অনায়াসে মুক্তিপ্রদ শৈব ধর্ম শ্রবণ কর। ১—১৬। সনৎকুমার কহিলেন, হে ভগবন্! সর্বভূতেশ! মহেশ্বর! নন্দীশ্বর! শৈলাদি! ধর্ম, কাম, অর্থ মুক্তির জন্ত কিরূপে শত্ভর পূজা করিতে হয়? তাহা বিনয়পূর্বক আমাকে বলুন। হুত কহিলেন, বদাতংবর ভগবান্ নন্দী মুনিগণকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কালবেলাধিকারাদি বলিতে লাগিলেন। শৈলাদি কহিলেন, আমি গুরুরূপে ও শাস্ত্রানুসারেই অধিকার বলিতেছি। শিবাচার্যের গৌরবেই এই সংজ্ঞা হইয়াছে, অস্ত্রপ্রকারে হয় নাই। যিনি স্বয়ং আচার করেন ও আচারে স্থাপন করেন এবং শাস্ত্রার্থের আচরণ অর্থাৎ নিরূপণ করেন, তিনি আচার্য বলিয়া উক্ত হন। অতএব ভক্ত,—বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ভদ্ভশাস্ত্রী প্রিয়দর্শন হুতগ আচার্য গুরুর অব্ধেণ করিবে। প্রতিপন্ন জনের আনন্দদাতা, ক্রতিমুতিপথানুগ, বিদ্যাবারা অভয়দাতা দৌল্য ও চাপল্যবর্জিত, আচার-পালক, দীর্ঘ, বহাসময়ে আচারকারী, গুরুর দর্শন করিয়া সর্বভোভাবে শিবের জ্ঞান পূজা করিবে। শিষ্য, ভ্রাতা ও বিত্তের অনুসারে অব্ধে ও ধর্মদ্বারা গুরুপ্রসাদস্বরূপ জ্ঞানদান

করিবে। মহাত্মা গুরু সুপ্রসন্ন হইলে সন্যঃ পাপ-ক্ষয় হয়। গুরু মাজ, গুরু পূজা ও গুরুই সম্যক। ১৭—২৫। গুরু ব্রাহ্মণ শিষ্যকে অভিপ্রিয় বস্ত্র প্রদান ও ইত্যন্ততঃ কার্যে নিয়োগ করিয়া সনৎসমুদায় পরীক্ষা করিবেন। উত্তম ব্যক্তিকে অধম কার্যে নিযুক্ত ও অধমকে উত্তম কার্যে নিযুক্ত করিবেন। যে শিষ্যগণ আকুষ্ট বা তাড়িত হইয়াও বিবাদ প্রাপ্ত হয় না, তাহারা যোগ্য। ধর্মী, শিবধর্মপারায়ণ, সংযত-ধর্মসম্পন্ন, স্মৃতিপথানুগ, সর্ববন্দসহ, দীর্ঘ, নিত্যউদযুক্তচিত্ত, পরোপকারনিরত, গুরুশ্রবণব্রত, ঋজু, মুহু, বহু, অমূল্য, প্রিয়বদ, অমানী, বুদ্ধিমান, স্পষ্টাশ্রুত, স্পৃহাশ্রুত, শৌচাচার-গুণোপেত, দস্ত-মাংসদ্যবর্জিত, শিবভক্তিপারায়ণ, এইরূপ সকল বিজ্ঞ যোগ্য। এই প্রকার শমলীলযুক্ত শিষ্যগণকে বাক্য, মন, কায় ও কর্মদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি চতুর্কিংশতি-তত্ত্ব বিস্তারিতমিত্ত শোধান করিবে। শুদ্ধ, বিনয়-সম্পন্ন, মিত্যা-কটুবাধ্যবর্জিত এবং গুরুরাজ্যপালক শিষ্য অনুগ্রহযোগ্য। শাস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, তপস্বী, জনবৎসল, লোকাচারব্রত, তত্ত্ববিৎ গুরুই মোক্ষদ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সর্বলক্ষণসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, সর্বোপায়বিধানজ্ঞ হইয়াও তত্ত্বহীন হইলে সকল নিষ্ফল হয়। ২৬—৩৬। স্বসংবেদ্য পরমতত্ত্ব-স্বরূপ আত্মায় বাহার নিশ্চয়ই নাই, তাহার প্রতি আত্মারও অনুগ্রহ নাই, পরের অনুগ্রহ কিরূপে হইবে? যে প্রবেশসম্পন্ন শুদ্ধ বিজ্ঞ কর্মকাণ্ড সাধন করেন, তিনি তত্ত্বহীন হইলে বোধ বা আত্ম-পরিগ্রহ কিরূপে হইবে? বাহারা আত্মপরিগ্রহবিনির্মুক্ত তাহারা পশু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাহারা সেই পশুকর্তৃক প্রেরিত, তাহারাও পশু। অতএব বাহারা জ্ঞানবিৎ, তাহারা মুক্ত এবং পরকেও মোচন করিতে শক্তি। তত্ত্ব হইতে সম্যক জ্ঞান ও পরম আনন্দ উদ্ভূত হয়। যে তত্ত্বজ্ঞান পাইয়াছে, সেই আনন্দ দর্শন করে। যিনি জ্ঞানবিরহিত নামমাত্র গুরু, তিনি শিষ্য ও আপনাকে তারণ করিতে পারেন না, পারায় কি আর একখানি পামাণের তারণ করিতে পারে? বাহারা বাস্তব আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, কেবল নামমাত্রের আত্মজ্ঞানী, তাহাদের নামমাত্রের মুক্তি হয়, বস্তুর মুক্তি হয় না। যোগিগণের দর্শন, স্পর্শ, বা সত্ত্বাবধে বন্ধমোচনকর অনুগ্রহ তৎক্ষণাৎ জন্মে। অথবা গুরু যোগবলে শিষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া যোগদ্বারা শোধানপূর্বক সর্বভূত যোগ করাইবেন। যোগিগণ জ্ঞানযোগ দ্বারা জ্ঞান এবং ভক্তি

বিধান করিবেন। গুরু ধার্মিক, বেদপারগ, বহুদোষ-
বিবর্জিত ব্রাহ্মণ কত্রিয় ও বৈষ্ণব শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া
গুরু, ক্রমাগত জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয় অবলোকন করিয়া
দীপ্তি হইতে অস্ত্র বীণের স্তায় বিবিধ সংকলন
করিলেন। হে মহাভাগ! সনৎকুমার! তৌবন, পদ্ম,
উত্তমবর্ণাধ্য, মাত্র, কালাধর এই সর্বসমুদয় তত্ত্ব
বাহার সামর্থ্যে আজ্ঞামাত্রে ভিন্ন হয়, তাহার গুরু-
কারুণ্যসমুদয় সিদ্ধি ও মুক্তি হয়। পৃথিব্যাগ্নি
ভূতসমূহ তৌবনসংজ্ঞক। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস,
গন্ধ-পদার্থ। হে বিপ্র! জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক বর্ণ-
সংজ্ঞক। কর্মেন্দ্রিয় মাত্রসংজ্ঞক। মন, বুদ্ধি,
অহঙ্কার এবং অব্যক্ত, কালাধর-নামক পুরুষ হইতে
বিরিক্তি পর্যন্তই পরোপব উন্নত। সর্বভূতাববোধক
ঈশ্বর উক্ত হইয়াছে। যোগী ভিন্ন কেহ শিষ্যাত্মিক।
তত্ত্বগুণি জানে না। ৩৭—৫২।

বিশ্ব অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, গন্ধ বর্ণ রসাদি দ্বারা ভূমি বিবিধ
পরীক্ষা করিয়া তাহা ঈশ্বরবাহনযোগ্য হইলে বিভানাদি
দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া একহস্ত প্রামাণ্য মণ্ডল করিবে।
মধ্যে চূর্ণদ্বারা ষোল বা রক্ত পঙ্কররসমণ্ডিত অষ্টমল-
কমল লিখিবে। কর্ণিকাতে বস্তুর সহিত যথাবিভিন্নবস্তুর
পরিবারসংযুক্ত বহুশোভাসমণ্ডিত পরমকারণ শিবকে
আবাহনপূর্বক পূজা করিবে। ঐ লিখিত পঙ্কের
দলসমূহে অগ্নিমাণ্ডি সিদ্ধি ধ্যান করিবে। জ্যোতির
নাল বৈরাগ্য ও জ্ঞানময় মনোরম কন্দ ধর্মময় চিন্তা
করিবে। কেশরসমূহে বামা, জেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী,
বিকরনী, বলবিকরনী, বলপ্রমথনী ও সর্বভূতদমনী এই
অষ্ট শক্তির ধ্যান করিবে। আর শিবাসন কর্ণিকাতে
মহামায়া মনোময়ীকে ধ্যান করিবে। ঐ সকল শক্তির
পতি বামদেবতার সহিত দাম্পত্যরূপে ঐ শক্তি-
নিচক্রক ও মধ্যস্থলে ট্রেক্স দাম্পত্যভাবে মনোময়ী
মহাদেবী মহাদেবকে বিভাস করিবে। ১—৮।
ঐ পঙ্কের পূর্বদলে সূর্য্যসোমারিক্সনৈরুত্তম শিবাধ্য
প্রদোষাধ্যক দ্বিপ্রত্য পুরুষকে বিভাস করিবে। দক্ষিণ
পক্ষে নীলাক্ষনৈরোপম অশোরকে, উত্তরপক্ষে জবা-
কুন্ডলমণ্ডিত বামদেবকে ও পশ্চিমপক্ষে গোষ্ঠীকম্বল
সদ্যকে বিভাস করিবে এবং কর্ণিকাতে শুভ কটিক-
সদ্য ঈশানকে বিভাস করিবে। স্তন্য বিগুণ্ডাগ
ঈশানকে বিভাস করিবে। উত্তরপক্ষে স্তন্য জলদার এই মন্ত্র

বিভাস করিবে। বক্ষিকোণস্থলে ‘গুণবর্ণ শিরসে’
এই মন্ত্র বিভাস করিবে। রক্তাভ নৈরুত্তমদলে
‘শিখায়ৈ নমঃ’ এই মন্ত্র ও বাহুদলে ‘অঙ্গনবর্ণকিচায়’
এই মন্ত্র বিভাস করিবে। আর উরুদিকে অগ্নিশিখাভ
‘অস্ত্রায়’ এই মন্ত্র বিভাস করিবে; এবং ঈশানিকোণে
পিত্তলবর্ণ ‘নৈরুত্তমঃ’ এই মন্ত্র বিভাস করিবে।
শৃষ্টিস্থিতির ক্রমে সদাশিব মহেশ্বর শিব রুদ্রকে ও
ব্রহ্মবিষ্ণুকে চিন্তা করিবে। ৯—১৫। শান্ত্যভ্যাস
রুদ্ররূপী শত শিব-উদ্দেশে নমস্কার। শান্ত চন্দ্ররূপী
শান্ত-দৈত্য-উদ্দেশে নমস্কার। বিদ্যাময় বিদ্যাধার
বহিঃভেজ বক্ষিরূপী উদ্দেশে নমস্কার। প্রাণীভ্যায়
অন্তররূপী তারকউদ্দেশে নমস্কার। নিরুত্তময় ধারণ-
ধারারূপী ধনদেব উদ্দেশে নমস্কার। এই মন্ত্রে মহাত্ম-
বিগ্রহ শিবকে পূজা কথিবে। ঈশান দ্বারার মুকুট
(অর্থাৎ মস্তক) পুরুষ দ্বারার বক্র, অশোর দ্বারার
জলদ, বামদেব দ্বারার গুহ ও সদ্যঃ দ্বারার মূর্তি;
এতাদৃশ সদস্যাত্মিকারণ পুরাতন মহেশ্বরকে স্মরণ
করিবে। দ্বারার পঙ্কবক্র, দশভূজ ও যিনি সদ্যাদি
পঙ্কবক্রের দ্বারা কলাকে পরোক্ত বিভাগে অষ্টত্রিংশ
ভাগে বিভাগ করিয়া ধারণ করত সেই অষ্টত্রিংশ
কলাময় হইয়াছেন, কলাকে আট প্রকারে বিভক্ত
করিয়া সদ্যঃ অষ্টমূর্তিভেদ ধারণ করেন, ত্রয়োদশভাগে
বিভক্ত কলারূপী হইয়া বামদেব ত্রয়োদশভাগে অবস্থিত
ও আটভাগে বিভক্ত কলাময় হইয়া অশোররূপে
অষ্টমূর্তি ভেদে অবস্থিত আছেন, পুরুষমূর্তিচতুষ্টয়
ভেদে চারি প্রকারে বিভক্ত কলাধারণ করেন এবং
ঈশান পঙ্কমূর্তিভেদে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত কলাময়
হইয়া অবস্থিত আছেন; এই প্রকারে যিনি অষ্ট-
ত্রিংশ কলাময়, এবং যিনি ব্রহ্মরূপী, প্রণবমূর্তি,
অকাররূপী ও ব্রহ্মত্ব রূপবান, আর যিনি আ, ই,
উ, এ, অমুক্রমে এই অক্ষর বাচক অম্বা গণেশাদি
ব্রহ্মরূপী ও যিনি ব্রহ্মত্বমুক্ত, দেব, ব্রহ্মোৎপত্তিবিহীন,
আর যিনি অণু অপেক্ষা অধীন হইয়াও মহৎ
অপেক্ষা মহীরানু, যিনি উর্দ্ধরেতা, ঈশান, বিরূপাক্ষ,
উমাগতি, সহস্রশীর্ষক, সহস্রাক্ষ, সহস্রভুজ, সহস্র-
পাদ, সনাতন, নাগাভ্য উকাররূপী, দীর্ঘ প্রতীপাধ্য,
ধন্যোত্তমদৃশ্যকার চন্দ্রেখাত্তবন, বাদিনাভে (অর্থাৎ
পরতম মস্তকে) জন্মণ্ডে তালুকর্মণ্ডে গলে হৃৎকণ্ঠে
ইত্যাদি স্থলে বাক্রমে অবস্থিত, আর্দ্রময় অমৃত,
বিদ্যাময়রূপ, এবং তমোজয়ন বালিরা ভ্রাম ও মন্ত্র-
বর্ণ সেই পঙ্করকার বিদ্যাকোটিসমগ্রত পঙ্কর
কৃতকিন উর্দ্ধরেতা সর্বাধিত দীর্ঘ শিব ব্রহ্মত্বকে ধারণ

করিবেন। ও সেই বিদ্যামুর্তিময় দেবকে যথাক্রমে 'হংস হংস' এই মন্ত্রে ভক্তিপূর্বক পূজা করিবেন। পূর্বান্ধিকস্থ ইন্দ্রাদিলোকপালগণকে অন্ন মন্ত্র দ্বারা পৃথক পৃথক পূজা করিবেন। এবং বিধিযন্ত্র চক্র নির্মাণ করিয়া তাহা নিবেদন করিবেন। এইরূপে অঙ্কভাগ শিবউদ্দেশে নিবেদন করিয়া অশ্বোর মন্ত্রে শেখাৰ্ছ ভাগ হোম করিবে, পরে হস্তশেষ শিবকে ভোজন করিতে প্রদান করিবে। তাহার পর বিধিমত আচমন করত শুচি হইয়া যথাবিধি পুরুষকে পূজা করিবেন। তৎপরে ঈশান মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পঞ্চন্য পান করিয়া বামদেবমন্ত্রে গাত্রে ভ্রমলপন করিবেন, তাহার পর শিবাকর্ণে রক্তগায়ত্রী জপ করিবেন। ১৬—৩৪। হোমের পূর্বে সহস্র সাজ্জাদন বস্ত্রবুঝা-বেষ্টিত হেমবস্ত্রসমূহে অধিবাসিত হিরণ্ময় অধিবাস মণ্ডলে পঞ্চব্রহ্মমন্ত্রে পঞ্চকলস স্থাপন করিবেন। পরে শিবস্থানপরায়ণ তন্ত্র শিবকে মণ্ডলের দক্ষিণে দর্ভাসনে বসাইবেন, প্রভাতে অশ্বোর মন্ত্রে পুনর্বার অষ্টোত্তরশত হুতহোম করিয়া হৃৎস্বরূপ পাপ শোধন করিবেন এবং সেই উপোষিত শিবকে হাত ভূষিত নববস্ত্রোত্তরীয়বুন্ধ ও উকীয়াদি মঙ্গল-সমবিত্ত করিয়া তাহার ভুকুলাদি নববস্ত্রে নেত্র বন্ধন করত প্রবেশ করাইবেন এবং যথাবিধিবস্ত্রেরে সুবর্ণ-পুষ্প-সমবিত্ত পুষ্পাঞ্জলি ঈশানমন্ত্রে দান করিয়া শিবস্থান-পরায়ণ হইয়া রক্তাখ্যায়োক্ত মন্ত্র দ্বারা বা কেবল প্রণব দ্বারা প্রসঙ্গিল করিবেন। এবং দেবদেব ধ্যান করিয়া পুষ্প ক্লেপণ করিবেন। যে মন্ত্রে পুষ্প পতিত হইবে, সেই মন্ত্রেই তাঁহার সিদ্ধি হইবে। পরে অশ্বোর মন্ত্র দ্বারা মঙ্গল জল ও ভ্রম স্পর্শ করিয়া শিবের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া গন্ধাভি উপচারে শিবকে পূজা করিবে। সকল বর্ণেরই পশ্চিমদ্বার প্রাপ্ত, বিশেষতঃ কৃত্তিরগণের পশ্চিম দ্বার অতি প্রশস্ত। তাহার পর শিবের নেত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাকে মণ্ডল দেখাইবেন, অনন্তর কুশাসনে উপবেশন করাইয়া দক্ষিণ-মুখি শিবকে আশ্রয় করিয়া পঞ্চতন্ত্র-প্রকারে তত্ত্ব শুদ্ধি করিবেন। ৩৫—৪৬। হে হুত্রত! ব্রহ্মপুত্র! গুরু পৃথিব্যাদি হইতে অহঙ্কার পর্যন্ত 'নিবৃত্তি' কলা দ্বারা; অহঙ্কার হইতে প্রকৃতি পর্যন্ত—'প্রতিষ্ঠা' কলা দ্বারা ও প্রকৃতি পুরুষ 'বিদ্যা' কলা দ্বারা অবগত করাইয়া ঈশ্বরপ্রাপ্তি-পথ 'শান্তি' কলা দ্বারা সম্পাদনপূর্বক শিবসমন-সংযোজে 'শাস্ত্রাজ্য' কলা দ্বারা শিব জীষকে পরমার্থ শিব বোধিত করিয়া দিবেন। প্রকৃতি

পুরুষ ও ঈশ্বর এই তত্ত্বদ্বয়ভেদে কিংবা নিবৃত্ত্যাতি তত্ত্বচতুষ্টয়ভেদে সর্বস্বয় যোগেশ্বরের স্বর্গনা কল্পিত হইলে শাস্ত্রাজ্যত কল্যাণীতা সনাতনকে ঈশান মন্ত্র দ্বারা হোম করা কর্তব্য। আর নিবৃত্তি হইলে শান্তি পর্যন্ত সন্যাসি মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। হে মুনিবর! অনন্তর ঈশানমন্ত্র দ্বারা শাস্ত্রাজ্যত সনাতন-উদ্দেশে অষ্টোত্তরশত হোম করিয়া সিন্ধুরতাদিগের প্রত্যেকের অষ্টোত্তর শত হোম বিধি। ঈশানকোণে ঈশান মন্ত্র দ্বারা প্রধান বাগ করা শাস্ত্রাপন্থি। সমিধ, হুত, চক্র, লাজ, সর্বপ, বব এবং তিল; এই সপ্তদ্রব্য লইয়া প্রণবাদি দ্বারান্ত মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। হে বিপ্র! তাহার পূর্ণাঙ্গি ঈশানমন্ত্র দ্বারা বিধেয়। হে হুত্রত! প্রণবাদি হংস গায়ত্রী-সমবিত্ত অশ্বোর মন্ত্র দ্বারা প্রারচিত্ত্রয়ম বিহিত। জয়হোম হইতে ষষ্টিত্বং হোম পর্যন্ত ঋষিকার্যক্রমে ও বৈদিকাদি ত্রিবিধরূপে প্রধান বাগান্বিত করিবে। অনন্তর মৌনী গুরু, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সন্যাসি মন্ত্র দ্বারা, প্রাণাপান বায়ুকে ঈশান মন্ত্র দ্বারা, নিয়মিত করিয়া "নমো হিরণ্যবাহবে" ইত্যাদি ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা আশ্ববাচক প্রণবের অভ্যুদয়বর্ণ দ্বারা ব্রহ্মরজ্জভেদ করাইবেন; তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর পরস্পরে পর-স্পরের লয় চিন্তা করিয়া রুদ্রে হরের, ঈশানে রুদ্রের এবং ঈশানের লয় চিন্তনপূর্বক আবার অমূলোমে ষষ্টিক্রমে সেই হরের চিন্তা করিবেন। ৪৭—৫৮। গুরু শিবোক্তজীবাত্মাকে রুদ্রে স্থাপিত করিয়া শিব দ্বারা যথাবিধি তড়ন, দায়দর্শন, দীপন, গ্রহণ, পূজার সন্নিহিত বন্ধন এবং অমৃতীকরণ করাইবেন। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত-ক্রমে সংহার—সদ্য মন্ত্র, অশ্বোর মন্ত্র, ষষ্ঠ মন্ত্র এবং ফট এই মন্ত্র সমষ্টি দ্বারা কর্তব্য। দীর্ঘাকর সদ্য মন্ত্র এবং ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা তড়ন তত্ত্বদায়দর্শন ও বড়ত্ব উক্ত মন্ত্র দ্বারা কর্তব্য। অশ্বোর মন্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণ ঈশানমন্ত্র দীপনের উপযুক্ত। সদ্যমন্ত্রসম্পূর্ণিত ঈশানমন্ত্র গ্রহণের উপযোগী। এইরূপ সদ্যমন্ত্র-সম্পূর্ণিত ঈশান মন্ত্রই বন্ধনের মন্ত্র। সমগ্র ত্র্যম্বক মন্ত্র দ্বারা অমৃতীকরণ হইবে। শাস্ত্রাজ্যতা, শান্তি, বিদ্যা নারী অমলা কলা, প্রতিষ্ঠা এবং নিবৃত্তি এই ষট কলার যথাক্রমে এক, একটীর অপরটীর সহিত সন্ধান করা কর্তব্য। এই কলা সন্ধানে শিব-শক্তি উত্তর তত্ত্ব অকারাদি বিসর্গাত্ত্ব রূপ, কলা এবং তৎকাঠ-কের সম্বন্ধ থাকিবে। প্রণব এবং হ্রীং বীজ দ্বারা সম্পূর্ণ শিবপ্রতিপাদক মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি অমৃতীক-বিচারপূর্বক জব করিবে। পূজা সম্প্রদায়, তাদ্ধন,

হরণ, অত্যন্ত বশুজ্ঞচিত্তের সংযোগ, বিক্ষেপ, অর্চনা, বাসীধীরাগর্তে স্থাপন, পুনর্জন্মন, অজ্ঞাননিবারণ, এবং অবিনাশন হইয়া থাকে, ইহা অবগত হও। হে-সুত্রত! মহামুনে সনৎকুমার! ঈশান মন্ত্র ও হ্রীৎ বীজদ্বারা ব্রাহ্মণ এবং তাদান কর্তব্য। হে সুত্রত! ফড়ন্ত অশ্বের মন্ত্রদ্বারা হরণ হইবে; এবিধের সংশয় নাই। এই পুরোক্তক্রমে প্রতিবিষুবেই জানিবে। হৃৎক্ষণ প্রাণায়াম করিয়া থাকিবে, তাবৎ নিবৃত্তি প্রভৃতি কলাদিগকে বিস্বং যোগদ্বারা শিবসমীপে লইয়া যাইবে। ৫২—৭১। এই নিবৃত্ত্যাঙ্গী কলা, একনাশাগ্র দৃষ্টি সাহায্যে পরমতত্ত্ব বোশিগণের চরমাংশ পরমাত্মার সহিত সাম্যলাভ করিতে পারে। অস্ত্রান্ত অঙ্গকর্মে তাহা হয় না। হে বিপ্রবর! দীক্ষিত ব্যক্তি, সূত্রস্থানাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্য সহ করিবে, ইহা মহা-দেবের আদেশ। সুত্রত! অনন্তর সর্বচ্ছ সর্বত্র তত্ত্ববেষ্টিত স্বর্ণ রৌপ্য বা তাম্রপাত্রপূর্ণ তীর্থজল সংহিতামন্ত্রে যথাবিধি অভিমন্ত্রিত করিয়া রুদ্রাধ্যায়োক্ত স্তবাদি পাঠপূর্বক তদ্বারা সেই ধাত্বিক তত্ত্ব শিবকে অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর শিষ্য, শিব গুরু এবং বহ্নির সম্মুখে সাদরে দীক্ষাগ্রহণ করিবে। দীক্ষিত হইয়া বক্ষ্যমাণ নিয়ম প্রতিপালন করিবে। প্রাণ-পরিত্যাগ বা শিরশ্ছেদন বরণ ভাল, তথাপি ভগবান্ মহাদেবকে পূজা না করিয়া ভোজন করিবে না। এইরূপ দীক্ষিত হইয়া যথাক্রমে পূজা করিবে। দিনের মধ্যে তিনবার অত্যন্ত একবার পরমেশ্বরের পূজা করিবে। অগ্নিহোত্র সকল বোশাধ্যয়ন এবং বহু-দক্ষিণক বজ্র এতৎ সমস্তই শিবলিঙ্গপূজার এক কলাংশেরও তুল্য নহে। যে ব্যক্তি একবারমাত্র শিবপূজা করে, সে সৎকদা যজ্ঞ করিয়া সর্গদ্বা দান করিয়া সর্বলোকে বায়ুভোজী হইয়া থাকিলে ফল প্রাপ্ত হয়। দ্বাদশ দিনের মধ্যে তিনবার হ্রীংবার অত্যন্ত একবার মহাদেবের পূজা করিবে, তাহার সাঙ্গাৎ রুদ্র; এবিধের সন্দেহ নাই। যে রুদ্র নহে, সে রুদ্র স্পর্শ করিবে না, রুদ্র পূজা করিবে না, রুদ্রনামকীর্জন করিবে না। রুদ্র না হইলে রুদ্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঋত্বিকসমোক্তপ্রদ শিবপূজার অধিকারী ব্যক্তি। তোমাদিগের নিকট সংক্ষেপে এই আশি কহিলাম। ৭২—৮৩

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

শৈলাদি কহিলেন, সৌর দ্বান পূজাদি কার্য করিবার পর শিবদান, ভস্মদান এবং শিবপূজা কর্তব্য। “ওঁ তপঃ” এই ষষ্ঠ মন্ত্রদ্বারা মৃত্তিকা গ্রহণপূর্বক ভক্তি-সহকারে ভূমিতে মৃত্তিকা স্থাপন করিবে। “ওঁ ভুবঃ” এই দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা সেই মৃত্তিকা অভ্যক্ষণ করিয়া “ওঁ স্বঃ” এই তৃতীয় মন্ত্রদ্বারা শোধন করিবে। “ওঁ মহঃ” এই চতুর্থ মন্ত্রদ্বারা মৃত্তিকা ভাগ করিবে। “ওঁ ভূঃ” এই প্রথম মন্ত্রদ্বারা মলশোধন করিবে। অনন্তর ষষ্ঠ মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক দ্বানান্তে হস্তস্থিত সেই দ্বানাবিশিষ্ট মৃত্তিকা “ওঁ ভূঃ” ইত্যাদি চারি মন্ত্রে তিনভাগ করিয়া মধ্যভাগ ষষ্ঠ মন্ত্রদ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বামহস্ত স্পর্শ করিবে। দশবার ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করত দিগ্বন্ধন কর্তব্য। বামহস্তদ্বারা তীর্থালম্বনপূর্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা শরীরকে মৃত্তিকানু-লিপ্ত করিবে। অনন্তর সকল মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দ্বানান্তে সূর্য্য স্মরণ করিয়া তীর্থভিষিক্ত হইবে। বক্ষ্যমাণ মঙ্গলময় সর্বসিদ্ধিকর বিবিধ সৌর মন্ত্র পাঠ করত শূঙ্গ, পর্ণপুট বা পলাশপত্র দ্বারা তীর্থভিষিক্ত হওয়া কর্তব্য। হে সুত্রত! সর্বদেব-মন্ত্রের সারভূত সৌর মন্ত্র বাকলমন্ত্র ও অঙ্গমন্ত্র সর্বতোভাবে বলি-তেছি। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি ওঁ স্বতঃ ওঁ ব্রহ্ম ইত্যন্ত নবাক্ষরময় মন্ত্র বাকলমন্ত্র নামে অভিহিত। সপ্তলোকের ক্ষয়প্রলয়ের পূর্বে হয় না; অতএব অক্ষর। স্বতঃ—সত্য ও অক্ষর, সত্য—ব্রহ্ম ও অক্ষর এই নয়টি অক্ষর বহুই বাকল মন্ত্রের স্বরূপ; হুতরাং বাকল মন্ত্র নবাক্ষরময়। ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি খণ্ডোক্তায় নম ইত্যন্ত প্রণবাদি নমোস্ত মন্ত্র মহাত্মা সূর্য্যের মূল-মন্ত্র বলিয়া কথিত। নবাক্ষরময় মন্ত্র দ্বারা দীপ্তান্তের এবং মূলমন্ত্র দ্বারা সূর্য্যের পূজা করিবে। যথাক্রমে অঙ্গ মন্ত্র বলিতেছি, আশিতে প্রণব ব্যাহতি। তৎপরে মন্ত্র জানিবে —ওঁ ভূঃ ব্রহ্মহৃদগায় ওঁ ভুবঃ বিশ্বশিরস, ওঁ স্বঃ রুদ্রশিখায়, ওঁ ভূভুবঃ স্বজ্জ্বালামালিনীশিখায়, ওঁ মহঃ মহেশ্বরায় কবচায়, ওঁ জনঃ শিবায় নেত্রভ্যা’, ওঁ তপঃ তাপকায় অন্ত্রায় ফটু—সৌর বিবিধ মন্ত্র এই কথিত হইল। এই সকল মন্ত্র পাঠ করত শূঙ্গাদি পাত্রদ্বারা আপনাকে অভিষিক্ত করিবে। ১—১২। অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ঐ সকল মন্ত্র পাঠ করত সমাহিতভাবে কুশপুষ্পসমবিত তাম্রকুন্তদ্বারা অভিষিক্ত হইবে। বিজবর বস্তুবস্ত্র পরিধানপূর্বক প্রাতঃকালে

(অঙ্গমন্ত্র) ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে আশি কহিলে

রাত্রিকালে “অশ্লিষ্ট” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমন কর্তব্য। মধ্যাহ্নাচমন “আপঃ পুনস্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে হইবে। ষষ্ঠমন্ত্র দ্বারা এইরূপ শুদ্ধি-বিধান পুরঃসর অত্যাশুত বোধভূত আদি মন্ত্র মূলমন্ত্র এবং অত্যাশুত নবাক্ষরময় মন্ত্র জপ করিবে। অশ্লিষ্ট, মধ্যমা, অনামা, কনিষ্ঠা এবং তর্জনীতে ত্রাস করিয়া করতলপৃষ্ঠত্ৰাস করিবে। পূর্বোক্ত-অশ্লিষ্ট-ত্ৰাস-পবিত্রীকৃত নবাক্ষর-ময় দেব ভাবনা করিয়া আমি স্বর্ঘ্য এইরূপ চিন্তার পর পূর্বোক্ত মন্ত্র এবং আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক গৌরসর্বপসম্বিত বামকরতলস্থিত জলে আট বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই জলে কুশ দ্বারা আশ্রমেই প্রোক্ষিত করিবে। অনন্তর অবশিষ্ট জল বামনাসাপ্টদ্বারা আত্মাণ করিয়া নিজদেহে শিব চিন্তা করিবে এবং সেই ত্রাণজল লইয়া নিজ দেহস্থ কুম্ভবর্ণ পাপপুরুষ এবং অজ্ঞান বামনাসাপ্টদ্বারা নির্গত হইয়া শিলা চূর্ণ হইয়াছে ভাবিবে। অনন্তর সর্বদেবতা, ঋষিগণ, ভূতগণ এবং পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে। প্রাভর্ষ্যধাক্-সায়াক্হব্যাপিনী পরম তেজঃস্বরূপা সন্ধ্যার সম্যক্ প্রকার উপাসনা করিবে। এবং বক্র্যমাণ প্রকারে স্বর্ঘ্যকে অর্ঘ্য দান করিবে। হে দ্বিজোত্তমগণ! সন্ধ্যাপরায়ণ ব্যক্তি, পূর্বমুখ হইয়া রক্তচন্দন জল দ্বারা এক-হস্তপরিমিত বর্তুল মণ্ডল ভূমিতে প্রস্তুত করিবে। তদাঙ্গ স্বর্ঘ্যদেবের আবাহন করিতে হইবে। অনন্তর একপ্রস্থপরিমিত একটা তাত্রাপাত্রে নবাক্ষরময় মূলমন্ত্র উচ্চারণে চন্দন, রক্তচন্দন, গন্ধজল, রক্তবর্ণ পুষ্প, তিল, কুশ, আতপতগুল, দুর্কা, অপামার্গ এবং যে কোন গব্যবস্ত্র অবধা কেবল ঘৃতদ্বারা পূর্ণ করিয়া জানু পাতিয়া ভূমিতে উপবেশন, দেবদেব স্বর্ঘ্যকে প্রণাম এবং সেই অর্ঘ্যপাত্র মন্তকে গ্রহণপূর্বক মূলমন্ত্র পাঠ করত স্বর্ঘ্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। দশ-সহস্র অর্থমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফললাভের কথা শাস্ত্রে আছে, সর্ববাদিসম্মত স্বর্ঘ্যার্থপ্রদানে সেই ফল লাভ হয়। এই স্বর্ঘ্যার্থ দানের পরই ভক্তি-সহকারে দেবদেব ত্রিলোচনের পূজা করিতে হইবে। অথবা স্বর্ঘ্যপূজার পরে আগ্নেয় স্নান কর্তব্য। শিবস্নান ও সৌরস্নানের গ্রাহ্যই, কেবলমাত্র মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন। সৌর বা শৈব, উভয় স্নানের পূর্বক দস্ত ধাকন করিবে। স্নানীয় জলাগ্নয়ে বিশেষ, বরণ এবং শুষ্কর পূজা করা কর্তব্য। ১০—৩০। নদীতে পানাসনে উপবিষ্ট হইয়া তীর্থ পূজা করিবে। অনন্তর পানচুকা পরিধানপূর্বক জলসিক্ত পথে পূজা-মন্দিরে এমিষ্ট হইয়া পূর্ববৎ

তীর্থবাহন এবং করাক্ত্রাস করিবে। অর্ঘ্যস্থাপন সংক্ষেপে কীৰ্ত্তিত হইতেছে। পূজক ব্যক্তি পানাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম করিবে। রক্তপদ্ম প্রভৃতি রক্তবর্ণ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া নিজ দক্ষিণ তায়ৈ আঙ্গুলপাত্র স্বর্ঘ্যপ্রিয় তাত্রাপাত্র সকল বামভাগে রাখিবে। অনন্তর সর্বকামার্থসিদ্ধির জন্য অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণপূর্বক যথাবিধি প্রক্ষালন করিয়া জল, জলপাত্র, অর্ঘ্যদ্রব্য এবং অর্ঘ্যপাত্র ফটুমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অনন্তর তত্পরি সংহিতামন্ত্রজপ করিয়া প্রথম মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। পরে চতুর্থ মন্ত্রে অবগুষ্ঠন করিবে। অর্ঘ্যস্থাপন এইরূপে কর্তব্য। পান্য, আচমনীয়, গন্ধ পুষ্প প্রক্ষালিত পাত্রে পূর্ববৎ পৃথক্ পৃথক্ রাখিবে। সমস্ত জব্যই সংহিতোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ, কবচমন্ত্রে অবগুষ্ঠন এবং অর্ঘ্যজলে অভ্যক্ষণ করিবে। অনন্তর সর্বদেবনমস্কৃত স্বর্ঘ্যমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে “আদিত্যো বৈ তেজঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্বর্ঘ্যকে নমস্কার করিয়া সেই প্রভুর আসন কল্পনা কর্তব্য। প্রভূত বিমল, সার এবং আরাধ্য পরম সুখজনক এই আসনচতুষ্টয় আয়েধ্যাদি কোণে ভূর্নমঃ ভূবর্নমঃ, স্বর্নমঃ এবং মহর্নমঃ এই মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করত যথাক্রমে বিশ্বাস এবং অঙ্গভ্রাস করিবে। অনন্তর, বীজ, অঙ্কুর, সচ্ছিন্ন নাল, কটকসংযুক্ত হত্র খেতপীতরক্তবর্ণ পত্র পত্রাগ্র কর্বিকা এবং কেশর-সংযুক্ত দীপাদি শক্তিসম্বিত পদ্ম ভাবনা কারবে।

১, হৃস্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অম্বোরা এবং বিকৃতা এই দীপাদি অষ্টশক্তি। এই সকল কল্যাণীরাই স্বর্ঘ্যভিমুখী হইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে অথবা পদ্মহস্তে অবস্থিত সর্বলোককারে সকলেই বিভূষিত। মধ্যে বরদা দেবী গায়ত্রীকে, অনন্তর পরমেশ্বর স্বর্ঘ্যের আবাহন করিবে। বাকলোক্ত নবাক্ষর মন্ত্র দ্বারা স্বর্ঘ্যের আবাহন এবং সামিধ্যকরণ বিহিত। পদ্মমুখাই মহাত্মা স্বর্ঘ্যের মুদ্রা; পান্য, অর্ঘ্য এবং আচমনীয় পৃথক্ পৃথক্ মূলমন্ত্র দ্বারা প্রদান করিবে। বাকলোক্ত মন্ত্র দ্বারা পুনরায় অর্ঘ্য প্রদান কর্তব্য। এবং রক্ত পদ্ম, রক্ত পুষ্প, রক্ত চন্দন, হুণ, দীপ, নৈবেদ্য, মুখবাস তাম্বুল প্রভৃতি সমস্ত উপচারই বাকলোক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রদেয়। ৩১—৩০। অগ্নিকোণ, দৈশানকোণ, নৈঋতকোণ, বায়ুকোণ, পূর্বদিক্ এবং পশ্চিম দিক্ এই ছয় দিকে স্বর্ঘ্যপূজা বিহিত। যথাবিধি প্রণবাহি নমোহস্ত মন্ত্র দ্বারা নেত্রপাণ্ডিত্য পূজা করিয়া হৃৎকমলে ত্রাস করত স্বর্ঘ্যপ্রতিমায়া ধ্যান করিবে। অঙ্গদেব সকলেই শান্ত; তাহার রোদ্র অন্ত। আর অষ্ট

মূর্তি, সেই হৃদয়েদের মূৰ্খমণ্ডল নষ্টপ্রাণীত্ব, দক্ষিণ হস্তে বসুমুদ্রা বামহস্ত পঙ্খবিকৃতি। তাঁহার সকল মূর্তি সৰ্বপাক্ষিকাবৃত্তি রক্ত-মাংসামূল্যেপন-সম্পন্ন এবং রক্তাশ্রয় পরিধান। মণ্ডলসমবিত মহাদেব হৃদয়ের শরীর সিংহদ্বয় রক্তবর্ণ, সেই প্রভুর হস্তে পদ্ম, বদন জম্বুতপ্ত, চুই হস্ত ও চুই নয়ন, আভরণসকল রক্তবর্ণ, মাংস ও অনুলেপন রক্তবর্ণ। এইরূপ রূপ-সম্পন্ন ভূবৈশ্বর্য হৃদ্যকে ধ্যান করিবে। পদ্মের বহির্ভাগে মণ্ডলের চতুর্দিকে সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি, শুক্র, বৃহস্পতি, রক্তপুত্র ভাগব, শনি, রাহু এবং বৃহস্পতি কেতুকে পূজা করিবে। ইহারা সকলেই যিন্দে এবং দ্বিভূজ। রাহু উল্কাঙ্গসম্পন্ন, বিম্ববদন, কৃতাঞ্জলি এবং ভ্রুটীকুটিগলোচন। শৈলশৃঙ্গের বদনে লম্বা, হস্তে বরাভয়। তাঁহাদিগের এইরূপ রূপ ধ্যান করত ধর্মকামার্থ সিদ্ধির জন্য প্রণবানি-নমোহস্ত তন্ত্রমাম উচ্চারণপূর্বক এই সকল গ্রহগণকে পূজা করিবে। ৫১—৬১। বহির্ভাগে হৃদ্যেব উনপাক্ষাং গণদেবতার পূজা করিবে। ঋষিগণ, বেবগণ, গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, অপসরোগণ, গ্রামদেবতা-গণ এবং নাক্সগণের পূজা করা বিধেয়। প্রথমে প্রভু হৃদয়ের সপ্তজন্মোদয় সপ্তাশ্বের পূজা করিবে। প্রভুর নির্দ্বালাগ্রাহী বাসুদেবগণ, গীর্ধদেবতা এবং মূর্তি-দেবতাগণের পূজা করিবে। তাঁহাদিগের প্রত্যেককে যথাবিধি অর্ঘ্য দান করা কর্তব্য। তাঁহাদিগের আবাহন এবং পূজাশেষে বিসর্জন-সময়ে সহস্র, পঞ্চাশত বা অষ্টোত্তরশত বাকলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। যত সংখ্যক জপ করিবে, তাহার দশাংশের একাংশ জ্ঞান পুনরায় কর্তব্য। মণ্ডলের পঞ্চাঙ্গে বহুল কুণ্ড নির্মাণ করিবে; কুণ্ডের মেখলা উচ্চতা ও বিস্তারে চতুঃসূত্র-পরিমিত। নিত্যকর্মে এবং নৈমিত্তিক যে সকল কর্মে একহস্তপ্রমাণ কুণ্ড হইবে, তাহাতে কুণ্ড-নাতি দশাসূত্র প্রাপ্ত এবং অথথপত্রাকৃতি করিবে। কুণ্ডের অগ্রভাগ পঞ্চাসূত্রপরিমিত এবং হস্তী-ওষ্ঠ-সম-সানিবে। কুণ্ডের গলদেশ একাসূত্র-পরিমিত, এবং চিত্র-কল্পিত নির্ভাষ হৃদয়, কুণ্ডের সেই হৃদয় পার্শ্বাংশে জ্ঞান কল্পিতা বহিঃকল্পনা কর্তব্য। এইরূপ কুণ্ড নির্মাণ করিয়া পরে হোম করিবে। ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা উল্কাঙ্গ এবং জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সমাহিত চিত্রে প্রথম মন্ত্রদ্বারা যথ্যে আসন কল্পনা কর্তব্য। প্রথমমন্ত্র দ্বারা প্রভাবতী শক্তিবিভাস করিবে। বাকলমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গন্ধ-পূর্ণাঙ্গি দ্বারা বহিঃকর্মে তাঁহার পূজা করিবে। প্রতি

কর্মেই বাকল মন্ত্র দ্বারা পৃথক পৃথক পূজা করিবে। পূর্ণাহতি মূল মন্ত্রে হইবে। এইরূপ বিধানে ক্রমে হৃদ্যাদি উৎপাদন করিবে। পূর্বোক্ত বিধিক্রমে পূর্বোক্ত পত্রাভিঃস করা কর্তব্য। হে মহামুনে! পরমধ্যে প্রভু হৃদয়ের পূজা করিয়া বাকলমন্ত্রদ্বারা তাহাকে দশ আহতি প্রদান করিবে। যথোক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক অঙ্গদেবতার এক একবার হোম, কাঠক্ষেপ জয়াদি বিষ্টক্লেশহোম পর্যন্ত সামান্ত ক্রম পারম্পর্যক্রমে সকল দ্বারাই কর্তব্য। শেষদেব অমিতাভা তাস্বরকে পূজা হোমাদি সমুদায় কার্য নিবেদন, অর্ঘ্যদান এবং প্রদক্ষিণ করিয়া অঙ্গদেবতা-দিগের সহিত তাঁহার পূজা, উপসংহারণ নিজ হৃৎপদ্মে বিসর্জন এবং প্রণামপূর্বক ধর্ম-কামার্থ-সিদ্ধির জন্য শিবপূজা করিবে। এই সংক্ষেপে হৃদ্যপূজা কথিত হইল। যে ব্যক্তি জগদগুরু দেবদেব পরমাত্মা তাস্বরকে একবারও পূজা করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি সর্বপাপমুক্ত তামসভাব-শূন্য এবং ভেদে অনুপম হইয়া থাকে, সে ইহলোকে চতুর্দিকে পুত্র-পৌত্রাদি বহুবাক্ষবের সহিত বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হইয়া ধনদ্বাশ সন্তোষ করিয়া থাকে এবং যান, বাহন ও ভূষণ তাহার সম্পত্তি হয়। মৃত্যু হইলেও বহুকাল হৃদয়ের সহিত আনন্দ লাভ করে। হৃদ্যালোক হইতে ইহলোকে পুনরাগমনপূর্বক ধার্মিক রাজা বা বেদ-বেদান্তবেত্তা ব্রাহ্মণরূপে উৎপন্ন হয়। পুনরায় পূর্ব বাসনাবলে ধার্মিক ও বৈষ্ণবায়রূপে হৃদ্যপূজা করিয়া হৃদ্যসাবুজ প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২—৮৫ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

শৈলাদি বলিলেন, অনন্তর তোমার নিকট সর্বোত্তম শিবপূজা কীর্তন করিতেছি। ত্রিসন্ধ্যা শিবপূজা এবং যথাশক্তি হোম করিবে। প্রথমতঃ শিবদ্বান, তৎপরে পূর্ববৎ ভূতশুদ্ধি কর্তব্য। একাগ্র-চিত্তে পূর্ণহস্তে পূজাহোমে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণারান এবং ভূতশুদ্ধি দহন আশ্রাবনাগি ক্রম সম্পাদনপূর্বক গন্ধাদি দ্বারা শূণ্ণকীকৃত করতল হইয়া মহামুদ্রা করিবে। প্রকৃতি-বুদ্ধি-অহংকার-পঞ্চভূতাদিসকল দেহ স্বাক্ষাঙ্গি দ্বারা বহুপূর্বক দহন করিয়া শুক্লজ্ঞান দ্বারা মূঢ় দেহ নির্মাণ করিবে। শিবামৃতপূত শিবযোগ্য প্রীত্যঙ্গের দ্বিগুণ এবং দ্বিগুণ উপায় বিজ্ঞাপিতমিতি-দ্বারা দ্বিগুণ বিবেক মহাশক্তি জ্ঞানিবে। হৃৎপদ্মের কর্ণিকাতে

সাক্ষ্য সঙ্গাশিবকে চিত্তা করিবে। তিনি পকানন, দশবাহ সর্কাতরপকৃতিত। তাঁহার প্রভিমুখে ভিন্টা করিয়া চকু। তিনি চন্দ্রশেখর, বঙ্গলহাসনে আসীন এবং শুদ্ধকটিকসমিত চিত্তা করিবে। তাঁহার উদ্ধ-মুখ শুদ্ধবর্ণ, পূর্বমুখ শুদ্ধবর্ণ, দক্ষিমমুখ নীল, উত্তর-মুখ অভ্যন্ত রক্তবর্ণ এবং পশ্চিমমুখ গোপুষ্কর মত অভ্যন্ত ধবল। সেই পশ্চিমোষ্ঠী শিবের দক্ষিণ হস্ত-শ্রেণীতে শূল, কুঠার, খড়্গ, বজ্র এবং শক্তি; আর বামহস্ত-শ্রেণীতে পাশ, অঙ্কুশ, কটা, নাগপাশ এবং উত্তম নারাচ। অথবা তিনি চতুর্ভুজ, হস্তে বরাভর প্রভৃতি, অপর অঙ্গ সমস্তই পূর্ববৎ। তিনি সর্কাতরপনংযুক্ত, বিচিত্রাশ্বর-পরিধান। সেই সদ্যোজাতাদি মূর্তি ব্রহ্মপতি শিবকে ব্রহ্মাঙ্গ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। হে সূত্রত! শিবঙ্গ পঞ্চব্রহ্ম পূর্বের কথিত হইয়াছে, এখন শক্তিভূত হলদাদি মন্ত্র প্রণয়ন কর। “ওঁ দ্রশামঃ সর্কবিদ্যানাং” ইত্যাদি মন্ত্রই হলদাদিমন্ত্র। শিবঙ্গমূর্তি এবং তদীয় বিদ্যা কথিত হইয়াছে। বিদ্যাসময়ে ব্রহ্মাঙ্গমূর্তি শিবশাস্ত্রে অবগত হইবে। হে সূত্রত! সর্ববৈদ্যের সায়ভূত বাকলাদি সৌর অঙ্গমন্ত্র বলিতেছি। ১—১১। বাকলমন্ত্র ও ভূঃ ইত্যাদি নবাক্ষরময় বলিয়া কীর্জিত। ষাঁহার নাশ বা বিকার নাই, তিনিই অক্ষর পদবাচ্য; সূত্রাং অক্ষরশব্দে ব্রহ্ম। “ওঁ ভূঃ ইত্যাদি খণ্ডোক্তায় নমঃ” এই পর্যন্ত প্রণবাদিনমোহন্ত মন্ত্র মহাত্মা ভস্করের মূল মন্ত্র। নবাক্ষরময় মন্ত্র দ্বারা দীপ্তাদি শক্তির এবং মূল-মন্ত্র দ্বারা সূর্যের পূজা বিহিত। এখন সংক্ষেপে অঙ্গ মন্ত্র সকল বলিতেছি। প্রভূতাদি আসনপূজা ব্যাহতি দ্বারা এবং মধ্যমাসনপূজা প্রণব দ্বারা করিবে। ওঁ ভূঃ ব্রহ্মণে ইত্যাদি সৌরাস্ত্র মন্ত্র প্রসঙ্গ ক্রমে কথিত হইল। হে সূত্রত! পূর্বোক্ত শ্রাসযোগে সংক্ষেপে শৈব অঙ্গ-মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এইরূপ মন্ত্রাস্ত্রক দেবকে জ্ঞাপন পূজা করিবে। মনে মনে ক্রমানু-সারে বহিঃ উপাসনপূর্বক নাতিস্থানে হোম করিবে। হে সূত্রত! মনে মনে সকল কার্য সম্পাদন ও যয়নস্বকারে সকলীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র ব্রহ্মাঙ্গাদি মূর্তি মন্ত্র দ্বারা পঞ্চব্রহ্মসমস্ত রক্তপদ্যাসনে আসীন শিবমূর্তি সঙ্গাশিব-উদ্দেশে শিবাস্ত্রিতে সমিধাজ্য আহুতি প্রদান করিবে। মনে মনে চন্দ্র-মণ্ডল হইতে উৎপাদিত পূর্ণধারা স্রবণ করিবে। জ্ঞানিন্দ-কর্তব্য শিবধর্মোক্ত পূর্ণাহুতি দ্বাধিধি প্রদান করিবে। হে শৈব! তখন তেজোমাত্র শিবকে ঘৃ-মধ্যস্থ চিত্তা করিবে। অথবা সেই দেবদেবকে সঙ্গাটে

বা জমধ্যে চিত্তা করিবে। পূর্বোক্ত সম্পূর্ণ বিধিভূত কার্য করিয়া শুদ্ধ দীপশিখাকার সংসার-যোচন শিবকে জ্ঞাপন পূজা করিবে, সঙ্গাশিবকে নিজে বাহুভিত্তি পূজা করিবে। ২০—৩১।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন, পূর্বের শিব কর্তৃক বাহ। কাথত হইয়াছে, সেই পূজাবিধান-ব্যাখ্যা শিব-শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি-অনুসারে সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করন। ১। এইরূপ শিবনানাদির পর—উত্তর হস্ত চন্দ্রচর্চিত করিয়া প্রথম অঙ্গলিবন্ধন করত বিদ্যামূর্তি ও পূর্বোক্তাধ্য-কথিত শৈবাস্ত্র শিবাদি তপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত্র অঙ্গুলিতে দ্রশনাদি পঞ্চমন্ত্রের শ্রাস করিবে। সেই শ্রাস যথা প্রথমতঃ—কনিষ্ঠা মধ্যমা সঙ্গাদি অধোরাস্ত্র মন্ত্রকে অনুক্রমে (নমঃ স্বাহা বহুঃ) এই হলদাদিমন্ত্র যুক্ত করিয়া যথাক্রমে শ্রাস করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিতে চতুর্থ পুরুষ মন্ত্র, অনামিকায় পঞ্চম দ্রশনমন্ত্র ও তলভয়ে বর্ধমন্ত্রে শ্রাস করিবে। পরে পুনর্বার তর্জনী অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নারাচমুদ্রা করিয়া মূল পঞ্চাক্ষর মন্ত্র শ্রাস করিয়া চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা অবগুষ্ঠন করিবে। ইহাকে শিবহস্ত বলা যায়। সেই হস্তেই শিবপূজা করিবে। প্রথমতঃ আত্মাকে তত্ত্বস্থিত করিয়া

যগি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চকোষ অতিক্রম করত অহঙ্কার মহন্তত্ত্ব প্রকৃতি ব্রহ্মরূপে বিদ্যামন্ত্র ব্রহ্মসমীপে অমৃতধারায়ুক্ত সুধুমানাউপথে আত্মাকে অবস্থিত করাইয়া তত্ত্বশুদ্ধি করিবে। তত্ত্বশুদ্ধি, যথা “ফড়ন্ত নমো হিরণ্য বাহবে” এই বহু মন্ত্র সদ্যমন্ত্র ও তৃতীয় অধোরাস্ত্র দ্বারা শুদ্ধি করিবে। ফড়ন্ত বহুমন্ত্র সহিত সন্ধ্যা ও তৃতীয় অধোরা-স্ত্রে তত্ত্বশুদ্ধি করিবে এবং ফড়ন্ত বন্ধি সন্ধ্যায় তৃতীয় মন্ত্রে বহিঃশুদ্ধি, ফড়ন্ত বায়ু সন্ধ্যায় চতুর্থ মন্ত্রে বায়ু শুদ্ধি ও ফড়ন্ত পূর্বোক্ত বহুমন্ত্র সন্ধ্যা ও তৃতীয় অধোরাস্ত্র মন্ত্রে আকাশশুদ্ধি করিবে। এইরূপ পূর্বোক্ত কার্য সমাপন করিয়া ফড়ন্ত বহুমন্ত্র ও তৃতীয় মূলমন্ত্রে তড়ন, তৃতীয় অধোরাস্ত্র মন্ত্রে সম্পূর্ণীকরণ করিয়া প্রথম ও মূলমন্ত্রকে দুই সম্পূর্ণীকৃত করিয়া দিবন্ধন করিবে এবং একবিন্দু-অধ্যায়োক্ত শাস্ত্রাভিত্তি নিবৃত্তি-পর্যন্ত কলসমুদ্রকে পূর্বের দ্বারা করিয়া প্রণব দ্বারা ব্রহ্ম-বিভূ-ব্রহ্মরূপ ভস্করর ধ্যানপূর্বক দীপশিখাকার শুদ্ধচৈতন্যরূপী যোগেশ্বরোক্ত মূলাধারাদি

সম্বিত বিবাদিত্রয়তীত আত্মকে ও কুলকুণ্ডলিনী-
 ঐবোধে স্নহুয়ানাড়ীতে অমৃতধারা ধ্যান করিয়া শাস্ত্র-
 তীতাদি নিরুক্তিপৰ্য্যন্ত কলার মধ্যে নাগবিন্দু অকার
 উকার মকারান্ত হৃষ্টি-হিতি-লয়ত্ৰয়ে ত্রক্ষ-বিষ্ণু-ব্রহ্মান্ত
 সঙ্গাশিব শিবকে ধ্যান করিবে। অমৃতীকরণ ও ত্রক্ষস্থাস
 করিয়া পঞ্চাক্ষর মূলমন্ত্রে পঞ্চবক্রে পঞ্চগুণ নয়ন
 বিভাস করিবে। অনন্তর পাঙ্গাদি কেশপৰ্য্যন্ত মহামুদ্রা
 বন্ধন করিয়া “শিবোহং” (আমি শিব) এইরূপ ধ্যান
 করত শক্ত্যাগ্নি বিভাস করিবে। তাহার পর হ্রদাকাশে
 শক্তির সহিত বীজাহুরের অবস্থানে শুধির সূত্র
 কণ্টক পত্র কেশর ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য সূর্য চন্দ্র
 অগ্নির সহিত কেশব বামা স্রোষ্ঠা রৌদ্রী বলবিকরিনী
 কালী বিকরনী বলপ্রমথনী সর্বভূতদমনী প্রভৃতি
 শক্তিকে ও কর্ণিকাতে মনোমন্যকৈ ধ্যান করিয়া
 বহির্গোপাচারে অন্তঃসামগ্রী করিয়া পূর্বোক্ত-
 প্রকারে সকল উপচারসম্বিত আসন কল্পনা করিবে ও
 বাহু-কুণ্ড নাভিতে পূর্বের স্তায় আসন কল্পনা করিয়া
 সঙ্গাশিবকে ধ্যান করত ললাটে মহেশ্বরকে ধ্যান
 কারবে। পরে বিষ্ণু হইতে অমৃতধারা শিবমণ্ডলে
 পতিত চিন্তা করিয়া ললাটস্থিত মহেশ্বরকে দীপশিখা
 কার ধ্যান করিবে, এইরূপ আত্মশুদ্ধি করিয়া
 শ্রাণাপান বায়ু নিরুদ্ধ করত স্নহুয়া দ্বারা বায়ু ব্যবস্থিত
 করিয়া পূর্বোক্ত ষষ্ঠমন্ত্রে তালুমুদ্রা খেচরীমুদ্রা ও দ্বিধ্বন
 করিয়া সেই ষষ্ঠমন্ত্রেই শরীরশুদ্ধি করিবে। পরে
 বস্ত্রাদি-পুতানস্তর অর্থাপাত্রাদিতে প্রণব দ্বারা তত্ত্বত্রয়
 বিভাস করিয়া তত্পরি বিন্দুকে ধ্যান করিয়া জল পূরণ
 করিবে। তাহার পর দ্রব্যাদি বিভাস করিয়া অমৃত-
 প্লাবন করত পাঙ্গাপাত্রাদিতে তত্ত্বাদির অর্থাযুক্ত
 আসন কল্পনা করিবে। তাহার পর সংহিতা দ্বারা
 অভিমন্ত্রিত করিয়া পূর্বোক্ত দ্বিতীয়মন্ত্রে অমৃতীকরণ,
 তৃতীয়মন্ত্রে বিশোধন, চতুর্থ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, পঞ্চম
 মন্ত্রে অবলোকন ও ষষ্ঠমন্ত্রে রক্ষা বিধান, চতুর্থ মন্ত্রে
 কুলপুঞ্জ দ্বারা অর্ধ্যজালে অভ্যাক্ষপূর্বক আত্মা
 দ্রব্যাদিকেও পুনর্বার অর্ধ্যজালে অভ্যাক্ষ
 করিয়া পুঙ্গুজলে পুজাদ্রব্যাদিকে পৃথক্ পৃথক্
 শোধন করিবে। সন্ধ্যামন্ত্র দ্বারা গন্ধ, বামনেব
 মন্ত্রে বস্ত্র, অশোর মন্ত্রে আভরণ, পুরুষমন্ত্রে
 নৈবেদ্য ও ঈশানমন্ত্রে পুঙ্গুসমূহকে অভিমন্ত্রিত
 করিবে; এবং অবশিষ্ট দ্রব্য শিব-গায়ত্রী দ্বারা
 প্রোক্ষণ করিবে। পঞ্চমুত ও পঞ্চপা সন্ধ্যাদি ত্রক্ষা
 দ্বারা ও পঞ্চাক্ষর মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে
 সেই সকল পুঙ্গাদি মূল মন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ অর্ধ্য

পুঙ্গ আচমনীয় দান করিয়া ও ধেনুহুয়া দেবাহুয়া
 কবচমন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন ও অন্ত্রমন্ত্র দ্বারা রক্ষা
 করিবে। এইরূপে দ্রব্যশুদ্ধি করিবে। তাহার পর
 প্রথমতঃ কুলর মন্ত্রে অর্ধ্যাক্ষক ও গন্ধ প্রেহণ করিয়া
 অন্ত্রমন্ত্র-দ্বারা শোধনপূর্বক পুজা প্রভৃতি রক্ষা
 পৰ্য্যন্ত পূর্বোক্ত দ্রব্যশুদ্ধি করিয়া পুজাসমপর্শের
 জন্য মৌনাবলম্বনে পুঙ্গাঞ্জলি দান করত প্রণবাদি
 নমোহস্ত সকল মন্ত্র জপ করিয়া পুঙ্গাঞ্জলি পরিত্যাগ
 করিবে, ইহাই মন্ত্রশুদ্ধি। ২—১১। পরে প্রথমতঃ
 সামান্যার্থ্য-পাত্র জলে পূর্ণ করিয়া গন্ধ-পুঙ্গাদি দ্বারা
 সংহিতামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত ধেনুমুদ্রা বন্ধন
 করিবে। তাহার পর কবচের দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া
 অন্ত্রমন্ত্রে রক্ষা করিবে। অনন্তর পশুযুক্ত পুজাকে
 গায়ত্রী দ্বারা অভ্যর্চনা করিয়া সামান্যার্থ্য দান করত
 গন্ধ, পুঙ্গ, ধূপ, দীপ, আচমনীয় স্বধাস্ত বা নমোহস্ত
 মন্ত্র দান করিয়া ত্রক্ষমন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ পুঙ্গাঞ্জলি দান
 করিবে ও “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে নিম্নালা অপনোদন
 করিয়া ঈশানকোণে চণ্ডকে অভ্যর্চনা করিয়া আসন-
 মূর্তি চণ্ডকে সামান্যঅয়ে ও লিঙ্গপীঠ পাণ্ডপত
 অস্ত্রে শোধন করিয়া মন্তকে পুঙ্গ স্থাপন করত পুজন
 করিবে। ইহাই লিঙ্গশুদ্ধি। কুর্ঘ্যপৃষ্ঠে আসন, তত্শু-
 পরি বীজাহুর, তাহার উপর ত্রক্ষশিলাতে অনন্তনাল,
 সেই অনন্তনাল-সুধিরে সূত্র কণ্টক কর্ণিকা কেশর
 ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য সূর্য সোম অগ্নি ও পূর্বোক্ত
 বাবাদি কেশয়ে শক্তিসমূহকে ও কর্ণিকাতে মনোময়নের
 সহিত মনোমন্যকৈ ধ্যান করিয়া সংক্ষেপে “অনন্তা-
 সনাং নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আসন কল্পনা করিবে।
 তত্শুপরি নিরুক্তি আদি কলাময় বটুকোষযুক্ত কর্ণকলাঙ্গ
 (অর্থাৎ বাহার অঙ্গ হইতে কর্ণগতি উৎপন্ন
 হইয়াছে) বেদনিদান (অর্থাৎ বাহার দেহ হইতে
 কর্ণকলাঙ্গ বেদ উৎপন্ন হইয়াছে) সঙ্গাশিবকে চিন্তা
 করিবে। পুঙ্গযুক্ত উডয়করে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুঙ্গ
 মর্দন করিয়া আবাহনমুদ্রা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ হ্রদাদি
 মন্তকে স্থাপন করত হ্রদমন্ত্রের সহিত মূলমন্ত্র
 উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া সন্ধ্যামন্ত্র দ্বারা বিন্দুস্থান
 অপেক্ষা অভ্যধিক দীপশিখাকার সর্বভোমুখ সর্বভো-
 হস্ত ব্যাণ্ড-ব্যাপক দেবকে আবাহন করিয়া স্থাপন
 করিবে। পূর্ববৎ শিবশক্তি সমবেত হ্রদমন্ত্রে
 পদবীকরণ ও অমৃতীকরণ, হ্রদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক
 মূলমন্ত্রের সহিত সন্ধ্যামন্ত্রে আবাহন হ্রদমন্ত্রের সহিত
 মূলমন্ত্রউচ্চারণপূর্বক বামনেব মন্ত্রে-স্থাপন ও ঐ
 প্রকার অশোরমন্ত্রে সরিরোদন, পুরুষমন্ত্রে স্মৃতি-

করণ এবং ঐ প্রকার জ্বর মস্ত্রের সহিত মূল-
মস্ত্র উচ্চারণপূর্বক ঈশান মস্ত্রে পূজা করিবে
এবং পূর্বের জ্ঞায় পঞ্চ মস্ত্রের সহিত মূলমস্ত্রে
আপনার দেহ নির্মাণ ও দেবের এবং অস্থিরও দেহ
নির্মাণ করিবে। ২০—২৪। পরে প্রেতিবিশ্ব ধ্যান
করিয়া মূলমস্ত্রে নমস্কারপর্যন্ত কার্য করিয়া স্বধাত্ত
করিয়া আচমনীয়, স্বাহাত্ত করিয়া মূলমস্ত্রের দ্বারা
অর্ঘ্য দান করিবে। অর্ঘ্য সর্ববিধেরই নমস্কারান্ত মন্ত্র।
বৌদ্ধান্ত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি কিংবা সকল নমস্কারান্ত
করিয়া জ্বরমস্ত্রের দ্বারা ঈশানমস্ত্রের দ্বারা কিংবা
রুদ্রগায়ত্রী দ্বারা অথবা ও নমঃ শিবায় এই মূলমস্ত্রের
দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ পুষ্পাঞ্জলিদানপর্যন্ত
করিয়া পুনর্বার হুপ আচমনীয় দান করিয়া বটমস্ত্র
দ্বারা পুষ্পনিঃসরণ পূজাবিসর্জন করিয়া মূলমস্ত্র
দ্বারা মস্ত্রোদকে জ্ঞান করাইবে। পরে পঞ্চমৃত্যাদির
অভিষেক করিয়া ঈশানমস্ত্রে প্রেতি ত্র্যয় অষ্টপুষ্প অর্ঘ্য
গন্ধ পুষ্প হুপ আচমনীয় প্রভৃতি দান করত ‘অস্ত্রায়
ফটু’ মস্ত্রে পূজাপসরণ করিবে। তাহার পর পিষ্ট
আমলকাদির সহিত শুক্লোদকে মূলমস্ত্র দ্বারা জ্ঞান
করাইবে। অনন্তর হরিদ্রাদি চূর্ণের সহিত উষোদক
দ্বারা পীঠমুক্ত লিঙ্গমূর্তিকে বিশুদ্ধ করিয়া রুদ্রাখ্যায়
পাঠ করত নীলরুদ্র, ত্বরিত ও রুদ্রমস্ত্র এবং পঞ্চব্রহ্ম-
মস্ত্র ও ‘নমঃশিবায়’ এইমস্ত্রে গন্ধোদক পুষ্পোদক
জুবর্ণোদক ও মস্ত্রোদক দ্বারা জ্ঞান করাইবে।
এইরূপ অভিষেক, লিঙ্গমস্ত্রকে পুষ্পস্থাপন করিয়াই
করিবে, কদাচ লিঙ্গমস্ত্রক শূন্য করিবে না; কারণ
বাহার রাজ্যে লিঙ্গমস্ত্রক শূন্য লক্ষণ থাকিবে, তাহার
রাজ্যে অলক্ষী, মহাবোগ, দুর্ভিক্ষ ও বাহনক্ষয় হইতে
থাকে। অতএব রাজা ধর্মকামার্থ-মুক্তির নিমিত্ত
এই নিয়ম কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। লিঙ্গ-
মস্ত্রক শূন্য হইলে রাজ্য এবং স্বয়ং রাজ্য পর্যন্ত
বিনষ্ট হইয়া থাকেন। ২৫—৩০। এইরূপ জ্ঞান
করাইয়া অর্ঘ্য দান করিবে, তাহার পর বস্ত্র দ্বারা
সম্মার্জন করিয়া মূলমস্ত্রে বস্ত্র-অলঙ্কারাদি দান করিবে
এবং হুপ, আচমনীয়, দীপ, নৈবেদ্যাদি মূলমস্ত্রে
নিবেদন করিয়া লিঙ্গমস্ত্রকে প্রণব দ্বারা পূজন ও
শোধন করিবে। নীরাঙ্গন ও দীপাদি দান করিয়া
যেহুমুদ্রা প্রদর্শন, কবচ দ্বারা অবগুণ্ডন, বটমস্ত্রে
রক্ষণ, এইরূপ লিঙ্গমস্ত্রকে লিঙ্গমধ্যে ও লিঙ্গের
অধোভাগে সাধারণ কার্য করিবে। পরে মূলমস্ত্রে
নমস্কার করিয়া আবাহন, স্থাপন, সন্নিবোধকরণ,
সর্গদ্বন্দ্বকরণ, পদ্য, আচমনীয়, অর্ঘ্য, পঞ্চ, পুষ্প, হুপ,

নৈবেদ্য, আচমনীয়, হস্তোত্তর্জন মুখবাসাদি উপচার
সকল নিবেদন করিয়া, ব্রহ্মমস্ত্র-জপ ও পদ্যাদি অঙ্গের
উপচারক্রমে পূজা করিবে। পরে সকল ধ্যান, সকল
স্বরণ পরাবরণ ধ্যান, মূল মস্ত্র জপ, দশাংশ ব্রহ্মজপ
পূজাসমাপন, আত্মনিবেদন, তুতি, নমস্কার প্রভৃতি
এবং বাহ্য গুরুপূজা ও দক্ষিণে গণেশ পূজা করিবে।
কি দেবগণ কি বিজগণ সকলেরই সর্বকামার্থ-সিদ্ধির
নিমিত্ত আদিতে এবং অন্তে জগদীশ্বর বিশেষকে পূজা
করিতে হইবে। যে ব্যক্তি লিঙ্গমূর্তিতে কিংবা স্থিতি
দেব শিবকে পূজা করিয়া থাকে, সে এক বৎসর
এইরূপ কার্য করিলেই শিবসামুদ্র লাভ করিয়া
থাকে, আর যে লিঙ্গমূর্তিতে পূজা করে সে যমাসের
মধ্যেই শিবসামুদ্র লাভ করে। ইহা আর বিচার্য
নহে। সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া ঈশবৎ প্রণাম
করিবে, মানবগণ প্রদক্ষিণ পাদক্রমে শতজন্মমেধের
ফল লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে; অতএব
সর্বকামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিয়ত পূজা করিবে।
এইরূপ পূজা করিলে ভোগার্থী ব্যক্তি ভোগ
লাভ করিয়া থাকে, রাজ্যার্থী ব্যক্তি রাজ্য লাভ
করিয়া থাকে, পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্রশ্রেষ্ঠ লাভ
করিতে সমর্থ হয় ও রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত
হয়। অধিক কি, যাহা যাহা ইচ্ছা করিবে, ঐ
পূজাবলে মানবগণ তাহাই লাভ করিতে সমর্থ
হইবে। ৩১—৪১।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

শৈলাদি কহিলেন, হে সনৎকুমার ! এক্ষণে শিব
পরিভাবিত শিবায়িকার্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন।
সমুদ্রস্থ হুসংস্কৃতদেশে পূর্বাংশ ও উত্তরাংশ হুত্রের
করিবে। পরে চতুর্দশ কোষে যত্রপূর্বক হুও নির্মাণ
করিবে; নিত্য হোমায়িকুণ্ড মেখলাত্রয়যুক্ত নির্মাণ
করিবে। মেখলা (হোমকুণ্ডের উপরিস্থ বেষ্টন বিশেষ)
হস্তপ্রমাণ চারি অঙ্গুলি তিনঅঙ্গুলি ও চুইঅঙ্গুলি
বিশীর্ণ করিবে ও হস্তপ্রমাণ হুও করিবে, মেখলোপরি
অখণ্ডপ্রস্তর দ্বারা প্রাণেশপ্রমাণ যোনি নির্মাণ করিবে
ও যথাবিধি অষ্টপত্র ও কণিকাবুক্ত প্রাণেশপ্রমাণ
ব্রহ্মনাভি নির্মাণ করিবে। অন্ত্রমস্ত্রে উল্লেখন ও
বর্ষমস্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে। পরে হুও অথলোক
করিয়া হুই রেখা করিবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরগণ
প্রাণেশ ও উত্তরাংশ তিন তিন রেখা করিবে

পরে, বর্ষমধ্যে অভ্যুত্থান করিবে। পরে শমী ও পিঙ্গলমূলকভূত বোড়শঅঙ্গুলি-পরিমিত অন্নপী কাঠে (২৭) এই বহিঃ বীজ দ্বারা বহিঃ-মূলন করিয়া ছন্দমন্ত্রে শক্তি শ্রাস করত হোমকৃত্তে বহিঃ নিষ্ক্ষেপ করিবে। এইরূপ যথাবিধি অধ্যাখ্যান করিয়া মৌন-ভাবে অবলম্বনে প্রাণেশ-পরিমিত বহিঃ কঠখণ্ডের সহিত বহিঃ সংযুক্ত করিবে। পরে যথাবিধি অষ্টমিকে দল দ্বারা পরিসমূহন করিবে। তাহার পর পূর্বাধি অনুক্রমে পরিস্তরণ করিবে;—যথা পূর্বদিকে উত্তরাগ্রে করিয়া, দক্ষিণদিকে প্রাগ্রা করিয়া, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্রে করিয়া ও উত্তর দিকে পূর্বাগ্রে করিয়া পরিস্তরণ করিবে। অনন্তর পূর্বদিকে ইন্দ্রাধি-দৈবতকে আবাহন করিবে এবং দক্ষিণে যমাদি-দৈবতকে, উত্তরে চন্দ্রাদি-দৈবতকে ও পশ্চিমে বরুণাদি-দৈবতকে আহ্বান করিবে। কুশসমূহে পাত্র সকল বন্দভাবে, অর্থাৎ দুই দুই করিয়া স্থাপন করিবে। দ্রব্য সকল অধোমুখ করিয়া উত্তরদিকে রাখিবে। তাহার উপরে দর্ভসকল বিস্তার করিবে এবং শিরকে দক্ষিণদিকে স্থাপন করিবে ও মূলমন্ত্রে পূজা করিয়া পরে হোম করিবে। পরে পুনর্বীর প্রোক্ষণপাত্র গ্রহণ করত জলে পরিপূর্ণ করিবে। আর সেই জলের উপর প্রাণেশ-পরিমিত কুশদ্বয় স্থাপন করিবে। তাহার পর কুশাংকে “বসোঃ স্বর্ধ্যস্ত রখিতিঃ” এইমন্ত্রে সিক্ত করিবে এবং সর্বত্র পাত্র বিস্তারিত করিয়া বিধানানুসারে প্রোক্ষণ করিবে ও প্রণীতা পাত্র (বহিঃ পাত্রবিশেষ) গ্রহণ করত জলে পরিপূর্ণ করিবে। পরে সেই অস্ত্র উল্লঙ্ঘ্য কুশাং বাবা আচ্ছাদন করত হস্ত দ্বারা নাসিকাসমীপে সেই পাত্র উত্তোলন করিয়া দৈশানকোণে স্থাপিত করিবে। আর পশ্চিম-উত্তর-কোণে আত্ম স্থাপন করিবে। পরে ভয়মিশ্রিত অঙ্গার উপবেশ কাঠ দ্বারা গ্রহণ করত পশ্চিম-উত্তর কোণে স্থাপন করিয়া তাহাতে ঘৃত তপ্ত করিবে। তৎপরে ত্রৈতে কুশসকল প্রজালিত করিয়া প্রজালিত কুশদ্বয় দ্বারা পর্যায়িকরণ করিবে। অনন্তর সেই প্রজালিত কুশসকল সেই বহিঃতে নিষ্ক্ষেপ করিয়া বহিঃসমীপে ঘৃত স্থাপন করিবে। ১—২০।

তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত কুশদ্বয় যথাবিধি প্রাকালন করিয়া যেই সকল তরুণলজ্জক দর্ভের সহিত পুনর্বারে ময়ী দর্ভ দ্বারা পর্যায়িকরণ করিবে এবং অঙ্গার পর্যায়িকরণ করিয়া সেই হস্তপাত্র দ্বাখাইবে। তৎপরে কুশসকল পাত্রকে উত্তর-পশ্চিম-কোণে, দ্বাদশ

করিবে। তাহার পর উপবেশ কাঠদ্বারা অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া উত্তর-পশ্চিম-কোণে সেই কাঠ স্থাপন করিয়া প্রাকালন করত দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা শ্রবাহক্রেমানুসারে (বাহিঃকোণে পদ্ধতি অনুসারে) পরিস্তরণ গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্রে আয়োৎ-পন্ন করিবে। পরে সেই দ্ব্যঙ্গুলিত পরিস্তরণকে অভ্যুত্থান করিয়া অগ্নিতে নিষ্ক্ষেপ করিবে। হে হুত্রত! অহুঃ অহুঃ অরতিপ্রমিত দীর্ঘ হইবে, তাহার মূখে গর্ত থাকিবে। দণ্ডমূল বড়ঙ্গুলি বিস্তৃত হইবে। কর্ণাল তিনঅঙ্গুলি বিস্তৃত হইবে। মূখ মূলের দ্বারা হইবে। দণ্ড গোপুচ্ছ-সূক্ষ্মাকার হইবে। আর স্রবের অগ্রভাগ নাসিকার দ্বারা হইবে এবং পুট-দ্বয়যুক্ত ও মুক্তাধি পূর্ণ হইবে। পূর্বাভ্যাসি প্রয়োজনীয়, বৃহৎ স্রব-বিধান বলিতেছি, শ্রবণ করন। ঐ স্রব ঘটত্রিশংঅঙ্গুলি-পরিমিত দীর্ঘ ও অষ্টাঙ্গুলি-বিস্তারযুক্ত হইবে ও উচ্চে চারিঅঙ্গুল হইবে, ঐ পরিমাণ হুত্রদ্বারা সমান করিয়া লইবে। সেই স্রবের মূখ দৈর্ঘ্য-বিস্তারে সপ্তাঙ্গুলি হইবে। অগ্রভাগ দ্বাদশ-অঙ্গুলিপ্রমাণ করিয়া তাহার পর অবশিষ্ট ভাগদ্বয় বক্ষ্যমাণপ্রকারে অগ্র হইতে স্বতন্ত্ররূপে নির্মাণ করিবে। অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ দীর্ঘ বেদিনির্মাণ করিবে, ঐ বেদির বিস্তারও অষ্টাঙ্গুল হইবে। তাহার মধ্যে চারিঅঙ্গুল-পরিমিত গর্ত করিবে। ঐ বিল স্রবস্ত অষ্টপত্রযুক্ত কর্ণিকা-বিভূষিত হইবে। ঐ বিলের বাহিরে চতুঃপার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল-প্রমাণ পট্টিকা করিবে ও সেই বিলের বাহিরে বিকশিত-পত্রচিত্রিত পত্র নির্মাণ করিবে, পরে সেই পত্রের বাহিরে ঘবদ্বয়-প্রমাণ পট্টিকা নির্মাণ করিবে। বেদির মধ্যে কনিষ্ঠাঙ্গুলি-পরিমিত গর্ত করিবে। এইরূপে যে পর্যন্ত বেদীর শেষ না হয়, সে পর্যন্ত গর্ত করিবে। নালদণ্ড বড়ঙ্গুল হইবে, দণ্ডাংগে অর্দ্ধাঙ্গুল করিয়া বাড়াইয়া চারিঅঙ্গুলপরিমিত দণ্ডিকাত্রয় করিবে। আর ঐ দণ্ডের মূল ত্রয়োদশ-অঙ্গুল দীর্ঘ শিরোভাগ করিতে হইবে। কণ্ডুগ্রীব বৃহৎ দুইঅঙ্গুল পরিমিত হইবে। নাভি দশঅঙ্গুলি-পরিমিত হইবে। বেদীমধ্যে ঐরূপ দশঅঙ্গুলি-পরিমিত পত্রপৃষ্ঠাকার নাভি করিয়া দুইঅঙ্গুলি-প্রমাণ কর্ণিকার পাণ নির্মাণ করিবে। সেই স্রবের পশ্চিম-পূর্ব-ভাগে পাত্র-বসন-করিতে। অষ্টাঙ্গুলি-প্রমাণ

ঐ স্রব কৃৎসনোহে নির্দ্বাণ করিবে। পরে পঞ্চবিংশতিসংখ্যক কুশ দ্বারা ঐ স্রব স্রব দ্ব্যঙ্গিত করিবে। পরে অত্র দ্বারা অগ্রভাগ সংশোধন করিবে। মধ্য দ্বারা মধ্যভাগ ও মূল দ্বারা মূলভাগ শুদ্ধ করিবে। ২১—৪০। তাহার পর স্বাধিবিহি হৃদয়মন্ত্রে অগ্নিতে তাপিত করিবে। আত্মস্থানী প্রণীতাপাত্র ও প্রোক্ষণীপাত্র এই তিন পাত্র সুবর্ণ-নির্মিত ও রৌপ্যনির্মিত বা তাম্রনির্মিত কিংবা মুদ্রয় করিবে। পৌষ্টিক কর্ণে ইহার অঙ্কনা করিবে না। অভ্যন্তর কর্ণে ঐ পাত্র সোহদ্বারা নির্দ্বাণ করিবে। শাস্তিক কার্ণে ঐ পাত্র মুদ্রয় করিবে। ঐ পাত্রের মুখভাগ ষড়ঙ্গুল বিস্তৃত হইবে। প্রোক্ষণীপাত্র চুই-অঙ্গুল উচ্চ হইবে, প্রণীতাপাত্র চারিঅঙ্গুল ও আত্মস্থানী ষড়ঙ্গুল উচ্চ হইবে। যে সকল সমিধ দ্বারা হোম হইবে, সেই সকল দ্বারাই পরিমি হইবে। ঐ সকল সমিধ মধ্যস্থলিয় দ্বার বিশাল সরল ও ত্রণশূন্ত হইবে। দ্বাত্রিংশৎঅঙ্গুল দীর্ঘ পরিমিত্রয় করিবে। অঙ্গুলিচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রেক্ষণিভাবে গ্রথিত দ্বাত্রিংশৎঅঙ্গুলি দীর্ঘ, ত্রিংশৎ কুশ দ্বারা পরিস্তরণ করিবে। আভিচারাদি কার্ণে শিবাঘ্যাদান ব্যতীত সকল কার্ণ করিবে। অভ্যন্তরকার্ণে সমিধ সকল অকোমল দৃঢ় দেখিয়া সংগ্রহ করিবে। আর সামান্য সমিধ সরল লবু সুবর্ণ নিক্ত ত্রণশূন্ত কনিষ্ঠাঙ্গুলপ্রমাণে দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত হইবে। ইহাই সর্বকার্ণে সমিধ পরিমাণ জানিবে। গব্যরূত হোমে প্রশস্ত তাহা অপেক্ষা কপিলাগোহুদ্র অতিশয় প্রশস্ত। আহতি স্রব পরিশুণ করিয়া করিবে, ইহাই আহতি পরিমাণ। চর প্রভৃতি অন্ন অক্ষ (পরিমাণ বিশেষ) পরিমিত করিয়া তাহার দ্বারা হোম করিবে। হোমে, তিল শুক্লপরিমিত হইবে। যব অর্দ্ধশুক্লপরিমিত ও ফল সকল স্ব স্ব প্রমাণ হইবে। আর অক্ষপাত্রে চতুঃস্রব পরিমিত ঘৃত লইয়া তাহা দ্বারা হোম করিবে। ষিষ্টকৃত্যহোমে পূর্ণাহতির অর্দেক-পরিমাণ আর অবশিষ্ট সকলের ঐ পরিমাণ জানিবে। শাস্তিক পৌষ্টিক হোম শিবান্নিতে করিবে। মোহন উচ্চাটনাদি শৌকিকান্নিতে বিবেয়। সাধকেরা সকল কার্ণ শিবান্ন নির্দ্বাণ করিয়া সপ্ত জিহ্বা কল্পা করত করিবে, ইহাই বিধি। অথবা জিহ্বামাত্র কল্পা দ্বারা ই শিবান্ন সিদ্ধ হয় বলিয়া জিহ্বা মাত্র কল্পা করিয়া সকল কার্ণ করিবে। ৪১—৫০। ও বহু-রূপটরে মধ্যজিহ্বাটরে ইত্যাদি বহাঙ্ক মন্ত্র। ও দ্বিগুণটরে ইত্যাদি। ও কলকটরে ইত্যাদি। ও

রজাটরে ইত্যাদি। ও কৃৎসনটরে ইত্যাদি। ও মূত্রভাটরে ইত্যাদি। ও অভ্যন্তরটরে ইত্যাদি। ও বহুরে ইত্যাদি। বহাঙ্ক মন্ত্র দ্বারা অগ্নিসংস্কার করিবে। অথবা বহুরকার্ণেও নৈমিত্তিক কার্ণে যথোক্তবিধিঅনুসারে শিবান্ন নির্দ্বাণ করিবে, সেই বিধি বলিতেছি শ্রবণ করুন। কড়ম্ব বট মন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ তড়ন ও প্রোক্ষণ করিবে। চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা অভ্যক্ষণ বট মন্ত্র দ্বারা ধনন ও উৎকীর্ণ আত্ম মন্ত্র দ্বারা পূরণ ও সমীকরণ। বৌষড়ম্ব মন্ত্র দ্বারা স্টেন, বট মন্ত্র দ্বারা কুটন নিবৃত্তি, কলাম্ব দ্বারা কুণ্ড পরি-কল্পন; অথবা, বাম, সন্ধ্যা, এই তিন মন্ত্র দ্বারা কুন্তমেঘলাকরণ, চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা কুণ্ডার্চনা, আত্ম মন্ত্র দ্বারা রেখাচতুষ্টয়-সম্পাদন, কড়ম্ব বটমন্ত্র দ্বারা স্বামীকরণ অর্থাৎ দৃঢ়ীকরণ, ও আত্ম মন্ত্র দ্বারা পুরোক্ত ইন্দ্রে অগ্নি প্রভৃতি চতুঃপাদ স্থাপন করিবে। এই অষ্টাদশপ্রকার কুণ্ডসংস্কার বিধেয়। এইরূপ কুণ্ড-সংস্কারের পর অক্ষপাটন (অর্থাৎ তুষ দ্বারা আচ্ছাদন) করিয়া বট মন্ত্র দ্বারা বিষ্টর স্তাস করিবে ও আত্মমন্ত্র দ্বারা হীরকাসনে (ও হ্রীং বাগধরীং শ্রামবর্ণাম্) ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বাগীধরীর আবাহন করিবে। ও বাগীধরীং পূজয়ামি এই বলিয়া পূজা করিবে পুনর্ব্বার একবক্ত্রং চতুর্ভুজং শুদ্ধফটিকাভং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বাগীধরের আবাহন করিবে। পরে স্থাপন সন্নিধান সন্নিরোধ ও ও হ্রীং বাগীধরায় নমঃ এই বাক্যে পূজাপর্যন্ত সমাপন করিয়া বাগীধরীর সংস্কার করত গর্তাদান ও অগ্নিসংস্কার করিবে। অরবীণিত বা সূর্য্যকান্তমণিজাত অথবা অগ্নিহোত্র-জাত অগ্নি তাত্রপাত্রে বা শরাবে রাখিয়া আত্মমন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ তড়ন অভ্যক্ষণ ও প্রোক্ষণ করিবে এবং ঐ প্রথম মন্ত্রে ত্রৈলোক্যংশ পরিভ্যাগ করিয়া ত্রিবর্গাদান অগ্নিকে ক্রমযত্ব হইতে আবাহন করত আগ্নেয় মন্ত্র দ্বারা উদ্দীপিত করিবে। পুরুষমন্ত্রের সহিত প্রথম মন্ত্র দ্বারা ধারণা ও সংহিতা মন্ত্রে থেতুমুদ্রা করিবে। পরে চতুর্থমন্ত্রে অবগুর্জন করিয়া তুষাতিতম্বাহু হইয়া শরাব উপাধান করিয়া কুন্তোপরি স্থাপন করিবে। তাহার পর চতুর্থমন্ত্র দ্বারা প্রেক্ষণ করাষ্টয়া অগ্ন-সমুখে বাগীধরীকে ধ্যান করত গর্তাদানসময়ে গর্তদারীতে বৌষড়ম্ব আত্ম মন্ত্র দ্বারা কল প্রদান করিবে। অনন্তর কুণ্ডার্চ দ্বারা করিয়া প্রথম মন্ত্র দ্বারা কাঠ প্রদান গর্তাদান (অথবা পুরুষাণী বহির আবাহন) ও প্রোক্ষণ করত আত্মমন্ত্র দ্বারা পূজন, বামমন্ত্রে মন্ত্র দ্বারা পুংসকল, দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা পূজন, অথবা

মন্ত্র দ্বারা গীর্জাস্থাপন ও ঐ তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। ৪১—৭০। অবশ্য ব্যাপ্তি, বস্ত্রোদ্ঘাটন বস্ত্রসিদ্ধি কর্তব্য তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা করিবে, পুরুষ মন্ত্র দ্বারা পটভাজ্য কর্তব্য, চতুর্থমন্ত্র দ্বারা পূজন, ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা ভূতভক্তির নিমিত্ত প্রোক্ষণ, ও কুশাস্ত্র মন্ত্র দ্বারা অগ্নিরূপ পুত্রের বস্ত্রে রক্ষা করিবে। অগ্নি কোণে মূল, ঈশান কোণে অগ্র, নৈঋত কোণে মূল, বায়ু কোণে অগ্র ও বায়ুকোণে মূল এবং ঈশান কোণে অগ্নি/রাশিগ্না কুশাস্ত্র রূপে অন্তরণ করিবে। পরে লাগাপনো-দ্বারের নিমিত্ত অগ্র ও মূল দ্ব্যন্ত করিয়া সমিধকে ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা আহতি দান করিবে। সদ্যোজাত মন্ত্র তাগ করিয়া বামদেবাগ্নি মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা পরিধিবৃত্ত বিষ্টর ভ্রাস করিবে। প্রথম মন্ত্র দ্বারা ভদ্রাসনোপরি ত্রিকা বিষ্ণু মহেশ্বরের পূজা করিবে এবং ইত্যাদি লোকপালগণকে ও বজ্রাদি শূলপর্ধ্যন্ত লোকপালগণের অন্তঃসমূহকে পূজা করিবে। পরে বাগীশ্বর বাগীশ্বরীর পূজা করিয়া বাগীশ্বরকে বিনর্জুন করত হোমদ্রব্য সকল বিনর্জুন করিবে। অনন্তর অক্ষুশ্রব-সংস্থার ও পূর্ববৎ নিরীক্ষণ প্রোক্ষণ ভাঙন অভ্যুক্ষণাদি করিয়া অক্ষুশ্রব হই হস্তে লইয়া প্রথম মন্ত্র দ্বারা সংস্থাপন ও তাড়ন করিবে, এবং অক্ষুশ্রবের উপরে মূল, মধ্য ও অগ্রেতে তিনবার দর্ভ দ্বারা অনুলেখন করিয়া অক্ষুশ্রবকে ও অক্ষুশ্রবকে দক্ষিণপার্শ্বে কুশোপরি “শতদ্রব নমঃ শতদ্রব নমঃ” এই মন্ত্রদ্বারা স্থাপন করিবে। ৭১—৭২। অর্থাৎ পর চতুর্থ মন্ত্রে সমীপবর্তী হস্ত দ্বারা অক্ষুশ্রবকে বেষ্টন করিবে ও অর্চনা করিবে। পরে পুণ্ড্রমুদ্রা দেখাইয়া চতুর্থ মন্ত্রদ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা রক্ষা বিধান করত পূর্বোক্ত অক্ষুশ্রব সংস্থার করিবে, এবং পুনর্বার আভ্যাসংস্থার ও নিরীক্ষণাদি করিতে হইবে। ইহাই বিধান। হৃত পাত্রকে ঈশানকোণে ষষ্ঠ মন্ত্রদ্বারা বেলীর উপরে স্থাপন করিয়া হৃত তাপিত করিবে। তৎপরে বিত্তপ্রমাণ কুশপত্রের অগ্রভাগ বামহস্তের অনামিকানুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ও মূলভাগ দক্ষিণহস্তের অনামিকানুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া অগ্নিশিখায় উৎপবন করিবে ও পুনর্বার ছয় গাছা দর্ভ পুষ্কর ভ্রাস করিয়া অগ্নে সংপ্রবন করিবে এবং দ্ব্যাহাশ্র আশ্রিত মন্ত্রদ্বারা কুশদ্রব্যকে পবিত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া প্রথম মন্ত্র দ্বারা দর্ভে নিক্ষেপ করিবে। ইহাই পুণ্ড্রীকরণ-বিধি। পুণ্ড্রীকরণ করত অগ্নি প্রোক্ষণ করিয়া হৃতপাত্র ঈশানকোণে প্রবন করাইবে। দ্ব্যাহাশ্র পরে দর্ভে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিতে

নিক্ষেপ করিবে। ইহাই নীরাঙ্কন বিধি। তাহার পর আবার দর্ভ গ্রহণ করিয়া কীটাদি নিরীক্ষণ করত অর্ঘ্যজলে প্রোক্ষণপূর্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে ইহাই অবশ্যোক্তন-বিধি। পরে দুইটি দর্ভ গ্রহণ করিয়া অগ্নিশিখা দ্বারা হৃত নিরীক্ষণ করিবে। তৎপরে অস্ত্রদর্ভের সহিত পবিত্র গ্রহণ করিয়া সেই পবিত্রদ্রব্য দ্বারা প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করত হৃতকে তিনভাগে বিভক্ত করিবে, তাহার মধ্যে দুই ভাগ শুক্লপক্ষ্যামক ও একভাগ কৃষ্ণপক্ষ্যামক, এইরূপ পৃথক করিবে। পরে সেই কৃষ্ণপক্ষ্য নামক প্রথম ভাগ হইতে অগ্নে হৃত গ্রহণ করিয়া ও অগ্নয়ে স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। শুক্লপক্ষ্যামক দ্বিতীয়ভাগ হইতে হৃত গ্রহণ করিয়া ও সোমায় স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে ও ঐ শুক্লপক্ষ্যামক তৃতীয় ভাগ হইতে হৃত গ্রহণ করিয়া ও অন্নীষোমাত্যাং স্বাহা। এই মন্ত্রে হোম করিয়া পুনর্বার হৃত গ্রহণ করত “ও অগ্নয়ে ষিষ্টরুতে স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম করিবে। পরে পুনর্বার কুশসহিত পবিত্র গ্রহণ করিয়া নমোহস্ত সংহিতা মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। এইরূপ অভিমন্ত্রণ করিয়া খেতুমুদ্রা প্রদর্শন, কবচ দ্বারা অবগুণ্ঠন ও অন্ত্রমন্ত্রে সংরক্ষণ করিবে। তৎপরে সঙ্কত পবিত্রদ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাই আভ্যাসংস্থার-বিধি। শক্তিবীজ (দ্বীং) দ্বারা অক্ষুশ্রব হৃত গ্রহণ করিয়া হোমদ্রব্যে মণ্ডলাকারে হৃত-দ্বারা নিক্ষেপ করিবে। পরে “ও ঈশানমূর্তয়ে স্বাহা ও তৎপুরুষবক্ত্রায় স্বাহা ও অর্বোরহস্যায় স্বাহা ও বামদেবায় শুভায় স্বাহা, ও সদ্যোজাতমূর্তয়ে স্বাহা, এই মন্ত্রে পূর্ববৎ হোম করিবে। ইহাই বস্ত্রোদ্ঘাটন-বিধি। ও ঈশানমূর্তয়ে তৎপুরুষবক্ত্রায় স্বাহা ও তৎপুরুষবক্ত্রায় অর্বোরহস্যায় স্বাহা, ও অর্বোরহস্যায় বামদেবায় সদ্যোজাতমূর্তয়ে স্বাহা” এই মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র সন্ধান বিধেয়। ও ঈশান ইত্যাদি দ্ব্যাহাশ্র মন্ত্র দ্বারা বস্ত্রোদ্ঘাটন করিবে। এ সকল কার্য শিবায় নির্মাণ করিয়া তাহাতে করিবে। অথবা কেবল জিহ্বাহোম ও শক্তিকাদি কার্য করিবে। পর্ভা-ধানাদি কার্যে যোনিবীজ দ্বারা কশাহতি বা পকাহতি দান করিবে। পরে শিবাদিতে পূর্ববৎ দ্রব্য পরম আসন নির্মাণ করিয়া তাহাতে আবাহন ভ্রাস প্রভৃতি অর্চনা, যেমন দেবযুক্তিতে অর্চনা বিহিত সেইরূপ করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবদ্রব্যকে নমস্কার করিবে ও সর্বসংকট সর্গত গোপাশ্রায় করিয়া পরিবেশন করিবে ও সমিধে হৃত দ্বারা নিক্ষেপপূর্বক

সেই সমিধ প্রজলিতঅগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। হুই অধোরভাগ করিয়া সন্ধ্যোজ্ঞাতানি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সেই অধোরভাগকে হুত দ্বারা ধ্বাবিধি হোম করিবে এবং চক্ষুঃ কখনা করিয়া আভ্যভাগষট্ঠক উত্তরে “অগ্নয়ে স্বাহা” এই মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণে “সোমায় স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম করিবে। হে সনৎকুমার! পশ্চিমাভি-মুখ শিবায়ির দক্ষিণ চক্ষু উত্তর নয়ন এবং উত্তর চক্ষু দক্ষিণ নয়ন হইয়া থাকে। সেই চক্ষুমধ্যে মূলমন্ত্র দ্বারা দশবার হুতাহুতি প্রদান করিবে। চক্ষুহোম করিলে যে ফল আর সমিধ দ্বারা হোম করিলেও সেই ফল আনিবে। পরে মূলমন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি দান করিবে। ৮০—১০২। সকল আবরণ দেবতার ঈশানাদি ক্রমে ও শক্তিবীজক্রমে পাঁচ পাঁচ করিয়া আহুতি দান করিবে। পরে অধোরমন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে। আর ষষ্টিরূপ হোম পর্য্যন্ত পূর্বের জ্ঞায় বিধেয়। এই তিনপ্রকার হুশোভন অধিকার্য্য কথিত হইল। হে মহামুনে! অবসর-অনুসারে নিত্য এইরূপ হোম কর্তব্য। এইরূপ হোম করিলে জীবনান্তে স্বর্গ ও অগ্নির জ্ঞায় দীপ্তিলাভ হইয়া থাকে এবং কোন কালেও আর নরক লাভ হয় না। ত্রিবর্গসাধক ব্যক্তি পরহিংসাসূক্ত হোম করিবে। আর মুমুকু ব্যক্তি হৃদিষ শিবায়িক চিন্তা করত ধ্যান বজ্র দ্বারা হোম করিবে এবং সর্বভূতাত্ত্বামী সর্ব-জগৎপতি শিবকে অবগত হইয়া প্রাণায়াম করত তত্ত্বপূর্বক নিয়ত হোম করিবে, কারণ বাহু-হোমামু-ধ্যায়ী ব্যক্তি ভেদরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পাপাণময় প্রদেশে কষ্ট পাইতে থাকে। ১০৩—১০৮।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্ বিংশ অধ্যায়।

শৈলাদি কহিলেন;—শিবভক্ত ব্রাহ্মণ শিবের চিন্তায় তৎপর হইয়া দেবদেব পরমেশ্বর শিবকে পূজা করিবে। অগ্নিমূর্ত্তা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক অগ্নি-হোত্রজ্ঞ তন্ময় গ্রহণ করিয়া পান হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্কীক ঐ তন্ময় দ্বারা সুসন্নিহিত করিবে। যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্বক উত্তরমুখ হইয়া ব্রাহ্ম তীর্থ দ্বারা আচমন করিবে। পরে “ঐ নমঃ শিবায়” এই মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মা শিবের শরীর নির্দ্বন্দ্ব করিয়া প্রণব এবং পূর্বোক্ত ঐ মন্ত্র দ্বারা মহালেবের পূজা করিবে। হে ব্রহ্মজ্ঞ! অধিকার্য্য এবং সমস্ত পূজা ও পূর্বের জ্ঞায়

শূলধারী অধোরেশ্বরের পূজা, সকলপূজা হইতে অধিক। সেই ঐশ্বর্য্য অধোরেশ্বরের মন্ত্র-বিত্তি এবং ঐ অধোরেশ্বরের ধ্যানও ভিত্তি। তাহা বলিতেছি। তাঁহার মন্ত্র, অধোরেশ্বরাধ হোত্রোক্তো বোরেশ্বরতরোভ্যঃ সর্কোভ্যঃ সর্কসর্কোভ্যো নমোহস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ। ১—৬। অধোরেশ্বঃ প্রশান্তহৃদয়ায় নমঃ, বোরেশ্বঃ সর্কায়-ব্রহ্মশিরসে স্বাহা, বোরেশ্বরতরোভ্যঃ জ্ঞানামানিনে শিখায়ৈ বর্ষট্, সর্কোভ্যঃ সর্কসর্কোভ্য পিস্কলকঙ্কার হুং, নমস্তেহস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ নেত্রত্রয়ায় বর্ষট্, সহস্রা-ক্ষয় চূড়োদয় পাশতপতয়ে হুং ফট্। এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গজ্ঞাস করিবে। পরে পূজাবিধি কহিতেছি। রানের পরে আচমনপূর্বক আপনার শরীর আত্মকণ করত ধ্বাবিধি অধমর্গপঞ্চ এবং তর্পণ করিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদান ও সূর্য্যের পূজা করিবে। অধোর-পূজাতে সমস্তই সমান, কেবল মন্ত্র ভিন্ন করিবে। পূজক বড়সুভক্তি দ্বারা পূজা এবং বাস্তব পূজা করিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করত অগ্রে কর শোধন করিয়া বিরক্তিরূপ অনল দ্বারা সমস্ত ব্যবহার দ্বন্দ্ব করত নাসিকার অগ্রস্থিত হস্তকমলে সেই তন্ময় স্থাপনপূর্বক সেই ব্যবহারভম্য বায়ু দ্বারা প্রেরণ করিয়া পবিত্রজলে শোধন করত ব্রহ্মায় সেই ভয়ে শক্তির সহিত ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করিবে। ৭—১০। অধোরসংজ্ঞক মন্ত্রকে পাঁচভাগ করিয়া পুনরায় তাহাকে পঞ্চাশ ভাগ দ্বারা বিলিপ্ত করিবে। এই প্রকার পূর্বকথিত জ্ঞানযুক্ত ক্রিয়াকে পূর্বোক্তরূপে যথাবিজ্ঞান করিয়া জিনেত্র অধোর মুর্ত্তির সহিত জ্ঞাস করিবে। হৃদয়ে উত্তম আসনে বসিহুত চিন্তা করত নাভিদেশে অগ্নিসত্ত্ব স্মরণ করিয়া ভ্রমধ্যে দীপশিখার জ্ঞায় প্রভুকে চিন্তা করিবে। পরে ধ্যানপ্রকার বলিতেছি। শান্তি, বীজ অক্ষর, অনন্ত এবং ধর্ম্মাদি সংযুক্ত চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নিসম্পন্ন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরমূর্ত্তি সংযুক্ত, বামাদিযুক্ত, মনোমন্ডলী কর্তৃক অধিষ্ঠিত, উত্তমআসনে পরমাত্মারূপে অধি-ষ্ঠিত, ঈশ্বরস্বরূপ। বাহার দেহ, অষ্টত্রিংশৎ কলাদ্বারা গঠিত, সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাত্মক, ও মঙ্গলময়, বাহার অষ্টাংশ হস্ত, গজচর্ম্ম বাহার উত্তরীয় বস্ত্র, ব্যাজ্রচর্ম্ম বাহার পরিধান বস্ত্র, বিনি সকলহলে অধোর নামে খ্যাত, বিনি পরমেশ্বর, বিনি স্বাক্রিংশৎ অক্ষর-রূপিণী স্বাক্রিংশৎ শক্তি কর্তৃক পরিবৃত্ত, বিনি সকল আভরণে বিভূষিত, সমস্ত দেবভাগ্য বাহাকে মমতার করেন, কলাশমালা বাহার আভরণ, সর্প এবং হস্তিক বাহার ভূষণ, বাহার মুখমণ্ডল, পূর্বোক্তের জ্ঞায়, বাহার মূর্ত্তি অতি মনোহর, কোটীচন্দ্রের তুল্য বাহার প্রভা, ১১

বিনি লগাটে চন্দ্রকলা ধারণ করিতেছেন, বিনি শক্তির সহিত সর্বদা। অবস্থান করেন, যাহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, যে শব্দের একহস্তে ধৃত্য, খেটক, পাশাত্ত, বিবিধ স্বর দ্বারা চিত্রবিচিত্র অঙ্কন ও নাগককা নামক অস্ত্র ১২ অপর হস্তে শরাসন, পাণ্ডপাত্ত, দণ্ড এবং ঘট্টা, অপর হস্তে বীণা, ষট্টা, বৃহৎশূল, দিব্য ডমরু, বজ্র, গদা এবং প্রসীপ্ত টঙ্ক ও অপর হস্তে মুণ্ডগর, সেই বরদানে সত্ত অভয়হস্ত, পুঞ্জনীয় পর-মেশ্বরকে চিত্তা করিবে এবং পূজা করিবে। পরে অগ্নিতে হোম করিবে। কিন্তু ইহাতে পূর্বের জ্ঞান সমস্ত মন্ত্র ভিন্ন প্রকার কথিত হইয়াছে। বহি-পুত্রগোষ্ঠ বিধান দ্বারা আট প্রকার পুষ্পাদি এবং গন্ধাদি দ্বারা পূজা, জুতি, আচ্ছাদনবিধান ও কুণ্ডলমধ্যে হোম করিবে। কুণ্ডলমধ্যে হোম বলিয়া বহির্হোমাদি কথিত হইতেছে। ১১—২২। বধ্যবিধি মণ্ডল করিয়া বধ্যাক্রমে কদ্রোভাঃ মাতঙ্গশেখাঃ যক্ষোভাঃ অহুরেভাঃ গ্রহেভাঃ ঋক্শেখোভাঃ নাগেভাঃ নক্ষত্রোভাঃ বিংশশেখাঃ ক্ষেত্রপালেভাঃ এই মন্ত্র দ্বারা বলিপ্রদান করিবে। হে হুত্রত! পরে অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল প্রভৃতি বধ্যবিধি নিবেদন করিবে। এইরূপে নিবেদন করত বিসর্জন করিয়া আট প্রকার পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। হে মনিষ্যবরগণ! পূজাতে এই সমস্তই সমান জাতিবে। হ ব্রতভঙ্গদ্বিগণ। সংক্ষেপে অধোরেণ পূজা হোম সকলই কহিলাম। লিঙ্গ অথবা হৃদিগে উভয়েই অধোবেব পূজার বিধান আছে, কিন্তু লিঙ্গে পূজা করিলে হৃদিগে হইতে কোটি গুণ বল হইবে। যেরূপ পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ লিঙ্গার্চনরত ব্রাহ্মণ মহাপাতকজাত্যে পাপে লিপ্ত হয় না। লিঙ্গের চর্চন পৃথ্যজনক, এবং চর্চন হইতে স্পর্শ প্রেষ্ঠ। হে ব্রহ্মপুত্র! লিঙ্গের পূজা হইতে অধিক কিছুই নাই, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এইরূপে সংক্ষেপে উক্ত অধোদ্বার্কচিহ্নবিধান কহিলাম, কোটি স্রোতি বর্ষ ধর্মদ্বাও বিদ্যারপূর্বক বলা যায় ২৭। ২৩—৩০।

ચતુર્વિંશ અધ્યાય સમાપ્ત ।

संक्षिप्तं चकार ।

কবিবর কবিবর হে সোমকবির ! হে তুহর !
 শব্দার প্রকার : হারি কবিবরত সিন্ধু পুজাভল
 জ্ঞান কবিবরি : একমে শব্দাবর জিগুণী হুদে

পূর্বভের শিববংশে কত্রিরিগের হিডের নিমিত্ত
মহুর নিকটে যে জরাভিবেক বিধি কহিয়াছিলেন,
তাহা কিরূপ ? এবং যোড়শ প্রকার উত্তম মহাদানই
বা কিরূপ ? হে স্তূত । আপনি বুদ্ধিমানের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ, অতএব আমাদিগের নিকট সেই সমস্ত বলুন ।
স্তূত কহিলেন, পূর্বকালে প্রভু বারভুব মহু জীবিতা-
বস্থায় আপনার শ্রাদ্ধ করিয়া সুমেরুশর্কতে গমন
করত দেবরাজ নীললোহিতকে স্তব করিয়াছিলেন
পরমেশ্বর ভব ভগ্নতা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া অতি বিনীত
মহুরকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন মহু তাহা দ্বারা
অব্যয় ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া নমস্কার এবং বধাবিধি
পূজাপূর্বক কৃষ্ণজলিগুটে অবস্থান করত হর্ষ-মৃ-
গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন এবং নমস্কার করিতে
লাগিলেন । ১—৬ । হে দেবদেব ! হে জগদ্রাথ ।
হে ভুবনেশ্বর । তোমাকে নমস্কার । মহাদেবের
প্রসাদে জীবজ্ঞান নির্বাহ হইয়াছে, এক্ষণে আমি
আপনাকে পূজা করিলাম এবং তৎপরে দর্শনও
করিলাম । হে দেবেশ । হে প্রভো ! আপনি পূর্বে
ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ প্রদানে যোগ্য, যে জরাভি-
বেক ইশ্বের নিকটে কহিয়াছিলেন, তাহা আমার
নিকট বলুন । স্তূত কহিলেন, দেবদেব পবনেশ্বর
ভগবান নীললোহিত মহুর নিকট সমস্ত
জরাভিবেক-বিধি কহিতে লাগিলেন । শ্রীভগবান
কহিলেন, আমি বাজারিগেব হিডের কামনার
অপমৃত্যু এবং সমস্ত শত্রু জয়ের নিমিত্ত জরাভি-
বেক বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৭—১১ । সেনাপতি
যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে আপনাকে অভিষিক্ত করত
রাজাকে অভিষিক্ত করিয়া সমরভ্রমে যুদ্ধনিমিত্ত গমন
করিবে । বোকাপারগ ব্রাহ্মণ বিধানানুসারে মণ্ডপ, পানীয়-
শালা এবং নিশ্চল স্থান নির্মাণ করিয়া নয় প্রকার
বহি হাপন করিবে । পরে সকলের অভিষেকের
নিমিত্ত সেই মণ্ডপে স্তূতপাত করিবে । প্রথমে
পূর্বদিক্ হইতে পরে দক্ষিণদিক্ হইতে দুই হাজাব
চারি শত বর্গস্তূত ফেল করিবে । ১২—১৪ । উপবি-
লিখিত কোষ্ঠের শেষকোষ্ঠে স্তূত বলিয়া জানিবে ।
ঐ উপরিলিখিত শেষভাগকে মধ্যস্থান করিবে ।
কোষ্ঠের রাহিরে চারিগিকে প্রথম রেখাতে একটী স্থান
কল্পনা করিবে । পরে আর একটি পৃথক্ স্তূত গ্রহণ
করিয়া শাভানুসারে পশ্চিমাঙ্গ এক উত্তরাঙ্গ বর্গস্তূত
নিক্ষেপ করিবে । পশ্চিমাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গ যট-
ত্রিংশ রেখা ব্যতীতম করিবে । পূর্বদিক্ হইতে
সাতটী গুণে পুনর্বার দক্ষিণ দিক্ হইতে সাতটী

রেখা করিবে, তাহা হইলে একপঞ্চাশৎ রেখা হইবে। তাহার মধ্যস্থলে নয়টি রেখা গ্রহণ করত সেই স্থানে চন্দন, গোময় এবং জল দ্বারা লেপন করিয়া একহস্ত-পরিমিত মুশোভন পদ্ম নির্মাণ করিবে। ঐ পদ্মের আটটি পাতা শুক্কর্ণ হইবে এবং গৌল ও কেশরযুক্ত করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত সুবর্ণবর্ণ কর্ণিকা করিবে, চতুঃসূত্রপরিমিত কেশরের স্থান উক্ত হইয়াছে। পরে অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ঈশানকোণে প্রণব দ্বারা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যকে যথাক্রমে স্থাপন করিবে। উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই চারিদিকে বাহু পত্রাকারে অব্যক্ত নিয়ত কাল এবং কালী এই চারি জনকে স্থাপন করিবে। হে ব্রতিগণ! ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের বর্ণ যথাক্রমে শুক্ক, রক্ত, হিরণ্য এবং কৃষ্ণ জানিবে। উপরিউক্ত অব্যক্ত প্রভৃতি চারিজননের সুবর্ণাভ হংসাকার গাত্র কল্পনা করিবে; পরে আধাবশক্তিমধ্যে স্থষ্টির কারণ একটা পদ্ম বক্ষ্যমাণ বামাদিশক্তিমধ্যে মাত্র বিন্দু তন্মধ্যে অর্ধ-চন্দ্রাকার, ঐ অর্ধ-চন্দ্রাকারের উপরিভাগে ওঁকার-স্বরূপ, জগদগুরু শিবকে চিত্রা করিবে। মনোময়নী এবং মহাশিবকে পদ্মাকারে ভাবনা করিবে। ১৫—২৫।

প্রতিকেশের বামাদিশক্তি পূর্বমুখ করিয়া যথাক্রমে স্থাপন করিতে হইবে। বাম, জ্যোষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, বিকরনী, বলা, প্রমথিনীদেবী, এবং দমনী ইহাদিগকে যথাক্রমে বামদেবাদের সহিত প্রণব দ্বারা বিস্তাস করিবে। নমোহস্ত বামদেবায় নমো জ্যোষ্ঠায় শূলিনে, রুদ্রায় কালরূপায় কালবিকরণায় চ, বলায় চ তথা সর্বভূতন্ত দমনায় চ, মনোমনায় দেবায় মনোমন্ত্রে নমো নমঃ। এই মন্ত্রদ্বারা পরিপ-মণ্ডলের শাস্ত্রানুসারে পূজা করিবে। ২৬—৩০। প্রথম আবরণ উক্ত হইল। দ্বিতীয়াবরণ কহিতেছি, অবরণ কর। দ্বিতীয় আবরণে বোলটি শক্তি, তৃতীয় আবরণে চব্বিশটি শক্তি স্থাপন করিবে। ঐ মণ্ডলের মধ্যে পিশাচদ্বীপ এবং চতুর্দিকে নাভিদ্বীপ। ঐ পিশাচ-দ্বীপ, নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা পিশাচদিগের নিমিত্ত যথাশাস্ত্র নির্মাণ করিবে। অষ্টোক্তর সহস্র সংখ্যক অষ্টকোণযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া সেই সেই স্থানে পৃথক পৃথক রূপে শালি, নীবাব গোময় এবং যবাদি তণ্ডুল, তিল ও খেতসর্বপ দ্বারা যথাক্রমে পদ্ম নির্মাণ করিবে। কিংবা উপরি-লিখিত যে সমস্ত পাতা দ্বারা, সেই সকল শালি প্রভৃতি দ্বারা বিখ্যাতানুসারে পদ্ম কল্পনা করিবে। ঐ সকল পদ্ম

কর্ণিকা এবং কেশরযুক্ত আটটি পদ্ম প্রস্তুত করিবে। একটি একটি পদ্ম, পৃথক পৃথকরূপে এক এক আড়ক-পরিমিত শালি দ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে। শালির অর্ধেক তণ্ডুলের, তণ্ডুলের অর্ধেক যবাদির পরিমাণ জানিবে। প্রধান কুন্তসম্বন্ধে ত্রোণপরিমিত শালি, তাহার অর্ধেক তণ্ডুল, মধ্যস্থলে আড়কপরিমিত তিল, তাহার অর্ধেক যব জানিবে। তাহার পর প্রণব উচ্চারণপূর্বক জল দ্বারা ঐ সকল পৃথক সম্যক রূপে অভ্যক্ষণ করিয়া সেই সকল পদ্মে শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে প্রণব বিস্তার করিবে। এইরূপে সহস্র-সংখ্যক, স্থান সমাপন করত উত্তমরূপে অভ্যক্ষণ করিয়া সুবর্ণময় বক্ষ্যমাণ লক্ষণ-সম্পন্ন, সহস্রসংখ্যক উত্তম কলস স্থাপন করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে রক্ত-নির্মিত, অথবা তাম্রনির্মিত কলস স্থাপন করিবে। পরে প্রণব উচ্চারণপূর্বক সুগন্ধ জল দ্বারা ঐ সকল কলসকে প্রোক্ষণ করিবে ঐ সকল কলসের উত্তরভাগ বামদ্বারা বিস্তীর্ণ অথচ গোলাকার হইবে আর তাহার নিম্নভাগ ষড়ঙ্গুল-পরিমিত, কর্ণদেশ দুই অঙ্গুল উচ্চ বার অঙ্গুল বিস্তীর্ণ, ওষ্ঠভাগ দুই অঙ্গুল উচ্চ ও চারি অঙ্গুল বিস্তীর্ণ হইবে। ৩১—৩২। এবং অগ্রভাগ দুই অঙ্গুল উচ্চ, জলনির্গমপদ্ম দুই অঙ্গুল-পরিমিত করিতে হইবে। যে সকল বস্তুর যে যে পরিমাণ উক্ত হইল, শিবের কুন্তে তাহার দ্বিগুণ দ্বিগুণ মনোহব বস্ত্র গ্রহণ করিবে। কুন্তের যব-পরিমিত স্থান সূত্র দ্বারা বেটন করিবে। পরে বস্ত্র দ্বারা অচ্ছাদন করত অভ্যক্ষণপূর্বক যথাবিধি কুশেব উপরিভাগে স্থাপন করিয়া পূর্বের দ্বারা প্রণব উচ্চারণ করত সুগন্ধ জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। এইরূপে শাস্ত্রানুসারে শিবকুন্তের সহিত সমস্ত কুন্ত এবং বর্ধনী স্থাপন করিবে। পরে কমলগর্ভ কলসের মধ্যভাগে এক মুষ্টি কুশ এবং আতপতণ্ডুলের সহিত বস্ত্রযুগ্ম দ্বারা বেটন করত সুবর্ণনির্মিত বিচিত্র রত্নমণ্ডিত পদ্ম দ্বারা ঐ সহস্রসংখ্যক কলস পৃথক পৃথকরূপে আচ্ছাদন করিয়া শিবকুন্তে গায়ত্রী এবং প্রণব দ্বারা শিবকে স্থাপন করিবে। রুদ্রগায়ত্রী দ্বারা জগদ্বাসু রুদ্রের সকল সময়ে সাদৃশ্য হয় জানিবে। পরে বর্ধনীতে পৌরীগায়ত্রী দ্বারা পৌরী দেবীকে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। প্রথম আবরণে দ্বারা প্রভৃতি শক্তি, তাহা প্রথমই উক্ত হইয়াছে। প্রথম আবরণ উক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় আবরণ অবরণ কর। ঐ দ্বিতীয় আবরণে রত্নকণ, শক্তি। হে ব্রতগণ! ঐই শক্তি

স্থানে পুষ্যাক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা করিবে। ইন্দ্রব্যূহের মধ্যে হুতভ্রাকে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। অগ্নিকোণে ভদ্রাকে, দক্ষিণদিকে কনকাঙ্কাকে, নৈঋত কোণে অশ্বিকাকে মধ্যস্থিত কলসে পূজা করিবে। পশ্চিম দিকে ত্রীদেবীকে, বায়ুকোণে বাণীশাকে, উত্তর দিকে গোমুখীকে মধ্যস্থিত কলসে পূজা করিবে। রুদ্রব্যূহের মধ্যস্থানে ভদ্রকর্ণার পূজা করিবে। পূর্ব এবং অগ্নি এই উভয় দিকের মধ্যে হৃদয়র অগ্নিমার পূজা করিবে। দক্ষিণ এবং অগ্নি এই উত্তর দিকের মধ্যে পদ্মের উপরে লম্বিমার পূজা করিবে। দক্ষিণ এবং নৈঋত এই উভয়দিকের মধ্যে মধ্যস্থলে মহিমার পূজা করিবে। ৪৩—৫৬। নৈঋত এবং পশ্চিম এই উভয়দিকের মধ্যে মধ্যস্থানে প্রাপ্তির পূজা করিবে। পশ্চিম এবং বায়ু এই উভয়দিকের মধ্যে পদ্মের উপরে প্রাকাম্যের পূজা করিবে। বায়ু এবং উত্তর এই উভয়দিকের মধ্যে ইশিত্তকে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। উত্তর এবং ইশানকোণ এই উত্তরের মধ্যে বশিষ্ঠকে স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। ইশান এবং পূর্ব এই উভয়দিকের মধ্যে কামাবসার দ্বিতীয় পূজা করিবে। দ্বিতীয় আবরণ উক্ত হইল, তৃতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ঐ তৃতীয় আবরণে চতুর্কিংশ শক্তি, ঐ সকল শক্তি, ঐ সকল শক্তিকে দ্বিতীয় ব্যূহের ত্রায় মধ্যে অষ্টদিকপালদিগের কলসে বিধিপূর্বক পূজা করিবে। অথবা বীক্ষা, বীক্ষায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাঙ্কনারিকা, হুমতী, হুমতায়ী, গোপী, গোপায়িকা, এই অষ্টশক্তিকে পূজা করিবে। চতুর্কিংশ শক্তি শক্তির পূজার পর, নন্দ এবং নন্দারীর তাহা পুরে পিতামহ, পিতামহীর, পূর্বদিক হইতে যথাবিধি স্থাপন করত পূজা করিবে। এইরূপে যথাবিধি শুভ তৃতীয়াবরণের পূজা করিয়া সৌভদ্রব্যূহ প্রাপ্তির পর যথাক্রমে প্রথম আবরণে অষ্টশক্তিকে পূর্বদিক হইতে ক্রমে ক্রমে স্থাপন করত দ্বিতীয় আবরণে পূর্বদিক হইতে বোড়শ শক্তির পূজা করিয়া পদ্মভূতা প্রদর্শন করাইবে। কিলুকা, বিলুগর্তা, নানিনী, নাদগর্তজা, শক্তি, শক্তিগর্তা, পরা এবং পরাপরা এই অষ্টশক্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে চণ্ডা, চণ্ডামুখী, চণ্ডবেগা, মনোজবা, চণ্ডাকী, চণ্ডনিধোবা, ভূতুজী, চণ্ডানায়িকা, মনোংসখা, মনোধ্যক্ষা, মানলী, মাননায়িকা, মনোহরী, মনোজ্ঞানী, মনোজ্ঞা, এবং মনোহরী, এই বোড়শশক্তি উক্ত হইয়াছে। সৌভদ্রব্যূহ কথিত হইল, এক্ষণে আমার নিকটে ভদ্রব্যূহ শ্রবণ কর। ঐ ব্যূহের প্রথম আবরণে ঐন্দ্রী, হোতাশনী,

বাম্য, নৈঋতা, বারুণ, কারব্য, কোরেখা, এশানা এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ উক্ত হইল, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে হারণী, হুবর্ণা, কাকনী, হাটকী, কুজিণী, সত্যভামা, হুতগা, জম্বু-নায়িকা, রাগভবা, বাকপথা, বাণী, ভীমা, চিত্ররথ, হুধী, হিরণ্যাকী, এই বোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। ভদ্র নামে ব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে কনক নামে ব্যূহ শ্রবণ কর। ৫৭—৬৩। ঐ কনকব্যূহের প্রথম বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গা পাশ, ধ্বজ, গদা, ত্রিশূল, এই কএকটি ক্রমে ক্রমে দেবতা যুদ্ধা, প্রবুদ্ধা, চণ্ডী, মৃড়া, কপালিনী, মৃত্যুহন্ত্রী, বিরূপাকী, কপর্দী, কমলাসনা, দংশিণী, রসিণী, লম্বাকী, কঙ্কভূষী, সন্তাভা এবং ভাবিনী, এই বোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। কনকব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে অশ্বিকা-ব্যূহ শ্রবণ কর। এই অশ্বিকাব্যূহের প্রথম আবরণে, খেচরী, আশ্বনাঙ্গা, ভবানী, বহ্নিরূপিণী; বহ্নিনী, বহ্নিনাভা মহিমা, অমৃতলাঙ্গা এই অষ্টশক্তি সকলের অভিমত। কেহ বলেন, ক্রমা, শিখরা দেবী, ঋতুরাশিনী, ছায়া, ভূতপনী, বজ্রা, ইন্দ্রমাতা, বৈষ্ণবী, তৃণা, রাগভবী, মোহা, কামকোপা, মহোংকটা, ইন্দ্রা, এবং দেবী বধিরা, বোড়শ শক্তি। হে মূর্ত্ত। আমি অশ্বিকাব্যূহ কহিলাম, এক্ষণে ত্রীব্যূহ কহিতেছি শ্রবণ কর। এই ত্রীব্যূহের প্রথম আবরণে স্পর্শা, স্পর্শবতী, গন্ধা, প্রাণা, অপানা, সমানা, উদানা ব্যানা এই অষ্টশক্তি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে তমোহতা, প্রভা, অমোঘা, তেজস্বী, দহনী, ভীমাতা, জালনী, উবা, শোবণী, রুদ্রনায়িকা, বীরভদ্রা, গণাধ্যক্ষা, চন্দ্রহাসা, গম্ভীরা, গণমাতা এবং অশ্বিকা এই সর্ব-সম্মত বোড়শশক্তি যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে। মঙ্গল-জনক ত্রীব্যূহ কহিলাম, হে মূর্ত্তবত। বাণীশব্যূহ কহিতেছি শ্রবণ কর। বাণীশব্যূহের প্রথম আবরণে ভারা, বারিধরা, বহ্নিকী, নাশকী, মর্ত্ত্যাতীতা, মাহামায়া, বহ্নিণী এবং কামধেনুক, এই অষ্টশক্তি কীর্তিত হইয়াছে। পয়োক্ষী, বারুণী, শাস্তা, জয়ন্তী, বরপ্রধা প্রাবনী, জলমাতা, পয়োমাতা, মহাধিকা, রক্তা, করালী, চণ্ডাকী, মহোচ্ছ্বায়া, পয়স্বিনী, মায়া, মহাবিঘ্নোখরী, কালী এবং কালিকা, যথাক্রমে এই বোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে, এই বোড়শ শক্তি সর্বসম্মত। বাণীশ-ব্যূহ কহিলাম, গোমুখব্যূহ কহিতেছি। ঐ গোমুখ-ব্যূহের প্রথম আবরণে শঙ্খিনী, হলিনী, লঙ্কাবণী, কঙ্কিনী, বহ্নিনী, মালিনী, রমনী, এবং রমাক্ষরী, এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। ৭৪—৯০। দ্বিতীয়

আবরণে চণ্ডা, বটী, মহানাগ, সুমুখী, দুর্মুখী, বলা, রেবতী, প্রথমা বোরা, সৈন্তা, লীনা, মহাবলা, জয়া, বিজয়া, অপরা এবং অপরাভিত্তা এই ষোড়শশক্তি। গোমুখ্যুহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে ভক্তকর্ণী ব্যুহ শ্রবণ কর। এই ব্যুহের প্রথম আবরণে মহাজয়া, বিরূপাক্ষী, শুক্লাভা, কাশমাতৃকা, সংহারী, জাতহারী, নংদ্রালী এবং শুকরেবতী এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে পিন্ধালিকা, পূণ্যহারী, অশনী, সর্কহারিণী, ভদ্রহা, বিশ্বহারী, হিমা, যোগেশ্বরী, ছিদ্ৰা, ভানুমতী, ছিদ্ৰা, সৈংহিকী, সুরতী, সমা, সর্কভব্য, বেগা, এই ষোড়শ শক্তি। এই আটটি মহাব্যুহ কহিলাম, এক্ষণে আটটি উপব্যুহ শ্রবণ কর। এই অগ্নিমাগ্নি আট প্রকার ব্যুহের মধ্যে লঘিমা প্রভৃতি সপ্তব্যুহ অগ্নিমাগ্ন্যহকে বেঠেন করিয়া অবস্থিত। ঐ অগ্নিমাগ্ন্যহের প্রথম আবরণে এক্সা, চিত্রভানু, বারুণী, দণ্ডী, প্রাণরূপী, হংস, স্বাস্থ্যশক্তি এবং পিতামহ, এই কয়জন দেবতা। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে কেবল, ভগবান রুদ্র, চন্দ্রমা, ভাস্কর, মহাস্বা, আস্বা, অন্তরাস্বা, মহেশ্বর, পরমাস্বা, হৃদয়জীব, পিন্ধল, পুরুষ, পশু, তোক্তা, ভূতপতি, ভীম, এই কয়জন দেবতা উক্ত হইয়াছে। আমি অগ্নিমাগ্ন্যুহ কহিলাম, এক্ষণে তোমাদিগের নিকটে লঘিমাগ্ন্যুহ কহিতেছি। ঐ ব্যুহের প্রথম আবরণে শ্রীকর্ণ, অনন্ত, হৃদয়, ত্রিমূর্তি, শশক, অমরেশ, দ্বিতীশ, দারত, এই আট জন রুদ্র। প্রথম আবরণ উক্ত হইল, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে স্থাপু, হর, দণ্ডেশ, সুরপুংসব ভোক্তীশ, সদ্যোজাত, অমুগ্রহেশ, ক্রুরসেন, সুরেশ্বর ক্রোধীশ, চণ্ড, প্রচণ্ড, শিব, একরুদ্র, কৃষ্ণ, একনেত্র, চতুর্গুহ, এই ষোড়শ রুদ্র উক্ত হইয়াছে। হে সুরত! লঘিমাগ্ন্যুহ কহিলাম, মহিমাগ্ন্যুহ কহিতেছি শ্রবণ কর। ১১—১০৬। মহিমাগ্ন্যুহের প্রথম আবরণে অজেশ, ক্রমরুদ্র, সোম, অংশ, লাক্ষ্মী, দণ্ডার, অর্জুন্যারী, একান্ত, অন্ত, পালী, ভূজদ, পিনাকী, খড়গী, কাম, ঈশ, ভূত ষেত, এই ষোড়শ রুদ্র জানিবে। মহিমাগ্ন্যুহ উক্ত হইল, আমার নিকটে প্রান্তিগ্ন্যুহ শ্রবণ কর। এই ব্যুহের প্রথম আবরণে সংবর্ত, নকুলীশ, বাডব হস্তী, চণ্ড, বক, গণপতি, মহাস্বা, অষ্টমভূজ, এই আটজন রুদ্র। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই দ্বিতীয় আবরণে ত্রিবিক্রম, মহাজিহ্বা, বক,

শ্রীভদ্র, মহাদেব, দধীচ, কুমার, পদ্মাবর, মহাদণ্ড, করাল, হৃচক, সুবর্জন, মহাধ্বজ, মহানন্দ, দণ্ডী, গোপালক, এই ষোড়শ রুদ্র। হে সুরত! প্রান্তিগ্ন্যুহ কহিলাম, প্রাকাম্যগ্ন্যুহ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই ব্যুহের প্রথম আবরণে পুষ্পদন্ত, মহানাগ, ত্রিপুরানন্দ-কারক, শুক্ল, বিশাল, কমল, বিশ্ব, তরুণ, এই আটজন রুদ্র। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই আবরণে-রতিশ্রুয়, হরেশান, চিত্রাঙ্গ, সুহৃদয়, বিনায়ক, ক্ষেত্রপাল, মহামোহ, জল্লল, বৎসপুত্র, মহাপুত্র, গ্রামদেবামিণ, সর্কাবহামিণ, ধেব, মেঘনাথ, প্রচণ্ডক, কালদূত এই ষোড়শ রুদ্র জানিবে। প্রাকাম্য-গ্ন্যুহ কহিলাম। এক্ষণে ঐশ্বর্য-গ্ন্যুহ কহিতেছি। ১০৭—১১৭। ঐ ব্যুহের প্রথম আবরণে মঙ্গলা, চর্চিকা, যোগেশা, হরদায়িকা, ভানুরা, সুরমাতা, সন্দরী, মাতৃকা এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে যে যে দেবতা, তাহা শ্রবণ কর। গণাধিপ, মন্ত্রজ্ঞ, বরদেব, বড়ানন, বিদগ্ধ, বিচিত্র, অমোঘ, মোঘ, অধ, রুদ্র, সোমেশ, উত্তমোদ্রুঘ, নারসিংহ, বিজয়, ইন্দ্রগুহ, শ্রুত এবং অপাংগতি। বিধাতা, এই প্রকার দ্বিতীয়াবরণ কহিয়াছেন। ঐশ্বর্য-গ্ন্যুহ কহিলাম, এখন বশিষ্টগ্ন্যুহ কহিতেছি শ্রবণ কর। এই বশিষ্ট-গ্ন্যুহের প্রথম আবরণে গগন, ভবন, বিজয়, অজয়, মহাজয়, অঙ্গার, ব্যঙ্গার, মহাবশা, এই আট জন দেবতা উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়াবরণে কে কে দেবতা, তাহা শ্রবণ কর। সন্দর, প্রচণ্ডেশ, মহাবর্গ, মহাসুর, মারোমা, মহাগর্ভ, প্রথম, কমক, ধরজ, গরুড়, মেঘনাদ, গর্জক, গজ, ছেদকবাহ, ত্রিশিখ, মারি। বশিষ্টগ্ন্যুহকহিলাম; কামাবসায়িকগ্ন্যুহ কহিতেছি শ্রবণ কর। ঐ ব্যুহের প্রথম অবরণে বিনাদ, বিকট, বদন্ত, ভয়, বিচ্যুত, মহাবল, কমল, দমন এই আট জন দেবতা। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে ধর্ম, অভিবল, সর্প, মহাকায়, মহাহর, সবল, ভয়ালী, দুর্জয়, হুরতিক্রম, বেতাল, রোরব, হৃদয়, ভোগ, বজ্র, কালাধিকরুদ্র, সদ্যোনাদ, মহাপুংহ; এই ষোড়শ রুদ্র উক্ত হইয়াছে। কামাবসায়িকগ্ন্যুহের দ্বিতীয় আবরণ উক্ত হইল। আমি ষোড়শগ্ন্যুহের প্রথম আবরণ কহিলাম, এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে দক্ষ্যগ্ন্যুহের প্রথম আবরণে অষ্ট শক্তি এবং তাহার বাহিরে ষোড়শ শক্তি। ১১৮—১০১। ঐ দক্ষ্যগ্ন্যুহের প্রথম আবরণে মনোহরা, মহানাগ, চিত্রা, চিত্রবাহু,

রোহিণী, চিত্রাঙ্গী, চিত্ররেখা, বিচিত্রিকা, এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে চিত্রা, বিচিত্ররূপা, শুভলা, কামলা, শুভা, কুরা, পিঙ্গলা, দেবী, ধর্ম্মিকা, লম্বিকা, সতী, গংগাসী, গাঙ্গাসী, ধবংসী, লোমুখা, লোহিতমুখী, এই ষোড়শ শক্তি সংক্ষেপে উক্ত হইল। দক্ষযুগ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে দক্ষযুগ প্রবণ কর। এই যুগের প্রথম আবরণে সর্বা, সতী, বিধরূপা, আম্রিষ-প্রিয়া, লম্পটা, দীর্ঘকণ্ঠা, বজ্রা, লম্বা, এবং প্রাণহারিণী এই অষ্ট শক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে গজকর্ণা, অধকর্ণা, মহাকালী, সুভাষণা, বাতবেগরবা, ঘোরা, বনা, বররবা, বরষোবা, মহাবর্ণা, হুশ্চটা, ষড়্ভিক, ষড়্ভিকারী মহাঘোরা, ঘোরা, অতিঘোরা; এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। আমি দক্ষযুগ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে চণ্ডযুগ প্রবণ কর। এই যুগের প্রথম আবরণে অতিঘটা, অতিঘোরা, করাল, করতা, বিভূতি, ভোগদা, কান্তি, শঙ্খিনী, এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে কে কে শক্তি, তাহা প্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে পত্রিণী, গান্ধারী, যোগমাতা, সুপীবরা, রক্তা, মালাংগুকা, বীর, সংহারী, মাংসহারিণী, ফলাহারী, জীবাহারী, বেচ্ছাহারী, তুণ্ডিকা, রেবতী, রঙ্গিণী, সংজ্ঞা, এই ষোড়শ শক্তি। আমি চণ্ডযুগ কহিলাম, চণ্ডযুগ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে চণ্ডী, চণ্ড-মুখী, চণ্ডা, চণ্ডবেগা, মহারবা, জাহুতী, চণ্ডভূ, চণ্ডরূপা; এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। ১৪২—১৪৪। প্রথম আবরণ উক্ত হইল, দ্বিতীয় আবরণ কহিতেছি, প্রবণ কর। এই দ্বিতীয় আবরণে চন্দ্রজাণা, বলা, বলজিহ্বা, বলেশ্বরী, বলবেগা, মহাকারী, মহাকোপা, বিদ্রুতা, কঙ্কালী, কলশী, বিদ্রুতা, চণ্ডখোবিকা, মহাঘোবা, মহারাণা, চণ্ডভা, অনর্জুনিকা; এই ষোড়শ শক্তি। এই চণ্ডযুগ কহিলাম, আমার নিকটে হরযুগ প্রবণ কর। এই যুগের প্রথম আবরণে চণ্ডাকী, কামলা, দেবী, সুবরা, সুকূটসনা, গান্ধারী, সুসূতী, দুর্গা, নৌমিত্রা এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। এই দ্বিতীয় আবরণে দুর্গোত্তমা, মহালক্ষ্মী, বর্ণা, জীবরক্ষকী, দক্ষিণী, কলিঙ্গী, বর্জ্জিকা, চণ্ডকুজা, যোগচারী, যোগরূপা, যোগবাসী, শুভলিঙ্গা, গৃহচারী, বিধ-হারী, বিধজিহ্বা, এই ষোড়শ শক্তি।—হরের যুগ

কহিলাম হরার যুগ কহিতেছি। এই যুগের প্রথম আবরণে জ্ঞতা, চ্যুতা, কক্ষারী, দেবিকা, হর্দরা, বহা, চণ্ডিকা, চপলা; এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে চণ্ডিকা, চামরী, ভক্তিকা, শুভলিনা, পিণ্ডিকা, হুণ্ডিকা, যুগা, শাকিনী, শাকরী, কুন্তরী, ভক্তরী, ভাগিনী, বজ্রলারিনী, যমদণ্ডা, মহাদণ্ডা, করাল; এই ষোড়শ শক্তি। হরার যুগ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে শৌণ্ডযুগ প্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে বিকরালী, করালী, কালজজ্ঞা, যশস্বিনী, বেগা, বেগবতী, যজ্ঞা, বেগাদা; এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। ইহাতে বজ্রা, শম্বা, অতিশম্বা, বলা, অবলা, অঞ্জলী, মোহনী, মাদা, বিকটাকী, নলী, গণ্ডকী, দণ্ডকী, ঘোণা, শোণা, সভাবতী এবং কল্লোলা বধাক্রমে এই ষোড়শ শক্তি শাস্ত্রমতে উক্ত হইল। ১৪৫—১৫০। শৌণ্ডযুগ কহিলাম, শৌণ্ডার যুগ কহিতেছি।—ইহার প্রথম আবরণে দম্ভরা, রোজভাগা, অমৃত, সুকলা, শুভা, চলজিহ্বা, আর্ধ্যনেত্রা, রূপিণী, দারিকা, এই কয় শক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। এই আবরণে স্বাদকা, রূপনামা, সংহারী, ক্ষমা অস্তিকা, কণ্ঠিনী, পেথিণী, মহাত্রাসা, কৃতাঙ্গিকা, দণ্ডিনী, কিস্করী, বিশ্বা, বর্ণিনী, অমলা-স্বিনী, দ্রবিলী, দ্রাবিলী, এই ষোড়শ শক্তি। এই উত্তম মনোমত শৌণ্ডযুগ কহিলাম, পরে পবন যুগের প্রথম নামে যুগ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে প্রাবলী, শোভা, মন্দা, মনোৎকটা, মন্দা, আক্ষেপা মহাদেবী, এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে দেবী কামসন্দীপনী, অতিরূপা, মনোহরা, মহাবলা, মদগ্রাহা বিহ্বলা, মদবিহ্বলা অরূপা, শোষণা, দিব্যা, রেবতী, ভাণ্ড-নামিকা, শুভিনী ঘোররক্তাকী, স্মররূপা; হুঘোষণা, এই ষোড়শ শক্তি। হে বায়ভুব! প্রথমযুগ বৈরূপ তাহা কহিলাম। এক্ষণে প্রথমযুগ করিতেছি, আমার নিকটে প্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে ঘোরা, ঘোরতরা অঘোরা, অতিঘোরা, বন্যরিকা, ধাবনী, ক্রোড়িকা, যুগা, এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। এই আবরণে ভীমা, ভীমভরা, ভীমা, শম্বা, সুবর্তনা, শুভিনী, রোহিনী, রৌদ্রা, রুদ্রবতী, অচলাটলা, মহাবলা, মহাপান্ডি, শালা, শান্তা, শিব-শিবা, সুবর্জ্জিকা, মহানাসা; এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। এইবার যুগ কহিলাম, এক্ষণে মমযুগ কহিতেছি। ইহার

প্রথম আবরণে তালকনী, বালা, কলাগী, কপলা, শিবা, ইষ্ট, তুষ্টি, শ্রেতিজা; এই অষ্ট শক্তি। ১৬০—১৭২। দ্বিতীয় আবরণে খ্যাতি, পুষ্টিকরী, তুষ্টি, জলা, ক্ষতি, ধৃতি, কামদা, তুতলা, সৌম্য, তেজসী, কামতল্লিকা, ধর্ম্মা, ধর্ম্মবশা, জীলা, পাগহা, ধর্ম্মবন্ধিনী এই ষোড়শ শক্তি। মমত্বগৃহ কহিলাম, আমার নিকটে মমত্বার্থ ব্যাহ প্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে ধর্ম্মরক্ষা, বিধানা, ধর্ম্মবতী, অধর্ম্মবতী, সুধতি, দুঃসুতী, মেধা, বিমলা; এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। এই আবরণে শুদ্ধি, বুদ্ধি, হুতি, কান্তি, বর্জ্জা, মোহ-বন্ধিনী, বলা, অতিবলা, ভীমা, প্রাণবুদ্ধিকরী, নির্গজ্জা, সিংহা, মন্দা, সর্গাপাঙ্গরী, কপলা, অতিবিধুরা; এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে। মমত্বগৃহ কহিলাম, এক্ষণে ভীমগৃহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে রক্তা, বিরক্তা, উৎকোচা, শোক-বন্ধিনী, কামা, তৃষা, কুধা, মোহা, এই অষ্টশক্তি কথিত হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। এই আবরণে জয়া, নিজা ভয়া, আলম্বা, জলভুৎকাদরী, দয়া, রুক্ষা, রুক্ষাসিনী, বুদ্ধা, শুদ্ধোচ্ছিন্নাশনী, বুধা, কামনা, শোভনী, দক্ষা, হুংখদা, সুখদা, বলী, এই ষোড়শ শক্তি। ভীমগৃহ কহিলাম, ভীমায়ীব্যাহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে আনন্দা, স্নানন্দা, মহানন্দা, শুভস্করী, বীভরাগা, মহোৎসহা, জিতরাগা, মনোরাখা, এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। ইহাতে মনোয়নী, মনকোভা, মনোমতা, মনাকুলা, মনগর্ভা, মহাভাসা, কামা, আনন্দা, সুবিকলা, মহাবিগা, সুবেগা, মহাভোগা, ক্লান্তবহা, ক্রমণী, ক্রোমণী, বক্রা; এই ষোড়শ শক্তি আনিবে। তোমাঙ্গিরের নিকট পরম সুন্দর ভীমায়ীব্যাহ কহিলাম, এক্ষণে হে ব্যাহবু! মনের আচ্ছাদকর কাকনব্যাহ কহিতেছি। এই কাকনব্যাহের প্রথম আবরণে যোগাবেগা, সুবেগা, অতিবেগা, সুবাসিনী, দেবী মনোয়না, বেগা, জলাবতী, ধীমতী; এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। এই আবরণে রোহিনী, কোভনী, বালা, বিপ্রা, শেবা, সুশোভনী, বিদ্যুতভাসিনী, দেবী মনোবেগা, চাপলা, বিদ্যুজ্জিকা, মহাশিখা, ভূহুতী-ভূটালনা, ক্লান্তালা, মহাশাল্য, সুশালা, ক্ষান্তিকা; এই ক্রম শক্তি। শাক্তগৃহ কহিলাম, আমার নিকটে শাক্ত্যার্থ ব্যাহ প্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে আসিনী, তন্ময়ী

ভাষাভাঙ্গা, ভতা, ভাবিনী, প্রজা, বিদ্যা, ব্যাতি; এই অষ্টশক্তি কথিত হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ইহাতে উল্লেখ্য, পঙ্খাকা, ভোপা, ভোগবতী, বগা, ভোগভোগব্রতা, ধোপা, ভোগাখ্যা, যোগপারগা, ঋদ্ধি, বুদ্ধি, হুতি, কান্তি, স্মৃতি, ক্রতি এবং ধরা; এই অষ্টশক্তি প্রদান সমর্থ মহান শাকুন্য্যুহ কহিলাম। হে স্বারভুব! অতি সুন্দর হুমতি নামে ব্যুহ প্রকাশ কর পরেষ্ঠা, পরাদৃষ্টা, অমৃত্য, ফলনাশিনী, হিরণ্যাক্ষী, সুবর্ণাক্ষী, কপিঞ্জলা দেবী এবং কাররেখা, প্রথম আবরণে এই অষ্ট শক্তি। দ্বিতীয় আবরণে রত্নবীপা, হুবীপা, রত্নদা, রত্নমালিনী, রত্নশোভা, মহাশোভা, হুশোভা, মহাশোভা, মহাহুতি, শাস্ত্রী, বন্ধনা, গ্রহি, পাদকর্ণা, করাননা, হরগ্রীবা, জিহ্বা এবং সর্বাঙ্গাসা; এই ষোড়শ শক্তি। তুমতিব্যুহ কহিলাম, তুমত্যা-ব্যুহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে সর্বলী, মহাভক্তা, মহাদাক্ষী, অতি রোরবা, বিকুলিন্জা, বিনিন্জা, কৃতান্তা, ভান্নরাননা, এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ১৭৩—২০০। এই আবরণে রাগা, রত্নবতী, শ্রেষ্ঠা, মহাক্রোধা, রোরবা, ক্রোধনী, বদনী, পলহা, মহাবলা, কলভিক্কা, চতুর্ভেদা, হুর্গা, হুর্গামালিনী, নালী, হুনালী, সোম্যা, এই ষোড়শ শক্তি, আমি তুমত্যাব্যুহ কহিলাম। হে স্বারভুব! এখানে গোপব্যুহ বলিতেছি। গোপব্যুহের প্রথম আবরণে পটেলী, পাটনী, পাটা, বিটিপিটা, বক্টা, হুপটা, প্রবট্টা, বটোদ্ভবা; এই অষ্টশক্তি, আমি এই স্থানে প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণে নাদাক্ষী, নাদরূপা, সর্বকারী, গমা, ঞ্জগমা, অনুচারী, হুচারী, চণ্ডনাড়ী, হুবাহিনী, হুযোপা, বিয়োগা, হংসাখ্যা, বিলাসিনী, সর্বগা, হুবিচারকা, বক্টনী এই ষোড়শ শক্তি। গোপব্যুহ কহিলাম, পরে গোপারীব্যুহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে ভেদিনী, ছেদিনী, সর্বকারী মুখাশনী, উচ্ছ্রা, গাঙ্কারী, ভঙ্খালী, বড়বানলা, এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ইহাতে অজ্ঞা, বর্হাশিনী, বালা, লাপাক্ষমা, অজ্ঞা, ত্রাক্ষা, হুজ্জমা, হুদগতা, মারিকা, আমরা, সাক্টিনী, জিহ্বা, সহ্যাসহ্যা, সন্নবতী, রুদ্রশক্তি মহাশক্তি, মহামোহা, গোলী এই কল্পশক্তি। গোপারীব্যুহ উক্ত হইল। পরে জোমালিনের নিকটে নন্দব্যুহ বলিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে নন্দিনী, নিকুতি, প্রোষ্টা, বিন্দ্রাস্তা, বর্জসিনী, চান্দ্রা, প্রিয়দর্শিনী, বর্জক্রমে এই কল্প শক্তি। প্রথম আবরণ কহি-

লাম, দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। এই দ্বিতীয় আবরণে গৃহ্যে নারায়ণী, মোহা, প্রজা, দেবী, চক্রিনী, বক্টা, কালী, শিবা, দ্যোবা, বিরামায়া, বাগিনী, বাহিনী, ত্রিণী, হুত্তণ, নির্দিষ্টা, এই ষোড়শশক্তি কথিত হইয়াছে। নন্দ্যুহ কহিলাম; পরে নন্দ্যুহ কহিতেছি। এই ব্যূহের প্রথমাবরণে বিনায়কী, পুণিমা, রক্তারী, কুণ্ডলী, ইচ্ছা, কপালিনী, দ্বিপিনী, অয়ন্তিকা, এই অষ্টশক্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ প্রবণ কর। ২০১—২১৬। ইহাতে পাবনী, অম্বিকা, সর্কাস্ত্রা, পুতনা, ছগলী, মোদিনী, সাক্ষাৎ দেবী, লম্বোদরী, সংহারী, কালিনী, কুহমা, শুক্রা, গায়ত্রিকা, সাবিত্রী; এই ষষ্ঠাক্রমে ষোড়শ শক্তি; বিধাতা, এইরূপ দ্বিতীয়াবরণ কহিয়াছেন। আমি নন্দ্যুহ কহিলাম, ইহার পরে পিতামহব্যূহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে নন্দি, কেশকারী, ক্রোধা, হংসা, বড়লুলা, আনন্দা, বহুচূর্ণা, সংহারী, অমৃত্যু, এই অষ্ট শক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম; দ্বিতীয়াবরণ প্রবণ কর। এই আবরণে কুলাস্তিকা, অনলা, প্রচণ্ডা, মদিনী, সর্বভূতাত্তয়া, দয়া, বড়বা-মুখী, লম্পটা, দেবীপন্নগা, কুহমা, বিপুলান্তকা, কেসরা, কুর্মা, হুরিতা, মন্দরোদরী, খড়্গাচক্রা এই ষোড়শ শক্তি; বিধাতা, এইরূপ দ্বিতীয়াবরণ কহিয়া-ছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তিপ্রদানে সমর্থ পিতামহব্যূহ কহিলাম। এক্ষণে পিতামহব্যূহ কহিতেছি, আমার নিকটে প্রবণ কর। ইহার প্রথম আবরণে বজ্রা, নন্দনা, শাবা, রাবিকা, রিপু-ভেদিনী, রূপা, চতুর্থা ও যোগা, এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে; এবং শেষ আবরণে ভূতা, শীদা, মহাবালা, খণ্ডরা, ভয়া, কান্তা, বৃষ্টি, বিভূজা, ব্রহ্মরূপিনী, সহা, বৈকারিকা, জাতা, কর্মমোটা, মহামোহা, মহামায়া, পুষ্পশালিনী গান্ধারী, শলাপী ও মহাধোবা; এই ষোড়শ শক্তি। পূর্বপূর্বোক্ত ব্যূহের আবরণ-মধ্যে যে সকল শক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল দেবীর দুই হস্ত, বাহুদ্বয়ের দ্বারা সীমিত, সকলেরই হস্ত পদ্ম এবং শঙ্খ, সকলেরই একুটি শাস্ত্র; মালা, বস্ত্র এবং ভূষণ রতনবর্ণ, অঙ্গ সকল আভরণে পরিপূর্ণ; সকলেই সুন্দর মুক্তাঙ্কলয় মসোরম বিচিত্র রত্ন দ্বারা বিভূষিতা এবং গৌরবর্ণ। এই সকল দেবীকে পৃথক পৃথকরূপে খ্যাত করিব। ২১৭—২৩০। এইরূপে পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত, সর্বত্রোক্ত স্থাপিত তন্ত্রবর অথবা মন্ত্র সহস্রসংখ্যক কলস, জবাগাি এবং বিরূকর্তৃক কথিত

সহস্র নাম দ্বারা পূজা করিয়া স্থাপন করিবে। পরে তাহার সম্মুখে বাণলিঙ্গের অভিব্যেক করিবে। অভিব্যেকের পর ত্রাশ্রয়ের অমুক্তা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীপাতিকে অভিব্যক্ত করিবে। যে অভিব্যেকের নিমিত্ত পূর্বোক্ত নিয়মে সহস্র কলস স্থাপিত হইয়াছে, সেই অভিব্যেককে সমস্ত সিদ্ধিপ্রদ এবং ফলপ্রদ বলিয়া জ্ঞান করিবে। চত্বারিংশৎ মহাব্যূহকে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করিবে। সকল কলসের মধ্যে সুবর্ণনির্মিত কলস মধ্য-কলস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই কলসের পরিমাপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সকল কলসকেই সুগন্ধলবণ এবং পঞ্চরসযুক্ত করিতে হইবে; কেবল রুদ্রদেবের কলসকে মৃতপূর্ণ এবং সুবর্ণযুক্ত করিবে। ক্ষীর অথবা দধি কিংবা পঞ্চগব্য দ্বারা ও হুং এই মন্ত্র কিংবা রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিয়া রুদ্রদেবের অভিব্যেক করিবে। ঋষিরা এই অভিব্যেককে অতি পবিত্র বলিয়াছেন। হে প্রধ্বনতম! এক্ষণে যেক্ষণে নৃপতির অভিব্যেক করিতে হইবে, তাহা প্রবণ কর। “অধোরেভোহথ ধোরেভো ধোরধোরতরেভাঃ সর্বেভাঃ সর্বসর্বেভ্যো নমস্তেহস্ত রুদ্ররূপেভাঃ” এই মন্ত্র দ্বারা মুদ্রাভিষিক্ত রাজাকে অভিব্যক্ত করিবে। পরে ‘অধোরেভোহথ ধোরেভাঃ’ এই পাপনাশক পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। দেবকুণ্ডে অথবা স্থপ্তিলে মৃত্তিমিশ্রিত লাজ (১৫), শালিধাতু, নীবার (উড়িধান) অথবা তণ্ডুলের সহিত অষ্টোত্তরশত-সংখ্যক সমিধ, আজ্য এবং চর দ্বারা হোম করত রাজাকে পূর্বমুখ করিয়া তাঁহার অধিবাস করিবে। রুদ্রদেবের পূজার নিমিত্ত পূণ্যাহ এবং স্বস্তিবাচন করিয়া রাজার দক্ষিণহস্তে পদ্ম-মুণাগের সহিত সুবর্ণনির্মিত কঙ্কণ এবং ভ্রম্য বন্ধন করিবে। অথবা ইহার পর ‘ত্র্যম্বকং যজামহে’ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা রাজার অভিব্যেক ও হোম করিবে। লাজ শালি প্রভৃতি সমস্ত হোম-দ্রব্যের সহিত সকল দ্রব্য দ্বারা অভিব্যেক করিবে। পঞ্চ ব্রহ্ম মন্ত্র, এবং সমস্ত দ্রব্য দ্বারা পূর্বকুণ্ডে হইতে ষষ্ঠাক্রমে হোম এই দুইটা ধ্বনি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ত্রাশ্রণগণ ‘তৎপূর্বায় বিজ্ঞহে’ ইত্যাদি স্বাছান্ত পূর্বম-মন্ত্র দ্বারা পূর্বকুণ্ডে হোম করিবে। দক্ষিণকুণ্ডে অধোরমন্ত্র পাঠ করাইয়া কৃষ্ণবস্ত্রধারী আচার্য্য দ্বারা হোম করাইবে। বামদেবায় নমঃ, জ্যেষ্ঠায় নমঃ, জ্যেষ্ঠায় নমঃ, রুদ্রায় নমঃ, এইরূপে ষষ্ঠাক্রমে পশ্চিম কুণ্ডে হোম করিবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ‘সদ্যোজাজ্ঞ প্রপদ্যামি’ ইত্যাদি স্বাছান্ত সদ্যোজাজ্ঞ উচ্চারণপূর্বক পশ্চিমকুণ্ডে অগ্নিতে সমস্ত দ্রব্যদ্বারা ষষ্ঠাক্রমে হোম

করিবে। অধিকোণে 'যে বো রুদ্র' ইত্যাদি রুদ্র-
দেবতার মন্ত্রের সহিত 'জাভবেদসে হুনবাম সোমঃ'
ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যথাবিধানে হোম করিবে।
নৈঋত্বেকোণে সর্কসিক্কিকর 'নিশি নিশি দিশঃ স্বাহা'
ইত্যাদি দিব্য মন্ত্রোচ্চারণ করত পূর্বের ঠায় সমস্ত
দ্রব্যদ্বারা হোম বিহিত হইয়াছে '৫১। হে ঋজোত্তম-
গণ! বায়ুকোণে 'ঈশানঃ সর্কবিদ্যানানীশ্বরঃ সর্কভূতানাং
ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মণোহধিপতিব্রহ্মা শিবো মেঘস্ত সধা-
শিবোঃ' এই ঈশানমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নানাপ্রকার দ্রব্য-
দ্বারা ইচ্ছাক্রুরূপ যথাবিধি হোম করিবে। অনন্তর
ঈশানকোণে ঈশানায় কজ্জদায় ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ-
পূর্বক পূর্বোক্ত দ্বারা হোম করিবে। ২৫২—২৫৪।
হে ঋজোত্তমগণ! একটি একটি দ্রব্য গ্রহণ করত সহস্র
সহস্র করিয়া পূর্বের ঠায় ঈশানমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সমস্ত
দ্রব্য দ্বারা রাজার সমুদয়ে প্রধান হোম করিবে। অথবা
রাজা স্বয়ংই শিবপরায়ণ হইয়া অগ্নিতে হোম
করিবেন। অথবা মন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে।
অবশিষ্ট স্বাহা স্বাহা রহিল, সেই সকল অস্ত্রাস্ত্র যোগের
ঠায় আচরণ করিবে। ২৫৫—২৫৬। অধিবাসের পরে
শম্ভু এবং ভেরী প্রভৃতির শব্দ মনোহর জয় জয় এই
শব্দ, হুন্দর বেধধ্বনি করত কুশজল দ্বারা রাজাকে
অভিষিক্ত করিবে, অথবা রুদ্রাখ্যার পাঠ করত
রুদ্রাক্ষ এবং ভদ্রাখ্যারী নৃপোত্তমকে যথাবিধি প্রোক্ষণ
করিবে। পরে রাজার শুভজনক শম্ভু চামর ভেরী
প্রভৃতি বায়ু, চন্দ্রের ঠায় প্রভাসম্পন্ন ছত্র, শিবিকা,
(পালকী) উত্তমধ্বজ প্রভৃতি রাজচিহ্ন স্থাপন
করিবে ২৫৬—২৫৯। যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত,
যিনি সকলের প্রধান এবং ক্ষত্রিয়, তাঁহাকেই এই
সকল রাজচিহ্ন প্রদান করিবে; অস্ত্র ক্ষত্রিয়সম্বন্ধে
ইহা বিহিত হয় নাই। পলাশ, উড়ুস্বর, অশ্বখ,
বট প্রভৃতি শাখার দ্বাদশ অঙ্গুল প্রমাণ উক্ত হইয়াছে।
ঐ সকল শাখা পূর্বদিক্ হইতে যথাক্রমে বন্ধন
করিবে। ঐ অভিষেকমণ্ডপে পটবস্ত্র দ্বারা প্রদান
দ্বার নির্মাণ করিবে। পরে অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত
দর্ভমালা দ্বারা ঐ মণ্ডপকে শোভিত করিবে এবং
তাহার আটদিকে আটটি ধ্বজ স্থাপন করত বারদেশে
কুন্তস্থাপনপূর্বক তাহাকে শোভিত করিবে। পরে
সুবর্ণনির্মিত জেরণ দ্বারা মণ্ডপকে ভূষিত করিয়া
রাজাকে দান করাইবে। তদনুশেষ বিদ্রোহে ইত্যাদি মন্ত্র
পাঠপূর্বক সকলের উচ্চদেশে উপবিষ্ট নৃপতিক
শিবকৃতজ্ঞানে যথাবিধি দান করাইবে। গোবীন্দরত্নী
অথবা রুদ্রাখ্যারপাঠপূর্বক বর্ধনাজলে দান করাইবে

অথবা অথোর মন্ত্রদ্বারা সমস্ত কার্য নির্বাহ করিবে।
পরে হুন্দর আভরণ শুক্লবর্ণ হুন্দর মুকুট প্রভৃতি
অলঙ্কার এবং কৌমবস্ত্রদ্বারা রাজাকে নিয়ত সজ্জিত
করিবে। পরে অষ্টাধিক যষ্টিসংখ্যকপলপরিমিত
সুবর্ণ দ্বারা উত্তম সুদৃশ্য বস্ত্র নির্মাণ করত তাহাকে
নবরত্নদ্বারা ভূষিত করিয়া শুক্লকৈ দক্ষিণা ঈদান
করিবে। *এবং সমস্ত দশটি ধেনু, উত্তম ক্ষেত্র, শত-
দ্রোণপরিমিত ভিল, শতদ্রোণপরিমিত তুলু, শয্যা,
বাহন, সপরিচ্ছদ পর্যাক প্রদান করিবে। ঐ অভি-
ষেকার্থে যে সকল যোগী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহা-
দিগকে ত্রিংশৎপল সুবর্ণ প্রদান করিবে। দ্বাদশ
সমস্ত যোগ অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চদশ-
পল সুবর্ণ দান করিবে। এবং শিবভক্তদিগকে
তাহার অর্দ্ধ প্রদান করিবে। তৎপরে রাজা স্বয়ং
মহাদেবের মহতী পূজা করিবেন। ২৬০—২৭১।
আমি আপনাদিগের নিকটে সংক্ষেপে এই উত্তম
বিজয়াভিষেক কহিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র পূর্বকালে
পূর্বলিখিত বিধানমতে অভিষিক্ত হইয়া ইন্দ্র লাভ
করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মহ, বিষ্ণু বিষ্ণুহ, অশ্বিকা
অশ্বিকাহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাবিত্রী, দেবী লক্ষ্মী,
এবং কাত্যাবনী অতুল সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।
শিবানুচর নন্দী, পূর্বকালে রুদ্রাখ্যার পাঠ করত মৃত্যুকে
জয় করিয়াছেন। পূর্বকালে তারক নামে মহাহুতর, ও
বিদ্যাস্বামী, এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া দেবতাদিগেরও
অজ্ঞেয় ঈশ্বর। বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে জয় করিয়াছেন
পূর্বকালে নৃসিংহবেব হিরণ্যাক্ষপিশু নামে বৈতাক্যে,
কার্ত্তিক্রেয় তারকাস্বর প্রভৃতিকে নষ্ট করিয়াছেন।
অম্বা কোশিকী এই অভিষেক কৃতকৃত্য হইয়া
দৈত্যেন্দ্রপুত্র হুন্দ-উপহুন্দ্রের পুত্রস্বয় বহুদেব ও
সুদেবকে নষ্ট করিয়াছেন। ব্রহ্মা, দেবতাদিগকে
এইরূপ শাস্ত্রমতে অভিষিক্ত করিলে দেবতারা,
দেবাসুরযুদ্ধে আনন্দিত অসুরদিগকে জয় করিয়া-
ছিলেন। সমস্ত রাজগণ, এবং অস্ত্রাস্ত্র ব্রাহ্মণগণ,
আচার্য্য দ্বারা আপনাদিগের আপনাদিগের এইরূপে অভিষেক
করাইয়া উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ে
কোন বিচার করিবে না। ২৭২—২৭৯। এই
অভিষেকের পরাধায়া, অতি আশ্চর্য্য। এই বাক্য
আশ্চর্য্য ও অতি পবিত্র। সিদ্ধগণ, এই অভিষেক
দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। শতকাটিকমে যে
পাপ উপার্জিত হয়, রাজা এইরূপে অভিষিক্ত হইলে,
ঐ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন; ইহাতে সংশয় নাই;
এবং ক্ষমকৃত্যাদি ব্যাধি হইতে মুক্ত হন ও তিনি পুত্র

শৌচাদিগণ সহিত মিলিত হইয়া নিতাই জরলাভপূর্বক
কিষ্টায় দেবরাজের ভ্রাতা সকললোকের অনুরাগভাজন
হইয়া ধর্মীরা পঠির সহিত নিশাপথেই আলমলাভ
করেন। হে স্বামিন্ধব মনো! আমি রাজাদিগের
উপকারের নিমিত্ত এই বৎসিকিং কহিলাম; ইহার
কল অতি সুন্দর। ২৮০—২৮৪।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

হৃত করিলেন;—মহু, মনের অনন্তর দেবদেব
উমাকান্ত রুদ্রদেবকে নমস্কার করত, দিব্যচক্ষু দ্বারা
পরমেশ্বর নীললোহিত রুদ্রকে দর্শন করিয়া রুদ্রাধ্যায়
পাঠপূর্বক সেই বরদ শব্দকে শ্রব করিতে লাগিলেন।
তখন রুদ্রদেবও সন্তোষ লাভ করত 'তোমার রাজ্য-
ভোগের পরে স্বকীয় কর্ম দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে'
একবার এই কথা বলিয়া সেইস্থানেই অন্তর্হিত
হইলেন। তখন স্বামিন্ধব মহু, রুদ্রদেব মহাদেবকে
নমস্কার করিয়া যেমন পরমেশ্বর মহাবরুণ আরোহণ
করেন, তাহার ভ্রাতা মহামেধুতে আরোহণ করিলেন।
১—৩। সেই স্থানে সুবর্ণের ভ্রাতা ভেজঃসম্পন্ন,
যোগ এবং ঐশ্বর্যবৃত্ত, বরদ, ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমারকে
দর্শন করিলেন। পরে ব্রহ্মপরাশর, ব্রহ্মরূপী বরদ
সনৎকুমারকে নমস্কার করত উজ্জ্বলদীপিশালী মহু,
কৃতাজলিপুটে শ্রব করিতে লাগিলেন। সেই মুনিবর
সনৎকুমার মহুকে দর্শন করিলে হর্ষে তাঁহার শরীর
রোষাঙ্কিত হইল। পরে দয়ালু সনৎকুমার এই কথা
বলিলেন, তুমি শব্দকে দর্শন করত সেই সর্বদেবের
শাস্তমুর্তি নীললোহিত শব্দ হইতে অভিব্যক্ত লাভ
করিয়া আগমন করিয়াছ; এক্ষণে যদি তোমার কিছু
বলিতে ইচ্ছা হয় বল। ভগবান স্বামিন্ধব, সনৎকুমারের
সেই বাক্য শ্রবণ করত কৃতাজলিপুটে নমস্কারপূর্বক
জিজ্ঞাসা করিলেন, যে বিতো। কিরূপে কর্মদ্বারা মুক্তি
লাভ হয়। যে বিতো। তদ্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়,
কিন্তু হ্রস্ব ও বা কথিত আছে কর্ম এবং জ্ঞান এই
একদ্বয় দ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে; কেবল কর্মদ্বারা
কিরূপে মুক্তিলাভ হয়, তাহা আমাদিগের নিকট
বন্দ। অতঃপর বেদমন্ত্রবিদগণ্য ভগবান সনৎকুমার
তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যে মনে।
কেবল কর্মদ্বারা এক্ষণে জ্ঞানে মুক্তিলাভ হয়, কর্ম-
বিল্লিত কর্মদ্বারা এক্ষণে জ্ঞানে মুক্তিলাভ হয়; কিন্তু
জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ হয়। পূর্বকালে

আমি প্রভু নন্দীকে অবজ্ঞা করার তাঁহার শাপে ভ্রষ্ট
হইয়াছিলাম, পুনর্ব্বার তাঁহার প্রসাদে কল্যাণকারী
শিবের আরাধনা করত সেই নন্দীর প্রসাদেই শিবার্জন-
রূপ কর্ম দ্বারা ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছি, পরে আমি সেই
নন্দীর প্রসাদে মুক্তি লাভের উপায় শ্রবণ করিয়া দিব্য
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪—১৩। শিবার্জনরূপ
শিবধর্ম দ্বারা আমার এই সকল ফল হইয়াছে, তন্নিমিত্ত
অন্ত কাহারও দ্বারা হয় নাই। মহাত্মা নন্দী রাজা-
দিগের কর্মদ্বারা কর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভের নিমিত্ত
তুলারোহণ প্রভৃতি বোড়শদান কহিয়াছেন, আমি ঐ
সকল কর্ম যথাবিধি কহিতেছি, শ্রবণ কর। স্বর্ঘ্য-
গ্রহপাদিসময়ে-এবং গঙ্গাপ্রভৃতি তীর্থস্থানে ঐ বোড়শ
মহাদান করিতে হইবে, এইরূপ বিহিত হইয়াছে।
ঐ সকল মহাদান করিতে হইলে বিংশতিহস্তপরিমিত
উত্তম মণ্ডপ করিতে হইবে এবং ঐ মণ্ডপের শিখরভাগ
বিংশতিহস্ত উচ্চ হইবে। অশক্ত হইলে অষ্টাশ্ব হস্ত
কিংবা বোড়শহস্ত-পরিমিত মণ্ডপ নির্মাণ করিবে।
এইরূপে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে নব-
হস্তপরিমিত বেদি নির্মাণ করিবে। তাহাতে অশক্ত
হইলে অষ্টহস্ত অথবা সপ্তহস্ত পরিমিত বেদি করিবে,
তাহাতে অশক্ত হইলে দ্বিহস্ত অথবা সার্কহস্তপরিমিত
হুম্বর বেদি করিবে। দ্বাদশটি স্তম্ভের উপরিভাগে
পরম হুম্বর ভ্রমণশীল তুলাশু স্থাপন করিবে। ঐ
মণ্ডপের চারিদিকে নয়টি চতুর্কোণ কুণ্ড নির্মাণ
করাইবে। হে ব্রহ্মপুত্র! পূর্ব ও দিশান এই উভয়-
দিকের মধ্যে প্রধান কুণ্ড করিবে। কুণ্ড নানাপ্রকার—
চতুর্কোণ, যোজ্যাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ত্রিকোণ, গোল,
যটকোণ, দ্বাদশকোণ, পদ্মাকার এবং অষ্টকোণ।
হে বিপ্রেন্দ্র! ঐলোকের কার্যে যোজ্যাকার কুণ্ড
করিতে হইবে। কুণ্ডকরণে অশক্ত হইলে সকলে
আপন আপন হস্ত-পরিমিত কেবল স্থগিল করিবে।
১৪—২২। পূর্বোক্ত মণ্ডপ চারিটি সমানদ্বার এবং
চারিটি তোরণবৃত্ত আটটি লিঙ্গবৃত্তবৃত্ত ভর্তৃমালা-
বিশিষ্ট এবং আটটি মঙ্গলকলসযুক্ত হইবে। ঐ
মণ্ডপের উপরিভাগে চন্দ্রাতপ বন্ধন করিবে। ঐ
মণ্ডপে তুলা-স্তম্ভ প্রোথিত করিবে। বিশেষ ফলের
নিমিত্ত বিষ প্রভৃতি বৃক্ষের স্তম্ভ করিবে। বিষ,
অর্থ, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের অথবা কেবল ধর্ম
বৃক্ষের স্তম্ভ করিবে। যে বৃক্ষের দ্বারা প্রথম
স্তম্ভ করিবে সেই বৃক্ষ দ্বারা সকল স্তম্ভ করিতে
হইবে। ২৩—২৫। অথবা কেবল বিষবৃক্ষ দ্বারা
স্তম্ভ করিতে অশক্ত হইলে নানাদ্বারী বৃক্ষ

ধারা তন্তু নির্মাণ করিবে কিম্বা কেবল রেখা ধারা তন্তু করিবে। অষ্টহস্ত-পরিমিত তুলা-
স্তম্ভের হইহস্ত-পরিমিত মূলদেশে ভূমিতে প্রোথিত
করিবে; উপরিভাগ অনাচ্ছাদিত হইবে। ঐ
অনাচ্ছাদিতভাগ আচ্ছাদিতভাগের ত্রিগুণ হইবে।
অপর তন্তু, গোল ত্রণবহিত এবং প্রথমস্তম্ভের ভাষ
হইবে। হে রাজন্! ঐ তন্তু, যে স্থানে প্রথম তন্তু
প্রোথিত হইয়াছে, ঐ স্থান হইতে দুই অঙ্গুল ন্যূন
দূরত্ব হইতে প্রোথিত করিবে। অথবা চতুর্হস্ত
স্তম্ভের হইলেও কতি হইবে না। তন্তুস্থলের উপরি-
ভাগ ছয়হস্ত স্তম্ভের করিতে হইবে জানিবে। তন্তু-
স্থলের ষাটশাঙ্গুল-পরিমিত বিস্তার হইবে। উত্তর
স্তম্ভেরও এইরূপ বিস্তার জানিবে। স্তম্ভস্থপরিমিত
উত্তরধার, তত্ত্বা তুলারওঁর ব্যায়াম, ঐ তুলারওঁ,
বড়শিখতি-পরিচ্ছদযুক্ত হইবে। এবং ঐ তুলার,
চারি হাত পাঁচ ঘব বিস্তার ঐ দণ্ডকে উত্তমরূপে গোল
করিয়া নির্মাণ করিবে। তুলারওঁের মধ্যস্থান, বড়-
শিখতি-পরিচ্ছদযুক্ত হইবে। ঐ তুলার অগ্র, মধ্য
ও মূলদেশে সুবর্ণপট বন্ধন করিবে। ঐ সুবর্ণপট-
মধ্যে তিনটি অবলম্বন স্থাপন করিবে। ঐ তিন অব-
লম্বন, তাম্র অথবা পিত্তল দ্বারা নির্মাণ করিবে।
কদাপি লৌহ দ্বারা করিবে না। মধ্যস্থলে উচ্চমুখ
সুশোভন অবলম্বন করিবে। ঐ অবলম্বন রজ্জু দ্বারা
তোরণাগ্রে ধাবিধি বন্ধন করিবে। তুলারওঁের মধ্যে
একটি জিহ্বা (কাঁটা) করিবে। অন্তর তোবণ
নির্মাণ কর্তব্য। উত্তর দক্ষিণবর্তী তুলাপাত্রের
মধ্যস্থানে একটা দৃঢ় শঙ্ক স্থাপনপূর্বক উপরে চন্দ্রাত্তর
দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। সেই শঙ্কতে ছিদ্র-সম্পন্ন
একটা বলয়াকার বজ্র রাখিবে। তুলালম্বনক, এবং
বিতানবলয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে। তুলামধ্যে পট-
বস্ত্রের বিতান নবান্নুল-পরিমিত হইবে। সেই বিতান
দীর্ঘে পঞ্চবিংশতি-প্রমাণ হইবে। অপর শূন্য পিশুদ্বয়
সুত্বেদ্র দ্বারা কর্তব্য। শিকার অধোভাগে পঞ্চ
প্রাণেশ বিস্তৃত ধারক পাত্রদ্বয় সহস্র পল, অষ্টশত পল,
কিংবা ছয়শত পল দ্বারা তাহা নির্মাণ করিবে।
২৬—৩১। তুলাপাত্রের মধ্যম বিস্তার চতুস্তাল-
পরিমিত কর্তব্য। তুলাপাত্রের উচ্চভাগের বিস্তার
সার্বত্রিভাল। সেই ত্রিমাত্র বা যথার্থ বিস্তৃত পাত্র
বন্ধন করিবে। সেই পাত্রের এক এক অঙ্গুলিপরিমিত
চতুর্ভুজ ছিদ্র থাকিবে। উত্তর এবং বিস্তৃত কুণ্ডল সেই
ছিদ্রে সমস্তরূপে থাকিবে। কুণ্ডল কুণ্ডলে শৃংখলা
লগাইয়া শৃংখলাগ্রাক বলয় তুলালম্বনবহিত অবলম্বনক

সহিত যোগ করিয়া দিবে। কুণ্ডল হইতে প্রাণেশপরিমিত
বা চতুস্তাল-পরিমিত পাত্র উর্ধ্বে অবলম্বিত করিবে।
দুইটা শোভন কুন্ত পুরুষ-পরিমিত করিবে। উক্ত
কুন্তদ্বয় বাসুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে শিব স্তম্ভিত
করিবে। তৎপরে সেই কুন্তদ্বয় দুই হস্ত মাত্রা গর্ভে
প্রোথিত করিবে। অনন্তর জ্ঞানী পূজক, সেই গর্ভ
বাসুকা দ্বারা উত্তমরূপে পূর্ণ করিবে। ফেরূপে
কুন্তদ্বয় সম্পূর্ণ স্থির থাকে, সেইরূপ উপায় অবলম্বন
করিবে। বেদিকার উপরে মণ্ডল নির্মাণ কর্তব্য; এই
পরম গুহ্য বিষয় শ্রবণ কর। মণ্ডলের পরিমাণ
হইবে অষ্টাঙ্গুল। তাহাতে মল্লভাস্কর, ধূপ, নীপ,
ফল, পুষ্প থাকিবে। আদর্শভলের ভাষ সুনির্মল
মণ্ডল বৌদীর মধ্যে থাকিবে। মণ্ডলে চারি দ্বার
কর্ণিকা, কেশর শোভা উপশোভা সকলই থাকিবে।
পঞ্চবর্ণচূর্ণদ্বারা তাহার নির্মাণ হইবে, স্থানভেদে
বর্ণভেদ থাকিবে। মণ্ডলের পূর্বদিকে বজ্র, অধিকোণে
উজ্জল শক্তি, দক্ষিণে দণ্ড, নৈঋতকোণে খড়্গা,
পশ্চিমদিকে পাশ, বায়ুকোণে ধ্বজ, উত্তরদিকে গদা,
ঈশানকোণে শূল এবং শূলের বামভাগে চক্র ও দক্ষিণ-
ভাগে পদ্ম আঁকিবে। অন্তর হোম করিতে হইবে।
প্রধান দেবতার হোম গায়ত্রী দ্বারা করিয়া। শক্রে, বহ্নি,
যম, রাক্ষসেশ্বর নিখতি, বায়ু, কুবের, ঈশ্বর, বিষ্ণু, এবং
ব্রহ্মা এই দশদিকৃপালের আদিত্যে প্রণব অস্ত্রে বাহা
এবং মধ্য চতুর্দ্বার একবচনান্ত সেই সেই দেবতার
নামোচ্চারণপূর্বক দ্বার নামোচ্চারণ বিধিঅনুসারে
স্থাপিত অনলমুখেই ধাবিধি হোম করিবে। জয়াদি
হোম ও ষষ্টিকং হোম পর্যন্ত সকল কার্যই ধাবিধি
করিবে। সকলহোমে ও প্রধানহোমে একবিংশতি-
সংখ্যক পলাশসমিধ্ ‘অয়ং তে’ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা
আহুতি দিবে। যথাক্রমে সমিধ্ হোম, চরুহোম এবং
হৃতহোম করা কর্তব্য। হৃতপক শুক্রান এবং কৃশরাদেব
নাম চক্ৰ। ‘অয়ং আয়ুধি’ ইত্যাদি মন্ত্র এবং পার্শ্বী
উচ্চারণপূর্বক সহস্র, পঞ্চশত বা অষ্টোত্তর শত
সমিধ্ হোম চরুহোম এবং আত্মহোম প্রধান দেবতার
উদ্দেশ্যে কর্তব্য। অন্তর ক্রমে শত্রুদিগের এবং বান্ধাদিগের
উদ্দেশ্যেও সহস্রাধি হোম করা বিধি। ‘ব্রহ্মবজ্রে,
ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মার এবং ‘নারায়ণায় বিষ্ণুর্হোম’ ইত্যাদি
মন্ত্রে বিষ্ণুর হোম করিবে। এই বিশেষ বিধি-
যুক্ত সুশোভন হোম-পদ্ধতি কহিলাম। ‘ব্রহ্মবজ্রে,
বজ্রাহোম’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক হৃতযুক্ত দুর্গা দ্বারা
শিবের পঞ্চবিংশতিবার পূজা পূজ্য হোম করিবে।
এই দুর্গাহোম এবং বাসুহোম সর্বদা প্রণয়।

অখোদয়ন্ত উচ্চারণপূর্বক কশমহস্ত প্রারম্ভিতহোম
দেত দ্বারা করিবে। ৪০—৬৩। দক্ষিণ লক্ষা, বামে
বিষ্ণু, মধ্যে দেবীসহ বিশ্বগুরু শিব; চতুর্দিকে
ইন্দ্রাণি দিকপালগণ, এতদ্ভিন্ন আদিভা, ভাস্কর, ভাস্কর,
রবি, বিষ্ণু, ঊষা, প্রভা, প্রভা, সন্ধ্যা এবং সাক্ষী
তথায় আধিষ্ঠিত। ইহাদিগের সকলেরই হোম পূজা
কর্তব্য। পঞ্চপ্রকার বিধি অনুসারে মহাত্মা ঋষোশ্চর
পূজা করিবে: বিষ্ণু, হুভগা, বর্দ্ধনী, প্রবক্ষিণা,
এবং আপ্যায়নী দেবীকে পূজা করিয়া পদ্মাসনে হৃদ্য-
পূজা কর্তব্য। প্রভুত, বিমল, সার, আরাধ্য এবং
হৃদ্য-নামক আসনকে যথাক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম,
উত্তর এবং মধ্যে পূজা করিবে। তৎপরে দীপ্তা,
হুশ্বা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, অহমাত্মা এবং বিদ্যাভাক
যথাক্রমে কেসরে পূজা করিয়া মধ্যে সর্কোতোমুখী
পূজা করা বিধি। অনন্তর চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি,
শুক্রে, শনি, রাহু এবং কেতুর পূর্বোক্ত প্রকার হোম
পূজা এবং তদুদ্দেশে দান করিবে। এইরূপ বিস্তৃত-
কর্ম সম্পাদনপূর্বক সেই তুলাদান-দিনে শিবভক্ত-
পরায়ণ দিব্যাদ্যয়ন-সম্পন্ন যোগিগণকে ভোজন
করাইবে। হোম প্রবৃত্ত হইলে, রুদ্রাধ্যায় পাঠ
করত রাজাকে পূর্বদিকস্থ তুলাপাত্রে বিধিপূর্বক
আরোহণ করাইবে: রাজাধিষ্ঠিত তুলা এক দণ্ড
বধাবিধি ধরিয়া থাকিবে। অথবা একদণ্ডের
অর্ধ বা তদধিক তথায় রাজা থাকিবেন। পূজক
রুদ্র-গায়ত্রী পাঠ করিতে থাকিবেন। ব্রাহ্মণ
তুলাদোহী হইলে তিনি কুশহস্ত হইয়া, আর কত্রিয়
রাজা হইলে অলঙ্কৃত এবং ষড়্ভাগ-খেটুকারী হইয়া
একাগ্রচিত্তে হৃদ্য-মণ্ডল দর্শন করিবেন এবং আদি ও
অন্তে বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা পূণ্যাহ এবং
অস্তিবাচনাধি কর্তব্য ॥ ৬৪—৭৬ ॥ অম্বধনি, মঙ্গলাদি
শল, হুশোভন বেষধ্বনি, সর্কশোভা-সমযিত নৃত্য গীত
বাখ্যাদি হইতে থাকিবে, এমন সময়ে রাজা আপনার
বাম শিক্যাবলম্বিত পাতে স্বর্ণরাশি স্থাপন করাইবেন।
তুলাধার পাত্রের ঠিক সমান এক হুত হওয়া চাহি।
সেই তুলা ত্রিখিত্ত স্বর্ণ অক্ষয় হইবে। শত নিকষিক
হুত্ব ই তুলামানে শ্রেষ্ঠ, তদধিক হুত্ব মধ্যম এবং তদধিক
হুত্ব ই ন্যূনকম। তুলামানসময়ে এই ত্রিবিধ কল
কীর্ণিত হইরাছে। রাজা পূজারন্তই বস্ত্রবুল উকীর,
হুত্বল, কণ্ঠভূষণ, অঙ্গুলিভূষণ এবং মণিবল-ভূষণ এই
সমস্ত বস্ত্র ভূষণাদি পাতপত-ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিকে
দান করিবে। জালী দান, পূর্বোক্ত সমস্ত ভূষণ
উকীর বস্ত্র এবং উত্তরীয় বস্ত্র এই তুলাদোহণ কার্যের

কক্ষিকূটকে প্রদান করিবেন। বধাশক্তি শত
পঞ্চাশৎ বা পঞ্চবিংশতি হুত্ব বক্ষিণা প্রদান করা বিধি।
উপস্থিত সকল যোগিগণকে পৃথক পৃথক এক এক নিক
হুত্ব প্রদান করিতে হইবে। যোগকর্তা দ্বিধা যোগা-
পকরণ আচার্যকে প্রদান করিবেন। অত্র দমস্ত্রণাবলম্বী-
দ্বিগকে পৃথক নিক প্রদান করা কর্তব্য। তুলামান
হুত্ব, শিবকেই প্রদান করিবে। বুদ্ধিমান যোগকর্তা,
প্রাসাদ মণ্ডপ, প্রাকার, ভূষণ, হুত্ব, পুষ্প, পট্ট,
ধড়গ এবং কোশ শিবোদ্দেশে প্রদান করিয়া
অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ বস্ত্র আচার্যগণকে বিশেষতঃ
ভদ্রা-লিপ্তাঙ্গ শৈবগণকে প্রদান করিবেন। তখন
সেই রাজা কারাগারস্থিত বন্দীদ্বিগকে মোচন
করিবেন। অনন্তর দেবদেব পরমেশ্বর উমাগণ্ডিকে
সহস্র কলস লল, কেবল হুত, ছন্দ, দধি, নারিকেল-
জলাদি সকল দ্রব্য, ব্রহ্মকূট এবং পঞ্চগব্য এতদ্বাধ্য
যে কোন বস্ত্র দ্বারা দান করা হইবেন। পঞ্চগব্য দ্বারা
দান করাইতে হইলে গায়ত্রী উচ্চারণপূর্বক গোমূত্র
দ্বারা, প্রণবোচ্চারণ পূর্বক গোময় দ্বারা, 'আপ্যায়ন'
ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ছন্দ দ্বারা, 'দধিকার'
ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দধি, দ্বারা 'ভোজোহসি'
ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হুত দ্বারা ঈশানদেবের
দান করাইতে হইবে। 'দেবস্ত্রহা' ইত্যাদি মন্ত্র
উচ্চারণপূর্বক কুশজলপূর্ণ কলস দ্বারা দান করান
বিধেয়। অথবা রুদ্রাধ্যায় পাঠ করত পরমেশ্বর শিবকে
দান করাইবে। বিষ্ণুকথিত, তত্ত্বিকথিত কিংবা
মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষকর্তৃক অতিহিত শিব-সহস্র-নাম
উচ্চারণপূর্বক সহস্র কলস দ্বারা শিবের অভিষেচন
কর্তব্য। অনন্তর ভক্তিপূর্বক শিবের মহাপূজা
করিতে হইবে। দক্ষিণা, শিবভক্ত এবং নিজ গুরুকে
প্রদান করিতে হইবে। তুলাদ্রব্য এবং তাহার
দক্ষিণা ঋত্বিক, ধোণী, দীন, অন্ন এবং কাড়র
সকলকেই যথাক্রমে হুনিয়নে দাতব্য এবং বালক,
বৃদ্ধ, কুশ এবং আত্মদ্বিগকে যথাবিধি ভোজন করা হইবে
এবং দক্ষিণাও প্রদান করিবে। ৭৭—১৬।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উনত্রিংশ অধ্যায় .

সনৎকুমার বলিলেন, সামান্ত রূপ প্রথম তুলা-
দানের কথা তোমার নিকট এই বলিলাম, সর্কসিদ্ধি-
এবং দ্বিগণ্যগতীয় দ্বিতীয় দানের কথা বলিতেছি।
সহস্র হুত্ব দ্বারা নিম্নোক্ত এবং পঞ্চাশত হুত্ব দ্বারা

উজ্জপাত্ত করিবে। তাহার মুখ নিজ শরীরপ্রবেশের উপযুক্ত পরিমাণ কর্তব্য। এইরূপ সর্বলকার-সংসৃত শুভ হৈমপাত্ত করিবে। নিয়মাত্রে শুভক্রমবরা ব্রাহ্ম-বিষ্ণু-কৃষ্ণমূর্ত্তিপী চতুর্বিংশতছাত্তিক। প্রকৃতি দ্বৈতকে চিত্তা করিবে। উজ্জপাত্তে শুভাভাও বড়বিশেষরূপ সদাশিবকে চিত্তা করিবে। আত্মাকে পঞ্চবিংশতত্ব অগ্রজ পুরুষ-স্বরূপ ভাবনা করিবে। বৈদিকার উপরি-স্থিত মণ্ডলে শালিমধ্যে লইয়া গিয়া পূর্বোক্ত স্থানে সেই পাত্রে স্থাপন করিবে এবং নববস্ত্র দ্বারা তাহা বেষ্টন করা কর্তব্য। মাধকর দ্বারা সেই পাত্র লেপন করিয়া পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করিবে। সেই পঞ্চো-পচার দ্বারা শিবপূজা ঈশানাদি মন্ত্রদ্বারা যথাক্রমে করিবে। শিবপূজা এবং হোম পূর্ববৎ যথাক্রমে কর্তব্য। গান্ধারী জপ করিয়া পূর্বোক্তমুখ হইয়া স্বয়ং সেই পাত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। তখন ব্রাহ্মণোত্তম, আচার্য্য, সেই যজমান-গর্ভ পাত্রে যথাবিধি ষোড়শ সংস্কারক্রমে গর্ভাধানাদি কার্য সম্পাদন করিবে। দুর্কাক্ষর দ্বারা দক্ষিণনাসাপটে সেক দিবে। সীমন্তোন্নয়নকার্যে উড্ডম্বর দলের সহিত কুশল একবিংশতিবার ঈশানকোণে দিবে। উত্তম কস্তা ত্রিংশৎ নিকষা দ্বারা নির্মাণ করিয়া অলঙ্কার প্রদান-পূর্বক হোম করত শিবকে প্রদান করিবে। বিচক্ষণ মাধক অন্নপ্রাশনে পায়সাদি ভোজন করাইবে। বৈদ্যপাণ্ডা ব্রাহ্মণগণ, গর্ভাধান হইতে বিবাহিত পর্য্যন্ত কৰ্ম এইরূপে শক্তিবীজ দ্বারা করিবে। শেষ কার্য তুল্যাহবর্ণের জ্বার যথাবিধি কর্তব্য। ১—১৩।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ;

ত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, মুনৈ । এক্ষণে উত্তম তিল-পর্বতের কথা বলিতেছি ;—পূর্বোক্ত স্থানে পূর্বোক্ত কালে বহুসহকারে যথাবিধি পূজা করিয়া বৈদিশূত্র রমণীয় সমভল ভূতলে দশভাল প্রমাণে দণ্ডস্থাপন পূর্বক জলছিটা দিয়া তথায় তিলরাশি করিবে। বিষাদ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, সেই প্রদেশ পঞ্চগব্য দ্বারা শোধিত করিয়া পূর্ববৎ চতুর্দিকে মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। নূতনবস্ত্র স্থাপন এবং রমণীয় পুষ্পচর বিকীর্ণ করিয়া তাহাতেই রাশীকৃত তিলভার রাখিবে। নিহিত হও অপেক্ষা প্রাণেশপরিমাণ উচ্চ তিলরাশিই উত্তম। হে মুনিবর ! পূর্বপরিমাণ অপেক্ষা চারি অঙ্গুল দূরী তিলরাশি মধ্যম বড়তুল্যই অধম পরিমাণ।

তদপেক্ষা ন্যূন করিবে না। তিলপর্বত নূতনবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। প্রদ্যাবি আবাহনপূর্বক যথাবিধি তাহাদিগের পূজা করিবে। পূর্বোক্ত মূর্ত্তি সকল এক একটা কুয়ীয়া ত্রিভুজ স্বর্ণদ্বারা নির্মাণ করিবে এবং যথাক্রমে অষ্টমিকে তাহাদিগের পূজা হইবে। হে মুনিসত্তম-গণ ! তুল্যারোহণের জ্বার যথাবিধি দক্ষিণা প্রদান কর্তব্য। হোমও পূর্বের জ্বার উক্ত হইয়াছে। দিকপালগণের সহিত তিলপর্বতের মধ্যস্থিত তিল-পর্বতরূপী দেবদেবের পূজা কর্তব্য। পরিপূর্ণ সহস্র কলস দ্বারা পূজা করত তিলপর্বতমধ্যে অবস্থিত দেবদেব মহাদেবকে বহুজনকে দেখাইবে। এইরূপ যথাবিধি পূজা করত ক্রমশঃ প্রত্যেকের বিসর্জন-কার্য সম্পাদন করিবে। নিঃস্ব বহুপোষ্য সংকুল-প্রস্তুত ব্রাহ্মণগণকে সেই তিলপর্বত বিভাগ করিয়া প্রদান করিবে। সকল প্রকার শুভকৰ্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম তিলপর্বতবিধি বর্ণন করিলাম। ১—১৩ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর অঙ্গদ্রব্য-সাধ্য বহুকলপ্রদ অস্ত্র হুস্তপর্বতের কথা বলিতেছি। মাত্র দ্রব্য দ্বারা নির্মিত সেই পর্বত কালে পবিত্রতা লাভ করে। একটি শুদ্ধ স্থান গোময় দ্বারা বিলেপিত করিয়া তাহার উপর বস্ত্র সকল আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর বুদ্ধিমান ব্যক্তি গোময়-লিপ্ত বস্ত্র-প্রারূঢ় সেই স্থানে তিনভার তিল নিক্ষেপ করিবে। দশটি স্বর্ণ-মুদ্রা কিংবা তাহার চতুর্থাংশে কণিকা ও কেশর-বিশিষ্ট একটি অষ্টল পদ্ম নির্মাণ করাইয়া তিল-রাশির মধ্যে বিস্তার করিবে এবং তাহার মধ্যে মহাদেবকে সংস্থাপন করিবে। বিধিপূর্বক মহাদেবের পূজা করত বামদেবাদি পঞ্চব্রহ্মার পূজা করিবে। তিনটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা শক্তিরূপ নির্মাণ করাইবে। অষ্টবিনায়কের বিভাগানুসারে ভাস করিবে। পূর্বোক্ত স্বর্ণপরিমাণে বিনায়কগণকেও নির্মাণ করিবে। বিধিঅনুসারে গন্ধ ধূপাদি দ্বারা ক্রমশঃ তাহাদের পূজা করিবে। ১—৬।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষাট্ৰিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, সংক্ষেপে সুবর্ণ-পৃথিবী দানের বিষয় বর্ণন করিতেছি, জপ, হোম, পূজা, দান এবং অভিষেকাদি পূর্বের জ্ঞায় কর্তব্য। পূর্বোক্ত দেশে এক কালে মূনিগণের সহিত উক্ত কার্য সম্পাদন করিবে। পূর্বোক্ত লক্ষণ-সম্পন্ন হুণ্ড কিংবা মণ্ডল-প্রদেশে সহস্র সুবর্ণ দ্বারা দিব্যভূমি নির্মাণ করাইবে। এক হস্তধর্মিত হুশোভিত সেই বহুল ভূমিতে সপ্তদ্বীপ, সমুদ্র, পর্বত এবং তীর্থ সকল নির্মাণ করাইবে। তাহার মধ্যে স্তম্ভপর্বত নির্মিত হইবে কিংবা ঐ মধ্যপ্রদেশে জম্বুদ্বীপ কল্পনা করিবে। বৌদিগ্যাহিত মণ্ডলে পূর্ববৎ সকল কল্প সম্পাদন করিবা পূর্বোক্ত সহস্র সংখ্যার সপ্তমাংশ দক্ষিণা বিধিপূর্বক শিব-ভক্তকে দান করিবে। সহস্র কলসাদি দ্বারা শব্দ শিবের পূজা করিবে। সর্বোৎকৃষ্ট সুবর্ণমেদিনী দান লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইল। ১—৭।

ষাট্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর অত্র উত্তমকল-পাদপ বলিতেছি। এক শত সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা শাখাব সহিত বৃক্ষ নির্মাণ করত নানাপ্রকার মুক্তামালা সেই বৃক্ষের শাখায় অবলম্বিত করিবে। দিব্য মরকত মণি দ্বারা মূলপ্রদেশ বদ্ধ করিবে। বিধান-যুক্তি প্রবাল দ্বারা সেই বৃক্ষের পল্লব এবং পদ্মরাগ মণি দ্বারা কল রচনা করিবা বৃক্ষটির চতুর্দিকে হুশোভা সম্পাদন করিবে। তাহার মূল নীলরত্নে, শুদ্ধ বজ্রমণি দ্বারা, অগ্র বৈদূর্য মণি দ্বারা, এবং মস্তক পুষ্পরাগ দ্বারা নির্মাণ করাইবে। গোমেদক মণি দ্বারা কন্দ, সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত মণি দ্বারা অথবা ফাটিক দ্বারা বেধি নির্মাণ করাইবে। ঐ বৃক্ষটি একবিতস্তি-পরিমিত দীর্ঘ হইবে। শাখা আটটি বিস্তার ও উর্দ্ধে বধাসম্ভব নির্মাণ করিবে। তাহার মূল-প্রদেশে লোকপাল-পদে বহিত মহাদেবকে সংস্থাপন করিবে। পূর্বোক্ত যৈদ্য মধ্যস্থিত মণ্ডলে বৃক্ষস্থাপন করত বহুপূর্বক মহাদেব এবং লোকপালবৃক্ষের পূজা করিবে। পূর্বের জ্ঞায় জপ হোম এবং দক্ষিণার্ধে তুলাদি প্রদান করিবে। যে নরপতি, শত্রু-নিবেদিত সেই বৃক্ষ বোগী কিংবা ঙ্গ-ত্রস্তদ্বারীকে অর্পণ করিবা রাজা সকল ভূমির অধিপতি হইল। ১—৮।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, গণেশের দান বলিতেছি ; পূর্বোক্ত মণ্ডলে লোকপালগণের সহিত দেবদেবের মহাদেবের পূজা করত শাস্ত্রানুসারে দশটি সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা অলঙ্কৃত প্রত্যেক দিকপাল নির্মাণ করিবে এবং বিধিপূর্বক পূজা নির্বাহ করিবে। অষ্টদিকে আটটি হস্ত নির্মাণ করত পূর্বের জ্ঞায় হোম করিবে। পরম্পরাগতক্রমানুসারে বামদেবাদি পঞ্চাঙ্গপূজা পূর্বক সাতদিকে সাতজন ব্রাহ্মণের পূজা করিবা উত্তর দিকে এক কস্তার অর্চনা করিবে। আশ্রমিক সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক কুমারী এবং ব্রাহ্মণগণকে সেই সেই মূর্তি প্রদান করিবে। ইহা করিলে দিশ্চর সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ১—৫।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর যথাক্রমে হেমধেনু-বিধি বর্ণন করিতেছি। ইহা দ্বারা পাপ সকল দূষ্ট গ্রহ ও ত্রুড়িকাদি সদ্য বিনষ্ট হয়। নানাপ্রকার উপসর্গ এবং ব্যাধিসমূহও ইহা করিলে নষ্ট হয়। সহস্র সুবর্ণমুদ্রা, তাহার অর্দ্ধ কিংবা অর্দ্ধাঙ্গপরিমাণে অথবা একশত মুদ্রা দ্বারা সকল প্রকার গুণ-সম্পন্ন হুরূপা একটি ধেনু নির্মাণ করিবে। সকল প্রকার মূললক্ষণসম্পন্ন সেই ধেনুটির উৎকৃষ্ট খর দুইটি বজ্রমণি দ্বারা ও শৃঙ্গযয় পদ্মরাগ মণি দ্বারা নির্মাণ করিবে। ভ্রমরের মধ্যদেশে উত্তম মৌক্তিক-মণি দ্বারা নির্মাণ করিবে। হে মুনিসন্তমগণ! ঐ ধেনুর স্তন বৈদূর্য মণি দ্বারা ও হৃদয় লাঙ্গুল নীল-মণি দ্বারা নির্মাণ করিবে। এবং পুষ্পরাগ দ্বারা হুশোভিত লজ্জা নির্মাণ করিবে। এই প্রকার গত্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মাণ করিবা দশ সুবর্ণ দ্বারা হৃদয় বৎস নির্মাণ করিবে। পূর্বোক্তপরিমাণ-বেদিকা-মধ্যে মণ্ডল কল্পনা করিবে। সর্বস্ত ব্যক্তি, তাহার মধ্যে বৎসের সহিত হৃদয়ভিক সংস্থাপন করিবা দুই-খানি বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত করিবেন। পার্শ্বদ্বীপ দ্বারা বস্ত্রের ও হুরতির পূজা করিবা বিধিপূর্বক হোম করিবে। কাঠ আখ্যা প্রভৃতি হোমীর ত্র্যম্বকপদ পূর্বোক্ত বিধানানুসারে সম্পাদন করিবে। বৃদ্ধাদি দ্বারা নিবলিত দান করাইবা পূজা করিবে। পার্শ্বদ্বী

দ্বারা গবালন্তন করিয়া শিবকে নিবেদন করিবে। হে মহামতে! আর উহার দক্ষিণা ত্রিংশৎসুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে হইবে। ১—১১।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, লক্ষ্মীদান-বিধি বলিতেছি, ইহা দ্বারা অসীম ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্ব-নির্দিষ্ট মণ্ডপের উর্দ্ধ মণ্ডলে বেদিকা করিবে। বিধিপূর্ব্বক সুবর্ণ দ্বারা অম্বুগমা লক্ষ্মীদেবী নির্মাণ করিবে। সহস্র সুবর্ণ, পাঁচশত সুবর্ণ, তাহার অর্দ্ধ কিংবা অষ্টাধিক শত সুবর্ণ দ্বারা সকল লক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মী-মূর্ত্তি নির্মাণ করিবে। নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত লক্ষ্মী-দেবীকে মণ্ডলে স্থাপন করিবে। তাহার সেই মণ্ডলের দক্ষিণদিকে পরিষ্কৃত স্থলে নারায়ণের পূজা করিবে। লক্ষ্মী-ভক্তোক্ত বিধানানুসারে হুরেশ্বরী লক্ষ্মীর অর্চনা করিয়া বিষ্ণু-পায়ত্রী দ্বারা দেবদেব বিশ্বকর্ষ বিষ্ণুর পূজা করিবে। বিধিপূর্ব্বক দেবীর পূজা সমাপনান্তে পূর্ব্বের স্নায় হোম করিবে। প্রথমতঃ কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিয়া আজ্যহোম সম্পাদন করিবে। ঐত্বিগুণ অষ্টাধিক শতবার পৃথক্ পৃথক্ রূপে হোম করিয়া সেই হোমকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে দেবীকে বজ্রমানের চুষ্টিগোচর করিয়া দিবেন এবং স্বয়ং বিষ্ণুর সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তথায় অবস্থিত মহাদেবের পূর্ব্বক পূজা করিবেন। সেই লক্ষ্মীর পূজনে বিংশতি সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করিবে। অত্যাশ্রিত ব্রাহ্মণকে তাঁহার অর্ধেকপরিমিত যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর ভক্ত বিশেষরূপে মহাদেবের উদ্দেশে হোম করিবে। ১—১।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন ; অনন্তর তিলধেনু-বিধি বলিতেছি। পূর্ব্বনির্দিষ্ট মণ্ডপের পশ্চিমাংশে শিব-পূজা করিবে ; সেই মণ্ডপের অগ্রদেশের মধ্যভূমিতে সুশোভিত একটি পদ্ম লিখিয়া সেই পদ্মটি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে এবং তাহার মধ্যে সুশোভিত তিলপুষ্প নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ত্রিংশৎ সুবর্ণ-মুদ্রা, পঞ্চদশ মুদ্রা পঞ্চাশৎ সুবর্ণ-মুদ্রা বা তাহার অর্ধাংশের দ্বারা একটি পদ্ম নির্মাণ করিবে। তাঁহারক গন্ধপুষ্পাদি

দ্বারা বিধিপূর্ব্বক আরাধনা করিয়া সেই পুষ্পের উপরিভাগে একাদশজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবে। গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করিয়া প্রত্যেককে আচ্ছাদন-বস্ত্র উপহার দিয়া বস্ত্র ক্রমশঃ অর্পণ করিবে। উকীষ, কুণ্ডল এবং হৃৎকায়-প্রভৃতি অলঙ্কার যথাবিধি তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া এগারখানি বস্ত্র তাঁহাদের সম্মুখে বিস্তারিত করিবে। সেই বস্ত্রসমূহে পৃথক্ পৃথক্ রূপে তিল সংস্থাপন করিয়া শতপল-পরিমিত একাদশটি কাংস্তপাত্র একাদশজন ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে। এক একটা ইন্দু-দণ্ড সকলকে দিবে। দুইটি সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা শূন্য দুইটি নির্মাণ করিবে। দুই দুইটি রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা খেচুর খুরনির্মাণ করিবে। পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বস্ত্র-সকল প্রদান করত সেই শূন্য ও খুর তিলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। রুদ্রভক্তোক্ত মন্ত্র দ্বারা একাদশ রুদ্র সকলকেও বিধিতে দান করিবে। পদ্মবিগ্রহের পূর্ব্বভাগে ষাটশজন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মপূর্ব্বক পূজা করিয়া ষাটশাদিত্যমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকেও দান করিবে। পূর্ব্বের স্নায় দক্ষিণদিকে ষাটশজন ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া বিশ্বেশ্বরমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পদ্মমূর্ত্তি প্রদান করিবে। এই সকল কৰ্ম্ম যথাক্রমে যজমানই সম্পাদন করিবে। রুদ্রদান, আদিত্য-গণের দান এবং বিভবানুসারে মূর্ত্ত্যাদির দান কেবলমাত্র এই কয়টি দান রাজা পদ্মনিক্ষেপপূর্ব্বক যাজকদ্বারা সম্পন্ন করাইবে। পাঁচটি সুবর্ণ দ্বারা নির্মিত সুবর্ণ দক্ষিণাধরূপ প্রদান করিবে। ১—১৫।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, হে সূত্রত! অনন্তর গো-সহস্রদান-বিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুলক্ষণ-সম্পন্ন হুন্দর বৎসের সহিত সহস্রসংখ্যক গো আনয়ন করত শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের পূজা করিবে। তাহার মধ্যে আটটি খেচুর বস্ত্রপূর্ব্বক বিশেষরূপে পূজা করিবে। সেই খেচুরসমূহের শূন্যগুলি এক একটা সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা বাঁধাইয়া দিবে। খুরগুলি রৌপ্য এবং কঠ এক একটা সুবর্ণমুদ্রায় বিভূষিত করিবে। সেই খেচুর কর্ণ হীরকদ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। এই প্রকারে গোসকলকে শিবোদ্দেশে সমর্পণপূর্ব্বক দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে। ষট্‌শটি সুবর্ণমুদ্রা অর্থাৎ পাঁচটি সুবর্ণমুদ্রা কিংবা ত্রিশটি

অৰ্দ্ধভাগ অথবা বিভবানুসারে একটি স্বর্ণ-মুদ্রাও দক্ষিণা প্রদান করিবে। প্রত্যেক ত্রৈলোক্যকে উৎকৃষ্ট দুইখানি করিয়া বস্ত্র প্রদান করিবে। পূজাস্তে গো-সৰ্কল ত্রৈলোক্যকে প্রদান করিবে। এই প্রকারে দানপূৰ্বক মঙ্গললিঙ্গ মহাদেবের পূজা করিবে। অনন্তর শাস্ত্রানুসারে খেচুর অগ্রে এই স্তব পাঠ করিবে। 'খেচু আমার সমুখে এবং পশ্চাতে প্রতিদিন অধিষ্ঠান করুন এবং আমি নিরন্তর গোমূর্তি চিন্তাপূৰ্বক খেচু লইয়া অধিষ্ঠান করি;' এই প্রকারে স্তব করত দ্বিঘণ্টাব্যপক সেই গো সম্প্রদান-পূৰ্বক প্রদক্ষিণ করিবে। খেচুর গাত্রে যতগুলি লোম আছে, ইহা করিলে তত বৎসরকাল স্বৰ্গলোকে বাস হয়। ১-১।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে সূত্রত! অশ্বমেধ অপেক্ষা ফলসাম্যক বিজয়কর হিরণ্য-প্রদান-বিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিভূষিত দিব্যলক্ষণ স্কন্ধ-চরণ ষেতুমুখ হুলক্ষণসম্পন্ন অষ্টোত্তরসহস্র অন্ততঃ অষ্টোত্তরশত অশ্ব সংগ্রহ করিবে। সকল-লক্ষণ-বিশিষ্ট সেই ষোড়শকের অঙ্গ সকল অক্ষত হইবে এবং অশ্বসকলকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে হ্রায় সুসজ্জীভূত করিবে। পূৰ্বোক্তগুণ-বিশিষ্ট সর্কোৎকৃষ্ট একটি অশ্বকে সেই অশ্বসকলের মধ্যে সংস্থাপন করত উচ্চৈঃশ্রবা-বুদ্ধিতে তত্ত্বপূৰ্বক পূজা করিবে। বেকবেদাদিবিং একজন ত্রৈলোক্যকে সেই অশ্বের পূৰ্বভাগে সুরেন্দ্র-বুদ্ধিতে পূজা করিয়া পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবে। শিবভক্তকে বিধিপূৰ্বক পূজিত সেই অশ্বটি প্রদান করিবে। আচার্য্যকে সুবর্ণনিশ্চিত অশ্ব প্রদানপূৰ্বক বিধিমাতে পূজা করিবে এবং স্বর্ণ-অশ্ব-প্রদানে অক্ষম হইলে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূৰ্বক আচার্য্যের পূজা করিবে। দীন, অন্ধ, হুংসী, বালক, বৃদ্ধ, কুশ এবং যোগিস্বৰূপে ন্যস্তোষধিধারী করিবে। যে মনুষ্য তত্ত্বপূৰ্বক এইরূপে অশ্বদান করে, সে চিরকাল সুরেন্দ্রসমুদ্র সম্পন্ন সন্তোষ করে। ১-১।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দান অপেক্ষা উত্তম কস্তাদান-বিধি বর্ণন করিতেছি। হুলক্ষণ-সম্পন্ন দোষ-লেশ-বিহীন কস্তা মাতাপিতার অভিপ্রায়ানুসারে শুভকৰ্ণে আশ্রয় বিবেচনায় উত্তম বস্ত্র ও নানাপ্রকার ভূষণ এবং গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া বিপুলধনের সহিত প্রদানের উদ্যোগ করিবে। গোত্র ও নক্ষত্রাদি হুলক্ষণ স্থির করিয়া বর ও কস্তার পরস্পর একভাবে দর্শন করত যত্নসহকায়ে উভয়ের পূজাপূৰ্বক যথাবিধি অধীতবেদবেদাদ্য ত্রৈলোক্যী তপস্বী শ্রোত্রিয় ত্রৈলোক্যকে ঐ কস্তা সম্প্রদান করিবে। দাস, দাসী, ধন, সম্পন্ন, ভূষণ, ক্ষেত্র, ধন; ধাত্ত এবং বস্ত্র প্রভৃতি বিশেষরূপে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিবে। কস্তা এবং তাহার দেহে যতগুলি রোম থাকিবে, কস্তা-সম্প্রদাতা ব্যক্তি তত বৎসরকাল শিবলোকে পূজিত হইয়া বাস করে। ১-১।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—সম্প্রতি সংক্ষেপে হিরণ্য-রূষ-দানবিধি বলিতেছি। সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বারা একটি রূষ নির্মাণ করাইবে কিংবা বুদ্ধিমান ব্যক্তি পাঁচশত স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বারা, অভাবে তাহার অৰ্দ্ধ ও তদভাবে অৰ্দ্ধাঙ্গ অথবা অষ্টাধিকশত স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বারাও ঐ রূষ নির্মাণ করিতে পারে। ধর্মরূপী সেই রূষের লগাটদেশে ক্ষটিকমণি দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শ্রেণী (তিলক-বিশেষ) রচনা করিয়া দিবে। সেই রূষের গুরুত্বতর রজত দ্বারা, গ্রীবা পরশাগমণি এবং কক্কদ গোমেদকমণি দ্বারা নির্মাণ করাইবে। নানাপ্রকার রত্নরচিত ক্ষুদ্রবটিকামালায় সেই রূষের কণ্ঠদেশে বিভূষিত করিবে। মহাদেবকে ক্ষুদ্রবটিকা-মণ্ডলে বেষ্টিত করিয়া পূর্বোক্তদিশে শুভকালে বেদিকা-মণ্ডলে সংস্থাপিত পশ্চিমাভিমুখ সেই রূষের উপরি সংস্থাপন করিবে এবং তত্ত্বপূৰ্বক ব্রাহ্মণ ঈশ্বর বৃষভধ্বজের পূজা করিয়া, গায়ত্রী উচ্চারণপূৰ্বক রূষ-রাজের পূজা করিবে। নমস্কারপূৰ্বক "তীক্ষ্ণজ্ঞায় বিদ্যাহে ধর্মগদায় ধীমহি। তন্নো বৃষঃ প্রোদয়াৎ" এই মূলমন্ত্র দ্বারা ধর্মবুদ্ধির নিমিত্ত রূষরাজের পূজা করিয়া বিভবানুসারে দুই অঙ্গাদি দ্বারা "হে"ম

করিবে। পূজাস্তে সেই বৃষ ভ্রাশ্ৰণ কিংবা মহানবেকে অর্পণ করিবে এবং যথাশক্তি দক্ষিণাও প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি সর্কোৎকৃষ্ট এই বৃষ-দান ভক্তিপূর্বক সম্পাদন করে, সে মহানবের অষ্টচর হইয়া তাঁহার সহিত হুশে অবস্থান করে ॥ ১—১১ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, আমি যথাযথ আমুপূর্বীক্রমে গজদান বলিতেছি। পূর্ববৎ পূজা করিয়া শিবোদ্দেশে নিবেদনপূর্বক ভ্রাশ্ৰণকে হস্তী প্রদান কর্তব্য। স্বর্ণময় বা রত্নতময় মূলকণ হস্তী সহঅনিষ্ট, তদর্দ্ধ বা অর্দ্ধাঙ্গি-দ্বারা প্রস্তুত করিবে। সেই সর্কলকণ-সম্পন্ন হস্তীকে পূর্বোক্ত লেণ-কালে শিবোদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। কিংবা অষ্টমীতে পরমেষ্টী শিবকে উহা প্রদান করা কর্তব্য। পূর্ববৎ শিবপূজা করিয়া শিবোদ্দেশে প্রদত্ত হস্তী শ্রোত্রিয় সাধিক দরিদ্র ব্রহ্মণকে প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি শিবভক্তিপ্রদ এই দান করিবে, সেই বহুকাল স্বর্গভোগ করিয়া বহুমাওজপতি রাজা হইবে ॥ ১—৬ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, দিব্য অষ্টলোকপাল-দান অত্যন্ত হুল্লভ। এই কার্য অতি গোপনীয়, সর্বসম্পত্তি-প্রদ এবং অরিচক্রবিনাশক। এই কার্য করিলে, স্বদেশ-রক্ষা উৎকৃষ্ট গজবাজি-সম্পত্তিবৃদ্ধি এবং পুত্র বৃদ্ধি হয়। ইহা পরম পবিত্র ও গোভ্রাশ্ৰণের হিতজনক। পূর্বোক্ত দেশকালে বেদিকার উপর মণ্ডলে যথাবিধি যথাক্রমে মধ্যে শিবপূজা করিয়া আটদিকে আটটা বালুকাময় হস্তিল নির্মাণ করিবে। তাহাতে বেদবেদাঙ্গ-পারগ জিভেশ্রিয় সম্বৎস-সভূত সর্কলকণ-সম্পন্ন শিবভিমুখে আসীন আটজন ভ্রাশ্ৰণকে দশাযুক্ত নবীন দৌত বস্ত্র, দিব্য অলঙ্কার ও গন্ধ পুষ্প রূপ দ্বারা লোকপালমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যথাক্রমে পূজা করিবে। পূর্বদিক-স্থিত অগ্নিতে লোকপাল-মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সমিধ ও হৃতদ্বারা হোম করিবে। অধিকাংশও যথাক্রমে হইবে। শিব-বৎসল আচার্য এইরূপ বিধানক্রমে হোম করিয়া বজ্রমালকে আহ্বানপূর্বক সর্কোত্তর-তুণ্ডিত সেই মিলনপথে উদ্ধারা পূজা করাইয়া ধনদান করাইবেন এবং লোকপাল-মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক পৃথক

পৃথক দশনিভপরিমিত ভূষণ দান করাইবেন, তাঁহাদিগের আসন দশনিভদ্বারা পৃথক পৃথক কর্তব্য। শিবদ্বাপন যথাবিধি কর্তব্য। এবং যথাশক্তি দক্ষিণা-দান কর্তব্য। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই লোকপাল দান করে, সেই বিচক্ষণ লোকপালদিগের লোকে বহুকাল বাস করিয়া অমৃতগ্রহণপূর্বক সার্কভৌম রাজা হয় ॥ ১—১২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—সর্কোত্তম অস্ত্র দানের কথা বলিতেছি। পূর্বোক্ত দেশকালে মণ্ডলে স্থতিলে কুণ্ডমধ্যে শিবসমীপে যথাবিধি অগ্নি-প্রণয়নপূর্বক পূর্বে বিষ্ণু, পরে পরমহোমের আবাহন করিবে। অনন্তর ব্রহ্মমুখ বিনির্গত প্রণবাদি ‘নারায়ণায় বিদমহে’ ইত্যাদি মন্ত্র এবং ব্রহ্মব্রহ্মণ বৃদ্ধায়, ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া পরে হোমকার্যের উত্তীর্ণ করিবে। উক্ত হোমকার্যে পৃথক পৃথক কুণ্ডবিধান করত ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-উদেশে সমুদয় হোমীয়জঘের আচ্ছতি দান করা কর্তব্য এবং আচার্যের সহিত বেদপারগ ঋত্বিকৃদ্বয়কে বরণ করিতে হয়। আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রীত্যর্থ পৃথক পৃথকরূপে ভ্রাশ্ৰণপণকে যথোক্ত বস্ত্র-আভরণ সর্বপ্রকার অলঙ্কার-সম্বিত অতীতম অষ্টোত্তরশত সুবর্ণ দান করা আবশ্যক। উল্লিখিত হোমকার্যের আচার্যকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে ভাবনা করত তাঁহাদিগের সন্তোষার্থ পৃথক পৃথক দক্ষিণা দান করা বিধেয় এবং বহুতর ভ্রাশ্ৰণ-ভোজন ও দগ্ধনাদিক্রমে শিবপূজা কর্তব্য ॥ ১—১ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ধর্মিগণ বলিলেন, মুনিবর! শুভপ্রদ বোড়শ প্রকার দানবিধি কথিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের নিকট জীবিত ব্যক্তির ভ্রাতৃভ্রাতৃস্বের বিষয় বর্ণন করুন। হৃদ কহিলেন, মুনিগণ! পূর্বে দেবদেব ভগবান ব্রহ্মা—মহু এবং শিবা বশিষ্ঠ, বৃষ্ণ ও ভাগবেয় নিকট যাহা কীর্তন করিয়াছেন, সম্প্রতি আমি সেই সর্কসিদ্ধিকর সর্কশ্রেষ্ঠ সর্ক-সম্রাট জীবৎভ্রাতৃ-বিধি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, আপনারা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করুন। যে পুত্রোৎপাদন!

একপদে আমি শ্রাদ্ধ-সংক্রমণ, শ্রাদ্ধার্হক্ৰম এবং উহা-
সম্বন্ধে কথা কিছু বিশেষ আছে; সমুদয়ই কীর্তন
করিতেছি। মানবগণ বুঝাবছার বয়সহকারে পূর্বভেদে,
নদীতীরে, ঘরে বা আয়তনে জীবৎশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান
করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অস্ত্রান্ত কর্তব্য
কাৰ্য্যের পাশ্চাত্য করণ বা নাই করণ এবং তিনি কখনী
বা অন্ত্যনী, শ্রোত্রিয় বা অশ্রোত্রিয়ই হউন, জীবৎ-
শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানহেতু তিনি যে যোগমার্গ-গত পরম
যোগীর স্তায় জীবন্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ মাত্র
নাই। প্রথমে শ্রাদ্ধীয় ভূমির গন্ধ-বর্ণ-রসাদি বিশেষ-
রূপে পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ শল্যোদ্ধারপূর্বক বালুকায়
হুণ্ডিল নির্মাণ করত তন্মধ্যে হস্তপ্রমাণ পরিমিত কুণ্ড
অথবা অরুণি-পরিমিত হুণ্ডিল নির্মাণান্তে পুনঃপুনর্বার
তাহা জলদ্বারা হুস্মিষ্ট ও যথাবিধি গোময় দ্বারা
উপলিপ্ত করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে। পরে সমিধত্রয়
গ্রহণপূর্বক যথাশাস্ত্র হরমান সমুদয় দেবগণকে
পরিগ্রহ করত পরিস্তরণান্তে পরস্পরাগত বশাধোক্ত
কাঁচসকল সমাপন করিবে। অনন্তর হুণ্ডিলমধ্যে
যথাক্রমে সমুদয় দেবগণের পূজা করত বক্ষ্যমাণ
মন্ত্রনিচয় দ্বারা তাঁহাদিগের উদ্দেশে বহ্নিতে
সমিধাদি দ্বারা আহুতি করিতে হইবে। প্রথমে
মদোমধ্যে সমুদয় তত্ত্ব-ভূতগণকে সম্যকরূপে
পৰ্য্যালোচনা করিয়া অগ্রে পৃথক্ পৃথক্ সমিধ হোম
পরে চর্যহোম ও তৎপরে পৃথকপাত্র-শোধিত হুত
দ্বারা ঐরূপ আহুতি দান করিবে। একপদে উল্লিখিত
পূজা ও হোমের মন্ত্র সকল ক্রমশঃ বলিতেছি শ্রবণ
করুন। ১—১০। (১) 'ও ভূঃ ব্রহ্মণে নমঃ' এই মন্ত্র
দ্বারা ব্রহ্মার পূজা ও 'ও ভূঃ ব্রহ্মণে স্বাহা' এই মন্ত্র
দ্বারা তদুদ্দেশে হোম এইরূপ ক্রমে (২) ও ভূবঃ
বিকবে নমঃ, ও ভূবঃ বিকবে স্বাহা, (৩) ও স্বঃ
রুদ্রায় নমঃ, ও স্বঃ রুদ্রায় স্বাহা ইত্যাদি পৃথকবিশতি মন্ত্রদ্বারা
সেই সেই দেবতার হোম পূজা কর্তব্য। যে হুতভ-
গণ! এইরূপে পূর্বোক্ত দেবগণের হোম-পূজা-
সমাপনান্তে পুনরায় মৃত্তিকার নিমিত্ত পূর্বোক্তক্রমে
বারিষি একুতি দেবগণ ও তত্ত্ববান শব্দ-উদ্দেশে
আহুতি দান করা কর্তব্য। অনন্তর পূর্বকার স্বা-
ক্রমে পশুপতি ও ও তৎপরে পূজা করিয়া পূর্বের-
দ্বারা অগ্নিহোমপূর্বক আহুতি-তিতে, সর্বদেব
কে হিহি ইত্যাদি মন্ত্রে চর্যত, আত্মপূর্ব ও
সমিধা কিংবা কেবল হুত দ্বারা সন্তোষ বা তদর্থে অথবা
অন্তোস্তরণভ্যন্তর আহুতি, পৃথকরূপে করণ
করিয়া পুনরায় কেবল হুত দ্বারা স্তবজালময় নীচা-

মন্ত্র এবং 'প্রাণে নিবিষ্ট' ইত্যাদি মন্ত্রে অস্তোস্তরণ-
আহুতি দান করিবে। আর এই রীতিতে যথাক্রমে
সমস্তশ্রাদ্ধোক্ত হোম কাৰ্য্যও কর্তব্য। পরে সপ্তম
দিবসে শ্রাদ্ধই মেগীত্ৰগণকে ভোজন করাইবে। আর
শর্বাদি অষ্ট দেবভোপাসক ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, আভরণ,
কন্থল, বাহন শয্যা, ঘাস ও হৈম, রাজত, কাংস্ত,
তাম্রাদিপাত্র, খেচু, তিল, ভূমি, স্বর্ণাদি ও দাস-দাসীগণ
দান ও দক্ষিণা দান করিবে। আর শর্বাদি অষ্টমূর্তি
উদ্দেশে পৃথকরূপে দিওদান করত সহস্র ব্রাহ্মণ কিংবা
একজন মাত্র ভগ্নবিমণ্ডিত-কলেবর জিতেন্দ্রিয় পরম-
যোগীকে সদক্ষিণ ভোজন করাইবে এবং দিবসত্রয়
রুজদেব-উদ্দেশে মহাচার নিবেদন করিবে। মুনিগণ!
এই আমি আপনাদিগের নিকট জীবৎশ্রাদ্ধ-বিষয়ক
বিশেষ-বিধি সমুদয়ই কীর্তন করিলাম, অধিক কি
বলিব; যে মানব, এই জীবৎশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করে,
সে স্বয়ং জীবন্ত হয়; একজ্ঞ তাহার দেহান্তে শ্রাদ্ধ
হউক বা নাই হউক, আর সে সমুদয় নিত্য-নৈমিত্তি-
কাদি কাৰ্য্যকলাপ পরিত্যাগ করুক বা নাই করুক,
কিছুতেই তাহার ক্ষতি-রুদ্ধি নাই। কোন বান্ধবের
মৃত্যুতেও তাহার অশৌচ বা অগ্ন্যপ্সাদ হয় না, সে
মানমাত্রেরই শুভিলাভ করিয়া থাকে, এবিষয়ে
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত জীবৎশ্রাদ্ধকরণের
পর যদ্যপি স্বক্রেতে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে
সেই কুমার ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকে; তাহার জাতক্যাদি
সমুদয় কাৰ্য্যই পিতার কর্তব্য। এবং ঐ শ্রাদ্ধের পর
যদ্যপি সেই মহাত্মার কন্যা হয়, তবে সেই কন্যা যে
একপদা অপগার স্ত্রায় সদ্গুণশালিনী হইবে তাহার
সন্দেহমাত্র নাই এবং তত্ত্বশজগণও ঐরূপ সদ্গুণ-
সম্পন্ন হইয়া থাকে আর সেই পুণ্যাত্মার ঐ কর্মফলে
পিতৃ মাতৃ উভয় কুলই নিঃসন্দেহ নরক হইতেও
মুক্তিলাভ করে। ঐ মহাত্মা দেহত্যাগ করিলে তাহার
পুত্রাদি, তদেব ভূমিতে প্রোথিত করুন; বা দহন করুন
আর সমুদয় পুত্রের কাৰ্য্যই বা করুন, কিছুতেই দোষ
নাই, কারণ তাদৃশ মহাত্মা উভয়-কাৰ্য্যের কল্যাণী
নহেন। মুনিগণ! পূর্বে ভগবান ব্রহ্মা, মহামতি
মুনিগণ-নিকটে এই বিষয় বর্ণন করিয়া পরে পুনরায়
সনৎকুমার-সম্মিানে কীর্তন করেন, অনন্তর বীমান
ব্রহ্মদেব সনৎকুমার ব্রহ্মবৈশ্যদেব ব্যাসদেবকে উপদেশ
করিয়াছিলেন। আমি সেই বীমান ব্যাসদেবের
এসাবে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাই নিম্নোক্তরূপে
ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছি। যে হুতভগণ! এই
আমি আপনাদিগের নিকট ব্রহ্মসিদ্ধি-এক সমুদয়

ভূতশব্দর বশন কারুণ্য, সংস্কার মানুপ্রদানকেই
হা উপদেশ করা কর্তব্য । অভ্যন্তর নিকট কখনই
নির্জন করা কর্তব্য নহে ॥ ১৪—১৪ ॥

পঞ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামতে হৃত । আপনি
স্বাস্থ্যক মানবদিগের মোক্ষের নিমিত্ত অদ্বুত জীবৎ-
প্রাণবিধি আমাদিগের নিকট কীর্তন করিলেন ।
একশে, হে হুত্রত ! রুদ্র, বসু, আদিভ্য, শক্রাদি
এবং ভগবান শত্ৰুর লিঙ্গ ও মূর্তির কিপ্রকার উৎকৃষ্ট
প্রতিষ্ঠা, আর মহাত্মা দেব বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অগ্নি, যম,
নৈঋতি, বরুণ, সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্র, যক্ষাদিগণ, কুবের,
মমিত্যাদি। ঈশান, ধরা, লক্ষ্মী, দুর্গা, শিবা, হৈমবতী,
চাঁতিকেয়, গণেশ, নন্দিকেয় এবং অস্ত্রাচ্চ
দেবগণ ও তত্ত্বদগণসমূহের কিরূপে শুভ প্রতিষ্ঠা
দক্ষণ, তাহা সবিস্তরে আমাদিগের সমক্ষে
বর্ণন করুন । হে হুত্রত ! আপনি পরম
হৃদভক্ত ও সর্বভক্তের পারদর্শী । অধিক কি,
ভগবান রুদ্রঐশ্যায়ন ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ অপর তনু-
স্বরূপ । পূর্বে ব্যাসদেব ভাগীরথীতীরে স্বয়ং বলিয়া-
ছেন যে অদ্বুত-শক্তিসম্পন্ন পরমধি সূক্ষ্ম, জৈমিনি
এ পৈল ইহঁরাই আপনার ছায় গুরুভক্তি করিতে
ক্ষম । কেবল একমাত্র আপনিই সেই মহাপ্রভাব-
শীল ব্যাসদেবের তুল্য বা তৎস্বরূপ । হে হুত্রত !
এই ভূমণ্ডলে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে আপনি
বিশিষ্ট্যবশ্যের সদৃশ । অতএব আপনি এক্ষণে আমা-
দিগের সম্মিথানে তৎসমুদয় কীর্তন করিয়া এষণ-
পিপাসা দূর করুন । মুনিগণ এইরূপ কহিয়া কোভু-
হলাক্রান্তচিত্তে তৎসমক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলে,
হাস্য আকাশমার্গে দৈববাণী হইল, “মুনিগণ অত্যন্তম
প্রম করিয়াছেন, কিন্তু সমুদয় জগতই লিঙ্গময় এবং
ঐ শিবলিঙ্গই চরাচর বিশ্ব অবস্থিত ; এজন্ত সমস্ত
কার্য পরিচাল্যপূর্ব্বক কেবল সেই লিঙ্গেরই স্থাপন
ও পূজা করা কর্তব্য । লিঙ্গ-স্থাপনরূপ সম্মার্গনিহিত
স্বকীর্ষ অসি দ্বারা মানবগণ অবলীলাক্রমে অতি নীচ
প্রজাও ভেদ করিয়া মুক্তিমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে ।
হে বিজয় ! কি উপদেশ, কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি
ই, কি ব্রহ্মণ, কি কুবের এবং কি অস্ত্রাচ্চ মহত্তম
দেবগণ স্বকীর্ষই ইন্দ্রলয় লিঙ্গমূর্তি মহেশ্বরকে স্থাপন
করিয়া ঋষ পঞ্চক নিকট প্রাধাত লাভ করিয়া প্রভু

হয়গ্রহেহন । ফলতঃ ভগবান ব্রহ্মা, হর, বিষ্ণু, দেবী রম-
ধরা, লক্ষ্মী, রত্ন, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, দুর্গা, শক্তি, রুদ্রলয়, বহু-
গণ, স্বপ্ন, বিশাখ, শাখ, ভগবান, নৈগমেশ, লোলপাল-
গণ, গ্রহগণ, নন্দিকেশ্বরি সমস্ত গণসমূহ, প্রভু গণপতি,
শিবগণ, মুনিগণ, কুবেরাদি সমুদয় বক্ষগণ, প্রজ্ঞাশীলী
আদিভ্যগণ, বহুগণ, সাংখ্যগণ, তিব্বৎবর অনিন্দিত্যমার-
বর, বিবেকেশ্বরগণ, সাধ্যগণ এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি
সমুদয় জীবগণ, অধিক কি, ব্রহ্মাদি স্থাবর পদার্থ সমুদয়
জগতই ঐ লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; অতএব মানব-
গণ অস্ত্রাচ্চ সমস্ত কার্য পরিচাল্য করত অব্যয় লিঙ্গেরই
স্থাপন করিবে । ফলতঃ সময়ে উক্ত লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক
পূজা করিলে সমুদয় দেবতারই স্থাপন ও পূজা হইয়া
থাকে । ১—২১ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

হৃত কহিলেন,—তখন সেই মহামুনিগণ, গগন-
মার্গে তাল্প দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রুতাজলিপটে
মনোমধ্যে মঙ্গলময় অব্যয় লিঙ্গরূপী ভগবান শঙ্করকে
প্রণাম-পূজ্যসব লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায় রুত নিশ্চয় হইয়া
অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে সমুদয় দেবগণের
প্রভু অনাদি ভগবান স্বয়ং কেশব, বৃহস্পতি, মুনিবর-
গণ, গণেশকৃষ্ণগণ এবং সমুদয় সুরাসুর-নরগণই শিব-
লিঙ্গরূপ পুনরায় এই প্রকার দৈববাণী হওয়ায় শংসিত-
ত্বত ষট্চত্বারিংশ শৌনকাদি সমুদয় মুনিবরগণ তৎপ্রবণে
সমুদয় কার্য পরিচাল্যপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে ভগবান
শঙ্করের প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হইয়া হর্ষদগদ স্বরে মহাত্মা
হৃত-সম্মিথানে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা-বিবরণকল জিজ্ঞাসা করিলে
করিলে হৃত বলিলেন, মুনিপুত্রবর্গ ! আমি ধর্ম্ম,
অর্থ, কাম ও মূর্তির নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট
সংক্ষেপে লিঙ্গমূর্তি পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠাবিষয় বর্ণ্যরূপে
আহুপূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । মানবগণ
বহুপূর্ব্বক বর্ণ্যবিধি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক শিলাময়
হেমময় রত্নময় রজতময় বা তাম্রময় সমাকৃ বিন্দুত-
মস্তক এক বেদিযুক্ত শিবলিঙ্গ নির্মাণ করতু হুত্র-
সমর্পিত করিয়া পঞ্চগব্যাদি দ্বারা বিশোধনপূর্ব্বক
ভক্তিসহকারে সেই অত্যন্তম লিঙ্গ, বেদির সহিত
স্থাপন করিবে । উক্ত লিঙ্গবেদি সাক্ষাৎ মহেশ্বরী,
এবং উক্ত লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বর ; এ কারণ লিঙ্গ ও
বেদির পূজা করিলে শঙ্কর ও শঙ্করী উভয়েই পূজিত
হইয়া থাকেন এবং সর্বেষি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিলেই

উক্তের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই নিমিত্ত সাধকবরের
কৈল্যের সহিত লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। উক্ত লিঙ্গের
মূলদেশে ভগবান্ ব্রহ্মা, মধ্যভাগে বিষ্ণু এবং উপরি-
ভাগে স্বয়ং সর্ব-পূজিত সর্বেশ্বর অনাদি রূপ-মূর্তি
পূর্তিপতি, বাস করিয়া থাকেন, এজন্ত সাধক-সর্বোদাধ্য
শিবলিঙ্গের স্থাপন ও পূজা করিবে। সমুদয় হরবর-
গণই। উক্ত মহেশ্বরকে গণসমূহের সহিত পূজা
করেন। যে সকল মানব, প্রতিদিন গন্ধ, মালা, ফুল,
কাঁপ, নগ্নন, আহুতি, বলি, স্তোত্র ও মন্ত্রাদিরূপ
উপচারে উক্ত ত্রিংশনাথ লিঙ্গমূর্তি মহেশ্বরকে পূজা
করেন, তাঁহাদিগকে আর জন্মমরণাদি অন্তঃপাতাগ
করিতে হয় না। তাঁহারা দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধ-
গণের বন্দনীয় এবং পূজনীয় হন। অপ্রমেয়াদ্বা সেই
সকল মহাদ্বাদিগকে গণদেবতাগণ নিরন্তর প্রণাম
করিতে থাকেন। এজন্ত মানবগণ, সর্বাধিস্থিত্তির
নিমিত্ত ভক্তিসহকারে বিহিত উপচার দান করত
লিঙ্গমূর্তি পরমেশ্বরকে বিশেষরূপে পূজা করিবে।
প্রথমে শিবলিঙ্গের অর্চনা করিয়া কৃচ্চবদ্রাদি দ্বারা
আচ্ছাদনপূর্ব্বক তীর্থমধ্যে মঙ্গলময় বেদিকার উপর
তাহা স্থাপন করিবে এবং শঙ্করাধিষ্ঠিত সেই শি-
লিঙ্গের চতুর্দিকে সাক্ষত সকুর্চ্চ বিচিত্র-তন্তু-বেষ্টিত
বজ্রাভ্যাস্তমসম্বিত স্বস্তিকাদি-মুশোভিত আচ্ছাদনযুক্ত
সবস্ত্র লোকপালাদি-দেবতা-সম্বন্ধীয় মঙ্গলঘটসমূহ
রক্ষা করিবে এবং ধূপদীপাদির সহিত উৎকৃষ্টতম
বিতান গজ-মহিষাদি ও চিত্রিত লোকপালগণের পতাকা,
স্থাপনপূর্ব্বক মুশোভন সর্বলক্ষণসম্পন্ন কর্ভনিচয় দ্বারা
চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিবে। পরে বেদাধ্যয়নসময় যজমান
সমাহিত হইয়া অব্যগ্রভাবে পঞ্চাহ, ত্রাহ বা, একরাত্র
ধূপদীপাদির সহিত জলদ্বারা অধিবাস করত কিস্কিনী-
ধ্বনিমধুর-বীণারব-নির্নাদিত নৃত্য গীতাদি মঙ্গলকার্য্যে
অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়া পরে যথালক্ষণসম্পন্ন
মণ্ডলমধ্যে পুণ্যাহ্বান করিতে হইবে। উক্ত
সর্বলক্ষণসম্পন্ন অষ্টমণ্ডল-সংযুক্ত অষ্টদিগ্ধ্বজ-
সম্বিত-বেদিসংযুক্ত সুসংযুক্ত মণ্ডল-মধ্যে পূর্বাধি-
ক্রমে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণোপেত নব কুণ্ড নির্মাণ করিবে।
এবং ঐ সকল কুণ্ডমধ্যে চতুঃসংখ্যান কুণ্ড, ঈশান-
কোণে করিতে হইবে। অথবা নবকুণ্ডে না করিয়া
পঞ্চকুণ্ড বা একটীমাত্র স্থাপন করিলেও হয়।
পূর্ব্বোক্ত বেদিসম্বো শিবার্চন-বিহিত সর্বপ্রকার যজ্ঞীয়
উৎসবগণ দ্বারা চতুঃসংখ্যকৃত কাঞ্চনোপেত অত্যুচ্চ
এক মহাপঞ্চ্য প্রস্তুত করিয়া চতুঃপরি লিঙ্গমূর্তি পর-
মেশ্বর শঙ্করকে পূর্ব্বশিল্পী করত যথাবিধি স্থাপন

করিবে। পূর্ব্বের রত্ন স্থাপন করিয়া প্রদান ঘটস্থাপন
করিতে হয়। বস্ত্রধূপল এবং কুর্চ্চ দ্বারা শিবলিঙ্গ
আচ্ছাদন করত তাহার চতুর্দিকে রত্ন লিঙ্গেপ করত
বামাদি দ্ব্যবসক্তি স্থাপন করিবে। প্রথমে লিঙ্গবেদীর
উপর পঞ্চগব্য-সমর্ষিত হিরণ্যাদির সহিত সর্বশস্ত-
সংযুক্ত নব রত্ন বিজ্ঞাসপূর্ব্বক শিবগায়ত্রী বা কেবল
প্রণবমন্ত্রে পরম ব্রহ্মময় অব্যয় শিবলিঙ্গ স্থাপন করিতে
হয়। ব্রহ্মগায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মভাগ, বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা
বৈষ্ণব ভাগ বিজ্ঞাস করত 'নমঃ শিবায় নমো হংসঃ
শিবায়' এই মন্ত্র দ্বারা কিম্বা রুদ্রাধ্যায়োক্ত মন্ত্রদ্বারা
বেদিকার উর্দ্ধ পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগে, পরিমার্জন-
পূর্ব্বক শিবভাগ বিজ্ঞাস করিবে এবং চতুর্দিকে
পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্রে বেদিকামধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিধিসংযুক্ত
কলস নিচয় স্থাপন করিবে। মধ্যকুণ্ডে শিব, দক্ষিণ-
কুণ্ডে দেবী পরমেশ্বরী, তদাধ্যাহ্ন হুচিতিত ক্ষুদ্র-কুণ্ডে
স্বন্দ এবং ঐ স্বন্দকুণ্ডে বা ঈশকুণ্ডে, ব্রহ্মা
ঈশকুণ্ডে বা শিবকুণ্ডে হরি ও ঐ শিবকুণ্ডে ব্রহ্মা
সকল বিজ্ঞাস করিবে এবং বেদিকামধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিধি
নাহুসারে শিব, মহেশ্বর, হর, রুদ্র, পিতামহ, ব্রহ্মাণী
অম্বিকা ও সংক্ষেপরূপে ছন্দ্যাদি অঙ্গসকল বিজ্ঞাস
করিতে হইবে। বর্ধনীকুস্তমধ্যে, গন্ধতোয়দ্বারা কলস পু-
করত দ্বৈবীকে স্থাপন করিবে। হে স্ত্রভোগ্য! শিব
কুণ্ডে হিরণ্য, রক্ত ও রত্নসকল বিজ্ঞাস করিতে হইবে-
এবং বর্ধনীমধ্যেও গায়ত্র্যঙ্গ মন্ত্র দ্বারা সময়ে হিরণ্য
বিন্যাস করত বিদ্যেশ্বরদিগকে ও ব্রহ্মকুর্চ্চ-প-
দিকুণ্ডে অষ্টদিক্পালগণকে বিজ্ঞাস করিবে।
কুণ্ডের প্রত্যেক নববস্ত্র অর্পণ করত প্রণবাদি নমো
ইত্য মন্ত্রে অনন্ত ঈশ প্রভৃতি দেবগণকে বিজ্ঞাসপূর্ব্ব-
বিশেষরূপের কুস্তমধ্যে হেমরত্নাদি বিজ্ঞাস করিবে
হইবে এবং ঈশানাদি মুখক্রমে গায়ত্রীর অঙ্গ-ক্রমায়
সারেতে আহুতিদান ও জয়াদি দ্বিষ্টি পর্য্যন্ত সমুদ্র
পূর্ব্বের দ্বারা আচরণ করিবে। শিবকুণ্ড, বর্ধনী, বিষ্ণু
কুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড দ্বারা বিশেষরূপে ব্রহ্মভাগ এবং
বিদ্যেশ্বরগণের কুস্তনিচয় দ্বারা পরমেশ্বরকে সেচ
করিতে হয়। পরে সুসমাহিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত
মুখক্রমে ঈশানাদি মন্ত্র সকল বিজ্ঞাস করত কলসপুঞ্জ
মধ্যে যথাসম্ভব কলসনিচয় দ্বারা দানকার্য্য সমাধা-
পূর্ব্বক পূজা করিবে। ৬—৪৪ ॥ উৎকৃষ্ট সহস্র প
দক্ষিণা দিবে, অস্ত্র দেবতাদের পক্ষে অর্দ্ধ কিং
পাদ দক্ষিণা দিবি ॥ ৪৫ ॥ এবং বস্ত্র, জুনি, জুবাণ ৩
ধন প্রধান ব্যক্তিকে দিবে। ক্রমে হোম যাগ
বহির্দান করিবে। নবাহ, সপ্তাহ, ত্রাহ কিং

একাত্তর উৎসব করিবে। নিত্য শঙ্করাচরণ করিয়া হোম করিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পূর্ববৎ অঙ্করাগ্নি ও হোম করিবে। এই প্রকারে বাহু অভ্যন্তর অগ্নিতে শিবারণ্যনা করিবে। যে এবং বিধ লিঙ্গ স্থাপনা করে, সেই পরমেশ্বর, তাহাতে তাহার দেবগণ, ঋষিগণ, অপ্সরোগণ ও সচরাচর ত্রৈলোকা, স্থাপিত ও পূজা করা হয় ॥ ৪৮—৫০

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

হুত কহিলেন, সকল দেবতাদের প্রতিষ্ঠা বাহুল্যে কহিব। স্বশাধোক্ত মন্ত্র দ্বারা যাগকুণ্ড নির্মাণ করিয়া প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠা করিবে, উৎসব ও যথা-বিধানে পূজা করিবে। স্বর্গ্যপ্রতিষ্ঠা, পঞ্চাশি বাহুশাশি ক্রমে করিবে। ১২। সকল কুণ্ড গোল বা পত্রাকৃতি হইবে। উমার প্রতিষ্ঠাতে যোনিকুণ্ড এবং একটা বর্কনী করিবে, শক্তিকার্য্যমাত্রই যোনিকুণ্ড বিহিত। শত্ভুর ও দেবতাদের গায়ত্রী সত্বে স্থির করিবে, সকলেই রুজাংশসভুত, অতএব তাহাদের প্রতিষ্ঠা (সংক্ষেপে) কহিব। ৩৪। * দেবতাবিশেষে গায়ত্রী-বিশেষ আছে, তাহা দ্বারা পূজা ও স্থাপন করিবে, প্রথমে তাঁহাদের আসন। অথবা বিষ্ণুস্থাপন, পুরুষহুত মন্ত্রদ্বারা করিবে, বিষ্ণু মহাবিষ্ণু সর্গাবিষ্ণু ইহাদিগকে অনুক্রমে পরিকল্পিতবিধানে বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা স্থাপন করিবে। প্রভুর প্রধান মূর্তি বাহুদেব, সত্ত্বর্ধন, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ ও অজাত মূর্তি যুগাবর্তে শাপাধীনবশতঃ প্রাপ্তভূত হইয়াছে। মংস্ত, কৃষ্ণ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী ও অপর মূর্তি শাপাধীন জন্মিয়াছে। তাঁহাদেরও গায়ত্রী কল্পনা করিয়া স্থাপন ও পূজা করিবে। দেবদেব মহাদেবের ও নারায়ণের স্তব্ধ ও প্রসিদ্ধ সকল যন্ত্র, মন্ত্রোপনিষাদি পঞ্চসম্বোজাত পার্শ্ববরূপ প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিবে। হরির পরম সন্তোষকর “ও নমো নারায়ণায় এই মন্ত্র ও নমো বাহুদেবায় নম, সত্ত্বর্ধনায় নমঃ প্রহ্লাদায় নমঃ এবং অনিরুদ্ধায় নমঃ এই সমস্ত মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেককে স্থাপিত করিবে, মহাদেবের সকল প্রতিমূর্তির প্রতিষ্ঠা এবং পূজা,

* ইহার পর মূলে নানা দেবতার গায়ত্রী আছে। কল্পবাহু তাহা প্রকাশ করা অসুচিত এ বিধায় প্রকাশ করিলাম।

লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও লিঙ্গপূজার জ্ঞান জানিবে। রত্নদান উৎসবাদি, হরির প্রতিষ্ঠাতেও করিবে। হিরণ্যপ্রতিষ্ঠার জ্ঞান হরির প্রতিষ্ঠাতেও এই এবং বক্ষ্যমাণ প্রকার বিধান করিবে। নেত্রমন্ত্র দ্বারা তাহাদের চন্দ্রকলি করিবে। যে স্থানে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সেই স্থান প্রদক্ষিণ করিবে। প্রতিষ্ঠিত দেবোদ্দেশে আরাম নগর ও জলাধিবাসন কর্তব্য। আরাম নগর জলাশয়ঃসর্গেও এইরূপ নিয়ম। যাগকুণ্ড ও মণ্ডপ নির্মাণ করিবে, শয্যা স্থান করিবে। যথাবিধি নবসংখ্যক কুণ্ডে নবা-গ্নিতে হোম অথবা পঞ্চকুণ্ড হোম করিবে, তাহাতেও অসমর্থ হইলে কেবল প্রথানোদ্দেশে হোম করিবে। এই প্রকারে পূর্বপ্রথাযুসারে প্রতিষ্ঠা বলা হইল। শিলাপ্রতিমার জলে অধিবাসন করিবে। চিত্র-প্রতিমার জলাধিবাসন নাই, বুধের জলাধিবাসন কর্তব্য। প্রাসাদপ্রতিষ্ঠায় শরীরাসের জ্ঞান প্রাসাদাসেরও প্রতিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। বুধ, অগ্নি, মাতা, বিদ্যেশ, কাক্তিকেশ, শ্রেষ্ঠা, হুর্গা, চণ্ডী, শত্ভুর এই অষ্টাবরূপ গায়ত্রী দ্বারা যথাবিধি পূর্বাদি দিকে স্থাপন করিবে এবং শোকপালগণ গণেশাদি প্রমথসমূহ, উমা, চণ্ডী, নন্দী, মহাকাল, মহামুনি, বিদ্যেশ্বর, মহাভূজী, কন্দ, উত্তরাদিকৃ হইতে যথাক্রমে গায়ত্রীদ্বারা স্থাপন করিবে। এই সময়ে স্বকীয় স্বকীয় স্থানে বা ঈশানকোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ক্ষেত্রপালকে স্থাপিত করিবে। সিংহাসনে অনন্তাদিকে ও বাগীশ্বরীকে প্রণবের দ্বারা স্থাপিত করিবে, ধর্ম্মাদিকে পরে স্থাপিত করিবে। এই সংক্ষেপেতে অবস্থায়ী সকল দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা বলা হইল ॥ ৫—৫০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিরা কহিলেন, অধোদেশমাহাত্ম্য আপনি কহিয়াছেন, এখন তাঁহার পূজা ও প্রতিষ্ঠা বলুন। হুত কহিলেন, অধোদেশপ্রতিষ্ঠা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাযুসারে করিবে। বেরূপ লিঙ্গাদির পূজা অগ্নিতে তাঁহারও সেইরূপ পূজা এবং নষ্ট্রি-মধু-হুতযুক্ত তিলেয় দ্বারা সহস্রবার তর্জক অথবা অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। হুতযুক্ত মধুদ্বারা হোম করিলে সর্বদুঃখ ও ব্যাধি বিনষ্ট হয়, তিলহোমে ঐশ্বর্য্য হয়, সহস্রবার তিলহোম করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য হয়, শতবার করিলে ব্যাধিদূর। যদি কেহ ত্রিসমুদ্রা অথবা ত্রিমন্ত্র অষ্টোত্তরশত

করে, তাহার সর্কতুংখাশ্রিত হয়। অষ্টোক্তর সহস্র-
বার অধোরমুখ জপ করিলে, অষ্টসিদ্ধি এবং রাজ্যলাভ
হয়। আরের দ্বারা সহস্রবার হোম করিলে বিগত-
জ্বর হওয়া যায়। একমাস ত্রিকাল যে ব্যক্তি হুত
দ্বারা হোম করে, তাহার মহামৌভাগ্য হয়। মধু, ঘৃত ও
দধি দ্বারা হোম করিলে একবৎসরে সিদ্ধ হইতে পারে।
যবকীর-দুতহোমে অথবা অভ্যস্ত শুভ চক্রদ্বারা
হোম করিলে পরমেশ্বর আবার প্রীত হন। দধি দ্বারা
ধাগ করিলে পুষ্টিলাভ হয়, দুগ্ধহোমে শান্তিলাভ হয়,
ছয়মাস দুতহোম করিলে, সকল ব্যাধির নাশ হয়।
একবৎসর তিলহোমে রাজ্যলাভ নষ্ট হয় যবহোমে
আয়ুর্বাধি হয়, ঘৃতহোম জয় হয়। আর সকল কুষ্ঠ-
করের নিমিত্ত মধুযুক্ত-তুলা দ্বারা নিয়ত ছয়মাস হোম
করিবে। ভগবদর রোগী ঘৃত দুগ্ধ মধুদ্বারা হোম
করিলে তাহার ভগবদরোগ নষ্ট হয় এবং তাহার
প্রতি জগৎ সমুত্তর হন। ঘৃতহোম করিলে রোগ সকল
নষ্ট হয়। অধোরমুখের যথাবিধি প্রতিষ্ঠা ও পূজা
করিলে সকল ব্যাধি নষ্ট হয়। মহাত্মা অধোরমুখের
প্রতিষ্ঠা ও পূজা সংক্ষেপে বলা হইল। ইহা পূর্বে নন্দী
ব্রহ্মপুত্র সমস্তকুমারকে কহিয়াছিলেন ॥ ১—১৭ ॥

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

অধিগণ কহিলেন, মঙ্গলানন্দ শূলী রুদ্র অর্পণাবিদের
কি দণ্ড কহিয়াছেন, তাহা আপনি বলুন। হে
হুত্রত ! তোমার কিছুই অবদিত নাই, ঐক্যিক
বৈদিক শ্রোত-স্মার্ত সকল তত্ত্বই আপনি বিশেষরূপে
অবগত আছেন। হুত কহিলেন, পূর্বকালে অক্ষয়-
ভোজা অধোর-শিষ্য শুক্লাচার্য হিরণ্যাককে দণ্ডনীতি
কহিয়াছিলেন তাঁহারই অনুগ্রহে দৈতপতি হিরণ্যাক
সদেবাসুর ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছিলেন, এবং
তাঁহার অক্ষয়কাম্যক গণনায়ক চারুবিক্রম পুত্র হইয়া-
শিল্প। শেষে বিষ্ণু বরাহম্বতারা সেই হিরণ্যাককে
নিহত করেন। যাহারা ত্রীবালাকপীড়ন করে,
বিশেষতঃ যাহারা গো-পীড়ন করে, তাহাদের ঈদৃশ
পঙ্কতিতে জয় হয় না। এখন দৈতপতি হিরণ্যাক,
পৃথিবীকে অভ্যস্ত উৎপীড়িত করিতে লাগিল, তখন
অধোরমুখ তাহার প্রতি নির্ভর হইয়াছিলেন। ঐক্য
সহস্র বৎসরান্তে বরাহরূপী ভগবান তাহাকে নিহত
করিলেন। অতঃপর অধোর-সহস্রবৎসর নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-
পীড়ন, বিশেষতঃ ত্রীপীড়ন ও গো-পীড়ন করিবে না।

সম্প্রতি আমি অতিশয় বিষয় তোমাদের নিকট
কহিতেছি শ্রবণ কর। ১—২। আততায়ীর প্রতি
রাজার ব্যবহার শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ বা স্বরাষ্ট্রাধিপতি
আততায়ী হইলেও কোন বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।
অতিশয় সৈন্তসমাগমে অভ্যস্ত বলবানকর অধোর-
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নিজে ক্রুর হইয়া এবং ক্রুর
ব্রাহ্মণদ্বারা এই উপায় অবলম্বন করিবে। তাহাতেই
সে বিপদের অবসান হইবে, সংশয় নাই। হে
দ্বিজগণ ! দক্ষিণমার্গ-অবলম্বনে লক্ষ যোদ্ধারূপী
অধোরমুখ জপ করিলে নিশ্চয় শান্তি হইবে। দশ
সহস্র তিলহোম এবং শুভ লক্ষপূষ্পদ্বারা, বাণলিঙ্গ
বা বহ্নিতে অধোরনাথকে পূজা করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়।
মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে মুক্তিলাভ বা সিদ্ধাদি লাভ কিছুই
হয় না। সিকমন্ত্র বেদবেদাঙ্গপারগ জ্ঞানী ব্যক্তিই
প্রোক্তদ্বানে বা মন্ত্রদ্বানে উক্ত ক্রুরকার্য অথবা কেবল
বীমান মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তিই শিবচিন্তাপরায়ণ হইয়া
আপনার নিমিত্ত অথবা রাজার নিমিত্ত পূর্বোক্ত
কার্য করিবে। অতিচারক ব্যক্তি পূর্বসিদ্ধ হইতে
ঈশানকোণ পর্যন্ত আটটি শূলস্থাপন করিবে
॥ ১০—১৭ ॥ চতুর্বিংশতি শিখার অগ্রভাগে সেই
শুলের তিনটি করিয়া শিখা রহিবে। অধোরবিগ্রহ
নির্ম্মাণপূর্বক বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া সর্কনাশ কর
অধোরকে ধ্যান করিয়া সকল কর্ম করিবে এবং নিজ
দেহকেও কোটিকালান্থির দ্বারা চিত্তা করিবে। গুল,
কাপাল, পাশ, দণ্ড, শরাসন, বাণ, ডমরু, এবং খড়্গ
এই অস্ত্রাধি তাহার হস্তে অনুক্রমে অবস্থিত। তাঁহার
অষ্ট হস্ত, তিনি বরদ, নীলকণ্ঠ, দিগম্বর এবং পঞ্চভুজ
আরুঢ়। সেই মূর্তির শিরোভূষণ অর্কচন্দ্র, বদনমণ্ডল
দংষ্ট্রা-ভীষণ ও মুষ্টি ভয়াবহ। সেই ভয়ঙ্কর দেবমূর্তি
হুং ফট্ স্বরূপ মহাশঙ্কে সমস্ত দিগ্গুণ প্রতিনিধিত্ত
করিতেছেন। তিনি ত্রিনেত্র; তাঁহার জটোভার
নাগপাশদ্বারা বদ্ধ। তিনি সর্কালঙ্কারভূষিত চিতা-
ভয়াবৃত। তাঁহার পরিধান গজচর্ম, অলঙ্কার সর্গময়।
তাঁহার চতুর্দিকে ভূত প্রোক্ত পিশাচ রাক্ষস
ডাকিনী বিরাজমান। তিনি মুষ্টিকাভরণ; সমস্ত
জলধরের দ্বারা তাঁহার পঙ্কজ নির্ধোষ। বর্ষ নীলা-
গ্নন-পর্কভের দ্বারা; এবং উত্তরীয় সিংহচর্মদ্বারা
নির্ম্মিত। যোম যোমতর অধোরেশ-শিবকে এইরূপে
ধ্যান করিবে। হে হুত্রতগণ ! সিকমন্ত্র ব্যক্তি বহু
ত্রিংশৎমাত্রা গর্ত-প্রাণাধার করত। মহামাত্রা প্রাণ-
পূর্বক প্রোক্তদ্বানে বা চিত্তদ্বানে যথাবিধি সর্ককার্য
করিবে। ১৮—২৭। এবং যদ্যপে, 'পূর্বসিদ্ধকে,

পশ্চিমদিকে, দক্ষিণদিকে ও উত্তরদিকে ষাণ্ঠাশাস্ত্র হোম-
কুণ্ড নির্মাণ করিবে। মধ্যকুণ্ডে আচার্য্যকে নিযুক্ত
করিবে; পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে উপযুক্ত
সাধককে নিযুক্ত করিবে। পূর্বোক্ত শূল-বেষ্টিত
এবং তাদৃশ শিষ্যসহিত পীঠ-মধ্যস্থ হইয়া
ত্রিংশাক্ষর ষোড়শরূপী অষোড়শাধকে চিন্তা করিয়া
বিভীতক ফলদ্বারা দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ রাজার শব্দে
নির্মিত করিয়া পাঠে স্থাপন করিবে, এবং অঙ্গার
দ্বারা কুণ্ডের অধোভাগ খনন করিবে। তখন ব্রাহ্মণ
ক্রোধে সেই বিভীতক-নির্মিত শব্দকে অধোমুখ
উৎকপাদে স্থাপন করিবে। তাহার পর শাশানসভ্যত
অঙ্গার আনয়ন করিয়া তুণ্ডান্তাবে ভূবের সহিত অগ্নি
দিবে। তাহার পর মাঘরাত্র দ্বারা নাভিদেশে অগ্নি
উদ্দীপিত করিবে এবং রক্তবস্ত্র সহিত কণক
বাণ করিয়া ভূসংযুক্ত কার্পাসাস্থিসমর্ষিত, হস্তযন্ত্র-
সম্ভত তেল দ্বারা শিষ্যসহিত হোম করিবে।
ঋকপঞ্চায় চতুর্দশীতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে অষ্টমী
পর্যন্ত প্রদীপ্ত অগ্নি করিয়া অষ্টোত্তরসহস্র হোম
করিবে। এইরূপ করিলে রাজার শত্রু, জ্ঞাতি-বন্ধুর
সহিত সমস্ত সংযুক্ত হইয়া যমমন্দিরে গমন করে এবং
শুকপাল, নথ, মন্যাকেশ, অঙ্গার, ভূম, কণক, বক্রাকল,
রাজধলী, গহসম্মার্জ্জনীধলী, বিবসর্গদন্ত, বুধদন্ত,
গোকম্ব, ব্যাধদন্ত, বাজ্রনথ, মৃগদন্ত, বিড়ালদন্ত,
নকুলদন্ত ও বিশেষতঃ বরাহদন্ত অভিমান্ত্রিত করিয়া ও
অষোড়শমন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া সেই কপালাদি
ক্ষেত্রে, গৃহে, নগরে, প্রেতস্থানে অথবা রাজ্যে শত্রুর
অষ্টম রাশিতে সূর্য্য কিংবা চন্দ্র প্রভৃতি হইলে প্রেত-
বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। ইহাতে শত্রুর বাসস্থান নাশ
ও শত্রুনাশ হয়। রাজার যুদ্ধলগনদময়ে বোধ্যায়নযুক্ত
বুদ্ধিচক্রে রাজ্যে নিম্নলিঙ্গ-দর্শন চন্দ্রাভ্যাস শোভিত
চতুস্তোত্র-সংযুক্ত কুশমালাপরিবৃত ভূতলে শত্রু
চিত্রিত করিয়া আচাৰ্য্য নিজে দক্ষিণপাদ দ্বারা তাহার
মস্তকে আঘাত করিবেন, এই প্রকার করিলেও
রাজার শত্রুনাশ হয়। যে নিজ রাজ্যাধিপ-উদ্দেশে ঐ
প্রকার আভিচারিক ক্রিয়া করে, সে আপনাকে ও
নিজ কুলকে ফিলষ্ট করে, তজ্জন্ত মন্ত্রোঘি ক্রিয়া এবং
অস্ত্র সকলপ্রকার যজ্ঞে স্বরাষ্ট্ররক্ষিতা রাজাকে সর্কদ।
পালন করিবে, ইহা অতি রহস্ত বলা হইল; ইহা যে
কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ্য নহে। ২৮—৫০।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, হে সন্তম! এই ষোড়শ লিঙ্গ
আমাদগের নিকট কহিলেন, অধুনা বুদ্ধবাহনিকা
বিদ্যা বলুন। শত কহিলেন, সর্কশত্রু-ভয়করী
বুদ্ধবাহনিকা বিদ্যা দ্বারা বজ্র অভিবিক্ত করিয়া
রাজাদিগকে অর্পণ করিবে। বজ্র নির্মাণ করিয়া
যথাবিধি এই বিদ্যা দ্বারা অভিবিক্ত করিবে এবং
তাহাতে কানন দ্বারা মজ্জা লিখিবে। তাহার পর
সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই বজ্র গ্রহণ করিয়া
লক্ষজপ করিবে। বজ্রকুণ্ডে হুতাদি দ্বারা তদন্যংশ
হোম করিবে, সেই বজ্র নৃপতিকে দিবে এবং
নৃপতি অতি গোপনে তাহাকে রক্ষা করিবেন।
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই বজ্র দ্বারা শত্রু জয়
করা যায়। ১—৫। পূর্বকালে ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট
ইন্দ্রের উপকারের নিমিত্ত বজ্রেশ্বরী বিদ্যা শিখিয়া-
ছিলেন। হে হুত্রতগণ! কোন সময়ে মহাবাহু
ইন্দ্র বিশ্বরূপোপদিষ্ট বিদ্যায় সোমরস হরণ করিয়া
বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছিলেন। অনন্তর বিশ্বরূপ-
মন্দন মহাবাহু ইন্দ্র সোমবাগে সোমশ্বরূপ যথাবিধি
হত হইবে প্রার্থনা করিলে হতপুত্র প্রজাপতি তৃপ্তা
ইন্দ্রকে কহিয়াছিলেন, হে শত্রু! তুমি আমার
পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছ, তোমাকে সোমরসের ভাগ
দিব, বিশ্বরূপকে হত। করায় সোমরসে তোমার
অধিকার নাই; এইরূপ কহিয়া মায়ায় সমস্ত আশ্রম
যোগিত করিলেন। তাহার পর বিশ্বরূপ-মন্দন
ইন্দ্র মায়া নিরাকৃত করিয়া বল দ্বারা-সর্গণে সোমরস
পান করিলেন। ইহাতে প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া
অবশিষ্ট সোমরস গ্রহণ করিয়া “ইন্দ্রশত্রু বুদ্ধিপ্রাপ্ত
হউক” এই কথা কহিয়া আত্মতা দিলেন। অনন্তর
কালান্ধসদৃশ অম্বর প্রাভূত হইল, বর্তনপ্রযুক্ত
তাহার নাম রূত হইল; পরে সে ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত
হইল। ইন্দ্র সর্গণে স্বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন
করিলেন। ইন্দ্রকে ভয়বিহ্বল এবং পলায়নপর
দেখিয়া বিশ্বশত্রু ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরিদম! তুমি
বজ্রেশ্বরী মন্ত্র দ্বারা অভিবিক্ত বজ্র ত্যাগ কর, তাহা
হইলে এখনই শত্রু নষ্ট হইবে। তখন ইন্দ্রও সর্গণে
সম্মিত হইয়া অনাস্রাসে শত্রু নিপাতন করত লুপ্ত
হইলেন, এই জন্ত বজ্রেশ্বরী বিদ্যা সর্বলোকভয়-
কারিনী। ৬—১৬। এই বিদ্যা দ্বারা তৃপ্তাশয় ব্রাহ্মণ-
পণ্ডকে জয় করা যায় এবং সকল পাপ দূরীভূত
করা যায়। হে মুনিগণ! অধুনা বজ্রেশ্বরী মন্ত্র

কহিতেছি। “প্রথম গায়ত্রী, তৎপরে ওঁ কই জহি ইত্যাদি” ইহাই সর্ব শত্ৰুক্ষয়কারিণী বজ্রেশ্বরী বিদ্যা। এই বিদ্যা দ্বারা মহাদেবও সংহার করিয়া থাকেন। ১৭—১৮।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষি কহিলেন, শ্রোতাপকারিণী ব্রাহ্মী বজ্রেশ্বরী বিদ্যা। শুনিলাম এবং ইহা দ্বারা বাজাদেব সকল কার্য সিদ্ধ হয়, তাহাও জ্ঞাত হইলাম। হে সত্য। এই বিদ্যায় প্রয়োগ কীত্তন করেন। সত্য কহিলেন, বলী-করণ, বিষেব, উচ্চাটন স্তম্ভন মোহন, তাড়ন উৎ-সাদন, স্বেদন, মারণ, প্রতিবন্ধন, সেনাস্তম্ভনাদি সকল কৰ্ম গায়ত্রীদ্বারা করিবে। ‘আয়াতু বরদা দেবী ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দেবীকে আবাহন করিয়া বাহু কার্য এক বস্ত্রাদি ক্রিয়া করত “ব্রাহ্মণেভ্যোহভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবী যথামুখং” এই মন্ত্রদ্বারা দেবীকে বিসর্জন করিয়া গমন করিবে নচেৎ করিবে না। হে ষিঙ্গণ। দেবীকে আবাহন করত পূজা জপ করিয়া বিসর্জন করিবে। তারপর বহিঃস্থাপন করিয়া হোম কবিবে প্রতিদিন এইরূপে দেবীকে আবাহন করিবে, পূজাদি সাজ করিয়া বিসর্জন করিবে এবং বহিঃস্থে হোম করিবে। ১—৭। এই বিদ্যাদ্বারা সকল কার্যই সাধিত হয়। বস্ত্রাখ্য জাতি পুষ্পদ্বারা অমৃততর্য হোম করিবে। হে ষিঙ্গণ। দ্বত-করবী বহোম ঝিল্লিলে আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। লাজলক পুষ্প দ্বারা হোম করিলে বিষেব কবা যায়, তৈলহোমে উচ্চাটন, স্তম্ভন মধুদ্বারা হোম করিলে স্তম্ভন ও তিলহোমে সোহন হয়, ধরকথিরে গজকথিরে বা উষ্ট্রকথিরে হোম করিলে তাড়ন হয়। সর্ষপহোমে স্তম্ভন হয়; কুশহোমে পাটন সিদ্ধি হয়। গোহাবীজদ্বারা হোম করিলে মাষণ ও উচ্চাটন সম্পাদিত হয়। পান পত্র-দ্বারা হোম করিলে বন্ধন সাধিত হয়, মনশিলা-হোমে সৈন্ত স্তম্ভিত হয়, হৃৎহোমে সকল সিদ্ধি হয়, দুগ্ধহোমে বিভক্তি হয়। তিলহোমে রোগনাশ হয়। পল্লবহোমে ধন হয়, মধুকপুষ্প-দ্বারা হোমে কাতি হয়; সার্বিত্রীদ্বারা অমৃততর্য হোম করিলে সকল জরাদি সাধিত হয়। ষিষ্টিকুলভ, হোম পুরোক্ত অধিকার্যের ভাঙ্গা আদিবন। অতি বিস্তৃত বিনিয়োগ সংক্ষেপে কলা হইল। অথবা যথাবিধান কেবল ঐ

জপ করিলে বিদ্যাকে পূজা করিয়া সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবিষয়ে সংকেহ নাই। ৮—১৬।

ষিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিংশাশ অধ্যায় ।

ঋষি কহিলেন, হে মহামতে সত্য। ব্রাহ্মণ ক্রত্বি বৈশ্বদেব মৃত্যুঞ্জয়-বিধি বলুন। যেহেতুক আপনি সর্বদ্র। ১। সত্য কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ। মৃত্যুঞ্জয়বিধি বাহ্যে কি আর বলিব। কদ্রাদ্যায়োক্ত-বিধানে হৃতদ্বারা ত্রমে নিযুতহোম করিবে বা হৃত তিল পত্র দ্বারা যত্নেব সহিত হোম কবিবে, অথবা হৃত ও গোক্ষীবিমিশ্রিত দুগ্ধাদ্বারা হোম কবিবে, কিম্বা সন্নত চক ও কেবল দুগ্ধাদ্বারা অযুতহোম করিবে, ইহাতে মহামৃত্যুরও প্রতীকাব হয়। ২—৪।

ত্রিংশাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সত্য কহিলেন, ব্রাহ্মক মন্ত্রদ্বারা দেবদেব ত্র্যম্বকে বাণলিঙ্গে অথবা স্বৰ্ঘ-ভূতলিঙ্গে পূজা করিবে। ১। অথবা আয়ুষ্মদবিদেরা যথাবিধি আনুপূর্বিক অষ্টৌভব-সহস্র খেতপত্র দ্বারা শঙ্করকে পূজা করিবে, কিম্বা শত পত্র পত্র দ্বারা অথবা নীলোৎপল দ্বারা শঙ্করকে পূজা করিয়া পায়স সন্নত অন্ন মুলান্ন বাহু উচ্চ ভোজ্য দান করিবে, তারপর পুরোক্ত পুষ্পদ্বারা বা চকদ্বারা অযুতসংখ্যক হোম করিবে ও যথাবিধি লক্ষ জপ করিবে, ও সহস্রব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে আর গোসহস্র-সহস্র ও সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিবে। ২—৬। সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট এই মৃত্যুঞ্জয় বিধান কহিলাম, দেবদেব অত্যুগ্র শূলী শিব, রহস্যসমেত এই বিষয় স্তম্বেকশ্রেষ্ঠে অমিততজ্ঞা কার্তিককে কহিয়াছিলেন। তাহার পর ঋদ্ধ ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে কহিয়াছিলেন, আবার সেই সর্বলোকচিহ্নিতৈবী সনৎকুমার বেদব্যাসকে ইহা কীত্তন করেন। এ বিষয়ে এইরূপ পরম্পরা-ক্রমে প্রচার হইয়াছে। শুকদেব ত্র্যম্বক রুদ্রবে দেখিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে, প্রভু মহাজগৎ মহা-ব্যাস ঋদ্ধজম্বুভাঙ্ক প্রবণ করিয়া শোকশূন্য হন তখনই সনৎকুমার তাঁহাকে ত্র্যম্বক-মাহাত্ম্য, বিশেষতঃ মন্ত্রমাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন। ব্যাসপ্রসাদে আ-সেই সকল কহিতেছি। ৭—১২। দেব ত্র্যম্বক-পূজা করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইবে

মস্ত হওয়া যায় ; এবং সংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়া অতুল সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হওয়া যায়, রাজ্যার্থী ব্যক্তি যদি লক্ষ্যহোম করে তাহা হইলে সে রাজ্য লাভ করিয়া সুখী হয়। পুত্রপ্রার্থী লক্ষ্যহোম করিলে, পুত্রলাভ করিতে পারে, ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী যদি লক্ষ্যহোম ও জপ করে, তাহা হইলে সে ধনধান্য ও নিখিল মঙ্গল-যুক্ত হইয়া পুত্রপৌত্রাদির সহিত বাস করে এবং অস্ত্রে স্বর্গে গমন করে। ১৩—১৬। জগতে ঈশ্বর মঙ্গল আনয়ন নাই, অধিক কি, বেদের মধ্যেও নাই ; তজ্জন্ত এই মন্ত্র দ্বারা দেবদেব ত্র্যম্বকে নিত্যপূজা করিবে। ১৭। এই মন্ত্র দ্বারা ত্র্যম্বকে পূজা করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের অষ্টশ্লোক ফল পাওয়া যায়। শিব ত্রিজগতের, সত্ত্বাদিপুণ্ড্রের, ত্রিবেদের ত্রিদিবের এবং ত্র্যম্বক ত্রিবিধ বৈশ্যের পিতা। তিনি অকার উকার মকার, এই মাত্রাত্মের বাচক, চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নি ও বহ্নিত্রয়ের উমা মাতা, মহাদেব পিতা। তিনি তিন বস্তুর অম্বক বলিয়া তাঁহার নাম ত্র্যম্বক। যেমন কুম্ভমিত বৃক্ষের গন্ধ দূর হইতে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ মহাত্মা শত্ৰুর উত্তম গন্ধ দূরে প্রবাহিত হইতে থাকে, তজ্জন্ত তিনি সুগন্ধি, এবং তিনি গীতধারণ-ধারণ, ও দেবতাদের বাণীর পোষক, এই জন্তও তিনি সুগন্ধি। তাঁহার, বীর্ঘ্য নারায়ণ নাভিতে ধারণ করিতেছেন। তিনি স্ববীর্ঘ্যে হিরণ্যময় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার বীর্ঘ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক, মহালোক, তপলোক ও সতালোক, অতিক্রম করিতেছে, এবং তাঁহার বীজ হইতে পঞ্চভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রকৃতি, পৃথি লাভ করিতেছে ; সেই জন্ত তিনি পৃথিবীজন। সেই দেবদেব-উদেশে যুত, মধু, বব, গোধূম, মায়, বিশ্বকল, কুম্ভ, অরুপ্প, শরীপত্র, গৌরসর্ষপ এবং শালিগ্রাম, দ্বারা বখাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক হোম-পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে। হে শিব ! আমার এই প্রার্থনা ; এই মন্ত্র দ্বারা আমাকে কর্ত্ত্বাপাশ-বন্ধন হইতে ও মৃত্যুবন্ধন হইতে স্বভেদে মুক্ত করন। আমার পক্ষ উকারক ফল বন্ধনমুক্ত হয়, তজ্জপ কাল অসীম হইয়াছে, আমাকে তাহা হইতে বন্ধনমুক্ত করন। এই প্রকার মন্ত্রবিধান জ্ঞাত হইয়া শিবলিঙ্গপূজা করিলে পাশবন্ধন-মুক্ত হয় এবং মৃত্যু হয় না। ত্র্যম্বকের জ্ঞান লঙ্ঘন আশুতোষ ও প্রীতিমান দেবতা দেখা যায় না। অতএব সতল পরিত্যাগ করিয়া দমায়িতচিত্তে উপাশতি-ত্র্যম্বক-মন্ত্র দ্বারা ত্র্যম্বককে পূজা করিবে। সর্ক্যাবস্থাতেই শিবচিন্তা করবে। মহাতে সকল পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং

কৃত্রিম জ্ঞান প্রভাব হয়। যদি কেহ ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী বা লোকের নিকট আত্মচারণে অমলভক্ষণ করে, তবে সে অধিতীয় শিবকে শ্রবণ করিলে, তাহার সন্তুল পাণ নষ্ট হয়। ১৮—৩৫।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিরা কহিলেন, হে সূত ! হে সূত্রভ ! ত্র্যম্বক দেবদেব বৃষধ্বজকে সর্ক্যার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কিরূপ যোগমার্গদ্বারা চিন্তা করা যায়। পূর্ব্বেও বেদকৃত্য সমস্ত বিষয় বাহ্যে শুনিয়াছি, অধুনা তাহা সংক্ষেপে বলুন। সূত কহিলেন, পূর্ব্বকালে মেরুশিখরে পিতামহ ব্রহ্মলক্ষ্মণ সনৎকুমার মুনিগণপরিবৃত হইয়া দিক্কারপ্রভ নন্দীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন ভগবান নন্দী প্রথমে ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে কহিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে কৈলাসশিখরে একশয্যাশয়ী মাতা ভগবতী গিরিনন্দিনী লোমাক্ষিতরীর নীললোহিত ভগবান মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যোগ কয় প্রকার ? ঐশ্বরিয়গিরি মুক্তিকারণ, মোক্ষপ্রদ জ্ঞানই বা কীদৃশ ? ত্রীভগবান কহিলেন, যোগ পঞ্চপ্রকার ; প্রথম মন্ত্রযোগ, দ্বিতীয় স্পর্শযোগ তৃতীয় ভাবযোগ, চতুর্থ অভাবযোগ, সর্ক্যাস্তম পঞ্চম মহাযোগ। ৫—৮। ধ্যানযুক্ত জপের অভ্যাসকে মন্ত্রযোগ কহে। নাদী-শুদ্ধি করিয়া অহুর্য্যম-বিলোম বায়ুকে জয় করিতে সমস্তযুক্ত যোগ দ্বারা শুক্রেকে স্থির করিবে এবং ধারণাদিযুক্ত হইয়া কুম্ভকবস্থায় ধারণাত্মক প্রকাশ-মান, ভেদত্রয়ের (অর্থাৎ বিশ্ব প্রাজ্ঞ তৈজসের) বিশোধক অভ্যাসকে অবলম্বন করিবে ; তাহাকে স্পর্শযোগ কহে। মন্ত্রযোগ ও স্পর্শযোগগ্রহিত হইয়া মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া বহিরন্তর্ভাগে প্রকাশমান মনকে সঙ্কোচ করার নাম ভাবযোগ ; তাহাতে চিন্তাশুদ্ধি হয়। বন্ধন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ বিলাস বোধ হইবে অথবা এই বিশ্বকে বন্ধন শূন্য বলিয়া জ্ঞান হইবে, তখন অভাব-যোগ হইবে, উক্ত যোগে চিন্তাশুদ্ধি হয়। রূপশূন্য অদ্বিতীয় নির্মল-অভাব রসতরঙ্গ সুস্কন্ধ সর্ক্য প্রকাশ-মান বস্তুজ্ঞের সর্ক্যব্যাপী আশ্রয়রূপত্ব দ্বারা ভাসমান হয়, তাহাই মহাযোগ বলিয়া কীর্ত্তিত। নিত্যোদিত স্বপ্রকাশ সর্ক্যচিত্তোৎপাদক নির্মল কেবল আত্মাই মহাযোগ নামে অভিহিত। সকলযোগই অগ্নিমানি ঐশ্বর্য্যপ্রদ এবং জ্ঞানদায়ক। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যোগ বধ্যক্রমে উত্তরোত্তর প্রশস্ত। অগ্নি

স্বাক্ষরসমূহ নিলে। স্বাক্ষরসমূহ এবং তাঁহার
সমস্ত আশীর্বাদ। গায় না। এই জ্ঞানই জ্ঞান বলিয়া
কীৰ্ত্তিত। এই জ্ঞান দেবগণেরও কীৰ্ত্তিত। যাহার
অহঙ্কার বিলীন হইয়াছে মহত্ত্বমাত্র, অবশিষ্ট।
যিনি স্বয়ং, যিনি স্বয়ং বেদা, স্বাস্থ্যিক আনন্দরূপে
প্রকাশমান এই মনুষ্যবিশিষ্ট-জ্ঞানে তিনিই অধিকারী।
এই জ্ঞান-উপদেশ আহিত্যি কৃতজ্ঞ গুরুভক্ত দেবভক্ত
পরীক্ষিত ধার্মিক ব্রাহ্মণ-শিষ্যকে যথাক্রমে প্রদান
করিবে; অথ কাহাকেও দিবে না। অপর যাহাকে
প্রদান করিবে, সে নিকিত, ব্যাধিত এবং অজ্ঞায়
হইবে। হে অনন্য। দাতারও উক্তরূপ কুফল লাভ
হয়, ইহা জানিয়া এই জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা
নিষেধ। সর্বসম্বন্ধবর্জিত, প্রোতান্যাত্ত্বকর্মে বিশারদ
পুণ্যাত্মা, মন্ডজ, মংপরায়ণ, গুরুভক্ত, সদা যোগরত,
যোগসাধক এই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। হে হুমধমে
দেবি। এই সনাতন যোগমার্গ কীৰ্ত্তিত হইল।
ইহা সমুদয় বেদ ও গুরুরূপ কমল-ফুলের মকরন্দস্বরূপ।
ব্রহ্মবিশ্বম যোগী যোগামৃত পান করিয়া মুক্তিলাভ করে।
এই পানপত্রযোগ সর্বোত্তম যোগৈশ্বর্যপ্রদ। এই
জ্ঞান আশ্রমানপেক। হে প্রিয়ে। সমদর্শী শিবার্চন-
রত মংপ্রিয় ব্যক্তিগণ অনির্বচনীয় ভাগ্যে মুক্তির জন্য
এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ বৃষধ্বজ এই কথা
বলিয়া সৈবীর সম্মতি গ্রহণপূর্বক শঙ্করকর্ণক তপোবন-
গুহে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং আশ্রয়িত্ত্বনে নিযুক্ত
হইলেন। ১—২৮। শৈলাদি বলিলেন, অতএব হে
যোগীশ। তুমিও যোগাভ্যাসে রত হও। স্বয়ং
শিবের ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি প্রদান। অতএব মুমুক্শু পরম
প্রধান, সর্বভোক্তাভবে ভগবান্ যোগী এবং পানপত্র
যোগরত হইবে। যথাক্রমেই ধ্যান করা কর্তব্য।
সুতরাং প্রথমে ব্রহ্মমূর্ত্তি, তৎপরে বৈষ্ণবীমূর্ত্তি,
সর্বশেষে মাহেশ্বরীমূর্ত্তি ধ্যেয়। যোগেশ্বর শিবের
বিষয় সংক্ষেপে কীৰ্ত্তিত হইল। সূত কহিলেন,
ভগবান্ কুলানন্দকর শিলাদপুত্রে ধীমান্ নন্দী এইরূপে
পানপত্র যোগ কীৰ্ত্তন করেন। ভগবান্ সনৎকুমার
অতিশয় ব্রহ্মব্যাসের নিকট প্রকাশ করেন। আমি

তাঁহার নিকট শ্রবণ করি। এখন সত্রাহতারা মুনি-
গণের আদেশে তাহা কীৰ্ত্তন করাতে, কৃতার্থ হইলাম।
ব্রহ্মেশ্বর এবং ব্রহ্মসকলকে নমস্কার। শাস্ত্র শিবকে
নমস্কার। মুনিবর ব্রহ্মব্যাসকে নমস্কার। এই উত্তম
লিঙ্গপুরাণে একাদশমহত্ম প্রোক্ত। ইহার পূর্বভাগে
অষ্টোত্তর শত অধ্যায়। অনন্তর উত্তরভাগে ধর্ম্মকামাধ-
মোক্তপ্রদ পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়। অনন্তর সেই
নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ সকলেই হর্ষরোম্মাঞ্চিত-
কলেবরে একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশানদেবকে প্রণাম
করিলেন। প্রভু স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা, একাদশপুরাণ-
শাখা প্রবর্ত্তিত করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, যে
ব্যক্তি, আদ্যোপান্ত সমস্ত লিঙ্গপুরাণ পাঠ করে, শ্রবণ
করে, কিংবা বিজ্ঞপণকে শ্রবণ করায়, সে পরমগতি
লাভ করে। তপস্বী, যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন, মিত্র কর্ম্ম
কিন্তু কেবল বিষয়াত্মার যে গতি প্রাপ্তি হয়, লিঙ্গপুরাণ-
পাঠাদি করিলেও তাহা লাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান এবং
বেদবিদ্যা হয়। সেই বিপ্রের বৈরাগ্য এবং শাস্ত্রতী
শিবভক্তি হইয়া থাকে। অধিকন্তু সেই মহাত্মার
আমার প্রতি এবং নারায়ণ-দেবের প্রতি প্রজ্ঞা হয়।
তদীয় বংশের অক্ষরবিদ্যা এবং সর্বভোক্তাভবে প্রমাদ-
শূন্যতা হইয়া থাকে। ব্রহ্মার এই আশ্রয়। অতএব
সেই মহাত্মার এতৎ সমস্তই হইয়া থাকে। ঋষিগণ
বলিলেন, হে রোমহর্ষণ! যেহেতু ইহাতে আমাদিগের
অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছে; অতএব বেদব্যাস, আপনি,
আমরা এবং এই তীর্থগাত্রারত নারদ—এই স্রষ্টা-
দিগের সকলের যে সিদ্ধি আছে, এই পুণ্যপাঠাদি
করিলে, বিরূপাক্ষের প্রসাদে সর্বভোক্তাভবে তাহার
সর্বদা সেই সিদ্ধি লাভ হইবে। মুনিগণ এই কথা
বলিলে, ভগবান্ নারদ ও স্রষ্টাভ্যর্থ করযুগলদ্বারা সূতের
শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন, হে সূত! “স্বস্ত্যস্ত,”
তোমার মঙ্গল হউক, বৃষধ্বজ মহাদেবের প্রতি তোমার
এবং আমাদিগের যেন আশ্রয় থাকে; সেই শিবকে
প্রণাম।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীলিঙ্গপুরাণের উত্তরার্ধ সম্পূর্ণ।

লিঙ্গপুরাণ সমাপ্ত।